প্রথম প্রকাশ
মাঘ, ১৩৬৭
জানুয়ারী, ১৯৬০

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত ॥ তুলি-কলম ॥ ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯
মুদ্রক : শ্যামলকুমার ঘোষ ॥ দি আনন্দম্ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ॥
৩২/২, সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলকাতা-৬

ভূমিকা

ভারতীয় পুরাণের সঙ্গে গ্রীকপুরাণের পার্থক্য এই যে ভারতীয় পুরাণে শুধু দেবদেবীর জন্মবৃত্তান্ত, কীর্তিকলাপ ও মহিমা কীর্তিত হয়েছে, কিন্তু গ্রীকপুরাণে দেবদেবীদের জন্মবৃত্তান্ত ও বিচিত্র দৈব মহিমার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য মর্ত্যমানব-মানবীর বীরত্বপূর্ণ কার্যাবলী ও জীবনকাহিনী কীর্তিত হয়েছে। গ্রীকপুরাণে দেবতা ও মানব, স্বর্গ ও মর্ত্য পারস্পরিক সীমারেখা হারিয়ে এক অখণ্ড পরিমণ্ডলে একাকার হয়ে এক বৃহত্তর জীবনাবর্তে আবর্তিত হয়েছে। গ্রীক-পুরাণে তাই পৌরাণিক যুগের সমাজব্যবস্থার যেভাবে প্রতিফলন ঘটেছে ভারতীয় পুরাণে তেমনভাবে হয়নি। ভারতীয় পুরাণে দেখি দেবদেবীরা মর্ত্যে আবির্ভূত হয়ে মর্ত্যলোকে তাদের পূজা প্রচলন ও মহিমা প্রচারের জন্য মুনিঋষি বা সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হয়ে মানুষকে তাঁদের প্রয়োজনের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করতেন। সেখানে মানুষের কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারেনি। একমাত্র পদ্মপুরাণে দেখা যায় চাঁদ সওদাগরের অতুলনীয় পৌরুষ দৈববিধানের বিরুদ্ধে এক প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বকে এক বিরল দেবোপম মহিমায় উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছে।

গ্রীকপুরাণের প্রথম দিকে দেবরাজ জিয়াস ও অন্যান্য দেবদেবীদের জন্মকথা, স্বরূপ ও চরিত্রমাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। পরে হার্কিউলেস, পার্সিয়াস, থিসিয়াস, জেসন প্রভৃতি অসমসাহসিক বীরদের অসাধারণ পৌরুষ ও বীরত্বকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু গ্রীকপুরাণের যে আখ্যানভাগে অসংখ্য কাহিনীর মধ্যে মানব-জীবনের যে কথা ও কাহিনী স্থান পেয়েছে সেই আখ্যানভাগটিকে অপরিহার্য নিয়তির বা দৈববিধানের এক অলঙ্ঘ্যনীয় প্রভাব ব্যাপ্ত হয়ে আছে। তাই দেখা যায় মানুষ বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে যত বীরত্বই অর্জন করুক না কেন দৈববলে বলীয়ান না হলে বা দৈব অনুগ্রহ লাভ করতে না পারলে সে চূড়ান্ত জয় বা সাফল্যের স্বর্ণমুকুট কখনই লাভ করতে পারবে না জীবনে। মানুষের জন্মকালে নিয়তিদেবীরা যেভাবে নবজাতকের জীবনসম্পর্কে একটি পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করেন কোন মানুষই সেই পরিকল্পনার বাইরে গিয়ে তার জীবনকে অন্য ভাবে গড়ে তুলতে পারেনি। শত চেষ্টাতেও ঈডিপাসের মত বীর, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান পুরুষ নিয়তিনির্দিষ্ট অভিশপ্ত জীবন-পরিণতিকে পরিহার করতে পারেনি। যে অমোঘ অলক্ষ্য শক্তি মানুষের জীবনকে বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এক অবশ্যম্ভাবী পরিণতির পথে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিয়ে যায় সে শক্তিকে জয় করতে পারে না কোন মানুষ। তৎকালীন গ্রীক জীবনদর্শন প্রধানতঃ এই নিয়তিবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এই নিয়তিবাদ অসংখ্য মানবজীবনের গতিপ্রকৃতির মধ্য দিয়ে স্বীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গ্রীকপুরাণের কাহিনীগুলির মধ্যে তৎকালীন সমাজব্যবস্থারও এক অভ্রান্ত প্রতিফলন পাওয়া যায়। সেকালের গ্রীকসমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক এবং সে সমাজে পুরুষদের মধ্যে বহু বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। তবে বিধবা নারীদের পুনর্বিবাহের ব্যাপারে কোন সামাজিক সম্মতি ছিল না। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় হিন্দুনারীদের মত অনেক গ্রীক নারী বা প্রেমিকা স্বামী বা প্রেমিকের মৃত্যুতে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করে তার অনুগামিনী হয়েছে। হিরো ও লেণ্ডারের মত প্রেমিক প্রেমিকাদের সহমৃত্যু তাদের প্রেমকে দান করেছে এক মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমা। ফাইলেউসকন্যা ঈভাদনে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জন দেয়। তবে এ বিষয়ে কোন প্রথাগত কঠোরতা ছিল না। পেরিয়ারেসের বিধবা রাণী পার্সিয়াসকন্যা গর্গোফন আবার বিয়ে করে এবং অনেক সন্তানবতী বিধবা পরে দ্বিতীয়বার পতিগ্রহণ করলেও সমাজে ধিকৃত হতে হয়নি তাদের। এর দ্বারা বোঝা যায় হিন্দুসমাজের মত প্রাচীন গ্রীকসমাজ নারীদের বৈধব্যসম্পর্কে কোন কঠোর বিধিনিষেধ প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিল না।

গ্রীকপুরাণের কাহিনীগুলির মধ্যে অজস্র অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত উপাদান ছড়িয়ে আছে যা আজকের পাঠকদের বিস্ময়ে অভিভূত করে দিতে পারে। বিভিন্ন দেবমন্দিরের পূজারিণীরা গণনাকারী লোকদের যে সব আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে দৈববাণী বলত তা সত্যিই ভয়ের শিহরণ জাগায় আমাদের মধ্যে এবং তা বিস্ময়কর। মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অন্ধ জ্যোতিষীদের অভ্রান্ত ঘোষণার অন্তরালে কোন গুহ্য বিদ্যা কাজ করত তা আজও গবেষণার বস্তু। মেলামপাস পাখিদের ভাষা বুঝতে পারত। লাইসেনেউস অন্ধকারে দেখতে পেত এবং মাটির তলায় কোথায় কোন গুপ্ত ধন আছে তা বুঝতে পারত। এই সব ঘটনাবলীকে আজগুবি, অবাস্তব বা অলৌকিক বলে উড়িয়ে না দিয়ে একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে হবে যে, যে গুহ্য বিদ্যার বলে সুদূর পৌরাণিক যুগের মানুষ এই সব আপাত-অসাধ্য কার্য সাধন করত সেই সব বিদ্যা পরবর্তী কালের মানুষ আয়ত্ত করতে না পারায় তার ধারা বা কালানুক্রমিক যোগসূত্রটি ছিন্ন হয়ে যায় শোচনীয়ভাবে।

এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত কতকগুলি কাহিনীর মধ্যে রাক্ষস, ড্রাগন বা অতি-প্রাকৃত জন্তুর কথা আছে। মানুষকে যখনি কোন দুঃসাধ্য কর্ম সম্পন্ন করে কোন দুর্লভ বস্তুকে লাভ করতে হয়েছে তখনি তার সামনে এই সব অতিপ্রাকৃত জন্তুগুলি তার পথের সামনে আবির্ভূত হয়ে তার চূড়ান্ত সাফল্য বা জয়কে সুদূর-পরাহত করে তুলেছে। আসলে রাক্ষসরূপী ঐ সব জন্তুগুলি মানবজীবনের সেই সব দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বিপত্তির প্রতীক যা দুস্তর সাধনা বা দৈব অনুগ্রহের মাধ্যমে অতিক্রম করতে না পারলে আকাঙ্খিত বস্তু যা কোন দুর্লভ জয়কে লাভ করা যায় না।

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

সূচীপত্র

হলেও স্বয়ং দেবরাজ জিয়াস যখন তার প্রেমের ঋণে আবদ্ধ তখন সেই ঋণের প্রতিদান হিসাবে দেবলোকের অমিত স্বর্গীয় ঐশ্বর্যের একটা অংশ তাকে ভোগ করতে দিতে হবে বৈকি!

কিন্তু স্বর্গীয় ঐশ্বর্যের জৌলুস সহ্য করতে পারল না সিমোলি। স্বর্গসুখের আস্বাদলাভ তার ভাগ্যে আর ঘটল না। অলিম্পাসের যতই নিকটবর্তিনী হতে লাগল সিমোলি ততই এক অসহ্য তাপ অনুভব করতে লাগল সে। তার মনে হলো এটা অলিম্পাস নয়, যেন দ্বাদশ সূর্যের দুঃসহ তাপ নিয়ে গড়া এক জ্বলন্ত অগ্নিমণ্ডল। সিমোলি একবার ভাবল দরকার নেই অলিম্পাসে গিয়ে, সে ফিরে যাবে মর্ত্যে। আর কোনদিন কখনো কামনা করবে না সে স্বর্গসুখ। কিন্তু অনেকদিন দেরি হয়ে গেছে। আর ফিরে যাবার. কোন উপায় নেই। দেখতে দেখতে সেই জ্বলন্ত অগ্নিমণ্ডলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল প্রেমাভিমানী স্বর্গসুখপিয়াসিনী সিমোলির জীবন্ত দেহটা।

আর একবার এক মর্ত্যমানবী ক্যালিস্টো স্বর্গে যেতে চাইলে এক নিদারুণ দুর্ভাগ্য নেমে আসে তার জীবনে। হেরা তাকে এক হীন শূকরীতে পরিণত করেন। কিন্তু শূকরীতে পরিণত হয়েও পরিত্রাণ পেল না ক্যালিস্টো। হেরার প্ররোচনায় জিয়াসের অন্যতমা দয়িতা দেবী আর্তেমিস তাকে শরবিদ্ধ করে শিকার করেন।

এইভাবে দেখা যায়, প্রণয়কলাবিশারদ সুচতুর জিয়াসের কাছ থেকে শুধু এক ক্ষণপ্রণয়ের ছলনা ছাড়া আর কোন কিছুই পায় না মর্ত্যমানবীরা। তাদের সকল প্রেমের প্রতিদানস্বরূপ তারা শুধু পায় লাঞ্ছনা, অপমান আর মৃত্যু। তবে তাদের মৃত্যুর পর একটা কাজ করেন জিয়াস। একেবারে অকৃতজ্ঞ বলা যায় না দেবরাজকে। আকাশে শূকরাকৃতিবিশিষ্ট যে নক্ষত্রপুঞ্জ দেখা যায়, জিয়াস সেই নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে এক একটি স্থান দেন তাঁর সেই ক্ষণপ্রণয়ের নায়িকাদের।

অবশ্য শুধু প্রেম নয়, অনেক সময় অনেক ন্যায়বিচারের খাতিরে এবং অনেক মর্ত্যমানবের আমন্ত্রণে বা অভিযোগের তাড়ণাতেও মর্ত্যে যেতেন দেবরাজ জিয়াস।

একবার এক অনুসন্ধানকার্যের জন্য ফার্জিয়া যান জিয়াস। যান এক সাধারণ বিদেশী পথিকের ছদ্মবেশে। একদিন ফার্জিয়াবাসী ফিলেমন আর তার স্ত্রী বসিস তাদের বাড়িতে আতিথ্য দান করে ছদ্মবেশী জিয়াসকে। তারা ঘুণাক্ষরে জিয়াসকে চিনতে না পারলেও জিয়াস তাদের আতিথেয়তায় প্রীত ও মুগ্ধ হয়ে তাদের একটা উপকার করেন কৃতজ্ঞতাস্বরূপ। তিনি বলেন শীঘ্রই এক দেবরোষ নেমে আসবে ফিলেমনের প্রতিবেশীদের উপর। এখানে থাকলে সেও পড়ে যাবে সেই রোষানলে। তাই সে যেন যথাশীঘ্র পালিয়ে যায় সেখান থেকে। তখন জিয়াস তাঁর অলৌকিক দৈবক্ষমতাবলে মুহূর্ত-

মধ্যে তাদের এক দেবমন্দিরে স্থানান্তরিত করেন। তারপর তাঁর কাছে এক বর চাইতে বলেন তাদের। কিন্তু ফিলেমন ও তার স্ত্রী এমন সৎ ও নিষ্কাম প্রকৃতির ছিল যে তারা কোন কিছুই চাইল না। তারা শুধু এই বর চাইল যে, এই মন্দিরের কাজকর্ম সারা জীবন ধরে দেখাশোনা করার পর তারা যেন দুজনে একসঙ্গে মরতে পারে।

কিন্তু মানুষ হিসাবে যারা অসৎ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির তাদের উপর যথোচিত শাস্তি প্রদান করতেও কুণ্ঠিত হতেন না জিয়াস। একবার জিয়াস রাজা লাইকাওনের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। লাইকাওন অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি কোন দেবদেবীর মহত্বে বিশ্বাস করতেন না। তিনি ছিলেন পুরোমাত্রায় নাস্তিক। জিয়াস তাঁর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করলে লাইকাওন তা বুঝতে পেরেও তাঁর দেবত্বকে স্বীকার করল না সে। উল্টে সে জিয়াসের দৈবশক্তি পরীক্ষা করার জন্য তাঁর খাওয়ার সময় একথালা মানুষের মাংস রান্না করে খেতে দিল। কিন্তু জিয়াসও তাঁর অলৌকিক শক্তিবলে তা জানতে পেরে ভয়ঙ্কর এক ক্রোধাবেগে জ্বলে উঠলেন। তাঁর ক্রোধাবেগের আঘাতে বিকম্পিত হয়ে উঠল সমগ্র মর্ত্যভূমি ও স্বর্গলোক। আকাশে কৃত্রিম মেঘ সঞ্চার করে বজ্র ও বিদ্যুতের সৃষ্টি করলেন জিয়াস। সেই বিদ্যুতাগ্নিতে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল লাইকাওনের পরিবারের সকল লোকজন। সেই সঙ্গে সে নিজে পরিণত হলো এক নেকড়ে বাঘে।

জিয়াসের ন্যায়বিচার ও দোষীর প্রতি শাস্তিবিধান সম্বন্ধে আর একটি ঘটনার কথা জানা যায়। এলিসের রাজা সালফেনেউস ছিল বড় অপরিণামদর্শী আর অহঙ্কারী। তার এই অহঙ্কার এক বিকৃত উচ্চাভিলাষের রূপ ধরে সুদূর স্বর্গলোককে স্পর্শ করে। দিনে দিনে তার অহঙ্কার এমনই উত্তুঙ্গ হয়ে ওঠে যে অবশেষে সে একদিন নিজে মর্ত্যমানুষ হয়েও পুজা চায় মর্ত্যমানুষের কাছ থেকে। সে স্পষ্ট ঘোষণা করে সে দেবরাজ জিয়াসের থেকে কম শক্তিমান নয়। এই বলে সে কৃত্রিম বজ্রবিদ্যুৎ সৃষ্টি করে এবং তার মাথার পিছনে এক কৃত্রিম জ্যোতির্বৃত্ত রচনা করে। মর্ত্যের মানুষরা তাকে নানারকমের পূজা উপচার উৎসর্গ করতে থাকে। গর্বস্ফীত হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে বোধশক্তি হারিয়ে ফেলল সালফেনেউস। ফলে দেবরোষ নেমে এল সালফেনেউসের উপর। সহসা একদিন সালফেনেউস দেখল চারদিক জ্বলছে। দেখতে দেখতে সেই আগুনে নিজে আর তার রাজধানীর সকল লোক পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

মর্ত্যলোকের সাধারণ মানুষরা দেবরাজ জিয়াসের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করত। মর্ত্যের মরণশীল মানুষ হয়েও অবিস্মরণীয় করে রাখতে চাইত তাদের দেবরাজ জিয়াসের নাম। জিয়াসের প্রতিমূর্তি নির্মাণের ব্যাপারে সবচেয়ে যিনি কৃতিত্ব লাভ করেন তিনি হলেন ভাস্কর ফিডিয়াস। সোনা আর হাতির দাঁত

দিয়ে নির্মিত তার গড়া প্রতিমূর্তিটি ছিল চল্লিশ ফুট উঁচু। এটি ছিল তদানীন্তন জগতের সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম আশ্চর্য। এ প্রতিমূর্তি দেখে রোমক দিগ্বিজয়ী বীর এমিলিয়াস পনাস বলেছিলেন এটি যেন হোমারবর্ণিত জোভের মূর্ত প্রতীক। এই মূর্তিটি আছে অলিম্পিয়ার মন্দিরে। সর্বপ্রধান উপাস্য দেবতারূপে এ মূর্তি পুজিত হয়। জিয়াসের অন্যতম নাম জোভ ও জুপিটার। মিশরের দেবতা জুপিটার আসনের সঙ্গে জিয়াসের নাম জড়িয়ে আছে এবং সেখানে তাঁর যে মূর্তি আছে তাতে তাঁর মাথায় শিং দেখানো হয়েছে। পেগান রোমে ক্যাপিটোন হিলে জুপিটার অপটিমাম ম্যাক্সিমাম নামে যে দেবতা আছে তার সঙ্গেও জিয়াসের নাম জড়িয়ে আছে। কিন্তু রোমক জোভ বা জুপিটার গ্রীকদেবতা জিয়াসের থেকে অনেক সংযতচরিত্র ও আত্মস্থ।

হেরা (জুনো)

হেরা বা জুনো ছিলেন দেবরাজ জিয়াসের বৈধ মহিষী। কিন্তু তাঁর থেকে জীবনে কোনদিন শান্তি পাননি জিয়াস। প্রেমঘটিত ব্যাপার নিয়ে সব সময় একটার পর একটা করে অশান্তি সৃষ্টি করে চলেন তিনি। এক অনির্বাণ ঈর্ষার আগুনে জ্বলে পুড়ে খাক হতে থাকে তাঁর মনটা। অথচ জিয়াস যাই করুন তিনি করতেন গোপনে ছদ্মবেশে। সুতরাং হেরার এতে ঈর্ষা ও অশান্তির কারণ ছিল না। তবু হেরার মনটা অশান্ত থাকত সব সময়। সব সময় তিনি তাঁর স্বামী দেবরাজের গোপন প্রণয়লীলার সব কথা সংগ্রহে সদা ব্যস্ত থাকতেন। আসলে হেরা এমনটি চাননি। আসলে তিনি চেয়েছিলেন যিনি ত্রিভুবনের অবিসম্বাদিত অধিপতি, যিনি সর্বশক্তিমান সেই জিয়াসের অখণ্ড অন্তরের সব ভালবাসা তাঁর বৈধ স্ত্রী হিসাবে একা ভোগ করবেন তিনি। সেখানে কেউ যেন ভাগ বসাতে না পারে কোনদিন। তিনি হতে চেয়েছিলেন দেবরাজের একমাত্র দয়িতা, একান্তবাঞ্ছিতা বল্লভা, অদ্বিতীয়া।

কিন্তু সফল হয়নি হেরার সে কামনা। উল্টে সারা জীবন ধরে তাঁকে গুপ্তচরবৃত্তি করে বেড়াতে হয় তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে। ব্যক্তিজীবনে তিনি নিজে ছিলেন বড় অহঙ্কারী। এক অপরিসীম অহঙ্কার আর আত্মপ্রসাদের দুর্ভেদ্য আবরণে নিজেকে সব সময় ঢেকে রাখতেন তিনি এমনভাবে, যে কোন পাপপ্রবৃত্তি প্রবেশ করতে পারত না। আজীবন তিনি তাঁর সতীত্বের শুচিতা আর বিশ্বস্ততা হতে ক্ষণিকের জন্যও বিচ্যুত হননি কখনো। তবে অহঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এক অনমনীয় প্রতিহিংসাপরায়ণতা গড়ে উঠেছিল তাঁর চরিত্রে। কোন দেবতা বা মানুষ কখনো সামান্যতম কোন অন্যায় করে

বসলেই তিনি রাগের আগুনে জ্বলে উঠতেন সঙ্গে সঙ্গে। শাস্তির শাণিত খড়্গ প্রস্তুত থাকত সব সময়।

আইরিস বা রামধনু ছিল তাঁর প্রধানা সহচরী ও দূতী। মর্ত্যভূমিতে তাঁর কখনো কোন প্রয়োজন দেখা দিলে বিশেষ দূত হিসাবে আইরিস তাঁর সব খবরাখবর বহন করে নিয়ে যেত। হেবি নামে তাঁর এক কন্যা গ্যানিমীডের সঙ্গে ভোজসভার টেবিলে খাবার পরিবেশন করত। এছাড়া একটি ময়ূর তাঁর ভৃত্য হিসাবে কাজ করত। পাখি হিসাবে কোকিলদেরও তিনি ভালবাসতেন।

দেবরাজ জিয়াস একবার আর্গসের রাজা ইনাকাসের কন্যা আইওকে প্রেম নিবেদন করেন। সুন্দরী আইওর দেহ ভোগ করার জন্য তিনি তাকে এক গাভীতে পরিণত করেন। এমন সময় কোনক্রমে ব্যাপারটা জানতে পেরে যান হেরা। আইও যাতে জিয়াসের সঙ্গে মিলিত হতে না পারে তার জন্য আর্গাস নামে শতচক্ষুবিশিষ্ট এক দানবকে আইওর উপর কড়া নজর রাখার কাজে নিযুক্ত করেন তিনি। কথাটা যথাসময়ে সর্বজ্ঞ জিয়াসও জানতে পারেন। তিনি হারমিসের সহায়তায় আর্গাসকে ঘুম পাড়িয়ে তাকে হত্যা করেন। হেরা তখন তাঁর এক প্রিয় ও অনুগত পাখির লেজে একশোটি চোখ স্থাপন করে তাকে নজর রাখতে বলেন আইওর উপর। তার উপর তিনি এমন এক ভয়ঙ্কর বড় মাছি নিযুক্ত করেন যা গাভীরূপ আইওকে সারা পৃথিবীময় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। সেই মাছির তাড়নায় কোথাও স্থির থাকতে পারে না সে। পরে মিশরে গিয়ে ক্ষণমিলনের ফলস্বরূপ জিয়াসের ঔরসজাত এক সন্তান প্রসব করে। এর থেকে বোঝা যায় হেরার প্রতিশোধবাসনা ও প্রতিহিংসা কত প্রবল ছিল।

হেরা সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। একবার হেরার মন্দিরে এক বৃদ্ধা নারী পুরোহিত পুজো দিতে আসে। সে হাঁটতে পারত না বলে তার দুই ছেলে ক্লিওবিস ও বিটন তাদের মার জন্য এক গাড়ির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু হেরার মন্দিরে কোন গাড়িতে করে যেতে হলে সেই গাড়ি অবশ্যই দুটো সাদা বকনাতে টেনে নিয়ে যাবে। কিন্তু ক্লিওবিস ও বিটন অনেক খুঁজে দুটো সাদা বকনা না পেয়ে নিজেরাই গাড়িতে তাদের মাকে চাপিয়ে সে গাড়ি মন্দির পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। তাদের মা পুত্রদের মাতৃভক্তি দেখে পরম প্রীত হয়ে দেবীকে প্রার্থনা জানায় তিনি যেন তার পুত্রদের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর দান করেন। কিন্তু বৃদ্ধা পূজাশেষে মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে দেখে তার দুই পুত্র মন্দিরচত্বরে চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়ে আছে। এতে কেউ কেউ বলে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাদের চিরশান্তি দান করেন হেরা। আবার কেউ কেউ বলে, ক্লিওবিসরা নিশ্চয় কোন অন্যায় কর্মের দ্বারা দেবীকে রুষ্ট করে তোলে বলেই তাদের উপর নেমে আসে অকালমৃত্যুর অভিশাপ।

স্বর্গের রাণী হেরা সাধারণতঃ আর্গসের সামস আর অলিম্পিয়ার মন্দিরে পূজিত হন। রোমক দেবতা জোভই গ্রীসের দেবতা জিয়াস। তেমনি রোমক দেবী জুনোই হলেন হেরার মত স্বর্গের রাণী। রোমের জোভের মত জুনোও শান্ত ও আত্মস্থ প্রকৃতির। তিনি বিবাহিত নরনারীর সুখশান্তি রক্ষা করে চলেন। হেরার মত যত সব অবৈধ প্রেমের ঘটনার পিছনে ছুটে বেড়িয়ে চক্রান্ত করে বেড়ান না।

এ্যাপোলো

এ্যাপোলোর অপর নাম ফীবাস। অলিম্পিয়ার দেবতাদের মধ্যে এ্যাপোলো ছিলেন সবচেয়ে সুন্দর এবং সকলের প্রিয়। এই এ্যাপোলোই হেলিয়স বা সূর্যরূপে পূজিত হন এবং তাঁর বোন সেলেনিকে বলা হয় চন্দ্র। এ্যাপোলোর আর এক নাম হলো হাইপীরিয়ন।

এ্যাপোলোর জন্ম হয় লিটোর গর্ভে জিয়াসের ঔরসে। কিন্তু লিটো গর্ভবতী হবার সঙ্গে সঙ্গে হেরা তা জানতে পেরে যান এবং তাঁর ভয়ঙ্কর রোষ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তিনি ডেলসে পালিয়ে যান। এই ডেলসেই তিনি এক যমজ সন্তান প্রসব করেন। এই যমজ সন্তানের মধ্যে একটি পুত্র ও অন্যটি কন্যা —এঁরা হলেন যথাক্রমে এ্যাপোলো আর আর্তেমিস।

তবু প্রশমিত হলো না প্রতিহিংসাপরায়ণা হেরার রোষ। ফলে আপন সন্তানকে কোলে নিয়ে প্রকাশ্যে তাকে লালন করতে পারলেন না লিটো। তাই তিনি এ কাজের ভার দিলেন থেমিসের উপর। থেমিসের হাতে ভালভাবেই বেড়ে উঠতে লাগলেন এ্যাপোলো। একদিন এ্যাপোলোর ছেলেবেলায় অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটে। একটুখানি দেবভোগ্য অমৃত আস্বাদন করার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হন এ্যাপোলো। তিনি তাঁর প্রিয় দুটি বস্তু অর্থাৎ এক হাতে একটি বীণা আর এক হাতে একটি ধনুর্বাণ চেয়ে বসেন। এ্যাপোলোর দুটি হাতে তাই সব সময় এই দুটি বস্তুই দেখা যায়।

এ্যাপোলোর প্রথম কৃতিত্ব হলো বিরাট সর্পাকৃতি দৈত্য পাইথনকে হত্যা করা। তাঁর আর একটি বড় কাজ হলো ডেলসিতে এক দৈববাণীর মন্দির গড়ে তোলা। তাই এ্যাপোলোকে দৈববাণীর দেবতাও বলা হয়। স্বর্গ থেকে মর্ত্যলোকে যে সব আকাশবাণী শোনা যায় এ্যাপোলোই তার ব্যবস্থা করে থাকেন। এ ছাড়া এ্যাপোলো হলেন সকল প্রাণের উৎসস্বরূপ এবং রোগনিরাময়েরও দেবতা। তাঁর পুত্র এসক্যালাপিয়াসের মধ্যে এই দুটি গুণের বেশী পরিচয় পাওয়া যায়। এসক্যালাপিয়াসকে ওষধি ও চিকিৎসাশাস্ত্রের অধিষ্ঠাতা দেবতাও বলা হয়। তিনিই এই শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন মর্ত্যে। কিন্তু একবার এসক্যালাপিয়াস এক মৃত ব্যক্তির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করতে গেলে তাঁর ঔদ্ধত্যের

অস্ত্র জিয়াস তাঁকে হত্যা করেন। মৃতকে সঞ্জীবিত করার ক্ষমতা একমাত্র জিয়াসের। এসক্যালাপিয়াস অবশ্য মৃত্যুকালে তাঁর কন্যা হাইজিয়ার হাতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসাবিভাগের সকল ভার দিয়ে যান।

সূর্যদেবতা এ্যাপোলোর শুধু রোগনিরাময়ের ক্ষমতা নেই, মহামারী বা মারাত্মক রোগ সৃষ্টির ক্ষমতাও তাঁর অসাধারণ। তার রথ একই সঙ্গে বাহিত হয় এক সিংহ আর এক বনহংসের দ্বারা। তিনি যে কোন সময়ে তাঁর একটি-মাত্র শরনিক্ষেপের দ্বারা যে কোন দেশে এক মহামারী সংঘটিত করতে পারেন। ট্রয় অবরোধকারী গ্রীকদের শিবিরে এইভাবে এক মহামারী সৃষ্টি করেন এ্যাপোলো। মানবসভ্যতার ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যত সব শিল্পকলার উদ্ভব হয়েছে এ্যাপোলো তারও অধিষ্ঠাতা দেবতা।

কিন্তু এ্যাপোলোর সবচেয়ে বড় দান হলো সঙ্গীতে। সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক ও বীণাবাদক অর্ফিয়াস হলো তাঁরই পুত্র। এ্যাপোলোর অধীনে ছিল শিল্পকলার ন'টি বিভাগের ন'জন অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁরা হলেন ক্লিও (ইতিহাস) ইউতারপে (গীতিকবিতা) থেনিয়া (মিলনান্ত নাটক), মেলপোমেলে (বিয়োগান্ত নাটক), তার্পিশোর (নাটক ও গান), ইরাতো (প্রেমসঙ্গীত), পলিমিয়া (গুরুগম্ভীর স্তোত্র গান), ইউরানিয়া (জ্যোতির্বিদ্যা) ও ক্যালিওপ (মহাকাব্য)। এই সব দেবীদের প্রিয় মিলনস্থান হলো মাউন্ট হেলিকন আর পার্নেসাস পাহাড় আর সেই সংলগ্ন কাস্টালিয়ন ঝর্ণা। এই ঝর্ণার জলে যত সব কবি ও শিল্পীরা স্নান করে তাদের আরাধ্য দেবতা ফীবাসের উপাসনা করে।

পিণ্ডারের বিবরণ থেকে জানা যায় একবার দেবতারা পৃথিবীটাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করায় এ্যাপোলো তাঁর পূর্বের পার্থিব আসনগুলি হারিয়ে ফেলেন। তিনি তখন জিয়াসের কাছে গিয়ে বলেন, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, ঐ তরঙ্গায়িত সমুদ্রের অতল গর্ভ থেকে অদূর ভবিষ্যতে উঠে আসবে এক বিশাল আগ্নেয়গিরি। আমার পবিত্র স্থান নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে। এই জায়গার নাম হবে রোডস্। পরে সেখানে সমুদ্রের এক খাড়ির উপর একশো ফুট উঁচু এ্যাপোলোর এক বিশাল প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে সেখানে স্থাপন করা হয়। তাকে লোকে বলত কলোসাস। পরে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের ফলে ভূমিসাৎ হয়ে যায় সে প্রতিমূর্তি। ফিলিস্টাইনের মত নাস্তিকরা আবার এ্যাপোলোকে ইঁদুরদের দেবতা বলে উপহাস করে থাকে।

যে সব শিল্পী ও ভাস্করেরা এ্যাপোলোর ভক্ত তারা সবাই প্রায়ই এক বিশেষ মূর্তিতে মূর্ত করে তোলে এ্যাপোলোকে। অপূর্ব যৌবনশ্রীসম্পন্ন সে মূর্তি হলো সম্পূর্ণ নগ্ন। মাথায় লরেল পাতার মুকুট। রোমের ভার্টিকানে এই ধরনের একটি মূর্তি আছে সূর্য দেবতা, শিল্পকলার দেবতা এ্যাপোলোর। চিরযুবক, চিরসুন্দর এ্যাপোলোর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পরিচয় হলো তিনি মানব-

প্রেমিক। মার্জিত রুচিসম্পন্ন ভক্তদের প্রতি বিশেষভাবে অনুগ্রহশীল তিনি। সমগ্রভাবে গ্রীকধর্ম ও গ্রীক পুরাণের একটি দিককে নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল ও গৌরবময় করে তুলেছেন একা এ্যাপোলো।

মানুষের মত ভালমন্দ দুটি গুণই ছিল এ্যাপোলোর চরিত্রে। একবার তিনি হায়াসিনথ্‌ নামে এক মর্ত্যবালককে ভালবাসতে থাকেন গভীরভাবে। তিনি তার সঙ্গে শিশুর মত খেলা করতেন যখন তখন। একদিন এইভাবে তাঁর সঙ্গে খেলা করতে করতে ঘটনাক্রমে তাঁর একটি তীরের আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয় হায়াসিনথ্‌। সে মৃত্যুতে শোকে দুঃখে একেবারে ভেঙ্গে পড়েন এ্যাপোলো। এক অপ্রতিরোধ্য বেদনায় ভেঙ্গে পড়েন মরণশীল মানুষের মত। কিন্তু হায়াসিনথের নামকে চিরদিন মর্ত্যে অমর করে রাখার জন্য তার মৃত্যুর সময় তার দেহ থেকে যে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল সেই রক্ত থেকে এক নীল ফুলের জন্ম দেন তিনি।

ডাফনে নামে এক জলপরীকে ভালবাসেন এ্যাপোলো। কিন্তু স্বর্গের দেবতার একান্তভাবে সাময়িক বা তাৎক্ষণিক ভালবাসায় কোন মানবী বা অর্ধদেবী কখনো সুখী হতে পারে না—এই ভেবে এ্যাপোলোর কবল থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে ডাফনে। পালিয়ে গেলেও পরে আবার ধরা পড়ে। কিন্তু ধরা পড়লেও এ্যাপোলোর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হতে হয়নি তাকে। কারণ তার আগেই এ্যাপোলোর অভিশাপে লরেল-গাছে পরিণত হয় ডাফনে। তবে এত কিছু সত্ত্বেও লরেলরূপিণী ডাফনের একটা উপকার করেন এ্যাপোলো। তাকে দান করেন চিরসবুজ পাতা, যে পাতার রং ম্লান হবে না কোনদিন।

অন্যান্য দেবতারা তাঁদের ক্ষণপ্রণয়িনীদের উপর যে ব্যবহারই করুন না কেন, ডাফনের প্রতি এ্যাপোলোর আচরণটা ছিল সত্যিই বীরের মত মর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী এসক্যালাপিয়াসের মার সঙ্গে এ্যাপোলোর আচরণটা কিন্তু ন্যায়সঙ্গত হয়নি ; বরং সেটা এক ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। একবার একটা কাক সহসা এক কুৎসা রটনা করতে থাকে এসক্যালাপিয়াসের মার বিরুদ্ধে। এই কুৎসার কথা শুনে এ্যাপোলো ক্ষিপ্ত হয়ে হত্যা করেন তাঁর স্ত্রীকে। সেই সময় কাকের রং সাদা ছিল। এই ঘটনার পর এক অভিশাপে কুৎসাপ্রিয় কলহপ্রিয় সব কাকের রং কালো করে দেন এ্যাপোলো।

তবু যুগ যুগ ধরে অসংখ্য কবির দ্বারা কীর্তিত ও অসংখ্য শিল্পীর দ্বারা বিভিন্নভাবে চিত্রিত ও কথিত হয়ে আসছেন অ্যাপোলো।

আর্তেমিস (ডায়েনা)

দেবী আর্তেমিস হলেন এ্যাপোলোর যমজ বোন। লিটোর গর্ভ

থেকে একই সঙ্গেই প্রসূত হন এ্যাপোলো আর আর্তেমিস। তাঁকে আবার চন্দ্রদেবী ডায়েনাও বলা হয়। বিখ্যাত ডায়েনার মন্দির সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম আশ্চর্য। অনেকে তাঁকে নিষ্ঠুর হৃদয়হীনা দেবী তরিসের সঙ্গে একাত্ম করে ফেলে। তরিস স্পার্টার এক নররক্তলোলুপা দেবী। তাঁর মন্দিরের সামনে বহু কিশোর বালককে তাঁকে তুষ্ট করার জন্য বলি দেওয়া হয়। নররক্তে রঞ্জিত হয়ে ওঠে তাঁর মন্দিরের বেদীমূল।

আর্কেডিয়াতে আবার আর্তেমিসকে শিকারের দেবীরূপে কল্পনা করা হয়। কয়েকজন জলপরীর দ্বারা পরিবৃত হয়ে তিনি পাহাড়ে পর্বতে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে এক বন্য জীবন যাপন করেন। তবে দেবী আর্তেমিসের একটা বড় দোষ, মর্ত্যের মানুষরা কখনো তাঁর সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে একটুখানি অপরাধ করলে তিনি বড় রেগে যান। তাঁর প্রতিশোধ-বাসনা আর প্রতিহিংসা বড় প্রবল। প্রেমের ব্যাপারে অবশ্য তাঁর কোন বাতিক বা প্রতিহিংসা নেই।

একবার দেবী আর্তেমিস যখন এক ঝর্ণার জলে স্নান করছিলেন তখন সেখানে ঘুরতে ঘুরতে ঘটনাক্রমে এ্যাক্টিয়ন নামে এক মর্ত্যমানব এসে পরে। ব্যাপারটা আকস্মিক এবং এতে এ্যাক্টিয়নের কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। তবু এই ঘটনার কারণে রোষপরায়ণ হয়ে ওঠেন তিনি, এবং সঙ্গে সঙ্গে এ্যাক্টিয়নকে একটি হরিণে পরিণত করেন। পরে তাঁর শিকারী কুকুরগুলি এই হরিণটাকে হত্যা করে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

অনেকের মতে দৈত্যশিকারী ওরিয়নের প্রতি এক দুর্বলতা ছিল দেবী আর্তেমিসের। তবে এ বিষয়ে আবার ভিন্ন মতও প্রচলিত আছে। অনেকে আবার বলেন, দেবী আর্তেমিসের শরাঘাতে দৈত্যশিকারী ওরিয়নও বিদ্ধ হন। তাঁকে স্বর্গে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখা হয়। সেখানে গিয়ে ওরিয়ন এ্যাটলাসের সাতটি কন্যার প্রেমে পড়ে যায় এবং তাঁদের পিছনে ছুটে চলে। পরে ওরিয়ন ও এই সাতটি মেয়েকে এক নক্ষত্রপুঞ্জ করে রাখা হয়।

ডায়েনা বা চন্দ্রদেবী হিসাবে আর্তেমিসের চরিত্রের আর একটি দিক পাওয়া যায়। চন্দ্রদেবী ডায়েনা একবার এণ্ডিমিয়ন নামে এক অতি সুন্দর যুবককে ভালবেসে ফেলেন। ডায়েনা এণ্ডিমিয়নকে ল্যাটমাস পর্বতের উপর চুম্বন করে ঘুম পাড়িয়ে রাখেন। দেবরাজ জিয়াস তখন এণ্ডিমিয়নকে দুটির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলেন। সশরীরে স্বর্গে গিয়ে কোন মর্ত্যমানব কখনই স্বর্গলোকের অমিত সুখ ঐশ্বর্যসহ অনন্ত জীবন যৌবন উপভোগ করতে পারে না। তাই এণ্ডিমিয়নকে বেছে নিতে হবে সে মৃত্যু চায় নাকি স্বপ্নময় সুখনিদ্রাপরিবৃত অক্ষয় যৌবনসমৃদ্ধ এক অনন্ত জীবন

চায়। শুধু তার সুপ্ত অচেতন দেহটি দেবী ডায়েনার দ্বারা পরিচুম্বিত হবে মাঝে মাঝে।

এথেন (মিনার্ভা)

এথেন বা প্যালাস এথেন স্বর্গের আর এক কুমারী দেবী। স্বর্গের অন্যান্য দেবীদের মত চিরকুমারী ছিলেন তিনি। কেউ কেউ বলেন, তাঁর নামের আগে প্যালাস শব্দটি কোন এক গ্রীক বীরের নাম। তবে তাঁর নিজের নামের শব্দগত অর্থ হলো তিনি নগরবাসিনী। নগরে থাকতে তিনি ভালবাসেন। কারণ নগরের লোকদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা বা সম্মান পান সবচেয়ে বেশী।

প্যালাস এথেনের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে অদ্ভুত এক কাহিনী প্রচলিত আছে। এথেনের জন্ম নাকি স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য দেবদেবীর মত হয়নি। সেটি হলো এই যে, অকস্মাৎ একদিন এথেন পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত অবস্থায় জিয়াসের মস্তকদেশ হতে লাফ দিয়ে পড়েন। প্যালাস এথেনের যে মূর্তিটি সাধারণতঃ সব জায়গায় দেখা যায় তা রণমূর্তি। মাথায় শিরস্ত্রাণ, গায়ে বর্ম, বুকে বক্ষাবরণী, হাতে তাঁর তরোয়াল। দেখে মনে হয় তিনি যেন রণদেবী। কিন্তু আসলে এই রণবেশ ধারণ করে প্রতিরক্ষামূলক দেশাত্মবোধ জাগাতে চান। আসলে তিনি শিল্পকলা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। জাতীয় প্রতিরক্ষা বলিষ্ঠ না হলে কখনো কোন সভ্যতা বাঁচতে পারে না। দেবী এথেনেরই তত্ত্বাবধানে ন্যায়বিচার এবং সামাজিক শৃঙ্খলাবোধ গড়ে ওঠে। তাই সমস্ত নগর ও নাগরিক সভ্যতা রক্ষার সব ভার এথেনেরই উপর পড়ে। এথেন অবশ্য তাঁর প্রিয় আবাসস্থল হিসাবে গ্রীস দেশের রাজধানী এথেন্সকেই বেছে নেন এবং তাঁর নাম অনুসারেই এ নগরীর এই নাম রাখা হয়। এথেন্সের অধিকার নিয়ে একবার তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী পসেডনের সঙ্গে তাঁর এক প্রতিযোগিতা হয়। ঠিক হয় এই নগরের মধ্যে যিনি মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠদানে ভূষিত করতে পারবেন এ নগরী তিনিই পাবেন।

পসেডন তখন তাঁর ত্রিশূলটি মাটির উপর ঠুকে অশ্ব নামে এক প্রাণীর উদ্ভব করেন। এথেন দান করেন অলিভ গাছ। অশ্ব যেমন যুদ্ধের প্রতীক, অলিভ গাছ তেমনি শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কিছুটা পবিত্র শ্রদ্ধার ভাব। এই গাছের কাঠ দিয়ে যেমন চিতা জ্বালানো হয়, তেমনি এই গাছের পাতা আবার সম্মান ও গৌরবের প্রতীকস্বরূপ বিজয়ী বীরদের দান করা হয়।

এথেনের প্রিয় প্রাণীরা হলো সাপ, মোরগ আর পেঁচা। তাঁর মূর্তিটি সব সময় গম্ভীর এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। তিনি কঠোরভাবে তাঁর কৌমার্যব্রত পালন

করেন। যে সব নিন্দা ও বদনামের দ্বারা অন্যান্য কুমারী দেবীদের নাম কলঙ্কিত, সে সব নিন্দা হতে এথেন একেবারে মুক্ত। এমন কি কামদেবী কিউপিডও এথেনের উপর ফুলশর হেনে তাঁর মনকে কখনো কামচঞ্চল করে তুলতে পারতেন না। উল্টে তিনি এথেনের রণমূর্তি দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তেন। একবার লিডিয়ার এ্যাকনে নামে এক কুমারী এথেনের হিংসা করায় এথেন তার উপর রেগে যান।

হোমারের মহাকাব্যে দেখা যায় অন্যান্য দেবীরা যখন যুদ্ধের ভীষণতা ও রক্তপাত দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছেন প্যালাস এথেন তখন এক অবিরাম রণোল্লাসের দ্বারা তাঁর প্রিয় ভক্ত যোদ্ধাদের উৎসাহিত করতে করতে তাদের সামনে এগিয়ে গেছেন। তাঁর মূর্তিটিতে পৌরুষসুলভ এক তেজস্বিতা পরিষ্কার ফুটে আছে সব সময়। কখনো কোন সময়ে কোন ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্রও নারীসুলভ দুর্বলতার পরিচয় দেননি। রোমক দেবী মিনার্ভা শুধু শিল্পকলারই অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে শিল্পীদের উৎসাহ দেন।

এ্যাফ্রোদিতে (ভেনাস)

এ্যাফ্রোদিতে বা ভেনাসও ছিলেন দেবরাজ জিয়াসেরই কন্যা। কিন্তু তাঁর জন্ম সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। তা হলো এই যে ইউরেনাস, গ্রহ কক্ষচ্যুত হয়ে পড়লে পৃথিবীর সপ্ত সমুদ্রের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। সেই বিক্ষোভকালে সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ ও উত্তাল তরঙ্গমালা থেকে উঠে আসেন এ্যাফ্রোদিতে। গ্রীকভাষায় এ্যাফ্রোদিতে শব্দের অর্থই হলো সমুদ্রোদ্ভুতা। তাঁর বাড়ি ছিল নাকি সাইপ্রাস আর সাইথেরা দ্বীপে। এর থেকে বোঝা যায় তিনি ঈজিয়াস সাগর পার হয়ে আসেন।

গ্রীসের বাইরে তাকে সামান্য এ্যাস্‌তার্তে নামে এক হীন কামকলার দেবী হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু গ্রীস দেশে এক স্বতন্ত্র মহিমায় অধিষ্ঠিতা তিনি। গ্রীসে তাঁকে দেখানো হয়, ফুলে ফলে সুশোভিত এক রথের উপর তিনি আরূঢ়া, অদ্ভুত এক মিষ্টি সূক্ষ্মতা বিরাজ করছে তাঁর দেহসৌন্দর্যের মধ্যে। তাঁর রথটি বাহিত হয় কখনো কপোত, আর কখনো বা বনহংসের দ্বারা। এ্যাফ্রোদিতের এক কটিবন্ধনী ছিল। সেই কটিবন্ধনীর এক অলৌকিক ক্ষমতা ছিল যা দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রেম জাগত যে কোন দেবতা বা মানবের মধ্যে। এই কটিবন্ধনী মাঝে মাঝে স্বর্গের অন্যান্য দেবীরা ধার নিতেন প্রেমাস্পদদের বশে আনবার জন্য। একবার হেরা জিয়াসের সতত উড্ডীয়মান মনটাকে তাঁর মধ্যে স্থিতবদ্ধ ও বিশ্বস্ত করে তোলার জন্য ধার নেন। প্রথম প্রথম প্রণয়কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এ্যাফ্রোদিতের যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় তিনি উত্তম পোষাকে সজ্জিতা। কিন্তু পরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভাস্করেরা

ভেনাসের যে মূর্তি গড়েন তাতে তাঁকে নগ্ন মূর্তিতেই দেখা যায়।

শেকস্পীয়ারের কাব্যে দেখা যায় দেবী এ্যাফ্রোদিতে বা ভেনাস তাঁর সুদর্শন প্রেমিক এ্যাডনিসের জন্য উন্মাদিনী হয়ে উঠেছেন এক সুগভীর প্রেমাতিশয্যে। তাঁর প্রেমাস্পদ এ্যাডনিসের জন্য স্বর্গলোক পরিত্যাগ করে শিকারীদেবী আর্তেমিসের মত বনে বনে ঘুরে বেড়ান এ্যাডনিসের সঙ্গে। সেখানে গিয়ে ভেনাস এ্যাডনিসকে শুধু বনের যত সব নির্দোষ ও নিরীহ জন্তুদের শিকার করার জন্য প্ররোচিত করতে থাকে। এ্যাডনিসের কিন্তু মোটেই ভাল লাগছিল না এসব। ভেনাসের মত সে কিছুতেই মেতে উঠতে পারছিল না প্রণয়খেলায়। ভেনাসের প্রণয়ডোর হতে ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার জন্য সুযোগ খুঁজছিল সে। একদিন সে সুযোগ পেয়েও গেল।

একদিন ভেনাস যখন তাকে আবেগভরে আলিঙ্গন করে বসেছিল গভীর বনপ্রদেশে তখন অদূরে একটা বন্য শূকর গোলমাল শুরু করায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মুহূর্ত মধ্যে উঠে গেল এ্যাডনিস। শূকরটিকে হত্যা করার জন্য মেতে উঠল এক তীব্র সংগ্রামে। কিন্তু ভাগ্যদোষে সে সংগ্রামে জয়ী হতে পারল না এ্যাডনিস। শূকরটিকে মারতে গিয়ে নিজেই নিহত হলো সে। বুকভাঙ্গা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল ভেনাস। সব সান্ত্বনার সীমা ছাড়িয়ে তার বুকের মাঝে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল তার শোকের আবেগ।

এ্যাডনিসের প্রতি ভেনাসের এই শোকের তীব্রতা দেখে বিচলিত হয়ে উঠলেন মৃত্যুপুরীর রাণী। এদিকে তিনি নিজেও এ্যাডনিসের দেহসৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে উঠেছেন। তিনি এ্যাডনিসকে বিনা শর্তে ছেড়ে দিতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, তিনি শুধু একটা শর্তে ছেড়ে দিতে চান এ্যাডনিসকে। বললেন, এ্যাডনিস মাত্র ছ'মাস পৃথিবীপৃষ্ঠে থাকতে পারে ভেনাসের কাছে। বাকি ছ'মাস থাকতে হবে তার কাছে। নরকের রাণী পার্সিফোনে এ্যাডনিসকে এমনই ভালবেসে ফেলেছেন যে তিনি কোনমতেই চিরদিনের মত ছেড়ে দেবেন না তাকে। অবশেষে জিয়াস মধ্যস্থতা করে দিলেন। তিনি ঠিক করে দিলেন চারমাস এ্যাডনিস থাকবে মৃত্যুপুরীতে রাণী পার্সিফোনের কাছে, চারমাস থাকবে মর্ত্যভূমিতে ভেনাসের কাছে আর চারমাস নিজের ইচ্ছামত যেখানে খুশি থাকবে।

গ্রীসদেশের কিউপিড বা কামদেবতা ভেনাসেরই সন্তান। অনেকের মতে ভেনাসের বয়স একটু বেশী হলে কিউপিডের জন্ম হয়। কিউপিডের অন্য নাম হলো ইরস। ইরস বা কিউপিড যেমন কামের দেবতা, তেমনি লাভ হচ্ছে প্রেমের দেবতা। এ দেবতা সবচেয়ে প্রাচীন হয়েও একাধারে সবচেয়ে নবীন। কিউপিডের ঠিক কিভাবে উদ্ভব হয় তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারেন না। তবে খেয়ালী কামদেবতা কিউপিডের চেহারাটিকে বড় অদ্ভুত করে দেখানো হয়েছে। তাঁর দেহটি সম্পূর্ণ নগ্ন; দুধারে দুটি পাখা আছে। তাঁর চোখদুটি

চিরমুদ্রিত। তাই তাকে বলা হয় চির অন্ধ অর্থাৎ মানুষের কামচেতনা চিরদিনই যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিহীন। তাঁর হাতে একটি মশাল আছে। এই মশালের আলোর তীব্রতা দিয়ে মানুষের অন্তরের দীপকে প্রজ্জ্বলিত করতে চান। তাঁর তূণে কতকগুলি তীর আছে। তীরগুলির মধ্যে কিছু সোনার আর কিছু সীসের। সোনার তীর দিয়ে তিনি মানুষের অন্তরে প্রেমবোধকে ত্বরান্বিত করেন আর সীসের তীর দিয়ে মানুষের প্রেমচেতনাকে শ্লথ ও মন্দগতি করে দেন। আসলে কোন কিছু বিবেচনা না করেই নিজের খেয়াল খুশিমত ফুলশর নিক্ষেপ করেন কিউপিড। শোনা যায় কামের দেবতা কিউপিড আর মনের দেবতা সাইক একই সঙ্গে প্রথম আবির্ভূত হন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দে। কিন্তু প্রাচীন পুরাণে দেখা যায়, কিউপিডের বয়স হোমারের থেকে বেশী অর্থাৎ হোমারের আবির্ভাবের আগে থেকেই কিউপিডের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কামদেবতা ঈরসের এক ভাই আছে। তার নাম এ্যান্টিরস। একথা অনেকেই জানেন না। এ্যান্টিরস প্রেমগত প্রতিহিংসার দেবতা। কেউ কখনো কারো প্রেম অকারণে প্রত্যাখ্যান বা তুচ্ছজ্ঞান করলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিশোধ নেন এ্যান্টিরস।

দেবী এ্যাফ্রোদিতের অন্যতম সহচরী হচ্ছে হাইমেন। হাইমেনের হাতে মশাল আছে। মশাল হাতে হাইমেন কোন বিয়ের সময় কোরাস দলের নেতৃত্ব করে। ইউফ্রোসিনে, আগলাইয়া ও থেলিয়া—এই তিন জিয়াস কন্যা ছিল এ্যাফ্রোদিতের অবিরাম সহচরী। এরা সকলেই ছিল নগ্ন। এরা ছিল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দানুভূতির প্রতীক। শোনা যায় দেবী এ্যাফ্রোদিতে স্বর্গের অন্যান্য দেবতাদের মধ্যে অগ্নিদেবতা হিফাস্টাসকে বেছে নেন স্বামী হিসাবে। কেন তা কেউ ঠিক বলতে পারে না। রোমে ভেনাসের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় তিনি ট্রয়বীর ঈনিসের মাতা।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতে গ্রীস দেশে যে ভেনাসের উপাসনা করা হয় তাতে দেখা যায় দুটি মত প্রচলিত আছে। একটি মতের নাম ইউরানিয়াম আর একটি হলো প্যাণ্ডিমিয়ান। ইউরানিয়াম প্রেমের বিশুদ্ধ আত্মিক দিকটি তুলে ধরে। আর প্যাণ্ডিমিয়ান মতবাদ তুলে ধরে তার দেহগত ইন্দ্রিয়-লালসার দিকটি।

দিমেতার (সিরীস)

দিমেতার বা সিরীস ছিলেন বীয়ার গর্ভে দেবরাজ জিয়াসের ঔরসজাত এক কন্যা। অনেকের মতে দিমেতার ছিলেন আকাশের দেবতার সঙ্গে বিবাহিত

পৃথিমাতা গীয়ার কন্যা। দিমেতারের কন্যা পার্সিফোনের জীবনকথা পুরাণ-কাহিনীর মধ্যে আরো বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়। অনেকের মতে প্রোজারপাইন বা পার্সিফোনের প্রসিদ্ধির জন্যই দিমেতারের খ্যাতি যায় বেড়ে। দিমেতার আর তাঁর কন্যা সারা গ্রীসদেশে দুজনেই পূজিত হন সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে।

অনেকের মতে দেবী দিমেতার হলেন পৃথিবীর মাতা। তিনিই মানুষকে তাঁর পুত্রসন্তান ট্রিপটোলেমাসের মাধ্যমে মর্ত্যলোকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দেন। ট্রিপটোলেমাস কথাটির শব্দগত অর্থ হলো তিনটি গুণ। পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করা, দেবতাদের বিভিন্ন উৎসর্গের মাধ্যমে পূজা করা এবং মানুষের কোন ক্ষতি না করা—এই তিনটি গুণের অনুশীলনের জন্য সব সময় মানুষকে উৎসাহ দিতেন ট্রিপটোলেমাস।

য়া (ভেস্তা)

স্বর্গের নামকরা দেবদেবীদের মধ্যে হেস্তিয়ার বিশেষ স্থান নেই। কিন্তু নম্রপ্রকৃতির সংস্বভাবা এক কুমারী দেবী হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি আছে। তিনি সব সময় গৃহকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। কখনো কোন চক্রান্ত বা পরচর্চায় লিপ্ত থাকতেন না। কিন্তু স্বভাবটা তাঁর অন্তর্মুখী হলেও তাঁর দেহ-সৌন্দর্যের অভাব ছিল না। কথিত আছে, পসেডন ও এ্যাপোলো তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেম নিবেদন করেন তাঁকে। কিন্তু কারো কোন প্রেমের ডাকে কোনদিন সাড়া দেননি হেস্তিয়া। গ্রীসদেশের প্রধান প্রধান শহরে হেস্তিয়ার স্মৃতিরক্ষার্থে একটা করে বড় চুল্লী জ্বলে বারোয়ারী তলায়। সেখানে বহু নরনারী পবিত্র কাঠ বয়ে নিয়ে গিয়ে সেই চুল্লীর আগুনে ফেলে দেয়। রোমের দেবী ভেস্তাও বিশেষ শুচিতার সঙ্গে কৌমার্যব্রত পালন করেন এবং সেখানকার কুমারী মেয়েরা ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে প্রাচীন কুমারী দেবী ভেস্তার পূজা করে যায়।

হিফাস্টাস (ভালকান)

হিফাস্টাস ছিলেন অগ্নির দেবতা। তার জন্ম সম্বন্ধে অদ্ভুত এক বৃত্তান্ত প্রচলিত আছে। মিনার্ভা যেমন জিয়াসের মাথা থেকে অস্বাভাবিকভাবে জন্ম লাভ করেন, হিফাস্টাসও নাকি কোন পিতার ঔরস ছাড়াই হেরার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেন অস্বাভাবিকভাবে।

কিন্তু এ ব্যাপারে স্বামীর সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সফল হননি হেরা। তিনি হেরে যান। কারণ তাঁর পুত্রসন্তান হিফাস্টাস পঙ্গু বা খোঁড়া হয়েই

অন্যান। ব্যর্থতার জ্বালায় লজ্জায় ও অপমানে দারুণ আঘাত পান হেরা মনে মনে। সে আঘাত সহ্য করতে না পেরে তাঁর পুত্রসন্তানকে স্বর্গলোক থেকে ফেলে দেন।

হিফাস্টাস সমুদ্রের জলে পড়ে যায়। দেবসন্তান বলে জলদেবীরা তাকে মানুষ করতে থাকে। আর একটি কাহিনীতে দেখা যায়, জিয়াস একবার তাঁর সন্দিগ্ধমনা ধর্মপত্নী হেরাকে শাস্তিস্বরূপ অলিম্পাস পর্বতের একটি নির্জন জায়গায় ঝুলিয়ে রাখেন। হিফাস্টাস তখন তার মার পক্ষ অবলম্বন করায় তাকেও স্বর্গ থেকে ফেলে দেন জিয়াস। হিফাস্টাস তখন তার ভাঙ্গা পা নিয়ে লেমস দ্বীপে চলে যায়। সেখান থেকে আবার সে ফিরে যায় স্বর্গলোকে। পিতামাতার মধ্যে সকল কলহের অবসান ঘটিয়ে মিলন ঘটাতে চায় সে চির-দিনের মত। কিন্তু হিফাস্টাসের এ কামনা পূরণ হয়নি কোনদিন।

হিফাস্টাসের বিবাহ সম্বন্ধেও বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। দেবতারা তার বিকৃত দেহ দেখে হাসাহাসি করতেন। একদল বলেন প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁকে ভালবাসতেন এবং ভালবেসে অবশেষে বিয়ে করেন। আবার একদল বলেন, এ্যাফ্রোদিতে উপহাসের প্রেম নিবেদন করেন তাঁকে মজা দেখার জন্য। তাঁরা বলেন হিফাস্টাসের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্য সুন্দর সুন্দর অনেক পাখি আনা হয়। কিন্তু হিফাস্টাস শেষ পর্যন্ত কাউকেই বিয়ে করেন নি।

হিফাস্টাসের দেহটা অন্যান্য দেবতাদের মত সৌম্য ও সুদর্শন না হলেও স্থাপত্য কারিগরী বিদ্যায় অসাধারণ দক্ষতা ছিল তাঁর। তিনি রসিকতা বা বিলাসব্যসন পছন্দ করতেন না। অলিম্পাসের মধ্যে যত রত্ন ও মণিমানিক্য-মণ্ডিত বড় বড় প্রাসাদ ছিল তা সব হিফাস্টাসের হাতে তৈরি। জিয়াসের বহু বজ্রদণ্ডও তিনিই নির্মাণ করেন। এ ছাড়া পৌরাণিক বীরদের যত সব অস্ত্র তিনি নির্মাণ করেন, যেমন একিলিসের বর্ম, এ্যাগামেমনের রাজদণ্ড ইত্যাদি। পৃথিবীর যত আগ্নেয়গিরিসম্বলিত দ্বীপ আছে তা সবই হিফাস্টাসের তৈরি।

এই সব দ্বীপে সাইক্লোস নামে এক ধরনের দৈত্য বাস করে। আগ্নেয়-গিরির কটাহগুলোই তাদের জলন্ত চোখ হিসাবে কাজ করে। ভার্জিলের ঈনিড কাব্যগ্রন্থে দেখা যায় সিসিলিতে এই ধরনের এক আগ্নেয়গিরি আছে।

এ্যারেস (মার্স)

দেবরাজ জিয়াসের ঔরসে হেরার গর্ভে জন্ম হয় রণদেবতা এ্যারেসের। রণদেবতা এ্যারেসের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এথেন। ট্রয়যুদ্ধের সময় দেখা গেছে এ্যারেস যে পক্ষের সমর্থক ছিলেন এবং যে পক্ষের সম্মুখ

সারিতে থেকে তাদের উৎসাহিত করতেন যুদ্ধে, এথেন ছিলেন সবসময় তার বিপরীত পক্ষে। তাছাড়া রণদেবতা এ্যারেসের নিকট আত্মীয়রা ছিল তার বিরুদ্ধে। তার অন্যতম ভাই হিফাস্টাস ছিল তার প্রতি ঈর্ষান্বিত। শুধু এক দানবিক শক্তি আর বর্বরোচিত নিস্ফল ক্রোধাবেগ ছাড়া আর বিশেষ কোন গুণ ছিল না এ্যারেসের।

এ্যারেসের সম্বন্ধে তার পিতা দেবরাজ জিয়াসের ধারণাও মোটেই ভাল ছিল না। একবার ট্রয়যুদ্ধ চলাকালে এ্যারেস দেবরাজ জিয়াসের কাছে যান এথেনের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে। কিন্তু জিয়াস তাকে তীব্র ভাষায় কঠোরভাবে তিরস্কার করেন। তিনি বলেন, স্বর্গলোকে আকাশচারী যত দেবতা আছে তার মধ্যে একমাত্র তুমি অন্যায়পরায়ণরূপে প্রতীয়মান আমাদের চোখে। মানুষে মানুষে কলহ, বিবাদ, সংগ্রাম ও নরহত্যাই তোমার একমাত্র কাম্য। তোমার রক্তলোলুপতা আর রণোন্মাদনার অন্ত নেই, সীমা পরিসীমা নেই। কোন নিয়ম বা আইনকানুনের দ্বারা কখনো অনুশাসিত হয় না তোমার উগ্র মেজাজ।

রোমে কিন্তু রণদেবতা মার্স এ্যারেসের থেকে অনেক উঁচু ও মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। এ্যারেসের থেকে রোমের মার্স অনেক মর্যাদাসম্পন্ন। শোনা যায় একবার এথেন্সের এরোপাগাস নামে এক জায়গায় এ্যারেস আর পসেডনের মধ্যে ঝগড়া মেটাবার জন্য এক সভা ডাকতে হয়েছিল। কথিত আছে এ্যারেসের নাকি দুটি পুত্র সন্তান ছিল। তাদের নাম ছিল ভীতি আর শঙ্কা।

হার্মিস (মার্কারি)

হার্মিস ছিলেন মাইয়ার গর্ভে জাত জিয়াসের আর এক সন্তান। তাঁর প্রধান কাজ ছিল দেবতাদের দৌত্যগিরি করা। তিনি দেবলোকের সংবাদ বহন করে স্বর্গ ও মর্ত্যলোকে সমানভাবে বিচরণ করতেন। তিনি সুদর্শন উদ্যমশীল ও দ্রুতগামী এক যুবক। তাঁর টুপী আর পায়ের পাদুকা দুটিই ছিল পক্ষবিশিষ্ট। তিনি এ্যাপোলোর কাছ থেকে একটি মুকুট পান। মুকুটটি ছিল সাপে ভরা।

শোনা যায় জন্মের পর মুহূর্তেই হার্মিস তাঁর ভাই এ্যাপোলোর গবাদি পশু চুরি করেন। তিনি একবার একটি কাছিম দেখে তার খোলাটিকে এক সপ্তস্বরা বীণায় পরিণত করেন। এ্যাপোলো প্রথমে তাঁর পশু চুরি করার জন্য ভীষণ রেগে যান হার্মিসের উপর। হার্মিসের গর্ভধারিণী মাতা মাইয়াও তাঁর ঘুমন্ত শিশুপুত্রের নির্দোষিতার কথা জোর করে বলতে থাকেন। কিন্তু এ্যাপোলো যখন দেখলেন তাঁর শিশু ভাই হার্মিস সামান্য একটা কাছিমের

খোলা থেকে এক সুন্দর বীণা তৈরি করেছেন তখন তিনি তা দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি তখন তাঁর ভাইকে ক্ষমা করলেন না; তাকে এক অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক শক্তি দান করলেন। পরে হার্মিস তাঁর একমাত্র পুত্রসন্তান অটোলাইকাসকে এই শক্তি দান করেন। এই শক্তির বলেই অটোলাইকাস অলিম্পাসের সন্নিকটস্থ পার্নেসাস পাহাড়টাকে চুরি করে নিয়ে যায়।

হার্মিসকে একই সঙ্গে পশুপালন, ব্যবসাবাণিজ্য ও চৌর্যবৃত্তির দেবতাও বলা হয়। তখন পশুই ছিল মূল্যের মাপকাঠি। এছাড়া রাস্তাঘাট, ব্যায়াম-বিদ্যা, উদ্ভাবনীশক্তি, বর্ণমালা শিক্ষা, বাগ্মিতা, ভাগ্যভিত্তিক যত সব খেলাধূলা প্রভৃতি যে সব আমোদপ্রমোদের দ্বারা মানুষ তার অবসরকাল যাপন করে, হার্মিস ছিলেন সেই সব কিছুর দেবতা।

হার্মিস আবার বেশ রসিকও ছিলেন। মাঝে মাঝে অলিম্পাসের অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে রসিকতা করতেন তাদের জিনিস লুকিয়ে রেখে। একবার পসেডনের ত্রিশূল, এ্যাফ্রোদিতের কটিবন্ধ আর আর্তিমিসের তীর লুকিয়ে রাখেন হার্মিস। চারদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে যায়। কিন্তু কোথাও ও সবের কোন হদিস পাওয়া যায় না। আসলে ওগুলো চুরি করে নেন হার্মিস। আসলে ওগুলো হার্মিসের কোন কাজে লাগবে না। ওগুলো হারালে ওদের কি অবস্থা হয় তা দেখে কৌতুকবোধ করার জন্যই ওসব চুরি করেন তিনি।

কিন্তু এই সব চুরি করা সত্ত্বেও সব জেনে শুনে জিয়াস কিন্তু হার্মিসকেই বিশ্বাস করতেন বেশী যে কোন দৌত্যকার্যে। মর্ত্যে যে কোন গুরুত্বপূর্ণ অভিযান, বা কোন জরুরী কাজ থাকলে তিনি হার্মিসকেই পাঠাতেন। সব কিছু খবরাখবর দান বা সংগ্রহ তারই মাধ্যমে করতেন।

হার্মিস একবার এক মর্ত্যমানবীর প্রেমে পড়ে যান। মেয়েটির নাম হার্সে। সিক্রপস্‌এর কন্যা। তার বড় বোন আগ্রানো ছিল তার অভিভাবিকা। হার্মিসের মনের অভিপ্রায়ের কথা জানতে পেরে আগ্রানো মোটা টাকা ঘুষ চায়। সে বলে যে ঐ টাকা পেলে তার বোনকে তুলে দেবে হার্মিসের হাতে অথবা হার্মিসকে যেতে দেবে তার বোনের নৈশ শয়নকক্ষে। কিন্তু হার্মিস টাকা নিয়ে আসতে গেলে সেই অবসরে এথেন কৌশলে আগ্রানোর মনের পরিবর্তন করে ফেলেন। হার্মিস টাকা নিয়ে এলে আগ্রানো এই প্রেমের ব্যাপারে রুখে দাঁড়ায় হার্মিসের বিরুদ্ধে। সে কিছুতেই তার বোনের কাছে যেতে দেবে না তাঁকে। অবশেষে বাধ্য হয়ে তাকে এক কালো পাথরে পরিণত করেন হার্মিস।

হার্মিসের সবচেয়ে বড় কাজ হলো মৃতরা যাতে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু-পুরীতে চলে যেতে পারে তার জন্য পাতালপ্রদেশে এক বিরাট জায়গা জুড়ে মৃত্যুপুরী নির্মাণ। গ্রীক জনজীবনে হার্মিসের প্রভাব অপরিসীম। তার

প্রমাণ শুধু অলিম্পিয়াতে নয় গ্রীসদেশের বিভিন্ন শহরের বড় বড় রাস্তার মোড়ে হার্মিসের মূর্তি স্থাপিত আছে যুগ যুগ ধরে।

পসেডন (নেপচুন)

দেবরাজ জিয়াসের ভাই পসেডন হলেন অন্যতম সুপ্রাচীন গ্রীকদেবতা। জিয়াসের অবিসংবাদিত প্রভুত্বের বিরুদ্ধে একবার বিদ্রোহ করেন পসেডন। তবে পরিশেষে তিনি তাঁর সমুদ্রের রাজত্ব নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। সুবিশাল সমুদ্রগর্ভে পসেডনের ছিল এক স্বর্ণপ্রাসাদ আর ফসফরাসের আলোদ্বারা আলোকিত এবং প্রবাল ও সমুদ্রগর্ভজাত পুষ্পরাজির দ্বারা শোভিত এক মন্দির। পসেডন বরাবর ছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী এথেনের সমর্থক। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় জায়গা ছিল কোরিনথ, প্রণালী। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে ব্যবহৃত মাছ ধরার বর্শার মত এক ত্রিশূল ছিল পসেডনের হাতে। তিনি যে রথে আরোহণ করতেন সে রথ যত সব জলপরী, তরঙ্গরূপ তুরঙ্গম আর সমুদ্র-দানবের দ্বারা বাহিত হত। সমুদ্রের তরঙ্গমালাই তার রথাশ্ব হিসাবে কাজ করত।

মাঝে মাঝে রেগে যেতেন পসেডন। তিনি যখন রাগে ফুলে ফুলে উঠতেন কোন কারণে তখন সমুদ্রে ঝড় উঠত। আবার কোন সময়ে খুব বেশী রেগে গেলে বিপজ্জনক তুফান, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির সৃষ্টি করে মানুষদের দারুণ কষ্ট দিতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল জলদেবী এ্যাম্ফিত্রাইত। এই স্ত্রীর গর্ভে ট্রিটন ও আরও কয়েকটি পুত্রের জন্ম হয়। রথের উপর পসেডনের পাশে প্রায়ই বসে থাকতেন এ্যাম্ফিত্রাইত। অনেকে বলেন পসেডন নাকি স্কাইলা নামে এক জলদেবীকে ভালবাসতেন বলে তাঁর স্ত্রী এ্যাম্ফিত্রাইত এক নিদারুণ ঈর্ষায় ফেটে পড়েন। তখন তাঁর তাড়নায় বাধ্য হয়ে স্কাইলাকে ছয়মাথাবিশিষ্ট এক অদ্ভুত জলজন্তুতে পরিণত করেন পসেডন। এই ভয়ঙ্কর জলজন্তু সিসিলির কাছে সমুদ্রনাবিকদের ক্ষতি করার জন্য ওৎ পেতে বসে থাকত। সেইখানে এক ঘূর্ণি ছিল। সেই ঘূর্ণিতে কোন জাহাজ বা নৌকো পড়ে গেলে তার আর রক্ষা থাকত না। তার উল্টো দিকে ছিল চ্যারিবডিস নামে এক পাহাড়। এই পাহাড়ে ধাক্কা লেগে অনেক জাহাজ ধ্বংস হয়ে যেত এক মুহূর্তে। কথিত আছে, চ্যারিবডিস্ প্রথম জীবনে পসেডনেরই এক কন্যা ছিলেন। পরে কোন কারণে তিনি তাঁর পিতৃব্য দেবরাজ জিয়াসের কোপে পতিত হন। ক্রুদ্ধ জিয়াস তখন এক পাহাড়ে রূপান্তরিত করেন চ্যারিবডিসকে। তাই আজকাল এক তীব্র উভয়সঙ্কটের সূচক হিসাবে স্কাইলা আর চ্যারিবডিসের নাম ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কোন তীব্র উভয়সঙ্কটে পড়লে ইউরোপের মানুষ ‘একদিকে স্কাইলা আর একদিকে

চ্যারিবডিস' এই প্রবাদটি ব্যবহার করে থাকে।

পসেডনের প্রোতিয়াস নামে এক পুত্র ছিল। ভবিষ্যদ্বাণী করার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল প্রোতিয়াসের।

নেরেউস নামে আর এক সুপ্রাচীন জলদেবতা ছিল। তাঁর পঞ্চাশটি কন্যা ছিল। এই সব জলকন্যাদের নেরাইদেস বলত। নেরেউস ছিলেন বড় পরোপকারী। সমুদ্রের যে দিকটি শান্ত ও শুদ্ধ নেরেউস ছিলেন সেই দিকটিরই অধিপতি।

সমুদ্রের আর এক দেবতার নাম ওসিয়ানাস। ওসিয়ানাসের দীর্ঘ পরিবারে ছিল অনেক স্ত্রী। ইলেক্‌ট্রা ছিল তাঁর অন্যতমা স্ত্রী। শোনা যায় দুঃখে অভিভূত হয়ে যখন সে কাঁদত তখন তার চোখ থেকে এক ধরনের হলদে পাথর ঝরে পড়ত। ওসিয়ানাসের এক পুত্রের নাম একিলাস। তিনি ছিলেন গ্রীসের সর্বপ্রধান এক নদীর দেবতা। দিয়েতারার সঙ্গে হারকিউলেসের প্রেমের ব্যাপারে একিলাস ছিলেন হারকিউলেসের প্রতিদ্বন্দ্বী।

গ্লকাস নামে এক মর্ত্যমানব সমুদ্রের জলে পড়ে গিয়ে পরে জলদেবতাদের কৃপায় সে অমরত্ব লাভ করে এবং এক অপদেবতায় রূপান্তরিত হয়। ওসিয়ানাসপুত্র একিলাসের নাকি হাজার হাজার ভাই ছিল। তারা সবাই ছিল নদীদেবতা। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল একিলাস।

গ্রীকবীর একিলিসের মাতা থেটিস ছিলেন অন্যতম জলদেবী। থেটিসের স্বভাবটা ছিল চপল প্রকৃতির। ক্ষণপ্রণয়ের চটুল ছলনাজাল বিস্তারে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। একবার নাকি থেটিস মর্ত্যভূমির এক রাজা পেলেউসের সঙ্গে দেহসংসর্গে মিলিত হয়। পরে তিনি বলেন পেলেউস তাঁর বহিরঙ্গটুকুই শুধু স্পর্শ করতে পেরেছেন। তাঁর দৈব অন্তর্জীবনটিকে স্পর্শ করতে পারেননি মোটেই। যাই হোক, তাঁদের এই দেহমিলনের ফলে গ্রীকবীর একিলিসের জন্ম হয়। থেটিসের সঙ্গে দেহমিলনের আগে পেলেউস আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করেন থেটিসকে। কিন্তু সে বিয়েতে ঝগড়ার দেবী এরিস নিমন্ত্রিত হননি বলে তিনি পরবর্তীকালে বাধা সৃষ্টি করতেন তাঁদের মিলনের পথে।

থেটিস সাধারণত শান্তির দেবী। তিনি কারো শোক দুঃখ সহ্য করতে পারতেন না। হ্যালসিওন নামে এক মর্ত্যমানবী স্বামীর শোকে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দেয়। তাঁর স্বামী সেইক্স জাহাজডুবি হয়ে মারা যায়। তাই হ্যালসিওন শোকে অভিভূত হয়ে জলে ডুবে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তখন থেটিস তার দুঃখ দেখে তাকে ও তার মৃত স্বামীর আত্মাকে পাখিতে পরিণত করেন। তারা তখন পাখিরূপে দুজনে একসঙ্গে বাস করার জন্য বাসা তৈরি করে। কিন্তু পরে সে বাসাটিও ভেসে যায় সমুদ্রের জলে।

প্লুটো

স্বর্গলোক অলিম্পাসে যে বারো জন প্রধান দেবতার আসন আছে প্লুটোর সেখানে কোন স্থান নেই। তিনি হচ্ছেন পাতালপুরীর রাজা। পাতালপুরীর যে অংশের নাম হেডস্ সেটিও প্লুটোর রাজ্যের অন্তর্গত। অন্ধকার পাতালপুরীর দেবতা বলে প্লুটোর মূর্তিটি অদ্ভুতভাবে কল্পনা করা হয়েছে। তাঁর চেহারাটি ঘন কালো। কালো আবলুস কাঠের তৈরি তাঁর সিংহাসন। তাঁর রথের ঘোড়াগুলি কালো। তাঁর হাতে সব সময় থাকত একটি দ্বিমুখী বর্শা। তাঁর মাথায় এমন একটি শিরস্ত্রাণ থাকত কালো রঙের যার উপর চোখ পড়লেই অদৃশ্য হয়ে যেতেন প্লুটো, তাঁকে আর দেখা যেত না। মর্তলোকে প্লুটোর উদ্দেশ্যে যে সব পূজা অনুষ্ঠিত হয় তা সব হয় গভীর রাতে। বলির পশুদের কাঁচা রক্তের স্রোত বয়ে যায় প্লুটোর মন্দিরের সামনে। পশুর কাঁচা রক্তের অঞ্জলি দেওয়া হয় প্লুটোর উদ্দেশ্যে।

অন্ধকারের রাজা প্লুটোর চেহারাটা কালো হলেও তাঁর জীবনের সবটাই কিন্তু কালো আর অন্ধকার নয়। অবিমিশ্র কঠোরতায় গড়া ছিল না তাঁর মনটা। তাঁর মনের মধ্যে যেমন একটা নরম দিক ছিল তেমনি তাঁর অন্ধকার জীবনের মধ্যেও একটা উজ্জ্বল দিক ছিল। সেটা হলো তাঁর ভালবাসা। পার্সিফোনের প্রতি প্লুটোর অকৃত্রিম ও অবিচল ভালবাসাই তার জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিক, তাঁর মনের সবচেয়ে নরম আর মধুর দিক। পার্সিফোনেকে একবার বয়ে নিয়ে এসে তাঁর পাতালপুরীর সিংহাসনে বসিয়ে দেন প্লুটো। ঠিক হয় পার্সিফোনে প্লুটোর পাশে এই পাতালপুরীতে কাটাবেন বছরের মধ্যে ছ মাস।

কিন্তু এই ছ মাস থাকতে গিয়ে পাতালপুরীর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার পার্সিফোনের সত্তার মধ্যে ঢুকে যায়। এই ছ মাস অর্থাৎ যতদিন পাতালপুরীতে থাকে পার্সিফোনে ততদিন সে হয় ডাইনীদের দেবী হিকেট।

ডায়োনিসাস (বেকাস)

জিয়াসের ঔরসে সিমেনির গর্ভে জন্ম হয় ডায়োনিসাসের। তিনি বয়সে যুবা, সুদর্শন। তাঁর চেহারার মধ্যে একটা মেয়েলি ভাব সুস্পষ্ট। তাঁর পরনে সিংহের চামড়া, মাথায় আঙুরপাতা। তাঁর মাথার চুলগুলো কুঞ্চিত, গলার দুদিকে থোকা থোকা আঙুর ঝোলে। তাঁর হাতে একটি দণ্ড আছে; সে দণ্ডটি সব সময় আইভি আর আঙুরলতায় শোভিত।

গ্রীস দেশে যে কোন নাটক শুরু হবার সময় কোরাসদল ডায়োনিসাসের

গুণগান করে। ডায়োনিসাসের অন্য নাম বেকাস। বেকাসকে মদের দেবতাও বলা হয়। এই বেকাসকেই রোমে বলা হয় বেকানিনিয়া। বেকাস নাকি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং তিনি নাকি সুদূর ভারতবর্ষ ও প্রাচ্যের বহু দেশে যান এবং বিভিন্ন দেশ হতে বিভিন্ন জীবজন্তু সংগ্রহ করেন। বিভিন্ন অরণ্য থেকে বাঘ ও সিংহ সংগ্রহ করে তাদের তাঁর রথে সংযোজিত করেন। ছাগলের পাওয়ালা চারজন বোকা ভাঁড়কে তাঁর সহচর হিসাবে কল্পনা করা হয়। বেকাসের সঙ্গে রুক্ষকেশা উন্মাদ প্রকৃতির নারী ঘুরে বেড়াত। তাদের বলা হত মেনাদ। তাদের দেখলেই শান্ত প্রকৃতির যে কোন মানুষ বা দেবতা তাদের এড়িয়ে চলত। বেকাসসঙ্গিনী এই সব মেনাদদের অনেকে পূজা করত। থিবস্‌এর রাজা প্যানথিয়াস প্রথমে এই পূজা বন্ধ করেন। কিন্তু এই রাজা যখন একদিন এক জায়গায় একটি গাছের উপর উঠে লুকিয়ে গা ঢাকা দিয়ে একটি বাড়ির উপর নজর রেখে দেখছেন বাড়িতে মেনাদদের পূজা হয় কি না তখন ভুলক্রমে রাজার মা ও অন্যান্য নারীরা মেনাদদের ইচ্ছায় প্যানথিয়াসকে গাছ থেকে নামিয়ে মারতে শুরু করে। কারণ এর আগেই মেনাদরা ও বেকাস প্যানথিয়াসকে নারীতে পরিণত করেন। নারীবেশিনী প্যানথিয়াসকে শত্রুদের চর ভেবে তার মা ও অন্যসব নারীরা তাকে গাছ থেকে নামিয়ে মারতে মারতে তার দেহটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

ডায়োনিসাস ও জলদস্যুদের সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। একবার ডায়োনিসাস এরিয়াদনের কাছে যাবার সময় সমুদ্রে জলদস্যুদের কবলে পড়ে যান। ডায়োনিসাসকে একজন সাধারণ পথিক ভেবে তাকে জাহাজের এক জায়গায় বেঁধে রাখে জলদস্যুরা। তারা ঠিক করে ডায়োনিসাসকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি করে দেবে। কিন্তু সেই জাহাজের একজন বুদ্ধিমান নাবিক ছদ্মবেশী ডায়োনিসাসকে দেখে বুঝতে পারে তিনি একজন মানুষ নন, নিশ্চয়ই কোন দেবতা। সে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে সাবধান করে দিল। কিন্তু ক্যাপ্টেন তাঁকে মুক্তি দেবার আগেই নিজের মুক্তি নিজেই রচনা করে নিলেন ডায়োনিসাস। শুধু তাই নয়, এমন এক অলৌকিক ঘটনা তাদের প্রত্যক্ষ করালেন যা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল তারা অপার বিস্ময়ে। সহসা দেখা গেল জাহাজের মাস্তুলটা আঙুর ও আইভি লতায় ভরে গেছে। জাহাজের পাল থেকে সুগন্ধি মদ ঝরে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য কোন মানুষের দ্বারা গীত এক মধুর গান ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ক্যাপ্টেন ও নাবিকরা এ দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল এবং তারা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারল ডায়োনিসাস একজন মানুষ বা পথিক নয়।

কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে বড় দেরি হয়ে গেল তাদের। ইতিমধ্যে দেখা গেল রজ্জুবদ্ধ সেই বন্দী মানুষটি কোন যাদুবলে এক সিংহে পরিণত হয়ে

উঠেছে আর তার পিছনে একটি ভালুক রয়েছে। সিংহবেশী ডায়োনিসাস এবার জাহাজের ক্যাপ্টেনের দেহটাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। অন্যান্য নাবিকরা জলে ঝাঁপ দিলেও ডায়োনিসাস তাদের জলপরী বানিয়ে দিলো। কিন্তু সেই বিজ্ঞ ও সুবিবেচক নাবিকটির কোন ক্ষতি করলেন না ডায়োনিসাস। তিনি শুধু তাকে বললেন, সে যেন তাঁকে ন্যাক্সসের উপকূলে পৌঁছে দেয়। সেখানে গিয়ে এরিয়াদনের সঙ্গে দেখা করেন ডায়োনিসাস।

এরপর ডায়োনিসাস একবার আইকারিয়াস নামে এক এথেন্সবাসীর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। আইকারিয়াসের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বললেন, তুমি আঙ্গুরের রস থেকে তৈরি মদের যে শক্তির কথা জান তা তোমার প্রতিবেশীদের দান করো। কিন্তু তার অকৃতজ্ঞ প্রতিবেশীরা সেই মদ খেয়ে নেশা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আইকারিয়াসকে পিটিয়ে মেরে ফেলে। তখন তার মেয়েকে তার বাবার কবরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সে নিজেও তার পিতার শোকে প্রাণত্যাগ করল। তখন ডায়োনিসাস পিতা ও কন্যার আত্মাকে আকাশে নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে স্থান দিয়ে তার অন্তর্গত এক একটি নক্ষত্র করে অমর করে রাখলেন তাদের।

কামদেব কিউপিডের মত বেকাসকেও প্রায় একালের দেবতা বলা চলে। কিউপিডের মত বেকাসেরও কোন প্রাচীনতা নেই। অবশ্য প্রাচীন নবীন সব দেবতারাই সাধারণভাবে সকলেই চপলমতি, চটুল প্রেমাভিনয়ে সকলেই অস্বাভাবিকভাবে তৎপর। একই দেবতা বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন ছদ্মবেশে স্বর্গ ও মর্ত্যলোকে এমনভাবে যখন তখন ঘুরে বেড়ান যে তাঁদের অনেকেরই নাম বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

অলিম্পাসে যে সব দেবতা আছেন তাঁরা সবাই গ্রীসের দেবতা নন। তাঁদের মধ্যে কিছু আবার বাইরে থেকে আমদানি করা। যেমন আইসিস ও সেরাপিদ এঁরা দুজনেই বিদেশী দেবতা। আর এই সব বিদেশী দেবতারা অলিম্পাসে ভিড় করার ফলে সেখানকার প্রাচীন দেবতাদের ভাগে অমৃত প্রভৃতি দেবভোগ্য খাদ্য ও পানীয় কম পড়ে যায়। পরে কারা অলিম্পাসের আসল দেবতা আর কারা বিদেশাগত, আর কারাই বা আসল দেবতা না হয়ে দেবতার ভাণ করে নিজেদের দেবতা বলে চালাবার চেষ্টা করে তা বিচার করার জন্য সাতজন সদস্যবিশিষ্ট এক সমিতি গড়ে তোলা হয়। এই সমিতির মধ্যে চারজন ছিলেন জিয়াসের বংশোদ্ভূত আর তিনজন ছিলেন প্রাচীন শনিগোষ্ঠীর।

প্লুটাস

প্লুটাস হচ্ছেন ধনসম্পদের দেবতা। মাটির গর্ভে খনিতে যে সব মূল্যবান ধাতু পাওয়া যায় তিনি সেই সব কিছুর রক্ষাকর্তা। খনিজ সম্পদ মর্ত্যভূমিতে

আবিষ্কৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্লুটাসের আদর বেড়ে যায়।

অনেকে বলে প্লুটাসকে জিয়াস অন্ধ করে দেন। এর অর্থ হলো এই যে মানবজাতির মধ্যে ধনসম্পদ বিতরণের ব্যাপারে প্লুটাস কোন গুণ বিচার করেন না। উদাসীনভাবে যাকে তাকে যখন তখন ধন দান করেন।

থীবস্‌এর মন্দিরে টাইক নামে ধনসম্পদের যে দেবী আছেন তিনি শিশু প্লুটাসকে ধারণ করে আছেন। তিনিও অন্ধ এবং একটি বলের উপর তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। অর্থাৎ তাঁর অবস্থিতি কখনো স্থির নয়; তিনি চঞ্চলা। তাঁর হাতে একটি ফোঁপরা শিং আছে। সেই শিংএর মাধ্যমে উদাসীনভাবে অবিবেচনার সঙ্গে ধন বিতরণ করেন। এই শিংটির নাম কর্নুকোপিয়া। প্লুটাসের সংসারে তিনজন আনন্দ ও উৎসবের অপদেবতা ছিল। এদের নাম হলো মোমাস, কমাস আর প্রিয়াপাস।

গ্রীসদেশে মানুষের বিভিন্ন গুণ ও দোষগুলিকে এক একটি দেবীর মধ্যে মূর্ত করে দেখা হয়েছে। এইভাবে প্রতিটি নির্বিশেষ গুণ বা দোষকে দেবী-রূপে কল্পনা করে তাকে বিশেষিত করা হয়েছে। এই সব গুণ দোষের দেবীদের মধ্যে এ্যানান্‌কে বা প্রয়োজনীয়তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রধান। এই দেবীর কাছে অন্যান্য দেবীরাও মাথা নত না করে পারে না। এটা হচ্ছে পাপপ্রবৃত্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি সকল মানুষের মধ্যে পাপপ্রবৃত্তি জাগিয়ে বেড়ান। শ্লথ ও মন্দগতি নেমেসিস হচ্ছে প্রতিহিংসা বা অনুশোচনার দেবী। এঁর গতি খুব ধীর বলে ইনি সবক্ষেত্রেই বড় দেরীতে আসেন মানুষের জীবনে। থেমিস হলেন আইনের দেবী। এ ছাড়া সারা গ্রীসদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দিরে উদ্যম, দয়া, লজ্জা, ওজর ও প্ররোচনাকেও এক একজন দেবীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। হোমারের যুগে মৃত্যু ও তার ভাই ঘুমকেও এক প্রাচীন দেবতারূপে কল্পনা করা হয়।

স্বপ্নদের এক ধরনের অপার্থিব দূতরূপে কল্পনা করা হয়েছে। স্বপ্নদের মধ্যে ভাল মন্দ দুইই আছে। স্বপ্নরা হলো জমকালো কৃষ্ণবর্ণ পোষাক পরিহিত রাত্রির সন্তান। রাত্রি বা নিশাদেবীর দুই রূপ আছে—ফসফোরাস আর হেসফোরাস। ফসফোরাস হলো সকাল আর হেসফোরাস সন্ধ্যা। রাত্রিতে মর্ফিয়ামের কোলে যারা ঘুমিয়ে থাকে একমাত্র তাদের কানে কানেই স্বপ্নরা কথা বলে।

সন্ধ্যাতারা এ্যাস্ট্রীয়া ও অন্যান্য তারকারা চন্দ্রদেবীর সহচরী। গ্রীকপুরাণে সূর্যের চারটি অশ্বের কল্পনা করা হয়েছে। সূর্যের মত বায়ুর দেবতারও চারটি অশ্ব আছে। এদের নাম হলো বোরিয়াস, ইয়ারাস, জেফাইরাস ও নোতাস। এরা হলো উষাদেবী ইয়স বা অরোরা আর সন্ধ্যাতারা এ্যাস্ট্রীয়ার সন্তান। মতান্তরে এরা বায়ুর অশ্ব নয়, এরা চারজনই ভাই, বায়ুর বিভিন্ন প্রকারভেদ। এদের কোন পার্থিব রূপ নেই; এদের বায়বীয় সত্তা

ইয়োনাসের গুহার মাঝে অবস্থান করে। প্রয়োজন হলে এরা পাখনাওয়ালা এক একটি দেবযুবকের রূপ ধরে দেবতাদের আদেশ পালন করে।

জেফাইরাসের স্ত্রীর নাম ফুলের দেবী ক্লোরিস। রোমক পুরাণে এই এই ক্লোরিসকেই ফুলের দেবী ফ্লোরা বলা হয়। ক্লোরিসের বান্ধবী ও সহ-কর্মিনী হলো পমোনা। এই পমোনার স্বামী হলেন ঋতুর দেবতা ভার্তুমনাস। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন বেশ ধারণ করে ভার্তুমনাস। কখনো ভূমিকর্ষণকারী, কখনো শস্যকর্তনকারী, কখনো ফলসংগ্রহকারী, কখনো শৈলতুষারশুভ্র এক লোল-চর্মা বৃদ্ধ আবার কখনো বা সুদর্শন যুবকের বেশে পমোনাকে ভালবেসে আদর করে সে।

আবার তিনটি ঋতুর কল্পনাও গ্রীকপুরাণে আছে। এদের নাম হলো ইউনোমিয়া, ডাইক আর ইরিন। জিয়াসের ঔরসে থেমিসের গর্ভে এদের জন্ম হয়। এরা কখনো এ্যাফ্রোদিতে, কখনো বা এ্যাপোলোর সেবা করে। ঋতুর সংখ্যা যাই হোক গ্রীকরা শীত ঋতুর কোন মর্যাদা দেয় না।

গ্রীকপুরাণে দেবীদের ক্ষেত্রে সব সময় তিনজনের নাম দেখা যায়। কোন বিষয়ে কোন দেবীর উল্লেখ থাকলে ত্রয়ীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন ভাগ্যদেবী তিনজন—ক্লোদো, ল্যাচেসিস, এ্যাত্রপস। এই তিনজনেই মানুষের জীবনের সুতো কেটে চলেন অনবরত। আবার ক্রোধের দেবীও তিনজন। এঁরা হলেন ত্রাইফোনে, এ্যালেক্টা ও মেগেরা। তাদের ইউরিনায়েস বলা হয়।

বর্তমান গ্রীক লোকসাহিত্যে বলা হয় গ্রীক দেবীদের ক্ষেত্রে যেমন প্রায় সব সময় ত্রয়ীর উল্লেখ পাওয়া যায়, দেবতাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তা পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় অলিম্পাসের তিনজন প্রধান দেবভ্রাতার মধ্যে দুজনকে স্বর্গলোক থেকে বিতাড়িত করে জিয়াস একা দেবরাজের আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। পসেডন সমুদ্রের অধিপতি আর প্লুটো নরকের অধিপতি হলেও তাঁরা স্বর্গালোক থেকে চিরনির্বাসিত। মৃত্যুপুরীতে যে তিনজন বিচারক মৃত মানুষদের কর্মাকর্ম বিচার করে থাকেন তাঁদের মধ্যে শুধু মাইনস আর র‍্যাডামেনথাসেরই কাজের পরিচয় পাওয়া যায়। আর একজন বিচারকের কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না।

দেবতারা বা অপদেবতারা শুধু স্বর্গ ও পাতালপুরীতে থাকেন না, মর্ত্য-ভূমিতে যে সব প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক উপাদান আছে সেগুলির মধ্যেও এক একটি অপদেবতা আছে। যেমন প্রতিটি নদী বা ঝর্ণাতে একটি করে জলদেবী বা নাইয়াদ আছে। প্রতিটি গাছে আছে ড্রায়েদ। প্রতিটি পর্বতে আছে ওরিয়াইদ আর প্রতিটি অরণ্যে আছে স্যাটায়ার।

এছাড়া বহু দুর্গম ও অজানা জায়গায় দৈত্য, দানব, সেণ্টর, শিমেরা, আমাজন, সাইরেন, সাইক্লোপ ও হাইপারবোরিয়ান নামে বহু অতিপ্রাকৃত

জীব আছে।

কিন্তু গ্রীসদেশের পৌরাণিক দেবতাদের মধ্যে প্যান হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আসলে প্যান হচ্ছেন প্রকৃতির দেবতা। তাঁর মূর্তিটি বড় অদ্ভুত ধরনের। তাঁর মাথায় শিং আছে, কানের পাতাগুলো পাতলা আর বড় ধারাল। তাঁর পাগুলো ছাগলের পায়ের মত। সাধারণতঃ তিনি থাকেন আর্কেডিয়ার অরণ্যাচ্ছাদিত পাহাড়ে। কোন কারণে তাঁর মধ্যাহ্নের দিবানিদ্রা ভঙ্গ হলেই তিনি বিকট মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে পথিকদের ভীতি প্রদর্শন করেন।

হার্মিসের ঔরসে কোন এক জলদেবীর গর্ভে জন্ম হয় প্যানের। কথিত আছে, প্যানের কিম্ভূতকিমাকার চেহারা দেখে তার মা ভয় পেয়ে যায়। প্যানের গলার স্বর এমনই কর্কশ আর ভয়ঙ্কর যে ম্যারাথন যুদ্ধের সময় তাঁর গলার স্বর অস্ত্রের ঝঙ্কারকেও হার মানায় এবং তা শুনে পারসিকরা ভীত হয়ে পালিয়ে যায়।

প্যানের বাঁশী সম্বন্ধে একটি কাহিনী শোনা যায়। একবার প্যান সিরিঙ্কস্ নামে এক জলপরীকে ভালবাসে। কিন্তু প্যানের বিকৃত দেহ দেখে তার ভালবাসার ডাকে সাড়া দিতে পারে না সিরিঙ্কস্। তবু একদিন তাকে কোনরকমে ধরে প্যান যখন আলিঙ্গন করছিল তখন কোনরকমে নিজেকে প্যানের বাহু বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় সে। কিন্তু প্যান তাকে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে। তখন সিরিঙ্কস্ তার প্রাণরক্ষার জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা জানায় প্যানের কাছে। কিন্তু প্যান তাকে নলখাগড়া গাছে পরিণত করে। আর সেই নলখাগড়া গাছ দিয়ে চমৎকার এক বাঁশি তৈরি করে প্যান। সেই বাঁশির অপূর্ব স্বর এ্যাপোলোর বীণার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে।

প্যান প্রথমে ছিল এক আঞ্চলিক অপদেবতা এবং ডায়োনিসাস ও এ্যাফ্রোদিতের সেবক আর সহচর। কিন্তু পরে এই প্যানই প্রকৃতির সর্বব্যাপী সত্তার মূর্ত প্রতীক এক দেবতারূপে পরিগণিত হন। খৃস্টের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্যানের প্রভাব গ্রীসদেশে কমে যায় এবং খৃস্টধর্মাবলম্বীরা প্যানকে বিকৃতরূপে চিত্রিত করে দেখাতে থাকে।

পৌরাণিক অপদেবতা ও বীরপুরুষেরা

গ্রীসদেশের পৌরাণিক বীরদের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় ক্যাস্টর ও পোলাক্সের কথা। এঁরা ছিলেন দুই ভাই। এঁরা দুজনেই ছিলেন অর্ধদেবতা ও অর্ধমানব। এই দুই ভাইএর নাকি জন্ম হয় হাঁসের ডিম থেকে। এঁদের বোনের নাম সুন্দরী হেলেন। যার জন্য গ্রীসের অসংখ্য

লোককে অকালে নরকে যেতে হয়। ক্যাস্টর ও পোলাক্সের জন্ম ডিম থেকে হলেও তাঁরা জিয়াসের ঔরসজাত। জিয়াসের ঔরসজাত বলে আকাশবাণী হয়, তাঁদের দুই ভাইএর একজন দেবত্ব ও অমরত্ব লাভ করবেন। আর এক ভাইকে সাধারণ মানবজীবন যাপন করে মানুষের মতই মরতে হবে।

ল্যাসিডিমোনিয়ার রাজা টিণ্ডারিউস ক্যাস্টরকে পালকপিতা হিসাবে মানুষ করতে থাকেন। তবে দুই ভাইএর মধ্যে খুবই মিল ও সদ্ভাব ছিল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ জানতেন না কে তাদের মধ্যে অমরত্বলাভে ধন্য হবেন। তাই তাঁরা প্রায়ই বলাবলি করতেন তাঁরা দুজনেই একসঙ্গে মরবেন। তাঁরা দুজনে পরস্পরকে এমন ভালবাসতেন যে কেউ কারো মৃত্যুশোক সহ্য করার কথা ভাবতেও পারতেন না।

কিন্তু তাঁরা যাই ভাবুন, একবার এক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্যাস্টর অকালে নিহত হন। একথা জানতে পেরে জিয়াস ক্যাস্টরের হত্যাকারীকে বজ্রপাতে নিহত করেন। এদিকে ক্যাস্টরের মৃত্যুশোক কিছুতেই ভুলতে পারলেন না পোলাক্স। কোন কিছুতেই সান্ত্বনা পেলেন না। অবশেষে তিনি স্বর্গে গিযে পাকাপাকিভাবে ব্যবস্থা করেন শোকযন্ত্রণা হতে মুক্তি পাবার জন্য। পোলাক্স স্বর্গে দেবরাজ জিয়াসের কাছে বলেন ভাইকে মৃত্যুপুরীতে রেখে তিনি একা অমরত্ব বা স্বর্গসুখ ভোগ করতে চান না। তার থেকে এই অমরত্ব তাঁরা দুজনে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে ভোগ করবেন সমানভাবে। অর্থাৎ তাঁরা দুজনে বছরের অর্ধেক সময় স্বর্গে থাকবেন আর অর্ধেক সময় নরকে পাতালপুরীতে থাকবেন। পরে এই দুই ভাইএর আত্মা আকাশে জেমিনি নামক নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে স্থান পায়।

মর্ত্যভূমিতেও প্রচুর ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করেন এই দুই ভাই। গ্রীসদেশের বহু জায়গায় এই দুই ভাইএর মূর্তি পূজা করা হয়। ক্যাস্টরের খ্যাতি ছিল রথ চালনায় আর পোলাক্স ছিল বক্সিং খেলায় অতীব পারদর্শী। তাই হার্মিস বা হার্কিউলেসেব মতই তাঁদের ক্রীড়াদেবতা হিসাবে ভক্তি করতেন গ্রীসের জনগণ।

পরবর্তীকালে আবার ক্যাস্টর ও পোলাক্স সমুদ্রনাবিকদের ত্রাণকর্তা হিসাবেও কীর্তিত হন। সমুদ্রে বিপদকালে বহু নিমজ্জমান জাহাজের মাস্তলের উপর সহসা আবির্ভূত হয়ে রক্ষা করেন যাত্রী ও নাবিকদের। স্থলভাগেও যুদ্ধের সময় অনেক সৈনিক আবার এই দুই দেবভ্রাতাকে স্মরণ করেন। তাদের বিশ্বাস দুটি সাদা ঘোড়ায় চেপে এই দুই ভাই সহসা আবির্ভূত হয়ে উদ্ধার করবেন তাদের।

সুদূর রোমেতেও পোলাক্সভ্রাতারা পূজিত হন দেবতারূপে। ম্যারাথন যুদ্ধে যেমন মৃত থিসাস মৃত্যুপুরী থেকে এসে এথেন্সবাসীদের অতিপ্রাকৃত সাহায্য দান করেন তেমনি পোলাক্স ভ্রাতারাও রোমে একবার লেক

গেরিলাদের যুদ্ধে আবির্ভূত হয়ে কোন এক রোমক প্রশাসনকে জয়ী করে তোলেন।

কিন্তু পোলাক্সভ্রাতাদের প্রতি ভক্তির সুফল সম্বন্ধে অনেকে আবার সন্দেহও করে। এই ভক্তির উল্টোফলও অনেক সময় ফলে। একবার কোন এক যুদ্ধের সময় শিবিরে গ্রীকরা পোলাক্স ও ক্যাস্টরের নামে এক উৎসবের আয়োজন করে। কিন্তু তার কোন সুফল তারা পায়নি; উল্টে তাদের শত্রুপক্ষের কয়েকজন বকযু অতর্কিতে শিবিরে ঢুকে বহু স্পার্টানকে হত্যা করে চলে যায়।

কিছু গ্রীক ঐতিহাসিকের মতে গ্রীসদেশে প্রাচীন বীরপূজা প্রচলিত ছিল। কোন ব্যক্তি অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিতে পারলেই সাধারণ লোকেরা তাকে তার মৃত্যুর পর তার সমাধিক্ষেত্রে পূজার অঞ্জলি দান করত।

এই বীরপূজার সুযোগে অনেক বীরও তাদের জীবদ্দশাতেই দেবত্বের দাবি করত। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার তাঁর বীরত্বের অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে বলতেন তিনি নাকি একিলিস আর জুপিটারের বংশধর। অনেক সম্রাট ও শাসক তাঁদের জীবদ্দশাতেই তাঁদের সম্মানার্থে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শোনা যায় প্রসিদ্ধ চিকিৎসাবিদ্ হিপ্পোক্রেটের প্রতিমূর্তির সামনে পূজার অঞ্জলি দান করা হত। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর সম্মানার্থেই তাঁর মূর্তির সামনে এক বেদী নির্মাণ করে পূজার ব্যবস্থা হয়। প্রাচীনকালের মানুষ যাকে তাদের পরম পরোপকারী বন্ধু হিসাবে শ্রদ্ধা করত অথবা যাকে ভয়ঙ্কর অত্যাচারী হিসাবে ভয় করত, তাকেই অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এক পুরুষরূপে মনে করত এবং তাকে পূজা করার ব্যবস্থা করত। গ্রীকবীর একিলিস ও ট্রয়বীর ঈনিসকে তখনকার মানুষ সত্যিই অতিমানবিক ক্ষমতাবিশিষ্ট পুরুষ বলেই জানত। রোমেতে রোমুলাস ও তেমাসকেও তাই ভাবা হত। এইভাবে দেখা যায় বহু বীরের সমাধিস্তম্ভ কালক্রমে পূজার বেদীতে পরিণত হয়। দেশের চারণ কবিরা আবার এই সব প্রসিদ্ধ বীরদের জীবনের কথা ও কাহিনীগুলিকে কাব্যরূপ দান করে তা গান করে বেড়াতেন দেশের সর্বত্র। ফলে ঐ সব বীররা অমরত্ব লাভ করতেন লোকের মুখে মুখে, গল্পে ও গাথায়।

সেকালে গ্রীস ও রোমে কবি বা চারণকবিদের এক বিশেষ সামাজিক মর্যাদা দান করা হত। আলেকজাণ্ডার থীবস্ জয় করে সেখানে সবকিছু ধ্বংস করার সময় কবি পিণ্ডারের বাড়িটিকে বাদ দেন।

কথিত আছে, একবার স্পার্টায় এক আকাশবাণী শোনা যায়, তাদের তদানীন্তন শত্রু এথেন্সবাসীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে তাদের নেতা হিসাবে নির্বাচন করে বেছে নিতে হবে। তবেই তারা যুদ্ধে জয়লাভ করবে।

একথা শুনে এথেন্সবাসীরা এক খোঁড়া স্কুলমাস্টার তারতেউসকে পাঠায়।

তারতেউস তখন এমন সব আবেগপ্রবণ দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন যা শুনে স্পার্টার সৈন্যরা অনুপ্রাণিত হয়ে বিশেষ উদ্যমের সঙ্গে এমনভাবে যুদ্ধ করে যাতে শেষ পর্যন্ত তাদেরই জয় হয়। সেই সব গানের কিছু কিছু লোকের মুখে মুখে আজও শোনা যায়।

হোমারের পর যে সব প্রসিদ্ধ ও শক্তিমান কবিরা গ্রীসদেশের কাব্যকলাকে সমৃদ্ধ করেন তাঁরা হলেন আর্কিলোকাস, স্টেসিকোরাস ও সাইমোনাইদেস। সাইমোনাইদেসের কবিতা সব পাওয়া না গেলেও তিনি নাকি 'এ্যাপোলো-নিয়াসএর আগোনটিকা' নামে এক মহাকাব্য রচনা করেন। এই মহাকাব্যই নাকি পরবর্তীকালে ভার্জিলের ঈনিডের ভিত্তিভূমি রচনা করে।

সেকালে গ্রীসে যে সব প্রধান প্রধান ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত, সেই সব ক্রীড়ানুষ্ঠানে সমবেত কবিদের মধ্যে কবিতা ও গানেরও প্রতি-যোগিতা হত। ফলে এই সব উৎসব ও অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বহু শ্রেষ্ঠ কবিতা রচিত হত।

খৃস্টের জন্মের ছয়শো থেকে আটশো বছর আগে গ্রীসদেশে সারা বছরের বিভিন্ন সময়ে চারটি প্রধান ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলি হলো বিখ্যাত অলিম্পিক গেমস, পাইথিয়ান গেমস, ইসথমিয়ান গেমস আর নেমিয়ান গেমস। এই চারটি ক্রীড়াপ্রতিযোগিতাই চারজন প্রধান দেবতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এর মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ হলো অলিম্পিক গেমস। খৃস্টের জন্মের প্রায় আটশো বছর আগে এই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান শুরু হলেও কখন থেকে ঠিক তা শুরু হয় সেকথা সঠিকভাবে বলা যায় না। আসলে এর আরম্ভকাল এক আবহমানকাল প্রাচীনতায় তলিয়ে গেছে। কিন্তু আরম্ভকাল যাই হোক, স্বয়ং দেবরাজ জিয়াস তাঁর ক্রোনাস জয়ের পর বিজয় উৎসব হিসাবে এই অনুষ্ঠানের নাকি প্রবর্তন করেন। এই প্রতিযোগিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় অলিম্পিয়ার মন্দিরের সম্মুখস্থ এক বিশাল প্রান্তরে যার পাশ দিয়ে আলফিয়াস নদী বয়ে গেছে পেলোপনেসিয়ার পশ্চিম উপকূলের দিকে। এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় প্রতি চার বছর অন্তর।

পাইথিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয় ডেলফিতে যার প্রাচীন নাম পাইথো। এ অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন এ্যাপোলো। অলিম্পিক গেমস্এর মত পাইথিয়ান গেমস্ও অনুষ্ঠিত হয় চার বছর অন্তর।

ইসথ্মাস গেমস্ অনুষ্ঠিত হয় কোরিনথ্এর ইসথ্মাস নামক জায়গায়। এ অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন পসেডন।

নেমিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হয় আর্গনিস নামক অঞ্চলে। হার্কিউলেস নেমিয়ার সিংহ বধ করার পর এ অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন এবং মাঝখানে এ

অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেলে আবার সেটি পুনরুজ্জীবিত করেন।

অলিম্পিক গেমস সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সব দিক দিয়ে ছিল সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রতিযোগিতা উৎসব সর্বপ্রথম সুসংগঠিত হয় খৃস্টপূর্ব ৩৭৬ অব্দে। গ্রীষ্মকালের এক পূর্ণিমায় এই অনুষ্ঠান শুরু হয়ে একমাসব্যাপী চলত। এই অনুষ্ঠানের স্থান এবং কাল দুটিই পবিত্র বলে গণ্য হত। কিন্তু পার্শ্ববর্তী দুটি অঞ্চল পিসা আর এলিসের প্রভুত্ব নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ হত এই অনুষ্ঠানকালে। একবার এই ঝগড়া পরিণত হয় তুমুল যুদ্ধে এবং তারপরই এ অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় অনির্দিষ্ট কালের মত। অবশেষে উনিশ শতকের শেষের দিকে এ অনুষ্ঠান আবার পূর্ণগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

এই অনুষ্ঠানের প্রথমার্ধে হয় ব্যায়াম প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় কেবলমাত্র গ্রীকভাষাভাষীরাই অংশগ্রহণ করতে পারতেন। গ্রীকভাষী ছাড়া অন্য লোকদের বর্বর বলা হত গ্রীসদেশে। এই প্রতিযোগিতায় যারা জয়ী হত তাদের একটি অলিভ পাতার মুকুট উপহার দেওয়া হত। কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় জয়ী ব্যক্তি যে বিপুল যশ ও সম্মান জনসমক্ষে লাভ করত তা সত্যিই অতুলনীয়। দেশের জনগণও তাকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখত। একটি প্রতিমূর্তির মধ্যে তার যশকে অক্ষয় করে রাখা হত। এই অনুষ্ঠানে যে সব ক্রীড়া নিয়ে প্রতিযোগিতা হত তা হলো দৌড় প্রতিযোগিতা, কুস্তি, বক্সিং, বর্শাক্ষেপণ, অশ্বপ্রতিযোগিতা, রথচালনা প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য ব্যায়াম ও ক্রীড়াবিষয়ক প্রতিযোগিতা যেগুলির সময়বিশেষে পরিবর্তন করা হত।

এই সব প্রতিযোগিতায় কেবল পুরুষরাই যোগদান করতে পারত। কোন বালিকা বা নারীর যোগদানের কোন বিধি ছিল না। মাত্র একবার একদল বালিকার যোগদানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু নারীরা সাধারণত যোগদান করত না। এ বিষয়ে কোন রীতি ছিল না।

মাসের দ্বিতীয়ার্ধে চলত শুধু শোভাযাত্রা, উৎসর্গ, বলিদান আর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় জয়ী প্রতিযোগীদের সম্মানে ভোজসভা। এই সব উৎসবে দেশের কবি ও ঐতিহাসিকেরাও অংশ গ্রহণ করতেন। তাঁরা তাদের লেখা কবিতা ও রচনা পাঠ করে সমবেত জনতাকে শোনাতেন। প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোদোতাসের ইতিহাস এইভাবেই নাকি রচিত হয়।

এই সব উৎসবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন রাজ্য থেকে এত বেশী লোকসমাগম হত যে বহু পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হত এবং এ উৎসব এক বিরাট আন্তঃরাজ্য মেলার আকার ধারণ করত। বহু শিল্পকলা ও কারুকার্যের প্রদর্শনী হত।

সমগ্র উৎসবমণ্ডপটি বিভিন্ন মন্দির, প্রতিমা, প্রতিমূর্তি ও পূজা উপচারের দ্রব্যগুলির দ্বারা সুসজ্জিত হত। এই সব উৎসব আর প্রদর্শনীর জন্য অলিম্পিয়া আর ডেলফির নাম অমর ও অক্ষয় হয়ে আছে ইতিহাসে। এই উপলক্ষে উৎসবমণ্ডপে সোনা ও হাতির দাঁতের তৈরি জিয়াসের এক বিরাট প্রতিমূর্তি প্রদর্শিত হত। মূর্তিটি নির্মাণ করেন বিখ্যাত ভাস্কর ফিডিয়াস।

এই সব প্রতিযোগিতায় যাঁরা কালোত্তীর্ণ কৃতিত্ব দেখিয়ে অক্ষয় নাম যশ অর্জন করেন তাঁরা হলেন থিয়েজেনস্ যিনি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে সারা জীবনে চোদ্দশোটি জয়ের মুকুট লাভ করেন; এ ছাড়া ক্রোটনের মিলোও এক বিরল শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। মিলো ছিলেন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন এক বীর পুরুষ। কিন্তু শেষ পরিণতি বড় সকরুণ। ঘটনাক্রমে একদল নেকড়ের কবলে পড়ে অকালে প্রাণত্যাগ করতে হয় মিলোকে।

একবার এক বক্সিং প্রতিযোগিতায় এক প্রতিযোগী তার প্রতিপক্ষের হাতে নিহত হয়। হত্যাকারী প্রতিযোগী জয়ী হলেও শাস্তিস্বরূপ পুরস্কার-লাভে বঞ্চিত হয়। তখন সেই প্রতিযোগী মনের দুঃখে একটি পাকা স্কুল বাড়িতে গিয়ে ক্ষণিকের জন্য আশ্রয় নেয়। কিন্তু হঠাৎ তার কি মনে হয় সে স্যামসনের কায়দায় সেই স্কুলবাড়ির একটি স্তম্ভ ভেঙে ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে ছাদটি ধসে পড়ায় তাতে প্রায় ষাট জন ছাত্র মারা যায়। চারপাশে এখন এক বিরাট জনতার ভিড় জমে যায়। জনতা সেই হত্যাকারীর প্রতিযোগীকে ঢেলা ছুঁড়ে মারতে থাকে। সে তখন ছুটে গিয়ে দেবী এথেনের মন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। একটি সিন্দুকের মধ্যে ঢুকে পড়ে প্রাণভয়ে। তাঁর পিছনে ধাবমান জনতা তা দেখতে পেয়ে সিন্দুকটি খুলে দেখে তা শূন্য। লোকটির এই ঐন্দ্রজালিক অন্তর্ধান দেখে সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। তখন এক দৈববাণী জনতাকে নির্দেশ দান করে তারা সেই প্রতিযোগীকে যেন সাধারণ মানুষ বলে মনে না করে।

অনেক সময় অনেক বীরের জীবনকাহিনী ও চরিত্র সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত শোনা যায়। সাধারণ গ্রীকপুরাণে নরকের অন্যতম বিচারক মাইনসকে ন্যায়পরায়ণ বিচারকহিসাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু থিসিয়াসের জীবন-কাহিনীতে মাইনসকে দেখানো হয়েছে নিষ্ঠুর অত্যাচারী হিসাবে। অনেকে বলে মাইনসের রাজ্য ছিল ক্রীট দ্বীপে। সে ছিল ক্রীট দ্বীপের রাজা। মাইনসের পুত্র এ্যাণ্ড্রোগীয়স এথেন্সে এক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় জয়ী হবার পর পরাজিত প্রতিযোগীদের হাতে নিহত হয়।

এইভাবে দেখা যায়, অনেক শক্তিমান বীর মৃত্যুর পর দেবত্ব লাভ করতেন। এই ধরনের এক বীরপুরুষ পেলপস্ মৃত্যুর পর মানুষের আকারে আবির্ভূত হন। শোনা যায় পেলপস্-এর পিতা ট্যান্টালাস পেলপস্‌কে দেবতাদের কাছে তাকে

উৎসর্গ করার জন্য আগুনে জীবন্ত দগ্ধ করেন। আর একটি কাহিনীতে শোনা যায় পেলপস্ একবার এক অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় জয়লাভের জন্য তার প্রতিপক্ষের রথচালককে ঘুঁষ দিয়ে বশীভূত করেন। সেই সারথি রথের গতি শ্লথ করে দিলে পেলপস্ জয়লাভ করে রথপ্রতিযোগিতায়।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ী বীরদের ছাড়াও আরো কিছু বীরের কথা পাওয়া যায়। যারা একই সঙ্গে কোমলতা ও কঠোরতার পরিচয় দেয় জীবনে, পলিফেমাস ছিল এই ধরনের এক বীর। পলিফেমাস ছিল প্রধানতঃ নিষ্ঠুর প্রকৃতির। কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে সে হয়ে উঠত খুবই কোমল। একদিন পলিফেমাস ভাল করে দাড়ি কামিয়ে, মাথার চুল বিন্যস্ত করে ও ভাল পোষাক পরে তার প্রেমিকা গেতীয়াকে নিয়ে নির্জনে প্রেমালাপ করছিল। তারা যখন সাইক্লোপদের গাওয়া প্রেমের গান শুনছিল একমনে, তখন হঠাৎ তার প্রতিদ্বন্দ্বী এ্যামিসকে দেখতে পায় পলিফেমাস। দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্করভাবে হিংস্র হয়ে ওঠে সে এবং নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে এ্যামিসকে।

নারীরাও অনেক সময় অনেক নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার পরিচয় দেয়। ফিলোমেনা ও ঈডন নামে দুই বোন ছিল। ফিলোমেনা নিয়োব নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে ছিল প্রণয়পাশে আবদ্ধ। পরে তারা বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তাদের কয়েকটি সন্তান হয়। এদিকে তাদের ভালবাসা আর সুখশান্তি দেখে ঈডন হিংসায় জ্বলে পুড়ে যেতে থাকে মনে মনে। দিনে দিনে তীব্র হতে তীব্র হয়ে ওঠা এই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকে ঈডন। একবার সে মনে মনে সংকল্প করে ফিলোমেনার প্রথম সন্তানকে সে হত্যা করবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে ভুল করে তার নিজের পুত্রসন্তান ইটিনাসকে হত্যা করে বসে। তখন সে দেবতার অভিশাপে নাইটিঙ্গেল পাখিতে পরিণত হয়। নাইটিঙ্গেলের মিষ্টি করুণ সুরে তার এই পুত্রশোক সারাজীবন ধরে ব্যক্ত করে যেতে থাকে সে।

শক্তির দেবতা হার্কিউলেস ছিলেন একাধারে দেবতা ও মানব। শোনা যায়, তিনি টাইরিনস্ অথবা থীবস্এ মানুষের মতই জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর জন্ম যেখানেই হোক, হার্কিউলেস কখনো এক জায়গায় বাস করতেন না। সব সময় তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন এবং অনেক সময় তিনি গ্রীসদেশের বাইরেও চলে যেতেন ঘুরতে ঘুরতে। টায়ারে এক মন্দিরে তাঁর মূর্তি পূজা করা হয়।

ঐতিহাসিক হিরোদোতাস বলেন হার্কিউলেস নামে দুজন দেবতা ছিলেন। অনেকে বলে হার্কিউলেসের বংশধরেরাই নাকি পোলোপনেসিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজ্যটি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। হার্কিউলেসের বংশধরদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। হার্কিউলেসদের অসংখ্য তীর্থ ছিল। সেই

তীরের কিছু তিনি ফিলোকটেটকে দান করেন। অসাধারণ শক্তির অধিষ্ঠাতা দেবতা হলেও অহেতুক কঠোরতা বা নিষ্ঠুরতার লেশমাত্র ছিল না হার্কিউলেসের চরিত্রে। কোন মানুষ শক্তির অভাব হেতু কোন বিপদে পড়ে তাঁকে স্মরণ করলেই তিনি আবির্ভূত হতেন তার কাছে। তাকে উদ্ধার করতেন সেই বিপদ থেকে।

ফীটন

ফীটন ছোট থেকেই ছিল বড় উধ্যত। একদিন তার মা ক্লাইমেন তাকে তার জন্মবৃত্তান্ত বলে। একথা শুনে আরো বেড়ে যায় যুবক ফীটনের ঔদ্ধত্য। ক্লাইমেন বলে কোন মানুষের ঔরসে তার জন্ম হয়নি। যে ফীবাস ও এ্যাপোলো সূর্যের উজ্জ্বল রথে চড়ে প্রতিদিন আকাশ পরিক্রমা করেন সেই সূর্যদেবতা এ্যাপোলো তার জন্মদাতা পিতা। কিন্তু একথা শুনে ফীটনের বুকটা গর্বে ভরে উঠলেও একথা সে যখন তার সঙ্গী ও বন্ধুবান্ধবদের বলল তখন তারা তা মোটেই বিশ্বাস করল না। উল্টে উপহাস করল তাকে। হেসে উড়িয়ে দিল তার কথাটা।

ফীটন একথা তার মাকে জানাতে তার মা ক্লাইমেন তাকে সূর্যের কাছে গিয়ে এমন এক বর চাইতে বলল যার বলে তার জন্মরহস্য বা দৈব জনকত্বের কথা সবাই জানতে পারে।

একদিন উষাকালের আগেই আকাশমণ্ডলের মধ্যে ফীবাস এ্যাপোলোর স্বর্ণ প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হলো ফীটন। ফীবাস তখন তাঁর হাতির দাঁতের সিংহাসনে মণিমাণিক্যের রামধনুর মাঝখানে বসে ছিলেন। তাঁর চারদিকে ঘণ্টা, দিন, মাস, ঋতু প্রভৃতি অমাত্যরা দাঁড়িয়ে ছিল। ঋতুদেব বসন্ত ফোটা ফুলের মালা গলায় পরেছিল, নগ্ন গ্রীষ্মের পরনে ছিল গাছের পাতা, তার কলে ছিল ফসলের কুণ্ডল, শরতের রোদেপোড়া তামাটে হাতে ছিল ফলের গুচ্ছ, শীতের মাথায় ছিল তুষারশুভ্র চুল। এই সব ঐশ্বর্য দেখে ফীটনের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ফীবাসের সিংহাসনের সামনে এগিয়ে যেতে সাহস পেল না। কিন্তু তার সর্বদর্শী পিতা তাকে আপনা থেকেই কাছে ডাকলেন।

ফীবাস বললেন, হে আমার পুত্র, আমার স্বর্গীয় বাসভবনে স্বাগত জানাই তোমাকে।

কথা বলার সময় মাথা থেকে সূর্যরশ্মির মুকুটটি সরিয়ে রাখলেন ফীবাস। কারণ সেই সূর্যরশ্মি দিয়ে গড়া উজ্জ্বল মুকুটের পানে কোন মরণশীল মানুষ তাকাতে পারবে না। ফীবাস বললেন, বল পুত্র, কি কারণে তুমি পৃথিবী থেকে এলে এখানে?

শ্মশ্রুগুম্ফহীন কিশোর ফীটন এগিয়ে গেল তার বাবার সিংহাসনের দিকে। তার বাবার মুখে মৃদু হাসি দেখে উৎসাহ পেল ফীটন। সে বলল, মর্ত্যের লোকেরা বিশ্বাস করতে চায় না যে সে সূর্যদেবতার সন্তান। সুতরাং তিনি যেন এমন কোন অভ্রান্ত অভিজ্ঞান তাকে দান করেন যা দেখে মর্ত্যের মানুষরা তাকে তাঁর পুত্র বলে বিশ্বাস করে।

ফীবাস-এ্যাপোলো সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, হ্যাঁ, আমি সারা জগতের সামনে মুক্ত কণ্ঠে একথা ঘোষণা করে বলব যে তুমি আমার সন্তান। আমি এই দণ্ড স্পর্শ করে বলছি আমি তোমাকে এক অভ্রান্ত অভিজ্ঞান দান করব। বল, তুমি কি বর চাও?

ফীটন তখন আগ্রহ সহকারে বলল, হে পিতা, আমাকে যদি আমার ইচ্ছামত বর প্রদান করতে চান তাহলে আমাকে অন্ততঃ একদিনের জন্য আপনার রথ চালাবার অনুমতি দিন।

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে এক কালো ছায়া নেমে এল ফীবাসের মুখের উপর। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, হে হঠকারী বালক, তুমি কি চাইছ তা তুমি নিজেই জান না। প্রথমতঃ তুমি অপরিণামদর্শী যুবক, তার উপর তুমি মরণশীল মানুষ। এ কাজের ভার তোমায় কোনমতেই দেওয়া যেতে পারে না। এ কাজ দেবতারাই পারেন না ঠিকমত। স্বর্গের সমস্ত দেবতাদের মধ্যে একমাত্র আমিই জলন্ত রথের মধ্যে বসে থেকে আগ্নেয় অশ্বগুলিকে চালনা করি। এ ছাড়া আর অন্য যে কোন বর চাও, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি অবশ্যই তা তোমায় দান করব।

কিন্তু অপরিণামদর্শী হটকারী যুবক ফীটন তার পিতার কোন উপদেশই শুনবে না। তার এই উদ্ধত অসংযত ইচ্ছাপূরণের জন্য জেদ ধরল ভীষণভাবে। তখন ফীবাস প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য তাকে তার ইপ্সিত বর দান করতে বাধ্য হলেন।

সূর্যের আলোকরথের যাত্রা শুরুর সময় হয়ে গেছে। উষাদেবী পূর্বাচল হতে তাঁর গোলাপী রঙের যবনিকা সরিয়ে নিয়েছেন। এমন সময় ফীবাস তাঁর পুত্রকে নিয়ে গিয়ে তাঁর মণিমুক্তাখচিত সোনার রথে বসিয়ে দিলেন। মাত্র একদিনের জন্য হলেও বিপুল ঐশ্বর্যপূর্ণ এই অলৌকিক রথের চালক হতে পারার অপ্রত্যাশিত গৌরব লাভ করে মাথা ঘুরে গেল ফীটনের।

সব তারা আর চাঁদ সম্পূর্ণরূপে আকাশ থেকে অপসৃত হলে সূর্যের রথের যাত্রা হবে শুরু। রাত্রির বিশ্রামে সুস্থ এবং অমৃতপানে পুষ্ট ফীবাসের অতিপ্রাকৃত রথাশ্বগুলি হ্রেষারবের দ্বারা তাদের প্রস্তুতি ঘোষণা করল। ফীবাস তাঁর পুত্রের গায়ে এক পবিত্র তেল মাখিয়ে দিলেন যাতে সে যাত্রাপথে সূর্যের প্রখর তাপ সহ্য করতে পারে। এর পরেও ফীবাস একবার শেষ বারের মত সাবধান করে দিলেন ফীটনকে। বললেন, এখনো সময় আছে,

ভেবে দেখ বৎস। আমার হাতে রথচালনার ভার ছেড়ে দিয়ে তুমি শুধু এই রথের গতিবিধি অবলোকন করো।

কিন্তু ফীটন কিছুতেই সে কথায় কান দিল না, তখন ফীবাস তাকে কিছু প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করলেন। তিনি বললেন, তুমি সব সময় আকাশের মধ্যদেশ দিয়ে যাবে। পথের মাঝখান দিয়ে রথ চালনা করবে। পথের ধারে ধারে বৃষের শিং, সিংহের মুখ, কাঁকড়া বিছের শুঁড় প্রভৃতি যে সব পশুচিহ্ন দেওয়া আছে সেগুলি এড়িয়ে চলবে। বেশী উপরে বা বেশী নিচে রথ কখনো নামাবে না। কারণ রথ বেশী উপরে নিয়ে গেলে সূর্যের জ্বলন্ত তেজে স্বর্গস্থ দেবতাগণ কষ্ট পাবেন। আবার বেশী নিচে নামালে মর্ত্যের মানুষরা জ্বালা অনুভব করবে। আবার উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরু কোনদিকে যাবে না। মেরুদেশগুলিকে সব সময় পরিহার করে চলবে। এবার গিয়ে রথের উপর বসে রথাশ্বের বল্গা ধারণ করো। তবে মনে রেখো, এই কাজের দ্বারা কোন যশ বা সম্মান তুমি লাভ করতে পারবে না। এর ফলে পাবে শুধু ধ্বংস আর শাস্তি। এখনো ভেবে দেখ সময় আছে, রথ থেকে নেমে এস। তুমি বরং এখানে দাঁড়িয়ে এ রথের গতিবিধি প্রত্যক্ষ করো।

কিন্তু নবযৌবনের মদমত্ততায় উত্তপ্ত ও উদ্ধত ফীটন একবারও কর্ণপাত করল না। দৃঢ় মুষ্টিতে রথের বল্গা ধরে বসল। থেটিস স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করে দিতেই সে কোন রকমে পিছন ফিরে তার পিতার প্রতি ধন্যবাদের একটা কথা বলে অশ্বচালনা করতে লাগল।

প্রথমে অতি সাহসী ও অত্যুৎসাহী ফীটন দেখল সকালের কুয়াশায় তখনও সমগ্র আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন। পূর্ব দিকের বাতাস তাকে অনুসরণ করে চলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রথের গতি তীব্রতর হতেই শ্বাস কষ্ট হতে লাগল ফীটনের। তাছাড়া রথটির তুলনায় তার ওজন এতই হাল্‌কা যে রথটি তার ভারসাম্য হারিয়ে অস্বাভাবিকভাবে দুলতে লাগল। রথের অশ্ব চারটি বুঝল আজকের সারথি একেবারে অনভিজ্ঞ। কোন ব্যক্তি যে বল্গা ধারণ করে আছে তা তারা বুঝতেই পারল না। উপযুক্ত চালক না পেয়ে অশ্বগুলি ইচ্ছামত যেদিকে সেদিকে ছুটতে লাগল।

এতক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পারল ফীটন। সে বুঝতে পারল কেন তার পিতা বারবার নিষেধ করেছিল তাকে একাজ করতে। কিন্তু এখন বড় দেরি হয়ে গেছে। আর কোন উপায় নেই। তার মাথা ঘুরতে লাগল। তার মুখখানা সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তার হাঁটুদুটো কাঁপতে লাগল। রথের উপর সে আর বসে থাকতে পারছিল না। সে ঘোড়াগুলোকে চিৎকার করে কি বলতে লাগল, কিন্তু তারা তার কথা শুনল না। অশ্বের বল্গা বা রশ্মিগুলো দিয়ে রথের সঙ্গে নিজেকে বাঁধার চেষ্টা করল। কিন্তু তাতেও কোন ফল হলো না।

রথের অশ্বগুলি ক্রমশঃ নিচের দিকে নামতে লাগল। সূর্য এত কাছে আসায় পৃথিবীর লোক অবাক হয়ে গেল বিস্ময়ে। আগুনে জলতে লাগল সারা পৃথিবী। চাঁদ বুঝতে পারল না আজ তার দাদার রথটি এমন এলো-মেলোভাবে চলছে কেন। অবশেষে পৃথিবীর উঁচু পর্বতের সঙ্গে রথটি ধাক্কা লেগে তাতে আগুন ধরে গেল।

এদিকে সূর্য সহসা অনেক কাছে এসে পড়ায় পৃথিবীতে ধ্বংস নেমে এল। সূর্যের আগুনে পৃথিবীর সব ঘাস ফসল জ্বলে যেতে লাগল। দাবানলে দগ্ধ হতে লাগল সমস্ত বন। মেঘ থেকে ধোঁয়া বার হতে লাগল। নদীর জল শুকিয়ে যেতে লাগল। মাটিতে বড় বড় ফাটল দেখা দিতে লাগল। সমুদ্রের জল পর্যন্ত শুকিয়ে যেতে লাগল। সমুদ্রদেবতা পসেডন তিন তিনবার সমুদ্রের গভীর তলদেশ হতে মুখ তুলে উপরে তাকালেন। কিন্তু সূর্যের তেজ সহ্য করতে না পেরে আবার গভীরে প্রবেশ করলেন। সেই জ্বলন্ত ঘূর্ণিবায়ুর এক প্রচণ্ড চাপে স্কাইথিয়া ও ককেসাস পর্বতের সমস্ত তুষার গলে বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে যায়। যে আটলাস অটল অকম্পিত দেহে মনে এতদিন ধরে পৃথিবীকে ধারণ করে রেখেছিল, আজ সেই আটলাসের কম্পিত কাঁধের উপর থেকে পৃথিবীটা পড়ে যায়। তখন পৃথিবীটার রং হয়ে ওঠে আগুনের মত লাল। সেদিন পৃথিবীর একটা দিক বেশী পুড়ে যায় এবং সেটা বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত হয় আর একটা অঞ্চলের মানুষরা এত বেশী তাপ পায় যে তাদের রংটা ঘোর কালো হয়ে ওঠে। তাদের নিগ্রো বলা হয়।

মহাপ্লাবনের পর থেকে এত বড় বিপদের সম্মুখীন মানবজাতি আর কখনো হয়নি। বহুকাল আগে একবার পৃথিবীর মানুষরা বড় দুষ্ট প্রকৃতির অধর্মাচারী হয়ে ওঠে। তারা পাপ পুণ্য কোন কিছু মানত না। তাদের পাপপ্রবৃত্তি প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। তখন দেবরাজ জিয়াস আর পসেডন মিলে সমগ্র বিশ্বব্যাপী এক মহাপ্লাবনের সৃষ্টি করেন। সেই প্লাবনে সমগ্র পৃথিবী ভেসে যায়। কোনখানে কোন মাটি পাহাড় বা গাছপালা দেখা যায়নি। তখন একমাত্র দুজন ধার্মিক ব্যক্তি ভাসতে ভাসতে কূলের সন্ধান পায়। তারা হলো নিউক্যালিয়ন আর পাইডা।

এদিকে হতভাগ্য ফীটন তখন সব আশা ছেড়ে দিয়ে রথের উপর নতজানু হয়ে বসে তার বাবা ফীবাস এ্যাপোলোর কাছে তার জীবনরক্ষার জন্য প্রার্থনা করতে লাগল আকুলভাবে। কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর মানুষ প্রাণভরে তখন সবাই সমস্বরে ঐ একই প্রার্থনা করছিল বলে ফীটনের কোন প্রার্থনার কথা শুনতে পেলেন না এ্যাপোলো।

তখন মধ্যাহ্ন কাল। ঠিক সেই সময়ে সর্বশক্তিমান জিয়াস তাঁর মধ্যাহ্নের দিবানিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। তিনি বিরাট গোলমাল শুনে সহসা জেগে

উঠে সব কিছু বুঝতে পারলেন। তিনি বুঝলেন আগে ফীটনকে রথ থেকে সরিয়ে রথের ঘোড়াগুলিকে যুক্ত করতে হবে। তারপর রথের গতি রুদ্ধ হলেই পৃথিবীতে নেমে আসবে অন্ধকার। তাহলেই সব শান্ত হবে। তাই দেবরাজ জিয়াস তার বজ্রদণ্ডটি হাতে নিয়ে তা রথারূঢ় ফীটনের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলেন। ফীটনের হতচেতন দেহটি তখন খণ্ড দ্বিখণ্ড হয়ে পৃথিবীর অন্তর্গত ইউরিডেমাস নামক একটি নদীতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের রথের অশ্বগুলি বল্গামুক্ত হয়ে চলে যেতেই পৃথিবীতে দিবসকালেই অন্ধকার নেমে এল।

ইউরিডেমাস ফীটনের মৃতদেহের ছিন্নভিন্ন অংশগুলি নদীতীরে সমাহিত করতেই ফীটনের মাতা ক্লাইমেন ছুটে এসে পুত্রশোকে ভেঙ্গে পড়ল। ফীটনের তিন বোনও এসে কাঁদতে লাগল আকুলভাবে। তাদের শোক কোনমতে কোন সান্ত্বনা না মানায় তারা তিন জনেই পপলার গাছ হয়ে সেই নদীতীরে নদীর বুকে যুগ যুগ ধরে তাদের চোখের জল ফেলে যেতে লাগল। আর ফীটনের মিগনাস বারবার নদীজলে ডুব দিয়ে ফীটনের মৃতদেহের অংশগুলি তোলে বলে সে পরে হাঁসে পরিণত হয়।

পার্সিয়াস

সহসা এক ভবিষ্যদ্বাণী শুনে ভয়ে শিউরে উঠলেন আর্গসের রাজা এ্যাক্রিসিয়াস। সে বাণী হলো এই যে, তিনি তাঁর আপন পৌত্রের হাতে নিহত হবেন। কিন্তু এ্যাক্রিসিয়াস ভাবলেন তাঁর সন্তান বলতে মাত্র এক কন্যা দেনা। কোন পুত্রসন্তান তাঁর নেই। সুতরাং এই কন্যার সন্তানই তাঁর পৌত্র হবে। কিন্তু এই কন্যার যদি ভবিষ্যতে কোনদিন বিবাহ না দেন তাহলে কোন পুত্র সন্তান হবে না তার গর্ভে, তাহলে তাঁর পৌত্রের দ্বারা নিহত হবার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না কোনরূপ।

তবু মনটাকে একেবারে নিশ্চিন্ত করে তুলতে পারলেন না এ্যাক্রিসিয়াস। বলা যায় না বিবাহ না হলেও কোন অবৈধ দেহসংসর্গের দ্বারা সন্তানবতী হতে পারে তাঁর কন্যা। তাই সে সন্তানটিকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য তাঁর কন্যাকে মাটির নীচে একটি গুহাস্থিত অন্ধকার কারাগারে আবদ্ধ করে রাখলেন এ্যাক্রিসিয়াস। সেখানে কোনদিন কোন পুরুষের মুখ সে দর্শন করতে পারবে না।

কিন্তু একটা কথা মনে আসেনি রাজা এ্যাক্রিসিয়াসের। তিনি ভেবে দেখেন নি সেই ভূগর্ভস্থ গুহাকারাগারের অন্ধকারে কোন মানুষ যেতে না পারলেও দেবতাদের অগম্য স্থান কোথাও নেই। তাঁরা ইচ্ছামত তাঁদের দেহটিকে লঘু ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র করে মাত্র বায়ুপ্রবেশের মত তিলপ্রমাণ ছিদ্র পেলেও

তাই দিয়ে কোন রুদ্ধ ঘরেও প্রবেশ করতে পারেন তাঁরা।

একদিন এ্যাক্রিসিয়াসের পূর্ণযুবতী অনূঢ়া কন্যার সঙ্গে মিলিত হবার বাসনা জাগল দেবরাজ জিয়াসের মনে। সঙ্গে সঙ্গে দেনা তার অন্ধকার কারাগারের মধ্যে দেখল উপরে ঘরের মেঝের স্বর্ণবৃষ্টি থেকে সহসা দেবরাজ জিয়াস আবির্ভূত হয়ে সঙ্গম করলেন তার সঙ্গে। বাধা দেবার কোন অবকাশ পেল না দেনা।

সেই সঙ্গমের ফলে গর্ভবতী হলো দেনা। যথাসময়ে সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। সেই অবাঞ্ছিত নবজাত সন্তানের প্রথম ক্রন্দনধ্বনি তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরনো ভয়টা আবার জেগে উঠল রাজা এ্যাক্রিসিয়াসের মনে। জেগে উঠল ভয়ঙ্কর এক করাল মূর্তিতে। তবু দৈবের কাছে এত সহজে হার মানবেন না তিনি। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাবেন তিনি। সম্ভাব্য বিপদের সব সম্ভাবনার সূত্রজালগুলিকে একে একে ছিন্ন করে নিরাপদ নির্বিঘ্ন করে তুলবেন তাঁর জীবনকে।

তবে একটা কাজ তিনি করতে পারলেন না। কন্যার সেই নবজাত সন্তানের রক্তপাত ঘটিয়ে আপন হাতে হত্যা করতে পারলেন না। তবে তিনি নিজের হাতে কোন রক্তপাত না ঘটালেও একই সঙ্গে সেই অবাঞ্ছিত অবৈধ সন্তান ও তার মাতার মৃত্যুর এক অভ্রান্ত অবধারিত উপায় খাড়া করলেন অনেক ভেবে। তিনি হুকুম দিলেন তাঁর কন্যা আর তার নবজাত সন্তানকে একটি বড় লোহার সিন্দুকে ভরে তাতে চাবি দিয়ে সেই সিন্দুকটি যেন ঝটিকাক্ষুব্ধ সমুদ্রের মাঝখানে ফেলে দেওয়া হয়।

কিন্তু দেবরাজ জিয়াস সর্বক্ষণ তাঁর সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন প্রণয়-সঙ্গিনী দেনা আর তার সন্তানের উপর। ক্ষণকালের জন্য হলেও তাঁর শরীরতোষিণীরূপে যে নারী তাঁকে দান করেছে এক নিবিড় দেহতৃপ্তির পুলক তাকে তিনি ভুলতে পারেননি। তাই তিনি সমুদ্রদেবতা পসেডনকে আদেশ দিলেন সে যেন তৎক্ষণাৎ ঝড় থামিয়ে শান্ত করে তোলে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রকে।

সমুদ্র শান্ত হলে সিন্দুকটি স্বাভাবিকভাবে অনুকূল তরঙ্গমালার আঘাতে ঈজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত সেরিফস নামে একটি দ্বীপের কূলে গিয়ে আটকে গেল। সেখানে ডিক্‌টিস নামে এক জেলে সিন্দুকটি দেখতে পেয়ে তা খুলে দেনা ও তার পুত্রকে উদ্ধার করে তাদের বাড়ি নিয়ে যায়।

দেনার পুত্র পার্সিয়াসকে নিজের ছেলের মত মানুষ করতে থাকে ডিক্‌টিস। অবিবাহিত থাকায় দেনা ও তার সন্তানকে বাড়িতে স্থান দেওয়ায় কোন বাধা ছিল না তার। ডিক্‌টিসের মনে কোন নীচতা বা সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা ছিল না বলে যুবতী দেনার কাছে কোন অন্যায় প্রস্তাব সে করেনি কখনও। দেনাকে সে দান করেছিল পূর্ণ স্বাধীনতা আর মর্যাদা।

ডিকৃটিসের এক ভাই ছিল। তার নাম পলিডিকৃটিস। ডিকৃটিসের মত তার মনটা অত উদার ছিল না। সে দেনাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রেমে পড়ে গেল। দেনাকে প্রেম নিবেদন করে তাকে বিয়ে করতে চাইল। কিন্তু দেনা তার প্রেম প্রত্যাখ্যান করল। কারণ তার মন শুধু তার সন্তানের চিন্তাতেই সব সময় বিভোর হয়ে থাকত। তাছাড়া সে একদিন দেবতার ভালবাসা পেয়েছে; তার মন কখনো সামান্য একজন মানুষের ভালবাসায় তুষ্ট থাকতে পারে না। তাছাড়া তার পুত্র পার্সিয়াস এখন এক তরুণ যুবকে পরিণত হয়েছে। কিন্তু দৈব অনুগ্রহে সে এই তরুণ বয়সেই যে কোন খেলাধূলা বা সমরকৌশলে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। সে চায় না পলিডিকৃটিস তার মাকে বিয়ে করুক।

পলিডিকৃটিস ভাবল দেনাকে পাবার পথে পার্সিয়াসই একমাত্র বাধা। তাই কোনরকমে তাকে সরিয়ে দিতে পারলেই দেনাকে সে করায়ত্ত করতে পারবে সহজে। সে সেরিফস দ্বীপের জমিদার ও সর্দার। দ্বীপের সব লোক তার প্রজা। তবু পলিডিকৃটিস তার ভাই ডিকৃটিস ও দেনার প্রিয়পাত্র বলে সে সরাসরি পার্সিয়াসের কোন ক্ষতি বা তাকে হত্যা করতে পারল না। সে তাই কৌশলে তার প্রাণহরণের চেষ্টা করতে লাগল।

পলিডিকৃটিস একদিন পার্সিয়াসকে বলল, আমি পেলপস্-এর কন্যা হিপ্পোডেমিয়াকে বিয়ে করতে চাই। কিন্তু তারা ধনী, তাদের কাছে গিয়ে প্রেম নিবেদন করার মত আমার কোন উপকরণ নেই। সেরিফস দ্বীপ খুবই ছোট, আমার প্রজারা গরীব। তুমি যদি একটা ভাল ঘোড়া দিয়ে আমাকে সাহায্য করো তাহলে বড় উপকার হয়।

পার্সিয়াস বলল, তুমি জান, আমার ঘোড়া কেনার মত টাকা পয়সা নেই। তবু তুমি যদি আমার মার পরিবর্তে হিপ্পোডেমিয়াকে বিয়ে করতে চাও তাহলে আমি যে কোন ভাবে সাহায্য করব তোমায়। এমন কি রাক্ষসী মেডুসার মাথাও তোমায় এনে দিতে পারব।

পলিডিকৃটিস তখন উৎসাহিত হয়ে বলল, তুমি যদি তা এনে দিতে পার, তাহলে যে কোন ঘোড়ার থেকে তা হবে আমার কাছে মূল্যবান বস্তু!

পার্সিয়াসও সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল।

কিন্তু সে জানত না মেডুসা রাক্ষসী কত ভয়ঙ্কর জীব। তারা ছিল বোন। মেডুসা ছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। তার কুৎসিত বিকৃত চেহারাটি ছিল বিরাট। তার দাঁতগুলো ছিল অস্বাভাবিকভাবে বড় বড়। তার মাথার প্রতিটি কেশগুচ্ছে ছিল এক একটি বিষধর সাপ। তার ভয়াবহ মুখের দিকে কোন মানুষ একবার তাকালেই ভয়ে পাথর হয়ে যেত। কিন্তু এই মেডুসাকে হত্যা করার সংকল্প করল বীর যুবক পার্সিয়াস।

সৌভাগ্যক্রমে এবিষয়ে দেবী এথেনের অনুগ্রহ লাভ করল পার্সিয়াস।

তিনি স্বপ্নে একদিন তাকে আশ্বাস দেবার পর তাঁর ভাই হার্মিসকে সঙ্গে করে নিজে একদিন সশরীরে আবির্ভূত হলেন পার্সিয়াসের কাছে। হার্মিস তাকে দিল একটি বাঁকা তরোয়াল যা শত্রুর যে কোন বর্মকে ভেদ করতে পারবে। আর দিলেন পাখাওয়ালা তার এক জোড়া চটি যা পরে সে জলে স্থলে বাতাসে চলতে পারবে। এথেন তাকে দিলেন এক অলৌকিক ঢাল যা এমন এক আশ্চর্য আয়নার কাজ করবে যার সাহায্যে সে মেডুসার মুখপানে না তাকিয়েই তাকে হত্যা করতে পারবে। আর দিলেন ছাগলের চামড়ার এক থলে যার মধ্যে মেডুসার মাথাটা কাটার পর ভরে রাখবে। কারণ মেডুসা নিহত হবার পর তার কাটা মাথাটা কোন মানুষ দেখলেই তার দেহের সব রক্ত হিম হয়ে যাবে। সে পাথর হয়ে জমে যাবে।

এইভাবে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপকরণে সজ্জিত হয়ে পার্সিয়াস যাত্রা করল উত্তর মেরুর এক বরফের দেশে। যাবার সময় দেবী এথেনকে বলে গেল তিনি যেন তার মার উপর লক্ষ্য রাখেন, তার মার যেন কোন বিপদ না হয়।

অবশেষে একদিন সেরিফস দ্বীপের এক পাহাড়ের চূড়া হতে লাফ দিয়ে উত্তরের মেরু অঞ্চলের দিকে বাতাসের মধ্য দিয়ে উড়ে যেতে লাগল পার্সিয়াস। সেখানে গিয়ে সে দেখল এ এক অদ্ভুত দেশ। চারদিকে শুধু বরফের পাহাড় আর পাহাড়। আর সেই পাহাড়গুলো দিনরাত এক নিবিড় কুয়াশায় ঢাকা। দেবী এথেনপ্রদত্ত অলৌকিক আয়নার সাহায্যে পার্সিয়াস দেখল তিন বৃদ্ধা বোন জড়াজড়ি করে এক জায়গায় বরফের মধ্যে শুয়ে আছে। তাদের গাগুলো সাদা সাদা লোমে ঢাকা। তারা ছিল হাইপারবোরিয়াস সমুদ্রের ধারে। তাদের দেখে পার্সিয়াসের মনে হলো তারা বহু প্রাচীন কাল থেকে সেখানে পড়ে আছে। তারা বয়সে খুবই বৃদ্ধ। পার্সিয়াস বুঝতে পারল না তারা সংখ্যায় দুজন না তিনজন। পার্সিয়াস দেখল তাদের একটিমাত্র বড় দাঁত আর একটিমাত্র চোখ আছে। এরাই পার্সিয়াসকে বলে দেবে মেডুসা কোথায় আছে।

পার্সিয়াসের মাথায় একটি শিরস্ত্রাণ ছিল। হার্মিস এটি তাকে দেন। এই শিরস্ত্রাণ তার মাথায় থাকলে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। সেই শিরস্ত্রাণ মাথায় দিয়ে সেই অতিপ্রাকৃত তিন বৃদ্ধা বোনের কাছে গিয়ে বলল, আমাকে মেডুসা রাক্ষসীদের সঠিক ঠিকানা বলে দাও। তা না হলে তোমাদের একটা চোখ আর দাঁত দুটো উপড়ে নেব। তাহলে তোমরা না খেতে পেয়ে মরে যাবে।

অবশেষে মেডুসারা যেখানে থাকে সেই মায়াবী দ্বীপের পথ তারা বলে দিতেই পার্সিয়াস আবার যাত্রা শুরু করল। এবার পার্সিয়াস দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। দক্ষিণ দিকে যতই যেতে লাগল ততই কুয়াশা আর

বরফ সব অপসারিত হয়ে সবুজ মাঠ আর বনে ভরা এক রৌদ্রোজ্জল দেশের ছবি ফুটে উঠল তার চোখের সামনে। নীল আকাশের নিচে চকচক করতে লাগল অনন্ত প্রসারিত নীল সমুদ্র।

আরও যতই এগিয়ে যেতে লাগল পার্সিয়াস দক্ষিণ দিকে ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল বাতাস। দেখা যেতে লাগল কত বন আর পাহাড়। অবশেষে পার্সিয়াস দেখল তার পায়ের তলায় এক মহাসমুদ্র। সে সমুদ্রের উপর কোথাও কোন জাহাজ বা নৌকো নেই। সেই সমুদ্রের উপর দিয়ে সূর্য আর তারকার সাহায্যে পথ চিনে চিনে একটা দ্বীপে গিয়ে উঠল। যেখানে সেই ঘৃণ্য তিন রাক্ষসী বোন আবহমানকাল থেকে বাস করে আসছে। পার্সিয়াস দেখল তাদের চারদিকে অসংখ্য মানুষ মায়াবিনী মেডুসার মুখপানে তাকানোর জন্য যুগ যুগ ধরে প্রস্তরীভূত অবস্থায় পড়ে আছে।

তখন মধ্যাহ্নকাল। উজ্জল দুপুরের আলোয় পার্সিয়াস দেখল তিন রাক্ষসী বোন ঘুমোচ্ছে গভীরভাবে এবং তিনজনের মাঝখানে আছে মেডুসা। মেডুসার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাকে দেখতে সাহস পেল না। সে এথেনের দেওয়া ঢালটি হাতে ধরে পিছন ফিরে অতি সাবধানে সেই ঢালের ভিতর দিয়ে মেডুসার মাথাটা দেখতে লাগল। দেখল মেডুসা তখনো ঘুমোচ্ছে। তবু তার মাথার সাপরূপ চুলগুলো কিলবিল করছে। দেখল মেডুসার মুখখানা ভয়ঙ্কর হলেও সুন্দর। কিন্তু সে যখন ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরছিল তখন দেখা গেল তার গায়ে মাছের মত পালক আর আঁশ রয়েছে। তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শেষে নখযুক্ত থাবা রয়েছে। মুখটা একবার খুলতেই দেখা গেল তার দাঁত-গুলো ভীষণভাবে ধারাল। বেশীক্ষণ চেয়ে থাকতে সাহস পেল না পার্সিয়াস। কারণ যে কোন সময়েই তার ঘুমটা ভেঙ্গে যেতে পারে এবং সে তার রক্তের মত লাল চোখগুলো খুলতে পারে। তাই আর দেরী না করে হার্মিসের দেওয়া বাঁকা তরোয়ালটি দিয়ে মেডুসার মাথাটা পরিষ্কারভাবে কেটে ফেলল এক কোপে। এত তাড়াতাড়ি তার মাথাটা কেটে ফেলল যে মেডুসার এক আর্ত চিৎকার ককিয়ে উঠতে না উঠতেই তা তলিয়ে গেল চির নৈঃশব্দ্যের মধ্যে। এরপর কালবিলম্ব না করে মেডুসার রক্তাক্ত মাথাটা তার ছাগলের চামড়ার সেই থলেটার মধ্যে ভরে নিয়ে এক লাফে উঠে পড়ল শূন্যে। তার কণ্ঠ থেকে আপনা হতে বেরিয়ে এল বিজয়োল্লাসের ধ্বনি।

এদিকে মেডুসার আর্ত চিৎকার আর পার্সিয়াসের উল্লাসের ধ্বনিতে মেডুসার অন্য দুই বোনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তারা তাদের পর্বত-প্রমাণ ধারাল পাখা মেলে পলায়মান শত্রুর খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু পার্সিয়াস তখন প্রতিহিংসাপরায়ণ ঐ রাক্ষসীদের নাগালের বাইরে অনেক দূরে চলে গেছে।

পথে এক বিশাল মরুভূমি পেল পার্সিয়াস। তৃণগুল্মহীন উত্তপ্ত বালুকার

ভরা সেই বিশাল মরুভূমির উপর দিয়ে উড়ে যেতে লাগল সে। পার্সিয়াস দেখল তার হাতের সেই চামড়ার থলে থেকে মেডুসার কাটা মাথার যে দু এক ফোঁটা রক্ত বার হয়ে মাটিতে যেখানে পড়ছিল সেইখানেই গজিয়ে উঠছিল বিষধর সাপ আর কাঁকড়া বিছে।

পার্সিয়াস কিন্তু কোথাও নামল না। অবশেষে সে পৃথিবীর পশ্চিমাঞ্চলে এসে এ্যাটলাসের বাগানের কাছে ক্লান্ত হয়ে একবার নামল। দেখল সেখানে প্রাচীন দৈত্য এ্যাটলাস দিনরাত আকাশটাকে ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার বাগানে কত সোনার আপেল ধরে রয়েছে। বহুমুখী এক ড্রাগন পাহারা দিচ্ছিল বাগানটাকে।

পার্সিয়াস এ্যাটলাসের কাছে গিয়ে বলল, আমি জিয়াসের পুত্র। একটা বড় কাজ করে এসেছি। আমি তোমার বাগানে একটু বিশ্রাম করতে চাই।

সহসা প্রাচীন এক ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে পড়ে গেল এ্যাটলাসের। সে বাণী হলো এই যে জিয়াসের কোন এক পুত্রই তার বাগানটা নষ্ট করে দেবে।

পার্সিয়াসের কথা শুনে গর্জন করে উঠল এ্যাটলাস। পার্সিয়াস তখন তার চামড়ার থলে খুলে মেডুসার মাথাটা এ্যাটলাসের মুখের সামনে তুলে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে এ্যাটলাসের বিশাল দেহটা পাথরে পরিণত হয়ে উঠল। তার বিরাট গ্রীবাদেশ ও দাড়ি তুষারে ঢেকে গেল। তার বুকের পাঁজরাগুলো অরণ্যাচ্ছাদিত পাথর। তখন থেকে ঠিক সেইভাবে এক বিশাল তুষারকিরীট পর্বতরূপে আকাশটাকে অক্লান্ত ও অবিচলভাবে ধারণ করে আছে এ্যাটলাস।

এ্যান্ড্রোমেডা

এবার পূব দিকে এগিয়ে যেতে লাগল পার্সিয়াস। নিজেকে এবার অজেয় ও অপ্রধৃষ্য ভাবতে লাগল সে। তার কাছে শুধু দেবতাপ্রদত্ত কয়েকটি অলৌকিক উপকরণই শুধু নেই, শত্রুদমনের আর একটি বড় উপকরণ আছে! সেটি হলো মেডুসার মাথা। সে মাথা যে কোন শত্রুকে একবার দেখালেই সে পাথর হয়ে যাবে চিরতরে। চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যাবে তার সমস্ত তর্জন গর্জন।

এবার সেই বিশাল মরুভূমি পার হয়ে এ্যাটলাসের বাগানটাকে পাশ কাটিয়ে নীল নদীর ধারে গিয়ে পৌছল পার্সিয়াস। সেখানে ইথিওপীয় নামে আশ্চর্য এক কৃষ্ণকায় জাতি বাস করে।

তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে। উদীয়মান সূর্যের সোনালী আলোয় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল পার্সিয়াস। দেখল সমুদ্রকূলে তরঙ্গ-

বিধৌত এক বিশাল কালো পাথরে পিঠ দিয়ে এক কুমারী মেয়ে প্রতিমূর্তির মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখে জল, তার মাথার চুল বাতাসে উড়ছে।

পার্সিয়াস মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলেও মেয়েটি নড়ল না বা কোন কথা বলল না। তাকে দেখে পার্সিয়াসের প্রথমে মনে হলো মেয়েটি যেন সত্যিই পাথরে গড়া এক মূর্তি। কিন্তু তার আরো কাছে এগিয়ে যেতে দেখল তাকে দেখে মেয়েটি লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠেছে। সে তার হাত দিয়ে তার সেই আরক্ত মুখ ঢাকার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। কারণ তার হাত দুটো শিকল দিয়ে সেই পাথরের সঙ্গে বাঁধা।

একই সঙ্গে মেয়েটির অঙ্গলাবণ্য আর তার শোচনীয় অবস্থা দেখে বিস্ময় ও ব্যথা পেয়ে পার্সিয়াস তাকে বলল, হে সুন্দরী, কেমন করে তোমার এ অবস্থা হলো? যে হাত প্রণয়পুষ্পগ্রথিত মালার দ্বারা বিভূষিত হওয়া উচিত সে হাত কেন এইভাবে দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ? তোমার নাম কি? তোমার জাতি ও বর্ণ কি? মনে রেখো, এই প্রশ্নকর্তা তোমাকে এই বন্ধন হতে মুক্ত করতে পারে।

মেয়েটি কথা বলার চেষ্টা করল, কিন্তু অশ্রুতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল তার। লজ্জায় জড়িত হয়ে উঠল জিহ্বা। কিন্তু পার্সিয়াস সেই অন্ধকারের শিরস্ত্রাণটি পরল, সঙ্গে সঙ্গে সে অদৃশ্য হয়ে উঠল সহসা মেয়েটির কাছে।

তখন মেয়েটি বলতে লাগল, আমার নাম এ্যাণ্ড্রোমেডা, রাজা সেফিয়াসের একমাত্র কন্যা। সামান্য একটা কথার জন্য আমি এই শাস্তি ভোগ করছি, অথচ একথা আমার বলা নয়। আমার মাতা ক্যাসিওপ একবার অহঙ্কার বশতঃ বলে ফেলেন আমি নাকি সমুদ্রকন্যা নেরেইদদের থেকে বেশী সুন্দরী। তখন সমুদ্রকন্যারা এ কথায় রেগে গিয়ে সমুদ্রদেবতা পসেডনকে গিয়ে বলে। তাদের অনুরোধে পসেডন এক ভয়ঙ্কর জলজন্তু পাঠিয়ে আমাদের সমগ্র রাজ্যকে বিধ্বস্ত করায়। আমাদের রাজ্যের সব লোক ঘর ছেড়ে ভয়ে পালিয়ে যায়। আমার পিতা তখন লিবিয়াতে গিয়ে দৈববাণীর জন্য এক গণকের কাছে যান। দৈববাণী হয়, আমার পিতামাতাকে তাদের একমাত্র সন্তান আমাকে উৎসর্গ করতে হবে সমুদ্রদেবতার উদ্দেশ্যে। আমার পিতা-মাতার মত ছিল না। কিন্তু রাজ্যের সব লোক জেদ ধরলে আমার পিতা আমাকে এই নির্জন সমুদ্রকূলে বেঁধে রেখে যান। এছাড়া নাকি সমুদ্র দেবতার কোপ থেকে আমাদের রাজ্যকে বাঁচাবার আর কোন উপায় ছিল না। আমাকে এখানে এইভাবে রাখা হয়েছে কারণ এখনি সমুদ্র থেকে এক জলজন্তু উঠে এসে আমাকে গ্রাস করবে। আমি তাই এখানে অসহায়ভাবে আমার ভয়াবহ শেষ পরিণতির জন্য প্রতীক্ষা করছি। সেই জলজন্তুটি সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে গ্রাস করতে আসবে এইমত কথা আছে।

এ্যাণ্ড্রোমেডার কথা শেষ না হতেই সমুদ্রের জল থেকে এক বিরাটকায় জলজন্তু থাবা তুলল।

পার্সিয়াস বলল, না, তুমি অসহায় নও সুন্দরী এ্যাণ্ড্রোমেডা। এই বলে সে তার তরবারি দিয়ে এ্যাণ্ড্রোমেডার হাতের শিকলগুলো কেটে ফেলল অতি সহজে যেন লোহার শিকল নয়, সুতো। পার্সিয়াস বলল, এই তরবারি নিয়ে যেমন করে রাক্ষসী মেডুসাকে বধ করেছি তেমনি ঐ জন্তুটাকেও বধ করব।

এদিকে যে পাহাড়টায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল এ্যাণ্ড্রোমেডা সেই পাহাড়টার উপরে তার বাবা মা ও রাজ্যের সব লোক তার শেষ পরিণতি দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল। জন্তুটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তারা ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

পার্সিয়াস দেখল জন্তুটা সত্যিই সমুদ্রের ঢেউ কাটিযে এদিকেই আসছে। সে তখন আর দেরি না করে চামড়ার থলেটা লোকচক্ষুর বাইরে জলজ আগাছার মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে এক লাফে শূন্যে উঠে পড়ল। তারপর সেই বিকটাকার কালো জন্তুটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বাঁকা তলোয়ার দিয়ে জন্তুটার মাথাটা কেটে ফেলল এক কোপে। জন্তুটা গর্জন করতে লাগল ভীষণভাবে। তার সমস্ত দেহটা কুঁকড়ে গেল। তার রক্তে সমুদ্রের ঢেউগুলো সব লাল হয়ে গেল। ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল সমুদ্রের বুকটা।

জন্তুটাকে বধ করে বিজয়গর্বে এ্যাণ্ড্রোমেডার কাছে ফিরে এল পার্সিয়াস। এদিকে তার পিতামাতাও তখন নির্ভয়ে পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে এসে মেয়ের কাছে দাঁড়িয়েছে। জন্তুর মৃতদেহটা তখনো ভাসছিল সমুদ্রের জলে।

পার্সিয়াস এ্যাণ্ড্রোমেডার বাবা মাকে বলল, এখন চোখের জল মুছে মেয়েকে ঘরে নিয়ে যান। তবে আমি ওকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছি, ওর উপর আমার একটা দাবি আছে। আমি হচ্ছি দেবরাজ জিয়াসের ঔরসজাত পুত্র। আমার মাতার নাম দেনা।

বিশেষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে পার্সিয়াসের প্রস্তাবে রাজী হলেন এ্যাণ্ড্রোমেডার পিতামাতা।

চোখে আনন্দাশ্রু নিয়ে তাঁরা পার্সিয়াসকে সাদরে নিয়ে গেলেন তাঁদের রাজপ্রাসাদে। কন্যার বিবাহোপলক্ষে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করলেন।

এদিকে বিবাহবাসরে নতুন এক বিপদের উদ্ভব হলো। রাজার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় এ্যাণ্ড্রোমেডার পাণিপ্রার্থী ছিল। পার্সিয়াসের সঙ্গে এ্যাণ্ড্রোমেডার বিয়ে হওয়াতে সে ক্ষেপে গিয়ে একদল সশস্ত্র লোক নিয়ে এসে রাজপ্রাসাদে হামলা শুরু করে দিয়েছে। সে বলল, আমাদের জাতির মেয়েকে কোন সাহসে এক বিদেশী এসে বিয়ে করে নিয়ে যাবে।

তখন পার্সিয়াস বলল, এ্যাণ্ড্রোমেডা যখন সমুদ্রকূলে পাহাড়ে শৃংখলিত

অবস্থায় ছিল, আর যখন সেই ভয়ঙ্কর জলজন্তুটা গ্রাস করতে আসছিল তাকে তখন তুমি কোথায় ছিলে। তোমার মত দরদী প্রণয়ী এবং আত্মীয় তখন কোথায় ছিল? তখন আমিই তাকে রক্ষা করেছিলাম।

কিন্তু ফিনেউস নামে সেই পাণিপ্রার্থী কোন কথা শুনল না। সে তার সঙ্গে এক বিরাট সশস্ত্র সৈন্যদল এনেছিল। রাজার প্রাসাদ-রক্ষীদলের থেকে তারা সংখ্যায় বেশী ছিল বলে তারা হঠাৎ মারামারি লাগিয়ে দিল ভোজ-সভার মধ্যে। ভোজের টেবিলগুলো মানুষের রক্তে ভেসে যেতে লাগল।

পার্সিয়াস প্রথমে চুপ করে ধৈর্য ধরে ছিল। কিন্তু যখন সে দেখল ফিনেউসের দল খুব বাড়াবাড়ি করছে তখন সে মেডুসার মাথাটা থলে থেকে বার করে বলল, আমার যারা বন্ধু তারা সবাই চোখ বন্ধ করো।

একথা শুনে ফিনেউসের লোকরা গ্রাহ্য করল না। পার্সিয়াস তখন মেডুসার রক্তাক্ত মাথাটা তাদের চোখের সামনে তুলে ধরতেই তারা যে যেখানে ছিল সেখানেই পাথর হয়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে ফিনেউস নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইল পার্সিয়াসের কাছে। কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না। মেডুসার মাথাটা তার চোখে পড়তেই সেও পাথর হয়ে গেল।

একে একে সব বিপদ জয় করে পরিশেষে পার্সিয়াস সেরিফস দ্বীপে ফিরে এসে এক দুঃসংবাদ শুনল। এসে শুনল সে দেশ ছেড়ে চলে যাবার পর দুর্বৃত্ত পলিডিকৃটিস তার মাকে জোর তার দাসীবৃত্তি করতে বাধ্য করে। ভাল-বাসার ব্যাপারেও পীড়ন চালাতে থাকে তার মার উপর। তখন তার মা বাধ্য হয়ে দেবী এথেনের মন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কোনরকমে নিজের প্রাণ ও মান বাঁচায়।

পার্সিয়াস সব কথা শুনে রাগে কাঁপতে কাঁপতে চলে গেল পলিডিকৃটিসের প্রাসাদে। পলিডিকৃটিস তখন তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে ফূর্তি করছিল। হৈ-হল্লোড় ও হাসিখুশিতে মত্ত হয়ে ছিল পলিডিকৃটিস।

এমন সময় পলিডিকৃটিসের প্রাসাদে গিয়ে অকস্মাৎ হাজির হলো পার্সিয়াস। মেডুসা রাক্ষসীকে বধ করে কোনদিন সশরীরে ফিরে আসবে পার্সিয়াস একথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি পলিডিকৃটিস। তাই এই অকল্পনীয় ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখে ভূত দেখার মত লাফিয়ে উঠল সে। তার মুখ থেকে শুধু একটা কথা বেরিয়ে এল, তোমাকে যে আবার দেখতে পাব তা ভাবতেই পারিনি। কই রাক্ষসীর মাথা এনেছ?

এই মাথাটা দেখাবার জন্য পার্সিয়াসও যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। পলিডিকৃটিসের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে 'এই দেখ' বলে থলে থেকে মাথাটা বার করে পলিডিকৃটিসের চোখের সামনে তা তুলে ধরল পার্সিয়াস। সঙ্গে সঙ্গে পলিডিকৃটিস আর তার দুষ্ট পারিষদরা সবাই পাথর হয়ে গেল চিরদিনের জন্য।

পলিডিকৃটিসের জায়গায় এবার দেনার পুত্র পার্সিয়াসই রাজা হলো সেরিফস দ্বীপের। দেনাও পুত্রগর্বে গর্বিত হয়ে মন্দির থেকে রাজপ্রাসাদে চলে এল। আনন্দের আবেগে সে তার পুত্রর আসল পরিচয় দিল। বলল, সে আর্গসের রাজার পৌত্র। একথা শুনে আর্গসের রাজা এ্যাক্রিসিয়াসকে দেখবার ইচ্ছা জাগল পার্সিয়াসের। সঙ্গে সঙ্গে সে আর্গসের পথে রওনা হলো। সে বোঝাতে চাইল তার পিতামহের বিরুদ্ধে তার কোন ক্ষোভ বা অভিযোগ নেই।

এদিকে আর্গসের রাজা এ্যাক্রিসিয়াস পার্সিয়াস আর্গসে আসছে একথা শুনে ভয়ে রাজ্য ছেড়ে থেসালীয়দের রাজধানী ল্যারিসায় গিয়ে আশ্রয় নিল। সেখানে তখন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হচ্ছিল। আর্গসের পথে যাবার সময় একথা শুনে বীর পার্সিয়াসও ল্যারিসায় গিয়ে হাজির হলো। যোগদান করল সেখানকার ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায়। সব ক'টি প্রতিযোগিতাতেই অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করল পার্সিয়াস।

সেই অনুষ্ঠানে দর্শকদের সামনে বসে রাজা এ্যাক্রিসিয়াসও খেলা দেখছিলেন। সহসা ভারী জিনিস নিক্ষেপ প্রতিযোগিতার সময় পার্সিয়াসের হাত থেকে একটি ভারী জিনিস দৈবাৎ রাজা এ্যাক্রিসিয়াসের মাথায় লেগে যায়। ফলে ঘটনাস্থলেই প্রাণত্যাগ করলেন বৃদ্ধ এ্যাক্রিসিয়াস, তার পিতামহের মৃত্যুর কারণ হয়েছে সে, একথা জানতে পেরে দুঃখে ভেঙে পড়ল পার্সিয়াস। না জেনে কত বড় হীন অপরাধের কাজ সে করে ফেলেছে। যাই হোক, সে তার পিতামহের মৃতদেহটি আর্গসে নিয়ে গিয়ে যথাবিধি শেষকৃত্য সম্পন্ন করল। কিন্তু আর্গসের সিংহাসন হাতে পেয়েও সে সিংহাসনে আরোহণ করতে পারল না পার্সিয়াস। এ রাজ্য অন্য রাজাকে দিয়ে তার বিনিময়ে অন্য এক রাজ্য সে গ্রহণ করল।

এইভাবে এক অসাধারণ অতিমানবিক বীরত্বের জন্য অমর হয়ে আছে বীর পার্সিয়াস আর তার সঙ্গে এ্যাণ্ড্রোমেডা, সেফেউস, ক্যাসিওপ প্রভৃতির আত্মারা আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে আজও পথ দেখায় সমুদ্রনাবিকদের।

মেলিগার ও এ্যাটালাণ্টা

ঈটোলিয়ার অন্তর্গত ক্যালিডন নামে এক রাজ্য ছিল। সেখানে রাণী এ্যানথীয়ার গর্ভে রাজা ওনেউসের এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। রাজা তার নাম দেন মেলিগার।

শিশুপুত্রটির বয়স যখন এক সপ্তাহও পূর্ণ হয়নি তখন রাজবাড়িতে একদিন তিনজন বৃদ্ধা এসে হাজির হলো। তারা ছিল খোঁড়া আর লোলচর্মাবৃত। তারা দিনরাত শুধু চরকায় সুতো কাটত। পরে জানা গেল আসলে তারা

ভাগ্যদেবী। তাদের কাজ হলো মানুষের জীবনের সুতো দিয়ে দিনরাত চরকা কাটা।

একদিন এই তিন বৃদ্ধাবেশিনী নিয়তিদেবী নবজাত শিশুটির উপর ঝুঁকে পড়ে তাকে ভাল করে দেখে একে একে তার ভাগ্য সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে লাগল। প্রথম বৃদ্ধা বলল, জাতক তার পিতার মতই সদাশয় ব্যক্তি হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় বৃদ্ধাটি বলল, জাতক জগদ্বিখ্যাত বীর হয়ে উঠবে।

তৃতীয় বৃদ্ধাটি বলল, উনোনের মধ্যে ঐ জ্বলন্ত কাঠটা যতদিন বেঁচে থাকবে, যতদিন ওটা সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হবে না ততদিন জাতক বেঁচে থাকবে।

এই তিন বৃদ্ধা যখন ভবিষ্যদ্বাণী করছিল, তখন শিশুর মা উদ্বেগে আকুল হয়ে সবকিছু শুনছিলেন। বৃদ্ধারা ভবিষ্যদ্বাণীর পর সহসা অন্তর্হিত হয়ে গেলে মা উঠে গিয়ে জ্বলন্ত কাঠটিকে নিবিয়ে দিলেন জল ফেলে। তারপর অর্ধদগ্ধ কাঠটিকে ধনরত্ন রাখার একটি গোপন বাক্সের মধ্যে সযত্নে রেখে দিলেন।

দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল মেলিগার। ভবিষ্যদ্বাণীর কথামত বলবীর্যে হয়ে উঠল অতুলনীয়। এই ধরনের ছেলে যে কোন মায়েরই গর্বের বস্তু। ছেলেবেলা থেকে মেলিগার ছিল যেমন শক্তিমান তেমনি সাহসী। সেকালে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বীররা বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সোনার ভেড়ার লোম আনতে যেত। যেশন ছিল ও রাজ্যের মস্ত বড় এক বীর। একবার ঠিক হলো যেশন যাবে সোনার ভেড়ার লোম আনতে। তখন মেলিগার বলল, আমিও যাব। এর আগে কখনো তার মত কিশোর বালক এত বড় বিপজ্জনক কাজে যায়নি। কিন্তু কারো কোন নিষেধ শুনবে না মেলিগার। জীবনে কোন ভয়ের বাধা সে মানবে না।

এদিকে মেলিগার দূর দেশে চলে গেলে অকস্মাৎ এক অনর্থ ঘটে গেল তার বাবার রাজ্যে। রাজা অয়লেউসের উপর অপ্রত্যাশিতভাবে নেমে এল এক দেবীর প্রচণ্ড রোষ। সেবার রাজ্যে খুব ভাল ফসল হওয়ায় দেবতাদের প্রতিও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য ষোড়শোপচারে ও মহাসমারোহে দেবপূজার আয়োজন করলেন রাজা অয়লেউস। এই উপলক্ষে দেবী দিমেতারের বেদীমূলটি সাজিয়ে দিলেন প্রভূত শস্যসম্ভারে। ডাওনিসাসের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন প্রচুর মদ্য। দেবী এথেনকে উৎসর্গ করলেন পবিত্র তেল। কিন্তু একটা বড় ভুল করে ফেললেন অয়লেউস। তিনি বনদেবী আর্তেমিসের উদ্দেশ্যে কিছুই উৎসর্গ করলেন না।

এতে ভীষণভাবে রেগে গেলেন আর্তেমিস। সরোষে বললেন, সামান্য মানুষ হয়ে এতদূর স্পর্ধা! আমাকে পূজো পর্যন্ত দিল না। দেখি ওকে কে রক্ষা করে।

এই বলে এক ভয়ঙ্কর জন্তুদানব পাঠিয়ে দিলেন আর্তেমিস রাজা অয়নেউসের রাজ্যে। দেখে মনে হত জন্তুটা আসলে এক বন্য শূকর। কিন্তু তা আকারে এতই বড় আর দেখতে এতই ভয়ঙ্কর যে তাকে মোটেই সাধারণ শূকর বলা যায় না। আসলে সেটা ছিল এক রাক্ষস। এক অতিপ্রাকৃতিক ধ্বংসাত্মক জীব। তার চোখগুলো সব সময় জলত জল জল করে। তার মুখে সব সময় ফেনা ভাঙ্গত। তার দাঁতগুলো ছিল ভীষণ ধারাল আর হাতির মত লম্বা। জনপদের মানুষ তাকে দেখে ভয়ে তার কাছে যেতে সাহস পেত না।

সে জন্তুদানব যে বনে বেড়াত সে বনকে বিধ্বস্ত করে দিত একেবারে। যে মাঠের উপর দিয়ে যেত সে মাঠের সব ফসল মাড়িয়ে নষ্ট করে দিত একেবারে। চাষীরা তার ভয়ে মাঠে চাষ করতে বা বনে ফল পাড়তে যেতে পারত না। গাছের ফল গাছে থেকেই পেকে ও পড়ে নষ্ট হত।

ফোনটিস থেকে সোনার ভেড়ার লোম বা পশম নিয়ে দেশে ফিরে এসে মেলিগার দেখল সারা দেশটা যেন শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়েছে। দেখল কোন ঘরে ফসল নেই, খাদ্য নেই, কোন মানুষের মনে কোন নিরাপত্তা নেই।

মনে মনে সংকল্প করে ফেলল মেলিগার, এ জন্তুদানবকে সে বধ করবেই। এজন্য বহু সাহসী বীর শিকারী আর শিকারী কুকুরের সন্ধান করতে লাগল মেলিগার। এইভাবে এক বিরাট দল গঠন করে সে সন্ধান করবে সেই ভয়ঙ্কর জন্তুদানবের। সারা ক্যালিডন রাজ্যের ত্রিসীমানা থেকে সে শূকরকে চিরতরে বিতাড়িত করবে।

সেকালে ক্যালিডন দেশে আটালাণ্টা নামে এক অতি সুদক্ষা মেয়ে-শিকারী ছিল। তার অস্বাভাবিক দ্রুত গতির জন্য সে লাভ করেছিল দেশ-বিদেশের খ্যাতি। মেলিগার যে শিকারদল গঠন করল তার মধ্যে সে আটা-লাণ্টাকেও নিলে।

আটালাণ্টা ছিল রাজকন্যা। তার বাবাও ছিলেন ক্যালিডনের অন্তর্গত এক রাজ্যের রাজা। সে ছিল কুমারী; তখনো তার বিয়ে হয়নি। আসলে তার বাবা তাকে দেখতে পারতেন না। তার জন্মের আগে তার বাবা বিশেষ-ভাবে আশা করেছিলেন তাঁর এক পুত্রসন্তান হবে। কিন্তু রাণী যখন পুত্রের পরিবর্তে এক কন্যাসন্তান প্রসব করেন অর্থাৎ আটালাণ্টার জন্ম হয় তখন রাজা অতিশয় রেগে গিয়ে তাকে পর্বতসংলগ্ন এক বনের মধ্যে ফেলে দেন। ঘটনাক্রমে সেই বনের একটি মেয়ে ভালুক শিশুটিকে দেখতে পেয়ে দয়াপরবশ হয়ে অপত্যস্নেহে নিজের দুধ দিয়ে মানুষ করতে থাকে আটালাণ্টাকে। কিছুকাল পরে একদল শিকারী সেই বনে শিকার করতে গিয়ে একটি গুহার মধ্যে একটি ভালুকের কাছে আটালাণ্টাকে শিশু অবস্থায় আবিষ্কার করে।

সেই থেকে শিকারীদের মধ্যে থেকে মানুষ হতে লাগল। যেমন সুন্দরী তেমনি সাহসী ছিল আটালাণ্টা। বৃষ্টি, বাতাস, ঝড়-ঝঞ্ঝাকে মোটেই গ্রাহ্য করত না। সে খুব ভাল তীর ধনুক আর বর্শার ব্যবহার করতে জানত। তার প্রকৃতিটা এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যাতে কোন মিষ্টি কথা শোনার থেকে কোন ভয়ঙ্কর পশুর সম্মুখীন হতেই সে বেশী চাইত, বেশী ভালবাসত। তার সমস্ত মনপ্রাণ একাগ্র ও একনিষ্ঠভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল শুধু শিকারে আর যত সব সুকঠিন ক্রীড়াপ্রতিযোগিতার চিন্তায়। পুরুষদের সে এই সব কাজের সহকর্মী হিসাবেই দেখত ; এ ছাড়া তাদের অন্য কোন মূল্য খুঁজে পেত না। কোন যুবক তাকে এই সব কাজে হারাতে পারত না। সাহস ও শক্তির কোন ব্যাপারে তার সঙ্গে পেরে উঠত না কোন পুরুষ। কোন যুবক যদি কখনো হঠকারিতার সঙ্গে তাকে প্রেম নিবেদন করত তাহলে সে তার কাছ থেকে এমন কঠিন ও অপ্রত্যাশিত প্রত্যুত্তর পেত যে এ ব্যাপারে এগোবার আর কোন সাহস পেত না।

আটালাণ্টাকে প্রথম দেখে মেলিগার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল মনে মনে, এমন একজন মেয়েকে সাথী হিসাবে পাওয়া সত্যিই সৌভাগ্যের কথা। সে দেখল আটালাণ্টার মুখখানা পরিশ্রমী পুরুষের মতই বাদামী রঙের, তার মাথার চুলগুলো দুদিকে ঘাড়ের উপর শক্ত করে বাঁধা। হাতে তা ার সময়ই তীর ধনুক। একটা ধনুক আর তীরভরা এক তূণ পিঠের উপর ঝোলানো। তার রোদেপোড়া তামাটে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো কোন বলিষ্ঠ পুরুষের মতই অস্বাভাবিকভাবে শক্ত।

কিন্তু মেলিগারের দলের অন্যান্য যুবকরা বলল, এসব কাজ কোন মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। এই অচেনা অদ্ভুত মেয়েটিকে সঙ্গে নেবার কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিল না তারা। এদিকে আটালাণ্টা তার শক্তি ও সাহসের চূড়ান্ত কোন পরিচয় দেবার এমনই একটা সুযোগ খুঁজছিল। যাই হোক, এ নিয়ে কোন প্রতিবাদ, ঝগড়া বা ভালবাসার কোন সুযোগ ছিল না। যে জন্তুদানবের দ্বারা তাদের সমস্ত দেশ বিধ্বস্ত, ভীত সন্ত্রস্ত, তাকে অবিলম্বে বধ করা দরকার। তাই অবিলম্বে সেই উদ্দেশ্যে যাত্রা করল মেলিগারের দল।

জন্তুদানবটাকে খুঁজে বার করতে কোন কষ্ট পেতে হলো না তাদের। ওরা যে বনটাকে লক্ষ্য করে এগোচ্ছিল সেই বনটার ভিতর থেকেই এক ভয়ঙ্কর হুঙ্কার ছেড়ে ওদের দিকে গর্জন করতে করতে এগিয়ে এল জন্তুটা।

জন্তুটাকে ধরার জন্য চারদিকে জাল পাতা হলো। শিকারী কুকুরগুলোকে চারদিকে সতর্ক করে প্রহরায় নিযুক্ত করা হলো। কিন্তু জন্তুদানবটা যেভাবে ডালপালা ভেঙ্গে এগিয়ে আসতে লাগল তা দেখে তাদের লেজ গোটাতে লাগল শিকারী কুকুরগুলো। মেলিগারের দলের সবাই তখন তীর ও বর্শা ছুঁড়তে লাগল বৃষ্টির ধারার মত। কিন্তু আটালাণ্টার বর্শাটি সর্বপ্রথম

জন্তুটার গাটাকে বিদ্ধ করে রক্ত বার করতে সক্ষম হলো।

আঘাত পেয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠল জন্তুটা। সে তার দাঁত বার করে এমন-ভাবে তাদের দিকে ছুটে এল যাতে মেলিগারের দলের তিন চারজন লোক পড়ে গেল। তাদের একজন একটা ওকগাছের ডালে উঠে পড়ে প্রাণ বাঁচাল। সে গাছের গুঁড়িটাকে তার দাঁত দিয়ে আঘাত করেও কিছু করতে পারল না জন্তুটা। দলের বেশীর ভাগ লোক এমন এলোমেলোভাবে বর্শা ও তীর ছুঁড়তে লাগল যাতে তাদের শিকারীগুলোই একটার পর একটা করে আহত হতে লাগল। একজন শিকারী একটা উদ্ধত কুড়ুল নিয়ে জন্তুটার মাথাটা লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে যেতে ঘাসের উপর পা পিছলে পড়ে গেল। এদিকে আটালাণ্টার লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। অগ্রসরমান জন্তুটাকে লক্ষ্য করে সে যে সব তীর বা বর্শা ছুঁড়ছিল তা সবই লাগছিল তার গায়ে। যন্ত্রণায় গর্জন করছিল জন্তুটা। বেশ কিছুটা দমে গেল সে।

মেলিগার প্রকাশ্যে বলে উঠল, হে কুমারী, তুমিই আমাদের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ শিকারী।

মেলিগারের একথা শুনে অন্যান্য শিকারী লজ্জায় মুখ নামিয়ে দ্বিগুণ উদ্যমের সঙ্গে আক্রমণ করল জন্তুটাকে নতুন করে। পর পর কয়েকটা আঘাত পেয়ে মাটিতে পড়ে গেল জন্তুটা। কিছুক্ষণ পর আবার উঠে দাঁড়াল বটে, কিন্তু টলতে টলতে চলতে লাগল, আর ছুটতে পারল না। তার চোয়াল থেকে লাল টকটকে রক্ত বার হয়ে আসতে লাগল। স্তিমিত হয়ে এল তার ক্রুদ্ধ গর্জনের স্বর। ম্লান হয়ে উঠল তার জলন্ত চোখের আগুন। অবশেষে তার শানিত তরবারিটা আমূল বসিয়ে দিল মেলিগার। সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়ল জন্তুদানবটা।

জন্তুদানবটা মরতে না মরতেই মেলিগার তাড়াতাড়ি মাথাটা কেটে ফেলে তার গায়ের চামড়াটা ছাড়িয়ে ফেলল। এই দুটো সে আটালাণ্টাকে দিয়ে দিল। আসলে এগুলো ছিল তারই প্রাপ্য, কারণ তারই তরবারির আঘাতে জন্তুদানবটা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। তবু আজকের এই শিকার-অভিযানে যে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে আটালাণ্টা তারই স্বীকৃতি স্বরূপ এগুলো তাকেই দান করল মেলিগার। এতে তার মামা অসন্তোষ প্রকাশ করে বলল, এ পুরস্কার কোন নারীর পক্ষে শোভা পায় না।

এ কথাটাকে অন্যান্য ঈর্ষান্বিত শিকারীরা সমর্থন করল। মেলিগারের মা অলথীয়ার দুই ভাই অর্থাৎ তার দুই মামাই আটালাণ্টার ব্যাপারে অতিশয় ঔদ্ধত্য দেখাল। এমন কি একসময় তারা তার গা থেকে সেই জিনিসগুলো ছিনিয়ে আনার জন্য হাত বাড়াল। আটালাণ্টাকে অপমান করে তাকে গালাগালি করতে লাগল।

তখন আর চুপ করে থাকতে পারল না মেলিগার। সে তার তরবারি

কোষমুক্ত করে তার দুই উদ্ধত মামাকেই হত্যা করল।

বিজয়ের সব আনন্দকে ম্লান ও সব উল্লাসকে স্তব্ধ করে দিয়ে এক কুটিল বিষাদের ঘনকৃষ্ণ ছায়া নেমে এল রাজবাড়িতে। ভাইদের মৃত্যুশোক কোনক্রমেই সংবরণ করতে পারলেন না রাণী অলথীয়া। জয়দানবটার মৃত্যুর খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে ঠাকুরের পুজো দিতে গিয়েছিলেন অলথীয়া কিন্তু যখন শুনলেন তাঁর দুই ভাই নিহত হয়েছে তাঁর পুত্রের হাতে তখন শোকে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তিনি বুক চাপড়াতে লাগলেন আর চুল ছিঁড়তে লাগলেন শোকে। শোকে উন্মাদ হয়ে উঠলেন তিনি। হত্যাকারী যেই হোক, হত্যার চরম প্রতিশোধ নেবেন তিনি। সে হত্যাকারী তাঁর আপন পুত্র হলেও তাকে নিষ্কৃতি দেবেন না।

সহসা একটা কথা মনে হতেই ঝড়ের বেগে ছুটে গেলেন তিনি ধনরত্ন সংরক্ষণের সেই গোপন জায়গাটায় যেখানে অর্ধদগ্ধ কাঠটা লুকোন ছিল। সেই কাঠটা নিয়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে এগিয়ে চললেন রাণী অলথীয়া। একবার থমকে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন। কিন্তু মৃত ভাইদের মুখ দেখে উত্তাল হয়ে উঠল তাঁর অবুঝ শোকরাশি। তিনি কি করছেন তা যেন নিজেই বুঝতে পারলেন না। বুঝতে চাইলেন না। কাঠটা ফেলে দিলেন তিনি অগ্নিকুণ্ডে। দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল কাঠটা। সঙ্গে সঙ্গে সংকল্প করলেন মনে মনে এ জীবন আর তিনি রাখবেন না। নিজের জীবনও সংহার করবেন তিনি।

এদিকে বাড়ি ফিরে মেলিগার ঘৃণাক্ষরেও বুঝতে পারল না তার জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়ে আসছে। কিন্তু তা বুঝতে না পারলেও জয়ের কোন আনন্দে বা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়তে পারল না সে। বিজয়গর্বে ফুলে উঠল না তার বুকটা।

মেলিগারের হঠাৎ মনে হলো তার সারা গা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। জ্বালা জ্বালা করছে সর্বাঙ্গ। তার পা দুটো এত ভারী হয়ে আসছে যে সে যেন হাঁটতেই পারছে না। সহসা টলতে টলতে বজ্রাহত এক বিশাল ওকগাছের মত মাটিতে পড়ে গেল মেলিগার। শেষবারের মত নিভে গেল তার জীবনের আলো। কিন্তু মৃত্যুকালে সে একবারও বুঝতে পারল না তার মৃত্যুর জন্য তার নিজের গর্ভ-ধারিণী মাতাই দায়ী।

এইভাবে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল সেই ভবিষ্যদ্বাণীটা।

আটালাণ্টার দৌড় প্রতিযোগিতা

ক্যালিডনের সেই ভয়ঙ্কর অতিপ্রাকৃত শূকরটা মেলিগারের হাতে নিহত হবার পর আবার তার সেই শিকারী জীবনেই ফিরে গেল আটালাণ্টা। কিন্তু মেলিগারের আকস্মিক মৃত্যুতে নিদারুণ একটা আঘাত পেল মনে। কারণ অসমসাহসী মেলিগারের বীরত্ব মুগ্ধ করেছিল তাকে। যে মেলিগারের মধ্যে সে এক আদর্শ আকাঙ্ক্ষিত পুরুষকে জীবনে প্রথম খুঁজে পেয়েছিল, সেই মেলিগারের মৃত্যুতে জীবনে প্রথম একটা অপূরণীয় শূন্যতা বা অভাব অনুভব করতে থাকে সে। তাই সে শূন্য মনে ঘুরে বেড়াতে লাগল এখানে সেখানে। যে সব শিকারীদের কাছে ও থাকত সেখানে আর গেল না।

এদিকে আটালাণ্টার কৃতিত্বের কথা তার বাবার কানে গিয়ে উঠল। মেয়ের এই সব কৃতিত্বের কথা শুনতে শুনতে আক্ষেপ জাগতে থাকে তাঁর মনে। যে মেয়েকে একদিন ঘৃণাভরে ত্যাগ করে জনহীন অরণ্যপ্রদেশে ফেলে দেন সেই মেয়েকে সাদরে ঘরে ফিরিয়ে নেবার জন্য মন তাঁর ক্রমশই ব্যাকুল হয়ে ওঠে। দিনে দিনে অদম্য হয়ে ওঠে এই ব্যাকুলতা। তখন চারদিকে মেয়ের খোঁজ করতে লোক পাঠান।

আটালাণ্টার মনেও এখন কোন রাগ বা অভিমান নেই তার বাবার প্রতি। সেও যেন ক্লান্ত হয়ে নির্ভরযোগ্য এক আশ্রয় চাইছিল। এমন সময় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে এক অতুল সৌভাগ্য হাতে এসে গেল আটালাণ্টার। বন্য শিকারী-জীবন থেকে উন্নীত হলো সে অমিত ঐশ্বর্যে ঘেরা রাজকন্যার জীবনে।

কিন্তু ঐশ্বর্য ও আরাম উপভোগের মাঝে এসেও তার মনের কাঠামোটার বিশেষ কোন পরিবর্তন হলো না। সে আর শিকারে না গেলেও নিয়মিত দৈহিক ব্যায়াম করে যেত। যে কোন বিষয়ে দৃঢ়তাকে সে পছন্দ করে চলত। নারীসুলভ নরম আচরণ বা গৃহস্থালির কাজকর্ম কাকে বলে তা সে জানত না এবং তাতে কোন আগ্রহও ছিল না তার।

আটালাণ্টা রাজকন্যার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবার পর থেকেই অসংখ্য পাণিপ্রার্থী আসতে লাগল বিভিন্ন দেশ থেকে। তার বাবা রাজা স্বয়ং তার বিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করে বসল আটালাণ্টা সে সারা জীবন কুমারী রয়ে যাবে। অবশেষে তার বাবার পীড়াপীড়িতে একটা শর্তের অধীনে কিছুটা শিথিল করল তার প্রতিজ্ঞাটা। আটালাণ্টা বলল, সে বিয়ে করবে শুধু সেই লোককে যে তাকে দৌড় প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করতে পারবে। কিন্তু কোন পাণিপ্রার্থী প্রতিযোগী যদি তাকে পরাস্ত করতে না পারে তবে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

কিন্তু এই সব কঠোর বিধি সত্ত্বেও বহু যুবক নিজেদের প্রাণের ঝুঁকি

নিয়েও আটালাণ্টাকে পাবার জন্য সেই ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতায় যোগদান করল। চঞ্চল মৃগশিশুর মত দ্রুতগতিসম্পন্না আটালাণ্টার সঙ্গে কোন যুবকই পেরে উঠল না দৌড়ে। সবাই বলল তার পায়ের গতি দেবদত্ত। তার উপর দৌড় প্রতিযোগিতায় এক শর্ত আরোপ করেছিল আটালাণ্টা। প্রতিযোগী-দের নগ্ন ও নিরস্ত্র অবস্থায় যোগদান করতে হবে অথচ তার নিজের হাতে বর্শা থাকবে। কারণ হিসাবে সে বলল সে নারী এবং এটা তার আত্মরক্ষারই শেষ উপায়মাত্র। কিন্তু একথা মুখে বললেও এ দিয়ে ভিন্ন এক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করল আটালাণ্টা। প্রথম দিকে ছোটার পর শেষের দিকে চূড়ান্তভাবে জয় পরাজয় নির্ণীত হবার আগেই তার প্রতিযোগীর নগ্ন গায়ে তার ধারাল বর্শাটা ছুঁড়ে মারত আটালাণ্টা। আসল কথা তার বিয়েতেই মত ছিল না। কোন পুরুষকেই সে তার যোগ্য বলে মনে করত না। তাই প্রতিযোগিতার নাম করে পাণিপ্রার্থী যুবকদের এক নিধনযজ্ঞ শুরু করে আটালাণ্টা।

কিন্তু এত যুবকের প্রাণ যাওয়া সত্ত্বেও বন্ধ হলো না এই ভয়ঙ্কর প্রতি-যোগিতা। ব্যর্থ ও নিহত প্রতিযোগীদের মুখগুলো সারবন্দীভাবে টাঙ্গানো থাকলেও তা দেখে শিক্ষা হত না অত্যুৎসাহী পাণিপ্রার্থীদের।

অবশেষে এল হিপ্পোমেনেস নামে এক যুবক। এই ধরনের দৌড় প্রতি-যোগিতায় বিচারক হিসাবে কাজ করার পর অবশেষে আটালাণ্টাকে পাবার জন্য নিজেই প্রতিযোগী হয়ে এল হিপ্পোমেনেস।

কিন্তু আসার আগে বিশেষভাবে তৈরি হয়ে আসে হিপ্পোমেনেস। সে তার পায়ের গতি ও শক্তির উপর নির্ভর করতে পারেনি সম্পূর্ণ। সে তাই প্রতিযোগিতায় আসার আগে দেবী আফ্রোদিতের কাছে কাতরভাবে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকে। তার আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী তাকে তিনটি সোনার আপেল দান করেন। নারীর মনের সব খবর দেবী জানতেন বলেই তিনি এইগুলি যথাসময়ে প্রয়োগ করার জন্য তা দেন।

যথাসময়ে প্রতিযোগিতা শুরু হলো। দুজনেই ছুটে যেতে লাগল লক্ষ্যের দিকে। কিছুক্ষণ ছোটার পর একটা সোনার আপেল পথের উপর ফেলে দিল হিপ্পোমেনেস। আটালাণ্টা বিস্ময় ও কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তা কুড়িয়ে নিল। আরো কিছুদূর যাবার পর আবার একটা সোনার আপেল ফেলে দিল পথের উপর। আবার আটালাণ্টা সেইভাবে কুড়িয়ে নিল সোনার আপেলটা। লক্ষ্যের কাছে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শেষ আপেলটি পথের উপর ফেলে দিল হিপ্পোমেনেস। সেটিকেও কুড়িয়ে নিল আটালাণ্টা। আর ঠিক সেই অবকাশে লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছল হিপ্পোমেনেস।

এইভাবে নিজের হাতে পাতা জালে নিজেই জড়িয়ে পড়ল আটালাণ্টা। আর কোন অজুহাত খুঁজে না পেয়ে হিপ্পোমেনেসকে বিয়ে করতে বাধ্য হলো সে। হিপ্পোমেনেস ভেবেছিল আটালাণ্টার মনটাকেও জয় করে ফেলবে।

কিন্তু আটালান্টাকে নিয়ে বেশীদিন সুখভোগ করতে পারল না সে। দেবী আফ্রোদিতের কৃপায় ও প্রত্যক্ষ সাহায্যে সে জয়লাভ করে এবং আটালান্টার মত মেয়েকে লাভ করে। প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার পর দেবীকে পূজো দেওয়া তো দূরের কথা, তাকে একবার মনে মনে স্মরণ করে ধন্যবাদও জানাল না। এতে কুপিত হয়ে দেবী হিপ্পোমেনেস আর আটালান্টা দুজনকেই এক-জোড়া সিংহে পরিণত করে তাঁর রথে সংযোজিত করলেন।

নিয়তি দেবী

জিয়াস যখন স্বর্গলোক অলিম্পাসের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ত্রিভুবনের সর্বময় কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন তখন তিনি নিজেকে অন্যান্য দেবদেবীর মত নিয়তিদেরও নেতা হিসাবে ঘোষণা করেন। কিন্তু নিয়তিরা তাঁর সন্তান—এ দাবি করেননি বা অন্য পুরাণকারেরাও করেন না। এই নিয়তিদের নাম হলো ক্লোদো, ল্যাচেসিস আর আত্রোপস। এঁরা তিনজনেই এরেবাসের সন্তান। এঁরা তিনজনেই সাদা পোষাক পরতেন। এই তিন বোনের মধ্যে আত্রোপসই ছিলেন সবচেয়ে ভয়ঙ্কর।

মানবজগতের সব সন্তানদের জীবনের সব গতিপ্রকৃতি এদেরই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কোন নবজাতকের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এই তিন বোন এসে হাজির হন। ক্লোদোর হাতে থাকে একটা চরকা। তাতে সে তার পরমায়ুর সুতো কাটে। ল্যাচেসিসের হাতে আছে মাপের ফিতে। তাই দিয়ে সে সেই সুতোর দৈর্ঘ্য মেপে দেখে। আর আত্রোপসের হাতে থাকে একটা কাঁচি যা দিয়ে ইচ্ছামত যে কোন নবজাতকের জীবন কেটে কমাতে পারে। এই নিয়তিদেবীরা মানুষের জন্মের দিনেই ঠিক করে দেন নবজাতক ভবিষ্যতে কি ধরনের মানুষ হয়ে উঠবে। তবে মানুষ নাকি নিজের বুদ্ধি ও বিচারশক্তির সাহায্যে ছোটখাটো কিছু বিপদাপদ এড়াতে পারে। তবে প্রধানতঃ তাদের জীবন নিয়তিদের বিধান বা নির্দেশিত পথ ধরেই চলে।

অনেকে বলেন নিয়তিদের বিধান দেবলোকেও সমানভাবে প্রযোজ্য। স্বয়ং দেবরাজ জিয়াসও নিয়তির বিধানকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। কিন্তু অনেকে আবার একথায় বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে সর্বশক্তিমান জিয়াসের ক্ষেত্রে নিয়তির বিধান খাটে না। তিনি নিয়তির বিধানকে উল্টে দিয়ে ইচ্ছামত যে কোন মানুষকে জীবন বা মৃত্যু দান করতে পারেন। কম বয়সের নবীন দেবতারাও নিয়তিদেবীদের তেমন মেনে চলে না। একবার এ্যাপোলোর এ্যাডমেনাস নামে এক বন্ধুর মৃত্যু হয়। নিয়তিরা তার জীবনকে কেড়ে নিয়ে যাবার আগেই নিয়তিদের মদ খাইয়ে মাতাল করে রেখে

দেন এ্যাপোলো।

গ্রীসদেশের ডেলফিতে নাকি শুধু দুজন নিয়তিদেবীর পুজো হয়। একজন জন্মের দেবী আর একজন মৃত্যুর দেবী। এথেন্সে আবার দেবী আফ্রোদিতেকে সবচেয়ে প্রধানা নিয়তিদেবী হিসাবে গণ্য করা হয়। অনেকে আবার বলেন নিয়তিদেবীরা হলেন 'নেসেসিটি' বা প্রয়োজনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সন্তান।

জেসন

তুষারাচ্ছন্ন পেলিয়ন পর্বতের একটি গুহায় সেণ্টরদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও সবচেয়ে বিজ্ঞ শেইরণ বাস করত। সেণ্টররা হলো অদ্ভুত এক প্রাণী—তাদের অর্ধেকটা ঘোড়ার মত আর অর্ধেকটা মানুষের মত। শেইরণের দেহের নিচের অংশটা বিকল হয়ে গেলে তার সাদা চুলদাড়িতে ভর্তি মাথাটার মধ্যে বুদ্ধি বেড়ে যায়। তার জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা দুটোই বেশী ছিল। তার হাতে সব সময় থাকত একটি সোনার বীণা। সেই বীণাটা সব সময় বাজাত। আর তার কাছে বহু লোক পরামর্শ নিতে যেত। সে তাদের সঙ্গে মানুষের মতই কথা বলত।

শেইরণের খ্যাতি দেশে বিদেশে ও দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, বড় বড় রাজা মহারাজারাও নীতি উপদেশ গ্রহণ করতে আসত শেইরণের কাছে। তার কথামতই রাজারা তাঁদের ছেলেদের মানুষ করে তুলতেন। শেইরণ তাঁদের যে সব শিক্ষা দিত তার মধ্যে ছিল কর্তব্য-পরায়ণতা, দেবতাদের প্রতি ভক্তি, বৃদ্ধদের প্রতি শ্রদ্ধা, এবং সুখে দুঃখে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা। তাছাড়া শেইরণের রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। এ বিদ্যা সে শেখে এসক্যালাপিয়াসের মুখ থেকে। শেইরণ সকলকে নাচ গান, কুস্তি ব্যায়াম, পর্বতারোহণ, শিকার প্রভৃতি শেখাত। এছাড়া সবচেয়ে বড় একটা জিনিস শেখাত শেইরণ। সেটা হলো যে কোন বিপদকে হাস্য মুখে পরিহাস করতে। সে সবাইকে বলত, তোমরা গ্রীষ্মকালে যেমন সহজে স্বচ্ছন্দে শীতল জলে ঝাঁপ দাও, তেমনি শীতকালেও তীক্ষ্ণ তুষারঝড় সহ্য করতেই হবে। আলস্যকে সর্বপ্রকারে পরিহার করে চলতে হবে।

অনেকে আবার তাদের ছেলেদের ভালভাবে মানুষ করার জন্য তার কাছে রেখে যেত। সুতরাং যে সব রাজকুমার ও যুবক শেইরণের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে মানুষ হত তারা সত্যিই ভাগ্যবান। তাদের দেহমন, স্বাস্থ্য, চরিত্র একই সঙ্গে সুগঠিত হয়ে উঠত। তারা সব দিক দিয়ে শাসনকার্যের উপযুক্ত হয়ে উঠত।

এই সব ভাগ্যবান যুবকদের মধ্যে ছিল জেসন। বংশগতভাবে জেসন ছিল রাজপুত্র। কিন্তু তার বাবা ঈসনের হাতে তাঁর রাজ্য তখন ছিল না। তাঁর দুষ্ট প্রকৃতির ভাই পেলিয়াস তাঁর রাজ্য জোর করে কেড়ে নেয়। শুধু তাই নয়, পেলিয়াস তার ভ্রাতুষ্পুত্র জেসনকে শৈশবেই হত্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু ঈসন তার সেই অভিসন্ধির কথা আগে থেকে বুঝতে পেরে তাকে শেইরণের গুহাতে রেখে আসে। পেলিয়াস ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি তার অলক্ষ্যে অগোচরে তার পরম শত্রু বেড়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

এদিকে শৈশব থেকে জেসন শেইরণের গুহাতে প্রতিপালিত হয়। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তাকে কিন্তু তার বংশ পরিচয় জানানো হয়নি। সে নিজেকে পিতৃমাতৃহীন অনাথ বলেই জানত।

দেখতে দেখতে বাল্য থেকে যৌবনে পা দিল যখন জেসন তখন শেইরণ তাকে তার বংশপরিচয় দান করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। সেই সঙ্গে তার মহান কর্তব্যের প্রতিও সচেতন করে দিতে চাইলেন তিনি।

শেইরণ একদিন সত্যি সত্যিই সব কিছু খুলে বলল জেসনকে। বলল কিভাবে তার কাকা পেলিয়াস তার বাবার রাজ্য জোর করে কেড়ে নিয়েছে, কিভাবে তার শৈশবে তাকে হত্যার ভয় দেখিয়ে তাকে অজ্ঞাতবাসের পথে ঠেলে দিয়েছে। আরও বলল তাকে কিভাবে সে প্রতিশোধ নেবে তার কাকার উপর।

আর নষ্ট করার মত সময় নেই। এখনই বার হতে হবে তাকে, কারণ সে এখন বড় হয়েছে। বিদায়কালে শেইরণ তাকে উপদেশ দিয়ে বলল, শত্রুর সামনে নির্ভীক হবে ঠিক, কিন্তু মনে রেখো তুমি রাজার ছেলে। সুতরাং উদার মন নিয়ে তুমি সকলের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করবে।

আর দেরি না করে কোন এক উজ্জ্বল সোনালী সকালে যাত্রা শুরু করল জেসন। পাহাড়ী ঢল বেয়ে সমতলভূমির পথে নেমে যেতে লাগল সে। তার পরনে ছিল তারই দ্বারা নিহত এক সিংহের চামড়া দিয়ে তৈরি এক হালকা পোষাক। তার পায়ে ছিল নতুন চটি। তার লম্বা চুলগুলো বাতাসে উড়ছিল। কত পাহাড় পার হয়ে কত পাইন বনের শীতল ছায়ার তলা দিয়ে, কত কাঁটা ঝোপের উপর দিয়ে কত কষ্ট করে এগিয়ে চলল জেসন। এসব পাহাড়, গাছ, বন, সব তার চেনা। তার শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু শেইরণ তাদের হাতে ধরে সব শিখিয়েছে।

পার্বত্য এলাকা পার হয়ে সমতলভূমিতে এসে অনেক সবুজ ফসলভরা মাঠ দেখল জেসন। দেখল কত নদী। এমনি একটি জলভরা নদীর ধারে এসে থমকে দাঁড়াল সে। হঠাৎ দেখতে পেল নদীর ধারে বসে একটি লোলচর্মা বৃদ্ধা দুলে দুলে শুধু একটা কথাই বলছে, আমাকে কে পার করে দেবে?

বৃদ্ধাকে দেখে প্রথমে ঘৃণা জাগল জেসনের মনে। দেখল পাহাড়ের

বরফগলা জলে পুষ্ট কানায় কানায় ভরা বেগবান নদীটা পার হওয়া তার পক্ষেই শক্ত ; তার উপর এই বৃদ্ধাকে পার করা অতিশয় কষ্টকর হবে তার পক্ষে। কিন্তু প্রথমে একথা মনে হলেও পরক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পারল জেসন। তার গুরু শেইরণের কথাটা মনে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। শেইরণ তাকে বলে দিয়েছে সে যেন সব সময় পরের উপকার করার চেষ্টা করে।

জেসন তাই বৃদ্ধার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, আমি তোমাকে ওপারে বয়ে নিয়ে যেতে পারব। ওঠ বুড়িমা। দেবতারা দয়া করলে আমি ঠিকই তোমাকে পার করে দেব।

আর কোন কথা না বলে বৃদ্ধাটি জেসনের পিঠের উপর একলাফে উঠে বসল। তারপর দুহাত দিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল। জেসনও সঙ্গে সঙ্গে নদীর জলে ঝাঁপ দিল। পিঠে ভারী বোঝা নিয়ে অতি কষ্টে কোন রকমে সাঁতার কেটে যাচ্ছিল জেসন। তবু বৃদ্ধা প্রায়ই অভিযোগের সুরে বলছিল জেসন নাকি তাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে ভয়ে চিৎকার করে উঠছিল বৃদ্ধা।

বৃদ্ধা জেসনের গলাটা এমনভাবে জোরে চেপে ধরল যে সে কথা বলতেই পারছিল না। তবু সে বলল, ছটফট করো না, শান্তভাবে ধরে থাক।

জেসন একবার ভাবল সে বৃদ্ধাকে জলে ফেলে দিয়ে একাই সাঁতার কেটে ওপারে গিয়ে উঠবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবল এটা ঠিক হবে না। তাই স্রোতের সঙ্গে সংগ্রাম করে ওপারের দিকে এগিয়ে চলল।

অবশেষে ওপারে গিয়ে নদীতীরের ঘাসের উপর বৃদ্ধাকে নামিয়ে দেবার আগেই বৃদ্ধা নিজেই লাফ দিয়ে সহজ মানুষের মত নেমে পড়ল। জেসন তার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। দেখল যাকে সে বহন করে নিয়ে এসেছে সে একজন আসলে লোলচর্মা উত্থানশক্তিরহিত বৃদ্ধা নয়, সালঙ্করা এক পরমাসুন্দরী রমণী।

বিস্ময়াবিষ্ট জেসনকে নিজের পরিচয় নিজেই দিল সেই রহস্যময়ী নারী। বলল, আমি স্বর্গের রাণী হেরা। তুমি আমার পরিচয় না জেনেই আমার উপকার করেছ। দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তির প্রতি তোমার এই দয়ামায়া কখনই বৃথা যাবে না। তোমার কোন দরকার পড়লে আমাকে স্মরণ করো। দেখবে দেবদেবীদেরও কৃতজ্ঞতাবোধ আছে।

সঙ্গে সঙ্গে নতজানু হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করতে লাগল জেসন। কিন্তু মুখ তুলে দেখল তার মাথার উপরে বহু ঊর্ধ্বে একখণ্ড সোনালী মেঘখণ্ড ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সে সেই নদীতীরে সম্পূর্ণ একা। এক নতুন আশায় উদ্দীপিত হয়ে উঠল তার সমস্ত মনপ্রাণ। গর্বে ও গৌরবে ফুলে উঠল তার বুক।

আবার তার লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলল জেসন। দূরে আওলকস

শহরের অসংখ্য অট্টালিকা বা হর্ম্যরাজির শীর্ষদেশ দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু তখন পথ চলতে কষ্ট হচ্ছিল তার। কারণ নদীর জলে সাঁতার কাটার সময় তার এক পায়ের চটি পড়ে যায় জলে। পরে খালি পায়ে চলতে গিয়ে একটি পাথরে ঠোক্কর খেয়ে পায়ের একটা আঙ্গুল কেটে যায়। জেসন তখন কিছু কচি পাতা দিয়ে পাটা বেঁধে রাখে।

অবশেষে সারাদিন ধরে পথ চলার পর সন্ধ্যার দিকে আওলকস শহরে পৌঁছল জেসন। আসলে এটা তার বাবার রাজ্য জোর করে যে রাজ্য ভোগ করছে তার কাকা পেলিয়াস। অথচ এ রাজ্যের কোন লোক তাকে চেনে না। শুধু তার সুন্দর চেহারাটার দিকে সবাই চেয়ে থাকে অবাক হয়ে।

একটা পায়ে চটি আর পুরনো ময়লা পোষাকপরা চেহারাটা নিয়ে ক্লান্ত পায়ে রাজপ্রাসাদের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল জেসন। গিয়ে দেখল এক ভোজসভায় পেলিয়াস পানাহারে মত্ত হয়ে আছে। কিন্তু পেলিয়াস জানে না এক দৈববাণীতে অনেক আগেই বলেছে একপাটি চটিপরা এক অচেনা লোকের হাতে তার রাজ্য হারাবে পেলিয়াস।

জেসন সোজা পেলিয়াসের সামনে গিয়ে তার পরিচয় দিয়ে বলল, আমি ঈসনের পুত্র জেসন। আমি এই রাজ্যের উপর আমার অধিকার উদ্ধার ও প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছি।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে মুখটা শুকিয়ে গেল পেলিয়াসের। শঠতা আর নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয় তার অন্তরে গোপনে বাসা বেঁধে থেকে তাকে বিব্রত করে তুলত সব সময়। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে এক কৌশল অবলম্বন করল সুচতুর পেলিয়াস। সে জেসনকে সাদরে ভোজসভায় নিয়ে গিয়ে বলল, আজ খাও দাও বিশ্রাম করো। আগামী কাল এক শান্ত অবকাশে রাজ্য সম্বন্ধে কথাবার্তা হবে। তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। এতদিন তোমাকে মৃত বলেই জানতাম। দীর্ঘ দিন পর তুমি ফিরে এসেছ। সুতরাং এই আনন্দ উৎসব উপভোগ করো।

সরল প্রকৃতির জেসন তার কাকার কথায় মুগ্ধ হয়ে তার সব কথা বিশ্বাস করল। পেলিয়াসের মেয়েরাও তাকে ঐ কথাই বলল। সে ভাবল তার কাকা সত্যিই ভাল লোক। তার বাবার রাজ্য অপহরণকারী হিসাবে তাকে অকারণে বদনাম দেওয়া হয়েছে। সে তাই তার কর্তব্যের কথা সব ভুলে গিয়ে পানাহারে মত্ত হয়ে চারণকবিদের গান শুনতে লাগল।

চারণকবিদের একটি গানের কথা তার চিত্তকে স্পর্শ করল। গানটি ছিল সোনার পশম সম্বন্ধে। এ গানের কাহিনীটি বড় অদ্ভুত। কিভাবে এক রাজপুত্র ফ্রিকৃসাস আর তার বোন রাজকন্যা হেল তাদের বিমাতা দ্বারা উৎপীড়িত হয় নির্মমভাবে এ কাহিনীতে ছিল তারই কথা।

কোন এক দেবতার কৃপায় ফ্রিকৃসাস আর হেল দুজনেই কোন রকমে

তাদের বিমাতার কবল থেকে নিজেদের মুক্ত করে একটি সোনার ভেড়ার উপর চেপে পালিয়ে যাচ্ছিল দূর দেশে। তাদের দুজনের মধ্যে হেল জলে স্থলে ধাবমান ভেড়াটির উপর চঞ্চলভাবে নড়াচড়া করায় একটি সমুদ্র পার হওয়ার সময় এক জায়গায় পড়ে যায় ভেড়াটির পিঠ থেকে। সেইখানেই তার প্রাণবিয়োগ ঘটে। আর তার নাম অনুসারে সেই জায়গার নাম হয়, হেলেসপন্ট। কিন্তু ফ্রিক্সাস সেই অন্ধকার সমুদ্র ইউকজাইন নিরাপদে পার হয়ে তার লক্ষ্যস্থল কোলবিসে পৌঁছায়।

কোলবিসে গিয়ে দেবরাজ জিয়াসের উদ্দেশ্যে সেই সোনার ভেড়াটিকে বলি দেয় ফ্রিক্সাস। তারপর তার সোনার পশমগুলিকে একটি নদীর ধারে একটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখে। পরে ফ্রিক্সাস সেইখানেই বাস করতে লাগল। পরবর্তী কালে সেখানেই সে মারা যায়।

ফ্রিক্সাসের মৃত্যুর পর সেই সোনার পশম রক্ষা করার ভার নিল কোলবিসের রাজা ঈটিস। দৈববাণী হয় ঈটিস যতদিন সেই পশম রক্ষা করতে পারবে ততদিনই সে বেঁচে থাকবে। এ ব্যাপারে ঈটিসকে সাহায্য করবে বিষধর এক বিরাট সাপ। যাতে গাছের উপর ঝোলানো সেই সোনার পশম কোন লোক চুরি করে নিয়ে যেতে না পারে তার জন্য দিনরাত সর্বক্ষণ এক অতন্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত থাকবে সেই সাপটি। ফলে কোন বীর সাহস করত না সেখানে যেতে।

এদিকে যতদিন না কোন বীর গিয়ে সেখান থেকে সোনার পশম এনে গ্রীসদেশে ফ্রিক্সাসের আত্মীয়স্বজনকে দেবে ততদিন ফ্রিক্সাসের আত্মা মুক্তি পাবে না।

এ বিষয়ে জেসনকে অনুপ্রাণিত করার জন্য পেলিয়াস চারণকবিদের এই গান করার নির্দেশ দেন। এই গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পেলিয়াস জেসনের সামনে বলল, অতীতে একাজ করার সাহস ও শক্তি আমার ছিল। সব বিপদকে জয় করে সেই সোনার পশম আমাদের দেশে আনতে পারতাম। কিন্তু এখন আমি বৃদ্ধ; সে শক্তি আমার নেই। আজকালকার যুবকরা ভীরু। তাদের এ ধরনের সাহস বা শক্তি নেই।

সহসা চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল জেসনের। সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি যাব সেই সোনার পশম আনতে। আমি তা আনবই তাতে যদি আমার জীবনও চলে যায় ত যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে জেসনকে বুকে জড়িয়ে ধরল চতুর পেলিয়াস। এক কৃত্রিম গর্ব ও আনন্দে ফুলে উঠল তার বুকটা। মনে মনে প্রচুর খুশি হলো পেলিয়াস। ভাবল, জেসন সোনার পশম আনতে গিয়ে নিশ্চয় মারা যাবে। কারণ এ কাজ কারো দ্বারা সম্ভব নয়। আর জেসন মারা গেলে তার সিংহাসন হবে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কণ্টক।

রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়ায় একা একা ভাবতে লাগল জেসন। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে গিয়ে নিজের হঠকারিতাটা নিজের কাছেই প্রকট হয়ে উঠল। সে বেশ বুঝতে পারল ভাবনা চিন্তা না করে পেলিয়াসের কথায় এই অভিযানে রাজী হওয়া উচিত হয়নি তার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেণ্টর শেইরণের কথাটাও মনে পড়ে গেল তার। শেইরণ তাকে বারবার বলে দিয়েছে সে যেন কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার থেকে বিচ্যুত না হয় বা তাকে কোন ক্ষেত্রেই লঙ্ঘন না করে। সুতরাং এ বিষয়ে এড়িয়ে না গিয়ে সাহস ও বিচক্ষণতার দ্বারা তার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করতেই হবে।

অবশেষে কোলবিসে যাওয়াই ঠিক করল জেসন। কিন্তু দূর সমুদ্রে যাবার জন্য উপযুক্ত জাহাজ চাই। এই উদ্দেশ্যে আর্গস নামে জাহাজের এক সুদক্ষ মিস্ত্রীর শরণাপন্ন হলো। এই আর্গসই তাকে পেলিয়ন পর্বতের পাইনগাছের কাঠ থেকে এক জাহাজ তৈরি করে দিল। সে জাহাজের ছিল পঞ্চাশটা দাঁড়। এ জাহাজের নাম ছিল আর্গস, আর্গসের নাম অনুসারেই এই নামকরণ হয় জাহাজটার। এ জাহাজ এত শক্ত যে কোন ঝড় তুফানে তা কখনো ভাঙে না। অথচ এ জাহাজ এত হালকা যে একজন কাঁধে করে তা বহন করে নিয়ে যেতে পারত।

জাহাজটা জেসনের কাছেই ছিল। একমাত্র সমস্যা হলো এ জাহাজ চালানোর জন্য উপযুক্ত নাবিকের। জেসন ঠিক করল বলিষ্ঠ দেহমনবিশিষ্ট তার যে সব সহপাঠী ছিল তারাই একাজের উপযুক্ত। সুতরাং তাদের ডেকে পাঠাল। তারা সকলে এসে গেলে জেসন চলে গেল দোদোনায় হেরার মন্দিরে। দোদোনার মন্দিরে গিয়ে স্বর্গের রাণী দেবী হেরার কাছে কাতর-ভাবে সাহায্য প্রার্থনা করল জেসন। তার সংকল্পিত এই দুঃসাধ্য অভিযানে দেবী হেরার সাহায্য ও অনুগ্রহই তার একমাত্র ভরসা। দোদোনার মন্দিরের সামনে এক জীবন্ত ওকগাছ ছিল। সেই ওকগাছটি কথা বলতে পারত। দেবী হেরার সব কথা ঐ ওকগাছের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হত।

জেসনের প্রার্থনার উত্তরে দেবী হেরা বললেন, ঐ ওকগাছের একটি অংশ কেটে নিয়ে গিয়ে তোমার জাহাজের সামনে মাথার উপর লাগিয়ে দাও। তোমার বিপদের সময় গাছের ঐ অংশই তোমার কাছে আমার নির্দেশের কথা ব্যক্ত করবে। তাছাড়া দেবী হেরা আবার এথেনকে বলে দিয়েছিলেন তিনি যেন জাহাজ নির্মাণের কাজে আর্গসকে উপযুক্ত নির্দেশ দিয়ে সাহায্য করেন।

জাহাজ চালাবার জন্য উপযুক্ত নাবিক ও যাত্রাপথের সঙ্গী পেতে কোনরূপ অসুবিধা হলো না জেসনের। গ্রীসদেশের সবচেয়ে বীর যুবকরা এগিয়ে এল তার এই দুঃসাহসিক অভিযানে যোগদান করার জন্য। সেদিন জেসনের সঙ্গে আর্গস জাহাজে যারা যাত্রা করেছিল তাদের আর্গোনট বলে। তাদের

দলে সেদিন যে যুবকরা ছিল তাদের অনেকেই পরে দেশের শ্রেষ্ঠ বীরের গৌরব অর্জন করে। এমন কি শক্তির দেবতা হিসাবে পূজিত হার্কিউলেসও ছিলেন। হার্কিউলেস ছাড়া আর যে সব বিশ্ববিশ্রুত বীর ছিল তারা হলো, বীর ভ্রাতাদ্বয় ক্যাস্টর ও পোলাক্স, থিসিয়াস, অর্ফিয়াস, পেলেউস, এ্যাডমেনাস এবং আরও অনেকে—মোট পঞ্চাশজন। জাহাজের পঞ্চাশটি দাঁড়ে তাদের প্রত্যেককেই নিযুক্ত করা হয়। সকলেই একবাক্যে বলল হার্কিউলেস হবে জাহাজের ক্যাপ্টেন। কিন্তু হার্কিউলেস নিজে তাঁর নেতৃত্ব জেসনের উপর ছেড়ে দিলেন। ফলে জেসনই হলো জাহাজের ক্যাপ্টেন। পেলিয়াসের পুত্র এ্যাকাস্টাসও তার বাবাকে লুকিয়ে তার মত না নিয়েই জাহাজে এসে উঠে বসে।

দেবতাদের পূজো ও উৎসর্গ দান করার পর জাহাজ ভাসিয়ে দেওয়া হলো নীল সমুদ্রে। ওদের জাহাজ অনুকূল বাতাসে এগিয়ে চলতে লাগল মেঘ আর কুয়াশায় ঘেরা পূর্ব উপকূলের দিকে। সেখানে আছে আশ্চর্য সেই কোলবিস রাজ্য যার মধ্যে এক ভয়ঙ্কর সর্পদানবের কুণ্ডলীকৃত এক কুটিল প্রহরার অন্তরালে আছে তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই সোনার পশম। অর্ফিয়াস তার মনমাতানো গান বাজনার দ্বারা প্রীত করতে লাগল যাত্রীদের। সবাই উল্লাসে মেতে রইল। শুধু জেসনের চোখে জল দেখা গেল। পাহাড় ঘেরা তার পিতৃভূমির উপকূল যতই ক্রমশঃ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছিল ততই মনটা আকুল হয়ে উঠছিল জেসনের।

ক্রমে জাহাজ এগিয়ে চলল। থেসালির উপকূল পার হয়ে ওরা গিয়ে পড়ল ঈজিয়াস সাগরে। পথের মাঝে একে একে তারা পেল কত বাধা বিপত্তি আর প্রলোভন। একদিন তারা গিয়ে উঠল পাহাড় ঘেরা লেমনস দ্বীপের উপকূলে। সে এক আশ্চর্য দ্বীপ যেখানে কোন পুরুষ নেই, যে দ্বীপের সব বাসিন্দা শুধু নারী। ওরা জাহাজ থেকে নামতেই কয়েকজন নারী এগিয়ে এল। সেই সব নারীরা পরস্পরের প্রতি ঈর্ধাবশতঃ দ্বীপের সব পুরুষকে হত্যা করেছে। পুরুষহীন সেই দ্বীপের স্বৈরাচারী নারীরা নানা প্রলোভন দেখিয়ে মুগ্ধ করে ফেলল জেসনদের। তারা সবাই সেই সব নারীদের সঙ্গে দ্বীপের ভিতর গিয়ে নাচগান, পানাহার ও নানারকম আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয়ে উঠল। তারা তাদের সমস্ত কর্তব্য ভুলে গেল।

তাদের দলের মধ্যে একমাত্র হার্কিউলেস মেয়েদের কথায় ভোলেননি। তিনি একা জাহাজেই অবস্থান করছিলেন। বহুক্ষণ কেটে গেলেও তারা ফিরছে না দেখে হার্কিউলেস রেগে গিয়ে তাদের সামনে গিয়ে তীব্র ভাষায় ভৎর্সনা করতে লাগলেন। তখন চৈতন্য হলো জেসনদের। সহসা তাদের কর্তব্যকর্মের সব কথা মনে পড়ায় আমোদপ্রমোদ ছেড়ে জাহাজে এসে উঠল। এখনো অনেক সমুদ্র পার হতে হবে ; অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা সহ্য করতে হবে।

আবার ভেসে চলল জাহাজ। ক্রমে হেলেসপণ্ট উপসাগর পার হয়ে প্রোপণ্টিস সাগরে গিয়ে পড়ল। সেই সমুদ্রের মাঝে ডলিওনস্ নামে এক দ্বীপের উপকূলে তারা পৌছতেই সে দ্বীপের রাজা সাইজিকাস তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। রাজার তখন বিয়ে হচ্ছিল। রাজা তাঁর বিবাহবাসরে ও উৎসবে যোগদান করার জন্য তাদের সকলকে অনুরোধ করলেন। তারাও তাঁর নিমন্ত্রণ মেনে নিয়ে রাজপ্রাসাদে চলে গেল। একমাত্র হার্কিউলেস গেলেন না। এবারেও তিনি একা রয়ে গেলেন জাহাজে। তিনি বুঝলেন জেসনের দলকে এইভাবে মাঝে মাঝে প্রলোভনের জাল ফেলে আটকে রাখার এক অদৃশ্য চক্রান্ত চলছে। তাঁর অনুমানই ঠিক। হার্কিউলেস দেখলেন একদল দৈত্য পাহাড় থেকে নেমে এসে বড় বড় পাথর ফেলে বন্দরের মুখটা আটকে দিচ্ছিল। হার্কিউলেস তখন একা তীর মেরে তাদের প্রতিহত করে তাদের দলের সব লোককে ডাকলেন। দলের সব লোক এসে গেলে দৈত্যরা চলে গেল।

আবার ছেড়ে দিল জাহাজ। কিন্তু বেশীদূর যেতে না যেতেই এক প্রচণ্ড ঝড় উঠল। তারপর অন্ধকার রাত্রি নেমে আসায় তারা পথ হারিয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগল সমুদ্রে। এমন সময় আর এক বিপদ ঘটল। ডলিওনস্ দ্বীপের রাজা জেসনদের পথহারা দিশাহারা জাহাজটাকে শত্রুজাহাজ ভেবে আক্রমণ করল। এদিকে জেসন রাজা সাইজিকাসকে অন্ধকারে শত্রু ভেবে হত্যা করল। অথচ সেই রাজারই বিবাহবাসরে কিছুকাল আগে আতিথ্য গ্রহণ করে এসেছে তারা। পরদিন সকালে উভয় পক্ষই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে দুঃখ প্রকাশ করল। জেসনরা রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করল। তিন দিন ধরে তারা সেখানে শোকপালন করার পর আবার যাত্রা শুরু করল।

কিন্তু কিছুদূর গিয়েই আবার এক রাজার আতিথ্য গ্রহণ করতে হলো তাদের। আবার সেই ভোজসভায় যোগদান আর বিলম্বের বিড়ম্বনা। এবার তাদের আতিথ্য দান করলেন মাইসিয়ার অধিপতি। অন্যবারকার মত হার্কিউলেস একা রয়ে গেলেন জাহাজে।

একা থাকতে থাকতে হঠাৎ হার্কিউলেসের মনে হলো জাহাজের একটা দাঁড় একেবারে অকেজো হয়ে গেছে এবং সেটা পাল্টানো দরকার। তাই তিনি তার অবিরাম সহচর কিশোর বালক হাইলাস আর পলিফেমাস নামে একজন সাহসী নাবিককে সঙ্গে করে জাহাজ ছেড়ে গভীর বনের ভিতর চলে গেলেন। ঠিক করলেন একটা লম্বা পাইনগাছ কেটে তার থেকে সেই দাঁড় তৈরি করবেন।

কিন্তু হঠাৎ একটা বিপদ ঘটায় সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। হার্কিউলেসের সেই সুদর্শন কিশোরটি ঝর্ণার জলের ধারে গিয়ে খেলা করতে করতে জলে

পড়ে যায়। অনেকে বলে, জলদেবীরা এই অনিন্দ্যসুন্দর কিশোরকে দেখে হাত বাড়িয়ে জলের ভিতর টেনে নেয়।

এদিকে হার্কিউলেস আর তাঁর সহকারী নাবিক পলিফেমাস সারা বনভূমি তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াতে লাগল। পলিফেমাস হার্কিউলেসকে বলল হাইলাসকে ডাকাতে ধরে নিয়ে গেছে। আসলে ঘটনাটা যখন ঘটে হার্কিউলেস তখন একটা পাইনগাছ কাটছিলেন বলে কিছু দেখতে পাননি। সে যাই হোক, হাইলাসের কোন খোঁজ না পেয়ে জাহাজে ফিরলেন না হার্কিউলেস।

এদিকে হার্কিউলেসদের ফিরতে অস্বাভাবিক বিলম্ব দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল জেসনরা। তারা ভোজসভা থেকে ফিরে এসেই দেখে অনুকূল বাতাসে এখনই এই মুহূর্তে জাহাজ ছাড়া দরকার। কিন্তু হার্কিউলেসকে ছেড়ে তারা যেতে চাইল না। পরে অবশ্য বেশীরভাগ লোক হার্কিউলেসকে ফেলে রেখেই জাহাজ ছেড়ে দিতে চায় এবং ওরা তাই করতে বাধ্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে গ্লকাস নামে এক সমুদ্রদেবতা জল থেকে উঠে তাদের বলেন সোনার পশমের এই অভিযানে শেষ পর্যন্ত হার্কিউলেস অংশগ্রহণ করতে পাবে না। এটা বিধিনির্দিষ্ট। সুতরাং এই বিধান মেনে চলতেই হবে। ঐ সময় হার্কিউলেস অন্যত্র এর থেকে বড় এক গৌরব লাভ করবে।

এর পর জেসনরা বেব্রিসিয়া নামে এক দ্বীপে গিয়ে উঠল। সেখানকার রাজা কোন বিদেশী দেখলেই তাকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করতেন। কিন্তু সেদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর কোন যোগ্য প্রতিযোগী খুঁজে পাননি। জেসনদের দলে ছিল এমন অনেক বীর যারা বেব্রিসিয়ার রাজার আহ্বানে সহজেই সাড়া দিতে পারত। বিশেষ করে বীর পোলাক্স সঙ্গে সঙ্গে অবতীর্ণ হলো বেব্রিসিয়ার রাজার সঙ্গে এক ভয়ঙ্কর মল্লযুদ্ধে। সে যুদ্ধে রাজাকে ভূপাতিত করে দিল পোলাক্স। রাজার অবস্থা দেখে ক্ষেপে গেল রাজ্যের সব লোক। তারা জেসনদের শত্রু ভেবে একযোগে আক্রমণ করল তাদের। কিন্তু জেসনের দলের বীরেরা সে আক্রমণকে সহজেই প্রতিহত করে তাড়িয়ে দিল তাদের কুকুরের মত। রাজা তখন শুয়েছিল মাটিতে। পোলাক্স তার কাছে গিয়ে একটা নীতি উপদেশ দান করল। বলল, এবার হতে রাজা যেন বিদেশীদের সঙ্গে সৌজন্যপূর্ণ ও ভদ্র আচরণ করে।

এর পর জেসনরা গিয়ে উঠল অন্ধ রাজা ফিনেউসের রাজ্যে। রাজা তখন এক অশান্তিতে ভুগছিল। ফিনেউস জেসনদের সাদর আতিথ্য দান করে তার দুঃখের কথা সব বলল। হার্পি নামে দানবাকৃতি একদল বিরাট পাখি বড় অত্যাচার করছিল তার উপর। অন্ধ রাজা ফিনেউস যখনি কোন কিছু খেতে বসত তখনি কোথা থেকে একদল সেই ভয়ঙ্কর পাখি এসে তার সব খাবার হয় কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যেত অথবা নষ্ট করে দিত। ফলে রাজা এক

কণাও কিছু খেতে পেত না।

রাজা ফিনেউসের দুঃখের কথা শুনে দয়া হলো জেসনদের। তাদের দলে দুজন পক্ষবিশিষ্ট বীর ছিল। তারা রাজা ফিনেউসের খাবার সময় তার সামনে বসে রইল। হার্পির দল যেমনি রাজার খাবারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তেমনি সঙ্গে সঙ্গে জেসনের দলের সেই পাখাওয়ালা বীর দুজন তাদের তাড়া করে আকাশে উঠতে লাগল। তাদের এমনভাবে দূরে তাড়িয়ে দিয়ে গেল যে তারা পরে আর কখনো নেমে আসেনি ফিনেউসের রাজ্যে ; আর কখনো জ্বালাতন করতে সাহস পায়নি। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ জেসনদের দলের একটা উপকার করলেন রাজা। বললেন, এখান থেকে কিছুদূর যাওয়ার পর সমুদ্রের উপর ভাসমান দুটি বরফের পাহাড় দেখা যাবে। কিন্তু পাহাড় দুটি জীবন্ত এক রাক্ষসের মত। কোন জাহাজ সেখানে গেলেই পাহাড় দুটি উপরে নীচে ফাঁক হয়ে তাকে গিলে ফেলে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলবে। তাই সেই বরফের পাহাড় দুটিকে দূর থেকে দেখেই দ্রুত জাহাজ চালিয়ে জায়গাটা পার হয়ে যেতে হবে।

জেসনরা তা শুনে একটি ঘুঘু নিল তাদের জাহাজে। ঘুঘুটিকে যথাসময়ে উড়িয়ে দিয়ে তারা সেই বরফের পাহাড় দুটির অবস্থান জেনে নিল। তারপর অতি দ্রুত জাহাজ চালিয়ে জায়গাটা পার হয়ে সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেল সামান্য একটুর জন্য।

পন্টাস সাগরের উপকূল দিয়ে যেতে যেতে আবার এক রাজ্যে গিয়ে উঠল তারা। এ্যাকেরণ দ্বীপের মুখে তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল রাজা লাইকাস।

এই রাজ্যে তারা শুনল এক অদ্ভুত ঘটনার কথা। তারা শুনল ইউমন নামে এক ভবিষ্যদ্বক্তা বা জ্যোতিষ ছিল। সে অসংখ্য মানুষের ভাগ্য পরীক্ষা করে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা সব বলে দিত। কিন্তু সে তার নিজের ভাগ্যে কি আছে তা জানত না। তা না জানার ফলেই এক বন্য শূকরের দাঁতের তীক্ষ্ণ আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল তার দেহটা। এই রাজ্যেই জেসনদের জাহাজের টাইফিস নামে এক নাবিক অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে মারা যায়। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপারে আবার তাদের দু-এক দিন কেটে যায় সেখানে।

যতই এগিয়ে যায় তারা সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে একের পর এক করে কত বাধা বিপত্তি এসে পড়ে তাদের সামনে। সৌভাগ্যক্রমে আমাজনদের দ্বীপে তারা আটকে পড়ল। সে এক অদ্ভুত মেয়েদের রাজ্য। তাদের নাম আমাজন। এই আমাজনরা ছিল এক ভয়ঙ্কর নারীবাহিনী। যুদ্ধবিদ্যায় অস্বাভাবিকভাবে পারদর্শিনী। নারীসুলভ কোন কাজকর্মের থেকে তরবারি আর বর্শা চালনায় তারা ছিল বিশেষভাবে সুদক্ষ।

এরপর তারা চ্যালিবেসদের দ্বীপেও জাহাজ ভেড়াল না। চ্যালিবেস দ্বীপের লোকেরা পেশাগতভাবে কামারের কাজ করে। এদের কাজ হলো রণদেবতা এ্যারেসের জন্য অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করা।

এরপর তারা এক ঝাঁক বিরাটকায় পাখির দ্বারা আক্রান্ত হলো। এই সব পাখিদের নাম হলো স্টীমফ্যালিদেস। এই সব পাখিগুলো তাদের ধারাল পাখা দিয়ে জাহাজের নাবিকদের আঘাত করে জাহাজ চালনায় বিঘ্ন ঘটাতে লাগল। জেসনরা তখন কয়েকজন মিলে অস্ত্র হাতে নাবিকদের রক্ষা করতে লাগল। তারা তাদের ঢালের উপর বর্শাগুলো পিটিয়ে এমন প্রবল শব্দ করতে লাগল যে তা শুনে পাখিগুলো ভয়ে সরে গেল। জেসনরা তখন আর একটু দূরে গিয়ে এক দ্বীপের উপকূলে নিরাপদে নোঙর করল।

ওরা বুঝল ওদের গন্তব্যস্থলের কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা। সেখানে ওরা চারজন জাহাজডুবি নগ্ন যুবককে দেখতে পেল। পরে কথা বলে জানল ওরা হলো ফ্রিক্সাসের পুত্র। এই ফ্রিক্সাসই সোনার পশম সর্বপ্রথম কোলবিসে নিয়ে আসে। কিন্তু এখন রাজা ঈটিসের প্রহরায় আছে সেই সোনার পশম।

জেসন কৌশলে ফ্রিক্সাসের পুত্রদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করল। সে তাদের ভাল পোষাক আর খাবার দিল। তারা তাতে তুষ্ট হয়ে জেসনদের পথ দেখিয়ে রাজা ঈটিসের কাছে নিয়ে যেতে চাইল। তবে তাতে যে বিপদের সম্ভাবনা আছে সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিল তাদের। কারণ তারা জানে, যে সোনার পশমের উপর জীবন-মরণ নির্ভর করছে রাজা ঈটিসের সে পশম সহজে ছাড়বে না।

কিন্তু ফ্রিক্সাসের পুত্রচতুষ্টয় এটাও বুঝল যে এইসব গ্রীকবাসীরাও ছাড়বার পাত্র নয়, কারণ তারা বহু বিপদ ও চক্রান্তজাল ছিন্ন করে এখানে এসে পৌছতে পেরেছে। তাই তারা পথ দেখিয়ে তাদের আসল গন্তব্যস্থলের দিকে নিয়ে যেতে রাজী হলো।

আরো কিছুদুর যেতে হবে ওদের। আবার জাহাজ ছেড়ে দিল। ফ্রিক্সাসের ছেলেরা জাহাজ চালাতে লাগল। জেসনরা জাহাজের উপর দাঁড়িয়ে রইল। যেতে যেতে এক জায়গায় তুষারাচ্ছন্ন ককেশাস পর্বত হতে বন্দী প্রমিথিয়াসের আর্তনাদ শুনতে পেল ওরা। এই ককেশাস পাহাড়েরই কুয়াসাচ্ছন্ন এক বিশাল পাথরের উপর শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় বন্দীজীবন যাপন করছে প্রমিথিয়াস।

অবশেষে ওরা কোলবিসের ফেসিস নদীর ধারে গিয়ে উঠল। রাজা ঈটিসের প্রাসাদের দিকে আর গেল না। এই ফেসিস নদীর ধারেই আছে সেই গাছ যার একটি শাখায় ওদের বহু-আকাঙ্খিত সোনার পশম ঝোলানো আছে।

সহসা নদীর ধার থেকে দেখতে পেল ওরা ঘনসন্নিবিষ্ট গাছে ভরা গভীর-কালো ছায়ায় ঘেরা এক বিশাল বনভূমি। ওরা ভালভাবে সেই দিকে তাকিয়ে দেখল সেই বনভূমির মাঝে একটি জায়গায় একগুচ্ছ সোনার পশম সমস্ত বনান্ধকার ভেদ করে অনন্ত আগুনের মত জ্বলছে।

রাজা ঈটিসের প্রাসাদে জেসনরা না গেলেও তাঁর প্রাসাদের চূড়া থেকে ওদের দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। গতরাতে এক দুঃস্বপ্ন দেখে বিছানা ছেড়ে প্রাসাদের শীর্ষদেশের এক জায়গায় অনড় হয়ে বসে অতন্দ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে-ছিলেন কোলবিসের উপকূলের দিকে। এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছিল তাঁর সমস্ত প্রাণমন। তাঁর কেবলি মনে হতে লাগল তাঁর প্রাণ-বস্তুর যে রহস্য ঐ সোনার পশমের মধ্যে নিহিত আছে সে সোনার পশম হয়ত আর রক্ষা করতে পারবেন না। তাঁর দিন হয়ত ফুরিয়ে এসেছে। তবু মনের মধ্যে সব আশঙ্কা ও বৈরিভাব চেপে রেখে বিদেশী অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রাসাদ ছেড়ে কিছু দূর এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করলেন তিনি। রাজার সঙ্গে গেল তাঁর পুত্র আবসার্তাস আর দুই কন্যা—মিডিয়া আর ক্যালসিওপ। দুই মেয়ের মধ্যে মিডিয়া ছি ল অবিবাহিত আর ক্যালসিওপের বিয়ে হয়েছিল ফ্রিক্সাসের সঙ্গে। বিধবা ক্যালসিওপের চার পুত্রই পথ দেখিয়ে আনে জেসনদের।

এদিকে জেসনও রাজা ঈটিসের সঙ্গে দেখা করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল তাঁর প্রাসাদের দিকে। জেসনের সঙ্গে ছিল তার দলের অল্প কিছু লোক আর ফ্রিক্সাসের চার পুত্র। দলের বেশীর ভাগ লোক জাহাজেই রয়ে গেল।

মনের আসল কথা চেপে রেখে এক কৃত্রিম ভদ্রতার মুখোস পরে অতিথিদের প্রাসাদের অভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন রাজা ঈটিস। তাদের সম্মানে এক ভোজসভারও আয়োজন করলেন। কিন্তু তাদের খাওয়ার পর্ব শেষ না হতেই তাদের এখানে আসার কারণের কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

জেসন দেখল রাজার ছোট মেয়ে মিডিয়া তার দিকে সর্বক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। মনে কিছুটা লজ্জা পেলেও সে মুক্তকণ্ঠে তার আসল উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করল। তার যাত্রাপথের সব অভিজ্ঞতার নিখুঁত বিবরণ দান করল। অবশেষে দৃঢ়ভাবে তার সংকল্পের কথা জানিয়ে বলল, আমি এত দুঃখকষ্ট বিপদ আপদ সহ্য করেছি শুধু এই সোনার পশমের জন্য। এই সোনার পশম আমি চাই। আমার এত সব দুঃখকষ্টের এটাই হলো যোগ্য পুরস্কার।

কিন্তু সব কিছু শুনে রাগে লাল হয়ে উঠলেন রাজা ঈটিস। ভ্রূকুটি করে বললেন, বৃথাই তুমি এত সব দুঃখকষ্ট সহ্য করেছ। তোমার সংকল্প এক শিশুসুলভ প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। শোন বিদেশী, যদি সত্যি সত্যিই

এই অসাধারণ পুরস্কার লাভ করতে চাও তাহলে আরও অনেক যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে। প্রথমে ধারাল ক্ষুরওয়ালা একজোড়া অতিপ্রাকৃত ষাঁড়কে পোষ মানিয়ে তাদের দিয়ে লাঙল টানিয়ে চার একর পাথুরে জমি চাষ করতে হবে। সেই ষাঁড় দুটোর নাক দিয়ে সব সময় নিঃশ্বাসে আগুন ঝরে। তারপর এক বিষাক্ত ড্রাগনকে বধ করে তার অসংখ্য দাঁত জমিটাতে বীজ হিসাবে বপন করতে হবে। সেই বীজ হতে ফসল হিসাবে অনেক শত্রু বেরিয়ে আসবে। তারা তোমাকে হত্যা করার আগেই তাদের মেরে ফেলতে হবে তোমায়। এই সবকিছুই তোমাকে সম্পন্ন করতে হবে একদিনের মধ্যে সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্তের মধ্যে। যদিও বা এই সব কিছু করতে তুমি সমর্থ হও, তার পরেও তোমাকে সেই ভয়ঙ্কর সাপটিকে বধ করতে হবে যা দিনরাত পশমগুলিকে পাহারা দিচ্ছে।

শুনতে শুনতে নিমেষে শীতল হয়ে গেল জেসনের উদ্যমের সমস্ত উত্তাপ। তার মনে হলো এ কাজ কোন মরণশীল মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়। কিন্তু মনে তার ভয় হলেও সে ভয়ের কোন চিহ্ন মুখের উপর প্রকাশ করল না। বিশেষ করে দেবী হেরা আর তার নিজের শক্তির উপর অপরিসীম বিশ্বাস তার মনটাকে শক্ত করে তুলল মুহূর্তমধ্যে। সে রাজাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিল, এ কাজ সে সম্পন্ন করবে। এ অভিযানে সে সফল হবেই। এখন রাত্রি ; সুতরাং পরের দিন সকাল থেকেই শুরু করে দেবে তার নির্দিষ্ট কাজ।

সব কিছু ঠিক করে রাত্রির মত বিশ্রাম করার জন্য তার জাহাজে ফিরে গেল জেসন। শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়ল। জেসন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেও রাজপ্রাসাদে কয়েকজন ঘুমোতে পারল না তার জন্য। তার কথা ভাবতে লাগল। রাজার বড় মেয়ে ক্যালসিওপ ভাবতে লাগল জেসন যদি এ কাজ না পারে তাহলে তার বাবা জেসনের দলের সব গ্রীকদের হত্যা করবে এবং তার চার পুত্র তাদের পথ দেখিয়ে এনেছে বলে তাদেরও হত্যা করবে।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল ক্যালসিওপের মাথায়। তার বোন মিডিয়া যাদু জানে। যাদুবিদ্যায় সে পারদর্শিনী। এই মিডিয়া যদি জেসনকে সাহায্য করে তাহলে অবশ্যই এ কাজে সফল হবে জেসন।

এদিকে মিডিয়াও মনে মনে ভাবছিল জেসনের কথা। সেও ঐ একই কথা ভাবছিল। ভাবছিল সে সাহায্য করলে জেসন অবশ্যই সফল হবে। তাই ক্যালসিওপ তাকে এ বিষয়ে অনুরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল সানন্দে। আর জেসনের সাফল্য মানেই তার জয়, কারণ জেসনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সে ভালবেসে ফেলেছে।

রাত্রি গভীর হলে প্রাসাদ থেকে একটা ওড়না চাপা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল মিডিয়া। বনের মধ্যে গিয়ে কতকগুলো বিরল গাছগাছড়া ও গাছের শিকড়

তুলে তাই দিয়ে এক নির্যাস তৈরি করল। এই নির্যাস জেসনকে একটি দিনের জন্য সমস্ত আঘাত থেকে রক্ষা করে যাবে। কোন আঘাত শত মারাত্মক হলেও তার প্রাণহানি করতে পারবে না।

সব কিছু ঠিক করতে ভোর হয়ে গেল। তবে তখনো ভাল করে ফর্সা হয়নি। মিডিয়া নদীকূলে জেসনের কাছে গিয়ে দেখল জেসন তখন সবেমাত্র উঠেছে ঘুম থেকে। মিডিয়া অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে বলল, তুমি কি সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে সত্যিই ঝাঁপ দেবে ?

জেসন উত্তর করল, মৃত্যুকে ভয় করলে এত কষ্ট করে এত দূরে এই কোলবিসে কখনই আসতাম না।

মিডিয়া তখন বলল, তবে জেনে রেখো শুধু সাহস আর বীরত্ব দিয়ে এ কাজ সম্ভব নয়। যাই হোক, তুমি জানবে এ দেশে তোমার একজন হিতাকাঙ্খী বন্ধু আছে।

মিডিয়ার মুখ না দেখতে পেলেও জেসন বুঝল এ কণ্ঠধ্বনি মিডিয়ার। রাজকন্যা মিডিয়াই তার সেই হিতাকাঙ্খিনী বন্ধু। গতকাল ভোজসভায় তার এক-জোড়া কালো চোখের নীরব নিষ্পলক দৃষ্টির নিবিড়তার মধ্যে এক গভীর ভালবাসা খুঁজে পেয়েছে জেসন। তার আত্মবিশ্বাস এতে আরো বেড়ে গেল।

মিডিয়া তার সব কিছু বুঝিয়ে দিল। বুঝিয়ে দিল কিভাবে কি করতে হবে। কিভাবে সে একটি দিনের মধ্যে রাজার দ্বারা নির্দিষ্ট সব কাজ সম্পন্ন করে অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসতে পারবে। এটা একমাত্র তারই সাহায্যে সম্ভব। ফিস ফিস করে জেসনের কানে কানে সব কথা বলে তার হাতে সেই নির্যাসের শিশিটা দিয়ে দ্রুত সেখান থেকে চলে গেল মিডিয়া। তখন দিনের আলো ফুটে উঠতে শুরু করেছে।

মিডিয়া রাজপ্রাসাদে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে স্নান সেরে নিল জেসন। তারপর পা হতে মাথা পর্যন্ত সারা গায়ে মিডিয়ার দেওয়া নির্যাস মাখল ভাল করে। মাথার পর তার ঢাল, শিরস্ত্রাণ, বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্রতেও মাখিয়ে দিল তা।

প্রথমে শত্রুকন্যা মিডিয়ার কথার সত্যতা আংশিকভাবে পরীক্ষা করে নিল জেসন। জেসন তার দলের সবচেয়ে বড় বড় বীরদের সবচেয়ে তীক্ষ্ণ তরবারি দিয়ে তার ঢাল ও বর্মের উপর আঘাত হানতে বলল। কিন্তু তারা কেউ শত আঘাত বা চেষ্টাতেও তার দেহের বা তার ঢাল ও অস্ত্রশস্ত্রের কোন ক্ষতিই করতে পারল না।

জেসন বুঝল মিডিয়ার সব কথাই ঠিক। সে হয়ে উঠেছে সব দিক দিয়ে অজেয় ও অপ্রধৃষ্য। এরপর সে তার কথামত রাজার কাছে চলে গেল। রাজা তাকে প্রস্তুত দেখে বললেন, এখনো অনুশোচনা জাগেনি তোমার মনে ?

আমি ভেবেছিলাম তুমি রাতের মধ্যেই তোমার সব লোকজন নিয়ে দেশে পালিয়ে যাবে। যাই হোক, তোমাকে আর একবার ভেবে দেখতে বলছি। আমি চাই না, তোমার মত একজন বিদেশী যুবক এভাবে অকালে অকারণে প্রাণত্যাগ করুক।

জেসন দৃঢ়তার সঙ্গে স্বল্প কথায় উত্তর দিল, এখনো আকাশে সূর্য ওঠেনি ; আমি প্রস্তুত।

আর কথা না বাড়িয়ে রাজা জেসনকে সঙ্গে করে সেই মাঠে নিয়ে গেলেন, গোটা মাঠটাই যেন শক্ত পাথর দিয়ে গড়া। জেসন নির্ভয়ে মাঠের মাঝখানে গিয়ে তার সব অস্ত্রশস্ত্র ও শিরস্ত্রাণ মাঠের উপর রেখে দিল। তারপর পোষাক খুলে রেখে একেবারে নগ্ন দেহে শুধু ঢালটা হাতে নিয়ে দাঁড়াল। মাঠের বাইরে এক বিরাট জনতা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সব কিছু দেখতে লাগল। তাদের সামনে রাজা ঈটিস এবং রাজকন্যা মিডিয়াও ছিল।

সেই মাঠের মাটির ভিতর থেকে অদৃশ্য অতিপ্রাকৃত ষাঁড় জোড়াটির ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা যাচ্ছিল। জেসন তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে ষাঁড়দুটি আপনা থেকে সহসা যেন মাটির ভিতর থেকে আবির্ভূত হলো। নাসারন্ধ্র থেকে আগুন ঝরাতে ঝরাতে লোহার শিং উঁচিয়ে তেড়ে এল জেসনের দিকে। জেসন তখন শুধু তার ওষুধ মাখানো চকচকে ঢালটি তুলে ধরল তাদের সামনে। তারপর তারা কিছুটা শান্ত হলে তাদের শিং ধরে একে একে বশ করে লাঙ্গল জুড়ল তাদের দিয়ে।

দুপুর হতে না হতেই গোটা পাথুরে জমিটা গভীরভাবে কর্ষণ করে ফেলল জেসন। তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন রাজা ঈটিস। তিনি দেখলেন নির্দিষ্ট কাজের অর্ধেকটা হয়ে গেছে।

এরপর রাজা ঈটিস একটা টুপীতে করে একটা ড্রাগনের একরাশ দাঁত এনে দিল জেসনকে। সেইগুলো চষা মাটিতে ছড়িয়ে দিতে হবে জেসনকে বীজ হিসাবে।

জেসন সেই বীজ জমিতে ছড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা মাঠ শত্রুসৈন্যে ভরে গেল। জেসন তখন একটা বড় পাথর তাদের উপর ফেলে দিল। তখন তারা নিজেদের মধ্যেই মারামারি কাটাকাটি করতে লাগল। জেসনকে কিছুই করতে হলো না। সূর্য অস্ত যেতে না যেতে দেখা গেল সারা মাঠ লাল রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী মুখ বার করে সেই সব অপ্রাকৃত শত্রুসৈন্যদের গ্রাস করে ফেলল। আবার সেখানে সবুজ ঘাস গজিয়ে উঠল।

জেসনের এই বিরল কৃতিত্ব দেখে ভয় পেয়ে গেলেন রাজা ঈটিস। তাঁর মুখখানা কালো হয়ে উঠল। এমন সময় তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে জেসন নার পশম দাবি করল। বলল, আমি আপনার কথামত সব কাজ সম্পন্ন

করেছি। এবার আমাকে সোনার পশম দিন।

রাজা ঈটিস রূঢ়ভাবে বললেন, এ বিষয়ে কাল কথা বলব। এই বলে প্রাসাদে চলে গেলেন রাজা ঈটিস। জেসনরাও সদলবলে বিজয়গর্বে উল্লাস করতে করতে তাদের জাহাজে চলে গেল।

রাত্রি হবার একটু পরে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে গ্রীকদের জাহাজে ব্যস্ত হয়ে চলে এল মিডিয়া। হাঁপাতে হাঁপাতে জেসনকে বলল, আগামী কাল সকাল হতেই তোমাদের আক্রমণ করবেন বাবা। উনি সৈন্য সংগ্রহ করছেন। কালই তোমাদের আক্রমণ করে ছত্রভঙ্গ করে দেবেন। সোনার পশম যদি পেতে চাও তাহলে আজ এখনি তা পাবার চেষ্টা করো। তা না হলে আর কখনো পাবে না। আমি নিজে তোমাকে সেই কুঞ্জবনে নিয়ে যাব। সেই প্রহরারত সর্পকে আমি কৌশলে ঘুম পাড়িয়ে রাখব। সোনার পশম নিয়ে আগামীকাল সূর্য ওঠার আগেই চলে যেতে হবে তোমাদের।

জেসন সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করল মিডিয়ার কথা, কারণ তার সততার পরিচয় সে আগেই পেয়েছে। জেসন তাই একাই বেরিয়ে পড়ল মিডিয়ার সঙ্গে। তার দলের লোকদের বলে গেল, তারা যেন সব তৈরি হয়ে থাকে। সে সোনার পশম নিয়ে এলেই জাহাজ ছেড়ে দেওয়া হবে।

মিডিয়ার সঙ্গে তাঁর একমাত্র ভাই আবসার্তাসও এসেছিল। সেও জেসনের সঙ্গে গেল। ওরা যখন সেই অন্ধকার বনভূমিতে গেল রাত্রি তখন দুপুর। বনভূমিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা সেই প্রহরারত সাপের গর্জন শুনতে পেল। সাপটা মুখ খুলে হাঁ করতেই তার থেকে বিষাক্ত একটা দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসছিল।

মিডিয়া সাপটার কাছে মন্ত্রের মত একটা গান গাইতে লাগল। সাপটা হাঁ করতেই তার মধ্যে একটা গাছগাছড়ার তৈরি ওষুধ ঢেলে দিল কিছুটা। গাছের ফাঁক দিয়ে ছড়িয়ে পড়া চাঁদের আলোয় সাপের গাটা চকচক করছিল।

মিডিয়া তখনো গান গাইছিল। সেই মন্ত্রবৎ গানের শব্দে মুগ্ধ হয়ে কুণ্ডলি ছাড়িয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সাপটা। তার সব গর্জন স্তব্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে। জেসন যখন দেখল সাপটা নিঃশব্দ ও নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে, তার কুণ্ডলি আর সোনার পশমগুচ্ছকে জড়িয়ে নেই তখন সে গাছের ডাল থেকে ছাড়িয়ে নিল সোনার পশম।

মিডিয়া তৎক্ষণাৎ চিৎকার করে জেসনকে বলল, পালিয়ে যাও। কারণ একটু পরেই ঘোরটা কেটে গেলে সাপটা জেগে উঠবে।

জেসনও সোনার পশম হাতে নিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়ল। কালবিলম্ব না করে জাহাজের দিকে এগিয়ে চলল। কিন্তু তাকে পিছন ফিরে একবার ডাকল মিডিয়া। জেসন তার কাছে এলে বলল, তুমি তোমার বাড়ি ফিরে

যাচ্ছ। যাচ্ছ তোমার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়পরিজনের কাছে। কত সৌভাগ্য ও সম্মান অপেক্ষা করে আছে তোমার জন্ম। কিন্তু আমার সর্বনাশ। ক্রুদ্ধ পিতা যখন জানতে পারবে একজন বিদেশীকে সোনার পশম লাভ করার সব রহস্য বলে দিয়েছি তখন আমার মত এক হতভাগিনী কুমারীর মৃত্যু ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকবে না।

জেসন সঙ্গে সঙ্গে বলল, যার জন্ম তুমি এত কিছু করেছ, এমন বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেছ, সে আর বিদেশী নয় তোমার কাছে। তুমিও আমার সঙ্গে আমার দেশে চল মিডিয়া। তোমার সাহায্য না পেলে আমাকে বুকভরা অপমান নিয়ে দেশে ফিরতে হত। আমি তাহলে এমন দুটি অমূল্য রত্ন নিয়ে দেশে ফিরব যার জন্ম আমার প্রতি ঈর্ষান্বিত হবে সারা গ্রীসদেশের লোক। বল মিডিয়া, আমার এই সৌভাগ্যে তুমিও অংশগ্রহণ করবে কি না?

এ কথার কোন উত্তর দিল না মিডিয়া। কোন কথা বলল না। কিন্তু তার কুমারী জীবনের অখণ্ড অন্তরের যে নীরব নিরুচ্চার সম্মতি তার মুখে স্পষ্ট ফুটে উঠল আর তা বুঝতে কষ্ট হলো না জেসনের। জেসনও তখন আর কোন কথা না বলে একটি হাতে সোনার পশম আর একটি হাতে মিডিয়াকে ধরে এগিয়ে চলল তাদের জাহাজের দিকে।

এদিকে জেসন আর মিডিয়ার সঙ্গে তার ভাই আবসার্তাসও চলল। সে তার দিদি মিডিয়াকে খুব ভালবাসত। তাই মিডিয়ার আঁচল ধরে এগিয়ে চলল সে মিডিয়ার সঙ্গে। মিডিয়া যেখানে যাবে সেও যাবে। ওরা তাই বাধা দিল না তাকে।

ওরা যখন জাহাজে গিয়ে উঠল তখন সবেমাত্র ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। জেসনের হাতে সোনার পশম দেখার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল জাহাজের লোকরা। তারা এত জোরে চিৎকার করে উঠল যে সে চিৎকারধ্বনি যেন সমস্ত কোলবিসের লোক শুনতে পেল।

আর দেরি না করে জাহাজের নোঙর করা দড়িগুলো কেটে দিল জেসন। সঙ্গে সঙ্গে রশ্মিমুক্ত অশ্বের মত ছুটে যেতে লাগল তাদের জাহাজটা। পূবের সেই উপকূল থেকে অনেক দূরে চলে গেল জাহাজটা।

সকাল হতে না হতেই ঘুম থেকে জেগে উঠলেন রাজা ঈটিস। তাঁর পরিকল্পনা তিনি আগে থেকেই খাড়া করেছিলেন। সৈন্যও প্রায় সব যোগাড় হয়ে গেছে। আজই সকালে জেসন বা তার দলের লোকরা সোনার পশমের জন্ম কিছু দাবি জানানোর আগেই অতর্কিতে আক্রমণ করতে হবে তাদের। তাদের এই বিরাট দুঃসাহসের সৌধটাকে ভেঙে চুরমার করে দিতেই হবে।

যে সংকল্প সেই কাজ। সঙ্গে সঙ্গে রাজা ঈটিসের অসংখ্য রণতরী সমুদ্রে নেমে তীরবেগে ছুটে চলল জেসনদের জাহাজের সন্ধানে। রাজা ঈটিসের রণতরীগুলিকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে জেসনের নাবিকরা তাদের জাহাজের

বেগ বাড়িয়ে দিয়ে খুব জোরে দাঁড় টানতে লাগল। সব পালগুলো খাটিয়ে দিল। আর হার্কিউলেসের অভাব তারা হাড়েহাড়ে বুঝতে পারল।

রাজা ঈটিসের রণতরীগুলো ক্রমশঃ আরো কাছে এসে গেল জেসনদের। জেসনরা তখন দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। তাদের এক ভাগ দাঁড় টানতে লাগল আর এক ভাগ জাহাজের উপর অস্ত্র হাতে পাহারা দিতে লাগল রাজা ঈটিসের লোকরা যাতে হঠাৎ তাদের আক্রমণ করতে না পারে।

এদিকে মিডিয়া ভয় পেয়ে গেল সবচেয়ে বেশী। কারণ সে ভাবল তার বাবা রাজা ঈটিস যদি একবার তাকে ধরতে পারে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করবেন তাকে। তাই সে প্রাণপণ চেষ্টায় নাবিকদের উৎসাহ দিতে লাগল। জাহাজের গতিবেগ বাড়াবার জন্য বারবার অনুরোধ করতে লাগল।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। মিডিয়া দেখল রাজা ঈটিস নিজে যে জাহাজটায় চেপে ছিলেন সেই জাহাজ ওদের জাহাজের খুব কাছে এসে পড়েছে। সে তার বাবার ভয়ঙ্কর মুখখানা দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট। তাঁর শাসানি আর তর্জনগর্জনও শুনতে পাচ্ছে।

মিডিয়া যখন দেখল তার বাবার নাগালের বাইরে পালাবার আর কোন উপায় নেই তখন এক নিষ্ঠুর ও জঘন্য উপায় অবলম্বন করল। তখন সে তার ভাই আবসার্তাসকে জোর করে ধরে নিজের হাতে তাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল। কারণ মিডিয়া জানত এইভাবে তার বাবার চোখের সামনে তার ভাইকে ফেলে দিলে তার ভাইএর বিধিমত অন্ত্যেষ্টির জন্য মৃতদেহটার অনুসন্ধান করবেন তার বাবা এবং এই অনুসন্ধানকার্যের জন্য অনেক দেরি হবে। আর সেই অবসরে অনেক দূরে চলে যেতে পারবে তাদের জাহাজ। অন্য কোন উপায় না দেখে এ কাজ না করে পারল না মিডিয়া।

মিডিয়া যা ধারণা করেছিল তাই হলো। তার বাবার জাহাজটা পিছিয়ে গেল অনেক। এইভাবে জেসনের আর্গস জাহাজটা পার্থিব বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে গেল বটে, কিন্তু এক প্রচণ্ড ঝড়ের মাধ্যমে তার উপর নেমে এল স্বর্গস্থ দেবতাদের রোষ। মিডিয়ার এই নারকীয় কাজটাকে কোন দেবতাই সমর্থন করতে পারলেন না। এমন কি জেসনের হিতাকাঙ্খিনী দেবী হেরাও তা পারলেন না। জাহাজটা প্রবলভাবে বড় বড় ঢেউএর উপর দুলতে লাগল। জাহাজের নাবিকরা কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারল না। একমাত্র মিডিয়া তার অতিপ্রাকৃত শক্তির দ্বারা জাহাজটাকে কোনমতে রক্ষা না করলে তা পথ হারিয়ে এদিকে সেদিকে যেতে গিয়ে ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত। আবসার্তাসের মৃত্যুর জন্য যে দেবরোষ নেমে এসেছিল ওদের উপর তা কাটাবার জন্য ওরা অনেক পশু বলি দিল দেবতাদের উদ্দেশ্যে। অনেক পূজো দিল। কিন্তু তাতেও বিশেষ কোন ফল হলো না। দেশে পৌঁছবার আগে অনেক ঘুরে বেড়াতে হলো ওদের দূর সমুদ্রে। অনেক

পাহাড় ও মরু-অঞ্চল পার হতে হলো ওদের।

অবশেষে ওরা ভূমধ্যসাগরে এসে উঠল। এখান থেকে আবার যাত্রা শুরু করতে হবে ওদের গ্রীসদেশে যাবার জন্য। কতবার কত বিপদের মধ্যে পড়ল তারা। কত দৈত্যদানবের দেশ পার হলো ওরা। কিন্তু তখন মিডিয়া তার অসাধারণ যাদুবিদ্যার দ্বারা সব বিপদ কাটিয়ে উঠল। একবার ওরা উঠল লিবিয়ার মরু অঞ্চলে। সেখানে উপকূলে জল এত অগভীর যে আধভাঙা জাহাজটাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতে হলো ওদের।

কোন রকমে জাহাজটাকে মেরামৎ করে আবার রওনা হলো ওরা। অবশেষে ওরা ক্রীটে পৌঁছল। সেখানে কিছুটা যেতেই ওরা দ্বীপ পেল। ওদের তখন দারুণ ক্ষুধা ও পিপাসা পেয়েছিল। কিছু পানাহারের জন্য ওরা দ্বীপে গিয়ে উঠল। কিন্তু ওরা দেখল জনবসতিহীন গোটা দ্বীপটাই একটা বিশালকায় দৈত্যের অধীনে। উপকূলে একটা পাহাড়ের উপর থেকে দিনরাত পাহারা দেয় দৈত্যটা। দেখে কেউ দ্বীপের মধ্যে ঢুকছে কি না। দৈত্যটার নাম তালাস।

সেই অদ্ভুত দৈত্যটার গোটা দেহটা তপ্ত পিতল দিয়ে তৈরি। কারো কোন অস্ত্র তার গায়ে আঁচড় কাটতে পারে না। একমাত্র তার এক পায়ের গোড়ালির কাছটায় নরম মাংস ছিল। যখনি জেসনরা দ্বীপটায় নেমে জল বা গাছের কোন ফল খেতে যাচ্ছিল তখনি তালাস সেই পাহাড়ের উপর বড় বড় পাথর ফেলে তাদের আঘাত করছিল।

অবশেষে মিডিয়া নেমে এল জাহাজ থেকে। সে তার যাদুমন্ত্রটা গানের মত গেয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল তালাসকে। তারপর তার সেই গোড়ালির কাছে দুর্বল অংশটায় আঘাত করে এমন একটা ক্ষত করল যার মধ্য দিয়ে তার দেহের সব রক্ত বার হয়ে গেল। তার প্রাণহীন দেহটা নিথর নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল।

এইভাবে বছরের পর বছর কেটে গেল। অবশেষে একদিন তারা যখন তাদের জন্মভূমি আওলকসে এসে উঠল তখন তাদের দেখে চিনতেই পারছিল না তাদের আত্মীয় পরিজনরা। এই কয়বছরেই তারা যেন বুড়ো হয়ে গেছে। অত্যধিক পরিশ্রম আর দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের চাপে দেহমন দুটোই ভেঙে পড়েছিল তাদের। সে যাই হোক, জেসনের হাতে সোনার পশম দেখার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল আওলকসের জনগণ। সমস্ত শহরের লোক সমবেত হলো ওদের সামনে।

এদিকে রাজা পেলিয়াস তখন বৃদ্ধ হলেও মন থেকে রাজ্যলিপ্সা দূর হয়নি। জেসন তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেও পেলিয়াস তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল না। সে তার বার্ধক্যজনিত অশক্ত দুর্বল হাত দিয়ে রাজদণ্ডটিকে ধরে রইল এক অবৈধ অন্যায় আসক্তির সমস্ত নিবিড়তা দিয়ে।

জেসন কিন্তু কোন জোর করল না তার কাকার উপর। সে এত কষ্ট করে সোনার পশম আনলেও তার কাকা যখন তাকে রাজ্য ছেড়ে দিল না তখনও সে কোন জোর করল না।

কিন্তু মিডিয়া এত সহজে ছাড়বার পাত্রী নয়। পেলিয়াসের থেকে সে বেশী ধূর্ত। পেলিয়াসকে হত্যা করার সে এক কৌশলপূর্ণ চক্রান্ত করল। মিডিয়াকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পেলিয়াসও অবশ্য বুঝতে পেরেছিল সে সাধারণ মেয়ে নয়। মিডিয়া প্রথমে পেলিয়াসের মেয়েদের বলল সে তাদের বৃদ্ধ বাবাকে তার যৌবন ফিরিয়ে দিতে পারবে যদি তারা তার কথামত চলে। কথাটা শুনে খুশি হলো পেলিয়াস। বার্ধক্যের সব যন্ত্রণা হতে মুক্ত হয়ে অফুরন্ত অনন্ত রাজ্যসুখ ভোগ করে যাবে—এর থেকে ভাল কথা আর কিছু হতে পারে না। পেলিয়াসের মেয়েরাও রাজী হয়ে গেল মিডিয়ার কথায়।

মিডিয়া প্রথমে অদ্ভুত একটা কাজ করল। পেলিয়াসের মেয়েদের সামনে একটা বিরাট কড়াইএ জল ঢেলে উনোনের উপর চাপিয়ে দিল। তার মধ্যে কিছু গাছগাছড়ার ওষুধ ফেলে দিল। তারপর একটি বৃদ্ধ ভেড়াকে তার মধ্যে ফেলে দিল। সেই ফুটন্ত গরম জলে ভেড়াটিকে অনেকক্ষণ সিদ্ধ করার পর তাকে একটি তরুণ মেষশাবকে পরিণত করল মিডিয়া। তার এই কাজ দেখে এক অপার বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে উঠল সকলে।

তখন মিডিয়া পেলিয়াসের মেয়েদের বলল, তোমরা যদি তোমাদের বাবাকে নবযৌবন দান করতে চাও, তাহলে আমার মত ঠিক এইভাবে একটি বড় কড়াইএর মধ্যে জল গরম করে সেই ফুটন্ত জলের মাঝে তোমাদের বাবাকে ফেলে দিয়ে খুব করে ফুটিয়ে নেবে। তারপর দেখবে তোমাদের বাবা নবযৌবন লাভ করেছে।

মিডিয়ার কথায় বিশ্বাস করল। তারাও তাদের বাবাকে বুঝিয়ে রাজী করিয়ে এক কড়াই ফুটন্ত জলে তাদের বাবাকে জোর করে তার মধ্যে ফেলে দিয়ে খুব বেশী করে জাল দিয়ে সিদ্ধ করল। কিন্তু হায়, অনেকক্ষণ ধরে সিদ্ধ করা সত্ত্বেও তাদের বাবার প্রাণহীন দেহটার মধ্যে প্রাণসঞ্চার হলো না। নবযৌবন ত দূরের কথা। পেলিয়াসের মেয়েরা তখন কাঁদতে কাঁদতে মিডিয়াকে কাতরভাবে অনুরোধ করল, তুমি আমাদের বাবাকে বাঁচিয়ে দাও। আর কিছু করতে হবে না। যৌবন ফিরিয়ে দিতে হবে না।

কিন্তু মিডিয়ার মুখে ফুটে উঠেছে এক জয়ের হাসি। সঙ্গে সঙ্গে সে রাজা পেলিয়াসকে মৃত বলে ঘোষণা করে সিংহাসনে জেসনকে বসাতে চাইল। কিন্তু জেসন এই হীন উপায়ে সিংহাসন লাভ করতে চাইল না। তখন মিডিয়া জেসনের বাবা ঈসনকে তার যৌবন ফিরিয়ে দিয়ে, তাঁকে সিংহাসনে বসাল এবং তিনি দীর্ঘদিন রাজ্যসুখ ভোগ করেন।

এদিকে জেসনের কি মনে হলো সে রাজ্য ছেড়ে দূরে চলে গেল। ঘুরতে

ঘুরতে কোরিনথে গিয়ে সেখানকার রাজকন্যার প্রেমে পড়ল। জেসন ছিল প্রকৃত বীর। তার চরিত্রে কপটতার কোন স্থান ছিল না। কোরিনথের রাজা তাঁর কন্যার সঙ্গে জেসনের বিয়ে দিতে চাইলেন। রাজকন্যাও তাকে বিয়ে করতে চাইল। জেসন বিয়ে করল বটে কিন্তু তার স্ত্রী মিডিয়ার কথাটা গোপন করল না। সে ঠিক করল রাজকন্যাকে সে বিয়ে করলেও মিডিয়া হবে তার দ্বিতীয়া স্ত্রী। তাই সে দেশে ফিরে সরল মনে মিডিয়াকে সব কথা বলল। সব শুনে আপাতত সেকথা মেনে নিল মিডিয়া। কিন্তু তার মনের আসল কথাটা প্রকাশ করল না মুখে। সে একটা দামী পোষাক রাজকন্যার জন্য পাঠিয়ে দিল।

কিন্তু সে পোষাক এমনই ভয়ঙ্কর যে রাজকন্যা তা পরার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত গায়ে আগুন লেগে গেল। পোষাকটা এমনভাবে তার গায়ের চামড়ার সঙ্গে বসে গেল যে কেউ তা খুলতে পারল না। অথচ যেই রাজকন্যার সেই পোষাকে হাত দিয়ে ছুঁল সেই মারা গেল। মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন কোরিনথের রাজা।

রাগে দুঃখে জেসন মিডিয়াকে হত্যা করার জন্য বাড়ি ফিরে দেখে তার তিনটি শিশুসন্তানকে নিজের হাতে হত্যা করেছে তার যাদুকরী স্ত্রী। জেসন তাকে কোন শাস্তি দেবার আগেই একটি রথে করে শূন্যে উঠে পড়ল। সে রথটি দুটি ড্রাগনে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

মনের দুঃখে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল জেসন। কিন্তু আর সমুদ্রভ্রমণে বার হলো না। শহরের লোক প্রায়ই দেখতে পেত তার প্রিয় আর্গস জাহাজটিকে কূলে দাঁড় করিয়ে রেখে জেসন ঘাটের কাছে একা একা চুপচাপ বসে থাকত। আর দেবী হেরার কাছে শুধু মৃত্যুকামনা করত।

অবশেষে একদিন সেই আকাঙ্খিত মৃত্যু লাভ করে সমস্ত জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা হতে মুক্তিলাভ করে জেসন।

অর্ফিয়াস ও ইউরিডাইস

অর্ফিয়াসের জন্ম এই পৃথিবীর মাটিতে হলেও সাধারণ মানবীর গর্ভে তার জন্ম হয়নি। তার জন্ম হয় কাব্যকলা ও সঙ্গীতবিদ্যার অন্যতমা অধিষ্ঠাত্রী দেবী মিউজ ক্যালিওপের গর্ভে। অর্ফিয়াস ভূমিষ্ঠ হয় থ্রেস দেশের অন্তর্গত রোডোপ পর্বতে। অর্ধমানব ও অর্ধদেবতা অর্ফিয়াস ছিল সঙ্গীতবিদ্যায় জন্মসিদ্ধ পুরুষ। সঙ্গীতবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং মিউজ তাকে যে শিক্ষা দান করেন তাতেই সে প্রথাগত সাধনা ছাড়াই অসাধারণ ও অস্বাভাবিকভাবে পারদর্শী হয়ে ওঠে এ বিদ্যায়।

বেশীরভাগ সময় স্বর্গলোক অলিম্পাসে ঘুরে বেড়িয়ে দেবতাদের গান গেয়ে শোনাত অর্ফিয়াস। কিন্তু দেবলোকের প্রিয় হলেও মর্ত্যভূমিকে কোনরকম অবজ্ঞা করত না অর্ফিয়াস। স্বর্গ থেকে তাই প্রায়ই সে নেমে আসত পার্ণেসাস পর্বতসংলগ্ন উপত্যকাভূমিতে আর পবিত্র হেলিকন ঝর্ণার ধারে।

অর্ফিয়াসের বীণাটি ছিল সোনার। এ বীণা এ্যাপোলো তাকে দান করেন। সেই সোনার বীণা বাজাতে বাজাতে অর্ফিয়াস যখন গান গাইত তখন বনের পশুরা তাদের স্বভাবগত হিংস্রতা ভুলে গিয়ে পোষ মেনে অর্ফিয়াসের চারদিকে ভিড় করে দাঁড়াত। প্রবহমান নদীর সমস্ত স্রোত থেমে যেত। এমন কি অর্ফিয়াসের গান শুনে অচল পাহাড় ও গাছপালাগুলোও সচল হয়ে উঠত।

শুধু গায়ক নয়, বীর হিসাবেও খ্যাতি ছিল অর্ফিয়াসের। জেসন যে সব বীরদের নিয়ে দল গঠন করে কোলবিসে সোনার পশম আনতে যায় সেই সব বীরের মধ্যে অর্ফিয়াসও ছিল।

এই অর্ফিয়াস ইউরিডাইস নামে এক সুন্দরী ও নৃত্যপটীয়সী মেয়েকে ভালবাসে। অর্ফিয়াস তাকে বিয়েও করে। কিন্তু তাদের এ মিলন স্থায়ী হয়নি। বিয়ের দিন যখন ইউরিডাইস নাচ দেখাচ্ছিল তখন এক বিষধর সাপ এসে তার পায়ে কামড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করে ইউরিডাইস।

এবার এক সকরুণ শোকসঙ্গীতে ফেটে পড়ল অর্ফিয়াস। শোকের বিলাপ আর সঙ্গীতের বাণী এক হয়ে মিশে গেল তার সুরধারার মধ্যে। গান গাইতে গাইতে তার স্ত্রীর মৃতদেহটাকে কবরের দিকে একা একাই নিয়ে যেতে লাগল অর্ফিয়াস। মনে মনে ঠিক করল তার প্রিয়তমা স্ত্রী ইউরিডাইসকে ছেড়ে সে বাঁচতে পারবে না। তাই সে তার মৃত স্ত্রীর আত্মার সঙ্গে নরকে যাবে। যে মৃত্যুপুরীতে কোন মানুষ সশরীরে যেতে পারে না সেখানে সে যাবে এবং তার স্ত্রীর কাছে একসঙ্গে থাকবে।

এত শোকদুঃখের মাঝেও এক মুহূর্তের জন্যও গান ছাড়েনি অর্ফিয়াস। মৃত্যুপুরীর অন্ধকার সীমানার মধ্যে ঢুকে কিছুদূর গিয়ে স্টাইক্স নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়াল অর্ফিয়াস। কালো জলে ভরা এই স্টাইক্স নদীই এক অনতিক্রম্য ব্যবধান রচনা করেছে জীবজগৎ ও মরজগতের জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে। শারণ হচ্ছে এই নদী পারের মাঝি। এই নদী পার হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পূর্বজীবনের সব কথা ভুলে যায়। নরকের নদীর মাঝি শারণ কখনো কোন জীবিত মানুষকে পার করে না। কিন্তু অর্ফিয়াসের গান শুনে এমনই মুগ্ধ হয়ে গেল শারণ যে সে সব নিয়ম ভুলে অর্ফিয়াসকে পার করে দিল। নদী পার হওয়ার পরই অর্ফিয়াস দেখল প্লুটোর রাজ্যের প্রবেশদ্বারের সুকঠিন লৌহদ্বার রুদ্ধ তার সামনে। অর্ফিয়াসের মধুর গানের সুর নিষ্প্রাণ জড়পদার্থের মধ্যেও প্রাণসঞ্চার করত। কঠিন জড়পদার্থেরাও মুগ্ধ হয়ে শুনতো তার গান।

সহানুভূতি দেখাত তার সুখে দুঃখে।

অর্ফিয়াসের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে লোহার কপাট আপনা থেকে খুলে গেল। তারপর তিনমাথাওয়ালা নরকের প্রহরীও কোনরূপ বাধা না দিয়ে পথ করে দিল অর্ফিয়াসকে।

এইভাবে অবাধে মৃত্যুপুরীর মাঝে প্রবেশ করল অর্ফিয়াস। মৃতদের মাঝখানে জীবিত অবস্থাতেই গান গাইতে গাইতে ইউরিডাইসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে লাগল। তার গান শুনে মৃতরাও অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

অবশেষে তার্তারাসের গুহার কাছে এসে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখল অর্ফিয়াস। দেখল, দানাউসের কন্যারা এক নারকীয় শাস্তি ভোগ করছে। এই কন্যারা মাত্র একজন বাদে বিয়ের রাতেই তাদের স্বামীদের হত্যা করে। এই অপরাধের জন্য নরকে এসে তারা এক অদ্ভুত শাস্তি ভোগ করছে। তারা প্রত্যেকে একটি ফুটো পাত্রে অবিরাম জল ঢেলে চলেছে। পাত্রটি তাদের ভর্তি করতেই হবে। না ভর্তি হওয়া পর্যন্ত তারা এইভাবে জল ঢেলে যাবে।

অর্ফিয়াসের গান শুনে দানাউসের কন্যারা তাদের কাজ থামিয়ে কিছুক্ষণের জন্য তাকিয়ে রইল অর্ফিয়াসের দিকে।

এরপর অর্ফিয়াস দেখল রাজা ট্যান্টালাসকে। ট্যান্টালাস জীবদ্দশায় এক কুকর্মের দ্বারা দেবতাদের রুষ্ট করে তোলে। সেই পাপে মৃত্যুর পর নরকে এসে এক কঠিন শাস্তি ভোগ করছে। সে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় যতই জল খাবার জন্য হাত বাড়াচ্ছিল ততই তার মুখের কাছ থেকে জল সরে যাচ্ছিল। নিদারুণ ক্ষুধার যন্ত্রণায় যতই সে একটি ফলবতী বৃক্ষশাখার দিকে হাত বাড়াচ্ছিল ততবারই গাছের ডালটা অনেক উঁচুতে উঠে যাচ্ছিল। এই ট্যান্টালাসও অর্ফিয়াসের গান শুনে একবার থমকে দাঁড়াল।

এরপর অর্ফিয়াস দেখল অভিশপ্ত সিসিফাসকে। সিসিফাস একটা বিরাট পাথরকে অতিকষ্টে একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু চূড়ার কাছাকাছি যেতেই পাথরটি তার হাত থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল। সিসিফাস তখন আবার পাথরটিকে কাঁধে নিয়ে উঠতে লাগল। এই পাথরটিকে চূড়ার উপরে না ওঠানো পর্যন্ত তার নিষ্কৃতি নেই। সেই সিসিফাসও অর্ফিয়াসের গান শুনে একবার থমকে দাঁড়িয়ে রইল তার বিরামহীন শ্রম থেকে বিরত হয়ে।

এরপর অর্ফিয়াস দেখল ইক্সিয়নের চাকা। অর্ফিয়াস দেখল একটি চাকা অবিরাম ঘুরছে আর তার সঙ্গে ইক্সিয়ন বাঁধা আছে। ইক্সিয়ন অন্যায়ভাবে বহু নরহত্যার অপরাধে অপরাধী। অর্ফিয়াসের গান শুনে সেই ভয়ঙ্কর চাকাটাও থেমে গেল মুহূর্তের জন্য।

এরপর প্রচণ্ড ক্রোধের অধিষ্ঠাত্রী অপদেবী ফিউরিয়া অর্ফিয়াসের গান

শুনল। সে গান এমনই মধুর যে তা শুনে তাদের কঠিন হৃদয় গলে গেল। তাদের শুকনো চোখে জল এল।

কিন্তু অর্ফিয়াসের কোন দিকে লক্ষ্য নেই। মৃত্যুপুরীর মধ্য দিয়ে কোন প্রেতাত্মার পানে না তাকিয়ে সোজা চলে গেল মৃত্যুপুরী বা হেডস্‌এর রাজা প্লুটোর কাছে। অর্ফিয়াস দেখল সিংহাসনের উপর ঘন কালো ভ্রূবিশিষ্ট রাজা প্লুটো বসে আছেন। তাঁর পাশে বসে আছেন রাণী পার্সিফোনে। পার্সিফোনের অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি অবগুণ্ঠন দিয়ে ঢাকা। তাদের সামনে অর্ফিয়াস তার সোনার বীণায় করুণ-মধুর এক সুর সৃষ্টি করল। সে সুরের মধ্যে এক আশ্চর্য মূর্ছনায় ফুটে উঠতে লাগল অর্ফিয়াসের এক অব্যক্ত ব্যথাহত প্রার্থনা।

অর্ফিয়াস বলল, ভালবাসার খাতিরেই আমি আজ মৃত্যুপুরীতে এসে মৃত্যুকামনা করছি। রাজা প্লুটো, আপনি নিজেই ত আপনার মৃত প্রেয়সী স্ত্রীকে খোঁজার জন্ত এই নরকে এসেছিলেন। আমার প্রিয়তমা পত্নীকে ফিরিয়ে দিন হে রাজন! আর তা যদি না দেন তাহলে আমার প্রাণও আপনি একই সঙ্গে সংহার করুন। পৃথিবীর আলো বাতাসে আমাকে একা একা ফিরে যেতে বলবেন না।

প্লুটো তাঁর সম্মতি প্রকাশ করলেন। কিন্তু পার্সিফোনে তাঁর কানে কানে কি বললেন। সঙ্গে সঙ্গে অর্ফিয়াসের গান বন্ধ হয়ে গেল। সহসা এক অদৃশ্য দেবতার কণ্ঠে এক দৈববাণী ঘোষিত হলো। দৈববাণী ঘোষণা করল গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তোমার সঙ্গে তোমার স্ত্রী ইউরিডাইস তোমার ছায়ার অনুগামিনী হবে। কিন্তু এই মৃত্যুপুরীর সীমানা সম্পূর্ণ পার না হওয়া পর্যন্ত তুমি পিছন ফিরে তাকাবে না অথবা কোন কথা বলবে না। তুমি এই মুহূর্তেই রওনা হও। নীরবে চলে যাও।

অর্ফিয়াস দেখল তার চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মাঝে এক ক্ষীণ আলোকরেখা দেখে কোনরকমে পথ চিনে মর্ত্যভূমির দিকে এগিয়ে চলল অর্ফিয়াস। সে তার নিজের পদশব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেল না। ক্রমে সংশয় দেখা দিল অর্ফিয়াসের মনে। দেবতার কথায় সে বিশ্বাস রাখতে পারল না। তার কেবলি মনে হতে লাগল, ইউরিডাইস তার পিছু পিছু আসছে না। মনে হচ্ছিল দেবতা মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়ে বিদায় দিয়েছেন তাকে। অবশেষে মৃত্যুপুরীর শেষপ্রান্তে এসে থমকে একবার দাঁড়াল অর্ফিয়াস। ভাবল, তার প্রিয়তমা স্ত্রী ইউরিডাইসকে সত্যি সত্যিই সে ফিরে পেয়েছে কিনা সেবিষয়ে এবার নিশ্চিত হওয়া দরকার। কারণ তার স্ত্রীকে সঙ্গে না নিয়ে মর্ত্যে ফিরে যাওয়ার কোন অর্থই হয় না। এই ভেবে পিছন ফিরে একবার তাকাল অর্ফিয়াস। দেখল শুধু অন্ধকার; কেউ নেই তার পিছনে। সে ভুলে গিয়েছিল মৃত্যুপুরীতে ইউরিডাইস অদৃশ্য

ছায়ার মত অনুসরণ করছে তাকে। এই মৃত্যুপুরীর সীমানা পার হয়ে মর্ত্য-ভূমিতে গিয়ে কায়া ধারণ করবে সে। কিন্তু সবকিছু ভুলে এক নিবিড় হতাশা আর সংশয়ের বশবর্তী হয়ে ইউরিডাইসের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে লাগল অর্ফিয়াস দুহাত বাড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার সেই ডাকের প্রতিধ্বনির সঙ্গে এক সকরুণ দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেল অর্ফিয়াস। তারপর সব স্তব্ধ হয়ে গেল।

এবার অর্ফিয়াস তার ভুল বুঝতে পারল। কিন্তু আর কোন উপায় নেই। আর সে জীবদ্দশায় কোনদিন দেখতে পাবে না, কোনদিন ফিরে পাবে না ইউরিডাইসকে।

তারপর কোনরকমে মর্ত্যলোকে ফিরে এসে নীরব নিস্পন্দ অবস্থায় এক জায়গায় পাগলের মত পড়ে রইল অর্ফিয়াস। তার বীণার তার ছিঁড়ে গেল। তার কণ্ঠ নীরব হয়ে গেল চিরতরে। কোন নারীর মুখপানে আর তাকাত না অর্ফিয়াস। কোন মানুষের সঙ্গে কথা বলত না। কিছুদিন এইভাবে থে্স দেশে কাটিয়ে পার্বত্য অঞ্চলে চলে গেল অর্ফিয়াস। পর্বতসংলগ্ন গভীর অরণ্যে জীবজন্তুর সঙ্গে বাস করতে লাগল সে।

সহসা একদিন রুদ্র নারীবেশিনী একদল মীনাস নামে অপদেবী এসে নাচতে লাগল অর্ফিয়াসের সামনে। তাকে নাচতে বলল তাদের সঙ্গে। কিন্তু অর্ফিয়াস তাতে রাজী না হয়ে সেখান থেকে চলে যাওয়ায় তারা তাকে তাড়া করল। তাকে ধরে তার দেহটাকে টানাটানি করে টুকরো টুকরো করে ফেলল। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো এখানে সেখানে ছড়িয়ে দিল। তখন তার কাটা মাথাটা থেকে একটা নাম ধ্বনিত হচ্ছিল। সে নাম তার মৃত পত্নী ইউরিডাইসের।

অবশেষে দেবী মিউজ একদিন অর্ফিয়াসের সেই ছিন্ন মুণ্ডটিকে এক জায়গায় সমাহিত করলেন। সেই সমাধির উপর প্রতিদিন কোথা হতে একটি নাইটিঙ্গেল পাখি এসে মধুর স্বরে গান গাইতে থাকত।

পার্সিফোনের শালীনতাহানি

মাঝে মাঝে মানুষ ও দেবতা নির্বিশেষে সকলের উপর চাতুরী খেলতেন দেবী এ্যাফ্রোদিতে। তিনি তাঁর পুত্রকে এমন এক জায়গায় লুকিয়ে রাখলেন যেখানে কেউ তাকে দেখতে পেত না, এবং যেখান থেকে সে অদৃশ্য অবস্থায় কোন মানুষ বা দেবতার উপর ফুলশর হেনে কামজর্জর করে তুলতে পারত তাকে।

এইভাবে একবার অন্ধকার মৃত্যুপুরীর রাজা প্লুটোর উপর ফুলশর হানে এ্যাফ্রোদিতের পুত্র। বেছে বেছে প্লুটোর উপর ফুলশর হানার অর্থ এই যে,

প্রেমদেবী এ্যাফ্রোদিতের পুত্র এর দ্বারা দেখিয়ে দিতে চায় অন্ধকার মৃত্যুপুরীর মাঝেও প্রেম আছে। ভয়ঙ্কর মৃত্যুর দেবতাকেও প্রেমের উন্মাদনায় উন্মত্ত হতে হয়।

কথিত আছে, সিসিলির এক জলন্ত আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে হেডস্ বা মৃত্যুর দেবতা উঠে আসেন একদিন। এই ভয়ঙ্কর দেবতার কোপদৃষ্টি যদি পতিত হয় তাহলে শস্যপূর্ণ সবুজ মাঠ সব জলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে।

একদিন এন্নার নিম্ন উপত্যকা দিয়ে রথে করে যাচ্ছিলেন মৃত্যুপুরীর রাজা। সহসা একটা দৃশ্যের উপর চোখ পড়ল তাঁর। দেখলেন দিমেতারের অনিন্দ্যসুন্দরী রূপসী কন্যা পার্সিফোনে তার সঙ্গিনীদের সঙ্গে ফুল তুলছে।

পার্সিফোনেকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে গেলেন প্লুটো। তিনি তৎক্ষণাৎ রথ থেকে অবতরণ করে পার্সিফোনের কাছে গিয়ে তার একটা হাত ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে পার্সিফোনের আঁচলভরা ফুলগুলো সব পড়ে গেল। ভয়ে চিৎকার করে উঠল পার্সিফোনে। তার মা দিমেতারকে ডাকতে লাগল প্রাণপণে।

দিমেতার তার মেয়ের কান্না শুনে ছুটে এল। কিন্তু এসে দেখল তার মেয়ে পার্সিফোনে আর ইহজগতে নেই। দিমেতার তখন পার্সিফোনের নাম ধরে ডাকতে লাগল। কিন্তু কোন সাড়া পেল না। শুধু ভূমিকম্প আর আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগারের প্রবল শব্দে চারদিক কাঁপতে লাগল।

সারাদিন ধরে সকরুণ কণ্ঠে ডাকতে ডাকতে মেয়ের খোঁজ করে বেড়াল দিমেতার। এটনার আগ্নেয়গিরির মুখ হতে বিচ্ছুরিত আগুনে পথ চিনে চিনে ঘুরতে লাগল।

শুধু সেই দিন নয়, দিনের পর দিন জলে স্থলে পার্সিফোনের খোঁজ করে বেড়াল। কিন্তু সূর্য বা চাঁদ জানা সত্ত্বেও পার্সিফোনের কোন সন্ধান দিল না।

অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে সিসিলিতে এসে পার্সিফোনের একটা সন্ধান পেল দিমেতার। পার্সিফোনের একটা কটীবন্ধনী একটা নদীতে ভেসে যাচ্ছিল। তাছাড়া দিমেতার দেখল পার্সিফোনে তার যে সব বান্ধবীর সঙ্গে ফুল তুলছিল তাদের একজন সেই নদীতে ভেসে যাচ্ছিল।

সেখান থেকে আরো কিছু দূরে চলে গেল দিমেতার। কোন এক সমুদ্রে আথুঁজা নামে এক জলপরী ছিল। একবার সেই সমুদ্রের ভিতর আলফিয়াস নামে এক জলদেবতা তাকে ধরার জন্য তাড়া করে নিয়ে যায়। আথুঁজা তখন ভয়ে সেখান থেকে অর্তিজিয়া নামে এক জায়গায় পালিয়ে যায়। সেখানে আর্তেমিস তাকে এক পবিত্র ঝর্ণায় পরিণত করে তোলেন। দিমেতার ঘুরতে ঘুরতে সেই ঝর্ণার ধারে গিয়ে পড়লে সেই ঝর্ণা কথা বলে দিমেতারকে পার্সিফোনের খবর জানাল। সে বলল সে দেখেছে পার্সিফোনে মৃত্যুপুরীর

রাজা প্লুটোর সিংহাসনের পাশে বসে আছে। হিমশীতল চির অন্ধকারে ভরা সেই মৃত্যুপুরীতে কখনো কোন জীবন্ত মানুষ থাকতে পারে না। তাই সেখানে থাকতে বড় কষ্ট হচ্ছিল পার্সিফোনের। পৃথিবীর আলো হাওয়ায় উঠে আসার জন্য অনবরত দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে পার্সিফোনে। ঝর্ণারূপিনী আর্থুজা আরও জানাল নরকের রাজা প্লুটোই পার্সিফোনেকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে তার রাজ্যে। পার্সিফোনে জানে না কে তাকে প্লুটোর ভয়ঙ্কর কবল থেকে উদ্ধার করবে।

তীব্র হতাশায় উন্মাদ হয়ে পৃথিবীকে অভিশাপ দিতে লাগল দিমেতার। বিশেষ করে অভিশাপ দিতে লাগল সেই সিসিলির মাটিকে যে সিসিলি তার কন্যাকে গ্রাস করেছে। ক্রন্দনরতা দিমেতারের চোখের জল যেখানেই ঝরে পড়তে লাগল, সেখানকার মাটি বন্ধ্যা হয়ে যেতে লাগল। কোন ফসল ফলল না সে মাটিতে। বুভুক্ষু মানুষ ও পশুর হাহাকারে ভরে উঠল সেখানকার আকাশ বাতাস। মানুষরা কাতর কণ্ঠে দেবতাদের ডাকতে লাগল। দেবতারা আর কোন বলির উৎসর্গ পাবেন না সেখানকার মানুষদের কাছ থেকে এই ভেবে তাঁরা দেবরাজ জিয়াসের শরণাপন্ন হলেন। দেবরাজ জিয়াসও দিমেতারকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন।

দিমেতার কিন্তু কোন কথা শুনল না জিয়াসের। সে বলল, আমার কন্যাকে ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত শান্ত হব না। এ কন্যা তোমার এবং আমার উভয়ের। আমার চোখের জলে যদি তুমি বিচলিত না হও তাহলে অন্ততঃ তোমার পিতৃত্বের অভিমানে আঘাত লাগা উচিত। তোমার পিতৃত্বের সম্মান ও মর্যাদার খাতিরে অন্ততঃ আমাদের কন্যার অপহারককে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করে তাকে উদ্ধার করা উচিত।

অবশেষে দিমেতারের কাতর প্রার্থনায় নরম হলেন জিয়াস। তিনি পার্সিফোনেকে আনার জন্য হার্মিসকে মৃত্যুপুরীতে পাঠিয়ে দিলেন। যেমন করে হোক, পার্সিফোনেকে তার মার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। তবে দেখতে হবে পার্সিফোনে সেখানে গিয়ে অবধি কিছু খেয়েছে কি না। প্লুটোর দেওয়া কোন খাদ্য সে গ্রহণ করলে তাকে আনা চলবে না।

কিন্তু হায়, হার্মিস গিয়ে দেখল ঠিক সেইদিনই পার্সিফোনে প্লুটোর দেওয়া একটি ডালিম খেয়েছে! সুতরাং তার মুক্তি আর সম্ভব হলো না। সেই অন্ধকারের রাজ্যেই রয়ে যেতে হলো তাকে।

তবু কিন্তু জিয়াসের এই বিধান মেনে নিল না দিমেতার। শান্ত হলো না তার অশান্ত চিত্ত। তার তীব্র রোষের ভয়াবহ আগুনে আগের মতই জ্বলতে লাগল পৃথিবীর মাঠ ঘাট বন। তার অনুনয় ও আবেদন নিবেদনের সকরুণ ধ্বনিতে ভরে উঠল স্বর্গলোকের বাতাস। জিয়াস তখন বাধ্য হয়ে আর এক বিধান দান করলেন। তিনি ব্যবস্থা করে দিলেন বছরের মধ্যে

ছমাস পার্সিফোনে থাকবে তার স্বামী প্লুটোর কাছে আর ছমাস থাকবে মর্ত্যভূমিতে তার মার কাছে। তার মানে বছরের অর্ধেক কাল সে জীবিত আর অর্ধেককাল সে মৃত অবস্থায় কাটাবে।

যাই হোক, দীর্ঘকাল পরে কন্যাকে ফিরে পেয়ে তাকে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরল দিমেতার। মুখে হাসি ফুটে উঠল আবার। আবার শস্যপূর্ণ হয়ে উঠল বসুন্ধরা। রুক্ষ পাহাড়ের মাথাগুলোতে আবার সবুজ তৃণগুল্ম দেখা দিল। উপত্যকায় শিশুরা খেলে বেড়াতে লাগল। নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বলভাবে হাসতে লাগল সারা পৃথিবী।

কিন্তু পার্সিফোনে যখন মার কাছ থেকে আবার মৃত্যুপুরীতে চলে গেল তখন আবার অন্ধকার হয়ে উঠল সমগ্র পৃথিবী। সব হাসি উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে গেল পৃথিবীর মুখে।

দিমেতার স্বভাবটা ছিল বড় রোষপরায়ণা। সে যখন পার্সিফোনেকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল মর্ত্যের বিভিন্ন জায়গায় তখন সে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াত। একদিন এইভাবে সে একটি বাড়িতে এক বৃদ্ধা ভিখারিণীর বেশে গেলে বাড়ির কর্ত্রী অবজ্ঞাভরে একপাত্র খাবার দেয় তাকে। সে যখন সেই খাদ্য খাচ্ছিল তখন তার পাশে সেই বাড়ির একটি দুরন্ত ছেলে তার খাওয়া দেখে হাসতে লাগল। তখন দিমেতার রেগে গিয়ে সেই পাত্রটি ছেলেটির দিকে ছুঁড়ে মারে আর সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি একটি গিরগিটিতে পরিণত হয়ে যায়।

আর একবার দিমেতার আর একটি বাড়িতে আগেকার ঐ বেশেই যায়। কিন্তু সে বাড়ির গৃহিণী তাকে সাদরে গ্রহণ করে। সে তার নবজাত শিশুটির দেখাশোনার জন্য ধাত্রী হিসাবে নিযুক্ত করে দিমেতারকে। দিমেতারও শিশুটিকে তার নিজের সন্তান জ্ঞানে মানুষ করতে থাকে। দিমেতার মনে মনে ভাবে সে তাকে অমরত্বের বর দান করবে। একদিন শিশুটির মা দেখল ধাত্রীরূপিণী দিমেতার তার শিশুপুত্রটিকে এক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের উপর তুলে ধরে শিশুটিকে সেকছে আর শিশুটি আরামের সঙ্গে সেই আগুনের তাপ নিজের দেহে বেশ উপভোগ করছে।

কিন্তু দিমেতারের আসল পরিচয় না জানার দরুণ শিশুটির মাতা ব্যস্ত হয়ে ছুটে গিয়ে দিমেতারের হাত থেকে ছেলেটিকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। তখন দিমেতার আপন পরিচয় দিয়ে তার আসল উদ্দেশ্যের কথা বলল। বলল তার সন্তানকে অমরত্ব দান করতে যাচ্ছিল সে। কিন্তু আর তা সম্ভব নয়। এই বলে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় দিমেতার। সেই শিশুটির নাম ট্রেপটলেমাস আর জায়গাটার নাম এলিউসিস।

শোনা যায় পার্সিফোনেকে ফিরে পাবার পর দিমেতারের মন মেজাজ ভাল হলে আর একবার সে এলিউসিসে যায়। এলিউসিসে দিমেতারকে বহু কাল ধরে ফসলের দেবী হিসাবে পূজো করা হয়।

এ্যারাকনে

লিডিয়ার এ্যারাকনে সীবনশিল্পে ছিল এমনই সুদক্ষ যে তার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল দেশে বিদেশে। সে যখন তার সূচীশিল্পের কাজ করত, তখন শুধু তার আশপাশের গ্রামাঞ্চলের লোক নয়, বনদেবী ও অপ্সরারাও আসত তা দেখার জন্য। তার নাম এতই খ্যাতি লাভ করেছিল যে স্বর্গের প্যালাস এথেনেরও কানে গেল তার কথা।

কিন্তু দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে এ্যারাকনের অহঙ্কারও বেড়ে উঠছিল দিনে দিনে। দেবী এথেনেই সকল শিল্পকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এ কথা জেনেও সে ছোট ভাবল দেবী এথেনকে। প্রকাশ্যে বলতে লাগল প্যালাস এথেনও আমার মত সূচীশিল্পের এই কাজ করতে পারবে না।

এ্যারাকনে যখন একথা বলছিল, তখন তার পাশে এক বৃদ্ধা লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, এ ভাবে গর্ব করো না। বয়স আর অভিজ্ঞতাই মানুষকে জ্ঞান বুদ্ধি দান করে। তুমি আমার কথা শোন। দেবীর শক্তিতে বিশ্বাস রাখো। যারা দেব দেবীকে ভক্তি করে তারা তাঁদের দয়ায় উন্নতি লাভ করে। মানুষের কাজ যত ভালই হোক তা আরো ভাল করা যেতে পারে।

কিন্তু এ্যারাকনে এবার রেগে গিয়ে বলল, বোকা বুড়ী কোথাকার, চুপ করে থাক। তোমার পরামর্শ আমি চাইলে তবে তা দেবে। মানুষ বুড়ো হলে তার বুদ্ধি লোপ পায়। তোমার ঝি চাকর আর মেয়েদের উপর খবরদারি করো। আমি তোমার কাছ থেকে বা প্যালাস এথেনের কাছ থেকে কোন উপদেশ চাই না। প্যালাস এথেন যদি এতই বড় হবে, কেন তবে আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হচ্ছে না।

এই যে আমি এখানে।

হঠাৎ একটা গম্ভীর গলা শুনে চমকে উঠল এ্যারাকনে। সে দেখল তার চোখের উপর সেই লোলচর্মা বৃদ্ধাই সহসা দেবী এথেনে পরিণত হলো। তিনি নিজে বৃদ্ধার ছদ্মবেশে এ্যারাকনের কাজকর্ম দেখতে আর তার অহঙ্কারের জন্য তাকে শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।

প্যালাস এথেন বললেন, লিডিয়ার অন্যান্য কুমারী মেয়েদের সঙ্গে এক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হবে। তাতে বোঝা যাবে কার বয়নশিল্প সবচেয়ে ভাল। আমি নিজেও তাতে অংশ গ্রহণ করব।

এ্যারাকনে প্রথমে কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেও পরে নিজেকে সামলে নিল। সে এই প্রতিযোগিতার আহ্বান সহজভাবে গ্রহণ করল।

পাশাপাশি ছটি তাঁত রাখা হলো। প্রতিযোগিনীরা তার উপর তাদের

কারুকার্য দেখাবে। তার উপর তাদের বিচিত্র রঙের কারুকার্যগুলি রামধনুর রঙের মত চকচক করতে লাগল।

ওদের কাজ হয়ে গেলে প্যালাস এথেন নিজে কতকগুলি কাপড়ের উপর সুতো দিয়ে কারুকার্য করল। সে ফুটিয়ে তুলল দেবতাদের ছবি। তার মনে মনে ছিল জিয়াস, পসেডন আর নিজের ছবি। পসেডন ছিল মাঝখানে, ত্রিশূল হাতে একটা পাহাড়কে আঘাত করছিল। এমনি আরো কয়েকটি ছবি এঁকেছিল। এথেন দেখিয়েছেন অধার্মিক লোকেরা কিভাবে কষ্ট পায়। বিদ্রোহী দৈত্যদানবরা কিভাবে দৈব অভিশাপে পাহাড়পর্বতে পরিণত হয় আর এ্যারাকনের মত দর্পিণী মেয়েরা মুরগীর বাচ্চায় পরিণত হয়। ছবিগুলোর চারদিকে অলিভ পাতার কাজ। এ কারুকার্য দেখে সবাই বুঝতে পারবে কার কাজ।

এদিকে এ্যারাকনে তার শিল্পকর্মের মধ্যে দেবতাদের চরিত্রগুলিকে বিকৃত করে দেখায়। এ্যারাকনে তার শিল্পকর্মের জন্য এমন সব কাহিনী বেছে নিল যার মধ্যে দেবতাদের অনেক লজ্জার কথা আছে। তাতে দেখানো হয়েছে দেবরাজ জিয়াস নানারকমের ইতর প্রাণী বা জীবজন্তুর রূপ ধারণ করে মর্ত্যমানবীকে প্রেম নিবেদন করছেন। তাতে দেখানো হয়েছে এ্যাপোলো মর্ত্যভূমিতে রাখালের কাজ করছে। এইসব কুৎসিত কাজগুলোকে এ্যারাকনে আইভি পাতার সীমারেখা দিয়ে ঘিরে দিল। কিন্তু ছবিগুলোর প্রতিটি দৃশ্য বাস্তব ও জীবন্ত বলে মনে হচ্ছিল।

কিন্তু যে দুটো তাঁতের কাপড় এই সব শিল্পকর্মের জন্য দেওয়া হয়েছিল তা দেখে রাগে আগুনের মত জ্বলে উঠলেন প্যালাস এথেন। কিছুটা এ্যারাকনের শক্তি ও প্রতিভায় ঈর্ষা আর কিছুটা তার বিকৃত রুচির জন্য ঘৃণা-মিশ্রিত ক্রোধ অনুভব করলেন এথেন। তিনি কাপড়দুটো ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেললেন।

প্যালাস এথেনের সেই অগ্নিমূর্তির সামনে কোন মরণশীল মানুষ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তাঁর সে মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গেল এ্যারাকনে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না সেখানে। গলায় দড়ি দিয়ে মরার জন্য ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

কিন্তু তবু নিষ্কৃতি পেল না এ্যারাকনে। তবু শান্ত হলো না দেবী এথেনের রোষ। তিনি ঠিক করলেন এ্যারাকনেকে মরতে দেওয়া হবে না। সে বেঁচে থাকবে। তবে স্বাভাবিক মানুষের মত নয়। তার মাথার সব চুল উঠে গেল। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো একে একে খসে যেতে লাগল। অবশেষে দেখতে দেখতে এক মাকড়শায় পরিণত হলো গর্বোদ্ধতা এ্যারাকনে। আজও তাই দিনরাত তার বিষাক্ত লালারস দিয়ে সমানে জাল বুনে চলেছে

মাকড়শারূপিণী এ্যারাকনে। অভিশপ্ত এ্যারাকনের এই সব জাল তার পূর্ব জীবনের শিল্পকর্মকে যেন উপহাস করছে।

এ্যালসেস্টিস

একবার এ্যাপোলো তাঁর পিতা জিয়াসের কাছে এমন এক গুরুতর অপরাধ করেন যার জন্য তাঁকে এক কঠিন শাস্তি দান করেন জিয়াস। সেই শাস্তিস্বরূপ এ্যাপোলোকে নয় বছর ধরে মর্ত্যভূমিতে রাখালের কাজ করে কাটাতে হয়। থেসালির রাজা এ্যাডমেতাসের অধীনে রাখালের কাজ নেন এ্যাপোলো। তবে এ্যাপোলোকে খুবই স্নেহ করতেন রাজা এ্যাডমেতাস। তাঁর স্নেহপ্রীতির আতিশয্যে সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এ্যাপোলো।

দেখতে দেখতে নয় বছর উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এ্যাপোলোর যাবার দিন ঘনিয়ে এল। তখন রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ ভাগ্যদেবীদের কাছ থেকে এক বর পেয়ে তা রাজা এ্যাডমেতাসকে দিলেন এ্যাপোলো।

বরটি বড় অদ্ভুত। রাজা এ্যাডমেতাস তাঁর মৃত্যুকালে যদি এমন কোন ব্যক্তি পান যে তাঁর পরিবর্তে মৃত্যুপুরীতে যেতে রাজী আছে এবং তাকে যদি সত্যিই সেখানে পাঠাতে পারেন তাহলে তিনি অব্যাহতি পাবেন মৃত্যুর হাত থেকে।

অবশেষে রাজা এ্যাডমেতাসের মৃত্যুর দিন এসে গেল। রাজা তখন মরিয়া হয়ে এমন একজনকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন যে তাঁর পক্ষ থেকে মৃত্যুপুরীতে যেতে রাজী আছে। রাজা তাঁর বৃদ্ধ পিতামাতাকে কথাটা জানালেন। কিন্তু কেউ তাতে রাজী হলেন না। তাঁরা সামান্য যে ক'টা বছর বাঁচবেন সেই বছর ক'টার জন্যও তাঁদের জীবন ত্যাগ করতে চাইলেন না। রাজ্যের যে সব প্রজারা তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন তাদের মধ্যে কেউ যেতে রাজী হলো না।

অবশেষে রাজা এ্যাডমেতাসের স্ত্রী এ্যালসেস্টিস রাজী হলো। স্বামীর জন্য সহজভাবে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করতে রাজী হলো এ্যালসেস্টিস। তার যৌবন, সৌন্দর্য, সন্তান, রাজ-ঐশ্বর্য যত সব ভোগসুখ, সব কিছু ছেড়ে যেতে রাজী হলো এ্যালসেস্টিস শুধু স্বামীর জন্য।

মৃত্যুর দিন ঝর্ণার জলে স্নান করে এল সুন্দরী এ্যালসেস্টিস। তারপর ভাল কাপড় গয়না পরল। তা পরার পর তার সন্তানদের আলিঙ্গন করল। তারপর তার স্বামীকে বিদায় জানিয়ে বলল, যেহেতু তোমার জীবন সবচেয়ে প্রিয়বস্তু আমার কাছে, সেই হেতু অর্থাৎ তোমার সেই জীবনের খাতিরেই মৃত্যুবরণ করছি আমি। তোমার মৃত্যু হলে আমি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে

পারব না। আবার তোমার বিরহে পিতৃহীন সন্তানদের নিয়ে বেঁচে থাকতেও পারব না। তবে আমার একটা ভিক্ষা তোমার কাছে, আমার এই সব সন্তানদের যেন তোমার দ্বিতীয় স্ত্রীর হাতে কখনো দে 'দিও না। কারণ আমি জানি বিমাতার থেকে হিংস্র সাপও ভাল।

কাঁদতে কাঁদতে শপথ করলেন রাজা এই মর্মে। প্রতিশ্রুতি দিলেন জীবনে মরণে এ্যালসেস্টিসই রয়ে যাবেন তাঁর একমাত্র প্রিয়তমা স্ত্রী। এই প্রতিশ্রুতি লাভে খুশি হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পরল এ্যালসেস্টিস।

এবার রাণীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ব্যস্ত হয়ে উঠল সমস্ত রাজবাড়ি। শোকে আকুল হয়ে উঠলেন রাজা এ্যাডমেতাস। এমন সময় এক অতিথি এসে হাজির হলো রাজবাড়িতে। বাড়িতে শোকবিলাপ দেখে চলে যাচ্ছিল অতিথি। কিন্তু অতিথিকে বিমুখ হতে দেবেন না রাজা এ্যাডমেতাস। এত শোকদুঃখের মাঝেও তাঁর আতিথ্যধর্ম রক্ষা করার জন্য যত্নবান হয়ে উঠলেন সাধ্যমত। অতিথি হলেন ছদ্মবেশী স্বয়ং শক্তির দেবতা হার্কিউলেস।

হার্কিউলেসকে কিন্তু ঘৃণাক্ষরেও জানতে দিলেন না রাজা এ্যাডমেতাস যে তাঁর রাণীর প্রাণবিয়োগ হয়েছে। তিনি শুধু হার্কিউলেসকে বললেন তাঁর বাড়িতে এক বহিরাগত আগন্তুকের মৃত্যু হয়েছে।

অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট একটি সুসজ্জিত কক্ষে হার্কিউলেসের থাকার ব্যবস্থা হলো। পানাহারে তৃপ্ত হলেন হার্কিউলেস। একসময় পানোন্মত্ত হয়ে চিৎকার করতে বাড়ির এক দাসী এসে হার্কিউলেসকে বলল, রাণীর মৃত্যু হয়েছে। সমস্ত রাজপ্রাসাদ কান্নায় ভেঙে পড়েছে আর আপনি উল্লাস করছেন!

এবার নিজের ভুল বুঝতে পারলেন হার্কিউলেস। অনুশোচনা জাগল তাঁর মনে। বিশেষ করে যে উদার অতিথিবৎসল রাজা তাঁকে এমন সাদর আতিথ্য দান করেছেন তাঁর জন্য কিছু করতে চাইলেন তিনি।

যে পথে মৃত্যু মৃত রাণীর প্রাণ নিয়ে চলে গেছে তার পিছনে ধাবিত হলেন হার্কিউলেস। তিনি এ্যালসেস্টিসের প্রাণটিকে কেড়ে নেবার জন্য মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে লাগলেন।

সেদিন সকালবেলায় তাঁর রাজপ্রাসাদের সামনে একা একা বসে ছিলেন এ্যাডমেতাস। শ্মশানের মত প্রাণহীন দেখাচ্ছিল সমস্ত বাড়িটাকে। প্রিয়তমা স্ত্রীর বিচ্ছেদবেদনা দুর্বিসহ হয়ে উঠছিল দিনে দিনে। এমন সময় সেদিনের সেই অতিথির আবার আবির্ভাব হলো। তবে আজ তিনি একা নন। সঙ্গে আছে অবগুণ্ঠনবতী এক নারী।

বাড়িতে এসেই অতিথিরূপী হার্কিউলেস রাজাকে বললেন, হে রাজন, সেদিন আমাকে আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর কথা না জানিয়ে ভুল করেছেন। তাছাড়া সেদিন আপনাদের শোকাচ্ছন্ন প্রাসাদের অভ্যন্তরে আনন্দোৎসবে

মত্ত হয়ে অন্যায় করেছি আপনার প্রতি। সেই অন্যায়ের প্রতিকার হিসাবে আজ আমি এক নারীকে এনেছি। আমি এই নারীকে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় করেছি। আপনি তাকে গ্রহণ করতে পারেন অথবা আমি যতদিন না এখানে ফিরে আসি, ততদিন আপনার কাছেই একে রেখে দিতে পারেন।

সহসা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে চিৎকার করে উঠলেন রাজা এ্যাডমেতাস, ওকে আপনি অন্য কোথাও নিয়ে যান।

অবগুন্ঠিত নারীটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রাজা আবার বললেন, আমি এমন নারীকে বাড়িতে কোনমতেই স্থান দিতে পারব না যার পানে তাকালেই আমার স্ত্রীর কথা মনে পড়বে। এই নারীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর কথা মনে পড়ে গিয়ে চোখে জল আসছে। অতিথিরূপী হার্কিউলেস বললেন, চোখের জল মুছুন হে রাজন। শত কান্নাও মৃতকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। এখন এই নারীকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে অতীতের যত সব দুঃখকষ্ট ভুলে যান।

রাজা এ্যাডমেতাস দৃঢ়তার সঙ্গে আবার বললেন, একমাত্র এ্যালসেস্টিস ছাড়া আর কোন নারীকে গ্রহণ করতে পারব না আমি।

কিন্তু তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন রাজা এ্যাডমেতাস। অতিথিবেশী হার্কিউলেস সেই নারীর মুখ থেকে অবগুণ্ঠনটা সরিয়ে দিতেই রাজা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন অবগুণ্ঠনবতী সেই নারী তার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নয়।

পরে সব বৃত্তান্ত জানতে পারলেন রাজা এ্যাডমেতাস। শক্তির দেবতা স্বয়ং হার্কিউলেস তাঁর স্ত্রীকে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে ছিনিয়ে এনেছেন।

তবে তিনদিন কোন কথা বলতে পারল না এ্যালসেস্টিস। তিনদিন সে অচেতন ও মূর্চ্ছিতের মত পড়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে শয্যা ছেড়ে উঠলো রাণী এ্যালসেস্টিস।

হার্কিউলেস

মর্ত্যের মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং দেবতাদের দেহের রক্তস্বরূপ হার্কিউলেসকে গ্রীকরা হেরাকল্স্ নামে অভিহিত করত। সাধারণতঃ টাইরিনস্এর রাজা এ্যাম্ফিত্রিয়নকেই সকলে হার্কিউলেসের পিতা বলে জানে। পার্সিয়াসের পৌত্রী এ্যালসিমেনকে বিয়ে করেন এ্যাম্ফিত্রিয়ন।

কিন্তু হার্কিউলেসের আসল পিতা হলেন দেবরাজ জিয়াস। জিয়াস একবার রাণী এ্যালসিমেনের রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজা এ্যাম্ফিত্রিয়নের রূপ ধারণ করে অন্দরমহলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সহবাস করেন। এই সহবাসের ফলে রাণী

গর্ভবতী হন। পরে রাজা ও রাণী দুজনেই জানতে পারেন আসল ব্যাপারটা। তবে দেবরাজ জিয়াসের ঔরসজাত সন্তান তিনি মানবী হয়ে গর্ভে ধারণ করতে পেরেছেন এই ভেবে বেশ কিছুটা গর্ব অনুভব করলেন এ্যালসিমেন। রাজা এ্যাম্ফিত্রিয়নও তাঁর এই ক্ষেত্রজ সন্তানের জন্য কোন ক্ষোভ প্রকাশ না করে গর্ববোধ করেন মনে মনে। এদিকে রাণীর প্রসবকাল আসন্ন হওয়ায় দেবরাজ জিয়াস একদিন স্বর্গলোক হতে ঘোষণা করেন রাণী এ্যালসিমেনের এই গর্ভস্থ সন্তান একদিন সারা গ্রীসদেশের অধিপতি হবেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কথাটা একদিন জিয়াসপত্নী হেরার কানে ওঠে। তিনি এই জারজ সন্তানের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের কথা শুনে ঈর্ষাবোধ করেন। গর্ভস্থ সন্তান যাতে যথাসময়ে জন্মগ্রহণ করতে না পারে তার জন্য এক চক্রান্ত করলেন হেরা। ফলে যে সময় হার্কিউলেসের জন্মগ্রহণ করার কথা ঠিক সেই সময় জন্মগ্রহণ করল হার্কিউলেসের খুড়তুতো ভাই ইউরিসথেউস। সুতরাং হার্কিউলেসের পক্ষে গ্রীসদেশের অধিপতি হওয়া আর হলো না।

এদিকে রাণী এ্যালসিমেনও ভয় পেয়ে গেলেন হেরার কথা ভেবে। তাঁর ভয় হেরা নিশ্চয় তাঁর পুত্রের বিরুদ্ধে নানারূপ চক্রান্ত করতে থাকবেন। তাই তিনি প্রসবের পরই পুত্রটিকে ঘর থেকে উন্মুক্ত প্রান্তরে রেখে দিলেন সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় অবস্থায়। তবে তিনি আশা করলেন দেবরাজ জিয়াস তাঁর ঔরসজাত পুত্রের নিরাপত্তার জন্য নিশ্চয়ই কোন না কোন ব্যবস্থা করবেন।

ঠিক তখনি হেরা আর এথেন সেই প্রান্তরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। নগ্ন নবজাত শিশুটিকে পথের ধারে পড়ে থাকতে দেখে হেরার দয়া হয় এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিকে কুড়িয়ে নিয়ে স্তনদান করতে থাকেন। কিন্তু সেই অজ্ঞাত শিশুটি এত জোরে স্তনপান করতে থাকে যে তাকে তিনি কোল থেকে নামিয়ে দেন পথের উপর। এথেন তখন শিশুটিকে কুড়িয়ে নিয়ে শহরের মধ্যে রাজবাড়িতে গিয়ে রাণী এ্যালসিমেনের হাতে তাকে তুলে দিয়ে মানুষ করতে বলেন। হেরা বা এথেন কেউই জানতেন না রাণী এ্যালসিমেনই শিশুটির মাতা।

রাণী এ্যালসিমেন ভাবলেন তাঁর শিশুপুত্রটি দেবী হেরার আশীর্বাদ পেয়েছে। ভাবলেন কিছুক্ষণের জন্য হলেও হেরা যখন তাঁর সন্তানকে স্তনদান করেছেন তখন আর তার প্রতি হিংসাভাব নেই।

আসলে কিন্তু হেরা তাঁর হিংসাভাব জয় করতে পারেননি। তিনি শিশুটির পরিচয় না জেনেই তাকে কুড়িয়ে নিয়ে স্তনদান করেছিলেন। পরে তার পরিচয় জানতে পারলেন যখন তখন রাগ ও হিংসার আগুনে জ্বলতে লাগলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে শিশু হার্কিউলেসের প্রাণ নিধন করার জন্য দুটি সাপ পাঠিয়ে দিলেন।

শিশু হার্কিউলেসকে কোলে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন রাণী এ্যালসিমেন।

তখন হেরার পাঠানো সেই সাপদুটি শিশু হার্কিউলেসের ঘাড়টাকে জড়িয়ে ধরল দুদিক থেকে। শিশুর চিৎকারে মা জেগে উঠে দেখেন তার শিশুপুত্র দুটি হাতে সাপের গলাদুটো এমনভাবে টিপে ধরে আছে যাতে সাপদুটি নিস্তেজ হয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। সাপদুটি শিশুটির ক্ষতি করার কোন সুযোগই পেল না। শিশুর ধাত্রী সব কিছু দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে বসে আছে; তার মুখ থেকে কোন কথা সরছে না।

রাণী এ্যালসিমেনও ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর চিৎকারে রাজা মুক্ত তরবারি হাতে ছুটে এলেন। এসে শিশুটির অলৌকিক শক্তি দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন এই শিশুর ভাগ্যগণনার জন্য প্রসিদ্ধ অন্ধ জ্যোতিষ ট্রেসিয়াসকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। জ্যোতিষ এসে শিশু হার্কিউলেসের ভূত ভবিষ্যৎ সব গণনা করে দিলেন। শিশুটি একটু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা নিজে তাকে অশ্ব ও রথচালনা শেখাতে লাগলেন। সারা গ্রীসদেশ জুড়ে যেখানে যত জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পসঙ্গীতের খ্যাতনামা শিক্ষক ছিলেন তাঁদের সকলকে ডাকা হলো। এ্যাপোলোপুত্র লিমাস বালক হার্কিউলেসকে সঙ্গীত শেখাতে লাগলেন।

একদিন লিমাস গান শেখাতে শেখাতে হার্কিউলেসকে তিরস্কার করায় হার্কিউলেস দারুণ রেগে যায়। সে বড় বদমেজাজী ছিল। হার্কিউলেস তখন বাঁশিবাজানো শিখছিল। লিমাসের কথায় রেগে গিয়ে সে বাঁশি দিয়ে লিমাসকে এমনভাবে আঘাত করে যে লিমাস সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। তার এই বদমেজাজের জন্য রাজা এ্যাম্ফিট্রিয়ন তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। হার্কিউলেস তখন পাহাড়ে বনে ঘুরে বেড়াতে থাকে। দেখতে দেখতে তার চেহারাটা এমনই লম্বা ও বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে যে তার মত চেহারার লোক সারা গ্রীসদেশের মধ্যে আর একজনও পাওয়া যায় না। তীর ও বর্শাচালনাতেও অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করে হার্কিউলেস। তার লক্ষ্য কখনো ব্যর্থ হত না। গুহাবাসী সেন্টর শেইরনের কাছে গিয়েও তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে হার্কিউলেস।

অবশেষে যৌবনে পদার্পণ করল হার্কিউলেস। পূর্ণ যৌবন লাভ করার পর একদিন সমস্যা দেখা দিল হার্কিউলেসের সামনে। তাকে স্থির করতে হবে ভাল না মন্দ কোন পথে যাবে সে।

একদিন একা একা ঘুরতে ঘুরতে দুটি মেয়েকে দেখতে পেল হার্কিউলেস। দুটি মেয়েই তাদের আপন আপন পথে ডাকতে লাগল হার্কিউলেসকে। প্রত্যেকেই বলতে লাগল, 'আমাকে অনুসরণ করো।'

প্রথমে যে মেয়েটি কথা বলল তার চেহারাটা বেশ পুষ্ট; তার পোষাক পরিচ্ছদ পারিপাট্যপূর্ণ। তার চোখে মুখে ছিল কামনা আর অহঙ্কারের ছাপ।

তার চালচলন ও কথাবার্তায় এক ছলনাজাল বিস্তার করায় তার দেহসৌন্দর্যের আবেদন আরো বেড়ে গিয়েছিল।

সে বলল, আমার নাম আনন্দ। আনন্দকে সবাই ভালবাসে। দেখ, দেখ, আমার পথ কেমন সহজ প্রশস্ত আর নরম। আমার এই পথ গ্রহণ করো। জীবনে তাহলে তোমার কোনদিন খাদ্য ও পানীয়ের অভাব হবে না। ভাল পোষাক আর আরামদায়ক শয্যারও কখনো অভাব হবে না। তোমার জীবন হবে অবিমিশ্র আনন্দে ভরা। কখনো কোন দুঃখ বেদনা বা বিপদের কবলে পড়তে হবে না। কারণ আমি সব সময় মানুষদের যে কোন দুঃখকষ্ট থেকে দূরে নিয়ে যাই। আমি তাদের যত সব মধুর জিনিস দান করি।

এই ছলনাময়ী প্রলোভনকারিণীর দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল হার্কিউলেস। তার কথা শুনে সত্যই লোভ ও লালসা জাগল তার অন্তরে। তবু তার হাত ধরার আগে, তার পথ গ্রহণ করার আগে অপর মেয়েটির দিকে ঘুরে দাঁড়াল সে।

হার্কিউলেস দেখল, অপর মেয়েটি সাদাসিদে সাদা পোষাক পরে আছে। তার বেশভূষায় কোন পারিপাট্য বা অলঙ্কার নেই। তার পথ প্রথম মেয়েটির পথের উল্টো।

দ্বিতীয় মেয়েটি বলল, আমার নাম কর্তব্য। আমাকে অবশ্য কোন মানুষ অবজ্ঞা করতে সাহস পায় না, কিন্তু কেউ আমাকে ভালবাসে না। আমার পথ হবে চড়াই ও উৎড়াইয়ে ভরা আর কণ্টকাকীর্ণ। এ পথে আমি কোন আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না; এ পথে আছে শুধু শ্রম আর দুঃখকষ্ট। তবু যদি কেউ ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে সব দুঃখকষ্ট সাহসের সঙ্গে সহ্য করতে পারে পরবর্তী কালে সে-ই সুখী হয়। যে আমার পথে চলবে সে একদিন অবশ্য সুখী হবে জীবনে। শান্তি ও সম্মানে ভূষিত হবে। পরে সে একদিন নেতৃত্বে উন্নীত হতে পারবে।

আনন্দ নামে মেয়েটি তখন কর্তব্যকে উপহাসের ভঙ্গিতে সেই সঙ্গে বলল, তোমার বিপজ্জনক পথে চলতে চলতে কিভাবে মরতে হয় মানুষকে।

কর্তব্য বলল, যারা আমার পথে যাবার যোগ্য তারা এই মৃত্যুকে মহান বলে মনে করবে। আলস্য আর নির্বুদ্ধিতার মাঝে জীবন কাটানোর থেকে এই মহান মৃত্যুকে বরণ করে নেবে তারা।

কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে ভেবে নিল হার্কিউলেস। সংশয়ের দ্বন্দ্বে দুলতে লাগল তার মনটা। তারপর সে সব সংশয় ঝেড়ে ফেলে কর্তব্যের কাছে গিয়ে তার হাত ধরল। এইভাবে জীবনের পথ সে বেছে নিল।

হার্কিউলেস ভাবল কর্তব্যের পথ অনুসরণ করে সে হয়ে উঠবে সে যুগের এক জগদ্বিখ্যাত বীর। এই কর্তব্যের খাতিরেই সে যত সব নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর দৈত্যদানবদের বধ করতে লাগল একের পর এক। বনের হিংস্র জন্তুদেরও

সে বধ করে যেতে লাগল। তবে কোন মানুষের পীড়ন সে সহ্য করতে পারত না। কোন উৎপীড়িত মানুষের কান্না কানে শুনতে পেলেই সে ছুটে যেত তার কাছে। ফলে মানুষ ও দেবতা সকলেই তাকে ভালবাসত। সকলেই তার অপরিসীম শক্তির প্রশংসা করত।

দেবী এথেন হার্কিউলেসকে দান করেন এক দুশ্ছেদ্য বর্ম। হার্মিস তাকে দেন এক অপ্রতিরোধ্য তরবারি। জিয়াসের অনুরোধে হিফাস্টাস অসংখ্য সুতীক্ষ্ণ তীর তৈরি করে দেন তার জন্য।

এইভাবে সর্বতোভাবে সুসজ্জিত হয়ে হার্কিউলেস চলে যায় থীবস্‌দের সাহায্য করার জন্য। একবার বিদেশাগত এক বিরাট শত্রুসৈন্যবাহিনী থীবস্‌ দেশ আক্রমণ করে। তারা নানারূপ উপঢৌকন দাবি করে। এই থীবস্‌ নগরী রক্ষা করার জন্য ছুটে গেল হার্কিউলেস। কারণ এ দেশ বড় প্রিয় তার কাছে। কারণ তার পিতা রাজা এ্যাম্ফিত্রিয়ন তাঁর আগেকার রাজ্য ছেড়ে বর্তমানে এই দেশে বাস করেন। এ দেশে রাজা ক্রেয়নের অধীনে বাস করতে থাকেন। রাজ্যরক্ষার ভার এ্যাম্ফিত্রিয়নের হাতেই ছিল। কিন্তু শত্রুদের হাতে পরাজিত হন এ্যাম্ফিত্রিয়ন। ঠিক এমন সময় হার্কিউলেস এসে শত্রুদের বিতাড়িত করে থীবস্‌দের জয়ী করে তোলে। খুশি হয়ে রাজা ক্রেয়ন হার্কিউলেসকে তাঁর কন্যা মেগারাকে দান করেন।

কিন্তু এত সুখ ঐশ্বর্য লাভ করেও সুখী হতে পারল না হার্কিউলেস। তাঁর স্বামীর এই অবৈধ পুত্রসন্তানকে তখনো ভুলতে পারেননি হেরা। তার সুখ ঐশ্বর্য কোনমতেই সহ্য করতে পারতেন না তিনি। তাই তিনি তাঁর অলৌকিক শক্তিবলে সহসা উন্মাদরোগ দান করলেন। সহসা উন্মাদ হয়ে নিজের শিশুসন্তানদের জ্বলন্ত আগুনের উপর ফেলে দিয়ে স্ত্রীকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল হার্কিউলেস।

এই রোগের ঘোর কেটে গেলে নিজের ভুল বুঝতে পারল হার্কিউলেস। বুঝতে পারল কী ভয়ঙ্কর কাজ সে করেছে। তখন অন্তহীন অনুশোচনার আগুনে নীরবে দগ্ধ হতে লাগল সে। অপরিসীম বিষাদে ভরে গেল তার সমস্ত প্রাণমন। মনের দুঃখে মানুষের সমাজ থেকে দূরে গিয়ে দেবতাদের উপাসনায় দিন কাটাতে লাগল। বারবার সে তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইল দেবতাদের কাছে।

অবশেষে ডেলফির মন্দিরে গিয়ে এক অদ্ভুত দৈববাণী শুনল হার্কিউলেস। তার খুড়তুতো ভাই ইউরিসথেউস তার থেকে আগে জন্মায় হেরার তৎপরতায়। দৈববাণী মারফৎ দেবতারা তাকে নির্দেশ দেন সে যেন ইউরিসথেউসের বশ্যতা স্বীকার করে ও তার কথা শুনে চলে। এই ইউরিসথেউস তাকে দশটি কাজের ভার দেবে একের পর এক করে। এই দশটি কাজ অপ্রতিবাদে সে সুসম্পন্ন করতে পারলে আবার সে তার আগেকার সুখ ঐশ্বর্য সব ফিরে

পাবে। তার পাপ স্খালন হয়ে যাবে।

হার্কিউলেসের উপর প্রথম যে কাজের ভার পড়ে তা হলো নিমীয়ার সিংহকে বধ করা। সিংহ নয়, যেন এক ভয়ঙ্কর রাক্ষস। শতমুখী ড্রাগণ টাইফনের রক্ত থেকে এই সিংহের উৎপত্তি হয় বলে এই সিংহ ছিল অবধ্য। কোন অস্ত্র তার দেহকে বিদ্ধ বা তাকে বধ করতে পারত না। শতমুখী সেই ড্রাগণ টাইফনকে জিয়াস একদিন এন্নাতে কবর দেয়।

এ কাজের ভার পেয়ে শুধু তার তীর ধনুক নিয়ে নিমীয়ার অরণ্যপ্রদেশে চলে গেল হার্কিউলেস সম্পূর্ণ একা একা। সেখানে গিয়ে তার লাঠি হিসাবে একটা অলিভ গাছকে শিকড় সমেত তুলে ফেলে। সেই গাছ আর তার তীর ধনুক নিয়ে শিকারের সন্ধানে এগিয়ে যেতে লাগল হার্কিউলেস।

অবশেষে এক ভয়ঙ্কর গর্জন শুনতে পেল হার্কিউলেস। বুঝল এ হলো সেই সিংহের গর্জন। হার্কিউলেস দেখল, সেই ভয়ঙ্কর সিংহটা এগিয়ে আসছে। তার কেশর আর চোয়াল দিয়ে রক্ত ঝরছে।

হার্কিউলেস প্রথমে একটা তীর ছুঁড়ল সিংহটাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু তীরটা সিংহের শক্ত চামড়াটা বিদ্ধ করতে পারল না। পরে আর একটা তীর মারল। কিন্তু সেটাও বিদ্ধ করতে পারল না তার গাটাকে। এরপর সেই অলিভ গাছ থেকে একটা গদা তৈরি করে তার দ্বারা প্রচণ্ড একটা আঘাত করল সিংহটাকে।

তার ফলে সিংহটা লাফাতে পারল না। সিংহটা একটু নিস্তেজ হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হার্কিউলেস তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার গলাটাকে দুহাত দিয়ে টিপে ধরল। হাত থেকে সব অস্ত্র ফেলে দিল। আর নড়াচড়া করতে পারল না সিংহটা। দেখতে দেখতে শ্বাসনালী অবরুদ্ধ হয়ে গেল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মারা গেল সে। এরপর মৃত সিংহের ধড় থেকে মুণ্ডটা ছিঁড়ে নিয়ে তার গা থেকে চামড়াটা ছাড়িয়ে নিল। তারপর চামড়াটা গায়ের উপর আর সিংহের মাথাটা মাথার উপর চাপিয়ে অদ্ভুত বেশে বাড়ি ফিরল। ইউরিসথেউস তার এই ভয়ঙ্কর বেশ দেখে আর সিংহবধের কাহিনী শুনে ঈর্ষার আগুনে জ্বলতে লাগল।

হার্কিউলেসের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে তার ভয়ঙ্কর শক্তির কথা ভেবে ভয় পেয়ে গেল ইউরিসথেউস। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে হার্কিউলেসকে দিয়ে আবার এক নতুন ফরমাস খাটাবার ফন্দী আঁটল। কৌশলে তাকে আবার দূরে নতুন এক বিপদের মুখে ঠেলে দিল ইউরিসথেউস।

হার্কিউলেসের দ্বিতীয় কাজ হলো লার্ণার জলাভূমিতে হায়েড্রা নামক বিরাটকায় এক বিষাক্ত সাপকে বধ করা। কিন্তু কোন দুঃসাহসিক কাজই দমাতে পারে না হার্কিউলেসকে। কোন বিপদকেই ভয় পায় না সে। তাই হাসিমুখে ঘাড় পেতে নিল এ কাজের ভার।

এই হায়েড্রা বড় ভীষণ জীব। এর ছিল নয়টি মাথা। কোন অস্ত্রই বধ করতে পারত না তাকে। কোন রকমে তার একটি মাথা কেটে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সে মাথায় আরও একটি মাথা গজিয়ে উঠত সঙ্গে সঙ্গে।

লার্ণাতে তাড়াতাড়ি যাবার জন্য একটি রথ সংগ্রহ করল হার্কিউলেস। সঙ্গে তার ভাইপো আওলাউসকেও নিল।

দ্রুত বেগে ছুটে চলল রথ। বেশ কিছুক্ষণ যাবার পর লার্ণার অরণ্যাচ্ছন্ন পাহাড় দেখা যেতে লাগল। ঐ পাহাড়ের ধারে আছে এক বিশাল জলাভূমি। কখনো জলাশয়ে কখনো পর্বতসংলগ্ন অন্ধকার ভূমিতে লুকিয়ে থাকে হায়েড্রা।

সেই পর্বতসংলগ্ন বনের ধারে গিয়ে রথ থামিয়ে রথ থেকে নামল হার্কিউলেস। তার ভাইপোকে রথের কাছে দাঁড় করিয়ে একাই বনের মধ্যে প্রবেশ করল। তার ধনুক হতে এক অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করল হার্কিউলেস হায়েড্রার গোপন গুহাটাকে লক্ষ্য করে। জলন্ত তীরটা অব্যর্থভাবে ছুটে হায়েড্রার গুহাটাকে আলোকিত করে তাকে কিছুটা আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের আঘাতে আন্দোলিত বৃক্ষশাখার মত তার মাথাগুলো দোলাতে দোলাতে হার্কিউলেসকে লক্ষ্য করে এগিয়ে এল হায়েড্রা।

কিন্তু কোন রকম ভীত সন্ত্রস্ত না হয়ে সে আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য দেহের সমস্ত শক্তিকে সংহত করে প্রস্তুত হয়ে উঠল হার্কিউলেস। কোন রকম ভয় না করে হায়েড্রার মাথাগুলো একের পর এক করে কেটে ফেলতে লাগল হার্কিউলেস। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক একটি খতস্থানে দুটো করে মাথা গজিয়ে উঠতে লাগল। তার উপর হায়েড্রা তার ঘৃণাবিকৃত দেহটা দিয়ে হার্কিউলেসের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কুণ্ডলি পাকিয়ে জড়িয়ে ধরল। হায়েড্রার নতুন গজিয়ে ওঠা সেই মাথাগুলো ঝঞ্ঝাহত বৃক্ষশাখার মত দুলছিল। তার থেকে বিষাক্ত নিঃশ্বাস বেরিয়ে এসে অতিষ্ঠ করে তুলছিল হার্কিউলেসের জীবন। সে তার ভাইপো আওলাসকে ডাকতেই সে মশাল হাতে ছুটে এল। এবার হার্কিউলেস যেমন এক একটি মাথা কেটে ফেলতে লাগল আওলাস তখনই রক্তমাখা ক্ষতস্থানটা মুছে দিতে লাগল। ফলে সেই খাতস্থানে নতুন করে আর কোন মাথা গজিয়ে উঠতে পারল না।

অবশেষে হায়েড্রার মাত্র একটি মাথা অবশিষ্ট রইল। কিন্তু সেটা এমনই মাথা যে তা কোন্ লোহার অস্ত্র দিয়ে কাটা যাবে না। হার্কিউলেস তখন তার গদা দিয়ে গুঁড়িয়ে ফেলল সেই মাথাটা। তারপর সেই মাথাটা হায়েড্রার ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে মাটিতে পুঁতে ফেলল এক জায়গায়। এরপর হার্কিউলেস হায়েড্রার সেই মুণ্ড থেকে ঝরে পড়া রক্তে তার অস্ত্রগুলো সব ডুবিয়ে নিল। কারণ সেই রক্তমাখা অস্ত্র দিয়ে কোন শত্রুকে আঘাত করলে সে আঘাতের ক্ষত হবে দুরারোগ্য।

হার্কিউলেসের তৃতীয় পরীক্ষা হলো সেরিনাইটস্ নামে এক অদ্ভুত মৃগকে-

হত্যা না করে জীবন্ত ধরে আনা। সেরিনাইটস্ নামে ভয়ঙ্কর রকমের একটা হরিণ ছিল যার পায়ের খুর ছিল পিতলের মত এক হলুদ রঙের ধাতু দিয়ে তৈরি। আর্কেডিয়ার পার্বত্য অরণ্যে ঘুরে বেড়াত সে।

সেরিনাইটস্‌কে কেউ মারতে পারত না কারণ সে ছিল আর্তেমিসের আশীর্বাদধন্য। কিন্তু এই অপরাজেয় সেরিনাইটস্‌কে জীবন্ত ধরে আনার ভার পড়ল হার্কিউলেসের উপর।

তাকে ধরার জন্য একটা বছর পাহাড়ে বনে ঘুরে বেড়াল হার্কিউলেস। এরপর গ্রীসদেশ ছেড়ে তাকে থে্সে যেতে হলো। শুধু তাই নয়, সেখান থেকে আবার তাকে যেতে হলো দূর উত্তরাঞ্চলের গভীর গহন এক অরণ্য অঞ্চলে। সেখানে বর্বর আদিম অধিবাসীরা বাস করত। কিন্তু কোথাও কোনখানে দেখা পেল না হার্কিউলেস। কিন্তু যতবার ব্যর্থ হতে লাগল ততবারই অদম্য হয়ে উঠল তার উদ্যম। অটল হয়ে উঠল তার প্রতিজ্ঞা।

অবশেষে এক জায়গায় একটি বনাঞ্চলে সহসা দেখা পেয়ে গেল তার। তখন তার অব্যর্থ তীর দিয়ে সেরিনাইটসের একটি পা খোঁড়া করে দিল হার্কিউলেস। তারপর তাকে কাঁধে চাপিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে লাগল স্বদেশের দিকে।

পথে ঘটনাক্রমে দেখা হয়ে গেল দেবী আর্তেমিসের সঙ্গে। আর্তেমিস তাঁর রক্ষাধীনস্থ মৃগকে আহত করার জন্য হার্কিউলেসের উপর অভিযোগ আনল। কিন্তু কৌশলে বিভিন্ন স্তোকবাক্যের দ্বারা দেবীকে তুষ্ট করল হার্কিউলেস। তখন সে অবাধে হরিণটাকে কাঁধে করে সোজা বয়ে নিয়ে গেল ইউরিসথেউসের কাছে।

এরপর আরও বেশী ভয়ঙ্কর এক জন্তুকে ধরতে হবে হার্কিউলেসকে। এটা হবে তার চতুর্থ পরীক্ষা। এ জন্তু হচ্ছে এক ভয়াবহ বন্য শূকর। এ্যাফ্রিকা থেকে এলিস পর্যন্ত বিস্তৃত ইউরিম্যানথিয়ার সারা পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে বহু মানুষ ও জীবকে হত্যা করে চলেছে সে।

এবার একাই রওনা হলো হার্কিউলেস। কিন্তু যাবার পথে অকারণে এবং তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়ল সে। পথের উপর পড়ল সেণ্টরদের রাজ্য। ফোলাস নামধারী এক সেণ্টর তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল বীর পথিক হার্কিউলেসকে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে হার্কিউলেসকে প্রচুর মাংস খেতে দিল ফোলাস। কিন্তু এক ফোঁটাও মদ দিতে পারল না। কারণ একটিমাত্র মদের পিপে আছে কিন্তু তা সে খুলতে পারবে না। এই মদ ডাওনিসাস সমস্ত সেণ্টরদের পানের জন্য দান করেছেন, সমস্ত সেণ্টররা যখন এক জায়গায় মিলিত হয়ে এই মদ পান করার জন্য প্রস্তুত হবে একমাত্র তখনই এই পিপে খোলা হবে। কোন একজন সেণ্টর কোন কারণেই এই পিপে খুলতে পারবে না।

কিন্তু হার্কিউলেস এ বিধিনিষেধ মানল না। সে ফোলাসকে বাধ্য করল এই পিপে খুলতে। পিপে খোলার সঙ্গে সঙ্গে কড়া মদের এক ঝোঁয়াটে গ্যাসের সঙ্গে তার গন্ধ যেমনি ছড়িয়ে পড়ল, অমনি অসংখ্য সেণ্টর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে পাথর আর ফার গাছের ডাল ভেঙে তাদের জাতীয় নিয়মভঙ্গকারীকে লক্ষ্য করে ছুটে এল। এদিকে হার্কিউলেসও তখন প্রস্তুত। সে একা হলেও তার অসংখ্য অদৃশ্য তীর দিয়ে এমনভাবে আক্রমণ করল সেণ্টরদের যে তারা কোনক্রমেই পেরে উঠল না তার সঙ্গে।

অবশেষে রণে ভঙ্গ দিয়ে তারা তাদের নেতা বৃদ্ধ শেরিয়নের গুহাতে গিয়ে আশ্রয় নিল। শেরিয়ন ছিল হার্কিউলেসের একজন ভূতপূর্ব শিক্ষক। কিন্তু হার্কিউলেস তাকে দেখতে বা চিনতে না পেরে সেই গুহাটা লক্ষ্য করে সেণ্টরদের মারার জন্য হায়েড্রার মাথার রক্তমাখা একটা তীর ছুঁড়তেই সেটা গিয়ে ঘটনাক্রমে শেরিয়নের বুকে লাগে। যুদ্ধের সময় অকস্মাৎ ফোলাসের পায়েও লাগে একটা বিষাক্ত তীর। ফলে ফোলাসও মারা যায়।

তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার আঘাতে যে সব সেণ্টর নিহত হল যুদ্ধে তাদের সকলের জন্য দুঃখিত হলো হার্কিউলেস। বিশেষ করে যে সদাশয় ব্যক্তি তাকে বাড়িতে আশ্রয়, আহার ও আতিথ্য দান করে সেই ফোলাস তারই তীরের আঘাতে অকালে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হওয়ায় খুব বেশী ব্যথা পেল মনে। তাদের সকলের শেষকৃত্য সম্পন্ন করে আবার এগিয়ে চলল হার্কিউলেস। এগিয়ে চলল ইউরিম্যানথিয়ার সেই ভয়ঙ্কর শূকরের সন্ধানে।

শূকরটার দেখা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বন থেকে তাড়া করে নিয়ে বেড়াতে লাগল। বন থেকে অনাবৃত অবারিত মাঠের তুষারাচ্ছন্ন পথের উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ক্লান্ত হয়ে পথের উপর লুটিয়ে পড়ল তার অবসাদগ্রস্থ দেহটা। হার্কিউলেস তখন তাড়াতাড়ি এসে দড়ি দিয়ে তাকে বেঁধে ফেলে বয়ে নিয়ে গেল ইউরিসথেউসের কাছে।

হার্কিউলেসের পঞ্চম পরীক্ষা হলো এলিসের রাজা অগিয়াসের আস্তাবল পরিষ্কার করা। শুধু ঘোড়া নয়, বহু গবাদি পশু পালন করার একটা নেশা ছিল রাজা অগিয়াসের। তাঁর আস্তাবলে ছিল তিন হাজার গবাদি পশু। কিন্তু দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে সে আস্তাবল পরিষ্কার না হওয়ায় তাতে জমে উঠেছিল স্তূপাকৃত আবর্জনা।। হার্কিউলেসের উপর ভার পড়ল রাজা অগিয়াসের আস্তাবল থেকে সমস্ত আবর্জনা মাত্র একদিনের মধ্যে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে নিঃশেষে।

রাজা অগিয়াসের কাছে যথাসময়ে গিয়ে হার্কিউলেস এ কাজের জন্য অনুমতি চাইলে তার কথাটা তাচ্ছিল্যভরে হেসে উড়িয়ে দিলেন রাজা অগিয়াস। বললেন, যে কাজ কোন দৈত্য দানবের পক্ষে সম্ভব নয়, সে কাজ তুমি মাত্র একদিনেই করে ফেলবে ? ঠিক আছে, যদি এ কাজ সত্যি সত্যিই

পায় আমি তাহলে তোমাকে আমার সমস্ত গবাদি পশুর একের দশ ভাগ দান করব তোমাকে এ কাজের পুরস্কার হিসাবে।

দেহে অমিত শক্তির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি ও কলাকৌশলও কম জানা ছিল না তার। হার্কিউলেস জায়গাটা ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে দেখল। সে লক্ষ্য করল পেনেউস আর আলকেউস নামে দুটি নদী রাজবাড়ির কাছ দিয়ে বয়ে চলেছে। কৌশলে সেই দুটি নদীর স্রোত এক গোপন সুড়ঙ্গপথে আস্তাবলে নিয়ে এল হার্কিউলেস। ফলে একদিনের মধ্যেই সত্যি সত্যিই সাফ হয়ে গেল সেই আস্তাবলের স্তূপাকৃত যত সব জঞ্জাল।

কাজ সেরে রাজা অগিয়াসের সঙ্গে দেখা করল হার্কিউলেস। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ে বসল রাজার দ্বারা প্রতিশ্রুত সেই পুরস্কার। কিন্তু নিজের দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি নিজেই মানলেন না রাজা অগিয়াস। বোঝা গেল তিনি এ প্রতিশ্রুতিটা দিয়েছিলেন নিতান্ত হালকাভাবে।

হার্কিউলেস তখন রাজকুমারকে সাক্ষী মানলেন। তিনি রাজপুত্র ফাইলেউসকে ডেকে নিয়ে এলেন রাজা অগিয়াসের সামনে। রাজপুত্র অকুণ্ঠ ভাষায় বলল তার পিতা একথা বলেছেন। কিন্তু তবু তা মানলেন না রাজা। শুধু তাই নয়, তিনি হার্কিউলেসের সঙ্গে তাঁর পুত্রকেও রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

অবশ্য বছরকতক পরে হার্কিউলেস রাজা অগিয়াসের কাছে এসে উচিত শিক্ষা দিয়ে গেলেন রাজাকে।

এবার শুরু হলো হার্কিউলেসের ষষ্ঠ পরীক্ষা। এ পরীক্ষা হলো স্টিমফ্যালাইদেস নামে এক ভয়ঙ্কর শিকারী পাখি ধরার পরীক্ষা। স্টিমফ্যালাইদেস এমনই এক শিকারী পাখি যার গায়ে আছে তীরের মত কাঁটাওয়ালা পালক। আর্গোনট বা গ্রীকদের সমুদ্রযাত্রাকালে এই সব শিকারী পাখিরা দল বেঁধে বড় উৎপাত করত। আর্কেডিয়ার স্টিমফ্যালিস হ্রদ ছিল তাদের জন্মস্থান।

স্টিমফ্যালাইদেস পাখির সন্ধানে আর্কেডিয়ায় গিয়ে হাজির হলো হার্কিউলেস। সে গিয়ে দেখল গোটা হ্রদটা জুড়ে ঝাঁক বেঁধে বসে আছে ভয়ঙ্কর পাখিগুলো। পাখিগুলোর রং কালো বলে গোটা হ্রদটাকেই কালো দেখাচ্ছে। হার্কিউলেস ভেবে পেল না কিভাবে সে এই ভয়ঙ্কর পাখিগুলোকে তাড়াবে।

হার্কিউলেস যখন এই সব সাত পাঁচ ভাবছিল তখন দেবী এথেন এগিয়ে এলেন তার সাহায্যে। তিনি তাকে পিতলের একজোড়া করতালের মত একটা জিনিস দিলেন যেটি হিফাস্টাস তাকে তৈরি করে দেয়। এই করতালটা বাজাতেই এমন দারুণ শব্দ হল যা সমস্ত পাখিদের কিচমিচ শব্দকে ছাপিয়ে উঠল।

হার্কিউলেস প্রথমে সেই করতাল দিয়ে এক বিরাট শব্দ করল একটা

পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে। সে শব্দে সচকিত হয়ে উঠল পাখিরা এবং ভয়ও পেল। ভয় পেয়ে পাখিগুলো উড়ে যেতেই তাদের ঝাঁকের দিকে লক্ষ্য করে তার তুণ থেকে বিষাক্ত তীরগুলো ছুঁড়তে লাগল হার্কিউলেস। অনেক পাখি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে তীরের আঘাতে। যারা উড়তে উড়তে তীরের আওতা থেকে দূরে চলে গিয়ে প্রাণ বাঁচাল তারা সারা গ্রীসদেশের সীমানার মাঝে আর কোনদিন ফিরে আসেনি।

হার্কিউলেসের সপ্তম পরীক্ষা শুরু হলো একটা ষাঁড়কে নিয়ে। ষাঁড়টা ক্রীট দ্বীপে ঘুরে বেড়াত। ক্রীট দেশের রাজা মাইনসের সঙ্গে গিয়ে দেখা করল হার্কিউলেস সর্বপ্রথমে। সে সেই ষাঁড়টাকে জব্দ করবে। এ পরীক্ষার সে উত্তীর্ণ হবেই। মাইনস সঙ্গে সঙ্গে এ কাজের অনুমতি দিলেন হার্কিউলেস-কে। এটা সুখের কথা স্বস্তির কথা তাঁর পক্ষে, কারণ পাগলা ষাঁড়টা তার শিং দিয়ে সারা দেশ জুড়ে ধ্বংসের তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছিল।

হার্কিউলেস সেই ভয়াবহ পাগলা ষাঁড়টাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তার শিং দুটো ধরে তাকে জব্দ করে ফেলল। তারপর তার পিঠের উপর চেপে সমুদ্রের উপর দিয়ে সোজা গ্রীস দেশে ইউরিসথেউসের কাছে চলে গেল। কিন্তু ইউরিসথেউস আবার ষাঁড়টাকে ছেড়ে দিতেই তা আবার উৎপাত অত্যাচার শুরু করে দিল সারা দেশ জুড়ে। আতঙ্কিত হয়ে উঠল দেশের মানুষ। অবশেষে ম্যারাথনের এক ক্রীড়ানুষ্ঠানে সে ষাঁড়টাকে হত্যা করে।

এর পর হার্কিউলেসের অষ্টম পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে থ্রেসীয়রাজ ডাওমীডস্‌এর ঘোটকীগুলিকে বশীভূত করে আনতে হবে। নিজের মত তার ঘোটকীগুলিকে নরমাংস খাইয়ে হিংস্র ও দুর্ধর্ষ করে তুলেছিল ডাওমীডস্‌। জন্মের পর সে তার ঘোটকীগুলিকে নরমাংস খাওয়াত। ফলে তারা বাঘের মত হিংস্র হয়ে ওঠে।

হার্কিউলেস প্রথমে থ্রেস দেশে গিয়ে দেখল তার ঘোটকীগুলিকে বশীভূত করতে হলে প্রথমে তাদের মালিক ডাওমীডস্‌কে হত্যা অথবা বন্দী করতে হবে। এই ভেবে ডাওমীডস্‌কে আপাততঃ বন্দী করে এক কারাগারে রেখে দিল হার্কিউলেস। তাকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য খাবার সময় তার সেই ঘোটকীদের মাংস তাকে খেতে দেওয়া হলো এবং জোর করে তা খাওয়ানো হলো। পরে আবার ডাওমীডস্‌কে বধ করে তার মাংস তার ঘোটকীদের খেতে দিল হার্কিউলেস।

তাদের মালিক নিহত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোটকীগুলি বশীভূত হয়ে পড়ল হার্কিউলেসের। হার্কিউলেস তখন নিরাপদে ও অনায়াসে নিজের দেশের পথে রওনা হলো। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই সে দেখল থ্রেসীয়রা একযোগে তার পিছনে ছুটে আসছে তাকে আক্রমণ করার জন্য। হার্কিউলেস ও তার সঙ্গী আবদেরাস রুখে দাঁড়াল সে আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য।

এদিকে আর এক নতুন বিপদ দেখা দিল। হার্কিউলেস দেখল থে সীয়রা তাকে আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সেই ঘোটকীগুলো। তারা তার সঙ্গী ও দেহরক্ষী আবদেরাসকে মেরে ফেলে তার দেহটা খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলল। পরে অবশ্য তাদের আবার বশীভূত করে ফেলল হার্কিউলেস। এই থ্রেসীয় ঘোটকীদের এক বংশধর বুনিকালাসকে মেসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডার বশীভূত করেন।

সুদূর এশিয়া মহাদেশে অদ্ভুত এক রাজ্য ছিল। সেখানে পুরুষদের কোন শক্তি ছিল না। গোটা দেশটা শাসিত হত এক বিশাল নারীবাহিনীর দ্বারা আর তাদের রাণী ছিল হিপ্পোলিতে। সেখানে সব নারীই যুদ্ধবিদ্যায় ছিল পারদর্শিনী। এই সব নারীরা তাদের পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হলেই তাদের হত্যা করত। তাছাড়া অদ্ভুত কৌশলে সন্তান প্রসবের পর তারা তাদের সব স্তনদুগ্ধ শুকিয়ে দিত। যুদ্ধের সময় যাতে কোন বাধা সৃষ্টি না হয় তার জন্যই এ কাজ করত তারা।

আমাজনদের রাণী হিপ্পোলিতের এক সোনার কটিবন্ধনী ছিল। যুদ্ধের দেবতা এ্যারেস তাকে দান করেছিলেন এটা। হার্কিউলেসের নবম পরীক্ষা হবে আমাজানরাণী হিপ্পোলিতের সেই সোনার কোমরবন্ধনীটা ছলে বলে কৌশলে যে কোনভাবে করায়ত্ত করে সেটাকে স্বদেশে নিয়ে আসা।

যথানির্দিষ্ট সময়ে হার্কিউলেস চলে গেল এশিয়ার অন্তর্গত আমাজনদের দেশে। সে দেশের মাটিতে পা দিয়েই সোজা সে চলে গেল রাণী হিপ্পোলিতের সঙ্গে দেখা করতে।

এদিকে হার্কিউলেসকে দেখে অবাক হয়ে গেল হিপ্পোলিতে। এমন বীরপুরুষ জীবনে যেন কখনো এর আগে দেখেনি হিপ্পোলিতে। হার্কিউলেসের অমিত শক্তি ও সাহসের এক বিপুল ঐশ্বর্য দেখে এক বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সকলে তার দিকে। বলল, কে আপনি? কি চান?

হার্কিউলেস প্রকৃত বীরের মত নির্ভীকভাবে উত্তর করল, আপনার ঐ স্বর্ণনির্মিত কটিবন্ধনীটি হলো আমার লক্ষ্যবস্তু।

হার্কিউলেসের মন পরীক্ষা করার জন্য হিপ্পোলিতে বলল, যদি আমি তা সহজে না দিই?

তাহলে আমাকে তার জন্য বাধ্য হয়েই বলপ্রয়োগ করতে হবে।

এক টুকরো ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল হিপ্পোলিতের মুখে। বলল, কিন্তু আমার বিশাল নারীবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত না করে আমার উপর বলপ্রয়োগ করা সম্ভব হবে না সেটা জানেন ত?

তা জেনেই বলছি আমি।

তাহলে আমার এই বিশালবাহিনীর বিরুদ্ধে একা লড়াই করবেন আপনি?

হ্যা।

হিপ্পোলিতে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে উঠল একথা শুনে। এই বিশাল অস্ত্রসজ্জিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের পরাস্ত করতে হবে ভেবেও কিছুমাত্র কম্পিত হয় না যার হৃদয়, কিছুমাত্র ভীত হয় না যে বীর সে সাধারণ বীর নয়। হার্কিউলেসের বীরত্বের অসাধারণত্বে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিনা যুদ্ধেই তার স্বর্ণ কটিবন্ধনীটা দিয়ে দিতে চাইল হিপ্পোলিতে।

কিন্তু স্বর্গ থেকে বাধ সাধল জিয়াসপত্নী হেরা। হার্কিউলেসের জয়ের পথকে এত সহজ ও মসৃণ কখনই হতে দেবেন না তিনি। তাই সহসা হিপ্পোলিতের মনটাকে বিষিয়ে দিয়ে হার্কিউলেসের সঙ্গে তার এক বিরাট যুদ্ধ বাধিয়ে তুললেন হেরা।

প্রথমে একে একে তার সমস্ত নারীসেনাদের ও পরে স্বয়ং হিপ্পোলিতেকে যুদ্ধে বধ করল হার্কিউলেস। তারপর সেই স্বর্ণ কটিবন্ধনীটা হিপ্পোলিতের অসার দেহটা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গ্রীসের পথে রওনা হলো। কিন্তু ট্রয়-নগরীর পাশ দিয়ে পথ চলার সময় অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখল হার্কিউলেস। দেখল দানবাকৃতি এক ভয়ঙ্কর জন্তু তার থাবার তলায় এক সুন্দরী যুবতীকে ধরে রেখেছে এবং সে যে কোন মুহূর্তেই তার প্রাণ সংহার করতে পারে। পরে জানল যুবতীটি রাজা লাওমেডনের কন্যা। বীর পার্সিয়াস যেমন একদিন এ্যাণ্ড্রোমেডাকে উদ্ধার করে তেমনি সেই জন্তুদানবের হাত থেকে লাওমেডন-কন্যাকে উদ্ধার করে তার পিতার হাতে অর্পণ করল হার্কিউলেস। কিন্তু রাজা তার প্রতিশ্রুতি রাখল না। অর্থাৎ হার্কিউলেসের কাছে সমর্পণ করল না তার কন্যাকে। হার্কিউলেস শপথ করে রাজাকে বলল আমি দশ বছর পরে ঠিক এসে এর প্রতিশোধ নেব।

এরিথিয়া নামে এক দ্বীপে গেরিয়ন নামে এক রাক্ষস ছিল। তার একপাল ভয়ঙ্কর ধরনের লাল রঙের পশু ছিল। ইউরিসথেউস বলল হার্কিউলেসের দশম এবং শেষ পরীক্ষা হবে গেরিয়নের সেই পশুর পালকে বশীভূত করে দেশে নিয়ে আসা। লাল রঙের সেই পশুগুলো যখন মাঠে চরত তখন ওর্থরাস নামে দুটো মাথাওয়ালা একটা অদ্ভুত কুকুর তাদের পাহারা দিত।

তাছাড়া রাক্ষস গেরিয়নও কম ভীষণাকৃতি ছিল না। তার ছিল তিনটে ধড়, তিনটে মুণ্ড, ছ'টা হাত, ছ'টা পা। গেরিয়ন ছিল পার্সিয়াস দ্বারা নিহত রাক্ষসী মেডুসার রক্ত থেকে উদ্ভূতা ক্রাইসাওর এর সন্তান। ইউরিসথেউস ভাবল এবার এত দূর দেশে এবং এত ভয়ঙ্কর জন্তুর কাছে হার্কিউলেসকে পাঠাচ্ছে যে এতে তার মৃত্যু অবধারিত। হার্কিউলেস কিন্তু কোন ভয় পেল না। হাসিমুখে বিপদঘন সেই অজানা দেশের পথে যাত্রা করল। সে প্রথমে ধরল গেডেস্ প্রণালী। তার মুখে দুটি স্তম্ভ নির্মাণ করল। পরে এই স্তম্ভ দুটি হার্কিউলেসের স্তম্ভ নামে প্রসিদ্ধ হয়।

এদিকে সূর্যের প্রখর উত্তাপে ক্রমাগত পথ চলতে চলতে অতিশয় ক্লান্ত ও পিপাসার্ত হয়ে উঠল হার্কিউলেস। রোদের উত্তাপে সে এত রেগে উঠল যে আকাশ ও সূর্যের দেবতা ফীবাস এ্যাপোলোকে লক্ষ্য করে একটা পাথর ছুঁড়ে দিল আকাশে। এ্যাপোলো কিন্তু কিছু মনে করলেন না হার্কিউলেসের এই ঔদ্ধত্যে ও হঠকারিতায়। উল্টে জলপথে তাড়াতাড়ি এরিথিয়ায় যাবার জন্য একটা সোনার নৌকো দিলেন হার্কিউলেসকে।

এর ফলে অনায়াসে এরিথিয়ায় গিয়ে পৌছল হার্কিউলেস। সেখানে গিয়ে সে সহজেই বধ করল সেই তিনটে মাথাওয়ালা জন্তুদানব গেরিয়ন আর দুটো মাথাওয়ালা কুকুর ওর্থরাসকে। কিন্তু লড়াইয়ের সময় হেরা গেরিয়নের পক্ষ অবলম্বন করায় হার্কিউলেসের হাত হতে একটা তীর এসে বিঁধল হেরার বুকে। কিছুটা শিক্ষা পেলেন হেরা।

এরপর কত শত পাহাড় বন নদী সমুদ্র পার হতে হতে গেরিয়নের লালবর্ণ পশুর পালকে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগল দেশের দিকে। পথে আবার এক বিপদের সম্মুখীন হলো হার্কিউলেস। ইতালি দিয়ে যাবার সময় একটা বিশাল বনের ধারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তেই ককাস নামে এক দৈত্য সেই পশুর পাল থেকে কতকগুলো পশুকে নিয়ে পালিয়ে গেল। ভয়ঙ্কর দৈত্য ককাসের নাক থেকে জলন্ত আগুন ঝরে পড়ত নিঃশ্বাসের সঙ্গে; তাই কেউ তার কাছে যেতে পারত না। তার চৌর্যের যাতে কোন প্রমাণ না থাকে তার জন্য পশুগুলোর লেজ ধরে টানতে টানতে তার গুহার মধ্যে নিয়ে লুকিয়ে রাখে ককাস। ঘুম থেকে জেগে উঠে পশুগুলোকে না পেয়ে তাদের আশা ত্যাগ করে বাকিগুলোকে নিয়ে আবার পথ হাঁটা শুরু করল হার্কিউলেস।

পথ চলতে চলতে হার্কিউলেস যেমন তার অবশিষ্ট পশুর পাল নিয়ে ককাসের গুহার কাছে এসে পড়ল অমনি তার গুহার ভিতর থেকে অবরুদ্ধ পশুগুলোর চিৎকার শোনা যেতে লাগল। হার্কিউলেস তখন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তার গুহার সামনে গিয়ে সরাসরি আক্রমণ করল ককাসকে।

যুদ্ধে ককাস নিহত হতেই তার সব পশুর পাল নিয়ে আবার এগিয়ে চলল হার্কিউলেস। কিন্তু কিছু দূর যেতে না যেতেই পথে নতুন বিপদ পাঠিয়ে দিলেন হেরা। হেরার ইচ্ছায় এক ধরনের বড় মাছি এসে এমন উৎপাত শুরু করে দিল যে তাদের কামড়ে পশুগুলো পাগল হয়ে যাবার উপক্রম হলো। তার উপর হার্কিউলেসের চলার পথে হঠাৎ এমন এক উদ্দাম জলস্রোতকে প্রবাহিত করিয়ে দিলেন যা কোনমতেই পার হতে পারল না হার্কিউলেস। তখন সে অতি কষ্টে অনেক বড় বড় পাথর এনে একটা সেতুবন্ধন রচনা করল তার উপর। পরে সে তা পার হয়ে আবার পথ চলতে লাগল।

কিন্তু মাঝখানে পথ হারিয়ে সুদূর স্কাইথিয়ার অরণ্য অঞ্চলে গিয়ে উঠল হার্কিউলেস। সেখানে গিয়ে অদ্ভুত এক রাক্ষসী দেখল সে যার

দেহের অর্ধেকটা নারী আর অর্ধেকটা সাপ। তাকেও অবিলম্বে বধ করল হার্কিউলেস। অবশেষে সেই লালবর্ণ পশুপালটিকে ইউরিসথেউসের কাছে নিয়ে গিয়ে পৌঁছল সে।

হার্কিউলেস ভেবেছিল এবার একে একে তার সব পরীক্ষা সার্থকভাবে শেষ হওয়ায় রাজা ইউরিসথেউস তার প্রতিশ্রুতি রাখবে। কিন্তু হার্কিউলেসের দশম পরীক্ষা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন এক দাবি উত্থাপন করে বসল ইউরিসথেউস। বলল, দুটি পরীক্ষা তোমার ঠিকমত দেওয়া হয়নি বলে তা বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং এই দুটি পরীক্ষায় নতুন করে অবতীর্ণ হতে হবে তোমায়। এর মধ্যে একটি পরীক্ষা হলো হায়েড্রা আর দ্বিতীয় পরীক্ষাটি হলো রাজা অগিয়নের আস্তাবল পরিষ্কার। ইউরিসথেউসের কথা হলো এই যে দুটি পরীক্ষাতেই অপরের সাহায্য নিয়েছে হার্কিউলেস। শুধু নিজের শক্তিতে উত্তীর্ণ হয়নি। হায়েড্রা বধের সময় তার ভাইপো তাকে মশাল দেখিয়েছিল আর অগিয়নের আস্তাবল পরিষ্কার করার সময় দুটি নদীর জলস্রোতের সাহায্য নিয়েছিল হার্কিউলেস।

সুতরাং ইউরিসথেউস আবার দুটো নতুন পরীক্ষা দিল।

প্রথম পরীক্ষা দেবার জন্য হার্কিউলেসকে যেতে হলো হেসপেরাইদেসের বাগানে। সেই বাগান থেকে তিনটে সোনার আপেল আনতে হবে। এই আপেল তিনটে ধরিত্রীমাতা গাইয়া দেবরাজ জিয়াস আর হেরার বিবাহোৎসবে উপহার দিয়েছিল। এই বাগানটার মালিক ছিল চারজন পরী। এরা সবাই ছিল রাত্রির কন্যা। আর এর প্রহরায় নিযুক্ত ছিল শতমুখী এক ড্রাগন। এ বাগান ঠিক কোথায় অবস্থিত এবং এ বাগানের কোথায় আছে সেই সোনার আপেল তা কেউ জানত না।

হার্কিউলেসও তা জানত না। জানত না বলেই এই আশ্চর্য মায়াকাননের সন্ধানে বহু দূর দূরান্তে ঘুরে বেড়াতে হলো তাকে। আর তার খোঁজ করতে গিয়ে অকারণে বহু দৈত্য দানবের সঙ্গে সংঘর্ষ হলো তার। অনেকেই নিহত হলো তার গদার অব্যর্থ আঘাতে। একবার যুদ্ধের দেবতা স্বয়ং এ্যারেসের সঙ্গেই বিরোধ বাধল তার। দেবরাজ জিয়াস তখন এক বজ্রপাতের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন দেবকুলোদ্ভব এই দুই বীরকে।

অবশেষে এরিডেনাসের পরীদের দয়া হলো হার্কিউলেসের অবস্থা দেখে। তারা তাকে সমুদ্রবাসী নেরেউসের কাছে সেই বাগানের খোঁজ করতে বলল তাকে। সেকথা শুনে হার্কিউলেস নির্দেশিত জায়গায় গিয়ে দেখল আগাছায় গা ঢাকা দিয়ে ঘুমোচ্ছে নেরেউস। সে গিয়ে তার কথা জানাতেই নেরেউস তাকে সমুদ্রের পশ্চিম উপকূলে এক দ্বীপের কথা বলল। আসলে সেটা দ্বীপটাই হলো সমুদ্রমধ্যবর্তিনী এক বিশাল বাগান আর তার নাম হেসপেরাইদেস।

বেরেউস আরও বলল, এর বেশী যদি কিছু জানতে চাও তাহলে তুমি প্রমিথিয়াসের কাছে যাও যে এখন ককেশাস পাহাড়ের এক বিরাট শিলাপাশে শৃংখলিত অবস্থায় উন্মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়িয়ে ঝড় বৃষ্টি সব সহ্য করে যাচ্ছে। অসহ্য সূর্যের মত রোদ আর হাড়কাঁপানো শীতের ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস দুটোই সহ্য করতে হত প্রমিথিয়াসকে। তার উপর দেবরাজ জিয়াসের নিষ্ঠুর নির্দেশে কখনো একটা ঈগল অথবা কখনো একটা শকুনি তার ধারাল ঠোঁট দিয়ে প্রায়ই ঠোকরাত প্রমিথিয়াসকে।

হার্কিউলেস যখন সেই ককেশাস পর্বতের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ দেখে একটা ঈগল পাখি বন্দী প্রমিথিয়াসের উপর নেমে আসছে। এটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে একটা তীর দিয়ে মেরে ফেলল পাখিটাকে। তারপর সে বন্দী প্রমিথিয়াসকেও মুক্ত করে দিল।

প্রমিথিয়াসও হার্কিউলেসের এই কাজের পুরস্কারস্বরূপ তাকে বলে দিল সোনার আপেল পাবার রহস্যের কথা। বলল, তুমি প্রথমে এ্যাটলাসকে খুঁজে বার করো। তারপর তাকে বলো হেসপেরাইদেসের বাগান থেকে সোনার আপেল এনে দিতে।

একথা শুনে হার্কিউলেস চলে গেল সুদূর আফ্রিকায়। প্রথমে সে গিয়ে উঠল মিশর দেশে। সেখানকার রাজা বুসিরিসের একটি নিষ্ঠুর আদেশ ছিল। সে আদেশ হলো এই যে, কোন বিদেশী তার রাজ্যে এলেই তাকে তাদের দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেবার জন্য উৎসর্গ করে রাখা হবে। কারণ তাদের দেশের মঙ্গলের জন্য প্রতি বছর কোন না কোন একটি বিদেশীকে অবশ্যই বলি দেওয়া চাই।

এই নিষ্ঠুর প্রথার পিছনে একটা কারণ ছিল। একবার মিশর দেশে ভয়াবহ এক দুর্ভিক্ষ হয়। সারা দেশ যখন এই দুর্ভিক্ষের কবলে পীড়িত হতে থাকে তখন সাইপ্রাস থেকে এক জ্যোতিষী এসে রাজা বুসিরিসকে তার থেকে নিষ্কৃতি পাবার একটা উপায় বলে দিল। বলল, দেবতার কোপ থেকেই এ দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং দেবতার সে কোপকে প্রশমিত করতে হলে এমন একজন লোককে বলি দিতে হবে যার জন্ম এদেশের মাটিতে হয়নি।

কিন্তু একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিদেশী জ্যোতিষীকেই প্রথম বলি দিল রাজা বুসিরিস। সেই থেকে প্রতি বছরই এক বিদেশীকে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেবার একটি নির্মম রীতি গড়ে উঠল। তাই হার্কিউলেসকে দেখে তাকে বলি দেবার আদেশ দিল রাজা বুসিরিস আর সঙ্গে সঙ্গে তার লোকজন হার্কিউলেসকে বেঁধে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে গেল।

কিন্তু মনে মনে হাসতে লাগল হার্কিউলেস। মুখে কিছু বলল না। তাকে বাঁধার সময় কোন বাধাও দিল না সে। কিন্তু রাজার সামনে বধ্যভূমিতে তাকে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ঙ্কর হুঙ্কার ছেড়ে নিজের শক্তিতে সব

বাঁধন ছিঁড়ে ফেলল হার্কিউলেস। তারপর তার গদা দিয়ে এক ঘায়ে রাজা বুসিরিসকে হত্যা করল। এই হত্যাকাণ্ড দেখে ভয়ে এমনভাবে অভিভূত হয়ে পড়ল মিশরবাসীরা যে তারা হার্কিউলেসের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে বা তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে সাহস পেল না। তার সেই বিশাল দেহ আর অসাধারণ শক্তির প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে রইল তারা।

হার্কিউলেস তখন অবাধে অপ্রতিহত গতিতে সেখান থেকে এগিয়ে চলল এ্যাটলাসের উদ্দেশ্যে। কিন্তু পথে আর এক বিপদে পড়ল সে। একদিন পথের ধারে আন্তেউস নামে অদ্ভুত একটা দৈত্যকে দেখল হার্কিউলেস। পথ দিয়ে কোন লোক গেলেই তাকে তার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাত আন্তেউস। কিন্তু কেউ-ই পেরে উঠত না তার সঙ্গে। প্রতিপক্ষ যত শক্তিশালীই হোক কখনো সে হারাতে পারত না আন্তেউসকে। কারণ সে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত বা অবসন্ন অথবা কিছুটা হীনবল হয়ে উঠলেই সে মাটিতে হাত রেখে বিড়বিড় করে কি সব বলত আর সঙ্গে সঙ্গে ধরিত্রীমাতা তাকে দান করত নতুন শক্তি। এইভাবে নতুন নতুন শক্তির অফুরন্ত যোগানে অদম্য ও অপরাজেয় হয়ে উঠেছিল আন্তেউস।

কিন্তু লড়াই করার সময় হার্কিউলেস মাটি ছোঁবার কোন অবকাশ দিল না আন্তেউসকে। সে আন্তেউসকে দুহাত দিয়ে শূন্যে তুলে ধরে তার গলাটা এমনভাবে চেপে ধরল যে শ্বাসরোধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল আন্তেউস। আর কোনদিন কোন পথিককে মারতে পারবে না আন্তেউস।

এরপর হার্কিউলেস গিয়ে উঠল লিবিয়ায়। সেখানে অসংখ্য বন্য জন্তুর আক্রমণে প্রায়ই অকালে মারা যেত দেশের অধিবাসীরা। হার্কিউলেস তার গদা দিয়ে প্রায় সব হিংস্র জন্তুগুলোকে মেরে ফেলল। নিরাপদ করে তুলল সেখানকার মানুষদের জীবনকে।

এইভাবে এদেশ ওদেশ বহু ঘোরার পর অবশেষে এ্যাটলাসের দেখা পেল হার্কিউলেস। দেখল বিশালকায় এক দৈত্য মাথার উপর গোলাকার পৃথিবীটাকে ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে যুগ যুগ ধরে। তাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য একটা বুদ্ধি খাটাল হার্কিউলেস। এ্যাটলাসকে বলল, অনন্তকাল ধরে যে বোঝাভার বহন করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ তুমি, সে বোঝাভার থেকে কিছুকালের জন্য মুক্ত করব তোমায় যদি তুমি আমার একটা উপকার করো, যদি হেসপেরাইদেসের মায়াকানন থেকে তিনটি সোনার আপেল তুমি আমাকে এনে দাও।

এ কথায় সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল বোঝাভারে ভারাক্রান্ত এ্যাটলাস। সে পৃথিবীর বোঝাটাকে হার্কিউলেসের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে চলে গেল সোনার আপেল আনার জন্য।

কিন্তু সোনার আপেল নিয়ে ফিরে আসার পরেও তার বোঝাটা নামিয়ে নিতে চাইল না হার্কিউলেসের মাথা থেকে। বহুকাল পরে তার মুক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবাধ সঞ্চালন থেকে যে আনন্দের আস্বাদ সে পাচ্ছিল তা কোনমতেই হারাতে চাইছিল না সে।

হার্কিউলেস দেখল তার মাথায় বিরাট বোঝা। সে বোঝার ভারে ভারাক্রান্ত ও শক্তিহীন সে। এক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের চেষ্টা বৃথা। তাই চিন্তা করে একটা উপায় খুঁজে বার করল সে। বলল, ঠিক আছে, এ আর এমন বেশী কথা কি! আমার কাছে এ বোঝা মোটেই কষ্টকর নয়। তবে শুধু আমাকে কিছুক্ষণের জন্য একটু মুক্ত করতে হবে। কারণ আমার কোন আচ্ছাদন না থাকায় বড় ব্যথা করছে। তুমি একবার মাত্র কিছুক্ষণের জন্য এটা ধর, আমি কিছু দড়ি পাকিয়ে একটা পাগড়ী বানিয়ে নিই। সেটা হয়ে গেলেই আমি আবার মাথায় তুলে নেব এই বোঝা।

হার্কিউলেসের কথায় বিশ্বাস করল নির্বোধ এ্যাটলাস। কারণ তার দেহে যে পরিমাণ শক্তি আছে সে পরিমাণ বুদ্ধি নেই মাথায়। এ্যাটলাস তার মাথায় পৃথিবীটা আবার চাপিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সোনার আপেল তিনটে কুড়িয়ে নিয়ে সেখান থেকে ঝড়ের বেগে চলে গেল হার্কিউলেস। ফলে মাথায় এক অপরিহার্য বোঝাভার নিয়ে চিরকালের জন্য সেইখানে স্থানুর মত অচল অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো এ্যাটলাসকে।

সোনার আপেল তিনটি ইউরিসথেউসের হাতে হার্কিউলেস তুলে দিতেই অবাক হয়ে গেল ইউরিসথেউস। ভেবে পেল না এই অসাধ্য কাজ একা কিভাবে সম্পন্ন করল হার্কিউলেস। একে একে সব বিপদ কাটিয়ে উঠল হার্কিউলেস। উত্তীর্ণ হলো সব পরীক্ষায়। বাকি আছে শুধু আর একটি পরীক্ষা, একটি বিপদ।

এবার এক দারুণ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে হার্কিউলেসকে। কোন জীবিত মানুষের পক্ষে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। এবার পাতালপুরী বা অন্ধকার নরকপ্রদেশে গিয়ে সেখান থেকে সার্বেরাস নামে তিন মাথাওয়ালা এক ভয়ঙ্কর শিকারী কুকুরকে নিয়ে আসতে হবে।

এ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার জন্য বিভিন্নভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে লাগল হার্কিউলেস। সে প্রথমে গেল এলুইমিসের কাছে। কিভাবে কি করতে হবে তা জেনে নিল তার কাছ থেকে। তাছাড়া সেণ্টরদের রক্তপাত ঘটিয়ে যে পাপ তাকে করতে হয়েছে সে পাপ স্খালন করারও ব্যবস্থা করল।

এরপর হার্কিউলেস গেল পেলোপনেসাসের দক্ষিণ প্রান্তে তেনাগাস নামে একটা জায়গায়। সেখানকার একটি অন্ধকার গুহার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই গুহার মুখটা খুলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গেই দেবতা হার্মিস বেরিয়ে এল তার থেকে। এই হার্মিসই হার্কিউলেসের হাত ধরে অন্ধকার নরকপ্রদেশের

অভ্যন্তরে নিয়ে যেতে লাগল। এক জীবিত মানুষকে মৃতের রাজ্যে প্রবেশ' করতে দেখে প্রথমে শঙ্কিত হয়ে উঠল ছায়াশরীর প্রেতাত্মারা।

হার্কিউলেসের মনে হতে লাগল কতকগুলো কঙ্কালের ছায়া তার আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাক্ষসী মেডুসার প্রেতাত্মাটা হার্কিউলেসের সামনে এসে দাঁড়াল এক পুরনো প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে। হার্কিউলেসও তাকে আঘাত করার জন্য তার তরবারি কোষমুক্ত করার জন্য উদ্যত হলো। কিন্তু হার্মিস তার হাতটা ধরল। বলল, ছায়াশরীর প্রেতদের কখনো আঘাত করা যায় না। এমন সময় মেলিগারের প্রেতাত্মাটি হার্কিউলেসের কাছে এসে চুপি চুপি বলল, মর্ত্যে 'ফরে গিয়ে আমার শোকাতুরা বোন দিয়েনিরাকে আমার ভালবাসা জানাবে।

নরকের দ্বারের কাছে অদ্ভুত একটা দৃশ্য দেখল হার্কিউলেস। দেখল দুজন জীবিত মানুষকে একটা পাথরের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। তারা দুজনেই হার্কিউলেসের পরিচিত। তারা হলো পার্সিয়াস আর পেইরিথাউস। এদের দুজনেরই জীবন্ত অবস্থায় নরকে আসার একটা করে কারণ ছিল।

পেইরিথাউস ছিল ল্যাপিথার রাজা। সেণ্টরদের সঙ্গে এক ভয়াবহ যুদ্ধে জয়লাভ করে ঔদ্ধত্যে ও অহঙ্কারে ফেটে পড়ে রাজা পেইরিথাউস। তার ঔদ্ধত্য ও অহঙ্কার ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে এতদূর বেড়ে ওঠে যে সে নরকের রাণী পার্সিফোনের কাছে প্রেম নিবেদন করতে যায়। সঙ্গে নিয়ে যায় তার অন্তরঙ্গ প্রিয় বন্ধু এথেন্সের রাজা পার্সিয়াসকে। নরকের রাজা প্লুটো একথা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দুজনকেই চিরকালের জন্য বন্দী করে রেখে দেয় নরকের অন্ধকারে।

হার্কিউলেসকে দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক অজানা আশায় নেচে উঠল তাদের মনটা। সেই নরকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাদের মুখ। হার্কিউলেস এগিয়ে গেল তাদের সাহায্য করার জন্য। যে বন্ধনে আবদ্ধ ছিল পার্সিয়াস, হার্কিউলেস পার্সিয়াসের হাত ধরে একটা জোর টান দিতেই সে বন্ধন এক মুহূর্তে ছিঁড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত হয়ে পৃথিবীর আলো বাতাসের মাঝে ছুটে গেল পার্সিয়াস।

এবার পেইরিথাউসকে উদ্ধার করার চেষ্টা করতে লাগল হার্কিউলেস। কিন্তু যে বড় পাথরের সঙ্গে বাঁধা ছিল পেইরিথাউস, সেই পাথরটা থেকে তাকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে গিয়ে হার্কিউলেস দেখল গোটা পৃথিবীটা কাঁপছে। মনে হলো রাজা পেইরিথাউস যেন সেই পাথরটা সমেত গোটা পৃথিবীর সঙ্গে গাঁথা আছে। তাই পেইরিথাউসকে মুক্ত করার চেষ্টা ত্যাগ করে সে চলে গেল আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।

নরকের মধ্যে সার্বেরাসের সন্ধানে এগিয়ে যেতে যেতে দেখল হার্কিউলেস অসংখ্য প্রেতাত্মা দীর্ঘকাল জীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে হাঁপাচ্ছে। হঠাৎ কি মনে

হলো তার, প্লুটোর একটা ষাঁড়কে হত্যা করে তার রক্ত একটা থালের মধ্যে ঢেলে প্রেতাত্মাদের তা পান করতে দিল। ভাবল এই তাজা রক্তের মধ্য দিয়ে তারা অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও জীবনের আস্বাদ পাবে কিছুটা। ষাঁড়টার রাখাল বাধা দিতে এলে হার্কিউলেস তার গদার আঘাতে তার পাঁজরা ভেঙ্গে দিল। রাণী পার্সিফোনের অনুরোধে প্রাণে তাকে না মেরে ছেড়ে দিল।

এইভাবে সারা নরকপ্রদেশটা কাঁপিয়ে তুলতে তুলতে অবশেষে রাজা প্লুটোর সামনে এসে পড়ল হার্কিউলেস। প্লুটো তখন সিংহাসনে বসে ছিল। সেই অবস্থাতেই তাকে একটা তীর মারল হার্কিউলেস। তীরটা গিয়ে তার কাঁধে এমনভাবে গেঁথে গেল যে এক অনমুভূতপূর্ব বেদনায় ছটফট করতে লাগল প্লুটো। ঠিক সেই সময় হার্কিউলেস সার্বেরাসকে চেয়ে বসল। প্লুটো বুঝতে পারল হার্কিউলেস সহজে তাকে ছাড়বে না। প্লুটো তখন বলল, ঠিক আছে নিয়ে যাও, কিন্তু একটা শর্ত। সার্বেরাসকে তোমায় নিজে বশীভূত করে নিয়ে যেতে হবে। আমরা কেউ কোন সাহায্য করব না এ বিষয়ে।

হার্কিউলেস দেখল নরকের প্রহরী সার্বেরাস অদ্ভুত ধরনের একটা কুকুর। তার তিনটে মাথা। তার দাঁত থেকে সব সময় এক বিষাক্ত লালারস বেরুচ্ছে। তার সারা লেজময় কাঁটা। হার্কিউলেস তার গলাটা ধরে পিঠে চাপিয়ে নরক থেকে বার করে নিয়ে এল।

হার্কিউলেস যখন এইভাবে সার্বেরাসকে নিয়ে ইউরিসথেউসের পায়ের কাছে নামিয়ে দিল তখন ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল ইউরিসথেউস। কোন জীবন্ত মানুষ নরকে গিয়ে নরকের রাজার কাছ থেকে ছলে বলে বা কৌশলে এই ভয়ঙ্কর কুকুরটাকে নিয়ে আসতে পারে এটা কখনো কল্পনাও করতে পারেনি সে। সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত দেখতে কুকুরটাকে নিয়ে কিছু করতে পারবে না বা তাকে পোষ মানাতে পারবে না ভেবে ছেড়ে দিল সে কুকুরটাকে। ছাড়া পেয়ে নরকে চলে গেল সার্বেরাস।

এবার ইউরিসথেউস দেখল আর হার্কিউলেসকে মিথ্যা কষ্ট দিয়ে সত্যকে এড়িয়ে যেতে পারবে না। সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সে। তাছাড়া এই সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে গিয়ে সে মানবজাতির বহু উপকার সাধন করেছে। বিভিন্ন দেশে বহু হিংস্র জন্তু ও উদ্ধত দানব বধ করে নিরাপদ করে তুলেছে অসংখ্য মানুষের জীবনকে।

স্বভাবতই পরোপকারী ছিল হার্কিউলেস। ইউরিসথেউসের কোপ থেকে মুক্ত হয়েও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরে মানুষের উপকার করে বেড়াতে লাগল সে। বিমাতা হেরার চক্রান্তে মাঝে মাঝে দু একটা অন্যায় কাজও করে বসল। তবে দেবী এথেন আর তার পিতা স্বয়ং দেবরাজ জিয়াস তার পক্ষে এবং করুণাপরবশ থাকায় সব বিপদ থেকে উদ্ধার হয়ে যাচ্ছিল সে।

স্ত্রী মেগারার কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিল হার্কিউলেস। সাময়িকভাবে

উন্মাদরোগের বশে তার সন্তানদের হত্যা করে যে অন্যায় করে বসে তার প্রতিকার সারা জীবনেও হবে না। সেই থেকে স্ত্রীর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে চিরতরে। সেই থেকে স্ত্রী মেগারার কোন খোঁজ করেনি সে।

সমস্ত বিপদ হতে উত্তীর্ণ হবার পর আবার বিয়ে করার কথা ভাবল হার্কিউলেস। তার অস্ত্রগুরু রাজা ইউরিতাসের কন্যা আওলকে বিয়ে করতে চাইল। কিন্তু ইউরিতাস তার কন্যার বিয়ের জন্য এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছিল। রাজা ইউরিতাস ছিল ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। সে তাই ঠিক করল যে তাকে ও তার তিন পুত্রকে ধনুর্বিদ্যায় পরাস্ত করতে পারবে সে-ই তার কন্যাকে লাভ করবে স্ত্রী হিসাবে।

প্রতিযোগিতায় অনায়াসে গুরুকে হারিয়ে জয়ী হলো হার্কিউলেস। কিন্তু তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল না ইউরিতাস। সে কোনমতেই তার কন্যাকে তুলে দিতে চাইল না হার্কিউলেসের হাতে। যুক্তিস্বরূপ বলল, যে ব্যক্তি মেগারার সারা জীবনটাকে এক সীমাহীন দুঃখে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিয়েছে তার হাতে তার মেয়েকে কিছুতেই অর্পণ করবে না। তখন বাধ্য হয়ে তার ভাগ্যের উপর দোষ দিতে দিতে সেখান থেকে ভগ্নমনোরথে চলে গেল হার্কিউলেস। রাজা ইউরিতাসের তিন পুত্রের মধ্যে ইফিতাস নামে মাত্র একজন হার্কিউলেসের পক্ষ সমর্থন করে।

এর কিছুদিন পর রাজা ইউরিতাসের পশুশালা থেকে কয়েকটি বলদ চুরি হয়। নামকরা চোর অটোলিকাস সেগুলি চুরি করে নিয়ে যায়। কিন্তু রাজা ইউরিতাস ভাবল তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হার্কিউলেসই একাজ করেছে। এবারেও হার্কিউলেসের পক্ষ সমর্থন করল ইফিতাস। সে বলল, হার্কিউলেস কখনই এত হীন কাজ করতে পারে না। বরং আমি তাকে নিয়ে আসল চোরকে যেখান থেকে হোক খুঁজে বার করবই।

ইফিতাসের কথায় হার্কিউলেসও রাজী হয়ে গেল। দুই বন্ধুতে মিলে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করে বেড়াতে লাগল আসল চোরের। খোঁজ করতে করতে একদিন একটা উঁচু টাওয়ারের উপর উঠে গেল দুজনে। সহসা হেরার চক্রান্তে তার পুরনো উন্মাদরোগ আবার জেগে উঠল তার মধ্যে। সে উন্মাদের মত রাগে কাঁপতে কাঁপতে ইফিতাসকে বলতে লাগল, তুমিই তোমার বাবাকে বলে তোমার বোনের সঙ্গে আমার বিয়েতে মত দাওনি।

ইফিতাস বুঝল হার্কিউলেস সহসা উন্মাদরোগে আক্রান্ত না হলে একথা কখনই বলত না। কারণ সে নিজে দেখেছে সে তাকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু আর কোন উপায় নেই। হার্কিউলেস ইফিতাসকে ধরে শূন্যে তুলে সেই টাওয়ার থেকে ফেলে দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার জ্ঞান ফিরে পেল হার্কিউলেস। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল বুঝতে পারল। নিজের কুতকর্মের জন্য অনুশোচনায় জ্বলে পুড়ে

যেতে লাগল তার অন্তরটা। এই অবস্ত পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্ত বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াতে লাগল অশ্রান্তভাবে। অবশেষে সে ডেলফিতে গেল প্রতিকারের আশায়। কিন্তু সেখানে এ্যাপোলো বললেন, এই ভয়ঙ্কর নরঘাতকের কোন কথাই তিনি শুনবেন না।

হার্কিউলেস তখন দারুণ রেগে গিয়ে বলল, আমি মানি না তোমার আদেশ। আমি তোমার মন্দির ভেঙ্গে দেব। তার বদলে আমি আমার নিজের এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করব।

এইভাবে এ্যাপোলো আর হার্কিউলেসের মধ্যে এক তুমুল বিরোধ বাধল। অবশেষে জিয়াসের মধ্যস্থতায় হার্কিউলেস আর এ্যাপোলোর বিরোধের অবসান ঘটে। তবে হার্কিউলেস এ্যাপোলোর মন্দিরের পুরোহিতের কাছ থেকে একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেয়। হার্কিউলেস তার পাপস্খালনের জন্য খুব পীড়াপীড়ি করলে পুরোহিত তখন কথা দেয় তার সব পাপ স্খালন হবে। তবে তার জন্য একটা শর্ত পালন করতে হবে হার্কিউলেসকে। তাকে তিন বছর কোন এক জায়গায় ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে এবং সেই দাসত্বের বিনিময়ে বা আত্মবিক্রয়ের মূল্য হিসাবে যে টাকা পাবে তা মৃত ইপিথাসের ছেলেমেয়েদের দিতে হবে।

স্বেচ্ছায় এ বিধান মেনে নিল বীর হার্কিউলেস। হার্মিসের সহযোগিতায় একটা জাহাজে করে এশিয়ায় চলে গেল সে। সেখানে বাধ্য হয়ে লিডিয়ার রাণীর কাছে তিন, 'ট্যালেন্ট' মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করে নিজেকে।

লিডিয়ার রাণী ওম্ফেল অল্প দিনের মধ্যেই বুঝতে পারল তার এই ক্রীতদাসই একদিন তাদের দেশকে যত সব দস্যু আর বন্য জন্তুর কবল থেকে উদ্ধার করে। কিন্তু সে যখন শুনল এই সেই বিশ্ববিখ্যাত শক্তিধর পুরুষ হার্কিউলেস তখন সে তাকে ছাড়ল না। তার প্রণয়ী ও জীবনসঙ্গী হিসাবে রেখে দিল তার প্রাসাদে। হার্কিউলেসও রাণীর প্রেমের জালে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ল যে সে তার বীরত্বের সব কথা ভুলে গেল। রাণী ও তার সহচরীদের সঙ্গে প্রায়ই সে হাসি তামাশা করে দিন কাটাত। এক একদিন রাণী তার গদাটা নিয়ে খেলা করত আর হার্কিউলেস মেয়েদের মত পোষাক পরে চরকায় সুতো কাটত। আবার এই অবস্থায় সে তাদের অতীত বীরত্বের কাহিনীও শোনাত। শোনাত কেমন করে সে তার সুদূর শৈশবে দোলনায় শুয়ে শুয়ে একটা সাপের গলা টিপে মারে, বলত কিভাবে সে কত দৈত্য দানবকে ঘায়েল করে, কত রাক্ষসকে শাস্ত করে, আবার নরকপ্রদেশে গিয়ে কিভাবে নরকের রাজা প্লুটোকে পরাস্ত করে সে কথাও শোনাত।

এইভাবে তিন তিনটে বছর কেটে গেল হার্কিউলেসের। তিন বছর পর হঠাৎ একদিন ঘুম ভাঙল যেন তার। লজ্জাজনক সেই আরামশয্যা থেকে হঠাৎ যেন উঠে পড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে সেই নারীর বেশ ত্যাগ করে রাণী

ওম্ফেলের রাজপ্রাসাদ থেকে অনেক দূরে চলে গেল সে। আলস্য আর আরামের লজ্জাজনক শয্যায় আর জেগে ঘুমোল না। এবার থেকে হার্কিউলেস করল সেই সব কাজ যা তার মত বীরের পক্ষে শোভা পায়, যা তাকে দান করবে জগৎজোড়া খ্যাতি আর অক্ষয় গৌরবের মুকুট।

কিন্তু এবারেও তাতে বাদ সাধল এক নারী। লিডিয়ার রাণী ওম্ফেলের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ক্যালিডনে গিয়ে হাজির হয় হার্কিউলেস। সেখানে সে দেখা করল রাজা ওলেউসের কন্যা দিয়ানারার সঙ্গে কারণ সে যখন নরকে গিয়েছিল তখন দিয়ানারার মৃত ভাই মেলিগার তার বোনকে বলার জন্য একটা কথা বলেছিল হার্কিউলেসকে। সেই খবরটা দেবার জন্য দিয়ানারার সঙ্গে দেখা করল হার্কিউলেস। তাছাড়া দেখা করার আর একটা কারণ ছিল। মেলিগারের কাছে সে শুনেছিল তার বোন দিয়ানারা খুবই সুন্দরী। রাজকন্যা দিয়ানারার সঙ্গে দেখা করে সত্যিই তার রূপে মুগ্ধ হয়ে গেল হার্কিউলেস। দেখল মেলিগারের কথাই ঠিক। প্রথম দর্শনেই দিয়ানারার প্রেমে পড়ে গেল হার্কিউলেস। সুন্দরী দিয়ানারাও এক নজরেই ভালবেসে ফেলল বীর হার্কিউলেসকে। দুজনের মনের মিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওলেউসের প্রাসাদ থেকে দিয়ানারাকে নিয়ে একদিন পালিয়ে গেল হার্কিউলেস।

এদিকে নদীদেবতা এ্যাকেলাস ছিল দিয়ানারার প্রেমার্থী। তার প্রেমের ডাকে দিয়ানারা তেমন সাড়া না দিলেও সে প্রেম নিবেদন করে তাকে। কিন্তু দিয়ানারা আসলে হার্কিউলেসকেই পতিরূপে বরণ করে নেয়। ফলে হার্কিউলেস যখন দিয়ানারাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে থাকে তখন তার পথে নানারকম চাপ সৃষ্টি করতে থাকে এ্যাকেলাস। প্রথমে সে সাপ আর ষাঁড় হয়ে পথ আটকে ভয় দেখাতে লাগল।

সে বাধায় হার মানল না হার্কিউলেস। অপ্রতিহত বেগে এগিয়ে চলল সে তার গতিপথে। কিন্তু এ্যাকেলাসও হাল ছাড়ল না। সহসা সে কৃত্রিম বন্যাপ্লাবিত নদী সৃষ্টি করল হার্কিউলেসের পথে। হার্কিউলেস দেখল তার সামনে এক বিরাট নদী কানায় কানায় ভরা। এমন সময় সেণ্টরদের নেতা লেমাস এসে তাকে বলে, আমার পিঠের উপর চেপে বস। আমি তোমাদের নদী পার করে দেব।

কিন্তু হার্কিউলেস ভাবল তার আর দরকার হবে না। সে তার গদা আর সিংহের চামড়াটা নদীর ওপারে ছুঁড়ে দিল। সে নিজেই সাঁতরে পার হতে পারল সহজেই। কিন্তু মুস্কিল হলো দিয়ানারাকে নিয়ে। দিয়ানারা মেয়েমানুষ, সে সাঁতার জানে না। তখন সে লেমাসকে ডেকে বলল, তুমি দিয়ানারাকে পিঠে করে নদী পার করে দাও। দিয়ানারা লেমাসের পিঠের উপর চেপে বসলে হার্কিউলেস নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটতে লাগল। হঠাৎ দিয়ানারার

চিৎকার শুনতে পেয়ে পিছন ফিরে দেখল লেমাস দিয়ানারাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। দিয়ানারার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে লেমাস তাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। দিয়ানারার ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে হার্কিউলেস নদীর ওপারে উঠেই লেমাসকে লক্ষ্য করে এমন এক বিষাক্ত তীর ছুঁড়ল যার আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে পড়ল লেমাস। কিন্তু মৃত্যুকালে হার্কিউলেসের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য অদ্ভুত একটা কথা বলে গেল দিয়ানারাকে। বলল, যদি কোনদিন তুমি তোমার স্বামীর ভালবাসা হারাও তাহলে আমার এই রক্তমাখা জামাটা কোনভাবে তাকে পরালেই আবার তোমার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে উঠবে সে।

জীবনের সব পরীক্ষা শেষ করে হার্কিউলেস এবার তার শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নিতে লাগল একে একে। অতীতে তার সঙ্গে যারা শত্রুতা বা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের উপর চরম প্রতিশোধ নিল। এই উদ্দেশ্যে প্রথমেই তাকে যুদ্ধ করতে হলো রাজা ইউরিতাসের সঙ্গে। যুদ্ধে ইউরিতাসকে পরাজিত ও হত্যা করে তার কন্যা আওলকে বন্দিনী করে রেখে দিল নিজের কাছে।

এমন সময় হঠাৎ সন্দেহ জাগল দিয়ানারার মনে। তার মনে হলো তাকে ঠিকমত আর ভালবাসছে না তার স্বামী। তখন তার লেমাসের মৃত্যুকালীন সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। সে একদিন কৌশলে লেমাসের বিষাক্ত রক্তমাখা সেই জামাটা পরতে দিল হার্কিউলেসকে। সেদিন ছিল তার বিজয়োৎসবের দিন। দেবতাদের প্রীত করার উদ্দেশ্যে পশুবলির জন্য এক যজ্ঞের আয়োজন করেছিল সে। কিন্তু হার্কিউলেস যখন প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞাগ্নির কাছে অর্ঘদান করছিল রক্তমাখা সেই লাল জামাটা পরে, তখন আগুনের তাপে শুকিয়ে যাওয়া জামার রক্তগুলো গলে গেল। আর তখন সেই বিষাক্ত রক্ত হার্কিউলেসের দেহের শিরায় শিরায় ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো দারুণ যন্ত্রণা। তার মনে হলো তার দেহের শিরাগুলো ফেটে যাচ্ছে এবং অস্থিমজ্জাগুলো খসে খসে পড়ছে। জামাটা দেহ থেকে খুলে ফেলার শত চেষ্টা করেও পারল না হার্কিউলেস। মনে হলো জামাটা তার গায়ের চামড়ার সঙ্গে চিটিয়ে এক হয়ে লেগে আছে। এ জামা খুলতে গেলে চামড়াটা ছিঁড়ে যাবে। যন্ত্রণার তীব্রতায় মাথাটা গরম হয়ে উঠল হার্কিউলেসের। যে ভৃত্যটা তাকে জামাটা পরার জন্য এনে দিয়েছিল সেই ভৃত্যটাকে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। যখন সে দেখল তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে তখন তার যন্ত্রণাজর্জরিত দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে কতকগুলো গাছ ভেঙ্গে ফেলে নিজের চিতা নিজেই সাজিয়ে তার অনুচরদের আগুন ধরিয়ে দিতে বলল সে চিতায়। তার বর্মবহনকারী ফিলোকটেটস্ তার চিতায় আগুন দিল। হার্কিউলেস তাকে তার প্রিয় তীর ধনুক উপহারস্বরূপ দিয়ে গেল। তখনও জ্ঞান ছিল

হার্কিউলেসের। জলন্ত চিতার মাঝে শুয়ে স্বর্গের দিকে মুখ তুলে বলতে লাগল, হে আমার বিমাতা, তোমার মনোবাসনাই পূর্ণ হলো এতদিনে।

সহসা মেঘ সঞ্চার হলো আকাশে। বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টি শুরু হলো। আর তার মাঝে স্বর্গ থেকে প্যালাস এথেনের রথ এসে তুলে নিয়ে গেল হার্কিউলেসকে। রথ গিয়ে নামল অলিম্পাসে।

উপদেবতা হার্কিউলেসের জীবন ছিল দৈব ও মানবিক এই দুই উপাদানের সমন্বয়ে গড়া। দেবরাজের ঔরসে এক মানবীর গর্ভে জন্ম হয় তার। তাই তার মা হঠাৎ মানবদেহসঞ্জাত তার জীবনের নশ্বর উপাদানটি ভস্মীভূত হয়ে চিতায় পড়ে রইল শুধু, কিন্তু তার অবিনশ্বর দৈত উপাদানটি চলে গেল স্বর্গে।

ওদিকে হার্কিউলেসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি হেরার সমস্ত প্রতিহিংসা আর আক্রোশ উবে গেল মুহূর্তে। সমস্ত ঘৃণা ঝেড়ে ফেলে তাকে আপন সন্তানের মত বরণ করে নিলেন। এমন কি পরে তার এক মেয়ে হেরার সঙ্গে হার্কিউলেসের বিয়ে দেন স্বর্গে।

এদিকে হার্কিউলেসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দিয়ানারাও নিজের ভুল বুঝতে পারল। সে বুঝল তার স্বামীর মৃত্যুর জন্য সে-ই দায়ী। অকারণে স্বামীকে ভুল বুঝে এতবড় বিপদকে ডেকে আনল সে। তার উপর পুত্র হাইলাসও তার পিতার জন্য তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করতে লাগল তাকে। স্বামীর শোকের উপর পুত্রের এই গঞ্জনা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করল দিয়ানারা। হার্কিউলেসের শেষ ইচ্ছা অনুসারে বন্দিনী আওলকে বিয়ে করল হাইলাস। এই বৈবাহিক সম্পর্ক থেকে পরবর্তীকালে হেরাক্লিড নামে এক বীর জাতির উৎপত্তি হয়।

কিন্তু শান্তি পেল না হার্কিউলেসের সন্তানরা। তাদের পিতার পূর্বশত্রু ইউরিসথেউসের কোপে দেশছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল তারা। তবে বৃদ্ধ আওলাস নেতৃত্ব দান করতে লাগল তাদের। অবশেষে থিসিয়াসপুত্র ডেমোফুন এথেন্সে আশ্রয় দিল হার্কিউলেসের পুত্রকন্যাদের। ডেমোফুন ও হাইলাস দুজনে মিলে সৈন্য সংগ্রহ করে যুদ্ধ ঘোষণা করল ইউরিসথেউসের বিরুদ্ধে। এমন সময় এক দৈববাণী হলো, এ যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে উচ্চবংশোদ্ভূত কোন এক কুমারীকে বলি দিতে হবে দেবতাদের উদ্দেশ্যে। একথা শুনে হার্কিউলেস ও দিয়ানারার কন্যা ম্যাকোরিয়া বলল সে তার ভাইদের মঙ্গলের জন্য নিজের প্রাণবলি দিতে প্রস্তুত। দেবরাজ জিয়াসের অনুগ্রহে বৃদ্ধ আওলাস যৌবনসুলভ শক্তি পেল তার দেহে। ফলে সে যুদ্ধে জয়ী হলো হাইলাস আর প্রাণ হারাল ইউরিসথেউস।

ট্রয়যুদ্ধ

ট্রোজান জাতির আদিপুরুষ ছিল দার্দানাস। দার্দানাস হেলেসপন্ট উপসাগর পার হয়ে মাইসিয়াতে গিয়ে রাখালরাজা টিউসারের কন্যাকে বিয়ে করে। দার্দানাসের পৌত্র ট্রসের ইলাস নামে এক পুত্র ছিল। এই ইলাসই স্কামান্দার নদীর তীরবর্তী এক বিশাল প্রান্তরে এক নগর নির্মাণ করে। এই নগরের নাম রাখা হয় ট্রয় বা ইলিয়ন। কখনো কখনো এ নগরকে পার্গামাসও বলা হত। আর এই নগরের অধিবাসীদের টিউক্রিয়ান ও দার্দানিয়ান বলা হত। তবে ট্রোজান নামেই বেশী খ্যাত তারা।

এই বিশাল নগর পত্তন করার সময় এক বিশেষ প্রার্থনায় নগরের ভবিষ্যৎ সুখ সমৃদ্ধির জন্য কৃপা বা অনুগ্রহ চাওয়া হয় দেবরাজ জিয়াসের কাছে। তার উত্তরে জিয়াস তাঁর অনুগ্রহস্বরূপ প্যালাস এথেনের এক মূর্তি স্বর্গলোক অলিম্পাস থেকে ফেলে দেন। এই মূর্তির নাম হবে প্যালাডিয়াম। এই মূর্তিটি ট্রয়ের সৌভাগ্যরূপে সযত্নে রেখে দিতে হবে ট্রয়নগরীতে।

কিন্তু কিছুকালের মধ্যে দুর্ভাগ্য আর দুর্দিন নেমে এল ট্রয়ের উপর। আর এই দুর্ভাগ্যের মূল হলো ইলাসপুত্র রাজা লাওমীডনের এক অপকর্ম। লাওমীডন ছিল বড় কুটিল প্রকৃতির। সে দেবতা ও মানুষদের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করত। এই লাওমীডন সারা ট্রয়নগরীর চারদিকে এক বিরাট প্রাচীর নির্মাণ করে এবং এই নির্মাণকার্যের জন্য স্বর্গ হতে এক বছরের জন্য বিতাড়িত পসেডন ও এ্যাপোলোকে নিযুক্ত করে।

একবার পসেডন আর এ্যাপোলো জিয়াসের দ্বারা এক বছরের জন্য বিতাড়িত হন স্বর্গলোক থেকে। শুধু নির্বাসন নয়, এর সঙ্গে তাঁদের এক দণ্ডও দেওয়া হয়। সে দণ্ড হলো এই যে, এই এক বছর তাঁদের মর্ত্যলোকে কোন মানুষের অধীনে কাজ করতে হবে। এই দণ্ডাজ্ঞার সুযোগ গ্রহণ করে লাওমীডন। সে পসেডনকে নগরপ্রাচীর নির্মাণের কাজে নিযুক্ত করে। এ্যাপোলোকে পশুচারণের ভার দেয়। এ্যাপোলো রাজা লাওমীডনের গবাদি পশুগুলো মাউণ্ট আইডার উপত্যকাভূমিতে চরাত। এইভাবে একটা বছর কেটে যাবার পর যখন তাঁদের নির্বাসনকাল শেষ হয়ে যায় তখন তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য পারিশ্রমিক বা প্রতিশ্রুত পারিতোষিক দাবী করেন লাওমীডনের কাছে। কিন্তু লাওমীডন তাঁদের অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। পরে এই দুই দেবতা যখন স্বর্গে গিয়ে আপন আপন দৈব শক্তিতে অধিষ্ঠিত হন তখন ট্রয়ের প্রতি তাঁরা দুজনেই ভয়ানকভাবে বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন।

এই বিদ্বেষের বশেই পসেডন ট্রয় দেশে এমন এক ভয়ঙ্কর জন্তুদানব

পাঠিয়ে দেন যে সারা দেশের সব ফসল নষ্ট করে দেয়। সারা দেশ জুড়ে দেখা দেয় ভয়ঙ্কর এক দুর্ভিক্ষ। পসেডন নির্দেশ দেন, এই জন্তুদানবকে মাত্র একটা উপায়েই তাড়ানো যেতে পারে দেশ থেকে। সে উপায় হলো এই যে, রাজকন্যা হেসিওনকে বলি দিতে হবে সেই জন্তুদানবের কাছে।

এই উদ্দেশ্যে একদিন হেসিওনকে সমুদ্রের ধারে একটি পাহাড়ের বিরাট পাথরের সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। জন্তুদানবটি এক সময় জল থেকে উঠে এসে তাকে নিয়ে গিয়ে ছিঁড়ে খাবে। হেসিওন যখন এইভাবে শৃংখলিত অবস্থায় ভয়ে কাঁপছিল তখন হঠাৎ ট্রয় যাবার পথে সেইখানে হার্কিউলেস এসে হাজির হয়। লাওমীডনের সঙ্গে হার্কিউলেস দেখা করতে সে তাকে প্রতিশ্রুতি দেয় হার্কিউলেস সেই জন্তুদানবকে হত্যা করে তার কন্যাকে উদ্ধার করলে সে তাকে জিয়াসপ্রদত্ত কতকগুলো অতুলনীয় অশ্ব দান করবে। হার্কিউলেস সহজেই সেই জন্তুদানবকে বধ করে। কিন্তু তবু তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল না রাজা লাওমীডন। হার্কিউলেস তখন তাকে এই কথা বলে চলে গেল, একদিন আমি এর প্রতিশোধ নেব।

কয়েক বছর পর হার্কিউলেস প্রতিশোধ নিতে আসে রাজা লাওমীডনের উপর। সে এসে অতর্কিতে ট্রয়নগরী আক্রমণ করে হত্যা করে লাওমীডনকে এবং তার কন্যা হেসিওনকে তার অনুচর তেলামনের হাতে দান করে। তেলামন তাকে গ্রীসদেশের অন্তর্গত স্যালামিসে নিয়ে যায়। হেসিওনের অনুরোধে তার পদারেস নামে এক ভাইকে ট্রয়ের রাজসিংহাসনে বসিয়ে যায়। এই পদারেসই পরে ট্রয়রাজ প্রিয়াম নামে পরিচিত হয়।

প্রিয়াম আর তার স্ত্রী হেকুবার অনেক সন্তান সন্ততি হয়। তাদের সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বীর এবং মহৎ প্রকৃতির ছিল হেক্টর আর সবচেয়ে সুন্দর ছিল প্যারিস। প্যারিসের জন্মের আগে রাণী হেকুবা নাকি স্বপ্ন দেখে সে এক জলন্ত মশাল প্রসব করছে। একজন জ্যোতিষী এসে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে বলে এই সন্তান থেকে ট্রয়নগরী ধ্বংস হবে।

একথা শুনে প্যারিস ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা রাণী একমত হয়ে এক ক্রীতদাসের মাধ্যমে তাদের নবজাত সন্তানকে আইডা পর্বতের এক দুর্গম অঞ্চলে রেখে আসে। কিন্তু তবু মৃত্যু ঘটে না প্যারিসের। সে নাকি এক ভালুকমাতার দুধ খেয়ে বেঁচে থাকে এবং পরে ঐ অঞ্চলের রাখালরা তাকে দেখতে পেয়ে তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে লালন পালন করতে থাকে। তাদের কাছে ভালই থাকে প্যারিস। দিনে দিনে এক বলিষ্ঠ ও সুদর্শন বালক রূপে বেড়ে উঠতে থাকে সে। অন্য সব ছেলেদের থেকে রূপে গুণে সে পৃথক হলেও সে যে রাজপুত্র তা সে জানতে পারেনি। সে অঞ্চলের কোন লোকও তা জানত না। প্যারিস যখন যৌবনে পা দিল তখন তার বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল সবাই। তার এই বীরত্ব দিয়ে ঐ অঞ্চলের পার্বত্য সমূহের

দমন করল সে। তার বীরত্বের নানা নিদর্শন দেখে লোকে তাকে 'আলেকজাণ্ডার' বা 'মানুষের সাহায্যকারী' বলে ডাকত। কিছুকালের মধ্যেই ঈনন নামে এক পার্বত্য পরীকে বিয়ে করে প্যারিস। বিয়ে করে সেই পার্বত্য প্রদেশের পশুপালনকারীদের মধ্যেই রয়ে গেল। তার ঘরে সরল সাদাসিধে জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে দিনগুলো কাটিয়ে দিতে লাগল প্যারিস।

একদিন আইডা পর্বতের ছায়াচ্ছন্ন এক উপত্যকায় ভেড়া চরাছিল প্যারিস। এমন সময় সহসা তিন জন অসামান্যা সুন্দরী রমণী এসে হাজির হলো। প্যারিস বেশ বুঝতে পারল এরা মানবী নয়, নিশ্চয় দেবী, কারণ এমন নিখুঁত রূপলাবণ্য কোন মানবীর মধ্যে দেখা যায় না। তাদের সঙ্গে পাখাওয়ালা চটিপরা স্বর্গের দূত হার্মিসও ছিল।

এদিকে অকস্মাৎ তাদের দেখে ভীতিবিহ্বল চোখে ও স্পন্দিত হৃদয়ে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রইল প্যারিস হতবাক হয়ে। হার্মিস তখন প্যারিসকে সম্বোধন করে বলল, ভয় করো না প্যারিস, ওরা তিনজন হচ্ছেন স্বর্গের দেবী। এঁদের দেহসৌন্দর্যের বিচারের জন্য এঁরা তোমাকে বিচারকর্তা মনোনীত করেছেন। দেবরাজ জিয়াসও বলেছেন, এঁদের মধ্যে তোমার চোখে কে বেশী সুন্দরী তা তুমি বিনা দ্বিধায় বলবে। তোমার এই বিচারের জন্য দেবপিতা জিয়াস তোমাকে সব সময় রক্ষা করে যাবেন। একিলিসের পিতা পেলেউস আর মাতা জলদেবী থেটিসের যখন বিয়ে হয় তখন সেই অনুষ্ঠানে একমাত্র এরিস ছাড়া আর সকল দেবতাই নিমন্ত্রিত হন। এরিস তখন ক্রোধের বশবর্তী হয়ে দেবীদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির জন্য একটি সোনার আপেল ছুঁড়ে দেন। সেই আপেলটির উপর 'সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীর জন্য' এই কথাটি খোদাই করা ছিল। এই সোনার আপেলটি পাবার কে যোগ্য, অর্থাৎ দেবীদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশী সুন্দরী এই নিয়ে ঝাগড়া বেধে গেল তিন দেবীর মধ্যে। তাঁরা হলেন হেরা, এথেন আর এ্যাফ্রোদিতে। তাই স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যে এসে অলিম্পাসের এই তিন দেবী সালিশী মানলেন মর্ত্যমানব রাখাল যুবক প্যারিসকে। একে একে নিজেদের পরিচয় দিলেন তাঁরা প্যারিসকে।

প্রথমে এঁদের মধ্যে সবচেয়ে অহঙ্কারী হেরা বললেন, আমি হচ্ছি অলিম্পাসের রাণী। আমার কাছে রাজকীয় দানের অনেক বস্তু আছে। তুমি যদি আমার স্বপক্ষে রায় দাও তাহলে জগতের শ্রেষ্ঠ ধন সম্পদ হবে তোমার করতলগত।

তারপর এথেন বললেন, আমি হচ্ছি এথেন, কলাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তুমি যদি আমার সপক্ষে রায় দাও, তাহলে তুমি হবে জগতের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী আর কুশলী বীর।

এরপর এ্যাফ্রোদিতে মোহপ্রসারী হাসি হেসে বললেন, আমি হচ্ছি এ্যাফ্রোদিতে। আমার এমন দান আছে যে দান অন্য কোন দেবীর নেই।

আমার অনুগ্রহ পাবে একমাত্র সেই যার হৃদয়ে ভালবাসা আছে, যে পরকে ভালবেসে পরের ভালবাসা পায়। আমাকে তুমি যদি সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী দেবী বলে ঘোষণা করো তাহলে আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তুমি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী কন্যাকে তোমার স্ত্রী রূপে পাবে।

প্যারিস সংশয়ে অভিভূত হয়ে ভাবতে পারত বেশ কিছুক্ষণ। কিন্তু সে তা না করে সোনার আপেলটি প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এ্যাফ্রোদিতের হাতে দিয়ে দিল। দেবী তার প্রতিদানস্বরূপ তার দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল হাসি হেসে এমন এক শপথ করলেন যা দেবতারাও কোনদিন ভঙ্গ করতে পারবে না। কিন্তু হেরা ও এথেন ভ্রূকুটি করে চলে গেলেন রুষ্ট হয়ে। সেই দিন থেকে এই দুই দেবী সমগ্র ট্রয়জাতির শত্রু হয়ে উঠলেন।

সমস্ত ঘটনা এক আশ্চর্য স্বপ্নের মত মনে হতে লাগল প্যারিসের। কিন্তু দিনে দিনে কঠোর পরিশ্রম করতে করতে সে কথা ভুলে গেল সে একেবারে। সে তার স্ত্রীর থেকে বেশী সুন্দরী মেয়ে তখনো পর্যন্ত দেখেনি। সুতরাং নতুন করে প্রেমে পড়ার কোন প্রশ্নই উঠল না। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই সে তার স্ত্রী ঈননকে ঘৃণার চোখে দেখতে লাগল। ঈননকে ফেলে রেখে সে চলে গেল ট্রয়নগরীতে এক ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য।

এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন রাজা প্রিয়াম স্বয়ং। যখন ঘোষণা করা হলো এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার বা পারিতোষিক হলো পশুচারণের এক পাঁচনি তখন প্যারিস ভাবল এ পুরস্কার তাকে অর্জন করতেই হবে, অন্য কারো হাতে এ পুরস্কার সে চলে যেতে দেবে না।

প্রতিযোগিতার শেষে দেখা গেল প্যারিস শুধু প্রথম স্থান অধিকার করল না, সে সমস্ত রাজপুত্রদের ছাড়িয়ে গেল কৃতিত্বে। কিন্তু এই সব রাজপুত্রেরা যে তার ভাই তা সে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারল না। রাজা প্রিয়ামের ক্যাসাণ্ডা নামে এক কন্যা ছিল। ভূত ভবিষ্যতের সব কথা বলে দেবার অদ্ভুত এক ক্ষমতা ছিল ক্যাসাণ্ড্রার। ক্যাসাণ্ড্রা তাই প্যারিসকে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে দেখেই তার ভাই বলে চিনতে পেরে গেল। সে তার বাবা মাকে সঙ্গে সঙ্গে বলল যে সন্তানকে একদিন তারা জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যাগ করে দূরবর্তী এক পার্বত্য অরণ্যে ফেলে রেখে আসে, আজকের এই বীর প্রতিযোগীই তাদের সেই পরিত্যক্ত সন্তান। একথা জানতে পেরে এক অপার আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল রাজা প্রিয়াম আর তার স্ত্রী। হারানো পুত্রকে দীর্ঘকাল পরে ফিরে পেয়ে জড়িয়ে ধরল তাকে আবেগের সঙ্গে। সেই ভবিষ্যবাণীর কথা সব ভুলে গেল।

প্যারিস শুধু তার জন্মাধিকার ফিরে পেল না, সব দিক দিয়ে সবচেয়ে প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল সে তার পিতার। কিছুকালের মধ্যেই প্যারিসকে বিশেষ এক গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিলেন রাজা প্রিয়াম। বললেন, একদিন গ্রীকবীর

হার্কিউলেস তাদের বংশের মেয়ে হেসিওনকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল আজ গ্রীসে গিয়ে প্যারিস সেই হেসিওনকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। গ্রীকদের অবশ্যই তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বহু রণতরী ও সৈন্যসামন্ত সহ প্যারিসকে গ্রীসদেশে পাঠালেন রাজা প্রিয়াম।

একমাত্র ক্যাসাণ্ড্রা সমর্থন করতে পারল না এ সিদ্ধান্তকে। সে এই বলে সাবধান করে দিল রাজা প্রিয়ামকে যে এই অভিযানের ফলে এক প্রবল সংঘর্ষ বাধবে দুই দেশের মধ্যে। কিন্তু ক্যাসাণ্ড্রার কথা কেউ শুনল না। এর অবশ্য একটা কারণও ছিল। যে এ্যাপোলো ক্যাসাণ্ড্রাকে ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা দান করেছিলেন সেই এ্যাপোলোই আবার সেই সঙ্গে তাকে এক অভিশাপও দিয়েছিলেন। সে অভিশাপ এই যে ক্যাসাণ্ড্রার কথা কেউ শুনবে না। গ্রাহ্য করবে না বা কেউ কোন গুরুত্ব দেবে না তার ভবিষ্যদ্বাণীকে।

বুকভরা আশা আর অহঙ্কার নিয়ে রওনা হয়ে পড়ল প্যারিস। সঙ্গে ছিল তার এক বিশাল রণতরী আর অসংখ্য সৈন্যসামন্ত। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও যে কাজের ভার সে নিয়েছিল সে কাজ সম্পন্ন করতে পারল না সে।

গ্রীসদেশে পৌঁছে প্রথমে রাজা মেনেলাসের আতিথ্য গ্রহণ করল প্যারিস। তার রূপলাবণ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ প্রথম দর্শনেই তার প্রেমে পড়ে গেল মেনেলাসের পত্নী রাণী হেলেন। সেই সঙ্গে প্যারিসও ভালবেসে ফেলল অনিন্দ্যসুন্দরী হেলেনকে। হেলেন যেমন প্যারিসকে দেখে তার পবিত্র বৈবাহিক সম্বন্ধের কথা ভুলে গেল, প্যারিসও তেমনি হেলেনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্মপত্নী ঈননের কথা একেবারে ভুলে গেল। যে ঈনন এক তীব্র বিচ্ছেদবেদনায় তখন আইডা পর্বতের এক নির্জন জায়গায় বসে আকুলভাবে অশ্রু বিসর্জন করে চলেছে তার জন্য সেই ঈননের কোন কথাই মনে পড়ল না তার। এমন কি হেলেনের মোহিনী মূর্তি দেখে তার আত্মমর্যাদা ও করণীয় কর্তব্যের কথাও সব ভুলে গেল সে।

অথচ সৎ ও মহানুভব রাজা মেনেলাস এতখানি আন্তরিকতার সঙ্গে তাকে ভালবাসতে লাগল যে সে প্যারিসকে তার রাণীর কাছে এক প্রাসাদে রেখে এক সামরিক অভিযানে চলে গেল নিজে।

মেনেলাসের অবর্তমানে নির্জন নির্বিঘ্ন আলাপের মাধ্যমে দিনে দিনে প্রগাঢ় হয়ে উঠল দুজনের প্রেম। হেলেন নিজেকে সঁপে দিল প্যারিসের হাতে। অবশেষে একদিন মেনেলাসের অনুপস্থিতিতেই তার প্রাসাদ থেকে স্বদেশে পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিল প্যারিস। সে ঠিক করল মেনেলাসের প্রাসাদের বহু ধনরত্নের সঙ্গে তার পরমাসুন্দরী প্রেমিকা হেলেনকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। হেলেন প্যারিসকে ভালবাসলেও স্বদেশ, স্বামী ও সন্তান ছেড়ে বিদেশে বিভুঁইয়ে যেতে মন সরছিল না তার। হার্মিওন নামে তার এক কন্যাসন্তান

ছিল। কিন্তু প্যারিস কোন কথা না শুনে একরকম জোর করেই তাকে নিয়ে জাহাজে ওঠে।

হেলেনকে নিজের জাহাজে তুলে তার কাজের কথা ভুলে গেল প্যারিস। সে এবার বুঝতে পারল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরীকে তার হাতে তুলে দিয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন দেবী এ্যাফ্রোদিতে। সে তাই সব ভুলে হেলেনকে নিয়ে জাহাজের মধ্যে গেল।

তবে তার এই অপকর্মের শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে তাকে যে একেবারে সতর্ক করে দেওয়া হয়নি তা নয়। মেনেলাসের প্রাসাদ থেকে অপহৃত ধনসম্পদ নিয়ে সে যখন স্ফূর্তিতে দিন কাটাচ্ছিল জাহাজে তখন একদিন সহসা বাতাস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্তব্ধ হয়ে যায় সমুদ্রের জল। সঙ্গে সঙ্গে অচল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে প্যারিসের জাহাজগুলো। এমন সময় সেই স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের অতল গর্ভ থেকে সমুদ্রদেবতা নেরেউস উঠে এসে প্যারিসকে সম্বোধন করে বলল, হে পরস্বাপহরণকারী, তোমার যাত্রাপথে অনেক কুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। যে অন্যায় তুমি করেছ তার প্রতিবিধানের জন্য গ্রীকরা একদিন এই সমুদ্রপথেই ট্রয়ের দিকে ছুটে যাবে রাজা প্রিয়ামের প্রাসাদগুলো ধ্বংস করে দেবার জন্য। তোমার এই পাপের জন্য কত অসংখ্য লোক, কত শত অশ্ব মারা যাবে, কত যে ট্রয়বাসী লুটিয়ে পড়বে বিধ্বস্ত শহরের বুকে তা আমি আজ থেকেই দেখতে পাচ্ছি।

হেলেনের রূপসৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে বহু রাজপুত্র ও প্রভাবশালী লোক তার পাণিপ্রার্থী হয়ে ওঠে। তবে তারা একবাক্যে একথা সকলে স্বীকার করে যে হেলেন যাকে বিয়ে করবে অথবা তার বাবা যার সঙ্গে তার বিয়ে দেবে তারা তাকেই সমর্থন করবে। এবং ভবিষ্যতে কোন ব্যর্থ পাণিপ্রার্থী, বা কোন লোক কোনভাবে তাদের কোন ক্ষতি করতে এলে একযোগে বাধা দেবে তারা।

সামরিক অভিযান শেষ করে যথাসময়ে ফিরে এল মেনেলাস। এসে যখন দেখল তার বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে তার স্ত্রীকে প্রাসাদ থেকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে প্যারিস তখন সে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে সাহায্য চাইতে গেল গ্রীসের প্রতিটি রাজার কাছে। সকলকেই বলল এক কথা। বলল, এ অপমান শুধু আমার একার নয়, এ অপমান তোমার আমার সকলের। এর চরম প্রতিশোধ নিতে হবে। বিশ্বাসঘাতক সেই পাপাত্মাটাকে সমুচিত শাস্তি দিতে হবে। অতএব যার যা সৈন্য জাহাজ ও সামরিক শক্তি আছে তা নিয়ে বেরিয়ে পড় ট্রয়নগরীর উদ্দেশ্যে।

মেনেলাসের বড় ভাই আর্গসের রাজা এ্যাগামেনন ছিল সমগ্র গ্রীসদেশের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা। এই এ্যাগামেননের স্ত্রী নাকি মেনেলাস-পত্নী হেলেনের সহোদরা বোন ছিল। তাই এ্যাগামেননের মত শক্তিশালী

রাজা যখন দেশের অন্যান্য রাজাদের আহ্বান করল ট্রয়যুদ্ধে যোগদান করার জন্য, তখন তার কথা অমান্য করতে সাহস পেল না কেউ।

প্রথম দিকে অবশ্য দুজন রাজা যুদ্ধে যেতে না চাইলেও পরে তারা দুজনেই এ যুদ্ধে যোগ দিয়ে প্রভূত বীরত্ব দেখায়। এদের মধ্যে একজন হলো ওডেসিয়াস আর একজন একিলিস। একান্তভাবে অনুরক্তা ও প্রণয়িণী স্ত্রী পেনিলোপকে বিয়ে করে তাকে ছেড়ে দূর দেশে গিয়ে এত বড় এক যুদ্ধে যোগদান করতে মন চাইছিল না তার। তার উপর তার শিশুপুত্র টেলিমেকাসের মায়াতেও মনটা জড়িয়ে পড়ে তার। তাই মেনেলাসের পরোয়ানা নিয়ে পালামেদেস যখন ওডেসিয়াসের কাছে এল তখন দুশ্চিন্তায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল ওডেসিয়াস। পালামেদেস যখন তার প্রাসাদে এল তখন ওডেসিয়াস মাঠে কাজ করছিল। কিন্তু তার মন এমন চঞ্চল ছিল যে সে একটা বলদের সঙ্গে একটা গাধাকে যুক্ত করে লাঙল দিচ্ছিল মাঠে। পালামেদেস সেখানে যায়। গিয়ে এ দৃশ্য দেখে সে ঠাট্টার ছলে ওডেসিয়াসের শিশুপুত্র টেলিমেকাসকে নিয়ে গিয়ে ওডেসিয়াসের লাঙলের সামনে ফেলে দেয়। কিন্তু ওডেসিয়াস তখন পাশ কাটিয়ে লাঙল চালাতে থাকে। যাই হোক, পালামেদেসের কথায় নরম হয়ে অবশেষে যুদ্ধে যাবার মনস্থ করে ওডেসিয়াস।

পেলেউসপুত্র একিলিসের জন্ম হয় জলদেবী থেটিসের গর্ভে। এই থেটিসের বিবাহ বাসরে নিমন্ত্রিত না হবার জন্যই এরিস সোনার আপেল ছুঁড়ে কলহের সৃষ্টি করেন তিন দেবীর মধ্যে।

একিলিস একটু বড় হলে তার মা থেটিস দুটি জীবনধারার একটিকে তার লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিতে বলেন। হয় সে যৌবনে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে মারা যাবে অল্প বয়সে, না হয়, সে দীর্ঘকাল ধরে এক অলস আরামপূর্ণ অথচ কৃতিত্বহীন বীরত্বহীন এক জীবন যাপন করবে। এ দুটির মধ্যে একটিকে তার বেছে নিতে হবেই। একিলিস নাকি প্রথমটিকেই বেছে নেয়। ফলে থেটিস বুঝতে পারে তার পুত্র একিলিস যৌবনেই মারা যাবে।

একথা জেনেও তার পুত্রের দেহটিকে অক্ষয় করে তোলার চেষ্টায় কোন ত্রুটি রাখেননি থেটিস। স্টাইক্স নদীতে ডুব দিলে নাকি গায়ে কোন আঘাত লাগে না। কোন অস্ত্রশস্ত্র ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে না সে দেহে। তাই তাঁর ছেলেকে একদিন স্টাইক্স নদীতে নিয়ে গিয়ে স্নান করালেন থেটিস। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্নানের সময় একিলিসের গোটা দেহটা ডুবলেও তার গোড়ালির কাছটায় সে নদীর জল লাগল না। ফলে একিলিসের দুর্ভেদ্য দেহদুর্গের মাঝে কেবলমাত্র একটিমাত্র জায়গায় রয়ে গেল মরণশীল মানবদেহের মত আঘাতের অধীন।

শেইরনের মত দেশের বিখ্যাত বীরদের কাছে রেখে যুদ্ধবিদ্যা শেখানো হয় একিলিসকে। শোনা যায় তার হৃদয়কে নির্ভীক নিঃশঙ্ক

আর সুকঠোর করে তোলার জন্য সিংহের হৃৎপিণ্ড আর ভালুকের অস্থিমজ্জা খাওয়ানো হত। সাহস আর শক্তির সঙ্গে সঙ্গে এক অদম্য অহংকার আর প্রচণ্ড ক্রোধাবেগ তার চরিত্রের ধাতুর সঙ্গে মিশে যেতে থাকে। অন্যান্য ছেলেদের থেকে তার স্বাতন্ত্র্যটি বেশ সহজেই ধরা পরত।

ছোট থেকে একিলিসকে যুদ্ধবিদ্যাও শেখায় শেইরণ। অন্যান্য ছেলেদের থেকে একিলিস ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। তার দেহটি যেমন ছিল শক্তি আর সৌন্দর্যের সমন্বয়ে গড়া, মনটি তেমনি তার অহঙ্কার, উদারতা, সাহসিকতা, বদমেজাজ প্রভৃতি কয়েকটি পরস্পরবিরোধী গুণের মিশ্র উপাদানে গড়ে ওঠে।

ট্রয়যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বেই জলদেবী থেটিস বুঝতে পারেন এই যুদ্ধেই তাঁর পুত্রের মৃত্যু অনিবার্য। তাই সে যুদ্ধে যতদিন একিলিস যোগদান না করে এবং বিভিন্ন অজুহাতে তাকে তার থেকে দূরে সরিয়ে বা ঠেকিয়ে রাখা যায় ততই ভাল। এই কারণে থেটিস একিলিসকে মেয়ের পোষাক পরিয়ে স্কাইরসের রাজপ্রাসাদে রাজকন্যাদের কাছে অনেকদিন রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ওডেসিয়াস তাকে বার করে আনে সেখান থেকে।

একিলিসকে খুঁজে বার করে আনার জন্য ওডেসিয়াস একবার ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে ভাল ভাল কাপড়জামা বিক্রি করে বেড়াতে থাকে ঘুরে ঘুরে। এইভাবে সে স্কাইরসের রাজবাড়িতে গিয়ে ওঠে। সে বুদ্ধি করে দামী পোষাকের সঙ্গে কিছু ভাল ভাল অস্ত্রশস্ত্রও নিয়ে গিয়েছিল। ওডেসিয়াস লক্ষ্য করল রাজকন্যারা যখন ওডেসিয়াসের কাছে কাপড়জামা কিনতে ব্যস্ত নারীরূপিণী একিলিসের দৃষ্টি তখন অস্ত্রশস্ত্রের উপর নিবদ্ধ। এইভাবে একিলিসকে চিনতে পেরে তাকে ট্রয়যুদ্ধে টেনে আনে ওডেসিয়াস।

ইথাকার অধিপতি ওডেসিয়াসকে আর একটা কাজ করতে হয়। মেনেলাসের দূত হিসাবে পালামেদেসের সঙ্গে ট্রয়নগরীতে গিয়ে রাজা প্রিয়ামের কাছে হেলেনের প্রত্যর্পণ দাবি করে। ওডেসিয়াস রাজা প্রিয়ামকে বলে মেনেলাসের পত্নী হেলেনকে যদি তার স্বামীর হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আর যুদ্ধ হবে না। প্যারিস গ্রীসে গিয়ে কি অপকর্ম করেছে তা প্রথম রাজা প্রিয়াম এ ট্রয়বাসীগণ শুনতে পেল ওডেসিয়াসের কাছ থেকে। সব কিছু শুনে রাজা প্রিয়াম বললেন, প্যারিস এখনো পর্যন্ত দেশে ফিরে আসেনি। সে ফিরে এলে তার মুখ থেকে সব বৃত্তান্ত শুনব আমি। তা না শোনা পর্যন্ত আমি কিছু বলতে বা করতে পারছি না।

এই প্রসঙ্গে তাঁর বোন হেমিওনের কথাটাও তুললেন রাজা প্রিয়াম। তিনি বললেন, হার্কিউলেস আমার বোন হেমিওনকে ধরে নিয়ে যায়। সেই থেকে সে ঐ দেশেই বন্দী হয়ে আছে। সুতরাং যদি সত্যি সত্যিই হেলেনকে নিয়ে আসে প্যারিস তাহলে হেমিওনের বদলাস্বরূপ হেলেনকে বন্দী

করে রাখা হবে। তাছাড়া প্রিয়াম তাঁর ছেলেদের কাছে শান্তি ও সন্ধির প্রস্তাব করলেও ছেলেরা তা মানল না। এমন কি তার রাষ্ট্রদূত ওডেসিয়াস ও পালামেদেসের উপর আঘাত হানার জন্য উদ্যত হয়ে উঠেছিল। অবশ্য রাজা প্রিয়ামের জন্য তা পারেনি এবং রাজা প্রিয়াম রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে বিশেষ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করে তাদের স্বদেশে পাঠিয়ে দেন। তবে এই সময় একটা কথা জানতে পারেন রাজা প্রিয়াম। জানতে পারেন হেমিওন এখন গ্রীস দেশের একজনকে বিয়ে করে সুখে শান্তিতে বাস করছে সেখানে এবং তার ছেলে টিউসার এক যুদ্ধবিশারদ বীর। যে সব নেতাদের তৎপরতায় ট্রয়ের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি চলছে টিউসার তাদের অন্যতম।

যার জন্য এত কাণ্ড এত বাগ্‌বিতণ্ডা সেই প্যারিস এসে গেল ট্রয়নগরীতে। তাঁর আদেশ বা নির্দেশমত কোন কাজই করেনি প্যারিস, উপরন্তু এক বিরাট বিপত্তি বাধিয়ে তুলেছে। এজন্য তিনি আগে হতেই রেগে ছিলেন প্যারিসের উপর। কিন্তু তাঁর অন্যান্য পুত্রদের মধ্যস্থতায় কোন রাগের কথা বা শক্ত কথা বলতে পারলেন না প্যারিসকে। কুশলী প্যারিস দেশের মাটিতে পা দিয়েই বশীভূত করে ফেলেছিল তার ভাইদের। এ ব্যাপারে দুটি কৌশল সে অবলম্বন করে। প্রথমতঃ সে স্পার্টার রাজপ্রাসাদ থেকে যে প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করে নিয়ে আসে তা সে অকাতরে ভাগ করে দিতে লাগল তার ভাইদের মধ্যে। দ্বিতীয়তঃ হেলেনের যে সব সুন্দরী সহচরীবৃন্দ ছিল তাদের মুখ থেকে মিষ্টি কথা শুনে মোহমুগ্ধ হয়ে পড়ল প্যারিসের অবিবাহিত ভাইরা।

তবু এ বিষয়ে নীতি বা বিবেকের কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলেন না বৃদ্ধ রাজা প্রিয়াম। তিনি তাঁর স্ত্রী রাণী হেকুবাকে দিয়ে জানতে চাইলেন হেলেনকে প্যারিস বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ধরে এনেছে না সে স্বেচ্ছায় প্যারিসকে ভালবেসে তার সঙ্গে চলে এসেছে। রাণী হেকুবা গিয়ে একথা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলেন হেলেনকে। হেলেনও স্পষ্টই বলল সে স্বেচ্ছায় এসেছে। একথা শুনে নিশ্চিন্ত হলেন রাজা প্রিয়াম। মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, তিনি হেলেনকে প্রত্যর্পণ করা তো দূরের কথা, তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে তিনি রক্ষা করে যাবেন হেলেনকে। গ্রীসের সমবেত সমস্ত শক্তির প্রতিরোধ করবেন তিনি।

কিন্তু যুদ্ধের কথা যতই শোনা যেতে লাগল, যুদ্ধের সময় যতই এগিয়ে আসতে লাগল, ততই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতে লাগল ট্রয়ের অধিবাসীরা। এই ভয়ের বশেই তারা অভিশাপ দিতে লাগল পাপিষ্ঠ প্যারিসকে। যার জন্য সারা দেশ জুড়ে নেমে আসবে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের এক বিরাট বিভীষিকা, অসংখ্য দেশবাসী নিহত হবে অকারণে, সেই প্যারিসকে পথে ঘাটে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে জনগণ কটূক্তি করতে লাগল

তার প্রতি। কিন্তু লোকের কথায় কান দিল না প্যারিস। কারো কোন কথা গ্রাহ্য করল না সে।

রাজ্যের বয়োপ্রবীণ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা প্রথমে প্যারিসের উপর রেগে গেলেও পরে পরমাসুন্দরী হেলেনের মুখের হাসি দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে সব কিছু ভুলে যায়। প্যারিসের অন্যান্য ভাইরাও সকলেই মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল হেলেনের রূপে ও তার মিষ্টি ব্যবহারে। ফলে তাদের বোন রাজকন্যা ক্যাসাণ্ড্রা তাদের বারবার এর ভয়বহ পরিণাম সম্বন্ধে সতর্ক করে দিলেও কেউ কান দিল না তার সে সতর্কবাণীতে।

যাই হোক, যুদ্ধ অনিবার্য জেনে সারা রাজ্য জুড়ে প্রস্তুতি চালাতে লাগল রাজপুরুষেরা। এদের মধ্যে প্রধান ছিল রাজপুত্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর হেক্টর। পিতা বৃদ্ধ হওয়ায় এই বিরাট যুদ্ধের জন্য সৈন্য সমাবেশের ও পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব তার। সাহায্য চেয়ে ট্রয়ের মিত্রশক্তিদের কাছে একযোগে খবর পাঠানো হলো। এই আবেদনের প্রত্যুত্তরে সর্বপ্রথম অকুণ্ঠ আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে এল রাজজামাতা বীর ঈনিস। স্বয়ং দেবী এ্যাফ্রোদিতে নাকি ছিলেন ঈনিসের মাতা।

এদিকে ব্যর্থ মনোরথ গ্রীক রাষ্ট্রদূতগণ দেশে এসে দেখল যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব শেষ হয়ে গেছে। তারা আউলিস নামে এক সমুদ্র বন্দরে উপস্থিত হয়ে দেখল সেখানে প্রায় এক হাজারেরও উপর রণতরী সমবেত হয়েছে। এক লক্ষ গ্রীকসৈন্য বহন করে নিয়ে যাবে এই সব রণতরীগুলি। এই রণতরী ও সৈন্য সংগ্রহ করতে সময় লেগেছে কয়েক বছর।

কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও ব্যর্থ হতে চলেছে তাদের সকল প্রচেষ্টা। স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের বুকের উপর ছবির মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যুদ্ধজাহাজগুলি। পালে বাতাস নেই, সমুদ্রে ঢেউ নেই। একটা জাহাজও নড়ছে না শত চেষ্টা সত্ত্বেও।

অবশেষে রাজজ্যোতিষী ক্যালচাসকে ডাকা হলো। ক্যালচাস এসে গণনা করে আসল ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলল। সে বলল, এ্যাগামেনন বনে শিকার করতে গিয়ে দেবী আর্তেমিসের একটি প্রিয় হরিণকে মেরে ফেলে। তার জন্য তার উপর ভীষণভাবে রুষ্ট হয়ে পড়েন দেবী আর্তেমিস। এই দেবীই যাত্রাকালে এক বিরাট স্তব্ধতা নিয়ে আসেন সমুদ্র আর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে যার ফলে আজ কয়েক সপ্তাহ ধরেএই সুবিশাল রণ-অভিযান যাত্রা শুরু করতে পারছে না উদ্দিষ্ট দেশের অভিমুখে।

কিন্তু এর প্রতিকার কোথায়? এর কি কোন প্রতিকার নেই?

প্রতিকার একটাই আছে। ক্যালচাস বলল, কিন্তু সে বড় কঠিন, বড় দুঃসাধ্য। এ্যাগামেনন যদি তার জ্যেষ্ঠ কন্যা ইফিজেনিয়াকে বলি দিতে পারে দেবীর উদ্দেশ্যে তবেই চলতে শুরু করবে সমস্ত রণতরী। এ ছাড়া

কোন মতেই সন্তুষ্ট হবেন না রুষ্ট দেবী।

প্রথমে কথাটা শুনে ভয়ে আঁতকে উঠল রাজা এ্যাগামেনন। ভাবল, আপন প্রিয়তমা কন্যাকে বিসর্জন দিয়ে অভিযানে সাফল্য লাভ করার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ বিষয়ে নিরস্ত হতে না হতেই তার ভাই মেনেলাস তীব্র ভাষায় তিরস্কার করতে লাগল। তা সহ্য করতে না পেরে রাণী ক্লাইতেমেস্ত্রা আর ইফিজেনিয়াকে ঘটনাস্থলে ডেকে পাঠাল এ্যাগামেনন। মিথ্যা করে বলে পাঠাল একিলিসের সঙ্গে ইফিজেনিয়ার বিয়ে দেওয়া হবে।

যথাসময়ে কন্যাকে নিয়ে হাজির হলো রাণী ক্লাইতেমেস্ত্রা। এসে দেখল, একিলিস প্রস্তাবিত বিয়ের ব্যাপারে কিছুই জানে না। পরে এক ক্রীতদাসের কাছ থেকে আসল কথাটা জানতে পারল।

জানতে পারার পর একই সঙ্গে রাগে ও দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ল রাণী ক্লাইতেমেস্ত্রা। তার এক চোখে জল আর এক চোখে আগুন ঝরতে লাগল। ইফিজেনিয়া তার মার আঁচল ধরে কাঁদতে লাগল। অন্যান্য গ্রীকবীরেরা এই বলিদান সমর্থন করলেও একিলিস ইফিজেনিয়াকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে এল। এ্যাগামেনন কিন্তু কারো কোন অনুনয় বিনয় শুনল না। রাণী ক্লাইতেমেস্ত্রা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। তবু এ্যাগামেনন অটলভাবে দাঁড়িয়ে রইল। সে বলল, সে শুধু তার কন্যার পিতা নয়, সে দেশের রাজা। রাজকর্তব্যের খাতিরে সারা দেশের সম্মানের জন্য তাকে এ ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে।

কিন্তু প্রথমে ভেঙ্গে পড়লেও শেষ সময়ে আশ্চর্যভাবে শক্ত হয়ে উঠল ইফিজেনিয়া। সে যখন দেখল একিলিসের মত বীর তাকে বাঁচাবার জন্য ক্রমশই জেদ ধরছে এবং এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে অশান্তির সম্ভাবনা রয়েছে তখন সে নিজেই বেদীমূলের পুরোহিতের খড়্গের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে যখন মরতেই হবে তখন আমি স্বেচ্ছায় এ প্রাণ বলি দিতে চাই। যে তার দেশমাতার বৃহত্তর স্বার্থ ও সম্মানের খাতিরে নিজের প্রাণবলি দিয়েছে এমন এক সর্বজনবন্দিতা নারীরূপে এক অক্ষয় সম্মানের আসনে চিরকাল অধিষ্ঠিত হয়ে থাকব আমি সমগ্র গ্রীকজাতির মধ্যে। ট্রয়ের পতন আমার বিয়ের উৎসব হিসাবে চিহ্নিত হবে এবং এই পতনই আমার স্মৃতিস্তম্ভ রচনা করবে।

আউলিস নামে সমুদ্রতীরবর্তী এক বিশাল প্রান্তরে সমবেত হয়েছিল সমগ্র গ্রীকবাহিনী। এখান থেকে রণঅভিযান শুরু হবে তাদের। এখান থেকেই রণতরীগুলিতে গিয়ে উঠবে তারা। সেই প্রান্তরের এক ধারে ছিল দেবী আর্তেমিসের বেদী। সেই বেদীর উপর পুরোহিতের শানিত খড়্গের নিচে গিয়ে নিজের ঘাড়টা শান্তভাবে নিঃশঙ্ক চিত্তে বাড়িয়ে দিল ইফিজেনিয়া। এ দৃশ্য দেখতে না পেরে দুহাতে মুখ ঢাকল রাজা এ্যাগামেনন। মেনেলাসের

চিত্তও বিচলিত হয়ে উঠল।

কিন্তু সহসা এক অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটে গেল। নির্ভীক ইফিজেনিয়ার উপর প্রসন্ন হলেন দেবী আর্তেমিস। তিনি তাকে অদৃশ্যভাবে তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁর তরিসের মন্দিরে এক চিরকুমারী পূজারিণীরূপে রেখে দিলেন।

এদিকে পুরোহিতের খড়্গের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা ইফিজেনিয়ার পরিবর্তে দেখা গেল একটি মৃগশিশু দাঁড়িয়ে রয়েছে। তখন মৃগশিশুটিকে বেদীর উপরেই আগুন জেলে আহুতি দেওয়া হলো। যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস বইতে লাগল সমুদ্রে। উল্লসিত হয়ে জাহাজে গিয়ে চাপল বীরেরা।

তবু কিন্তু শান্ত হলো না রাণী ক্লাইতেমেস্ত্রার মন। কারণ সে জানতে পারল তার কন্যা প্রাণে বেঁচে গেলেও তার কাছে ফিরে আসবে না কোনদিন। রাগের আগুনে তার দেহের রক্ত ফুটতে লাগল টগবগ করে। সে একা চলে গেল রাজধানী মাইসেনা শহরের পথে। এদিকে অনুকূল বাতাস পেয়ে ট্রয়ের পথে এগিয়ে চলল রণতরীগুলো।

ট্রয়নগরীর মাটি ছুঁতে না ছুঁতে আবার এক প্রাণবলির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ট্রয়ের উপকূলভাগের দিকে জাহাজগুলো যখন এগিয়ে যাচ্ছিল একযোগে তখন সহসা এক দৈববাণী শুনে চমকে উঠল সকলে। এই মর্মে দৈববাণী হলো যে, প্রথম যে গ্রীক বীর বা সেনানী পা দেবে ট্রয়ের মাটিতে তার মৃত্যু ঘটবেই।

রণতরীগুলো কূলে ভিড়লে কে প্রথমে নামবে, কে প্রথমে পা দেবে ট্রয়ের মাটিতে একথা যখন নীরবে ভাবছিল যত সব গ্রীকবীরেরা, তখন প্রোতেসিলাস নামে এক গ্রীকবীর জাহাজ থেকে একটা লাফ দিয়ে ট্রয়ের মাটিতে পদার্পণ করল। আর সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে হেক্টরের দ্বারা নিক্ষিপ্ত একটা বর্শা এসে বিদ্ধ করল তার বুকটা।

এইভাবে গ্রীকরা যখন ট্রয়ের উপকূলে নামল তখন তারা কিন্তু একথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি আজ যে যুদ্ধ শুরু হলো, যে যুদ্ধে আজ তারা যোগদান করল এ যুদ্ধ চলবে দীর্ঘ দশ বছর ধরে।

সাইময় আর স্কামান্দার নামে দুটি নদী যেখানে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে ঠিক সেইখানেই ট্রয়ের উপকূলভাগে গ্রীকরা তাদের রণতরীগুলোকে নোঙর করল। সেইখানেই শিবির স্থাপন করল তারা। ট্রয়ের দুর্গপ্রাকারের বাইরে বিশাল রণপ্রান্তরের একদিকে গ্রীকদের শিবিরকে কেন্দ্র করে একটা নতুন শহর গড়ে উঠল। সাধারণ সেনারা তাঁবুতে বাস করলেও প্রতিটি বীর সেনার জন্য এক একটি কাঠ ও মাটি দিয়ে তৈরি ঘর নির্মাণ করতে হয়েছিল। গ্রীকশিবিরের মাঝখানে একটা জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছিল। সেখানে নেতারা মাঝে মাঝে

আলোচনার জন্য মিলিত হত এবং মাঝে মাঝে পশু বলি দিত দেবতাদের উদ্দেশ্যে। শিবিরের প্রতিটি প্রান্ত ছিল এক একজন প্রখ্যাত বীরের বাসা। শিবিরের একপ্রান্তে ছিল একিলিস আর অন্য সব প্রান্তগুলিতে ছিল এ্যাগামেমনন, ওডেসিয়াস, মেনেলাস, ডাওমীড, নেস্টার ও অন্যান্য বীর-পুরুষেরা।

ট্রয়দুর্গ আর গ্রীকশিবিরের মাঝখানে ছিল বিশাল প্রান্তর। ট্রয়নগরীর সব সৈন্য একযোগে কখনো বেরিয়ে আসত না। প্রতিদিন এক একটি সেনাবাহিনী এক একজন বীরের অধীনে দুর্গদ্বার দিয়ে বেরিয়ে এসে গ্রীকদের আহ্বান করত। তখন একটি গ্রীকসেনাদলও তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে যেত। এইভাবে দুই পক্ষের দুটি বাহিনীতে যখন যুদ্ধ চলত তখন বাকি সৈন্যরা চিৎকার করে উৎসাহ দিত আপন আপন পক্ষের যুদ্ধরত সৈন্যদের। কোনদিন এ পক্ষ কোনদিন ও পক্ষ জয়লাভ করত। কিন্তু যুদ্ধের যেন শেষ ছিল না। গ্রীকরা কোনক্রমেই ঢুকতে পারল না দুর্ভেদ্য ট্রয়দুর্গের ভিতরে।

কিন্তু ট্রয়নগরীতে ঢুকতে না পারলেও গ্রীকসেনারা তাদের শিবিরের চার পাশের গ্রামাঞ্চলে গিয়ে লুণ্ঠনকার্য চালিয়ে যেত মাঝে মাঝে। বিভিন্ন গ্রাম থেকে তারা অনেক ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে আসত যুদ্ধে গ্রামবাসীদের পরাস্ত করে।

একবার এইরকম এক যুদ্ধে জিতে গ্রীকরা ক্রাইসেইস নামে একটি সুন্দরী মেয়েকে বন্দিনী করে আনে। ক্রাইসেইস ছিল ক্রাইসেস নামে এ্যাপোলোর এক পুরোহিতের কন্যা। বন্দিনী ক্রাইসেইস এ্যাগামেমননের ভাগে পড়ে। ক্রাইসেইসের বৃদ্ধ পিতা টাকা বা ধনরত্ন দিয়ে তার কন্যাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে আসে। কিন্তু এ্যাগামেমনন তাকে শক্ত কথা বলে তাড়িয়ে দেয়।

ক্রাইসেস যাবার সময় তার উপাস্য দেবতাকে কাতর প্রার্থনার সঙ্গে জানায় তিনি যেন অহঙ্কারী এ্যাগামেমননের উপর চরম প্রতিশোধ নেন।

দেবতা হয়ত ক্রাইসেসের কথা শুনেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে গ্রীক শিবিরে শুরু হলো এক ভীষণ মহামারী। কয়েক দিন কেটে যাবার পর গ্রীকবীরেরা পরামর্শ করে রাজজ্যোতিষী ক্যালচাসকে ডেকে পাঠাল। এই মহামারীর কারণ কি, কিভাবেই বা তার অবসান ঘটানো যাবে। ক্যালচাস এর কারণ জানত। কিন্তু এ্যাগামেমননের ভয়ে সে কথা বলতে প্রথমে রাজী হলো না। অবশেষে একিলিস তাকে আশ্বাস দিলে সে সব কিছু বলল। আরও বলল, ক্রাইসেইসকে তার পিতা দেবপুরোহিত ক্রাইসেসের হাতে প্রত্যর্পণ না করে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য দেবতারা রুষ্ট হয়েছেন। তার জন্যই এই মহামারী। সুতরাং অবিলম্বে ক্রাইসেসকে তার পিতার হাতে প্রত্যর্পণ করতে হবে।

একথা শুনে ভীষণভাবে রেগে গেল এ্যাগামেনন। কারণ সে এরই মধ্যে বন্দিনী ক্রাইসেইসকে ভালবাসতে শুরু করে দিয়েছে গভীরভাবে। এমন সময় একিলিসও দাবি জানাতে লাগল ক্রাইসেইসের উপর। কিন্তু তার দাবি কেউ সমর্থন করল না। এ্যাগামেনন বলল সে ক্রাইসেইসকে তার পিতার হাতে তুলে দেবে, কিন্তু তার বিনিময়ে ব্রিসেইস নামে যে বন্দিনী কুমারীকে একিলিসকে দান করা হয়েছে তাকে তার হাতে তুলে দিতে হবে। রাজার এই স্বার্থপর দাবির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাল একিলিস। রাজা এ্যাগামেমনের উপর সে এত রেগে গিয়েছিল যে সে তার তরবারি কোষমুক্ত করার জন্য হাত বাড়াল। তখন দেবী এথেন অদৃশ্য অবস্থায় তার সামনে এসে তাকে শান্ত করলেন কোন রকমে। তিনি তাকে বললেন, তুমি এখন শান্ত হয়ে সব কিছু মেনে নাও। পরে তুমি এর ফল পাবে। দেবী এথেনের এ কথা মেনে নিয়ে তখনকার মত তার অন্তরঙ্গ বন্ধু প্যাট্রোক্লাসকে নিয়ে তার ঘরের মধ্যে চলে গেল একিলিস। সর্বাপেক্ষা বয়োপ্রবীণ নেতা নেস্টারও তাদের অনেক করে বোঝালো।

এ্যাগামেনন তার বন্দিনী ক্রাইসেইসকে মুক্ত করে দিলে তাকে তার পিতার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেই সঙ্গে একিলিসের কাছ থেকে তার বন্দিনী ব্রিসেইসকে নিয়ে এসে রাজা এ্যাগামেননকে দান করা হলো।

অশান্ত একিলিস তখন মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল তার ঘরে। সে তার মা জলদেবী থেটিসকে স্মরণ করল এ দুঃখের প্রতিকারের আশায়। সমুদ্রগর্ভ থেকে একরাশ কুয়াশার রূপ ধরে থেটিস এসে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন তাঁর পুত্রকে। তিনিও অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন তাঁর পুত্রের দুঃখে। একিলিস তার মাকে বলল, তুমি এখনি স্বর্গলোকে গিয়ে জিয়াসকে বলে এমন একটা কিছু করো যাতে গ্রীকরা সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং তারা বুঝতে পারে কী অন্যায় তারা করেছে।

থেটিস বললেন, দেবরাজ জিয়াস এখন ইথিওপিয়ার এক ভোজসভায় যোগদান করতে গেছেন। বারো দিন পর তিনি অলিম্পাসে ফিরবেন। তিনি ফিরলেই আমি তাঁকে বলে কিছু একটা করব। এই বলে চলে গেলেন থেটিস।

দেবরাজ জিয়াস অলিম্পাসে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গিয়ে ধরলেন থেটিস। তাঁর হাঁটু ধরে কাতর মিনতি জানাতে লাগলেন বারবার, তাঁর পুত্রের জন্য কিছু একটা করতেই হবে। কিন্তু ট্রয়নগরীর পতনের জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন দেবরাজ জিয়াস, তাই প্রথমে তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন থেটিসের প্রার্থনা। তাছাড়া তাঁর পত্নী হেরাও ট্রয়ের পতন চান। হেরা যখন দেখলেন থেটিস জিয়াসের কাছে কি একটা প্রার্থনা জানিয়ে চলে গেল তখন তাঁর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন কি বর তিনি

থেটিসকে দিলেন। জিয়াস তার উত্তরে কিছুই বললেন না।

সে রাত্রিতে স্বর্গলোকে সব দেবতারা নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়লে একা জেগে জেগে ভাবতে লাগলেন দেবরাজ জিয়াস। তিনি সরাসরি গ্রীকদের বিরোধিতা নীতিগতভাবে না করতে পারলেও কিছু একটা করতে হবে। কারণ থেটিসকে কথা দিয়েছেন তিনি। অনেক ভাবার পর তিনি এক মিথ্যা স্বপ্ন পাঠিয়ে দিলেন এ্যাগামেননের মনে। এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখে চমকে উঠল এ্যাগামেনন। তার মনে এই বিশ্বাস জাগল যে এ যুদ্ধে কোন সুফল ফলবে না। সুতরাং এই নিষ্ফল যুদ্ধে বৃথা লোকক্ষয় না করে দেশে ফিরে যাওয়াই ভাল।

ঘুম থেকে উঠেই সে গ্রীকসেনানায়কদের এক পরামর্শসভা ডাকল। সে সব বুঝিয়ে বললে তার কথা সবাই মেনে নিল। তখন দেশে ফেরার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল সবাই এবং আপন আপন সেনাবাহিনীকে শিবির ছেড়ে জাহাজে গিয়ে ওঠার জন্য আদেশ জারি করল।

স্বর্গ থেকে গ্রীকদের এই পশ্চাদ্ধাবনের ব্যাপারটা লক্ষ্য করে বিব্রত বোধ করলেন হেরা। গ্রীকদের এই আকস্মিক পশ্চাদ্ধাবন প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য তৎক্ষণাৎ প্যালাস এথেনকে মর্ত্যে পাঠিয়ে দিলেন। প্যালাস এথেন এসে যুদ্ধে পুনরায় নূতন উদ্যমে যোগদান করার জন্য উত্তেজিত করতে লাগলেন গ্রীকদের। তিনি এসেই দেখলেন গ্রীকবীরদের মধ্যে একমাত্র ওডেসিয়াস তার সংকল্পে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ট্রয়ের পতন না ঘটিয়ে কিছুতেই দেশে ফিরবে না সে। কিন্তু এ্যাগামেনন তখনো শান্ত হলো না। সে তখন সৈন্যচালনার সব ভার ওডেসিয়াসের হাতে তুলে দিয়ে তার রাজদণ্ডটিও ওডেসিয়াসের হাতে দান করল। ওডেসিয়াস তখন রেগে গিয়ে সেই ভারী দণ্ডটি পিঠে কুঁজওয়ালা থারসাইটেসের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দিয়ে গ্রীকসেনানায়কদের উদ্দেশ্যে আবেগের সঙ্গে এক উত্তেজনাময় ভাষণ দিল। জয়ের আশায় উদ্দীপিত করে তুলল তাদের মুহ্যমান অন্তরকে। জ্ঞানবৃদ্ধ নেস্টারও তাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য এক ভাষণ দান করল। অবশেষে নিজের ভুল বুঝতে পেরে প্রতিনিবৃত্ত হলো রাজা এ্যাগামেনন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পালা শেষ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্য আদেশ দিল সকলকে। দেবতাদের কাছ থেকে কৃপা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করে কিছু পশুবলিও দেওয়া হলো।

সেদিনের যুদ্ধের জন্য ট্রয়সেনারাও দুর্গ থেকে বেরিয়ে এল দলবদ্ধভাবে। দু পক্ষের দুটি বিশাল বাহিনী মুখোমুখি এসে দাঁড়াল রণপ্রান্তরে। ট্রয়বাহিনীর নেতৃত্ব করার জন্য সেদিন প্যারিস এল এগিয়ে। তার বীরত্বের চিহ্নস্বরূপ তার গায়ের উপর চাপানো ছিল সিংহের চামড়া। সে তার বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রীকবীরকে আহ্বান জানাল তার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য।

প্যারিসের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীকদের পক্ষ থেকে এগিয়ে গেল

মেনেলাস। কিন্তু মেনেলাসকে গ্রীকবাহিনীর সামনের সারিতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বিবেকের এক তীক্ষ্ণ দংশন অনুভব করল প্যারিস। যে নিরীহ নির্দোষ মেনেলাসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তার স্ত্রীকে ভুলিয়ে এনেছে তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধচেতনা তীব্রতায় অদম্য হয়ে উঠল তার অন্তরে। স্তিমিত হয়ে এল তার সমস্ত সমরোত্তম। সে মুখ লুকিয়ে তার সেনাবাহিনীর পিছনে চলে যাচ্ছিল চোরের মতন। এমন সময় বীর হেক্টর এসে তীক্ষ্ণ ভাষায় ভৎর্সনা করতে লাগল তাকে। বলল, দেহটা তোমার সুন্দর হলেও মনটা তোমার হীন কাপুরুষোচিত। সামান্য এক নারীর সৌন্দর্যে মোহমুগ্ধ হয়ে যে যুদ্ধের অবতারণা করেছ তুমি সে যুদ্ধে তুমিই পিছিয়ে যাচ্ছ কাপুরুষের মত। ধিক তোমায়!

হেক্টরের কথা শুনে চৈতন্য ফিরে পেল প্যারিস। সে বলল, অযথা লোকক্ষয়ের কোন প্রয়োজন নেই। আমি আর মেনেলাস দুজনে এক প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হব। আমাদের জয় পরাজয়ের মাধ্যমেই নির্ণীত হবে যুদ্ধের জয় পরাজয়। বড় জোর দুই পক্ষের নির্বাচিত বীরেরা একে একে এক দ্বৈত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবে। তাহলে বেশী লোকক্ষয় হবে না।

এ কথায় রাজী হলো দু পক্ষ। ভাগ্যপরীক্ষার দ্বারা ঠিক হলো প্যারিস প্রথমে বর্শা ছুঁড়ে যুদ্ধ শুরু করবে মেনেলাসের সঙ্গে। দুপক্ষই প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। ট্রয়ের দুর্গপ্রাকারে বসে সব কিছু দেখতে লাগলেন বৃদ্ধ রাজা প্রিয়াম। তাঁর কেবলি মনে হচ্ছিল এ যুদ্ধে অবশ্যই নিহত হবে তাঁর প্রিয় পুত্র প্যারিস। হেলেনও তাঁর পাশে বসে গ্রীকবীরদের পরিচয় দান করতে লাগল প্রিয়ামকে। দীর্ঘ দিন পর তার প্রথম স্বামী মেনেলাসকে রণসাজে সজ্জিত দেখে তার প্রতি আবার নতুন করে জেগে উঠল তার হারানো ভালবাসা।

প্যারিস প্রথমে যে বর্শাটি ছুঁড়ল তা কারো গায়ে লাগল না। এরপর মেনেলাসের পালা। মেনেলাস এত জোরে তার বর্শাটি ছুঁড়ল যে তা প্যারিসের হাতে ধরা চাল ভেদ করে তার বর্মটিকে ভীষণভাবে আঘাত করল। প্যারিস তার আঘাতে টলতে লাগল। এমন সময় উন্মুক্ত তরবারি হাতে তার দিকে ছুটে এল মেনেলাস। তাকে হাত দিয়ে ধরতে যেতেই প্যারিসের মাথার শিরস্ত্রাণটি পড়ে গেল। গ্রীকরা জয়োল্লাসে ফেটে পড়ল।

আর একটু হলেই প্যারিসকে হাতে ধরে গ্রীকশিবিরমধ্যে টেনে নিয়ে যেত মেনেলাস। কিন্তু দেবী এ্যাফ্রোদিতে এসে হঠাৎ এক কৃত্রিম মেঘাবরণ সৃষ্টি করে প্যারিসকে অদৃশ্য করে দিলেন। অদৃশ্য অবস্থায় তাকে রাজপ্রাসাদে তার শয়নকক্ষে নিয়ে গেলেন দেবী এ্যাফ্রোদিতে। হেলেনকেও তার ঘরে এনে তার সেবায় নিযুক্ত করলেন।

রণে ভঙ্গ দিয়ে প্যারিস অকস্মাৎ পালিয়ে যেতেই জয়ের দাবি করতে লাগল গ্রীকরা। তারা বলল, প্যারিস স্পষ্টতঃ হেরে গেছে মেনেলাসের কাছে

এবং প্যারিসের পরাজয় মানে ট্রয়বাসীদের পরাজয়।

যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ণয় নিয়ে যখন দুপক্ষের মধ্যে বাগবিতণ্ডা চলছিল তখন স্বর্গলোকে এক সভা বসল দেবতাদের মধ্যে। জিয়াস এই মর্মে তাঁর মত প্রকাশ করলেন যে ট্রয় অবরোধকারী গ্রীকদের হাতে হেলেনকে সমর্পণ করা হোক। হেরা কিন্তু এত সহজে ট্রয়যুদ্ধের অবসান ঘটাতে চাইলেন না। তিনি চান ট্রয়নগরীর নিঃশেষিত পতন আর পরিপূর্ণ ধ্বংস। তাই তিনি দীর্ঘায়িত করতে চাইছিলেন এ যুদ্ধকে। হেরা তাই তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্যালাস এথেনকে আবার পাঠালেন।

অবশেষে হেরার মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হলো। ট্রয়বাসীরা তাদের পরাজয় মেনে নিল না। উপরন্তু সহসা একটা তীর এসে মেনেলাসের গায়ে লাগায় তার গা থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। তা দেখে রাগে আগুন হয়ে উঠল রাজা এ্যাগামেনন। নূতন উদ্যমে যুদ্ধ শুরু করল অবার দুপক্ষ।

এবার গ্রীকবাহিনীর নায়ক হলো ডাওমীড। প্যালাস এথেন তাকে উত্তেজিত করে বললেন, তুমি হচ্ছ এমনই শক্তিধর বীর যার কাজ অন্য কোন বীর সম্পন্ন করতে পারে না। যে পাথর তুমি একা তুলতে পার তা দুজন বীর তুলতে পারবে না। ডাওমীড তখন সত্যি সত্যিই একটি বড় পাথর ট্রয়বীর ঈনিসকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। পাথর ঈনিসকে এমন জোরে আঘাত করল যে সে পড়ে গেল। দেবী এ্যাফ্রোদিতে তখন তার সাহায্যে এগিয়ে না এলে তখনি মৃত্যু ঘটত তার। এ্যাফ্রোদিতে তাঁর আঁচলের মধ্যে ঢেকে রাখলেন তাঁর পুত্র ঈনিসকে।

এমন সময় ঈনিস দেখতে পেল দেবদত্ত তার রথের ঘোড়াগুলিকে গ্রীকরা নিয়ে যাচ্ছে। তখন সে তার মাকে একথা বলতেই দেবী এ্যাফ্রোদিতে সেগুলি আনার জন্য গ্রীকদের পিছু পিছু ছুটে গেল। কিন্তু ডাওমীড একটি তীরের আঘাতে নিবৃত্ত করল দেবীকে। তীরের আঘাত ছাড়াও বাক্যবাণে জর্জরিত করল সে দেবীকে। বলল, হে প্রেম ও কামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, মানুষকে ছলনার দ্বারা মোহমুগ্ধ করাই তোমার কাজ। যুদ্ধক্ষেত্র তোমার যোগ্য স্থান নয়। বীরদের অস্ত্রঝংকারে কেঁপে উঠবে তোমার কুসুমকোমল অন্তর।

এ্যাফ্রোদিতে তখন সত্যি সত্যিই লজ্জা পেলেন। তিনি তখন তাঁর পুত্রের জীবনরক্ষার ভার এ্যাপোলোর হাতে দিয়ে রণদেবতা এ্যারেসের রথে চড়ে অলিম্পাসে চলে গেলেন। এ্যারেসও ট্রয়ের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে সেদিন এক তীব্র আঘাত পান।

দেবসম্রাজ্ঞী হেরাও অদৃশ্য অবস্থায় নেমে আসেন এ যুদ্ধে। প্যালাস এথেন অদৃশ্যভাবে ডাওমীডের রথের সারথিরূপে কাজ করতে থাকেন। তিনি থাকেন একরাশ অন্ধকারের রূপ ধরে। তবে স্বয়ং রণদেবতা এ্যারেস

যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে অলিম্পাসে পালিয়ে যেতেই দেবীরাও ভয় পেয়ে গেলেন।

এরপর ডাওমীডের সঙ্গে যুদ্ধ হলো লাইসিয়ার রাজা গ্লকাসের সঙ্গে। কিন্তু তারা যখন বুঝতে পারল তাদের পিতাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল তখন তারা আর পরস্পরের রক্তক্ষয় করতে চাইল না। এরপর যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো গ্রীকবীর এ্যাজাক্স।

বীর ডাওমীড আর এ্যাজাক্সের বীরত্ব নিজের চোখে দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল হেক্টর। সে রাজপ্রাসাদে গিয়ে তার মা হেকুবাকে প্যালাসের মন্দিরে গিয়ে পূজো দিতে বলল। বলল, তোমরা গিয়ে দেবীর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করো। তিনি যেন ডাওমীড আর এ্যাজাক্সের বীরত্বের বেগ প্রশমিত করে রাখেন।

মাকে একথা বলার পর হেক্টর এগিয়ে গেল প্যারিসের কক্ষের দিকে। কারণ সে লক্ষ্য করেছিল যুদ্ধেক্ষেত্র থেকে তখন পালিয়ে আসার পর আর সে ফিরে যায়নি সেখানে। হেক্টর দেখল তার ঘরে হেলেন ও তার সহচরীদের মধ্যে অলসভাবে বসে অস্ত্র নিয়ে খেলা করছে প্যারিস।

প্যারিসের এই আলস্য আর যুদ্ধবিমুখতা দেখে রাগে কাঁপতে লাগল হেক্টর। চিৎকার করে বলল, তোমার জন্য যখন অসংখ্য বীর যুদ্ধে প্রাণবলি দিচ্ছে, তুমি তখন রমণীদের সঙ্গে আরাম কক্ষে বসে খেলা করছ! ধিক, শত ধিক তোমাকে।

হেক্টরের কথায় প্যারিস ও হেলেন দুজনেই লজ্জিত হলো। আবার রণসাজে লজ্জিত হলো প্যারিস। এদিকে সেখানে আর না দাঁড়িয়ে হেক্টর চলে গেল তার স্ত্রী এ্যাণ্ড্রোমেকের সঙ্গে শেষবারের মত দেখা করার জন্য।

হেক্টর দেখল তার স্ত্রী এ্যাণ্ড্রোমেক তার ঘরে নেই। সে তার সহচরীদের সঙ্গে প্রাসাদশীর্ষে গিয়ে সেখান থেকে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি দেখছে। তার পাশে এক ধাত্রীর কোলে ছিল তার শিশুপুত্র এ্যাসটায়ানাক্স।

হেক্টর ডেকে পাঠাতেই এ্যাণ্ড্রোমেক তার কাছে এল। এসেই তাকে অনুরোধ করল সে যেন আজ যুদ্ধে না যায়। যুদ্ধে না গিয়ে বরং সে যেন নগরীর ভিতরে থেকে নগর রক্ষার কাজ করে।

কিন্তু হেক্টর বলল, তা হয় না প্রিয়ে! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে যুদ্ধে সবাগ্রে আমার যাওয়াই উচিত। কর্তব্যের খাতিরে একাজ আমায় করতেই হবে। আমি তোমাকে ভালবাসি ঠিক, কিন্তু দেশের সম্মানকে আমি আরও বেশী ভালবাসি।

এইভাবে ভয়ঙ্কর এক বিপদের আভাস বুকে নিয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় নিল হেক্টর। তার কেবলি মনে হতে লাগল হয়ত তার এ যুদ্ধে

মৃত্যু ঘটবে এবং ট্রয়ের ধ্বংসের পর তার স্ত্রীপুত্রকে দাসত্ব করতে হবে ভবিষ্যতে। হেক্টর বর্ম পরে রণসাজে সজ্জিত হয়ে চলে গেলে এ্যাণ্ড্রোমেক তার সহচরীদের নিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেল।

হেক্টর ও প্যারিস দুজনে গিয়ে একসঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেই দুপক্ষই যেন এক নূতনতর উদ্যমে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। হেক্টর বলল, চলে এস তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বীর কে আছে।

হেক্টরের কথা শুনে মেনেলাস এগিয়ে আসছিল। কিন্তু এ্যাগামেনন তাকে নিবৃত্ত করল। সে ভাবল হেক্টরের মত অতুলনীয় বীরের সঙ্গে মেনেলাসের যুদ্ধ করতে যাওয়া ঠিক হবে না। তাদের কুণ্ঠ ও দ্বিধার জন্য নেস্টার তাদের ভর্ৎসনা করল। অবশেষে প্যারিসের সঙ্গে যুদ্ধ করার ভার পড়ল বীর এ্যাজাক্সের উপর।

প্রথমে বর্শা আর তীর নিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে যুদ্ধ চলল প্যারিস আর এ্যাজাক্সের মধ্যে। তার পর দেখতে দেখতে দুজনের অস্ত্রই যখন তীক্ষ্ণতা হারিয়ে ভোঁতা হয়ে উঠল তখন তারা বড় বড় পাথর নিয়ে আক্রমণ করল পরস্পরকে। কিন্তু এই দ্বৈত যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ণীত হবার আগে সন্ধ্যা ঘন হয়ে উঠল। তখন যুদ্ধের নীতি অনুসারে তারা যুদ্ধ থামিয়ে পরস্পরকে অভিনন্দন জানিয়ে আপন আপন শিবিরে চলে গেল।

সে রাত্রিতে কোন পক্ষের শিবিরে কেউ বিশ্রাম করল না। কারণ সেদিন এই মর্মে এক চুক্তি হয় যে রাত্রির অন্ধকারে উভয় পক্ষে মৃত সৈনিকদের সংকার করা হবে। তাদের মৃতদেহ ভস্মীভূত অথবা সমাধিস্থ করা হবে। তাই সারা রাত্রি ধরে এই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল উভয় দলের সৈন্যরা। গ্রীকরা তাদের শিবিরের চারদিকে এক প্রাচীর নির্মাণ করে রাতারাতি। ওদিকে ট্রয়বাসীরা তাদের ক্ষয়ক্ষতির কথা ভেবে হেলেনকে ফিরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে এক পরামর্শসভার আয়োজন করল। তারা বলাবলি করতে লাগল হেলেনকে গ্রীকদের হাতে প্রত্যর্পণ করলেই সমস্ত অবরোধ থেকে মুক্ত হবে তাদের রাজধানী। যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে মুক্ত হবে সারা দেশ।

কিন্তু প্যারিস বলল, সে হেলেনকে ছাড়বে না, তার বদলে স্পার্টা থেকে আনা সমস্ত ধনসম্পদ ফিরিয়ে দেবে। রাজা প্রিয়াম তখন এই কথা জানিয়ে এক দূতকে পাঠালেন গ্রীকশিবিরে।

কিন্তু গ্রীকরা রাজী হলো না এ প্রস্তাবে। তারা বলল প্যারিস হেলেনকে তাদের হাতে প্রত্যর্পণ না করলে কোন সন্ধি হবে না। এমন সময় কয়েকটি মদের জাহাজ তাদের দেশ থেকে গ্রীকশিবিরে এসে পৌছানোর ফলে তাদের সমরোদ্যম আবার বেড়ে গেল।

এদিকে স্বর্গলোকেও এক সভা বসল দেবতাদের মধ্যে। দেবরাজ

জিয়াস দেবতাদের কোন না কোন পক্ষে যোগ দিয়ে কাজ করার জন্য আদেশ দান করলেন। কিন্তু থেটিসের কাছে তার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির খাতিরে জিয়াস স্বয়ং গ্রীকদের বিরুদ্ধে অপ্রিয় হয়ে উঠলেন। রাত্রির অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক বজ্রনিক্ষেপের মাধ্যমে এক অশুভ সংকেত দান করলেন তিনি গ্রীকদের।

সত্যি সত্যিই দেখা গেল বারো দিন ধরে গ্রীকরা প্রচুর বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও কিছু করতে পারল না। অনেক গ্রীক সৈন্য প্রাণ দিয়েও ট্রয়সেনাদের রণক্ষেত্র থেকে হটাতে পারল না। সুতরাং সেদিনকার যুদ্ধে ট্রয়সেনাদেরই বিজয়ী মনে হলো।

তা দেখে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে উঠল রাজা এ্যাগামেমনন। বিষণ্ণ অন্তরে দূত পাঠিয়ে সমস্ত গ্রীক সেনানায়কদের ডেকে পাঠাল তার শিবিরে। নতুন করে তুলল পশ্চাদ্ধাবনের কথাটা। বলল, যুদ্ধ করে কোন লাভ নেই। দেবতারা স্বয়ং যখন ট্রয়দের পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন তখন আমাদের পক্ষে এ যুদ্ধে জয়লাভ কোনক্রমেই সম্ভব নয়। অতএব আর লোকক্ষয় না করে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে দেশে ফিরে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

সকলে এ্যাগামেমননের কথা নীরবে শুনল। কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না। অবশেষে ডাওমীড বলল, কেউ না করে, সে একা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাবে ট্রয়ের পতন না হওয়া পর্যন্ত। মেনেলাসও ডাওমীডকে সমর্থন করে বলল সেও ডাওমীডের সঙ্গে যুদ্ধ করে যাবে। বৃদ্ধ নেস্টার তখন এ্যাগামেমননকে তার মুখের সামনে ধিক্কার দিয়ে বলল, শুধু তার জন্যই আজ গ্রীকরা এই শোচনীয় পরাজয়ের সম্মুখীন। তার জন্য আজ একিলিসের মত অসমসাহসিক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীর অলস অকর্মন্য হয়ে বসে আছে।

সব কথা শুনে অনুতপ্ত হয়ে উঠল রাজা এ্যাগামেমননের অন্তর। সে নিজের দোষ স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করে তার ক্ষতিপূরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল। সে বলল, সে ক্ষতিপূরণে প্রস্তুত আছে। সে আরও বলল, সে এই মুহূর্তে দূত পাঠাবে একিলিসের শিবিরে। বহু উপঢৌকনসহ শান্তির প্রস্তাব পাঠাবে তার কাছে। একিলিসকে সে উপহারস্বরূপ দেবে দশটি স্বর্ণমুদ্রা, কুড়িটি সোনার ফুলদানি, সাতটি পানপাত্র আর বারোটি অতুলনীয় দ্রুতগামী অশ্ব। তাছাড়া একিলিসের প্রিয়তমা বন্দিনী ব্রিসেইসকে তার হাতে ফিরিয়ে দেবে। ব্রিসেইসের সঙ্গে যাবে সাতটি সুন্দরী বন্দিনী। তার উপর ট্রয় থেকে যে সুন্দরী নারীরা বন্দিনী হয়েছে তাদের থেকে কুড়ি জনকে সে বেছে নিতে পারবে। এরপর যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে তার কন্যাদের এক-জনকে বিয়ে করতে পারবে এবং সে বিয়ের যৌতুকস্বরূপ সাতটি নগর সে দান করবে একিলিসকে। এত কিছু দান ও উপহারের বিনিময়ে একিলিসকে শুধু তার শিবির থেকে বেরিয়ে এসে যুদ্ধ করতে হবে হেক্টরের বিরুদ্ধে।

উপস্থিত সকলের হয়ে নেস্টার সম্মতি জানাল রাজা এ্যাগামেমনের প্রস্তাবে। ঠিক হলো এ্যাগামেমনের প্রস্তাবিত উপঢৌকনগুলি তিনজন বীর একিলিসের কাছে বহন করে নিয়ে যাবে গ্রীক শিবির থেকে।

তারা হলো বীর ওডেসিয়াস, এ্যাজাক্স আর ফোনিক্স। একিলিসের যৌবনকালে ফোনিক্স ছিল তার গৃহশিক্ষক। দুজন প্রহরী গেল তাদের সঙ্গে। কিছুটা বেলাভূমির উপর দিয়ে গিয়ে গ্রীকশিবিরের শেষপ্রান্তে গিয়ে হাজির হলো তারা। তারা একিলিসের নিজস্ব শিবিরে গিয়ে দেখল তার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বীণা বাজিয়ে শোনাচ্ছে একিলিস। দৈনন্দিন ট্রয়যুদ্ধের কোন ঢেউএর আঘাত একটুও বিচলিত করে তুলতে পারেনি তার শান্তনির্জন জীবনযাত্রাকে।

গ্রীকবীরেরা একিলিসের সঙ্গে দেখা করার সঙ্গে সঙ্গে বীণা ফেলে উঠে দাঁড়াল একিলিস। সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করল অতিথিদের জন্য। বলল আগে তারা খাদ্য পানীয় গ্রহণ না করলে সে কোন কথা শুনবে না তাদের।

ভোজনপর্ব শেষ হয়ে গেলে ওডেসিয়াস একিলিসের স্বাস্থ্য পান করে তাদের আসার কারণ বলল। বলল তার নিজের ব্যবহারে নিজেই অনুতপ্ত হয়েছে রাজা এ্যাগামেমনন। তার অনুতাপের নিদর্শনস্বরূপ এই সব উপঢৌকন পাঠিয়েছে বীর একিলিসের কাছে।

ওডেসিয়াসের সব কথা মন দিয়ে শুনল একিলিস। কিন্তু রাজা এ্যাগামেমনের প্রতি পুরনো রাগটা কিছুমাত্র প্রশমিত হলো না তার। ওডেসিয়াসের কথার উত্তরে সে তার উপর এ্যাগামেমনন যে অন্যায় ও অবিচার করেছে তার পুনরুক্তি করল। তারপর বলল, কামিনী কাঞ্চন লাভই যদি তার এখানে আসার উদ্দেশ্য হত তাহলে তা নিজের চেষ্টাতেই লাভ করতে পারত সে। সুতরাং এ সবে কোন প্রয়োজন নেই তার।

ওডেসিয়াস বলল, হেক্টর আস্ফালন করে বলছে গ্রীক শিবিরে তার সমকক্ষ কোন বীর নেই। একিলিস বলল, কেন, তোমাদের শিবিরের ধারে প্রাচীর তুলে হেক্টরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করো নিজেদের। এই বলে এ্যাগামেমনের পাঠানো সব উপহার ও উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করল একিলিস। বলল, এসবে আমার কোন প্রয়োজন নেই। এমন কি ফোনিক্সের অনুরোধেও কান দিল না। তবে একিলিসের প্রত্যাখ্যানের মধ্যে কোন রূঢ়তা ছিল না। সৌজন্যের বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না তার আচরণে। সে শান্ত ও মিষ্টি কথায় সকলের সব অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করল। তাদের যাবার আগে একপাত্র করে মদ পান করাল।

অবশেষে ব্যর্থ হয়ে ভগ্ন হৃদয়ে ফিরে গেল গ্রীকবীরেরা। গিয়ে প্রথমে রাজা এ্যাগামেমননকে বলল একিলিস তার উপরে এখনো দারুণ রেগে আছে।

একিলিসের কাছে তাদের দৌত্যকার্য নিষ্ফল হয়েছে শুনে ভীত হয়ে উঠল গ্রীকরা। একমাত্র ডাওমীড একটুও ভয় পেল না। বরং সে হেক্টরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল। প্রভূত উৎসাহ দেখাতে লাগল এ যুদ্ধের জন্য।

যাই হোক, সে রাত্রিতে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারল না রাজা এ্যাগামেনন। অশান্ত চিত্তে বিভিন্ন নেতার সঙ্গে পরামর্শ করে বেড়াতে লাগল। একিলিস এ যুদ্ধে যোগদান না করায় দিনে দিনে ভয় তার বেড়ে যাচ্ছিল। সে বেশ বুঝতে পারল এ যুদ্ধে সহজে জয়লাভ করা যাবে না। বুঝল এ যুদ্ধ সাধারণ যুদ্ধ নয়।

এদিকে ওডেসিয়াস ও ডাওমীড দুজনে মিলে রাতের অন্ধকারে গোপনে শত্রু শিবিরে গিয়ে ডোলোন নামে এক ট্রয়সেনাকে বেকায়দায় ফেলে শত্রুপক্ষের সামরিক অবস্থার কথা সব জেনে নিল। তারপর তাকে হত্যা করে কতকগুলো সাদা ঘোড়া লুকিয়ে নিয়ে পালিয়ে এল।

পরদিন সকালে রাজা এ্যাগামেনন মরীয়া হয়ে গ্রীকসেনাদের উত্তেজিত করতে লাগল। যুদ্ধ শুরু হতে দেখা গেল প্রথম দিকে গ্রীকরা জয়লাভ করতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই যুদ্ধের গতি ঘুরে গেল। শত্রুপক্ষের এক বর্শার আঘাতে আহত হয়ে শিবিরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হলো এ্যাগামেনন। তার সঙ্গে ডাওমীডও আহত হলো। হেক্টরের আক্রমণের প্রবল ঢেউটাকে গ্রীকদের মধ্যে কেউ প্রতিহত করতে পারল না।

তার উপর প্যারিসও সেদিন তার সব আলস্য ও অকর্মণ্যতাকে ঝেড়ে ফেলে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগল। সেদিন ট্রয়সেনাদের আক্রমণাত্মক প্রবলতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারল না গ্রীকরা। তারা শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। তখন তাদের শিবিরের চারিদিকে নির্মিত প্রাচীরে ক্রমাগত আঘাত হেনে হেনে তার কয়েকটা জায়গা ভেঙ্গে দিল ট্রয়সেনারা। তখন সমুদ্রদেবতা পসেডন এসে দয়া করে তা মেরামৎ করে দিলেন। ট্রয়ের প্রতি পুরনো বিদ্বেষের কথা তখনো পর্যন্ত ভুলতে পারেননি পসেডন। তিনি ক্যালচাসের ছদ্মরূপ ধারণ করে গ্রীকদের শিবিরে গিয়ে উত্তেজিত করতে লাগলেন তাদের। তিনি গ্রীকসেনাদের বড় ও ছোট এই দুই এ্যাজাক্স ভ্রাতার অধীনে সমবেত হয়ে যুদ্ধ করতে বললেন।

একমাত্র শুধু পসেডন নন, ট্রয়ের বিরুদ্ধে আরো অনেক দেব দেবী এগিয়ে এলেন। হেরা যখন দেখলেন, তাঁর স্বামী জিয়াস ট্রয়বাসীদের জয়ী করার জন্য আবার কিছু করতে পারেন তখন তিনি এ্যাফ্রোদিতের কোটিবন্ধনীটি একবার চেয়ে নিয়ে এসে তা পরে মোহিনী মূর্তিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসলেন যাতে তাঁর কোলে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লেন জিয়াস। অল্পক্ষণ পরে সহসা যখন জেগে উঠলেন জিয়াস তখন দেখলেন ট্রয়সেনারা

পিছু হটে পালাচ্ছে আর পসেডনের তৎপরতায় গ্রীকরা জয়লাভের পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। গ্রীকবীর এ্যাজাক্সের দ্বারা নিক্ষিপ্ত এক পাথরখণ্ডের আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে পড়েছে হেক্টর।

যুদ্ধের জয়পরাজয়ের পাল্লা আবার ঘুরিয়ে দেবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন দেবরাজ জিয়াস। প্রথমে তিনি তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করার জন্য তাঁর স্ত্রীকে তিরস্কার করলেন। তারপর তিনি আইরিসকে পসেডনের কাছে পাঠালেন। বললেন, পসেডন যেন তার সমুদ্রগর্ভস্থ বাসভবনে চলে যায়। তারপর এ্যাপোলোকে পাঠালেন হেক্টরকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার জন্য। ট্রয়সেনাদের উৎসাহিত করে তোলার ভারও এ্যাপোলোর উপর দিলেন জিয়াস।

সূর্যদেবতা এ্যাপোলোকে সহায় এবং নেতা হিসাবে পেয়ে দ্বিগুণীকৃত উদ্যমে ও উদ্দীপনায় যুদ্ধ করে যেতে লাগল ট্রয়সেনারা। গ্রীকরা আবার পিছু হটতে লাগল। পিছু হটতে হটতে গ্রীকসেনারা তাদের প্রাচীরবেষ্টিত শিবির ছেড়ে তাদের রণতরীগুলিতে গিয়ে আশ্রয় নিল। এ্যাজাক্স ও তার ভাই টিউসার কোনক্রমেই ঠেকিয়ে রাখতে পারল না ট্রয়সেনাদের। অত্যুৎসাহী ট্রয়সেনারা তখন গ্রীকদের জাহাজে আগুন ধরাবার চেষ্টা করতে লাগল।

একিলিস যখন নিজের চোখে দেখল ট্রয়সেনারা আগুন ধরাচ্ছে গ্রীকদের জাহাজে, তার ফলে তারা আর দেশে ফিরতে পারবে না, তখন সে শুধু প্যাট্রোক্লাসকে পাঠাল যুদ্ধের প্রকৃত খবর কি তা জানার জন্য। কিন্তু নিজে যুদ্ধে যোগ দেবার কথা একবার ভাবলও না। কিন্তু যুদ্ধের খবর আনতে গিয়ে দুঃখে অভিভূত হয়ে গেল প্যাট্রোক্লাস। সে তার বন্ধু একিলিসের কাছে এসে অশ্রুপূর্ণ চোখে প্রার্থনা করতে লাগল, তুমি না যাও, অন্ততঃ আমাকে পাঠাও এ যুদ্ধে। গ্রীকদের এই অপমানে আর আমি স্থির থাকতে পারছি না।

একিলিস প্যাট্রোক্লাসকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিলেন রণসাজে। নিজের রথে তাকে চাপিয়ে সারথি অটোমীডনকে পাঠালেন রথ চালানোর জন্য। দুটো শর্ত তিনি আরোপ করলেন প্যাট্রোক্লাসের উপর। প্রথম কথা, প্যাট্রোক্লাস যেন বেশীদূর না যায়, সে শুধু যেন ট্রয়সেনাদের তাড়া করে গ্রীকশিবিরের বাইরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। এর বেশী সে যেন কিছু না করে। আর একটা শর্ত, প্যাট্রোক্লাস যেন যুদ্ধে হেক্টরের সম্মুখীন হতে না যায়, কারণ হেক্টর একমাত্র তারই হাতে বধ হবে।

প্যাট্রোক্লাস একিলিসের বর্ম পরে যুদ্ধে নামতেই তাকেই একিলিস ভেবে ভয় পেয়ে গেল গ্রীকসেনারা। তারা সন্ত্রাসে কাঁপতে লাগল। যুদ্ধের গতি আবার ফিরে গেল সহসা। গ্রীকশিবিরের সীমানা থেকে তাড়াহুড়ো করে পালাতে গিয়ে ট্রয়সেনাদের অনেক রথ ভেঙে গেল।

ট্রয়সেনাদের তাড়া করে নিয়ে গিয়ে ট্রয়দুর্গের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল প্যাট্রোক্লাস। কিন্তু আপন বীরত্বের মদে মত্ত হয়ে একিলিসের কথা সব ভুলে গেল সে। সে ট্রয়ের দুর্গপ্রাচীর ভাঙ্গার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। তখন এ্যাপোলো তাকে এই বলে সাবধান করে দিলেন যে এ প্রাচীর সে ত দূরের কথা, স্বয়ং একিলিসও ভাঙতে পারবে না।

দুর্গপ্রাচীর ছেড়ে দিয়ে প্যাট্রোক্লাস তখন হেক্টরের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলো।

প্যাট্রোক্লাস যুদ্ধে নামতেই এ্যাপোলো নিজেই মেঘের আড়াল থেকে এমন একটা পাথর দিয়ে আঘাত করলো তাকে যে সে ধূলোয় লুটিয়ে পড়ল। হেক্টর তখন অনায়াসে তার উদ্ধত বর্শা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্যাট্রোক্লাসের উপর। সে শাণিত তীক্ষ্ণ বর্শাফলকটি আমূল বসিয়ে দিল তার বুকে। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় প্যাট্রোক্লাস হেক্টরকে বলে গেল, তোমার আত্মাও শীঘ্রই আমার কাছে যাবে। একিলিসের হাতে অচিরেই মৃত্যু হবে তোমার।

এবার প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহটা নিয়ে টানাটানি করতে লাগল দুপক্ষে। একদিকে হেক্টরের নেতৃত্বে একদল ট্রয়সেনা আর অন্যদিকে এ্যাজাক্সের নেতৃত্বে একদল গ্রীকসেনা জোর করে প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহটাকে আপন আপন শিবিরে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। স্বর্গলোক হতে তা দেখে জিয়াস অবশেষে এমন এক ঘনঘোর অন্ধকারজাল বিস্তার করলেন যাতে কেউ কিছু দেখতে পেল না। তখন উভয়পক্ষই নিরস্ত হলো। কিছুক্ষণ পর আবার আলো ফুটে উঠলে এ্যাজাক্স মৃতদেহটাকে নিয়ে গেল গ্রীক শিবিরে।

প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যুর খবরটা অবশেষে একিলিসের কানে গিয়ে পৌছল। সে খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে এত জোরে তিনবার ধ্বনি দিল একিলিস যা শুনে ট্রয়সেনারা ভয়ে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাতে লাগল।

পাইন কাঠ দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি তার নির্জন শিবিরে একিলিস তার অন্তরঙ্গ বন্ধু প্যাট্রোক্লাসের প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করছিল অধীর আগ্রহে। এমন সময় প্যাট্রোক্লাসের পরিবর্তে নেস্টারপুত্র এ্যান্টিলোকাস এসে তাকে দিল ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদটা। বলল, প্যাট্রোক্লাস নিহত হয়েছে হেক্টরের হাতে আর হেক্টর তার গা থেকে তার বর্মটা খুলে নিয়ে গেছে।

জলদেবী থেটিস তা জানতে পেরে ছুটে এলেন পুত্রকে সান্ত্বনা দেবার জন্য। বললেন, স্বর্গ থেকে তিনি একটা দুর্ভেদ্য বর্ম এনে দেবেন যা পরে সে যুদ্ধ করবে হেক্টরের সঙ্গে। এমন সময় হেরাও স্বর্গ থেকে আইরিসকে পাঠিয়ে দিলেন একিলিসকে উত্তেজিত করার জন্য। কিন্তু প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহটি একিলিসের শিবিরে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শোকে মুহ্যমান হয়ে উঠল একিলিস। তার উপর রাত্রির অন্ধকার ঘন হয়ে উঠল চারদিকে। সারা রাত্রি ধরে

শাবকহারা সিংহীর মত শোক করতে লাগল একিলিস। তার ক্রোধতপ্ত অবিরল অশ্রুবর্ষণে সিক্ত হয়ে উঠল প্যাট্রোক্লাসের মৃতদেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

এদিকে সকাল হতে না হতেই থেটিস স্বর্গ থেকে তার কথামত অগ্নিদেবতা হিফাস্টাসের কাছ থেকে এমন একটি উজ্জ্বল বর্ম নিয়ে এসে তাঁর পুত্রকে দিলেন যা দেখে এক নতুন গর্ব ও সমরোদ্দীপনায় ফুলে উঠল একিলিসের বুক। সে তখন সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল রাজা এ্যাগামেমনের কাছে। বলল, তৈরি হও তোমরা। সব কিছু ভুলে সব মান অভিমান ঝেড়ে ফেলে যুদ্ধ করব আমি। আমার বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব আমি।

রাজা এ্যাগামেমনও অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা চাইল একিলিসের কাছে। ব্রিসেইসকে সে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিল একিলিসের শিবিরে। তার প্রতিশ্রুত উপঢৌকনগুলিও সব দিতে চাইল একিলিসকে। কিন্তু তার উত্তরে একিলিস বলল, এখন আমি কোন কিছুই চাই না। চাই শুধু যুদ্ধ আর হেক্টরের রক্ত।

ওডেসিয়াস সঙ্গে সঙ্গে এক ভোজসভার আয়োজন করল গ্রীকবীরদের পুনর্মিলন উপলক্ষে। ঝড়ের বেগে তার শিবিরে ফিরে গিয়ে তার বর্ম পরে আর অস্ত্রগুলি নিয়ে তার রথে রাখল একিলিস। তার রথের প্রিয় ঘোড়াগুলিকে সম্বোধন করে বলল, প্যাট্রোক্লাসের মত আমাকেও যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ফেলে এসো না তোমরা।

একথায় ঘোড়াদুটি ক্ষণিকের জন্য থেমে মানুষের মত কণ্ঠে উত্তর করল, আজ আমরা তোমাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনলেও তোমার মৃত্যুর আর বেশীদিন বাকি নেই।

একিলিস তখন বলল, তা হোক। জানি আমি মরব, তবু ট্রয়কে ধ্বংস করতেই হবে।

একিলিসের নেতৃত্বে তখন এক বিশাল গ্রীকবাহিনী সমবেত হলো রণপ্রান্তরে স্কামান্দার ও সাইময় নদীর ধারে। দুপক্ষে শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ।

তা দেখে স্বর্গের দেবতাদের মধ্যে বসল এক পরামর্শসভা। দেবরাজ জিয়াস বললেন, নিয়তির বিরুদ্ধে আমি যেতে পারব না। যে পক্ষের ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবেই। দেবতারা তখন দুভাগে ভাগ হয়ে দুপক্ষের হয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। হেরা, প্যালাস এথেন, পসেডন, হার্মিস আর হিফাস্টাস গ্রীকপক্ষে আর এ্যারেস, এ্যাপোলো, আর্তেমিস আর এ্যাফ্রোদিতে ট্রয়পক্ষের হয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন।

এদিকে একিলিস মাত্র বারো জন বন্দী ছাড়া আর কাউকে ক্ষমা করল না। যুদ্ধকালে তার পথের দুধারে যে কোন ট্রয়সেনাকে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই হত্যা করতে লাগল সে নির্বিচারে। শুধু বারো জন শত্রুপক্ষের বন্দীকে প্যাট্রোক্লাসের চিতানলে আহুতি দেবার জন্য রেখে দিল।

একিলিসের অব্যর্থ অস্ত্রাঘাতে এত ট্রয়সেনা নিহত হতে লাগল যে স্তূপাকৃত শবে ভরে যেতে লাগল স্কামান্দার নদীর বুক। নদীদেবতা তখন একিলিসের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ফুলে উঠে এমন জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করল যে তাতে রণপ্রান্তর ভেসে যাবার উপক্রম হলো। তখন অগ্নিদেবতা হিফাস্টাস অগ্নিবর্ষণের দ্বারা সেই জলোচ্ছ্বাসকে বন্ধ করে দিলেন। প্যালাস এথেন নিজে এমন একটি পাথর ছুঁড়ে এ্যারেসকে মারলেন যে তাতে এ্যারেস হাত পা ছড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে। এ্যাফ্রোদিতে তার সাহায্যে এগিয়ে এলে তার উপরেও একটা পাথর ছুঁড়ে তাঁকে ফেলে দিলে।

ভীত সন্ত্রস্ত ট্রয়সেনারা যখন ট্রয়নগরীর মধ্যে ছুটে ঢুকতে লাগল, এ্যাপোলো তখন নিজে দাঁড়িয়ে রইলেন নগরদ্বারের সামনে। শত্রুপক্ষের কেউ যাতে তার মধ্যে ঢুকতে না পারে এজন্য পাহারা দিতে লাগলেন তিনি। হেক্টর তখন একা একিলিসের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধের জন্য। দুর্গপ্রাকারের উপর থেকে তার পিতামাতা হাত বাড়িয়ে এ যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য চেষ্টা করছিল। একিলিসকে তার দিকে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে আসতে দেখে হেক্টরেরও ভয় হচ্ছিল। বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা তাকে সরে যাবার জন্য চাপ দিচ্ছিল ভিতর থেকে। অন্য দিকে লজ্জা আর অপমানের ভয় অনুপ্রাণিত করছিল তাকে যুদ্ধে।

কিন্তু একিলিস তার কাছে এসে পড়লে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না হেক্টর। যে ভয় সে কখনো কোন যুদ্ধে কোন মানুষ বা দেবতাকে দেখে করেনি সেই ভয়ের আশ্চর্য শিহরণে সমস্ত অঙ্গ অবশ হয়ে আসতে লাগল তার। সে প্রাণভয়ে ছুটে পালাতে লাগল। কিন্তু কোথায় পালাবে? নগরদ্বার তখন রুদ্ধ। একিলিসের রথ তার উপর শ্যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ করে অনুসরণ করছে নির্মমভাবে। শিকারী বাজপাখির সামনে পলায়নরত শ্বাসরুদ্ধ কপোতের মত হেক্টর ছুটতে লাগল। তার অসহায় পিতামাতার সকরুণ দৃষ্টির সামনে নগরপ্রাচীরটাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করল হেক্টর তবু কোথাও আশ্রয় পেল না। পরিত্রাণের কোন উপায় পেল না একিলিসের অবার্থ আঘাত থেকে। এ্যাপোলো হেক্টরকে দান করলেন অক্লান্ত গতি। কিন্তু এর বেশী তাকে কেউ কিছু দিতে পারল না।

অলিম্পাসে তখন জিয়াস একটি সোনার দাঁড়িপাল্লায় হেক্টরের ভাগ্য নির্ণয় করতে লাগলেন। কিন্তু দেখা গেল হেক্টরের ভাগ্য নরকের দিকে ঝুঁকে পড়ল। সুতরাং হেক্টরকে মরতেই হবে।

হেক্টর যখন সকরুণ দৃষ্টিতে শেষবারের মত নগরদ্বারের পানে একবার তাকিয়ে দেখল দ্বার রুদ্ধ এবং একিলিস সে দ্বারপথে এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে, তখন সে মরীয়া হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো।

প্রথমে একিলিস আর হেক্টর দুজনেই তীর ছুঁড়তে লাগল পরস্পরকে লক্ষ্য

করে। কিন্তু দুজনের তীরই লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় দুজনে দুজনের কাছে এসে যুদ্ধ করতে লাগল। হেক্টরের গায়ে প্যাট্রোক্লাসের বর্মটা দেখে আরও রেগে গেল একিলিস। আগুনের মত জ্বলে উঠল সে। সে দেখল হেক্টরের একমাত্র কাঁধ আর গলাটা অনাবৃত আছে। আর সবই বর্ম দিয়ে ঢাকা। সেই অনাবৃত গলদেশে তার মুক্ত তরবারিটা আমূল বসিয়ে দিল একিলিস। হাঁপাতে হাঁপাতে রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল হেক্টর। শুধু একটা কথা কোন রকমে একিলিসকে বলল, আমার মৃতদেহটা দয়া করে সৎকারের ব্যবস্থা করো।

একিলিস তার উত্তরে বলল, হ্যাঁ, তোমার মৃতদেহের উপযুক্ত সৎকারই করব। কুকুর আর শকুনিদের দিয়ে তা খাওয়াব।

হেক্টর তখন ক্ষীণ কণ্ঠে শেষবারের মত বলে গেল, তোমারও মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে।

একিলিস এবার হেক্টরের গা থেকে বর্মটা খুলে নিল। তারপর তার মৃতদেহের পা দুটো বেঁধে তার রথের পিছনের দিকটাতে বেঁধে দিল। গ্রীকসেনারা উল্লাসে ধ্বনি দিতে লাগল। ট্রয়নগরীর পতন এবার অনিবার্য ভেবে রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুর থেকে ক্রন্দনধ্বনি উঠতে লাগল।

বৃদ্ধ রাজা প্রিয়াম ও রাণী যখন দুর্গপ্রাকার থেকে দেখলেন তাঁদের প্রিয়তম পুত্র হেক্টরের বিকৃত মৃতদেহটি চলমান রথের সঙ্গে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে চলেছে তার পিছু পিছু তখন তাঁরা শোকে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন। হেক্টরপত্নী এ্যাণ্ড্রোমেকও প্রাসাদশীর্ষ থেকে এ দৃশ্য দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

প্যাট্রোক্লাসের চিতার পাশে হেক্টরের মৃতদেহটাকে ফেলে দিল একিলিস। প্রচুর কাঠ সংগ্রহ করে উপযুক্ত সম্মানের সঙ্গে প্যাট্রোক্লাসের শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করল রাজা এ্যাগামেনন। শবদাহের জন্য যে বিরাট চিতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলো তাতে শবের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি মেষ ও বলদ, চারটি বড় ঘোড়া, দুটি গৃহপালিত কুকুর এবং সব শেষে বারো জন বন্দীকে দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হলো সেই চিতাগ্নিতে।

সারা রাত ধরে জ্বলতে লাগল সে চিতার আগুন। একিলিসের প্রার্থনায় দেবতারা অনুকূল বাতাস দান করে সে আগুনকে বাঁচিয়ে রাখলেন সারারাত। মাঝে মাঝে তাতে মদ আর তেল ঢালা হতে লাগল আহুতিস্বরূপ। সকাল হলে মদ ঢেলে চিতার আগুন নিভিয়ে প্যাট্রোক্লাসের দেহভস্ম একটি পাত্রে রেখে দিল একিলিস। প্যাট্রোক্লাসের সেই ভস্মপাত্রটি এক জায়গায় রেখে তার উপর একটি সমাধিস্তম্ভ গড়ে তুলতে চাইল।

এর পর প্যাট্রোক্লাসের মৃত্যু উপলক্ষ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রীড়া শুরু হলে তাতে একিলিস ও এ্যাগামেনন দুজনেই মৃতের সম্মানার্থে মোটা টাকার বাজী

ধরল। এতে এই দুই জন বীরের বন্ধুত্ব আরো গাঢ় হয়ে উঠল। ফলে এরপর যে যুদ্ধ শুরু হলো তাতে একিলিস নেতৃত্ব করতে লাগল গ্রীকবাহিনীর।

এদিকে ট্রয়নগরীতে শোকের বন্যা বয়ে যেতে লাগল অব্যাহত গতিতে। প্রতিদিন একিলিস যখন হেক্টরের মৃতদেহটাকে প্যাট্রোক্লাসের ভস্মস্তূপের চারপাশে তিনবার করে টেনে নিয়ে বেড়াত ট্রয়ের দুর্গপ্রাকার থেকে হেক্টরের আত্মীয় স্বজনেরা তা দেখে নতুন করে অভিভূত হয়ে উঠল প্রবলতর এক শোকাবেগে। তবে দেবতাদের কৃপায় হেক্টরের মৃতদেহটিতে কোন পচন ধরেনি। বিশেষভাবে বিকৃত হয়নি সে দেহ।

এইভাবে বারো দিন কেটে গেল। বারো দিন পরেও যখন হেক্টরের মৃতদেহটিকে ছেড়ে দিল না একিলিস তখন জিয়াসের করুণা হলো। তিনি তখন জলদেবী থেটিসকে পাঠিয়ে দিলেন তার পুত্রকে শান্ত করার জন্য। এদিকে রাজা প্রিয়াম একটি বড় গাড়িতে করে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে গেলেন একিলিসের কাছে। সেই সব দিয়ে তাঁর পুত্রের মৃতদেহটি আনতে চান প্রিয়াম।

বৃদ্ধ প্রিয়াম একিলিসের কাছে সোজা গিয়ে তার পায়ের উপর নতজানু হয়ে পড়ে গেলেন। কাতরভাবে কাঁদতে কাঁদতে পুত্রের মৃতদেহটি ভিক্ষা চাইলেন। গ্রীকশিবিরে অনেকেই ভেবেছিল রাজা প্রিয়ামকে দেখে একিলিসের রাগ বেড়ে যাবে। কিন্তু তা হলো না। পক্ককেশ প্রিয়ামকে দেখে ও তাঁর সকাতর প্রার্থনা শুনে করুণা জাগল একিলিসের অন্তরে। সে তৎক্ষণাৎ প্রিয়ামকে ধরে তুলে তার ঘরের মধ্যে একটা ভাল বিছানায় বসাল। তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করল। সঙ্গে সঙ্গে হেক্টরের মৃতদেহটিকে ভালভাবে ধুয়ে তৈল মাখাবার আদেশ দিল তার ভৃত্যদের। কিন্তু তখন রাত্রিকাল বলে প্রিয়ামকে বলল, আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করুন আমার এই বিছানায়। কাল প্রত্যুষেই আপনি আপনার পুত্রের মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে সসম্মানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করবেন। যাতে নির্বিঘ্নে একাজ সমাধা হয় তার জন্য বার দিন যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।

একথা শুনে শান্ত হলো রাজা প্রিয়ামের মন। হেক্টরের মৃত্যুর পর থেকে বারো দিন পর এই প্রথম নিশ্চিন্তে হালকা মনে নিদ্রা গেলেন প্রিয়াম। সকাল হতেই তিনি মৃতদেহ নিয়ে চলে গেলেন।

এদিকে হেক্টরের মৃত্যুর পর ট্রয়বাহিনীর কে নেতৃত্ব করবে এ নিয়ে প্রায়ই সংকট ও সমস্যা দেখা দিতে লাগল। আমাজনদের নারীবাহিনী ট্রয়ের পক্ষেই যোগদান করেছিল। আমাজনদের দুর্ধর্ষ নারীবাহিনী তাদের রাণী পেনথেসাইলের অধীনে যুদ্ধ করতে লাগল গ্রীকদের বিরুদ্ধে। গ্রীকরা প্রথমে দাঁড়াতে পারছিল না তাদের বীরত্ব ও বিক্রমের সামনে। কিন্তু

একিলিসের একটি বর্শার আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হলো রাণী পেনথে-সাইলিয়া। মৃত রাণীর মুখ দেখে এক মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে উঠল একিলিস তখন আমাজনদের পরবর্তী রাণী থার্সাইটস্ একিলিসকে ঠাট্টা করে কি বলতেই একিলিসের একটি অস্ত্রাঘাতেই প্রাণবিয়োগ ঘটল তার।

এরপর ট্রয়বাহিনীর সেনাপতিত্ব করতে এল রাজা প্রিয়ামের ভ্রাতুষ্পুত্র মেমন। কিন্তু একিলিসের বীরত্বের সামনে সেও টিকতে পারল না। প্রাণপণ যুদ্ধের পর মেমনও মৃত্যুমুখে পতিত হলো। মেমন ছিল টিথোবাসের ঔরসজাত ঊষাদেবী অরোরার সন্তান। তাকে জিয়াস অমরত্বের বর দান করেন বলে মেমনের মৃত্যুর পর তার এক বিরাট প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে স্থাপন করা হয়।

ক্রমে একিলিসের মৃত্যুর দিন এগিয়ে আসতে লাগল। ট্রয়যুদ্ধের পুরো ন বছর কেটে গেল। অপরাজেয় অপ্রতিরোধ্য একিলিসের তৎপরতায় ট্রয়ের পতন অনিবার্য হয়ে উঠল। ট্রয়বাসীর বুঝতে পারল একিলিস যুদ্ধে কোন প্রকারে নিহত না হলে তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হবে না। ট্রয়পক্ষে যুদ্ধেরত দেবতারাও সেই কথাই ভাবতে লাগলেন।

অবশেষে একদিন এ্যাপোলো সেই গোপন কথাটা বলে দিলেন প্যারিসকে। বললেন একিলিসের দেহ দুর্ভেদ্য। তার দেহের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কোন অস্ত্র দ্বারা ভেদ বা ছেদন করতে পারবে না। কারণ তার মা জলদেবী থেটিস তার শৈশবে তাকে স্টাইক্স নদীতে স্নান করিয়ে তাকে অমর করে তোলে। কেবলমাত্র তার একটা পায়ের গোড়ালি ডোবেনি বলে সেই জায়গাটা তার সারা দেহের মধ্যে দুর্বল অংশ।

সেই দুর্বল অংশটিকে লক্ষ্য করে প্যারিস একটা তীর ছুঁড়তেই একিলিস মাটিতে পড়ে গেল। যে বীরের আঘাতে অসংখ্য শত্রুসৈন্যের পতন হয় সেই বীর ধরাশায়ী হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। কিন্তু একিলিসের মতদেহটির পতন ঘটলেও তার অমর আত্মা স্বর্গে চলে গেল। তার পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার মা জলদেবী থেটিস এসে তার আত্মাটিকে সযত্নে স্বর্গে নিয়ে গেলেন।

একিলিসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গ্রীকশিবিরে নেমে এল ঘন বিষাদ আর নিবিড় নৈরাশ্যের ছায়া। এ মৃত্যুতে যে ক্ষতি হলো গ্রীকদের সে ক্ষতি পূরণ হবার নয়। তার উপর আর এক বিপদ দেখা দিল। একিলিসের বর্ম আর ঢাল শ্রেষ্ঠ গ্রীকবীরের প্রাপ্য। এই গ্রীকবীর কে, এই নিয়ে দ্বন্দ্ব ও বিবাদ দেখা দিল গ্রীকবীরদের মধ্যে। তখন গ্রীকবীরেরা পরামর্শ করে ওডেসিয়াসকেই সেই বীর হিসাবে নির্বাচিত করল। ঠিক হলো একিলিসের বর্ম ও ঢালের সঙ্গে তার অধিকৃত বন্দীদেরও পাবে ওডেসিয়াস।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানাল এ্যাজাক্স। অপমানিত বোধ করল সে। তাকে কেউ শান্ত করতে পারল না। সে হঠাৎ আত্মহত্যা

করে বলল আবেগের বশবর্তী হয়ে। কিন্তু বীর বিচক্ষণ ওডেসিয়াসও সে সব দান গ্রহণ করল না। সে একিলিসের পুত্র যুবক পাইরাসকে দিয়ে দিল। একিলিসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার পুত্র পাইরাসকে স্কাইরস থেকে আনানো হয়েছিল। স্কাইরসে দিদামিয়ার গর্ভে এই পুত্রের জন্ম হয় এবং জন্মাবধি সে তার মার কাছেই থাকত।

একিলিসপুত্র পাইরাসের নেতৃত্বে গ্রীকবাহিনী আবার নতুন উদ্যমে যুদ্ধ করতে লাগল। ট্রয়সেনাদের দুর্গ মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নগরদ্বারের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রইল গ্রীকবীরেরা। তবু ট্রয়ের পতন ঘটল না। পাইরাস পিতার যোগ্য পুত্র হিসাবে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে প্রচুর কৃতিত্ব দেখাল। এজন্য গ্রীকবীরেরা তাই তার নাম দিল নিওটলেমাস বা নবযোদ্ধা।

কোন মতেই ট্রয়ের পতন ঘটছে না দেখে অবশেষে গ্রীকবীরেরা রাজজ্যোতিষী ক্যালচাসকে ডেকে পাঠাল। ক্যালচাস এসে হলপ করে বলল হার্কিউলেস এসে তীর নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত ট্রয়ের পতন ঘটবে না। হার্কিউলেস জীবিত না থাকলেও তার তীরগুলি তার প্রিয় বন্ধু ফিলোকটেটিসের কাছে গচ্ছিত আছে।

ফিলোকটেটিসও গ্রীকবাহিনীর সঙ্গে ট্রয়ের পথে একই সঙ্গে রওনা হয় আউলিস থেকে। কিন্তু জাহাজে যেতে যেতে একবার একটি দ্বীপে নামতেই একটি বিষধর সাপ তাকে কামড়ায়। তার ফলে সেই হাতটা ক্রমশই বেড়ে যেতে থাকে। তখন তাকে তার সঙ্গীরা লেমস দ্বীপে তাকে রেখে ট্রয়ে চলে আসে। তারপর দশ বছর কেটে যায়। গ্রীকবীরেরা ভাবল ফিলোকটেটিস হয়ত মারা গেছে এতদিনে। তবু ওডেসিয়াস বলল একবার দেখা যাক চেষ্টা করে।

তখন ওডেসিয়াস আর একিলিসপুত্র পাইরাস সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগামী জাহাজে করে লেমস দ্বীপে গিয়ে দেখল ফিলোকটেটিস তখনো বেঁচে আছে। তবে তখনো সুস্থ হয়ে ওঠেনি ; ক্রমাগত রোগে ভুগে ভুগে কৃশকায় হয়ে গেছে। যাই হোক, তাকে নিয়ে ওডেসিয়াস এক বিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গিয়ে আরোগ্য করল। তার পর ট্রয়ে নিয়ে এল।

হায়েড্রার কালো রক্তমাখা বিষাক্ত তীর দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল ফিলোকটেটিস। হার্কিউলেস মৃত্যুকালে এই তীরগুলি দিয়ে যায় তাকে। এই তীর একটি যুদ্ধরত প্যারিসের বুকে লাগলে মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করতে হলো তাকে। প্যারিসের মৃত্যু ঘটলেও ট্রয়ের পতন হলো না। ট্রয়পক্ষে বড় নাম করা কোন বীর না থাকলেও দুর্ভেদ্য ট্রয়দুর্গে প্রবেশ করতে পারল না গ্রীকবাহিনী। তারা শুধু দুর্গদ্বারে আর প্রাকারের উপর বারবার আঘাত করতে লাগল।

অবশেষে আবার ক্যালচাসকে ডাকা হলো। সে গণনা করে বলল

ট্রয়নগরীর মধ্যে প্যালাস এথেনের এক মূর্তি একবার স্বর্গ থেকে পড়ে। এই মূর্তি নগরমধ্যে এক মন্দিরে সুরক্ষিত অবস্থায় আছে। এই মূর্তি যতদিন নগরমধ্যে থাকবে ততদিন ট্রয়ের পতন ঘটবে না। কোন শক্তি জয় করতে পারবে না এ নগরীকে।

একথা শুনে ওডেসিয়াস ও ডাওমীড ভিখারীর ছদ্মবেশে ট্রয়নগরীর মধ্যে ঢুকে পড়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল প্যালাসের মন্দিরের সন্ধানে। তাদের দেখে কোন ট্রয়বাসী মোটেই চিনতে পারল না। কিন্তু প্রাসাদের গবাক্ষ পথ থেকে দেখে হেলেন ঠিক চিনতে পারল। কিন্তু হেলেন একথা কাউকে বলল না। বরং হেলেন গোপনে তাদের ডাকিয়ে আনিয়ে কথা বলল তাদের সঙ্গে। বলল, আমি এবার অনুতপ্ত, আমিও তোমাদের মত চাই ট্রয়নগরীর পতন। আমিও আমার স্বামীর সঙ্গে স্বদেশে ফিরে যেতে চাই। আমি তোমাদের এই মূর্তি অপহরণের ব্যাপারে সাহায্য করব।

হেলেনের সক্রিয় সাহায্যে প্যালাসের মূর্তি নিয়ে নিরাপদে গ্রীক শিবিরে পৌছল ওডেসিয়াস ও ডাওমীড। এবার তাদের জয় অনিবার্য ভেবে আনন্দে উল্লাস করতে লাগল গ্রীকরা।

তবু কিন্তু পতন ঘটল না ট্রয়ের। ট্রয়সেনারা আগের মত দুর্গ রক্ষা করে যেতে লাগল সমানে। তখন গ্রীকরা ভাবল ক্যালচাসের গণনা ভুল। এমন সময় বিজ্ঞ বিচক্ষণ ওডেসিয়াস এক দুঃসাহসী পরিকল্পনা খাড়া করল ট্রয়জয়ের উদ্দেশ্যে। সে বলল এ ছাড়া ট্রয়যুদ্ধের অবসান ঘটবে না।

ওডেসিয়াসের নির্দেশমত এক বিশাল কাঠের ঘোড়া নির্মাণ করল গ্রীকরা। চাকাদ্বারা চালিত সে ঘোড়ার ভিতরটা ছিল ফোঁপড়া বা ফাঁকা। ঠিক হলো তার মধ্যে বাছাই করা বারো জন বীর যোদ্ধা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আর কিছু রসদ নিয়ে ঢুকে থাকবে। তার প্রবেশদ্বার এমনভাবে বন্ধ থাকবে যাতে বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝা যাবে না। তাদের মধ্যে ওডেসিয়াসও থাকবে। বাকি গ্রীকবাহিনী শিবির ছেড়ে জাহাজে করে তেনেদস দ্বীপে গিয়ে অপেক্ষা করবে। তখন ট্রয়বাসীরা ভাববে গ্রীকরা ট্রয়অবরোধ প্রত্যাহার করে নিয়ে পালিয়েছে। তখন গ্রীকদের ফেলে যাওয়া এক পরম সম্পদ সেই কাঠের ঘোড়াটাকে নগর মধ্যে নিশ্চিন্তে নিয়ে গেলে অতর্কিতে গ্রীকরা আক্রমণ করবে ট্রয়বাসীদের। তখন অনায়াসে তারা অপ্রস্তুত ট্রয়সেনাদের হারিয়ে দিতে পারবে।

গ্রীকরা তেনেদস দ্বীপে যাবার সময় কৌশল করে সাইনন নামে এক গ্রীক যুবককে ফেলে রেখে যায় ট্রয়ের উপকূলে। সাইনন বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এ কাজ স্বেচ্ছায় করতে চায়। গ্রীকরা শিবির ছেড়ে চলে যাবার পর ট্রয়ের উপকূলে ছেঁড়া কাপড় জামা পরা এক গ্রীকযুবককে দেখে কিছু ট্রয়বাসী তাকে বেঁধে রাজা প্রিয়ামের কাছে নিয়ে যায়। কিন্তু সাইনন কান্নাকাটি করে

রাজাকে বলে গ্রীকবীরেরা তাকে দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি দেবার জন্ত বেঁধে রেখেছিল। কিন্তু সে কোনরকমে বাঁধন ছিঁড়ে পালিয়ে যায়। তারপর পাহাড়ের উপর থেকে গ্রীকদের জাহাজ চলে গেছে দেখে সে চলে আসে। সে এবার ট্রয়ের বন্ধু হিসাবে কাজ করবে। গ্রীকরা এখন থেকে তার শত্রু।

এদিকে গ্রীকশিবির শূন্য দেখে নিশ্চিন্ত মনে নগর ছেড়ে বেরিয়ে এল ট্রয়বাসীরা। জয়ের উল্লাসে ফেটে পড়ল তারা। কিন্তু এত বড় এক কাঠের ঘোড়া দেখে অবাক হয়ে গেল তারা। তাদের মধ্যে একদল বলল কাঠের ঘোড়াটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হোক। আর একদল বলল, ওটাকে নগরমধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হোক।

এ্যাপোলোর মন্দিরের পুরোহিত লাওকুন প্রথমে বাধা দিল। বলল, এ ঘোড়া সাধারণ বস্তু নয়। নিশ্চয় এর মধ্যে গ্রীকদের কোন ছলনা আছে। পরে লাওকুন যখন পসেডনের উদ্দেশ্যে পূজো দিতে যাচ্ছিল তখন সমুদ্র থেকে হঠাৎ উঠে আসা দুটি সাপের দংশনে তার ও তার দুটি পুত্রের মৃত্যু ঘটে।

লাওকুনের মৃত্যুর পর ট্রয়সেনারা কাঠের ঘোড়াটাকে উল্লাসে চিৎকার করতে করতে টেনে নিয়ে যায় নগরমধ্যে। তারা সব নগরদ্বার খুলে দিয়ে এক বিরাট বিজয়োৎসবের আয়োজন করল।

ট্রয়বাসীরা যখন সারাদিন নাচগান করে রাত্রিতে প্রচুর মদপান করে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়ল তখন সেই অবসরে সুচতুর সাইনন তেনেদস দ্বীপে গিয়ে খবর দিল গ্রীকদের।

বিশাল গ্রীকবাহিনী তখন অতর্কিতে ট্রয় আক্রমণের জন্য এসে দেখে নগরদ্বার উন্মুক্ত। তারা তখন অবাধে ভিতরে চলে গেল। সাইনন তখন কাঠের ঘোড়ার ভিতর থেকে বারোজন গ্রীকবীরকে বার করে আনল। তখন একযোগে ঘুমন্ত ট্রয়বাসীদের আক্রমণ করল গ্রীকরা।

হেক্টরের মৃত্যুর পর ট্রয়পক্ষের প্রতিরক্ষার সব ভার পড়েছিল বীরযোদ্ধা ঈনিসের উপর। ঈনিস সে রাতে যখন গভীরভাবে ঘুমোচ্ছিল নিশ্চিন্তে তখন হঠাৎ এক প্রবল চিৎকার শুনে উঠে পড়ল। তাছাড়া এক দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তার। স্বপ্নে সে দেখল এক প্রেতাত্মা এসে যেন তাকে বলল, ট্রয়ের জন্য যুদ্ধ করে আর কোন ফল হবে না। তার চেয়ে পালিয়ে যাও।

ঘুম থেকে উঠে ঈনিস ছুটে বাইরে এসে দেখল সমস্ত নগর জ্বলছে। নগরের রাজপথে বিভিন্ন জায়গায় তুমুল যুদ্ধ চলছে দু পক্ষে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ট্রয়বাসীদের কাতর আর্তনাদ আর গ্রীকসেনাদের জয়োল্লাস শোনা যাচ্ছে। অনেক জায়গায় লুণ্ঠনও চলছে।

এত কিছু সত্ত্বেও ভয়ে পালিয়ে গেল না ঈনিস। তার সামান্য কিছু অনুচর নিয়ে গ্রীকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার সাহস ও বীরত্বের পরিচয়

পেয়ে অনেক গ্রীকসেনা নগর ছেড়ে পালাতে লাগল। কিন্তু একিলিসপুত্র বীর যুবক পাইরাসের নেতৃত্বে আবার তারা সমবেত হয়ে আক্রমণ করল ট্রয়সেনাদের।

ঈনিস যখন দেখল জয়লাভের আর কোন আশা নেই, ট্রয়নগরীকে বাঁচাবার আর কোন উপায় নেই তখন সে বৃদ্ধ রাজা প্রিয়ামকে বাঁচাবার জন্য রাজপ্রাসাদ অভিমুখে ছুটে গেল। সেখানে গিয়ে দেখে প্রাসাদ রক্ষী ও ট্রয়সেনারা সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করেও ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না গ্রীকদের।

পিছনের এক গোপন দরজা দিয়ে প্রাসাদ অন্তঃপুরে চলে গেল ঈনিস। দেখল রাণী হেকুবা তার সহচরীদের নিয়ে রাজা প্রিয়ামের কক্ষে আশ্রয় নিয়েছে। এমন সময় দেখা গেল প্রিয়ামের কনিষ্ঠ পুত্র পোলাইতেসকে তাড়া করে আনছে পাইরাস। প্রিয়ামের পায়ের কাছে পোলাইতেসকে নির্মমভাবে হত্যা করল পাইরাস। প্রিয়াম তখন ক্রোধ সংবরণ করতে না পেরে একটা তীর ছুঁড়ে মারল পাইরাসকে। কিন্তু তীরটা তার ঢালের উপর আটকে গেল। তখন পাইরাস প্রিয়ামকে তাঁর আসনের উপরেই হত্যা করল।

ঈনিস নিজেও আহত হয়েছিল এর আগে। সে এখন অসহায়। তাই নীরবে গোপনে সে প্রাসাদ অন্তঃপুর পার হয়ে তার বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল ঈনিস। দেখল হেলেন দাঁড়িয়ে রয়েছে একা। হেলেনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে মাথার সব রক্ত গরম হয়ে উঠল ঈনিসের। তার কেবলি মনে হলো এই অভিশপ্তা নারীই ট্রয়ের পতনের কারণ। কত বীরের অমূল্য জীবন এই নারীর জন্য অকালে বিনষ্ট হয়েছে।

হেলেনকে হত্যা করার জন্য তরবারি উদ্যত করতেই ঈনিসের মা ভেনাস এসে তার ও হেলেনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাকে তার পরিবারের লোকজনকে বাঁচাবার জন্য তাকে বাড়ি যেতে বলল।

হেলেনকে ছেড়ে দিয়ে নিজের বাড়ির দিকে রওনা হলো ঈনিস। চারদিকের লড়াই আর অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে পথ করে তার মা তাকে নিরাপদে নিয়ে যেতে লাগল। বাড়িতে গিয়ে ঈনিস দেখল তার বাবা বৃদ্ধ এ্যাঙ্কিসেস মৃত্যুর জন্য এক স্তব্ধ অটল প্রতীক্ষায় বসে আছে। সে ঈনিসকে বলল, আমাকে আর বহন করে কোথাও নিয়ে যেতে হবে না। আমি এমনিতেই বৃদ্ধ এবং আর বেশী দিন বাঁচব না। তাছাড়া ট্রয়ের ধ্বংসের পর আর আমি বেঁচে থাকতেও চাই না। তুমি বরং তোমার পুত্র লুলাসকে বাঁচাবার চেষ্টা করো। ও ভবিষ্যতে বড় হবে। রাজা প্রিয়ামের মত আমিও আমার বাড়িতেই মৃত্যুবরণ করতে চাই। প্রজ্জ্বলিত অগ্নির

লেলিহান শিখা আমাদের বাড়ির দরজার কাছে পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে।

এ কথা শুনল না পিতৃভক্ত ঈনিস। সে তার পিতাকে কাঁধে করে তার স্ত্রী ক্রেউসা ও পুত্র লুসাসকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে দেবী সাইপ্রেসের মন্দিরের দিকে রওনা হলো। তাদের গৃহদেবতা বিগ্রহটিকে তার বাবার হাতে দিল।

রাজপথে চারদিকে জোর লড়াই আর অগ্নিকাণ্ড সমানে চলতে থাকার জন্য রাজপথ ছেড়ে অন্ধকার গলিপথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল ঈনিস। সে নিজে একজন অসমসাহসিক বীর যোদ্ধা হলেও আজ প্রতিটি ছায়া দেখে শত্রুসৈন্য ভেবে ভয়ে আঁতকে উঠতে লাগল ঈনিস। কারণ নিজের প্রাণের ভয় সে না করলেও তার স্ত্রী পুত্র ও বৃদ্ধ বাবার নিরাপত্তার জন্য আজ এতখানি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে।

একটা ভাঙ্গা গেটের কাছে তারা আসার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ এ্যাঙ্কিসেস বলল, গ্রীকরা উজ্জ্বল অস্ত্র হাতে এগিয়ে আসছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

এমন সময় ঈনিস দেখল অন্ধকারে তার পুত্র ও স্ত্রী কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। সে থেমে চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে সেই মন্দিরে গিয়ে হাজির হলো। সেখানে তার পুত্র এসে পৌছলেও তার স্ত্রীকে দেখতে পেল না। তখন সে তার পিতা ও পুত্রকে সেখানে রেখে তার স্ত্রীর খোঁজে আবার জ্বলন্ত শহরে ফিরে গেল। তার বাড়িতে ফিরে গিয়েও দেখল বাড়িটা আগুনে পুড়ছে। প্রিয়ামের বিধ্বস্তপ্রায় প্রাসাদেও দেখতে পেল না ক্রেউসাকে। ফেরার পথে সহসা ক্রেউসার এক প্রেতমূর্তি এসে তাকে বলল, আমি গ্রীকদের হাতে বন্দী হয়ে এই নগরদ্বার অতিক্রম করতে চাই না বলেই স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করেছি। আমার জন্য দুঃখ করো না। তোমরা অনেক কষ্ট করে সমুদ্র পার হয়ে হেসপীরিয়া নামে এক শস্যসমৃদ্ধ নতুন দেশের সন্ধান পাবে। সেখানেই তুমি এক নতুন স্ত্রী পেয়ে সংসার পাতবে নতুন করে। টাইবার নদীবিধৌত সেই উর্বর ও শস্যশ্যামলা দেশে তোমরা গিয়ে বসতি স্থাপন করবে।

এই কথা বলেই কোথায় মিলিয়ে গেল ক্রেউসার প্রেতমূর্তিটি। ঈনিস তখন তাকে আলিঙ্গন করতে গেল। কিন্তু পারল না। এইভাবে সারাটা রাত কেটে গেল। সকাল হতেই জ্বলন্ত নগরপ্রাচীরের বাইরে সেই মন্দিরে ফিরে গেল। গিয়ে দেখল তার পিতা ও পুত্র ছাড়াও ট্রয়ের বহু উদ্বাস্তু নরনারী ও শিশু সমবেত হয়েছে। তাদের ঘর বাড়ি সব পুড়ে গেছে। নগরদুর্গ অধিকার করে শত্রুসৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে।

ঈনিসের নেতৃত্বে তখন ট্রয়ের উদ্বাস্তুরা বিধ্বস্ত ট্রয়নগরীর সব মায়া মমতা ঝেড়ে ফেলে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল। তারা একেবারে সহায় সম্বলহীন বলে সমুদ্রের ধারে গিয়ে গাছ কেটে জাহাজ ও নৌকো তৈরি করে সমুদ্রযাত্রার জন্য তৈরি হলো।

কিন্তু সাত বছর ধরে অপেক্ষা করতে হলো তাদের। এর মধ্যে সফল হলো না তাদের সমুদ্রযাত্রা। কারণ ট্রয়বিরোধী জুনো তাদের বাধা দিচ্ছিল ক্রমাগত। এমন কি বাতাস ও সমুদ্রতরঙ্গকে পর্যন্ত ট্রয়ের উদ্বাস্তদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করছিল এতদিন।

যাই হোক, শত বাধা বিপত্তি সত্তেও ঈনিস তার দলবল নিয়ে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার পর অবশেষে ইতালিতে এসে পৌছয়। সেখানকার রাজা ল্যাটিনাস ঈনিসের সঙ্গে তাঁর একমাত্র সন্তান কন্যা ল্যাভিনিয়াকে বিবাহ দেন। ল্যাভিনিয়ার এক পাণিপ্রার্থী ছিল। তার নাম টার্নাস। ল্যাভিনিয়ার সঙ্গে ঈনিসের বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেলে টার্নাস ঈনিসকে যুদ্ধে আহ্বান করল। ঈনিসের বিক্রমের কাছে দাঁড়াতে পারল না টার্ণাস। যুদ্ধে প্রতি-দ্বন্দ্বীকে নিহত করে রাজকন্যাকে লাভ করল ঈনিস। পরে সে টাইবার নদীর ধারে এক নতুন রাজ্য গঠন করে সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল।

এদিকে ট্রয়নগরী দগ্ধ ও ভস্মীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে হেলেনের মনের মধ্যেও জ্বলতে লাগল অনুশোচনার আগুন। ব্যাকুলভাবে সে মেনেলাসের খোঁজ করে বেড়াতে লাগল এবং তাকে পাবার সঙ্গে সঙ্গে সে তার পায়ের উপর পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগল। মেনেলাস যখন দেখল ক্ষণিকের দুর্মতিবশতঃ ভাগ্যের চক্রান্তে হেলেন ভুল করে পালিয়ে এলেও সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে তখন সে ক্ষমা করল তাকে। পরে তাকে সঙ্গে নিয়ে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করল।

মেনেলাস বিধ্বস্ত রাজপ্রাসাদে প্যারিসের অনেক খোঁজ করেও তাকে ধরতে পারল না। নিজের হাতে তার পাপের শাস্তি দিতে সে পারল না। কিন্তু প্যারিস মেনেলাসের হাতে ধরা না পরলেও এর আগে ফিলোকটেটিসের হাত হতে নিক্ষিপ্ত হার্কিউলেসের একটি বিষাক্ত তীরে সে ভয়ঙ্করভাবে আহত হয়। সে আঘাতে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তার দেহে আর সে ক্ষত সারল না।

ট্রয়নগরী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে গেলে নগর ছেড়ে কোনরকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আইডা পর্বতের সেই অরণ্য অঞ্চলে চলে গেল প্যারিস। কারণ সে জানত একমাত্র তার প্রথমা পত্নী ঈননই পারে তাকে এই দুষ্ট ক্ষত থেকে আরোগ্য করতে। ঈননের কাছে পৌছে কাতর মিনতি করে ক্ষমা চাইতে লাগল প্যারিস। বারবার বলতে লাগল এখানকার অরণ্য অঞ্চল থেকে এক দুষ্প্রাপ্য ঔষধ আহরণ করে তাই দিয়ে একমাত্র তুমিই আমাকে আরোগ্য করতে পার ঈনন। আমাকে আবার নতুন জীবন দান করতে পার। তোমার প্রতি অন্যায় ও অবিচার করে যে ভুল যে পাপ আমি করেছি তার যথোচিত প্রায়শ্চিত্তও আমি করেছি। সুতরাং ক্ষমা করো আমায়।

শোনা যায় ঈনন নাকি প্যারিসকে ক্ষমা করে তার রোগ সারিয়ে দেয়

এবং প্যারিস তার সঙ্গে নতুন করে ঘর সংসার করতে থাকে। কিন্তু আবার অনেকে বলেন ঈনন নাকি প্যারিসকে ক্ষমা করে নি। সে তার সব কাতর আবেদন সরোষে প্রত্যাখ্যান করে তাড়িয়ে দেয় তাকে। তখন প্যারিস মনের দুঃখে তারই হাতে গড়া সেই ঘর ছেড়ে অরণ্যের গভীরে গিয়ে অনাহারে অনাদৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। চলৎশক্তিরহিত প্যারিস নিজের খাবার খুঁজেও খেতে পারত না। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। কয়েকজন রাখাল তার মৃতদেহটি একদিন আবিস্কার করে। এই রাখালরাই ছিল প্যারিসের বাল্যের সহচর; একসঙ্গে পশু চরাত। আজ তারা প্যারিসের মৃতদেহটি সহজেই চিনতে পারে। একটি চিতায় যখন প্যারিসের শবটিকে দাহ করছিল তখন সেই পথ দিয়ে ঈনন কোথায় যাচ্ছিল। রাগের মাথায় তার স্বামী প্যারিসকে তাড়িয়ে দেবার পর থেকে সেও অনুতাপের জ্বালা অনুভব করছিল। এখন প্যারিসের মৃত্যু সংবাদ শুনে সেও জ্বলন্ত চিতার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

ট্রয়যুদ্ধে গ্রীকরা জয়ী হলেও সব গ্রীকবীরেরা কিন্তু স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারল না সহজে। অনেকে আবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেও সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারল না। ফেরার পথে সমুদ্রদেবতা পসেডন তাদের সহায়তা করেননি। এক প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ে ওডেসিয়াস ও অনেকে পথ হারিয়ে বিভিন্ন দ্বীপে ঘুরে বেড়াতে থাকে।

এদিকে রাজা এ্যাগামেননের রাজপ্রাসাদে চলছিল তার বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র। আর সেই ষড়যন্ত্রের নায়িকা ছিল তার স্ত্রী রাণী ক্লাইতেমেস্ত্রা নিজে।

যুদ্ধযাত্রার সময় দেবতাদের কৃপালাভের জন্য কন্যা ইফিজেনিয়াকে এ্যাগামেনন জোর করে বলি দিলে ক্লাইতেমেস্ত্রা তার একান্ত সমর্থন করতে পারেনি। উল্টে এ্যাগামেননের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে।

এ্যাগামেননের খুড়তুতো ভাই জ্ঞাতিশত্রু এজিসথাস ছিল দুষ্ট প্রকৃতির লোক। ট্রয় অভিযানের সময় সে যুদ্ধে না গিয়ে গোপনে গা ঢাকা দিয়ে থাকে এবং গ্রীকরা সকলে চলে যাবার পর সে আত্মপ্রকাশ করে।

এদিকে স্বামীর উপর চরম প্রতিশোধ নেবার জন্য স্বামীর জ্ঞাতিশত্রু এজিসথাসের সঙ্গে অবৈধ প্রণয় সম্পর্কে আবদ্ধ হলো রাণী। রাণীকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে রাজা এ্যাগামেননের গোটা রাজ্যটা দখল করে নিয়ে তা ভোগ করতে লাগল এজিসথাস। তার উপর নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘোষণা করল ট্রয়যুদ্ধে রাজা এ্যাগামেনন মারা গেছে।

এজিসথাস রাজা এ্যাগামেননের খুড়তুতো ভাই। এজিসথাসের বাবা আর এ্যাগামেননের বাবা দুই ভাই ছিল। কিন্তু সেই দুই ভাইএর মধ্যে দারুণ শত্রুতা ছিল। সেই ভ্রাতৃবিরোধ আর শত্রুতা তাদের ছেলেদের

মধ্যেও সঞ্চারিত হয়।

প্রথম প্রথম এজিসথাস ও ক্লাইতেমেস্ত্রা দুজনেই ভাবে এ্যাগামেনন সত্যি সত্যিই মারা গেছে। কিন্তু ট্রয়যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে খবর এল রাজা এ্যাগামেনন জীবিত আছে এবং সদলবলে দেশে ফিরছে। তখন তারা দুজনেই এ্যাগামেননকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করতে লাগল।

যথাসময়ে রাজা এ্যাগামেননের আগমন ঘোষিত হলো। তখন হত্যার ষড়যন্ত্র ওদের সারা হয়ে গেছে। এ্যাগামেননের রথ রাজপ্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াতেই কপট অভ্যর্থনায় ফেটে পড়ল রাণী ক্লাইতেমেস্ত্রা। প্রাসাদ অভ্যন্তরে প্রবেশের গোটা পথটা লাল কার্পেট বিছিয়ে রেখেছিল আগে হতে। ট্রয়ের রাজা প্রিয়ামের কন্যা ক্যাসাণ্ড্রা এ্যাগামেননের সঙ্গে ছিল বন্দিনী অবস্থায়। তাকে দেখে আরও ক্রুধ হয়ে উঠল ক্লাইতেমেস্ত্রার মনটা। কিন্তু মুখে সে বিষয়ে কোন কথা প্রকাশ করল না।

ভবিষ্যতের সব কিছু জানতে পারার অদ্ভুত এক ক্ষমতা ছিল ক্যাসাণ্ড্রার। সে লাল কার্পেট দেখেই শিউরে উঠল। তাতে রক্তের দাগ দেখতে পেল সে একা। রাজপ্রাসাদের দেওয়ালেও সে কুলক্ষণ দেখতে পেল। এই সব কুলক্ষণ দেখে সে বুঝতে পেরেছিল এই সব সাদর অভ্যর্থনার অন্তরালে এক কুটিল ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে এবং অবিলম্বে তা আত্মপ্রকাশ করবে। তাই যখন তাকে রাজার সঙ্গে প্রাসাদের ভিতর নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন সে এক ভয়ার্ত চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে পিছু হটছিল। ভিতরে যেতে চাইছিল না। কিন্তু তার সে চিৎকারে কেউ কান দিল না। ভাবল আত্মীয় স্বজনকে হারিয়ে শোকে দুঃখে পাগলের মত হয়ে গেছে ক্যাসাণ্ড্রা।

প্রাসাদের ভিতর গিয়েই রাজা এ্যাগামেনন স্নান করতে চাইল। রূপোর টবে জল ভরে দেওয়ার ব্যবস্থা করল ক্লাইতেমেস্ত্রা। কিন্তু এ্যাগামেনন স্নানের জন্য গা থেকে জামা কাপড় খুলে তৈরি হতেই কৌশল করে তার মাথার উপর একটা মোটা জাল ফেলে দিল ক্লাইতেমেস্ত্রা। জালটা তাকে ঘিরে ফেলল চারদিক থেকে। সেই জালটা তার উপর থেকে যতই সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল এ্যাগামেনন ততই সে জড়িয়ে পড়তে লাগল। ঘটনার আকস্মিকতায় এমনভাবে অবাক ও অভিভূত হয়ে গেল এ্যাগামেনন যে কোন কথাই বলতে পারল না।

কিন্তু তখনো এ্যাগামেনন বুঝতে পারেনি তাকে ঠিক সেই মুহূর্তে হত্যা করার জন্য একজন সেই কক্ষের দ্বারপথে দুষ্ট ব্যাধের মত এক ধারাল কুঠার হাতে দাঁড়িয়ে আছে। ক্লাইতেমেস্ত্রার কাছ থেকে ইংগিত পাবার সঙ্গে সঙ্গে কুঠার হাতে এ্যাগামেননের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এজিসথাস। রাজা এ্যাগামেনন কিছু বুঝতে পারার আগেই তার দেহ ক্ষত বিক্ষত হলো এজিসথাসের কুঠারাঘাতে। অবশেষে মাথায় জোর আঘাত পেয়ে লুটিয়ে পড়ল সে

রক্তাক্ত দেহে। একমাত্র ক্যাসাণ্ড্রা শোকে চিৎকার করে উঠল তা দেখে এবং ক্লাইতেমেস্ত্রা নিজের হাতে হত্যা করল ক্যাসাণ্ড্রাকে।

এজিসথাসের রক্ষীরা প্রাসাদের চারদিকে ঘাঁটি গেড়ে বসেছিল। রাজ্যের প্রধানদেরও ছলে বলে কৌশলে সকলকে বশীভূত করে ফেলল এজিসথাস। রাজাকে হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে রাণী ক্লাইতেমেস্ত্রা সদম্ভে ঘোষণা করল যে রাজাকে হত্যা করে তার কন্যাহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে। মাইসেনার জনগণ ভয়ে কেউ কোন কথা বলতে পারল না।

রাজা এ্যাগামেমননের দুটি কন্যা আর একটি মাত্র পুত্র সন্তান ছিল। বড় মেয়ে ইফিজেনিয়াকে বলি দেবার সময় দেবী তাকে অলৌকিকভাবে বাঁচিয়ে কোন এক মন্দিরের পূজারিণী করে রাখেন। তাকে সন্ন্যাসজীবন যাপন করতে হয়। দ্বিতীয় ইলেকট্রা আর পুত্র ওরেস্টেস প্রাসাদে মার কাছেই থাকত। রাজা এ্যাগামেমনন যখন ট্রয়যুদ্ধের জন্য অভিযান শুরু করে তখন ওরেস্টেসের জন্ম হয়। এ্যাগামেমননকে যখন হত্যা করা হয় তখন তার বয়স মাত্র এগারো বারো। ওরেস্টেস বড় হয়ে যাতে এজিসথাসের উপর পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে না পারে তার জন্য তাকেও হত্যা করার চক্রান্ত করতে লাগল এজিসথাস। তাছাড়া বড় মেয়ে ইফিজেনিয়াকে হারাবার পর থেকে তার অন্য সন্তানদের উপর স্নেহ ভালবাসা একেবারে কমে যায় ক্লাইতেমেস্ত্রার। তার উপর এজিসথাসের উপর খুব বেশী সে নির্ভর করত বলে তার মতের বাইরে কোন কাজ করত না। এজিসথাসের কোন কাজের বিরোধিতা করত না কখনো। এজিসথাসকে খুশি করার জন্যই তার নিজের মেয়ে ইলেকট্রাকে ক্রীতদাসীর মত খাটাত এবং আপন পুত্রসন্তান ওরেস্টেসকেও মোটেই ভালবাসত না।

ইলেকট্রা যখন বুঝতে পারল তার ভাই ওরেস্টেসকে হত্যা করবে এজিসথাস তখন সে তাদের এক বিশ্বস্ত পুরনো কর্মচারীর সঙ্গে তার বাবার আত্মীয় ও হিতাকাঙ্খী ফোসিসের রাজা স্ট্রোফিয়াসের কাছে পাঠিয়ে দিল। সেখানে থেকেই সে যাতে মানুষ হয় তার ব্যবস্থা করে দিল। প্রাসাদের সকলে জানল এক কর্মচারী ওরেস্টেসকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেছে।

এজিসথাস নিশ্চিন্ত হলো।

এদিকে স্ট্রোফিয়াসের রাজপ্রাসাদে ভালভাবেই মানুষ হতে লাগল ওরেস্টেস। স্ট্রোফিয়াসের পাইলেদস্ নামে এক পুত্রসন্তান ছিল, যে ছিল ওরেস্টেসেরই সমবয়সী। অল্পদিনের মধ্যেই দুজনের মধ্যে গভীর ভাব ভালবাসা জমে উঠল। অভিন্ন-আত্মা হয়ে উঠল দুজনে। ওরেস্টেস বড় হলে তার জীবনের সব কথা তার অভিন্নহৃদয় বন্ধু পাইলেদস্‌কে খুলে বলল। বলল তার কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা। সে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবেই। তার পিতৃহন্তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত শান্তি পাবে না সে জীবনে।

পাইলেদস্‌ও সব কিছু শুনে তাকে এ কাজে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিল।

যৌবনে পা দিয়েই তার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পাইলেদসকে সঙ্গে নিয়ে মাইসেনার পথে রওনা হলো ওরেস্টেস। অবশেষে শহরে গিয়ে পৌঁছল রাতের অন্ধকারে। রাতটা তারা এ্যাগামেমনের সমাধিস্তম্ভের কাছে কাটিয়ে সকাল হতে রাজপ্রাসাদে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। তারা যাবার জন্য উদ্যত হতেই সেখানে ইলেক্‌ট্রা এসে হাজির হলো। পিতার সমাধিতে রোজ সকালে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে আসত ইলেক্‌ট্রা।

প্রথমে ইলেক্‌ট্রার কাছে আপন পরিচয় গোপন রাখল ওরেস্টেস। তার এক প্রশ্নের উত্তরে বলল তারা ফোসিস থেকে আসছে। ইলেক্‌ট্রা তখন ওরেস্টেসের কথা জিজ্ঞাসা করতেই ওরেস্টেস বলল, সে এক রথ প্রতিযোগিতায় মারা গেছে। তখন ইলেক্‌ট্রা তার ভাইএর জন্য যখন কাঁদতে লাগল আকুলভাবে তখন তার দিদির কাছে নিজের সব পরিচয় না দিয়ে পারল না। প্রমাণস্বরূপ তার নিজের হাতে পাঠিয়ে দেওয়া তাদের বাবার আংটিটা দেখাল। তার উদ্দেশ্যের কথা জানতে পেরে খুশি হলো ইলেক্‌ট্রা। তারা তখন তিনজনেই যুক্তি করে প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। হত্যার ষড়যন্ত্রের সব কিছু ঠিক হযে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ওরেস্টেস প্রাসাদে গিয়ে প্রথমে এজিসথাসের হিতাকাঙ্খী সেজে ওরেস্টেসের মৃত্যুসংবাদ দান করল। তারপর হাতে ধরে থাকা এক ভস্মপাত্র দেখিয়ে বলল তাতে ওরেস্টেসের দেহভস্ম রক্ষিত আছে।

তার পথের কাঁটা চিরতরে দূরীভূত হয়েছে শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল এজিসথাস। ওরেস্টেস ও পাইলেদসকে এক ভূড়িভোজে আপ্যায়িত করল সে। রাজা ও রাণী দুজনে তাদের কাছে বসে একসঙ্গে খেতে লাগল। খাওয়া শেষ হতেই কৌশলে ইলেক্‌ট্রা ভৃত্যদের প্রাসাদ থেকে অন্য কোথাও কোন না কোন কাজে পাঠিয়ে দিল। ওরেস্টেস আর পাইলেদস্‌এর কাছে শুধু দুটি তীক্ষ্ণ ছোরা ছাড়া আর কোন অস্ত্র ছিল না। এই অস্ত্র দুটি গোপনে তাদের পেটের কাছে ঢোকানো ছিল।

সুযোগ বুঝে এক সময় পাইলেদস্‌ এজিসথাসকে এবং ওরেস্টেস তার মাকে ধরে ফেলল। তারপর দুজনে তাদের সেই ছোরা দিয়ে হত্যা করল দুজনকে। ওরেস্টেস চিৎকার করে তার মাকে বলল, একবার মনে করো দেখি রাজা এ্যাগামেমনের কথা, মনে ভেবে দেখ, কেমন করে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছ তাঁকে। আজ তার প্রতিশোধ নেবার সময় হয়েছে।

তার মা তার কাছে কাতরভাবে প্রাণভিক্ষা চাইলেও সেকথা শুনল না ওরেস্টেস। তার বুকে সেই ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিল। এজিসথাসের মৃতদেহের পাশেই পড়ে গেল ক্লাইতেমেস্ত্রা।

ব্যাপারটা ক্রমে জানাজানি হয়ে গেলে প্রাসাদের ভৃত্যরা বা

সেনাবাহিনীর লোকেরা কেউ কোন কথা বলল না। অত্যাচারী এজিসথাসের উপর সকলেই রেগে ছিল। তারা সবাই জানত অন্যায়ভাবে রাজা এ্যাগামেননকে হত্যা করে ও রাণীকে হাত করে তার রাজ্য দখল করে সে অত্যাচার করে যাচ্ছে প্রজাদের উপর। তাই তারা যখন শুনল ওরেস্টেস তার পিতৃহন্তাকে বধ করে পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হতে এসেছে তখন তারা খুশি হলো। তবে রাজ্যের বয়োপ্রবীণ লোকেরা এক অভিশাপের ভয় করতে লাগল। তারা ভাবতে লাগল তার মা যত অন্যায় বা অপরাধই করুক না কেন, ওরেস্টেসের নিজের হাতে মাকে বধ করা উচিত হয়নি। এই পাপের জন্য তাদের রাজ্যে দেবতার অভিশাপ বর্ষিত হতে পারে।

এদিকে তার মার মৃতদেহটা সমাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পাগলের মত হয়ে গেল ওরেস্টেস। ইলেকট্রা ও পাইলেদস্ অনেক করে তাকে বুঝিয়েও তার মাথাটাকে স্বাভাবিক করে তুলতে পারল না। তখন রাজ্যের একজন লোক বলল অভিশপ্ত ওরেস্টেসকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হোক। তা না হলে ওর পাপ স্খালন হবে না। তবে বেশীর ভাগ লোক বলল তাকে নির্বাসন দেওয়া হোক। তখন পাইলেদস্ ও ইলেকট্রা দুজনেই তার সঙ্গে প্রাসাদ ছেড়ে অজানার পথে রওনা হলো।

প্রথমে তারা গেল এ্যাপোলোর মন্দিরে। মন্দিরে দেবতার উদ্দেশ্যে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনার কথা বলতে লাগল ওরেস্টেস। মনে হলো সে তার চৈতন্য ফিরে পেয়েছে। সে বলল, সে যখন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার আগে প্রথমে এই মন্দিরে এসে এ্যাপোলোর শরণাপন্ন হয় তখন এ্যাপোলো তাকে এ কাজে উৎসাহ দেন। কিন্তু মাতৃহত্যা তার পক্ষে অচিত বা অধর্মের কাজ হবে একথা স্পষ্ট করে তিনি তাকে বলে সাবধান করে দেননি।

সেদিন স্বপ্নে ওরেস্টেসকে দেখা দিলেন এ্যাপোলো। তাকে বললেন, এক বছর আর্কেডিয়ার জঙ্গলে গিয়ে নির্বাসনে থাকতে হবে। তারপর দেবতাদের এক সভায় তার কৃতকর্মের বিচার হবে এবং খুব সম্ভবত দেবতারা তার মাতৃহত্যার পাপ স্খালন করবেন।

এই একটি বছর প্রতিহিংসার অপদেবতারা সর্বত্র ও সর্বক্ষণ তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় ওরেস্টেসকে। ইতিমধ্যে পাইলেদস্ ইলেকট্রাকে বিয়ে করেছে। পাইলেদস্ তার উপযুক্ত বন্ধুরই কাজ করেছে। একটিবারের জন্যও হতভাগ্য ওরেস্টেসের সঙ্গ ত্যাগ করেনি। সে একবার ফোসিসে তার বাবার কাছে ফিরে গেলে তার বাবা তাকে মাতৃহন্তা ওরেস্টেসের সঙ্গ ছাড়ার জন্য চাপ দিয়েছে এবং তা করার জন্য তাকে বাড়ি থেকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছে। তবু তার বন্ধুত্বের সততায় ও বিশ্বস্ততায় অচল অটল থেকেছে পাইলেদস্।

ওরেস্টেস যখন যেখানেই যায় প্রতিহিংসার অপদেবী ইউমেথনাইদেসএরা

সহচরীরা তার অনুসরণ করতে থাকে। তাকে সারাদিন নানারূপ দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণায় পীড়িত করতে এবং রাত্রি হলেই তার ঘুমের মাঝে নানা রকম ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের সৃষ্টি করে তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে থাকে।

একসময় ওরেস্টেস এই যন্ত্রণায় ভীষণভাবে কাতর হয়ে পড়লে পাইলেদস্ ও ইলেকট্রা দুজনে মিলে তাকে আবার এ্যাপোলোর মন্দিরে নিয়ে যায় প্রতিকারের আশায়।

এ্যাপোলো তখন তাকে নির্দেশ দিলেন, তার পাপস্খালনের জন্য তাকে এক বিপজ্জনক সমুদ্রযাত্রার মধ্য দিয়ে তাকে স্কাইথিয়ার অন্তর্গত তরিসের মন্দিরে গিয়ে আর্তেমিসের বিগ্রহ মূর্তিটি নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু এটি বড় কঠিন কাজ। কারণ সেখানকার রাজা বড় নিষ্ঠুর প্রকৃতির এবং সেখানকার জনগণ মারমুখী। ফলে কোন বিদেশী সেখানে গিয়ে টিকতে পারে না।

তবু পাইলেদস্ স্কাইথিয়া যাবার সব ব্যবস্থা করে ফেলল। পঞ্চাশ জন নাবিকসহ এক জাহাজে করে নির্ভয়ে রওনা হলো তারা।

কিন্তু ওরেস্টেস জানত না তরিসের মন্দিরে যে সন্ন্যাসিনী পুরোহিত হিসাবে কাজ করে সে তার বড় বোন ইফিজেনিয়া। তাকে বলি দেবার সময় দেবী আর্তেমিস রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য অবস্থায় তুলে নিয়ে এই মন্দিরের পূজারিণী হিসাবে রেখে দেন। সুতরাং তার পর থেকে বহু দূরে থাকায় ট্রয়যুদ্ধের কথা, তার বাড়ির কথা কিছুই জানতে পারেনি সে।

ইফিজেনিয়া অবশ্য তার বাড়ির কথা জানতে চেয়েছে মাঝে মাঝে। মাঝে মাঝে স্বদেশে ফিরে যাবার জন্য মন তার ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার কোন সুযোগ পায়নি কারণ কোন গ্রীক জাহাজ এ দেশের উপকূলে কখনো আসেনি। শুধু গ্রীক জাহাজ নয় কোন বিদেশী জাহাজই এখানে আসতে সাহস পায় না। তার কারণ এ দেশের উপকূল বড় বিপজ্জনক; এ উপকূল যেমন সব সময় ঘন কুয়াশায় ঢাকা থাকে তেমনি এখানে প্রায় সব সময় ঝড় বইতে থাকে। তার উপর এ দেশের অধিবাসীরা বড় ভয়ঙ্কর। এখানে কোন বিদেশী এসে পড়লেই তারা তাকে ধরে নিয়ে দেবী আর্তেমিসের মন্দিরের সামনে বলি দেয়।

একদিন তার মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ঢেউএর দিকে এক মনে তাকিয়েছিল ইফিজেনিয়া। এমন সময় একজন লোক দুজন যুবককে সে মন্দিরের সামনে বলি দেবার জন্য নিয়ে আসে। তাদের ভাষা শুনে ইফিজেনিয়া বুঝল, তারা জাতিতে তারই মত গ্রীক। কিন্তু তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

ইফিজেনিয়া তাই তাদের দুঃখের সঙ্গে বলল, হে হতভাগ্য যুবক, আমি তোমাদের অভ্যর্থনা জানাতে পারলাম না। তোমরা এদেশের

আইন কানুন জান না। কোন বিদেশী এদেশের মাটিতে পদার্পণ করলেই আর্তেমিসের মন্দিরের সামনে তাকে বলি দিতে হবে। এই হচ্ছে এখানকার নিয়ম।

বন্দীদের একজন বলল, যে দেশের মানুষ দেবতায় বিশ্বাস করে এবং দেবতার পূজা করে সে দেশে এই বর্বরোচিত নিয়ম কি ভাবে প্রচলিত থাকতে পারে ?

অন্য বন্দী যুবকটি নীরবে ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল।

প্রথম বন্দীটি আবার বলল, ভাগ্যের দোষে আমরা এখানে এসেছি, আমরা তোমার সাহায্য চাই।

ইফিজেনিয়া বলল, তোমাদের মরতেই হবে।

তখন তরিসের একজন লোক তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু বন্দীরা তাদের পরিচয় দিল না।

তখন ইফিজেনিয়া বলল, আমি শুধু এইটুকু তোমাদের জন্য করতে পারি। তোমাদের একজনকে বাঁচাতে পারি রাজার কাছে প্রাণভিক্ষা চেয়ে। কিন্তু একজনকে প্রাণবলি দিতেই হবে দেবীর কাছে।

তখন পাইলেদস্ ও ওরেস্টেস দুজনেই বলতে লাগল, আমি মরতে চাই। ওকে বাঁচাও।

ওরেস্টেস বলল, আমি বাঁচতে চাই না। আমাকে বলি দাও। আমি মরে গেলে কেউ কাঁদবে না। আমার মা বাবা স্ত্রী পুত্র কেউ নেই। কিন্তু ও সম্প্রতি বিয়ে করেছে। ওর স্ত্রী ও মা বাবা আছে।

কিন্তু পাইলেদস্ বলল, না না, আমাকে বলি দাও, আমার বন্ধুকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।

কিন্তু ওরেস্টেস বলল, আমি বাঁচব আর ও বাঁচবে না। তা হতে পারে না।

পাইলেদস্ বলল, ওর মৃত্যু ঘটলে এক বিরাট বংশ অবলুপ্ত হয়ে যাবে চিরদিনের মত। তুমি জান না, ও কত বড় বংশের ছেলে।

ইফিজেনিয়া তখন আশ্চর্য হয়ে বলল, কে তোমরা, তোমাদের আসল পরিচয় কি ? তোমাদের দুজনের মত এমন বন্ধুত্ব কখনো দেখিনি। বন্ধুর জন্য হাসিমুখে প্রাণবলি দেবার জন্য এমন উন্মুখ হয়ে ওঠে এমন লোক পৃথিবীতে সত্যিই বিরল।

তখন ওরেস্টেসই প্রথম নিজের পরিচয় দান করল। বলল, আমি হচ্ছি এ্যাগামেননপুত্র ওরেস্টেস। আজ আমি দেবতা ও মানবের কাছে ঘৃণার বস্তু, কারণ আমি আমার মায়ের রক্ত পান করেছি।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটা সকরুণ আর্তনাদ ইফিজেনিয়ার বুকটাকে কাটিয়ে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে কণ্ঠের কাছে এসে সহসা স্তব্ধ হয়ে উঠল। যখন দেখল আজ একটু আগে যে যুবক তার কাছে দাঁড়িয়ে প্রাণভিক্ষা

চাইছিল সে তার সহোদর ভাই তখন একই সঙ্গে বিষাদ আর বিস্ময়ের আবেগে অভিভূত হয়ে পড়ল সে।

কিন্তু মুখে কোন কথা বলল না ইফিজেনিয়া। তরিসের লোকরা তাদের কথাবার্তা বুঝতে না পেরে তাদের পানে বিশেষ আগ্রহ সহকারে তাকিয়ে থাকে। তারা এভাবে তাদের লক্ষ্য না করলে ইফিজেনিয়া সঙ্গে সঙ্গে ভাইকে জড়িয়ে ধরত আবেগের সঙ্গে।

যাই হোক, ইফিজেনিয়া পাইলেদস্‌কে বাড়ির সব কথা খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করল। তার কাছ থেকে জানতে পারল একে একে কিভাবে ট্রয়যুদ্ধ হতে প্রত্যাগমনের পর রাজা এ্যাগামেননের মৃত্যু ঘটে এবং কিভাবে রাণী ক্লাইতেমেস্ত্রার মৃত্যু হয় আর কিভাবেই বা ওরেস্টেস পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়।

সব কিছু শুনে বিস্ময়ে ও দুঃখে অভিভূত হয়ে গেল। যে ভাইকে সে একদিন কোলে পিঠে করে কত আদর করেছে তার শৈশবে তাকে কখনো সে বলি দিতে পারে না নিজের হাতে। তাছাড়া যে পাইলেদস্ বন্ধুর বিপদে তার জন্য জীবন বিপন্ন করে এত কিছু করতে পারে তাকেও সে বলি দিতে পারে না। তাই সে তাদের দুজনের জীবন রক্ষা করার জন্য চিন্তা করতে লাগল। কিন্তু আপাতত তার মনের কথা প্রকাশ করল না বাইরে বা নিজের পরিচয়ও দিল না ওরেস্টেস ও পাইলেদস্‌এর কাছে। সে শুধু তখনকার মত বন্দী দুজনকে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখার হুকুম দিল।

কারাগারে গিয়ে ওরেস্টেস ও পাইলেদস্ দুই বন্ধুতে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল। তারা ভাবল তাদের পরিত্রাণের কোন উপায় নেই। তাদের দুজনকেই মরতে হবে। তাদের দুজনকেই ওরা বলি দেবে সেই দেবীর কাছে যার বিগ্রহ মূর্তি ওরা গোপনে নিয়ে যেতে এসেছে।

নিশীথ রাতে হঠাৎ কারাগারের দরজাটা খুলে গেল এবং একটা জ্বলন্ত মশাল হাতে ইফিজেনিয়া একা প্রবেশ করল তার মধ্যে। ওরেস্টেসরা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু পরে দেখল ভয়ের কিছু নেই। এবার ইফিজেনিয়া নিজে তার আসল পরিচয় দান করল। ওরেস্টেস এবার জানতে পারল কিভাবে দেবী আর্তেমিস তার দিদি ইফিজেনিয়ার জীবন বাঁচিয়ে তাকে এই মন্দিরের পূজারিণী করে রাখে। ইফিজেনিয়া ও তার বাড়ির সব কথা আবার ওরেস্টেসের মুখ থেকে শুনল। সেই সঙ্গে এ্যাপোলো ওরেস্টেসের পাপস্খালনের জন্য দেবী আর্তেমিসের যে বিগ্রহ মূর্তি নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছে তাও শুনল।

কিন্তু এখন দারুণ সমস্যা দেখা দিল- ইফিজেনিয়ার সামনে। তরিসের লোকেরা যখন বিদেশীদের প্রাণবলির জন্য রক্তলোলুপ হিংস্র জন্তুর মত ছটফট করছে তখন কিভাবে তাদের জীবনরক্ষা করবে তা নিয়ে গভীরভাবে

ভাবতে লাগল সে। অনেক ভাবার পর অবশেষে একটা পরিকল্পনা খাড়া করল যাতে করে সে নিজেও মূর্তি নিয়ে তাদের সঙ্গে দেশে ফিরে যেতে পারে। ওদের সঙ্গে জাহাজ আছে জেনে আশা হলো কিছুটা।

ইফিজেনিয়া সেই রাতেই কারাগার থেকে সোজা রাজার কাছে চলে গিয়ে রাজাকে বলল, যে দুজন বিদেশী ধরা পড়েছে তারা দুজনেই পাপী; অনেক পাপকর্ম করেছে জীবনে। প্রচুর পাপকর্মের দ্বারা কলুষিত তাদের দেহ দেবীর কাছে এখন বলি দেওয়া চলবে না। এমন কি তাদের দৃষ্টির কলুষে দেবীর বিগ্রহ মূর্তিও কলুষিত হয়ে গেছে। এমত অবস্থায় সমুদ্রের জলে বন্দী দুজনকে ও সেই সঙ্গে দেবীমূর্তিকে স্নান করাতে হবে এবং একাজ তারই দ্বারা সম্ভব।

তাই ওদের সমুদ্রের কূল থেকে স্নান করিয়ে আনার পর ওদের বলিদানের ব্যবস্থা করা হবে।

রাজা থোয়াস পুরোহিতকে শ্রদ্ধা করত। তাকে একাজে নিযুক্ত করার সময় দেবীর আদেশ পায় সে। সে তাই ইফিজেনিয়ার কথা সরলভাবে বিশ্বাস করে তাকে সমুদ্রে যাবার অনুমতি দিল।

কোলে দেবীর বিগ্রহ মূর্তি আর হাতে যে দড়িতে বন্দী দুজন বাঁধা ছিল সেই দড়িটি নিয়ে ইফিজেনিয়া এগিয়ে চলল সমুদ্রকূলের দিকে। রাজা ও তরিসের অনেক লোক অপেক্ষা করতে লাগল।

সমুদ্রকূলে ঘাটের কাছে একটা পাহাড় ছিল। পাহাড়ের চূড়া থেকে ওরা ওদের অপেক্ষমান জাহাজটাকে ডাকতেই সেটা কাছে এল। ওরা তাড়াতাড়ি তাতে উঠে পড়তেই জাহাজ ছেড়ে দিল।

এদিকে পুরোহিতের ফিরে আসতে অত্যধিক দেরি হচ্ছে দেখে রাজা থোয়াস দলবল নিয়ে সমুদ্রকূলে চলে গেল। তখন সবেমাত্র ওদের জাহাজটা কূল থেকে যাত্রা করেছে।

তরিসের লোকেরা দ্রুতগামী জাহাজে করে ওদের অনুসরণ করার চেষ্টা করছিল। তার উপর একদল লোক পলাতকদের লক্ষ্য করে ভারী পাথর আর তীর ছোঁড়ার জন্য তৈরি হলো। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হলো না। কারণ প্রতিকূল বাতাস আর সমুদ্রতরঙ্গের প্রভাবে এগিয়ে যেতে পারল না ওদের জাহাজ। উল্টে তা কূলের দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। ওদের তখন সহজেই ধরে ফেলতে পারত রাজা থোয়াসের লোকেরা। কিন্তু সহসা এক অলৌকিক ঘটনায় স্তব্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে গেল সকলে।

সহসা এক তীব্র স্বর্গীয় দ্যুতিতে চোখদুটো ঝলসিয়ে যেতে লাগল রাজা থোয়াসের। এক দৈববাণী শুনে চমকে উঠল সে। দৈববাণী বলতে লাগল, শোন থোয়াস, আমি হচ্ছি প্যালাস এথেন, স্বর্গস্থ দেবতারা চান এই বিদেশীরা নিরাপদে ওদের দেশে ফিরে যাক। আমার বোন দেবী

আর্তেমিস আর তোমাদের মত এমন বর্বর লোকদের মাঝে বাস করবে না যারা দেবীর প্রসাদলাভের জন্ম নরবলি দেয়। তোমাদের মধ্যে সুমতি ফিরে এলে এবং শুভ বুদ্ধির উদয় হলেই সে আবার ফিরে আসবে। আপাততঃ আমার বোনের জন্ম অন্য শহরে অন্য মন্দিরে থাকার ব্যবস্থা হবে।

এই কথা শুনে রাজা থোয়াস ও তার লোকেরা ভয় পেয়ে গেল। তারা আর বিদেশীদের ধরার কোন চেষ্টা করল না। তখন অবাধে ওরা স্বদেশে ফিরে গেল। ইফিজেনিয়া আর্তেমিসের বিগ্রহ মূর্তিটিকে এথেন্স নগরীতে প্রতিষ্ঠিত করল।

এদিকে এক বছর পূর্ণ হয়ে গেলে যথাসময়ে বিচার শুরু হলো ওরেস্টেসের। বিচারসভা বসল প্যালাস এথেনের মন্দিরে। কয়েকজন বৃদ্ধ লোকের বেশ ধারণ করে বিচারে বসলেন স্বয়ং দেবতারা। প্রধান বিচারক নিযুক্ত হলেন এরোপেগাস।

ওরেস্টেস তার পাপের কথা সবিস্তারে খুলে বলল। অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করল সব কিছু।

অবশেষে বিচারকদের মধ্যে ভোটদানের কাজ শুরু হলো। যাঁরা আসামীর পক্ষে মুক্তির সপক্ষে ভোট দিতে চান তাঁরা একটি করে সাদা পাথর একটি পূজাপাত্রে রাখতে লাগলেন আর যাঁরা আসামীর শাস্তির পক্ষে ভোট দিতে চান তাঁরা একটি করে কালো পাথর ফেলে দিতে লাগলেন সেই পাত্রে।

ওরেস্টেস পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্ম মাতার জীবন নাশ করেছে। দেবতাদের ভোটদানের পর দেখা গেল তার পক্ষে ও বিপক্ষে সমান সমান সাদা ও কালো পাথর পড়েছে। অর্থাৎ পাপ পুণ্যের পরিমাণ সমান এ ব্যাপারে। এক্ষেত্রে তার শাস্তি বা মুক্তি কিছুই হতে পারে না। কিন্তু এমন সময় সহসা প্যালাস এথেন সশরীরে আবির্ভূত হয়ে একটি সাদা পাথর ফেলে দিলেন পূজাপাত্রে। এইভাবে ওরেস্টেসেরই জয় হলো। সে অভিশাপমুক্ত হলো।

এরপর উপযুক্ত রাজকীয় মর্যাদার সঙ্গে নিজের রাজ্যে ফিরে গেল ওরেস্টেস। রাজ্যের লোকরা তাকে রাজা বলে এবার অকুণ্ঠভাবে মেনে নিল পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে। কিছুদিনের মধ্যে মেনেলাস ও হেলেনের কন্যা হার্মিওনকে বিয়ে করল ওরেস্টেস। আগে মেনেলাস একিলিসের পুত্রের সঙ্গে তার কন্যার বিয়ে দেবে বলে কথা দিয়েছিল। তাই হার্মিওনকে লাভ করার জন্ম একিলিসের পুত্রকে যুদ্ধে হারাতে হলো।

সব গ্রীকবীরেরা একে একে স্বদেশে ফিরে এলেও একমাত্র ওডেসিয়াস ফিরল না তখনো। ট্রয়যুদ্ধে পুরো দশটি বছর লেগে যাবার পর বাড়ি ফেরার

পথে সমুদ্রে জাহাজডুবি হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল ওডেসিয়াস। ওদিকে তার দীর্ঘ বিরহে কত দুঃখে দিন কাটাতে লাগল তার বিশ্বস্ত গুণবতী স্ত্রী পেনিলোপ। পিতার মুখদর্শন না করেই দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল তার পুত্র টেলিমেকাস।

ওডেসিয়াস তার প্রত্যাবর্তনপথে যে বিপদের মধ্যে পড়েছিল তার জন্য তার ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে তার দোষও ছিল।

ট্রয়নগরী লুণ্ঠন করে প্রচুর ধনরত্ন লাভ করে ওডেসিয়াস। তাই নিয়ে তারা স্বদেশে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হলো। জাহাজে উঠতে যাবে এমন সময় দুর্মতিবশতঃ হঠাৎ তার ইচ্ছা হলো সমুদ্রকূলবর্তী একটি দেশ তারা আবার লুণ্ঠন করবে। সিকন নামে এক দুর্ধর্ষ জাতি সে দেশে বাস করে। ওডেসিয়াস তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে সে দেশের রাজধানীটা দখল ও লুণ্ঠন করল। তারপর সে আর দেরি না করে সেই মুহূর্তেই জাহাজ ছেড়ে দেবার আদেশ দিল। কিন্তু তার নাবিক ও লোকজনেরা কুঁড়েমি করে গল্প করে সময় কাটাতে লাগল। এই অবসরে সিকনরা তাদের দেশের গ্রামাঞ্চল থেকে অনেক সৈন্য সংগ্রহ করে আক্রমণ করলো ওডেসিয়াসকে। ফলে আবার যুদ্ধ হলো। সে যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ওডেসিয়াস জয়লাভ করলেও তাতে তার অনেক লোকজন নিহত হলো। এরপর আর কালবিলম্ব না করে জাহাজ ছেড়ে দিলেও প্রতিকূল বাতাস আর সমুদ্রতরঙ্গের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করে যেতে হলো তাদের। ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক ঝড় তাদের জাহাজের সব পাল ছিঁড়ে খুঁড়ে দিয়ে তাদের জাহাজগুলো আসল পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

দশদিন এইভাবে প্রচণ্ড ঝড় আর তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করার পর ওডেসিয়াসরা একটি দ্বীপে গিয়ে পৌঁছল। দ্বীপটাতে কি ধরনের লোক বাস করে তা দেখার জন্য তিনজন লোককে খোঁজ নিতে পাঠাল ওডেসিয়াস।

পরে জানল সে এক অদ্ভুত মায়াবী দ্বীপ। অদ্ভুত এক দেশ। সেখানে যারা থাকে তারা সবাই হলো অলস অকর্মন্য ফলভোজী। তাদের একমাত্র খাদ্য হলো লোটাস নামে এক প্রকার ফল। যারা তাদের কাছে যায় তারা তাদের অকাতরে সে ফল দান করে। সেই ফল খাবার সঙ্গে সঙ্গে যে কোন বিদেশী এমন অলস অকর্মণ্য ও মোহমুগ্ধ হয়ে পড়ে যে সে আর এ দ্বীপ ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না। সে দ্বীপের চারদিকেই আছে বড় বড় লোটাস গাছ আর তার ডালে ডালে আছে ফুল আর ফল।

ওডেসিয়াস যখন দেখল যে লোক তিনটেকে সে দেখতে পাঠিয়েছে তারা ফিরে আসছে না বহুক্ষণ কেটে গেলেও তখন সে নিজেই দ্বীপের ভিতর চলে গেল তাদের সন্ধানে। পরে বুঝল সে দ্বীপের সেই মায়াবী ফল খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে আছে তারা। বিচক্ষণ ওডেসিয়াস এর পরিণতি কি তা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে তাদের জোর করে টেনে আনল এবং তার আর কোন লোক যাতে

দ্বীপে গিয়ে সেই ফল খেতে না পারে তার জন্ত জাহাজটা ছেড়ে দিল।

এরপর ওডেসিয়াসের জাহাজটা থামল, এক অদ্ভুত দ্বীপে। সেখানে সমুদ্র-কূলবর্তী পাহাড়ের চূড়া থেকে সব সময় ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। দেখে মনে হয় পাহাড়টার ভিতর যেন আগুন জলছে সব সময়। পরে ওডেসিয়াস বুঝল সে দ্বীপে সাইক্লোপ নামে এক দুর্ধর্ষ দৈত্যরা বাস করে। তারা একেবারে বর্বর ও অসভ্য; বাইরের জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই এবং কোন বিদেশীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় না। তারা কৃষিকার্য করে না। পশুপালনই এদের একমাত্র জীবিকা। পশুর মাংস আর বুনো গাছপালার শিকড় আর পাতাই তাদের খাত্ত। বিরাটাকায় তাদের চেহারা আর তাদের কপালে মাত্র একটা করে চোখ আছে।

কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে ওডেসিয়াস জাহাজ থেকে নেমেই বারো জন লোক তার জাহাজ থেকে বাছাই করে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দ্বীপটাকে ঘুরে দেখার জন্ত। জাহাজটাকে কূলে নোঙর করে রাখল।

কিছুদূর গিয়েই পাহাড়ের ধারে ঝোপে ঢাকা এক গুহার মুখ দেখল। তারা গুহার ভিতর ঢুকে দেখল ভিতরটা শুধু ভেড়া আর ছাগলের ছানায় ভর্তি। তাছাড়া রয়েছে অনেক দুধ, দই আর মাখন। ওডেসিয়াস তার সঙ্গীদের নিয়ে সেই দুধ দই খুব খেল সাধ মিটিয়ে। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল সেই গুহার মালিকের জন্ত।

সেই গুহায় পলিফেমাস নামে এক সাইক্লোপজাতীয় দৈত্য বাস করত। সে ছিল ভীষণ নিষ্ঠুর প্রকৃতির। সে নরমাংস ভক্ষণ করত আর তার নিজের জাতির লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করত না বলে একা একা একটা গুহায় বাস করত।

রাত্রি হতেই পলিফেমাস তার পশুর পাল সঙ্গে করে বাসায় ফিরল। ভেড়া আর ছাগলগুলোকে গুহায় ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে কাঠের এক বিরাট বোঝা কাঁধ থেকে নামাল। তারপর গুহাতে ঢুকেই সে এমন এক বিরাট পাথর গুহার মুখের উপর চাপা দিয়ে দিল যা কোন মানুষ তো দূরের কথা একটা মাল-গাড়িতেও টানতে পারবে না।

পলিফেমাস গুহার ভিতর ঢুকে ভেড়া আর ছাগলগুলোকে দুইল। সেই দুধ থেকে কিছু মাখন তুলল আর কিছু রাত্রিতে খাওয়ার জন্ত রাখল। পরে সে আগুন জালতেই তার আভায় আগন্তুকদের দেখতে পেল।

বিদেশীদের তার গুহার ভিতর দেখতে পেয়েই রেগে গেল পলিফেমাস গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, কে তোরা?

একমাত্র ওডেসিয়াস ছাড়া ভয়ে তার কথার কেউ উত্তর দিতে পারল না। ওডেসিয়াস বলল, আমরা অসহায় পথিক। আমাদের জাহাজ ডুবে গেছে সমুদ্রে। জিয়াসের নামে আমাদের দয়া করে আশ্রয় দাও।

ওডেসিয়াসের কথা শুনে হেসে উঠল পলিফেমাস। বলল, আমি কোন ঠাকুর দেবতা মানি না।

এই বলে সে তৎক্ষণাৎ ওডেসিয়াসের দুজন নাবিককে ধরে পাথরের মেঝের উপর ঠুঁকে তাদের ঘাড় মটকে রক্তসমেত খেয়ে ফেলল। তারপর দুধ দিয়ে কুলকুচি করে মুখ ধুয়ে ফেলল। মুখ ধুয়ে মেঝের উপর পড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল। গভীর রাতে ওডেসিয়াস একবার ভাবল সে তার ধারাল তরবারিটা ঘুমন্ত পলিফেমাসের বুকের মধ্যে আমূল বসিয়ে দেবে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল তাহলে সেই বিরাট পাথরটা গুহার মুখ থেকে তারা কিছুতেই সরাতে পারবে না। ফলে কোনদিন বেরোতে পারবে না গুহা থেকে। তাই তারা তা করল না।

এদিকে সকাল হতেই পলিফেমাস ঘুম থেকে উঠে ভেড়া ও ছাগলগুলোকে বার করে দিল। তারপর তার প্রাতরাশের জন্য আরো দুটো লোককে হত্যা করে খেয়ে ফেলল। খেয়ে গুহার মুখে সেই পাথরটা চাপিয়ে দিয়ে পশু চরাতে চলে গেল।

ওডেসিয়াস মনে জোর নিয়ে মুক্তির উপায় খুঁজতে লাগল। হঠাৎ সে গুহার মধ্যে দেখতে পেল অলিভকাঠের তৈরি প্রকাণ্ড গদার মত একটা জিনিস পড়ে রয়েছে। ও সেটার একটা দিকে ছুঁচের মত সরু করে তা আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করে নিল।

সন্ধ্যে হতে পলিফেমাস গুহাতে ফিরে পশুগুলোকে দুইয়ে আবার দুজন লোককে ধরে তেমনি করে খেয়ে ফেলল। তারপর নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল। সে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়তেই ওডেসিয়াস তার বাকি লোকদের সাহায্যে সেই ছুঁচলো লাঠিটা পলিফেমাসের চোখের ভিতর সজোরে ঢুকিয়ে দিল। তার অন্ধ হয়ে যাওয়া চোখের ভিতর থেকে রক্ত বার হতে লাগল।

পলিফেমাস চিৎকার করতে লাগল যন্ত্রণায়। সে হাত বাড়িয়ে ওডেসিয়াসদের ধরার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কাউকে তার হাতের কাছে পেল না। পরদিন পলিফেমাস যখন তার ভেড়া আর ছাগলগুলোকে চরাতে নিয়ে যাবার জন্য গুহা থেকে বার করছিল তখন ওডেসিয়াস তার লোকদের ও নিজেকে কয়েকটা বড় ভেড়ার পেটের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে তাদের সঙ্গে বেরিয়ে এল গুহা থেকে। তারপর বাইরে এসে বাঁধন খুলে পালিয়ে গেল নিজেদের জাহাজে। পলিফেমাস এসব কিছুই জানতে পারল না।

ওডেসিয়াসরা জাহাজে উঠে পলিফেমাসকে বলল, হে নরখাদক সাই-ক্লোপ, কেউ যদি বলে তোমার চোখ এভাবে কে নষ্ট করল তাহলে তুমি বলবে ইথাকার ওডেসিয়াস এই কাজ করেছে।

পলিফেমাস তখন সব কিছু জানতে পেরে সমুদ্রদেবতা নেপচুনের কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করে বলল, হে পরম পিতা, যারা আমার সঙ্গে বিশ্বাস-

ঘাতকতা করে এই কাজ করেছে তুমি তাদের বিপদ ও ধ্বংস এনে দিও।

পলিফেমাসের এই আবেদন ব্যর্থ হয়নি একেবারে।

এদিকে ওডেসিয়াস এবার এক নির্দিষ্ট কূলে গিয়ে তাদের দেশের অন্যান্য জাহাজের সঙ্গে মিলিত হলো। আনন্দে দেবতাদের উদ্দেশ্যে পশু বলি দিয়ে জাহাজের মধ্যে এক ভোজসভার আয়োজন করল। কিন্তু তখন ঘুণাক্ষরেও একবার বুঝতে পারল না, স্বয়ং দেবতারাই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন তাকে বিপাকে ফেলার জন্য।

এরপর ওডেসিয়াস পবনরাজ ইওনাসের রাজ্যে গিয়ে উঠল। ইওনাস কিন্তু বড় অতিথিবৎসল। ইওনাস ট্রয়যুদ্ধের কাহিনী শোনার জন্য ওডেসিয়াসদের একমাস তার প্রাসাদে রেখে দিল পরম যত্নে।

কিন্তু একমাস গত হতেই ওডেসিয়াস দেশে ফিরে যাবার জন্য জেদ ধরল। তখন রাজা ইওনাস ওডেসিয়াসের নিরাপদ নির্বিঘ্ন সমুদ্রযাত্রার জন্য তার অধীনস্থ সমস্ত প্রতিকূল বাতাসগুলিকে একটা চামড়ার থলের ভিতর ভরে তার হাতে দিয়ে বলল, এই থলেটা খুব যত্নের সঙ্গে হাতে হাতে রাখবে। এর মুখটা যেন কখনো কেউ না খোলে। তাহলে প্রতিকূল বাতাসগুলো বেরিয়ে গিয়ে বিপদ ঘটাবে তোমার। একমাত্র শান্ত পশ্চিমা বায়ু তোমার অনুকূলে বয়ে গতি দান করবে তোমার জাহাজকে।

ওডেসিয়াস অনুকূল বাতাস পেয়ে আনন্দে জাহাজ ছেড়ে দিল। জন্মভূমির পথে নির্বিঘ্নে এগিয়ে যেতে লাগল তার জাহাজ। এইভাবে নয়দিন নিরাপদে কেটে গেল। দূর দিগন্তে ইথাকার বনরেখা দেখা যেতে লাগল। আর কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই দেখে ওডেসিয়াস সেই বাতাস ভরা চামড়ার থলেটি এক জায়গায় মুখ বাঁধা অবস্থায় রেখে ঘুমিয়ে পড়ল গভীরভাবে। ভাবল এবার তার জাহাজ নির্বিঘ্নে অন্ধকারের মধ্যেই তাদের জন্মভূমির কূলে নিয়ে ভিড়বে। প্রায় দীর্ঘ কুড়ি বছর পর সে তার প্রিয়তম স্ত্রী ও পুত্রের মুখ দেখবে।

ওডেসিয়াস যখন গভীরভাবে ঘুমোচ্ছিল তখন তার নাবিক ও লোকজনরা ভাবল, ঐ থলেটা ওডেসিয়াস সব সময় চোখে চোখে রাখে, একবারও হাত ছাড়া করে না। নিশ্চয় ওর ভিতর অমূল্য ধনরত্ন আছে যা সে কোন রাজ্য জয় করে পেয়েছে। লোভ আর কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে তারা থলের মুখটা খুলে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রতিকূল বাতাসগুলো গর্জন করতে করতে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে মুহূর্তে তুফান তুলল সমুদ্রের বুকে। জাহাজের গতি ফিরে গেল। ভিন্নমুখী পরস্পরবিরুদ্ধ তাদের আঘাতে এলোমেলোভাবে দুলতে লাগল জাহাজটা।

নাবিকরা তখন নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তীব্র অনুশোচনায় হা হুতাশ করতে লাগল। কিন্তু আর কোন উপায় নেই। ঝড়ের প্রচণ্ড

গর্জনে ও জাহাজের ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙে গেল ওডেসিয়াসের। উঠে সব কিছু শুনে বুঝতে পেরে দুঃখে ও হতাশায় সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল। কোন রকমে সামলে নিয়ে হাল ধরল। কিন্তু জাহাজটার গতি কোনমতেই নিয়ন্ত্রিত করতে পারল না। জাহাজটা সমুদ্র থেকে আবার ইওনাসের রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হলো।

অনুতপ্ত চিত্তে রাজা ইওনাসের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইল ওডেসিয়াস। কিন্তু তীব্র ঘৃণা ও রাগের সঙ্গে তার সব আবেদন প্রত্যাখ্যান করল ইওনাস। বলল, দূর হয়ে যাও অপদার্থ কোথাকার। তুমি আমার দানের সম্পূর্ণ অযোগ্য। তুমি দেবতাদের ঘৃণ্য।

এইভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আবার অকূল সমুদ্রে জাহাজ ভাসিয়ে দিল ওডেসিয়াস। এবার আবার সমুদ্রে অনুকূল প্রতিকূল কোন বাতাসই নেই। শত চেষ্টা সত্ত্বে জাহাজটা প্রায় চলেই না।

এক সপ্তা এমনি করে চলার পর লেস্ট্রিগনি নামে একটা দ্বীপে এসে থামল ওদের জাহাজটা। ওডেসিয়াস একটা পাহাড়ের কূলে ধারে জাহাজটাকে নোঙর করে পাহাড়টার উপরে উঠে এ দ্বীপের অধিবাসীরা কেমন তা দেখতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখল এ দ্বীপের অধিবাসীরাও মানুষখেকো এক ধরনের দৈত্য। তারা বিদেশী জাহাজ দেখেই দল বেঁধে ছুটে এসে বড় বড় পাথর ছুঁড়তে লাগল। ওডেসিয়াসের দলের যে সব লোক তাদের বাধা দিতে এগিয়ে গেল তাদের বর্শাবিদ্ধ করে মেরে ফেলল তারা। তারাও সাইক্লোপদের মত মানুষ মেরেই খেয়ে ফেলে।

ওডেসিয়াস বুদ্ধি করে জাহাজের নোঙর খুলে জোর দাঁড় টেনে জাহাজ টাকে দূরে ওদের নাগালের বাইরে নিয়ে গেল।

এরপর আর একটা নতুন দ্বীপে গিয়ে পোঁছল তারা। কিন্তু দুদিনের মধ্যেও ওডেসিয়াস জানতে পারল না এ দ্বীপে কারা বাস করে। দুটি দিন সে জাহাজের মধ্যেই শুয়ে বসে কাটাল। তৃতীয় দিন উঠে জাহাজ থেকে নেমে গিয়ে নিকটবর্তী একটা বন থেকে একটা হরিণ শিকার করে নিয়ে এল।

আজকাল ওডেসিয়াসরা অনেক ঘা খেয়ে সতর্ক হয়ে গেছে। এখন আর দ্বীপের ভিতর লোক পাঠায় না। জাহাজ থেকে যতটা পারা যায় লক্ষ্য করে চারদিকে তাকিয়ে।

হরিণ মেরে এসে তাই দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সেরে ওডেসিয়াস শুনতে পেল দূরে বনের ভিতর একটা জায়গায় ধোঁয়া উঠছে। নিশ্চয় সেখানে কোন লোকবসতি আছে ভেবে সেখানে সাবধানে লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করল ওডেসিয়াস। ঠিক করল তার বিশ্বস্ত সহকারী ইউরিলোকাস জাহাজে থেকে জাহাজ পাহারা দেবে। সে ছাড়া আর সবাই দুটি দলে বিভক্ত হয়ে দুদিকে

যাবে। কিন্তু আগে পরীক্ষা করে বলল ইউরিলোকাসকে দ্বীপের অধিবাসীদের সন্ধানে যেতে হবে। তখন সে বারো জন লোক নিয়ে গিয়ে দ্বীপের ভেতর সব অবস্থা লক্ষ্য করতে এগিয়ে গেল। বাকি লোকজন জাহাজের কাছে গেল।

ধোঁয়া লক্ষ্য করে সেই বনের মাঝখানে গিয়ে তারা দেখল সেইখানে সেই গভীর বনের ভিতর একটা পাথরের বড় বাড়ি রয়েছে আর তার চার দিকে সিংহ আর নেকড়ে বাঘ পাহারা দিচ্ছে। ইউলোকাসদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে যত সব প্রহরারত সিংহ আর নেকড়েগুলো পোষা কুকুরের মত লেজ নেড়ে ওদের পায়ের উপর লুটোপুটি খেতে লাগল। এতে সাহস পেয়ে ইউরিলোকাসরা আরো কিছুটা এগিয়ে গেল বাড়ির দিকে।

হঠাৎ তারা শুনতে পেল বাড়ির ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে এক মধুর সঙ্গীতের আওয়াজ আসছে। পরে দেখল এক পরমা সুন্দরী সূচীশিল্পের কাজ করতে করতে গান গাইছে আপন মনে।

ইউরিলোকাস ও তার লোকজনদের ডাকাডাকিতে সেই নারী তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সাদর অভ্যর্থনায় তাকে বাড়ির ভিতরে যাবার জন্য আহ্বান জানাল। একমাত্র ইউরিলোকাস ছাড়া আর সবাই ভিতরে গেল সেই মায়াবিনী নারীর আহ্বানে। ইউরিলোকাস নিজে বাইরে দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ধ মনে সব কিছু লক্ষ্য করতে লাগল।

ইউরিলোকাস ভিতরে যায়নি ভালই হয়েছে। কারণ তার সঙ্গীরা ভিতরে যেতেই সেই মায়াবিনী তাদের প্রথমে মাংস আর মদ দিয়ে আপ্যায়িত করেছে। তারপরই তাদের পিঠে হাত বুলিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তারা সবাই শুয়োরে পরিণত হয়ে গেছে। বাড়িটার চারদিকে প্রহরারত সিংহ আর নেকড়েগুলোও আগে মানুষ ছিল। পরে ঐ মায়াবিনীর স্পর্শে হিংস্র জন্তুতে পরিণত হয়েছে। ইউরিলোকাসের চোখের সামনে তার সঙ্গীরা শুয়োরে পরিণত হয়ে ভূষি খেতে লাগল। তা দেখে ইউরিলোকাস ছুটে জাহাজে পালিয়ে গেল।

ইউরিলোকাসের মুখ থেকে সব কথা শুনে ওডেসিয়াস রেগে তার তরবারি ও তীর ধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বলল, আমার লোকজনদের এই অবস্থায় ফেলে রেখে আমি চলে যেতে পারি না।

ওডেসিয়াস ইউরিলোকাসকে পথ দেখিয়ে সেইখানে তাকে নিয়ে যেতে বলল। কিন্তু পাছে সেখানে গেলে তাকে শুয়োরে পরিণত করে তোলে সেই মায়াবিনী এই ভয়ে সে আর যেতে রাজী হলো না। তখন ওডেসিয়াস একাই অস্ত্র নিয়ে চলে গেল সেখানে।

বনপথে যেতে যেতে ওডেসিয়াস এক অতি সুন্দর যুবাপুরুষকে দেখল। এই যুবাপুরুষ হলেন স্বয়ং দেবতা হার্মিস। দেবী এথেনের নির্দেশে তিনি সাবধান করে দিতে এসেছেন ওডেসিয়াসকে। হার্মিস তাকে এমন একটি ছোট চারাগাছ দিলেন যার শিকড়গুলো খুব কালো অথচ ফুলগুলো সাদা

দুধের মত। এ গাছ একমাত্র দেবতা ছাড়া কোন মানুষ তুলতে পারে না। এই গাছ কাছে থাকলে কোন মায়াবিনীর অশুভ মন্ত্র মোটেই কাজ করতে পারে না। হার্মিস ওডেসিয়াসকে সাবধান করে দিয়ে বলল, এই দ্বীপটা হলো এক মায়াবিনী যাদুকরীর দ্বীপ। তার কাছে মানুষ গেলে আর ফিরে আসতে পারে না; মন্ত্রবলে তাকে সে রোজ পশুতে পরিণত করে রাখে।

দেবতার সতর্কবাণী সত্ত্বেও মায়াবিনীর সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির হলো ওডেসিয়াস। অন্য সকলের মত সেও তাকে ডাকতে লাগল বাইরে থেকে। তখন সেই মায়াবিনী যথারীতি বেরিয়ে এসে তাকে বাড়ির ভিতর সাদরে নিয়ে গিয়ে মাংস মদ আর তার ওষুধ মেশানো মধু খেতে দিল। ওডেসিয়াস কোন আপত্তি না করে সব কিছু চিবিয়ে খেয়ে নিল। কিন্তু তারপর মায়াবিনী যখন তার পিঠে হাত বোলাতে লাগল তখন সে উঠে দাঁড়িয়ে তার তরবারি বার করল। হার্মিসের দেওয়া সেই ওষধির বলে মায়াবিনীর যাদুমন্ত্র কোন কাজ করল না। তখন মায়াবিনী ব্যাপারটা বুঝতে পেরে অনুতপ্ত চিত্তে ওডেসিয়াসের পায়ের উপর পড়ে ক্ষমা চাইল। বলল, বুঝেছি তুমি বীর ওডেসিয়াস। আমাকে ক্ষমা করো। আজ থেকে তুমি আমার পরম বন্ধু হলে। আমার থেকে তোমার আর কোন ক্ষতি হবে না।

ওডেসিয়াস বলল, আগে তোমার সততার প্রমাণস্বরূপ আমার লোকজনদের শুয়োর থেকে মানুষে পরিণত করো। পরে তোমার কথায় বিশ্বাস করব। তা না হলে তোমাকে এখনই বধ করব।

ওডেসিয়াসের কথা শুনে মায়াবিনী শুয়োররূপী সেই সব লোকদের গায়ে তেল মাখিয়ে মন্ত্র পড়ে আবার মানুষে পরিণত করল। ওডেসিয়াস দেখল তার লোকরা আগের থেকে অনেক বেশী স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর হয়ে উঠেছে।

মায়াবিনী এবার তার সব যাদুবিদ্যা ঝেড়ে ফেলে হাসিমুখে সহজভাবে ব্যবহার করতে লাগল ওডেসিয়াসের সঙ্গে। প্রচুর খাদ্য ও পানীয় দিয়ে তাদের আপ্যায়িত করল আপন জনের মত। ওডেসিয়াস তখন তার জাহাজ থেকে সব নাবিকদের নিয়ে এল। মায়াবিনী তাদের সকলের জন্য এক বড় ভোজসভার আয়োজন করল।

মায়াবিনী ওডেসিয়াসকে এমনভাবে আদর যত্ন করতে লাগল যে সে তাকে ছেড়ে যেতে পারল না। তাছাড়া সুন্দরী মায়াবিনীর রূপসৌন্দর্যে এমন ভাবে মোহমুগ্ধ হয়ে পড়ল ওডেসিয়াস যে সে দিনের পর দিন মাসের পর মাস রয়ে গেল সেখানে। এইভাবে একটি বছর কেটে গেল। তারা বাড়ি ফেরার কথা সব ভুলে গেল। ভুলে গেল সমস্ত দুঃখ কষ্টের কথা। ভুলে গেল সিকনদের মারণাস্ত্র, লোটাস দ্বীপের মায়াবী ফাঁদ, মানুষখেকো সাইক্লোপদের আক্রমণ, লেস্ট্রিগোনিয়ার দৈত্যদের হিংস্রতা ও প্রতিকূল বাতাস ও সমুদ্র তরঙ্গের প্রচণ্ড আঘাত—সব কিছু ভুলে গেল তারা।

অবশেষে ওডেসিয়াসের নাবিকদের একদিন বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল। তারা বাড়ি ফেরার জন্য চাপ দিতে লাগল ওডেসিয়াসের উপর। স্ত্রীপুত্রদের দেখার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল সবাই।

সঙ্গীদের কথায় এবার চৈতন্য হলো ওডেসিয়াসের। দীর্ঘদিনের মোহনিদ্রা থেকে সে যেন জেগে উঠল হঠাৎ। মায়াবিনীর মন বুঝে একসময় তার কাছে বাড়ি যাবার কথাটা তুলল ওডেসিয়াস। মায়াবিনীও আর তাতে বাধা দিল না। বরং সাহায্য করতে চাইল। মায়াবিনী ওডেসিয়াসকে প্রথমে নরকে গিয়ে অন্ধ ভবিষ্যদ্বক্তার প্রেতাত্মার কাছ থেকে পরামর্শ আনার কথা বলল।

সঙ্গীদের রেখে সাহসের সঙ্গে একদিন মৃত্যুপুরীতে চলে যেতে পারত ওডেসিয়াস। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হলো না। মায়াবিনী তাদের চাপিয়ে তাদের সঙ্গে একটা ভেড়া আর একটা ভেড়ী দিল। সেই ভেড়া ভেড়ী বলি দিয়ে প্রেতপুরীর দেবতাদের সন্তুষ্ট করবে তারা। এলপীনর নামে একটি নাবিক ছাড়া সকলেই গিয়ে জাহাজে উঠল। এলপীনর ছাদে ঘুমোচ্ছিল। জাহাজে গিয়ে রওনা হবার জন্য সকলে ডাকাডাকি করতেই এলপীনর ঘুমের ঘোরে হঠাৎ ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে। ঘাড় ভেঙ্গে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু ঘটে।

মায়াবিনী ওদের জন্য অনুকূল বাতাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। অনুকূল বাতাস পেয়ে ওদের জাহাজ প্রথমে নির্বিঘ্নে এগিয়ে চলল। তারপর অন্ধকার ঘনিয়ে এল ওদের চারদিকে। ওরা এসে পড়ল ওসিয়ানাসের চির অন্ধকার এলাকায়। ওটা হচ্ছে সিমেরিয়া নামে চির অন্ধকারের এক দেশ। সেখানকার রাত্রি কখনো শেষ হয় না। সেই অন্ধকারের মধ্যে ওদের জাহাজটা চলতে চলতে একটা কূলে এসে ভিড়ল আপনা থেকে। ওডেসিয়াস বলল, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা করো এখানে।

সে জায়গায় ফ্লেগেথন, কসিটাস আর স্টাইক্স নামে তিনটি নদী এসে মিলিত হয়েছে। সেইখানে কূলের উপর নেমে মায়াবিনীর নির্দেশমত একটি পরিখা খনন করল ওডেসিয়াস। তারপর পশু দুটিকে বলি দিল যাতে তাদের রক্ত সেই পরিখার মধ্যে গিয়ে পড়তে পারে। এরপর মদ মধু আর দুধের অঞ্জলি দিয়ে টাইরেসিয়াসের নাম ধরে বারবার ডাকতে লাগল ওডেসিয়াস। তার ডাক শুনে মৃত্যুপুরী থেকে বহু অবাঞ্ছিত প্রেতাত্মা এসে ভিড় করতে লাগল কোন এক জীবন্ত প্রাণীর টাটকা তাজা রক্ত পান করার জন্য। ওডেসিয়াসকে শেষে তার তরবারি বার করে তাদের তাড়া করতে হলো। কারণ এ রক্ত একমাত্র টাইরেসিয়াসের প্রেতাত্মা পান করবে বলেই পশু বলি দেওয়া হয়েছে।

সর্বপ্রথম ওডেসিয়াসের সামনে এসে দাঁড়াল সদ্যমৃত এলপীনরের প্রেতাত্মা। এসেই সে বিক্ষোভ জানাল, কারণ তার মৃতদেহটা এখনো

সেই মায়াবিনীর প্রাসাদেই পড়ে আছে। তার সৎকার করা হয়নি। ওডেসিয়াস তাকে আশ্বাস দিল, 'তোমার মৃতদেহ ভস্মীভূত করে সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করব আমি।' তখন শান্ত হয়ে চলে গেল এলপীনরের প্রেতাত্মাটা।

এরপর এল ওডেসিয়াসের মা এ্যান্টিক্লীয়ার প্রেতাত্মা। ওডেসিয়াস তার মার মৃত্যুর কথাটা জানত না এর আগে পর্যন্ত। সে তার মাকে জীবিত অবস্থায় দেখে বাড়ি থেকে রওনা হয় ট্রয়যুদ্ধের জন্ম। কিন্তু রক্তপানের জন্য তার মার প্রেতাত্মার ছায়াশরীরটা দু হাত বাড়িয়ে দিতেই কর্তব্যের খাতিরে তরবারি দিয়ে সে হাত সরিয়ে দিতে হলো ওডেসিয়াসকে।

এরপর এল টাইরেসিয়াসের প্রেতাত্মা। সে এল একটা সোনার লাঠিতে ভর দিয়ে। সে এসেই প্রথমে সেই টাটকা পশু রক্ত পান করল প্রাণ ভরে। তারপর কণ্ঠে জোর পেয়ে তার ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করতে লাগল। সে বলল, হে ওডেসিয়াস, জেনে রাখো, তোমার ঘরে ফেরার যাত্রাপথ খুব একটা সুখের হবে না। কারণ সমুদ্রদেবতা নেপচুন সাইক্লোপদের জন্য রেগে আছেন তোমার উপর। কিন্তু যাই হোক, সব বিপদ তোমার কেটে যাবে একে একে। তবে তোমাকে ত্রিনাক্রিয়ার উপকূলে একবার যেতে হবে। কিন্তু সেখানকার গোচারণ ক্ষেত্রে যে সব রাখালদের দেখতে পাবে তাদের যেন কোন ক্ষতি করো না। তাদের হত্যা করলেই তোমার জাহাজ ও লোকজন সব ধ্বংস হয়ে যাবে। চরম দুর্দশার মধ্যে তুমি কোনরকমে বাড়ি ফিরলেও বাড়িতে দেখবে দারুণ গোলমাল চলছে। অবশেষে সমুদ্রেই তোমার মৃত্যু ঘটবে।

টাইরেসিয়াসের প্রেতাত্মা চলে যেতেই ওডেসিয়াসের মার প্রেতাত্মা আবার এল। এবার রক্ত পান করে কথা বলতে লাগল সে প্রেতাত্মা। বলল, তোমার কথা ভেবে ভেবে জীবিত অবস্থাতেই প্রাণ ত্যাগ করেছি আমি। কিন্তু তোমার পিতা লার্তেস এখনো জীবিত আছে। তোমার স্ত্রী পেনিলোপ এখনো অশ্রুপূর্ণ নয়নে বসে আছে তোমার প্রতীক্ষায়।

আবেগের সঙ্গে ওডেসিয়াস তার মার প্রেতাত্মাকে জড়িয়ে ধরতে যেতেই অদৃশ্য হয়ে গেল সেই ছায়াশরীরটা।

এরপর একে একে বহু সুন্দরী রমণী ও বড় বড় বীরদের প্রেতাত্মার আবির্ভাব হলো। প্রথমে এল বীর এ্যাগামেননের আত্মা। এ্যাগামেনন তাকে বলল কি ভাবে তার স্ত্রী তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাকে হত্যা করিয়েছে তার অবৈধ প্রণয়ীকে দিয়ে। পরে সে তার পুত্র ওরেস্টেসের খবর জিজ্ঞাসা করল; কিন্তু ওডেসিয়াস সে বিষয়ে কিছুই বলতে পারল না। এ্যাগামেননের পর এল একিলিসের প্রেতাত্মা। ওডেসিয়াসের কাছ থেকে তার পুত্র নিওটলেমাসের বীরত্বের কথা জানতে পেরে খুশি হলো একিলিস। ওডেসিয়াস

তাকে বলল, তুমি ত এই মৃত্যুপুরীতে রাজার মত মর্যাদার সঙ্গে আছ। তখন একিলিস বলল, এই মৃত্যুপুরীতে রাজকীয় মর্যাদায় থাকার চেয়ে মর্ত্যভূমিতে গিয়ে ক্রীতদাস শ্রমিক হিসাবে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকা অনেক ভাল।

এর পর আরো অনেকের প্রেতাত্মা একে একে ভিড় করে এলে ওডেসিয়াস দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে তার জাহাজে গিয়ে চেপে জাহাজ ছেড়ে দিল। জাহাজে করে আবার সেই মায়াবিনীর দ্বীপে গিয়ে উঠল ওডেসিয়াস। তার প্রতিশ্রুতি মত এলপীনরের মৃতদেহের সৎকার করল। এবারেও মায়াবিনী তাদের সকলের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করল। তার কাছে মৃত্যুপুরীর সব ঘটনা শুনল একে একে। পরে তার যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিল।

এবারেও যাবার সময় অনুকূল বাতাস পেল ওডেসিয়াস। এবার তারা গিয়ে উঠল সাইরেণদের দ্বীপে এই দ্বীপে সাইরেণ নামে একদল মায়াবিনী গায়িকা বাস করে। তাদের গান সমুদ্র থেকে চলমান কোন জাহাজের লোক একবার শুনলেই তাকে সে দ্বীপের কূলে নামতেই হবে। আর নামা মানেই মৃত্যুবরণ। এ বিষয়ে ওডেসিয়াসকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিল সেই মায়াবিনী।

তাই ওডেসিয়াস সেই দ্বীপের কাছে তার জাহাজটা আসার আগেই তার সব লোকদের কান মোম দিয়ে এমনভাবে এঁটে দিয়েছিল যাতে তারা সাইরেণদের গান শুনতে না পায়। নিজের কান সে মোম দিয়ে বন্ধ না করলেও নিজের জাহাজের মাস্তলের সঙ্গে বেঁধে রাখল এবং তার লোকদের সাবধান করে দিল তাদের গান শুনে সে দড়ির বাঁধন খোলার জন্য ছটফট করলেও তারা যেন তার বাঁধন না খোলে।

জাহাজটা সাইরেণদের দ্বীপের পাশ কাটিয়ে যখন যাচ্ছিল তখন তাদের গান শুনে সত্যিই ছটফট করতে লাগল রজ্জুবদ্ধ ওডেসিয়াস। কিন্তু কেউ তার বাঁধন খুলে দিল না।

সাইরেণদের ফাঁদ কাটিয়ে ওডেসিয়াসরা এসে পড়ল চ্যারিবডিস আর স্কাইলার মাঝখানে। চ্যারিবডিস হলো জল দেবতা পসেডনের অভিশপ্তা কন্যা। চ্যারিবডিস সমুদ্রের এক জায়গায় এক পাহাড়ের ধারে থেকে প্রতিদিন তিনবার করে মুখ থেকে জল বার করে এক বিরাট ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করে, আবার সেই ঘূর্ণাবর্তের সব জল নিজেই শোষণ করে নেয়। সেই জল শোষণ করার সময় সেইখানে কোন জাহাজ বা কোন প্রাণী এসে গেলেই সেও তার পেটের ভিতর চলে যায়।

স্কাইলা হলো অন্যতম সমুদ্রদেবতা ফোর্সিসের কন্যা। তার জন্মের পর এক ডাইনি ঈর্ষাবশতঃ তার স্নানের জলে এমন এক বিষ মিশিয়ে দেয় যার ফলে স্কাইলা সঙ্গে সঙ্গে ছটা মাথা আর বারোটা পা-ওয়ালা এক ভয়ঙ্কর

রকমের হিংস্র রাক্ষসীতে পরিণত হয়। তার সতত উন্মুক্ত চোয়ালের কাছে কোন প্রাণী একবার এসে পড়লে আর তার নিস্তার নেই। তাকে মরতেই হবে। মায়াবিনী ওডেসিয়াসকে বারবার সাবধান করে দেয় সে যেন স্কাইল্লার সঙ্গে কোনভাবে লড়াই করতে না যায়। কিন্তু চ্যারিবডিসের ঘুর্ণ্যাবর্তের এলাকাটা পার হলে স্কাইল্লার পর্বতসংলগ্ন গুহার কাছে তাদের জাহাজটা আসতেই স্কাইল্লা তার ছটা মুখ একই সঙ্গে বাড়িয়ে দিয়ে জাহাজ থেকে ওডেসিয়াসের ছ'জন লোককে শূন্যে তুলে নিয়ে নিজের গুহার মধ্যে নিয়ে গেল। লোকগুলো তাদের হাত বাড়িয়ে সাহায্যের জন্য অসহায়ভাবে চিৎকার করতে থাকলেও তাদের জন্য কিছুই করতে পারল না ওডেসিয়াস।

যাই হোক, কোন রকমে স্কাইল্লার বিপদ পার হয়ে ওরা এসে পড়ল সূর্যদেবতার আশীর্বাদপূত গোচারণক্ষেত্র সম্বলিত এক অদ্ভুত দ্বীপে। ওডেসিয়াসের ইচ্ছা ছিল না সে দ্বীপে নামার। কিন্তু তার ক্লান্ত লোকজনেরা তার কথা শুনল না। মায়াবিনী ওডেসিয়াসকে সাবধান করে দেয়। এ দ্বীপে চারণরত সূর্য দেবতার একটি পশুকেও যদি তারা বধ করে তাহলে তাদের জাহাজ ও লোকজন ধ্বংস হবে।

এই ভয়ে এ দ্বীপে নামতে চাইছিল না ওডেসিয়াস। কিন্তু ইউরিলোকাস রেগে সদম্ভে বলল, আমরা মানুষ, লোহা দিয়ে তৈরি নয় আমাদের দেহ। কয়েকদিন ধরে কত বিপদের মধ্যে দিয়ে একটানা দাঁড় টেনে চলেছি আমরা। এবার আমাদের বিশ্রাম নিতেই হবে

বাধ্য হয়ে তাই জাহাজ ভেড়াতে হলো। তবে ওডেসিয়াস তার লোকদের বারবার সাবধান করে দিযে শপথ করিয়ে নিল, তারা যেন কোন রকমেই দেবতার পশুদের সঙ্গে বিবাদ বাধিয়ে না বসে।

তারা সবাই শপথ করে কূলে গিয়ে রান্না করে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমোতে লাগল। পরদিন সকালেই তারা চলে যেত। কিন্তু রাত্রি থেকে উঠল প্রচণ্ড এক প্রতিকূল বাতাসের ঝড়। জাহাজ ছাড়তে সাহস পেল না তারা। কিন্তু একদিন দুদিন নয় পুরো একটি মাস ধরে চলতে লাগল সে ঝড়। ক্রমে জাহাজের সঞ্চিত রসদ ফুরিয়ে গেল। মায়াবিনী তাদের অনেক খাবার দিয়েছিল। কিন্তু একে একে সব ফুরিয়ে যেতে দারুণ খাদ্যাভাবে পড়ল ওরা। ওডেসিয়াসের লোকরা প্রথমে বনে শিকার করে বা মাছ ধরে আহার সংগ্রহের চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ওডেসিয়াসের ক্ষুধার্ত লোকদের তখন দৃষ্টি পড়ল সূর্যদেবতার আশীবাদপূত পুষ্টল পশুগুলোর উপর। কিন্তু ওডেসিয়াসের কড়া নিষেধ আছে যে পশুর গায়ে হাত দেওয়া চলবে না কোনমতে।

ওডেসিয়াস তার সব ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা ভুলে গিয়ে দ্বীপের মধ্যে এক নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে সারাদিন দেবতাদের উপাসনা করে কাটাত।

একদিন ওডেসিয়াস যখন একা একা সেই নির্জন জায়গায় উপাসনা করছিল তখন ইউরিলোকাস অন্যসব লোকদের উত্তেজিত করতে লাগল পশুবধের জন্য। বলল, কিসের ভয়ে তোমরা একাজ করছ না? না খেয়ে শুকিয়ে মরার থেকে দেবতাদের অভিশাপে মরা ঢের ভাল। এদিকেও মরতে হবে, ওদিকেও মরতে হবে। সুতরাং না খেয়ে মরার থেকে খেয়ে মরাই ভাল। তার কথা শুনে সকলেই তাকে সমর্থন করল। তখন তারা কয়েকটি পশু ধরে নিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেবার ভান করে বধ করল। ওডেসিয়াস সন্ধ্যের সময় ফিরে এসে দেখল তার লোকরা সানন্দে মাংস রান্না করছে। সে সব কিছু বুঝতে পারল; কিন্তু তখন আর কোন উপায় নেই। এক সপ্তা ধরে তারা সেই মাংস সাধ মিটিয়ে খেতে লাগল। ওডেসিয়াসের কোন সতর্কবাণীতে কান দিল না।

এক সপ্তা পর আবহাওয়া খুব ভাল হয়ে উঠতেই জাহাজ ছেড়ে দিল ওরা। কিন্তু বুঝতে পারল না এ হলো দেবতার ছলনামাত্র। উজ্জ্বল আবহাওয়া আর অনুকূল বাতাসের প্রলোভন দেখিয়ে সূর্যদেবতা হাইপীরিয়ণ টেনে নিয়ে যাচ্ছেন তাদের বড় রকমের বিপদের মধ্যে।

এদিকে ওডেসিয়াসের লোকরা তাঁর চারণরত পশু বধ করার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যদেবতা হাইপীরিয়ণ স্বর্গে গিয়ে দেবরাজ জিয়াসের কাছে অভিযোগ করলেন, এই অপকর্মের জন্য দুর্বৃত্তদের শাস্তি না দিলে তিনি এবার থেকে আকাশ ছেড়ে পাতালপ্রদেশে গিয়ে কিরণ দিতে থাকবেন। জিয়াস তাঁকে দোষীদের যথোচিত শাস্তি দেবেন বলে আশ্বাস দিতে শান্ত হলেন হাইপীরিয়ণ। সমুদ্রদেবতা পসেডনও আগে থেকেই রেগে ছিলেন ওডেসিয়াসদের উপর, কারণ তারা তাঁর পুত্র সাইক্লোপ দৈত্য পলিফেমাসকে অন্ধ করে দেয়।

ওডেসিয়াসদের জাহাজ কূল ছেড়ে দূর মাঝ সমুদ্রে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হলো প্রচণ্ড এক সামুদ্রিক ঝড়। অকস্মাৎ সে ঝড়ের আঘাতে জাহাজের মাস্তুলটি ভেঙ্গে প্রধান চালকের উপর পড়ে যেতে সে মারা গেল সঙ্গে সঙ্গে। জাহাজটি যখন চালকহীন অবস্থায় এলোমেলোভাবে ভাসতে লাগল তখন আকাশ থেকে সহসা এক বজ্রপাত হয়ে জাহাজটাকে ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড করে দিল। ওডেসিয়াস তখন সেই জাহাজের ভগ্নাংশ দিয়ে একটা বড় ভেলা তৈরি করে তার উপর চেপে ভেসে চলল ঢেউএর বশে।

ঢেউএর ঘাত প্রতিঘাতে ভাসতে ভাসতে সে আবার চ্যারিবডিসের পাহাড়টার কাছে এসে পড়ল। চ্যারিবডিস যখন জল শোষণ করছিল তখন সে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটা ডুমুর গাছ ধরে ফেলে কোনরকমে বাঁচাল নিজেকে। তখন তার ভেলা শোষিত জলের সঙ্গে ঢুকে গেল চ্যারিবডিসের পেটের ভিতর। কিছুক্ষণ পর শোষিত জল উপরে দেবার

সঙ্গে সঙ্গে তার ভেলাটা চ্যারিবডিসের পেট থেকে বেরিয়ে আসতেই আবার যাত্রা শুরু করল ওডেসিয়াস।

পর পর নয়দিন ধরে এইভাবে ভাসতে লাগল ওডেসিয়াস। তারপর দশ দিনের দিন তার ভেলাটা অগিজিয়া নামে এক নির্জন দ্বীপে এসে ভিড়ল। সে দ্বীপেও ক্যালিপসো নামে এক মায়াবিনী বাস করত। তবে ক্যালিপসোর চোখে এক সত্যিকারের ভালবাসার যাদু ছাড়া অন্ত কোন ভয়াবহ যাদু ছিল না। তাছাড়া এই দ্বীপটাও বড় সুন্দর। দেখলে দু চোখ জুড়িয়ে যায়।

এই দ্বীপে ক্যালিপসো সদয় ও সাদর অভ্যর্থনা জানাল ওডেসিয়াসকে।

পরিশ্রান্ত ও দুর্দশাগ্রস্থ এই বিদেশী অতিথিকে দেখে ক্যালিপসোর মনে প্রথমে করুণা জাগলেও সে করুণা ক্রমে ভালবাসায় পরিণত হলো। ক্যালিপসো সত্যি সত্যিই এমন গভীরভাবে ভালবাসতে লাগল যে সে তাকে ছাড়বে না, যেতে দেবে না কখনো সে দ্বীপ থেকে।

ওডেসিয়াসও তার সে ভালবাসার বাঁধন ছিঁড়ে যেতে পারল না। ফলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যেতে লাগল। মধুর স্বপ্নের মত কাটতে লাগল দিনগুলো। তার দেশে ফেরার কথা সব ভুলে গেল ওডেসিয়াস। দৈব পরী ক্যালিপসোর কৃপায় দেহে নতুন করে নবযৌবন লাভ করল সে।

এইভাবে একটি বছর কেটে যাবার পর চৈতন্ত ফিরে পেল ওডেসিয়াস। তার জন্মভূমি ইথাকা ও স্ত্রীপুত্রের কথা মনে পড়ল সহসা। সে তখন সমুদ্রতীরে একা বসে বসে দূর দিগন্তে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বাড়ির কথা ভাবত।

এদিকে তার ইথাকার বাড়িতে চলছিল তুমুল কাণ্ড। তার পিতা বৃদ্ধ লার্তেস, স্ত্রী পেনিলোপ আর পুত্র টেলিমেকাস তিনজনেরই দুঃখের অন্ত ছিল না। কারণ সে ট্রয়যুদ্ধে চলে যাবার পর থেকেই তার স্ত্রী পেনিলোপের অতুলনীয় রূপ গুণের কথা শুনে বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা তার রাজপ্রাসাদে তার স্ত্রীর পাণিপ্রার্থী হয়। তার পুত্র তখন নিতান্ত শিশু, সৈন্ত সামন্তও বেশী ছিল না। তাই সেই সব পাণিপ্রার্থী দুর্ধর্ষ রাজাদের দমন করার কোন উপায় ছিল না তার স্ত্রীর হাতে। সেই সব রাজারা একযোগে প্রাসাদে এসে পেনিলোপকে বলল, আমাদের মধ্যে যে কোন একজনকে পছন্দমত তোমার দ্বিতীয় স্বামী হিসাবে বেছে নাও। তোমার স্বামী আর বেঁচে নেই। ট্রয়যুদ্ধে তার মৃত্যু হয়েছে। যত দিন পর্যন্ত না তুমি আমাদের মধ্যে কাউকে বিয়ে করবে ততদিন আমরা এখানেই থাকব।

বুদ্ধিমতী পেনিলোপ খুব বেশী রূঢ় না হয়ে কৌশলে বিভিন্ন অজুহাতে তাদের ঠেকিয়ে রাখতে লাগল। কারণ ওডেসিয়াসের পরিবর্তে অন্ত কোন লোককে স্বামীরূপে গ্রহণ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয় তার পক্ষে। অবশেষে এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করল পেনিলোপ। বলল, দৈবনির্দেশে বৃদ্ধ

লার্তেসের মৃত্যুর পর তার মৃতদেহ ঢাকা দেবার জন্য একটি চাদর নিজের হাতে তাকে বুনতে হবে। এ চাদর বোনা যতদিন শেষ না হবে ততদিন সে কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। এইভাবে সারাদিন সে একমনে চাদর বুনত আর রাত্রি হলেই আলো জেলে সেই বোনা সুতোগুলো খুলে দিত। ফলে তার কাজ কিছুতেই এগোত না। প্রথম প্রথম পাণিপ্রার্থীরা একথা মেনে নিলেও পরে একথা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় নতুন করে চাপ দিতে লাগল।

পেনিলোপ তখন নতুন এক কৌশল অবলম্বন করল। বলল, ট্রয়যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। আমার স্বামী যদি বেঁচে থাকে ত নিশ্চয়ই সে এবার ফিরে আসবে। আর একটা বছর অপেক্ষা করতেই হবে। তাছাড়া টেলিমেকাস এখন বড় হয়েছে। ও কিছু লোকজন নিয়ে ওর বাবার খোঁজে গ্রীসে যাবে। টেলিমেকাসও তাদের বুঝিয়ে বলল, আমি ফিরে এসে নিজে মার উপর চাপ দেব তোমাদের কাউকে বিয়ে করার জন্য।

গ্রীসদেশে গিয়ে প্রথমে পাইলসে গিয়ে উঠল টেলিমেকাস। সে গোপনে রওনা হলো রাজবাড়ি থেকে। প্যালাস এথেন তার সৎ অভিভাবক মেণ্টরের রূপ ধরে তার সহায়তা করতে লাগলেন।

পাইলসে গিয়ে প্রথমে বৃদ্ধ নেস্টরের সঙ্গে দেখা করল টেলিমেকাস। নেস্টর তাকে ট্রয়যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। কিন্তু যুদ্ধশেষে প্রত্যাবর্তনকালে ওডেসিয়াসের ভাগ্যে কি ঘটেছে, সে এখন কোথায় কি অবস্থায় আছে তার কিছুই বলতে পারলেন না নেস্টর।

সেখান থেকে টেলিমেকাস গেল স্পার্টায়। নেস্টরপুত্র পিজিসট্রেটাস তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। স্পার্টার রাজা মেনেলাস ও রাণী হেলেন তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। যে হেলেনের জন্য এত মৃত্যু এত অশান্তি সেই হেলেনের সঙ্গে আবার মিলিত হয়ে সুখে শান্তিতে ঘর সংসার করছে রাজা মেনেলাস। মেনেলাসও ওডেসিয়াসের কোন সন্ধান দিতে পারল না। সে বলল সে নিজেও ফেরার সময় সমুদ্রে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। তবে বর্তমানের কথা সে বলতে না পারলেও কিছুকাল আগের একটা খবর বলতে পারে সে। ফেরার পথে হঠাৎ একদিন ঘটনাক্রমে পসেডনের পশুপালক সমুদ্রমানব প্রোতিয়াসের দেখা পেয়ে যায়। একমাত্র প্রোতিয়াসই এমন এক মানুষ যে অন্তহীন সমুদ্রের সব কথা বলে দিতে পারে। বিশাল সমুদ্রের মধ্যে কে কোথায় মরছে, কোন দ্বীপে আটকে পড়েছে সব বলে দিতে পারে সে। একদিন মেনেলাস ও তার সঙ্গীরা সীল মাছের চামড়া পরে ছদ্মবেশে প্রোতিয়াসের খোঁজ করছিল যখন সমুদ্রে, তখন হঠাৎ দেখে প্রোতিয়াস সমুদ্রতীরে রোদ পোয়াচ্ছে। তখন প্রোতিয়াসকে সেই অবস্থায় ধরে ফেলে তার কাছ থেকে জোর করে একটা কথা বার করে নেয়। ওডেসিয়াসের

খবর বারবার জিজ্ঞাসা করলে সে বলে ওডেসিয়াস এক দ্বীপে এক মায়াবিনী দেবীর কাছে বন্দী হয়ে আছে। সেই দেবী তাকে তার রূপে মুগ্ধ করে রেখেছে। সে বাড়ি আসতে চাইলেও তাকে আসতে দিচ্ছে না, ভুলিয়ে রেখেছে।

যাই হোক, তার পিতা এখনো বেঁচে আছে এবং একদিন ফিরে আসবে এই আশা ও বিশ্বাস নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল টেলিমেকাস। সে ইথাকায় ফিরে গিয়ে একথা সকলকে জানাল। এদিকে মেণ্টরের ছদ্মবেশে যে প্যালাস এথেন টেলিমেকাসকে সাহায্য করছিলেন, সে দেশে ফিরে গেলে তিনি তাকে ছেড়ে চলে গেলেন। তিনি স্বর্গে ফিরে গিয়ে ওডেসিয়াসের মুক্তির জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। স্বর্গের দেবতাদের এক সভা আহ্বান করলেন তিনি এই উদ্দেশ্যে। ওডেসিয়াসের মত এক নির্দোষ বীর অযথা কষ্ট পাচ্ছে এবং অবিলম্বে তার বাড়ি ফেরা উচিত এ বিষয়ে একমাত্র পসেডন ছাড়া সবাই একমত হলেন। পসেডন সে সভায় উপস্থিত ছিলেন না। অথচ শুধু পসেডনের রোষের জন্যই ওডেসিয়াস অকথ্য দুর্ভোগ ভোগ করে যাচ্ছিল সমুদ্রে।

দেবরাজ জিয়াস নিজে তৎপর হয়ে হার্মিসকে ক্যালিপসোর কাছে পাঠালেন। হার্মিস ক্যালিপসোর কাছে ওডেসিয়াসকে ছেড়ে দেবার জন্য মত করালেন

একদিন ওডেসিয়াস যখন এক একা সমুদ্রতীরে বসে বাড়ির কথা ভাবছিল দূর দিগন্তের পানে তাকিয়ে তখন ক্যালিপসো তার কাছে গিয়ে তাঁর নতুন সিদ্ধান্তের কথা বললেন। ক্যালিপসো তাকে ছেড়ে দিতে চাইলেও সমুদ্রে তাকে নতুন যে সব বিপদের সম্মুখীন হতে হবে তার কথাও স্মরণ করিয়ে দিল। সেই সঙ্গে তার স্ত্রী পেনিলোপের তুলনায় তার রূপ-যৌবন যে অনেক বেশী আর তা চির-অক্ষয় এবং তার কাছে থাকলে তার নিজের যৌবনও অক্ষয় থাকবে সে কথাও তাকে স্মরণ করিয়ে দিল।

তবে সব শেষে সে বলল, একান্তই যদি তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে চাও তাহলে তুমি গাছ কেটে নিজের হাতে একটি নৌকো বানিয়ে নাও।

ওডেসিয়াস তখন উত্তর করল, হে দেবী, জানি তোমাকে ছেড়ে গিয়ে সমুদ্রপথে আমাকে অনেক বিপদে পড়তে হবে, সমুদ্রতরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, জানি আমার স্ত্রী পেনিলোপের থেকে সব দিক দিয়ে তুমি শ্রেয়সী, তবু আমাকে কর্তব্যের খাতিরে বাড়ি ফিরতেই হবে।

ওডেসিয়াস নৌকো নির্মাণের কাজ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে তার যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিল ক্যালিপসো। প্রচুর খাদ্য ও পানীয় দিয়ে তার নৌকোটাকে ভরে দিল। তার সমুদ্রযাত্রার জন্য অনুকূল বাতাস দিল।

সমুদ্রে নৌকো ভাসিয়ে দিয়েই দিনরাত হাল ধরে রইল ওডেসিয়াস।

সাত বছর ধরে মায়াবিনী দেবী ক্যালিপসোর গুহায় অলসভাবে কাটিয়েছে। এতকাল পর নৌকোর হাল হাতে ধরার সঙ্গে সঙ্গে নতুন উদ্যমে দাঁড় বাইতে লাগল। দিনরাত হাল ধরে বসে রইল। রাত্রিবেলাতেও একটু বিশ্রাম করল না। এইভাবে সতের দিন কেটে গেল।

এদিকে এতদিনে পসেডনের খেয়াল হলো। এতদিন তিনি ইথিওপিয়ায় গিয়েছিলেন এক ভোজসভায় যোগ দেবার জন্য। সেখান থেকে রথে করে ফেরার সময় সমুদ্রের উপর ওডেসিয়াসের নৌকোটা চোখে পড়তেই আবার রাগের আগুনে জ্বলে উঠলেন তিনি। হাতের ত্রিশূলটি নিয়ে প্রথমে ঝড়কে আকর্ষণ করলেন। এক প্রবল সামুদ্রিক ঝড়ে উল্টে ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল ওডেসিয়াসের নৌকোটা।

এইভাবে ঝড়টা যদি চলতে থাকত তাহলে ওডেসিয়াস হয়ত আর ঢেউএর সঙ্গে লড়াই করতে না পেরে জলে ডুবে যেত। কিন্তু প্যালাস এথেন দয়া করে তাকে বাঁচিয়ে দিলেন। প্যালাস এথেন ঝড বন্ধ করে তাকে একট অনুকূল বাতাস দিল। সেই বাতাসে অনায়াসে ভেসে যেতে লাগল ওডেসিয়াস স্রোতের টানে এইভাবে দুদিন দুরাত চলার পর সকাল হতেই দূর দিগন্তে নীল বনরেখায় আঁকা এক উপকূলভাগ দেখতে পেল।

কিন্তু কূলের কাছে গিয়ে ওডেসিয়াস দেখল একটা খাড়াই পাহাড় জলের গভীর থেকে উঠে গেছে। সেখানে পা রাখার কোন জায়গা নেই। ওডেসিয়াস তখন কূল ঘেঁষে ভেসে যেতে লাগল পাহাড়টাকে কাটানোর জন্য। তারপর একটা নদীর তটরেখা দেখতে পেল। সেখানে তাকে একটু আশ্রয় দেবার জন্য নদীগুলোর কাছে কাতর আবেদন জানাতে লাগল সে। অবশেষে তার আহ্বানে সাড়া দিল দেবতা। একটি ঢেউ তাকে আছড়ে ফেলে দিয়ে গেল নদীর তটভূমিতে। দীর্ঘ দিন জলে থাকার পর প্রথম মাটির স্পর্শ পেয়ে আবেগভরে মাটিটাকে শুযে শুয়েই চুম্বন করল ওডেসিয়াস। ক্লান্ত হয়ে অবসন্ন দেহে কিছুক্ষণ মড়ার মত শুয়ে রইল।

কিছুক্ষণ এমনি করে থাকার পর ওডেসিয়াসের হুঁস হলো তার দেহটা একেবারে নগ্ন। চারদিক তাকিয়ে দেখল নিকটেই একটা বন রয়েছে। কিন্তু তার উত্থানশক্তি রহিত। তাই গুড়ি মেরে অতিকষ্টে বনের ভিতর গিয়ে কিছু শুকনো পাতা যোগাড় করে তা গায়ের উপর চাপা দিয়ে আর কিছু পাতার উপর শুয়ে পড়ল।

ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসে গাটা তার হিম হয়ে গিয়েছিল। তবু অবসাদ আর দীর্ঘ অনিদ্রার নিবিড়তায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল ওডেসিয়াস।

যে দ্বীপটায় গিয়ে উঠেছিল ওডেসিয়াস তার নাম স্কেরিয়া। সেখানে ফ্যাকেসিয়া নামে এক জাতি বাস করত। যুদ্ধবিগ্রহের পরিবর্তে এই জাতি ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। উপকূলভাগের নিকটেই

ছিল তাদের রাজা এ্যালসিনোয়াসের প্রাসাদ। প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হলেও এ জাতির মেয়েরা সংসারের কাজকর্মের দিক থেকে তেমন কুশলী ছিল না। তারা রোজ নদীর ঘাটে বাড়ির যত সব পোষাক আশাক নিয়ে কাচতে যেত।

সেদিন সকাল হতেই রাজকন্যা নৌসিকা তার সহচরীদের সঙ্গে একদল গাধার পিঠে প্রচুর ময়লা কাপড়জামা নিয়ে কাচতে গিয়েছিল নদীর ঘাটে। নৌসিকা একটা পাথরের উপর বসে রইল আর তার সহচরীরা কাপড় কেচে রোদে শুকোতে দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সেরে নাচগান করতে লাগল। পরে তারা একটা বল নিয়ে খেলতে লাগল এবং একসময়ে তাদের বলটা ওডেসিয়াসের গায়ে সজোরে লাগতেই তার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

ওডেসিয়াস উঠে পড়তেই তার দাড়িভরা মুখ, শুষ্ক অবিন্যস্ত চুল আর নগ্ন দেহ দেখে তাকে কোন বর্বর বন্য মানুষ ভেবে নৌসিকার সহচরীরা ছুটে পালিয়ে গেল। কিন্তু নৌসিকা সত্য ঘটনা জানার জন্য একা দাঁড়িয়ে রইল নির্ভীকভাবে। ওডেসিয়াস তখন পাতাভরা একটি গাছের ডাল দিয়ে তার গোপনাঙ্গটি আবৃত করে নৌসিকার সামনে গিয়ে তার নগ্ন দেহটা আবৃত করার জন্য একটা কাপড় চাইল।

তাকে দেখে নৌসিকার দয়া হলো। সে বুঝল লোকটি ভদ্র এবং নিশ্চয় দুরবস্থার মধ্যে পড়েছে। তৎক্ষণাৎ সে তার সহচরীদের একটা ভাল শুকনো পোষাক বিদেশীকে পরার জন্য দিতে বলল। তারপর তাকে স্নান করিয়ে তেল মাখিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষে পরিণত করল তারা। নৌসিকা তখনো খায়নি। তার প্রচুর পরিমাণ খাবারের ভাগ থেকে অনেক কিছু খেতে দিল ওডেসিয়াসকে। তারপর ওডেসিয়াসের কাছ থেকে মোটামুটিভাবে তার দুরবস্থার কথা শুনে তাকে বলল, তুমি আমাদের সঙ্গে আমার বাবার কাছে গিয়ে সব কথা বলবে। তিনি নিশ্চয় তোমাকে সাহায্য করবেন।

স্নান খাওয়ার পর বলিষ্ঠদেহী ওডেসিয়াসকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। নৌসিকাদের পিছু পিছু ওডেসিয়াস এ্যালসিনোয়াসের রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজা ও রাণীকে তার সব কথা বুঝিয়ে বলল। সে শুধু কোথায় যাবে এবং সমুদ্রে জাহাজডুবি হয়ে কিভাবে কষ্ট পাচ্ছে সেই কথাই বলল, কিন্তু তার নাম বা আসল পরিচয় বলল না। রাজা রাণী বুঝতে পারল নৌসিকাই প্রথম তাকে নদীর পারে দেখে দয়া করে একটা পোষাক দিয়ে এখানে পথ দেখিয়ে এনেছে। যাই হোক, অতিথিবৎসল রাজা এ্যালসিয়োনাস ওডেসিয়াসের থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থাই করে দিল। ঠিক হলো ওডেসিয়াস দু চার দিন রাজার অতিথি হিসাবে রাজবাড়িতে রয়ে যাবে। পরে রাজা তার ইথাকা যাবার সব সুব্যবস্থা করে দেবে। তাকে জাহাজ এবং নাবিক দেবে। সে জাহাজ ওডেসিয়াসকে নিরাপদে ইথাকায় পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে।

রাজা এ্যালসিনোয়াস ওডেসিয়াসের উপর এতদূর সন্তুষ্ট হলো যে সে প্রস্তাব করলো সে তার জামাতা হিসাবে এ রাজ্যে থেকে যেতে পারে।

তার মেয়েও তাকে বিয়ে করতে রাজী আছে। কিন্তু ওডেসিয়াসের মন বাড়ির জন্য খুব চঞ্চল হয়ে ওঠার জন্য সে প্রস্তাবে রাজী হতে পারল না। রাজাও এ নিয়ে আর কোন জেদ করল না।

ফ্যাকেসিয়ার লোক শুধু নৌবিদ্যাতেই কুশলী নয়: তারা বিভিন্ন রকমের খেলাধূলাতেও বিশেষ পারদর্শী। মাঝে মাঝে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয় তাদের দেশে। বিদেশী অতিথি ওডেসিয়াসের সম্মানার্থে এমনি এক ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন করল রাজা। সে অনুষ্ঠানে ওডেসিয়াসও যোগদান করে সকল প্রতিযোগীদের হারিয়ে দিল। বিশেষ করে সে একটি বড় বর্শা লক্ষ্যের উঁচুতে এত জোরে ছুঁড়ল যে তা দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল সবাই। ওডেসিয়াস বলল, সমুদ্রে একটানা সাঁতার কেটে কেটে তার পাদুটো অবশ হয়ে ওঠার জন্য একমাত্র দৌড় প্রতিযোগিতায় সে পেরে উঠবে না।

সে রাত্রিতে রাজপ্রাসাদে এক ভোজসভার আয়োজন করল রাজা। তাতে চারণ কবি ডেমোডেকাসকে গান করার জন্য ডাকা হলো। এক সময় ওডেসিয়াস ট্রয়যুদ্ধের কথাটা উত্থাপন করলে ডেমোডেকাস ট্রয়যুদ্ধের কাহিনী গানের মাধ্যমে গাইতে লাগল। সে কাহিনী শুনতে শুনতে চোখ থেকে জল বেরিয়ে গাল বেয়ে ঝড়ে পড়তে লাগল ওডেসিয়াসের। প্রসঙ্গক্রমে লার্তেস-পুত্র বীর ওডেসিয়াসেরও খুব গৌরবগান করল। সে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে রাখল রাজার কাছ থেকে। কিন্তু একসময় সেদিকে রাজার নজর পড়তেই রাজা উৎসুক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি? ট্রয়যুদ্ধের কথা শুনে কেন তুমি এত বিচলিত হচ্ছ?

ওডেসিয়াস তখন আর গোপন না করে আত্মপরিচয় দান করে বলল, আমার নাম ওডেসিয়াস।

একথা শুনে রাজা ও সভাস্থ সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে উঠল। ট্রয় যুদ্ধের অন্যতম বীর নায়ক সশরীরে তাদের চোখের সামনে বসে আছে এটা যেন তারা বিশ্বাস করতে পারছিল না। যাই হোক, এ কথা জানতে পেরে ওডেসিয়াসের প্রতি নতুন করে গভীরতর এক শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে উঠল তাদের চিত্ত।

গীতবাদ্যসহকারে আর এক ভোজসভার আয়োজন করা হলো বীর অতিথির সম্মানার্থে। তারপর তার যাওয়ার সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে গেলেই সে রওনা হলো। একটি ভাল জাহাজ আর বারো জন নাবিক দিল রাজা। তার সঙ্গে দিল প্রচুর ধনরত্নের উপহার। জাহাজে ওডেসিয়াসের শোবার-

জন্য ভাল বিছানা পেতে দেওয়া হলো। জাহাজ ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল। তখন সবেমাত্র সন্ধ্যে হয়েছে।

সারারাত একটানা জাহাজ চলার পর ভোর হতেই ইথাকার উপকূলভাগ নজরে পড়ল ওডেসিয়াসের চোখে। সকাল হতেই ইথাকার উপকূলে ওডেসিয়াসকে নামিয়ে দিয়ে তার উপহারের সব মূল্যবান জিনিসপত্র তার কাছে রেখে নাবিকরা দেশে ফিরে যাবার জন্য জাহাজ ছেড়ে দিল।

ভাল করে সকাল হলে ওডেসিয়াস চার দিকে তাকিয়ে দেখল সমস্ত দিক দিগন্ত ঘন কুয়াশায় ঢাকা। কুয়াশা এত ঘন যে কাছের জিনিসও বোঝা যায় না। এ দেশ ইথাকা কি না তাও বুঝতে পারল না। তার মনে হতে লাগল বুঝি বা নাবিকরা ভুল করে অন্য এক দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে গেছে।

কিন্তু আসলে এ দেশের নাম সত্যিই ইথাকা। দেবী প্যালাস এথেনই ওডেসিয়াসের শত্রু ও তাদের চরদের চোখে ধূলো দেবার জন্যই এমন ঘন কুয়াশার সৃষ্টি করে অদৃশ্য করে রেখেছেন ওডেসিয়াসকে।

ওডেসিয়াসের মনটা যখন এমনি করে সন্দেহের দোলায় দুলছিল তখন দেবী প্যালাস এথেন এক রাখাল যুবকের বেশ ধরে তার সামনে এসে হাজির হলো। ওডেসিয়াস তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল এটা ইথাকা দ্বীপ। এ দ্বীপটা ছোট হলেও ট্রয়যুদ্ধে খ্যাতিলাভ করে প্রচুর। তবু নিজের পরিচয় দিল না ওডেসিয়াস। বলল সে একজন বিদেশী। তার জাহাজের নাবিকরা তাকে এখানে ঘুমন্ত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেছে।

দেবী তখন আসল রূপে তার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে প্রথমে কুয়াশার আবরণটা সরিয়ে দিলেন ওডেসিয়াসের চারদিক থেকে। তখন সে চারদিকে তাকিয়ে নিজের দেশের সব কিছু চিনতে পারল। তার ধনরত্ন সব একটা পার্বত্য গুহায় লুকিয়ে রাখলেন দেবী। বললেন, তুমি এখন তোমার মেষপালক ইউমেয়াসের বাসায় গিয়ে লুকিয়ে থাকবে। তারপর ভিক্ষুকের বেশে প্রাসাদে যাবে। কারণ তোমার প্রাসাদ এখন তোমার স্ত্রীর পাণিপ্রার্থী রাজাদের দ্বারা পরিপূর্ণ। পেনিলোপ এখনো তোমার প্রতিই বিশ্বস্ত আছে। তোমার ছেলে টেলিমেকাস তোমার খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে ফিরে এলে তাকে হত্যা করা হবে বলে এক ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে তারা।

দেবীর পরামর্শ অনুসারে ইউমেয়াসের বাসায় গিয়ে উঠল ওডেসিয়াস। তার বাসার কাছে যেতেই নেকড়ের মত চারটে কুকুর তাড়া করে এল তাকে। ওডেসিয়াস বুদ্ধি করে বসে না পড়লে তাকে জীবন্ত ছিঁড়ে খেত কুকুরগুলো।

ওডেসিয়াস ইউমেয়াসের কাছে নিজের পরিচয় না দিলেও তার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করল ইউমেয়াস। সে বলল, তার প্রভু খুব ভাল লোক

ছিল। এখন তার রাজপ্রাসাদ যত সব শত্রুদের দখলে। তারা রোজ তার দুটো করে মোটা চর্বিওয়ালা শূকরের মাংস খায়। সে উপযুক্ত মদ আর মাংস দিয়ে আপ্যায়িত করল ওডেসিয়াসকে। খাওয়ার পর সে বলল, তোমার মালিকের নাম বল। আমি একজন ভবঘুরে, তার কিছু খবর জানাতে পারি।

ইউমেয়াস তখন বলল, অনেক ভিক্ষুক আর ভবঘুরে একথা বলে রাণী পেনিলোপের কাছ থেকে কত টাকা-কড়ি ও জিনিসপত্র নিয়ে যায়। কিন্তু পরে দেখা যায় তাদের কথা সব ভুল। আমাদের মালিক রাজা ওডেসিয়াস বোধ হয় আর বেঁচে নেই। থাকলে এতদিন বাড়ি ছেড়ে কখনই থাকতেন না।

তখন ওডেসিয়াস গম্ভীরভাবে বলল, আমি গরীব হতে পারি, কিন্তু মিথ্যা-কথা বলি না। বলা পছন্দও করি না। আমি বলছি ওডেসিয়াস এই বছরেই আর এক মাসের মধ্যেই এসে হাজির হবেন।

কিন্তু সেকথায় ঘাড় নেড়ে তার অবিশ্বাস জানাল ইউমেয়াস। যেন একথা সে অনেক শুনেছে এর আগে। বলল, থাক এ সব কথা, এখন তুমি তোমার কথা বল। বল এখানে কেমন করে এলে তুমি?

ওডেসিয়াস তখন বলল, আমি ক্রীটদেশীয় একজন লোক। বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। ঘটনাক্রমে ক্রীতদাসে পরিণত হই। এখানে আমাকে আমার শত্রুরা নগ্নপ্রায় অবস্থায় ফেলে রেখে যায়। ভ্রমণকালে আমি সমুদ্রে এক জায়গায় ওডেসিয়াসকে দেখেছি। সে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে দেশে ফিরছে।

সন্ধ্যে হতেই ইউমেয়াসের অধীনস্থ রাখালরা শুয়োরের পাল নিয়ে বাসায় ফিরল। শুয়োরগুলোকে তারা রাত্রির মত ঘরের ভিতর বেঁধে রাখলে ইউমেয়াস একটা মোটা শুয়োরকে তার অতিথির জন্য বধ করতে বলল।

মারার সময় ওডেসিয়াস দেখল খাবার আগে ইউমেয়াস প্রথমে পশুমাংসের একটা ভাগ তার প্রভুর নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে অঞ্জলি দিল। তারপর আর একটা অংশ দিল দেবতা হার্মিসের উদ্দেশ্যে।

খাওয়ার পর ওডেসিয়াসের শোবার জন্য বিছানা পেতে দিল ইউমেয়াস। ওডেসিয়াস লক্ষ্য করল তার অধীনস্থ কর্মচারীরা সকলে ঘরে ঘুমোলেও একা ইউমেয়াস তরবারি হাতে পাহারা দিতে লাগল কুটিরের বাইরে যাতে কোন শুয়োর চুরি না যায়। ওডেসিয়াসের মনে পড়ল এই প্রভুভক্ত ইউমেয়াসকে তার ছেলেবেলায় এক ফীনিশীয় ব্যবসায়ী লার্তেসের কাছে বিক্রি করে। সেই থেকে মেষপালকের কাজে নিযুক্ত আছে ইউমেয়াস।

পরদিন সকালে ওডেসিয়াস কথায় কথায় জানতে পারল তার পিতা বৃদ্ধ লার্তেস এখনো জীবিত আছেন এবং তাঁর পুত্রের জন্য শোক করে যাচ্ছেন। ওডেসিয়াস তখন ইউমেয়াসকে বলল, আমাকে পথ দেখিয়ে

রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবে ? আমি রাণী পেনিলোপকে সব কথা বলব। তারপর সেই সব পাণিপ্রার্থীদের কাছে চাকরের একটা কাজ চাইব।

ইউমেয়াস বলল, এখন যেও না। টেলিমেকাসকে ফিরে আসতে দাও। তার মনটা বড় দয়ালু। সে তোমাকে কাজ দেবে। কিন্তু পাণিপ্রার্থীরা বড় নিষ্ঠুর প্রকৃতির। তারা তোমার মত একজন ভিখারীকে তাদের চাকর হিসাবে নিযুক্ত করবে না।

এদিকে টেলিমেকাসও তখন দ্রুতগতিতে স্পার্টা থেকে এগিয়ে আসছিল ইথাকার দিকে। দেবী প্যালাস এথেন তখনও তার সঙ্গে ছিলেন। তিনি তাকেও সাবধান করে দিলেন। তাকে বলে দিলেন তার বিরুদ্ধে কিভাবে চক্রান্ত হচ্ছে। তাই তিনি অন্য এক উপকূলে তার জাহাজ ভিড়িয়ে তাকে প্রথমে তাদের মেষপালকের কুটিরে যেতে বললেন।

টেলিমেকাস তাই করল। সেদিন সকালে সে যখন ইউমেয়াসের কুটিরে গিয়ে উঠল তখন দেখল ইউমেয়াস সকালের খাবার তৈরি করছে তার নতুন অতিথি বন্ধুর জন্য। টেলিমেকাসকে দেখেই ছুটে গিয়ে তাকে চুম্বন করল ইউমেয়াস, সে যেন হঠাৎ কোন হারিয়ে যাওয়া বা মৃত মানুষকে দেখল। তার চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল। টেলিমেকাস প্রথমেই ইউমেয়াসকে তার মার কথা জিজ্ঞাসা করল। তার মা কোন পাণিপ্রার্থীকে ইতিমধ্যে বিয়ে করেছে কি না জানতে চাইল। কিন্তু ইউমেয়াস যখন বলল, পেনিলোপ এখনো কাউকে বিয়ে করেনি তখন খুশি হলো সে।

টেলিমেকাস খুশি হয়ে ভিতরে ঢুকে দেখে ভবঘুরের বেশে ওডেসিয়াস বসে রয়েছে। ইউমেয়াসের কুটিরের ভিতর একজন আগন্তুককে দেখে ইউমেয়াসকে জিজ্ঞাসা করল টেলিমেকাস। ওডেসিয়াস যা যা তাকে বলেছিল ইউমেয়াস তাই বলল। টেলিমেকাসের দয়া হলো সে কথা শুনে। সে ওডেসিয়াসকে বলল, তুমি এখন এখানেই থাক। ওদের কাছে যেও না। পাণিপ্রার্থীরা বড় নিষ্ঠুর লোক। আমি বরং কিছু খাবার ও পোষাক পাঠিয়ে দেব তোমার জন্য।

ইউমেয়াস রাজপ্রাসাদে চলে গেল পেনিলোপকে খবর দেবার জন্য। টেলিমেকাস ফিরে এসেছে, পেনিলোপ তার জন্য ভাবছিল। ইউমেয়াস চলে গেলে সেই কুটির মধ্যে ওডেসিয়াস ও টেলিমেকাস রয়ে গেল। এমন সময় দরজার কাছে দেবী প্যালাস এথেন এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁকে শুধু ওডেসিয়াস দেখতে পেল। তিনি ইশারা করে ওডেসিয়াসকে তার ছেলের কাছে আত্মপ্রকাশ করতে বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার উপর তাঁর যাদু কাঠিটা বুলিয়ে দিলেন। ফলে মুহূর্তমধ্যে ওডেসিয়াসের রুক্ষশুষ্ক দেহটা আগের মত বলিষ্ঠ ও যৌবনসমৃদ্ধ হয়ে উঠল। তার সারা দেহ থেকে দেবতার মত একটা জ্যোতি ফুটে উঠল। টেলিমেকাস তা দেখে অবাক হয়ে গেল।

বিস্ময়ে। সে বলে উঠল, আপনি কি কোন দেবতা ?

ওডেসিয়াস বলল, না, আমি তোমার হারানো পিতা। আমিই তোমার হারানো পিতা।

এই কথা বলে অশ্রুপূর্ণ চোখে আবেগের সঙ্গে পুত্রকে জড়িয়ে ধরল ওডেসিয়াস। দীর্ঘ দিন পর মিলন হলো পিতাপুত্রের। তবু যেন তা বিশ্বাস করতে মন চায় না টেলিমেকাসের। সে শুধু বারবার বলতে লাগল, না না, তুমি নিশ্চয় কোন দেবতা, ছলনা করছ আমার সঙ্গে।

অবশেষে টেলিমেকাস যখন নিশ্চিত হলো এ ব্যাপারে, যখন বুঝল তার পিতা দীর্ঘকাল পর সশরীরে তার সামনে ফিরে এসেছে তখন এক অপার আনন্দের আবেগে সেও জড়িয়ে ধরল ওডেসিয়াসকে। দুজনে দুজনকে আলিঙ্গন করে কাঁপতে লাগল।

কিন্তু ওডেসিয়াস বুঝল এখন আবেগ প্রকাশের সময় নয়। এখন তাদের অনেক কিছু করতে হবে। তাই সে টেলিমেকাসকে কিভাবে ইথাকায় ফিরে এসেছে তা সংক্ষেপে বলার পর তার বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করল। কতজন পাণিপ্রার্থী প্রাসাদ দখল করে বসে আছে তা জানতে চাইল।

টেলিমেকাস বলল, তারা সংখ্যায় অনেক বেশী এবং তাদের শক্তির পরিমাণও এত বেশী যে তাদের তাড়ানো অসম্ভব।

ওডেসিয়াস তবু নির্ভীক ভাবে বলল, সে ভার আমার ও দেবতাদের উপর ছেড়ে দাও। তোমাকে এখন আমি যা বলছি তাই কর। তুমি এখন প্রাসাদে ফিরে যাও। সেখানে গিয়ে আমার ফিরে আসার কথা কাউকে বলবে না, এমন কি তোমার মাকেও না। তারপর ইউমেয়াস আমাকে শহরের ভিতর দিয়ে প্রাসাদে নিয়ে যাবে। আমি যাব ভিক্ষুকের বেশে। প্রাসাদে ভিক্ষা করতে যাব আমি। ওরা আমায় আমার বাড়িতে বসে আমাকে অপমান করলেও তুমি চুপ করে থাকবে, কোন কথা বলবে না, কোন আবেগ প্রকাশ করবে না।

রাতটা একসঙ্গে কুটিরে কাটিয়ে তার পিতার কথামত প্রাসাদে চলে গেল টেলিমেকাস। ইউমেয়াসও ভিক্ষুকবেশী ওডেসিয়াসকে প্রাসাদে নিয়ে গেল পথ দেখিয়ে। দেবীর নির্দেশে ইউমেয়াসকে তখনো আত্মপরিচয় দেয়নি ওডেসিয়াস। দেবী আবার তার চেহারাটিকে ভিক্ষুকের মত করে দেন। তার দেহটি একটা ছেঁড়া কম্বল দিয়ে ঢাকা থাকে। শহরে এই অবস্থায় যেতেই মেলানাথিয়াস নামে আর এক রাখালের সঙ্গে দেখা হলো তাদের। মেলানথিয়াস ইউমেয়াসের মত প্রভুভক্ত নয়। সে পাণিপ্রার্থীদের অনুগ্রহে খুশি এবং তাদের কথামত চলে। সে পথে ভিক্ষুকবেশী ওডেসিয়াসকে একটা লাথি মেরে এগিয়ে গেল পাশ কাটিয়ে। ইউমেয়াস তাকে বলল, আমাদের মালিক ফিরে এলে তুমি উপযুক্ত শাস্তি পাবে। তুমি অত্যন্ত বেড়ে গেছ।

মেলানথিয়াস তখন দম্ভের সঙ্গে বলল, সে দিন আর আসবে না। উপরন্তু টেলিমেকাসের দিনও ঘনিয়ে এসেছে। তাকেও মরতে হবে।

যাই হোক, রাজপ্রাসাদের কাছে যেতেই গান বাজনার শব্দ শুনতে পেল ওডেসিয়াস। মাংসরান্নার গন্ধও পেল। প্রাসাদদ্বারে যেতেই একপাশে তার প্রিয় কুকুর বৃদ্ধ আর্গাসকে দেখতে পেল। আর্গাস তার প্রভুর গলার স্বর শুনেই তার মালিককে চিনতে পারল সঙ্গে সঙ্গে। তার পাটা একবার চেটেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল সে। সে যেন তার প্রভুর আশাতেই এতদিন বেঁচে ছিল কোন রকমে।

প্রাসাদের হলঘরে তখন গান বাজনার আসর চলছিল। একজন চারণ কবি গান গাইছিল। সেই দিকেই সকলের দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ। হলঘরের দরজায় বসে রইল ওডেসিয়াস। ইউমেয়াস ভিতরে গিয়ে বসল। টেলিমেকাস রুটি মাংস পাঠিয়ে দিল ওডেসিয়াসের কাছে।

গান শেষ হয়ে গেলে ওডেসিয়াস ভিক্ষুকের মত পানিপ্রার্থীদের টেবিলের সামনে গিয়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে ভিক্ষা চাইতে লাগল। প্রত্যেকেই কিছু কিছু তাকে দিল। এমন সময় মেলানথিয়াস নামে সেই রাখালটা ভিক্ষুকবেশী ওডেসিয়াসকে অপমান করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে পাণিপ্রার্থীদের সবচেয়ে অহঙ্কারী ও দুর্বিনীত কর্কশস্বভাব এ্যান্টিনোয়াস ওডেসিয়াসকে প্রাসাদ থেকে জোর করে বার করে দিতে বলল। ওডেসিয়াস তখন তার কাছে তার দুরবস্থার কথা বলে কাতর মিনতি জানিয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু এ্যান্টিনোয়াস যখন কোন কথা শুনতে চাইল না, তখন ওডেসিয়াস বলল, তারও একদিন ধনসম্পত্তি ছিল, কিন্তু সে তখন গরীবদের ঘৃণা করত না। কিন্তু এ্যান্টিনোয়াস তখন তার পা রাখার টুলটা ছুঁড়ে দিল ওডেসিয়াসের দিকে। ওডেসিয়াস তার জায়গায় অর্থাৎ হলঘরের দরজার কাছে গিয়ে বসল। তবু সে স্পষ্ট ভাষায় বলল দেবতারা এর বিচার করবেন এবং এ্যান্টিনোয়াসকে এর জন্য শোচনীয় পরিণাম সহ্য করতে হবে।

এ্যান্টিনোয়াসের এই অভদ্র ব্যবহারে খুব রেগে গিয়েছিল টেলিমেকাস। কিন্তু তার পিতার নির্দেশমত কোন আবেগ প্রকাশ করল না। তবে অন্যান্য পাণিপ্রার্থীরা এতে লজ্জা পেয়ে এ্যান্টিনোয়াসকে বকাবকি করতে লাগল।

এই ঘটনার কথাটা পেনিলোপের কানে গিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে দারুণ রেগে গেল। তার বাড়িতে একজন গরীব ভিখারীকে অপমান করে এ্যান্টিনোয়াস কোন সাহসে! সে তখন ভিখারীকে ডেকে পাঠাল। যখন শুনল ঐ ভিখারী একজন ভবঘুরে ভ্রমণকারী এবং সে ওডেসিয়াসের খবর জানে এবং তাকে দেখেছে তখন তার আগ্রহ আরো বেড়ে গেল।

ওডেসিয়াসকে একথা জানানো হলে সে সঙ্গে সঙ্গে গেল না। কারণ নরকে মৃত এ্যাগামেমননের আত্মা তাকে যে কথা বলে সাবধান করে দিয়েছিল

সে কথা সে ভোলেনি। বলেছিল দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর স্ত্রীকে কখনো বিশ্বাস করবে না। তার মনের খবর ভালভাবে জেনে তবে তার কাছে যাবে। পেনিলোপ তাকে ডেকে পাঠালে সে বলল সন্ধ্যের সময় সে গিয়ে দেখা করবে রানীর সঙ্গে। কারণ ঐ সময় পাণিপ্রার্থীরা গান বাজনা ও হৈ হুল্লোড় নিয়ে মত্ত থাকবে। ইউমেয়াস তার খামারে চলে গেলে ওডেসিয়াস একা সেখানে বসে পাণিপ্রার্থীদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল।

এমন সময় আইরাস নামে সত্যিকারের এক ভিখারী এসে ওডেসিয়াসকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে গালাগালি করতে লাগল। কারণ সে-ই সাধারণত প্রাসাদ এলাকায় থেকে ভিক্ষে করে। সে তাই তার এলাকার মধ্যে আর একজন নতুন ভিখারীকে দেখে তাকে তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। ওডেসিয়াস নত হয়ে তাকে থাকতে দেবার অনুরোধ করলে তার সেটা দুর্বলতা ভেবে সে আরও জোরে চেঁচাতে লাগল। তখন পাণিপ্রার্থীরা ব্যাপারটা নিয়ে মজা করার জন্য আইরাসকে উত্তেজিত করতে লাগল নতুন ভিখারীকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করার জন্য।

ওডেসিয়াসের ইচ্ছা ছিল না এ যুদ্ধে। কিন্তু বাধ্য হয়ে তাকে নামতে হলো। সে তার গায়ের কম্বলটা সরিয়ে ফেলতেই তার অতিকায় বলিষ্ঠ দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখে শিউরে উঠল আইরাস। পিছু হটতে লাগল সে। কিন্তু তাকে তখন টেনে জোর করে উঠোনে নামানো হলো। ওডেসিয়াস বলল, কথা দিতে হবে, এর মধ্যে ছল চাতুরী থাকবে না এবং এই যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গতভাবে হবে। টেলিমেকাস তাকে প্রতিশ্রুতি দিলে ওডেসিয়াস লড়াই শুরু করল।

একটিমাত্র আঘাতেই আইরাসকে বধ করতে পারত ওডেসিয়াস। কিন্তু তাতে তার শক্তির কথা প্রকাশ হয়ে যাবে বলে সে শুধু আইরাসকে এমনভাবে শূন্যে তুলে ধরে আছড়ে ফেলে দিল যাতে তার মুখ থেকে রক্ত বার হতে লাগল। ওডেসিয়াস তখন তার পা ধরে টেনে প্রাসাদদ্বারের বাইরে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে বলল, তুই এখন থেকে শুয়োর, কুকুর তাড়াবি।

নতুন ভিখারীর শক্তির পরিচয় পেয়ে পাণিপ্রার্থীরা খাতির করতে লাগল তাকে, এ্যান্টিনোয়াস তাকে তার প্রতিশ্রুত পুরস্কার দিয়ে দিল। এ্যাম্ফিনোমাস তাকে কিছু ভাত রুটি দিল এবং একপাত্র মদ দেবার কথাও বলল। এই সব সদয় ব্যবহারে সে টেলিমেকাসকে বলল, আমি তোমার বাবাকে চিনি, তিনি বড় ভাল লোক ছিলেন।

এমন সময় পেনিলোপ এসে দরজার কাছে দাঁড়াতেই সকলের দৃষ্টি ভিখারীর উপর থেকে চলে গেল পেনিলোপের উপর। পেনিলোপ এসেই তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করতে শুরু করল টেলিমেকাসকে। বলল, তুমি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও আমার বাড়িতে এই ধরনের গোলমাল, অনাচার ও অবিচার চলে কি করে?

পাণিপ্রার্থীরা তখন পেনিলোপের চারদিকে গিয়ে ভিড় করল। এ্যান্টি-নোয়াস বলল, তুমি আমাদের একজনকে বিয়ে না করা পর্যন্ত আমরা অবাঞ্ছিত হলেও যাব না এখান থেকে।

পেনিলোপ বলল, আমার স্বামী এখান থেকে যুদ্ধে যাবার সময় বলে যান আমার ছেলের মুখে দাড়ি না গজানো পর্যন্ত আমি যেন আর কাউকে বিয়ে না করি। এখন সে সময় এসেছে। এবার আমি অবশ্যই তোমাদের মধ্যে একজনকে বেছে নেব। কিন্তু একটা কথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি আমি। তোমাদের ব্যবহার অত্যন্ত খারাপ। তোমাদের দেখে শুনে পাণিপ্রার্থী বলে মোটেই মনে হয় না। পাণিপ্রার্থীরা তাদের প্রেমাস্পদাকে কত উপহার দান করে; কিন্তু তোমরা তা না করে তোমাদের প্রেমাস্পদারই অন্ন ও সম্পত্তি ধ্বংস করছ।

এই কথা বলে গম্ভীরভাবে অন্তঃপুরে চলে গেল পেনিলোপ। ওডেসিয়াস তার স্ত্রীর কৌশল ও বুদ্ধি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। এদিকে পেনিলোপকে দামী উপহার দেবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে। তারা উপহার কেনার জন্য আপন আপন চাকরকে পাঠাল শহরে।

সন্ধ্যে হতেই পাণিপ্রার্থীরা আবার নাচগানের আসর বসাল হলঘরে। ওডেসিয়াসকে মশাল ধরে থাকতে বলল। ইউরিমেকাস নামে একজন পাণি-প্রার্থী ওডেসিয়াসকে ভৎর্সনার স্বরে বলতে লাগল, তুমি কি কাজ করবে? তুমি শুধু বাইরে ঘুরে বেড়াতেই পার।

ওডেসিয়াস তখন বলল, আমার মালিক বাড়ি ফিরে এলে তুমি পালাবার পথ খুঁজে পাবে না। ইউরিমেকাস তখন একটা টুল ছুঁড়ে দিল ওডেসিয়াসকে মারার জন্য। ওডেসিয়াস এ্যাম্ফিনোমাসের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। টেলি-মেকাস তাদের বকাবকি করতে লাগল। বলল, এখন রাত হয়ে গেছে। শোবার সময় হয়েছে। অতএব তোমরা সবাই চলে যাও আপন আপন ঘরে।

পাণিপ্রার্থীরা আপন আপন ঘরে চলে গেলে ওডেসিয়াস আর টেলিমেকাস এক জায়গায় বসে যুক্তি করতে লাগল। ওডেসিয়াস টেলিমেকাসকে বলল, তুমি একটা কাজ করো, হলঘরের মধ্যে বর্শা তরবারি প্রভৃতি যে সব অস্ত্র চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তা সব একটা গোপন ঘরে লুকিয়ে রাখ। ওরা তার খোঁজ করলে বলা হবে, মদের ঘোরে সেই সব অস্ত্র যাতে পরস্পরের উপর কেউ প্রয়োগ করতে না পারে তার জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শুধু অল্প কিছু অস্ত্র হাতের কাছে রেখে দাও।

অস্ত্র সরানোর কাজ হয়ে গেলে পেনিলোপ উপর থেকে হলঘরে কয়েকজন সহচরীর সঙ্গে নেমে এল। যেখানে আগুন জ্বলছিল তার পাশে পাতা একটি আসনে বসল পেনিলোপ। ওডেসিয়াসকে তার সামনে বসে থাকতে দেখে

তার ধৃষ্টতার জন্য রাণীর এক সহচরী তাকে তিরস্কার করতে লাগল। পেনিলোপ তখন তাকে নিষেধ করল। বলল, ওকে একটা বসার আসন দাও। ওর কাছ থেকে আমি আমার স্বামীর খবর শুনব।

এত কাছাকাছি বসে ও ওডেসিয়াসের গলার স্বর শুনেও পেনিলোপ তার স্বামীকে চিনতে পারল না। ওডেসিয়াসও তাকে তার পরিচয় দিল না। সে তার আত্মপরিচয় হিসাবে বলল সে একজন ক্রীটদেশীয় লোক। আজ হতে কুড়ি বছর আগে সে ওডেসিয়াসকে দেখে। তার অঙ্গে তখন যে পোষাক ছিল তার কথা বলতে পেনিলোপ তা বুঝতে পারল এবং সে কথা তার মনে পড়ল। সম্প্রতি সে বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছে ওডেসিয়াস প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসছে এবং পেনিলোপ শীঘ্রই তার স্বামীকে ফিরে পাবে। পেনিলোপ বলল, তার স্বামী সত্যি সত্যিই ফিরে এলে তার জন্য প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে তাকে।

পেনিলোপ শুতে যাবার সময় তার দাসীদের বলল, এই বিদেশী অতিথির জন্য ভাল বিছানা পেতে দাও এবং এর হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার করে দাও।

ওডেসিয়াস বলল, আমি আলস্য পছন্দ করি না। ভাল বিছানার দরকার নেই। তবে স্নানের জন্য একটু গরম জল দিতে পার।

পেনিলোপ তার দাসীদের মধ্যে প্রধান বয়োপ্রবীণা ইউরিক্লীয়ার উপর ওডেসিয়াসকে স্নান করাবার ভার দিল। ইউরিক্লীয়াই একদিন ছিল ওডেসিয়াসের ধাত্রী। তার শৈশবে সেই তাকে মানুষ করে।

ওডেসিয়াসকে স্নান করাবার সময় তাকে ভাল করে দেখে ও তার গলার স্বর শুনে ইউরিক্লীয়া ভাবল সে দেখতে একেবারে তাদের মালিকের মত। ওডেসিয়াস তখন তার মুখটা ফিরিয়ে নিল। কিন্তু ওডেসিয়াসের জানুতে একটা ক্ষতের দাগ দেখে বিস্ময়ে চিৎকার করতে যাচ্ছিল ইউরিক্লীয়া। সে দাগ দেখে সে বেশ বুঝতে পারল এই বিদেশী অতিথিই তার মালিক ওডেসিয়াস। কারণ অতীতে একবার বনে শিকার করতে গিয়ে ওডেসিয়াস এক বন্য শূকরের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে আঘাত পায়। সেই আঘাতে তার জানুতে এক ক্ষত হয়। এটা একমাত্র ইউরিক্লীয়াই জানত। ইউরিক্লীয়া চিৎকার করে যখন সবাইকে একথা বলতে যাচ্ছিল তখন ওডেসিয়াস তাকে ধরে তাকে চুপ করতে বলল। বলল, যদি বাঁচতে চাও তাহলে এখন কাউকে আমার সম্বন্ধে কোন কথা বলবে না।

ইউরিক্লীয়া কথা দিল, সে কাউকে কোন কথা বলবে না। তার মালিকের প্রত্যাবর্তনে খুশি হয়ে সে আরো গরম জল এনে ভালভাবে তাকে স্নান করাল। তার স্নান হয়ে গেলেই পেনিলোপ আবার তার খবর নিতে এল। সে ওডেসিয়াসের কাছে একটা বিষয়ে মতামত চাইল। সে বলল, আমার পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে একজনকে বেছে নেবার জন্য আমি এক প্রতিযোগিতার

ব্যবস্থা করব বলে ভেবেছি। আমার স্বামী অতীতে এক অদ্ভুতভাবে তাঁর লক্ষ্য পরীক্ষা করতেন। এক জায়গায় বারোটি কুড়ুলের মাথা পর পর সাজানো থাকত। তিনি তখন তাঁর বিশাল ধনুকে তীর সংযোজন করে তীর ছুঁড়তেন আর সেই তীরটি বারোটি কুড়ুলের মাথার ফুটোর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যেত। পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে যে একাজে সফল হবে আমি তাকেই বেছে নেব আমার দ্বিতীয় স্বামী হিসাবে।

ওডেসিয়াস তৎক্ষণাৎ সমর্থন করল পেনিলোপের প্রস্তাবটাকে। সে বলল, অবিলম্বে এর ব্যবস্থা করুন। তবে আমার বিশ্বাস, এই অনুষ্ঠান শেষ হবার আগেই তিনি এসে পড়বেন।

এ কথায় খুশি হয়ে শুতে চলে গেল পেনিলোপ। ওডেসিয়াস সেই হলঘরের এক জায়গায় চামড়ার বিছানায় শুয়ে পড়ল। ইউরিক্লীয়া এসে তাকে ঢাকা দিয়ে গেল।

সে রাতে তার স্বামীকে স্বপ্নে দেখল পেনিলোপ। দেখে তার মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। সকালে সে যখন উঠল তখন দেখল তার বুকটা ভারী হয়ে রয়েছে দুঃখে। কারণ এবার পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে একজনকে তার নতুন স্বামী হিসাবে বেছে নিতে হবেই।

ওডেসিয়াস উঠে দেখল পাণিপ্রার্থীরা সবাই উঠে হৈ-হুল্লোড় করছে। উঠোনে বর্শা ছুঁড়ে লক্ষ্য পরীক্ষা করছে। সেদিন এ্যাপোলোর উৎসব। বারো জন দাসী পাণিপ্রার্থীদের খাওয়ার যোগাড় করছে। তারা মশলা বাঁটছিল। সকলের অলক্ষ্যে ওডেসিয়াস দেবরাজ জিয়াসের কাছে প্রার্থনা জানয়ে এক সুলক্ষণ প্রত্যাশা করল। সহসা এক বজ্রগর্জনের মাধ্যমে সে সুলক্ষণ প্রদর্শন করলেন জিয়াস।

ইউমেয়াস তিনটি মোটা শুয়োর নিয়ে এল পাণিপ্রার্থীদের খাবার জন্য। মেলানথিয়াস ছাগল নিয়ে এল। সে এসেই ওডেসিয়াসকে বলল, এখনো তুমি আছ এখানে? এখান থেকে যদি না যাবে ত ঘুঁষি মেরে তোমার মুখ ফাটিয়ে দেব।

ওডেসিয়াস নীরবে শুধু মাথাটা তার একটু নত করল। এরপর পিলোতিয়াস নামে আর এক রাখাল এল। ইউমেয়াসের মত সেও খুব ভাল লোক এবং প্রভুভক্ত। পিলোতিয়াস বলল, আমাদের প্রভুও হয়ত এমনি করে ভবঘুরের বেশে কোথায়ও ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর কথা ভেবেই পালিয়ে যেতে পারি না এখান থেকে।

ওডেসিয়াস বলল, বন্ধু, খুব শীঘ্রই তাঁকে দেখতে পাবে।

টেলিমেকাস এসে ইউরিক্লীয়াকে জিজ্ঞাসা করল গত রাতে অতিথির দেখা-শোনা ঠিকমত হয়েছে কি না।

ওদিকে পাণিপ্রার্থীরা এক জায়গায় গোপনে বসে টেলিমেকাসকে হত্যা

করার ষড়যন্ত্র করছিল, কিন্তু হঠাৎ তারা দেখতে পেল প্রাসাদের উপর দিয়ে বাঁ দিকে একটি ঈগল পাখি তার থাবার মধ্যে একটি ঘুঘুকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে এ্যাম্ফিনোমাস এটাকে কুলক্ষণ বলে ব্যাখ্যা করলে পাণিপ্রার্থীরা বলল, এখন তাহলে টেলিমেকাসকে হত্যা করে লাভ নেই ; পরে দেখা যাবে। এখন উৎসবে ফূর্তি করা যাক।

পশুবলির পর ওদের ভোজসভা শুরু হলো। টেলিমেকাস হলঘরের একপাশে এক জায়গায় আলাদা একটি টেবিলে ওডেসিয়াসের খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। কিন্তু টেসিপাস নামে এক পাণিপ্রার্থী মাংস খেতে খেতে একটা গরুর ঠ্যাং ওডেসিয়াসের দিকে ছুঁড়ে মারল। ওডেসিয়াস পাশ কাটিয়ে নিতে সেটা দেওয়ালে গিয়ে লাগল। টেলিমেকাস এতে রেগে গিয়ে বলল, এটা আমার বাড়ি। আমি অতিথির উপর এই ধরনের বেয়াদবি সহ্য করব না। এটা ওঁর গায়ে লাগলে আমি টেসিপাসের বুকটা বর্শা দিয়ে এখনি বিদ্ধ করতাম।

এজিলাস নামে আর এক পাণিপ্রার্থী বলল, এতই যদি তোমার জ্বালা তাহলে কেন তুমি তোমার মাকে আমাদের মধ্যে যে কোন একজনকে বেছে নিতে বাধ্য করছ না ?

টেলিমেকাস বলল, আমি আমার মাকে জোর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি না। তাঁর যা খুশি করবেন।

যাই হোক, ঝগড়া থেমে গেল। খেতে খেতে হাসিখুশিতে ফেটে পড়ল পাণিপ্রার্থীরা। কিন্তু হঠাৎ তাদের চোখের দৃষ্টিগুলো ঝাপসা হয়ে এল। তাদের সব হাসি থেমে গেল মুহূর্তে। এক অজানা বিপদের আভাস ঘনিয়ে এল তাদের অন্তরে। তারা মাংসের মধ্যে তাজা রক্ত দেখতে পেল। স্পার্টা থেকে টেলিমেকাসের সঙ্গে থিওক্লাইমেনাস নামে এক অতিথি এসেছিল। সে হঠাৎ এক আসন্ন বিপদের আভাস পেয়ে লাফিয়ে উঠল। তা দেখে পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে বয়োঃকনিষ্ঠ একজন বলে উঠল, আমরা কোথায় রয়েছি ? একজন অলস ভিখারি আর ভণ্ড জ্যোতিষী হচ্ছে আমাদের সঙ্গী। এদের দুজনকেই ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রির জন্য জাহাজে করে চালান করে দিতে হয়।

টেলিমেকাস কোন কথা বলল না। ভোজসভা শেষ হতে না হতেই পেনিলোপ এসে হাজির হলো। সে তার পরিকল্পিত প্রতিযোগিতার কথা বলল। বলল, এই প্রতিযোগিতায় যে জয়ী হবে আমি তাকেই স্বামী হিসাবে গ্রহণ করব। প্রত্যেক প্রতিযোগী একবার করে পরীক্ষার সুযোগ পাবে।

পেনিলোপের দাসীরা ওডেসিয়াসের পুরনো তীর ধনুকটি আর বারোটি কুড়ুলের মাথা নিয়ে এল। পেনিলোপ কুড়ুলের মাথাগুলি পর পর সাজিয়ে দিতে বলল। তা সাজাতে গিয়ে ইউমেয়াসের চোখে জল এল। সে জল দেখে উদ্ধত এ্যান্টিনোয়াস ঠাট্টা করতে লাগল।

টেলিমেকাস তখন বলল, সর্বপ্রথম আমি পরীক্ষা করে দেখব। যদি

আমি পারি, তাহলে তোমাদের কারোর সঙ্গেই আমার মা চলে যাবে না এ বাড়ি থেকে। তোমাদের কারো কোন দাবি টিকবে না।

কিন্তু ত তিনবার চেষ্টা করেও টেলিমেকাস ধনুকটি বাঁকিয়ে তার ছিলায় তীর সংযোজন করতে পারল না। প্রথমে পরীক্ষা করল লাওদেস নামে এক পুরোহিত। সেও একজন পাণিপ্রার্থী হলেও সে ছিল খুব ভদ্র। তবে তার গায়ে বেশী শক্তি ছিল না। তারপর এগিয়ে গেল এ্যান্টিনোয়াস। এটা যেন কিছুই না এমনি একটা ভাব দেখাল সে। কিন্তু পরে যখন দেখল ব্যাপারটা সহজ নয়, তখন সে মেলানথিয়াসকে আগুন জ্বালিয়ে ধনুকটা সেকে দিতে বলল।

এদিকে ইউমেয়াস আর ফিলোস্তিয়াসকে হল থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে ওডেসিয়াসও বেরিয়ে গেল তাদের পিছু পিছু। তাদের নির্জনে এক জায়গায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, এই মুহূর্তে যদি তাদের মালিক ওডেসিয়াস ফিরে আসে তাদের মধ্যে কে কে তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। তারা একবাক্যে বলল, দেবতাদের দয়ায় আমরা যেন আমাদের বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তি দেখাবার সুযোগ পাই।

ওডেসিয়াস তখন তাদের অবাক করে দিয়ে বলল আমিই ওডেসিয়াস।

এরপর প্রমাণস্বরূপ তার জানুর ক্ষতটা দেখাতেই তারা অশ্রুপূর্ণ চোখে তাকে জড়িয়ে ধরল। পাগলের মত চুম্বন করতে লাগল। ওডেসিয়াস তখন বলল, এখন আবেগ প্রকাশের সময় নয়। ইউমেয়াস, তুমি ধনুকটা আমার হাতে এনে দেবে। আমিও পরীক্ষা দেব। আর ফিলোস্তিয়াস, তুমি প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাবার সব দরজাগুলো বন্ধ করে দাও যাতে কেউ পালাতে না পারে। ইউমেয়াস, তুমি মেয়েদের অন্তঃপুরের দরজাগুলো বন্ধ করে দাওগে। চেঁচামেচি শুনে মেয়েরা যেন বেরিয়ে আসতে না পারে।

এই বলে হলঘরে আবার ফিরে গেল ওডেসিয়াস। দেখল এ্যান্টিনোয়াস আর ইউরিমেকাস এই দুজন উদ্ধত অহংকারী পাণিপ্রার্থীই পর পর ব্যর্থ হলো পরীক্ষায়। তখন ওডেসিয়াস বলল, আমাকেও সুযোগ দিতে হবে। আমি পরীক্ষা দেব।

এ্যান্টিনোয়াস বলল, লোকটা পাগল নাকি?

পেনিলোপ বলল, হাঁ, ওকেও সুযোগ দিতে হবে।

পাণিপ্রার্থীরা এতে জোর আপত্তি তুলল। টেলিমেকাস বলল, আমার বাবার ধনুক কে ধরবে না ধরবে তা আমি বলব। এটা আমার অধিকার।

ইউমেয়াস তখন ধনুকটা ওডেসিয়াসের কাছে এনে দিল। ওডেসিয়াস সেটা নিয়ে অনায়াসে তাতে তীর সংযোজন করে তীরটা এমনভাবে ছুঁড়ল যাতে সেটা পাখির মত কুড়ুলের মাথার ফুটোর ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। এমন সময় আবার এক বজ্র গর্জন হলো।

এটা একটা সুলক্ষণ ভেবে বুকটা ফুলে উঠল ওডেসিয়াসের। সঙ্গে সঙ্গে তার ভিক্ষুকসুলভ চেহারাটা অমিত শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। সে বলল, তোমার অতিথি তোমার মর্যাদা রক্ষা করেছে টেলিমেকাস।

এ্যান্টিনোয়াস তখন এক কাপ মদ সবেমাত্র মুখে তুলেছিল। ওডেসিয়াস ইশারায় টেলিমেকাসকে তার পাশে এসে দাঁড়াতে বলল। টেলিমেকাস সঙ্গে সঙ্গে তরবারি আর বর্শা হাতে তার কাছে এসে দাঁড়াতেই ওডেসিয়াস একটি তীর এ্যান্টিনোয়াসকে লক্ষ্য করে মারল। তীরটা তার গলাটাকে বিদ্ধ করতেই মদের কাপটা হাত থেকে পড়ে গেল। মদ আর রক্ত মিলে মিশে এক হয়ে গেল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেল এ্যান্টিনোয়াস।

অন্যান্য পাণিপ্রার্থীরা তা দেখে রাগে চিৎকার করতে লাগল। হতচকিত হয়ে উঠল ওডেসিয়াসের প্রতি। তবু ভাবল লোকটার হাত থেকে হয়ত তীরটা কোন রকমে ফসকে বেরিয়ে গিয়ে আঘাত করেছে এ্যান্টিনোয়াসকে ঘটনাক্রমে।

কিন্তু ওডেসিয়াস তাদের ভুল ভেঙ্গে দিয়ে বলল, শোনরে কুকুরের দল, তোরা কি ভেবেছিস ওডেসিয়াস মরে গেছে? তোরা আমার ধনসম্পত্তি নষ্ট করেছিস। আমার ঝি চাকরদের কুপথে নিয়ে গিয়েছিস। আমার স্ত্রীকে হস্তগত করার চেষ্টা করেছিস। এবার তোদের অবশ্যই মরতে হবে। তোরা হচ্ছিস দেবতা ও সমগ্র মানবজাতির শত্রু।

ওডেসিয়াস ফিরে এসেছে জানতে পেরে এবং তাকে সশরীরে তাদের সামনে উপস্থিত দেখে ও তার শক্তির পরিচয় পেয়ে ভয়ে চুপসে গেল বাকি পাণিপ্রার্থীরা। তাদের পক্ষ থেকে ইউরিমেকাস বলল, সত্যিই আমরা তোমার প্রতি অন্যায় করেছি ওডেসিয়াস। তবে এ্যান্টিনোয়াসই আগে এখানে এসে পথ দেখায় আমাদের। এই কারণেই তাকে প্রাণবলি দিতে হলো। আমাদের প্রাণে মেরো না, আমরা তোমার সব ক্ষতি পূরণ করে দেব। আমরা সোনা, রূপো, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি বহু মূল্যবান ধাতু তোমাকে দেব।

ওডেসিয়াস বলল, আমি কোন কিছুই চাই না। আমি তোমাদের শুধু জীবন চাই। অতএব তোমরা তোমাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করো।

ভীত সন্ত্রস্ত পাণিপ্রার্থীরা যখন দেখল অনুনয় বিনয়ে কোন কাজ হবে না এবং পরিত্রাণের কোন আশা নেই তখন তারা মুক্ত তরবারি হাতে দাঁড়াল। হাতের কাছে আর কোন অস্ত্র পেল না, কারণ সব অস্ত্র আগেই সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। পাণিপ্রার্থীরা সামনে টেবিলগুলোকে তুলে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে লাগল। ইউরিমেকাস তাদের নেতৃত্ব করতে লাগল।

কিন্তু ওডেসিয়াসের একটি তীর ইউরিমেকাসের বুকে গিয়ে লাগতেই সে পড়ে গেল। তখন তার জায়গায় এ্যাম্ফিনোমাস গিয়ে দাঁড়াল। টেলিমেকাস তখন তাকে সঙ্গে সঙ্গে বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করল। তখন অন্যরা রণে ভঙ্গ দিয়ে

পালাবার পথ খুঁজতে লাগল। টেলিমেকাস সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রাগার থেকে অনেক অস্ত্র এনে ইউমেয়াস ও ফিলোতিয়াসের হাতে দিল। মেলানথিয়াসও অস্ত্রাগারে অস্ত্র আনতে গিয়েছিল পাণিপ্রার্থীদের জন্য। কিন্তু ইউমেয়াস তাকে বেঁধে রেখে দিয়েছিল।

এদিকে যতক্ষণ ওডেসিয়াসের তূণে তীর ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত সমানে তীর ছুঁড়ে একের পর এক করে হত্যা করে যেতে লাগল পাণিপ্রার্থীদের। এবার ইউমেয়াস, ফিলোতিয়াস আর মেন্টরের বেশ ধরে দেবী প্যালাস এথেন তার পাশে এসে দাঁড়াল। পাণিপ্রার্থীরা সকলে হলঘর ছেড়ে প্রাসাদের উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল আর ওডেসিয়াস পিছনের দরজার কাছে তার মুখ বন্ধ করে দাঁড়াল যাতে তার মধ্য দিয়ে শত্রুরা পালিয়ে যেতে না পাবে।

বিশেষ অনুনয় বিনয়ে তিনজনকে ছেড়ে দিল ওডেসিয়াস। তারা হলো পুরোহিত লাওদেস, চারণ কবি ফেমিয়াস যে বাধ্য হয়ে পাণিপ্রার্থীদের ভোজ-সভায় গান শোনাত আর প্রহরী মীডন যে টেলিমেকাসকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের কথাটা পেনিলোপকে বলে দেয়।

এদের ছাড়া আর একজনকেও ক্ষমা করল না ওডেসিয়াস। একে একে সকলকে হত্যা করল এবং তাদের মৃতদেহগুলো পরে পরীক্ষা করে দেখল তারা বেঁচে আছে কি না।

হঠাৎ অন্তঃপুর থেকে ইউরিক্লীয়া এসে এই সব হত্যাকাণ্ড দেখে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু ওডেসিয়াস তাকে থামিয়ে দিল। তারপর তার কাছ থেকে জানতে চাইল দাসীদের মধ্যে কারা পাণিপ্রার্থীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল। ইউরিক্লীয়া বলল, মোট পঞ্চাশ জন দাসীর মধ্যে বারো জন পাণিপ্রার্থীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের সহায়তা করে চলে। বাকি সব বিশ্বস্ত ছিল রাণীর প্রতি। পাণিপ্রার্থীদের তাঁবেদার বিশ্বাসঘাতক মেলানথিয়াস সহ সেই বারো জন দাসীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হলো।

এরপর অন্তঃপুরের দরজাগুলোর তালা খুলে দেওয়া হলো। তখন পেনিলোপ তার সহচরীদের নিয়ে বেরিয়ে এসে যা যা ঘটে গেছে তা সব দেখল। সেই ভিক্ষুকই যে এই সব কিছু করেছে এবং সে-ই যে ছদ্মবেশী ওডেসিয়াস একথা তবু বিশ্বাস করতে পারল না পেনিলোপ। সে ভাবল এ সব নিশ্চয় কোন ছদ্মবেশী দেবতার কীর্তি।

ওডেসিয়াস এবার প্রাসাদের সব দ্বার খুলে দিতে বলল। ফেমিয়াসকে বলল, গান করো, নাচের বাজনা বাজাও। ভৃত্যরা সব নাচ গান করুক। নাচগানের বাজনা শুনে শহরের অনেক লোক ভিড় করে এল। তারা ভাবতে লাগল আজ নিশ্চয় পেনিলোপের বিয়ে। এতদিনে পেনিলোপ তার স্বামীরূপে একজনকে বেছে নিয়েছে। তারা ওডেসিয়াসের আগমন সংবাদ তখনো পায় নি।

এদিকে ওডেসিয়াস স্নানঘরে গিয়ে স্নান করে পরিষ্কার পোষাক পরে পেনিলোপের কাছে আগুনের পাশে গিয়ে বসল।

পেনিলোপের মন থেকে তবু অবিশ্বাস গেল না। সে ওডেসিয়াসকে পরীক্ষা করার জন্য ইউরিক্লীয়াকে বলল, তোমার মালিকের বিছানাটা এনে দাও।

ওডেসিয়াস তখন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে বলল, সে বিছানা একমাত্র দেবতা ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। একটি অলিভ গাছকে ঘিরে একটি প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করে তাতে আমাদের বাসরশয্যা পাতা হয়। একথা তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

এবার সন্দেহ মুহূর্তে দূর হয়ে গেল পেনিলোপের মন থেকে। সব সংশয় ঝেড়ে ফেলে ওডেসিয়াসের গলাটা জড়িয়ে ধরে তার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দীর্ঘ কুড়ি বছর পর মিলন ঘটল দুজনের। কত কথা জমে আছে দুজনের মনে। একটি রাতের মধ্যে কখনো কুড়ি বছরের না-বলা কথা বলে শেষ করা যায় না। দেবী প্যালাসের নির্দেশে উষাদেবী অরোরা দেরি করে তার রথযাত্রা শুরু করলেন। ওডেসিয়াসদের মিলনের রাত দীর্ঘায়িত হলো।

পরদিন সকাল হলে তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেল ওডেসিয়াস। তার বাবা বৃদ্ধ লার্তেস তখন ছিল শহরের শেষে খামার বাড়িতে। লার্তেস সেখানে তার হারানো পুত্রের শোকে হীন পোষাক পরে সামান্য এক চাষীর কাজ করত।

ওডেসিয়াস গিয়ে দেখল তার বাবা লার্তেস আঙুর ক্ষেতে কাজ করছে। ওডেসিয়াস প্রথমে নিজের পরিচয় গোপন রেখে বলে ওডেসিয়াস শীঘ্রই আসবে। তার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে সম্প্রতি। কিন্তু লার্তেস চোখের জলে তার বুক ভাসিয়ে বলল, সে আর আসবে না কখনো। সে আর নেই।

বাবার দুঃখ দেখে আর থাকতে পারল না ওডেসিয়াস। তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমাকে চিনতে পারছ না? আমিই তোমার ওডেসিয়াস।

কিন্তু লার্তেসের অবিশ্বাস তবু যায় না। অবশেষে ওডেসিয়াস তার জানুর ক্ষত দেখাল এবং খামারের একধারে সেই গাছটি দেখাল যেটি তার বাবা ওডেসিয়াসকে ছেলেবেলায় দান করে।

লার্তেস তখন সব সংশয় ও অবিশ্বাস ঝেড়ে ফেলে পুত্রকে জড়িয়ে ধরল।

কিন্তু এমন সময় নতুন আর এক বিপদ দেখা দিল।

পাণিপ্রার্থীদের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে যেতেই বিভিন্ন রাজ্য থেকে তাদের আত্মীয় স্বজনেরা সেই সব মৃতদেহ সৎকারের জন্য নিয়ে যেতে চাইল। মৃতদেহ

নিয়ে যাবার সময় তারা এই সব মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে বলে শাসিয়ে গেল।

এদিকে ইথাকা শহরের জনগণও সমান দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। একদল ওডেসিয়াসকে সমর্থন করতে লাগল। বলল, পাণিপ্রার্থীরা নিজেদের অপকর্মের দ্বারা নিজেদের মৃত্যু নিজেরাই ডেকে এনেছে। কিন্তু অন্য দল পাণিপ্রার্থীদের দলে যোগ দিল। ক্রমে মৃত পাণিপ্রার্থীদের আত্মীয় স্বজনেরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে ওডেসিয়াসকে তার বাবার খামার বাড়িতে আক্রমণ করল। টেলিমেকাস ও ওডেসিয়াসের অনুগত লোকজন খামার বাড়িটাকে ঘিরে দাঁড়াল।

দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হবে এমন সময় জিয়াস এক বজ্রগর্জনের মাধ্যমে তাঁর অসম্মতি জানালেন। দেবী প্যালাস প্রতিপক্ষদের মতের পরিবর্তন ঘটিয়ে দুইপক্ষকে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথে নিয়ে গেলেন।

হোমারের ওডেসির কাহিনী এখানেই শেষ হলেও অন্যান্য কথাকথায় ওডেসিয়াসের আরো অনেক সমুদ্রভ্রমণের কাহিনী পাওয়া যায়। নরকে টাইরেসিয়াসের প্রেতাত্মা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল সমুদ্রেই মৃত্যু ঘটবে ওডেসিয়াসের। সে বাড়ি ফেরার পরেও আবার সমুদ্রযাত্রায় বার হবে এবং নতুন দ্বীপে গিয়ে উঠবে।

আর ঠিক হলোও তাই। দীর্ঘ দশ বছর ধরে সমুদ্রে কাটিয়েও মাটির দেশে নিরাপদ নির্বিঘ্ন গৃহকোণে অফুরন্ত সুখশান্তির মাঝে মন বসাতে পারল না ওডেসিয়াস। তার একমাত্র সন্তান টেলিমেকাস আর একটু বড় হলে তার হাতে রাজ্যভার দিয়ে পেনিলোপকে ছেড়ে আবার সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে পড়ল সে।

হিরো ও লেণ্ডার

ট্রয়রাজ্যের অন্তর্গত এ্যাবাইডস নামে এক জায়গায় লেণ্ডার নামে এক যুবক ছিল। এ্যাবাইডস ছিল হেলেসপন্ট উপসাগরের তীরে। এ্যাবাইডসের বিপরীত দিকে উপসাগরের অপর পারে ছিল থ্রেসিয়ার উপকূল। সেখানে সেস্টস নামে এক জায়গায় দেবী এ্যাফ্রোদিতের মন্দিরে হিরো নামে এক পরমা সুন্দরী পূজারিণী বাস করত।

হিরোর রূপসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে অনেক যুবক তাকে প্রেম নিবেদন করে। কিন্তু একমাত্র লেণ্ডার ছাড়া আর কোন যুবকের প্রেমের ডাকে সাড়া দেয়নি হিরো।

দুজনে বাস করত দুই উপকূলে, মাঝখানে সারা দিন রাত বয়ে যেত বিশাল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা। তবু তা দুই কূলবর্তী দুটি হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত

প্রেমাবেগকে দমিয়ে রাখতে পারেনি একটি দিনের জন্যও।

রোজ সন্ধ্যে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ্যাবাইডস থেকে মাইসিয়ার উপকূলে এসে দাঁড়াত লেণ্ডার। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ওপারের এক আলোকসঙ্কেতের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত সে। ওদিকে মন্দিরে সন্ধ্যারতি শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একটি সুউচ্চ গম্বুজের উপর উঠে একটি জ্বলন্ত মশাল নেড়ে লেণ্ডারকে আমন্ত্রণ জানাত হিরো। সেই আলোকসঙ্কেত পাওয়ামাত্র জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটতে শুরু করত লেণ্ডার। সাঁতার কেটে যথাসময়ে চলে যেত ওপারে হিরোর নির্জন আবাসে। নিবিড় দেহ-মিলনের মধ্যে সারাটা রাত দুজনে কাটিয়ে সকাল হতেই সারা গায়ে ভাল করে তেল মাখত লেণ্ডার। তারপর হিরোকে একবার চুম্বন করে জলে ঝাঁপ দিত।

এইভাবে সারা গ্রীষ্মকাল ভালভাবেই চলল। কিন্তু বিপদ দেখা দিল শীতকাল পড়তে। আকাশে সঘন মেঘমালা, বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা, আর সমুদ্রে ঝড়ের গর্জন। তবু কোন কিছুতেই ভয় পেত না লেণ্ডার। প্রতিদিন সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রেমের আলোর হাতছানি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপ দিত লেণ্ডার সব কিছু সহ্য করে।

জলে ঝাঁপ দিত ঠিক, কিন্তু প্রচণ্ড শীত আর ঝড়ে জলের মধ্য দিয়ে সাঁতার কাটতে সত্যিই কষ্ট হত লেণ্ডারের। তবে সাঁতার কাটার সময় সর্বক্ষণ তার দৃষ্টি থাকত হিরোর হাতে ধরা জ্বলন্ত মশালটার পানে। ওদিকে ঝড়ের অবিরাম আঘাতে যাতে মশালটা নিভে না যায় তার জন্য তার পোষাকের আঁচল দিয়ে মশালের আলোটাকে ঘিরে রাখতে হত হিরোকে।

কিন্তু একদিন তা আর পারল না হিরো। সেদিন লেণ্ডারও ঠিক জায়গায় সমুদ্রতীর অতিক্রম করতে পারল না। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ তাকে কিছুটা দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। ওদিকে ঝড়ের প্রচণ্ড আঘাতে একসময় হিরোর হাতে ধরা মশালের আলোটাও নিভে গেল।

ধ্রুবতারার মত যে আলোকসঙ্কেত দেখে এতক্ষণ ঢেউএর সঙ্গে সমানে লড়াই করে যাচ্ছিল লেণ্ডার সে আলোকটি সহসা নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অকূল পাথারে পথ হারিয়ে ফেলল সে।

এদিকে হিরো ভাবল দুর্যোগপূর্ণ অত্যন্ত খারাপ আবহাওয়া দেখে লেণ্ডার বাড়ি থেকে বার হয়নি।

কিন্তু হিরোর ভুল ভাঙ্গল পরদিন সকালে। পরদিন সকালে উঠেই সেই গম্বুজটায় উঠে সমুদ্রকূলের পানে একবার তাকাতেই হিরো দেখল লেণ্ডারের রক্তহীন সাদা ফ্যাকাশে মৃতদেহটি উপকূলের একটা পাথরের কাছে পড়ে রয়েছে। মুখে কিছু রক্তের দাগ। এ দৃশ্য দেখে আর থাকতে পারল না হিরো। শোকে উন্মাদ হয়ে উঠল হিরো। তারপর সব কিছু ফেলে মাথার চুল আর

পূজারিণীর পোবাক ছিঁড়তে ছিঁড়তে লেণ্ডারের মৃতদেহটার পাশেই সহমরণের জন্য ঝাঁপ দিল সমুদ্রের জলে।

কিউপিড ও সাইক

কোন এক সময় এক রাজা রাণীর তিনটি সুন্দরী কন্যা ছিল। তাদের মধ্যে বড় দুটি মেয়ের যথাসময়ে দুই রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু কনিষ্ঠ মেয়ে সাইকএর রূপসৌন্দর্য এমন আশ্চর্যজনক ছিল যে কোন রাজপুত্র প্রেম নিবেদন করতে সাহস পেল না তাকে। বিয়ে করার জন্য কেউ প্রস্তাবও করল না। সবাই বলতে লাগল এমন পরমাসুন্দরী মেয়েকে শ্রদ্ধা করা যায়, ভক্তি করা যায়, কিন্তু ভালবাসা যায় না। লোকে যেমন একটু দূর থেকে দেবী প্রতিমার দিকে তাকায় তেমনি সব সময় মাঝখানে এক সম্মানিত ব্যবধান রেখে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে সাইকের পানে তাকিয়ে থাকত লোকে। এমন কি চারদিকে এক গুজব ছড়িয়ে পড়ল, দেবী এ্যাফ্রোদিতে স্বয়ং রক্তমাংসের মানবী মূর্তিতে জন্মগ্রহণ করেছেন মর্ত্যলোকে।

সাইকের দেহসৌন্দর্যের সুনাম দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে দলে দলে অসংখ্য নরনারী তাকে দেখতে আসতে লাগল দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। দেবী এ্যাফ্রোদিতের মন্দিরে দেবীর পূজো প্রায় বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। দেবীর ভক্ত উপাসকরা বলাবলি করতে লাগল দেবী যখন মানবীর বেশে মর্ত্যলোকে নিজে থেকেই আবির্ভূত হয়েছেন তখন তাঁর মূর্তিপূজার আর প্রয়োজন কি? ক্যাডমাস, প্যাফস, সাইয়েরা প্রভৃতি শহরের মন্দির ছেড়ে দেবী এ্যাফ্রোদিতের ভক্তরা সাইকের পাশে ধূপচন্দন দেবার জন্য ছুটে আসতে লাগল দলে দলে। ফলে পূজো না পেয়ে রেগে গেলেন এ্যাফ্রোদিতে। তিনি তাঁর পুত্রকে এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে বললেন।

এ্যাফ্রোদিতে তাঁর পুত্রকে বললেন, ওর মনে ফুলশর হেনে অন্তরে প্রেমসঞ্চার করো। প্রেমের উত্তাপে ওর অন্তর যেন দগ্ধ হতে থাকে এবং তা সইতে না পেরে ও যেন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র এক হতভাগ্য ব্যক্তিকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। তাহলে তারা দুজনেই সীমাহীন দুঃখ দারিদ্র্যের কবলে পড়ে যাবে।

তাঁর পুত্র কিউপিডের উপর এ কাজের ভার দেবার সময় বেশী কথা বলতে হলো না এ্যাফ্রোদিতেকে। মার আদেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে কিউপিড চলে গেল সাইকের উপর ফুলশর হানার জন্য। অদৃশ্য অবস্থায় আকাশপথে উড়ে চলে গেল সে।

কিন্তু সাইককে চোখে দেখার সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে

গেল তার মধ্যে। সাইকের অনন্যসাধারণ রূপলাবণ্য দেখে সে নিজেই তার প্রেমে পড়ে গেল। ঈর্ষাকুটিল যে শর সে সাইকের উপর হেনে তাকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিল সে শরটি অসতর্কতাবশতঃ তার নিজের পায়ের উপর পড়ে যেতে সে নিজেই আহত হলো সে শরে। এক অযোগ্য অপদার্থ প্রেমাস্পদের প্রেমে সাইককে জর্জরিত করতে এসে নিজেই জর্জরিত হয়ে পড়ল সাইকের প্রেমে।

এদিকে সাইকের জন্য কোন পাণিপ্রার্থী এগিয়ে আসছে না দেখে দারুণ দুশ্চিন্তায় পড়ল তার বাবা মা। সাইকের বাবা একদিন এ্যাপোলোর মন্দিরে চলে গেল এ বিষয়ে দেবতার ভবিষ্যদ্বাণী শোনার জন্য।

কিন্তু সে বাণী শুনে ভয় পেয়ে গেল সাইকের বাবা। দৈববাণী হলো, যে নারীকে মর্ত্যের যত সব মানুষ দেবী এ্যাফ্রোদিতের সঙ্গে তুলনা করে সে কখনো এক সাধারণ মানুষের সঙ্গিনী হতে পারে না। তার পাণিগ্রহণ করবে এমনই একজন যাকে দেবতারাও ভয় করেন। তোমরা তাকে অবিলম্বে বিবাহের বধূ হিসাবে সজ্জিত করে নিকটবর্তী এক পাহাড়ের চূড়ার উপর নিশীথ রাত্রিতে রেখে আসবে। সেখান থেকে তার যোগ্য পাত্র তাকে নিয়ে যাবে।

নিজের মেয়েকে এইভাবে ছেড়ে দিতে প্রাণে কষ্ট হলেও দেবতার নির্দেশ অমান্য করার সাহস হলো না রাজা রাণীর। তাই সেই নির্দেশমত মেয়েকে বধূবেশে সাজিয়ে কোন এক নিশীথ রাতের অন্ধকারে এক পাহাড়ের চূড়ার উপর রেখে এলেন।

সাইককে পাহাড়ের চূড়ার উপর অন্ধকারে ফেলে রেখে সব লোকজন চলে গেলে সাইকের খুব ভয় করতে লাগল। অন্ধকার হিমশীতল রাত্রিটা কিভাবে সে একা কাটাবে তা ভাবতে গিয়ে ভয়ে শিউরে উঠল সে।

কিন্তু বেশীক্ষণ এভাবে থাকতে হলো না তাকে। সহসা এক দেবদূত এসে একটা কাপড় দিয়ে তার দেহটাকে ঢেকে দিয়ে তাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় এক কুসুম শয্যায় তাকে শুইয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য ফুলের এক মিষ্টি সুবাস নাকে এসে লাগল সাইকের এই পর্যন্ত তার চেতনা ছিল। তারপর কি হলো তার কিছুই জানে না সে। এর পরেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সে।

সকাল হতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল সাইকের। চোখ মেলে অপার বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল কতকগুলো লম্বা লম্বা গাছে ঘেরা এক কুঞ্জবনের মাঝে সে শুয়ে রয়েছে। সেই কুঞ্জবনের মাঝখানে দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে। তার পারে একটি অতি সুরম্য বাড়ি রয়েছে যা দেখে সেটিকে এক দেবতার আবাস বলে মনে হলো তার।

বাড়িটার দিকে ভালভাবে তাকাল সাইক। দেখল বাড়িটার মাথায় সুদৃশ্য মূল্যবান কাঠের কড়ি-বরগার উপর যে ছাদ রয়েছে, সে ছাদ হাতির

দাঁতের কাজকরা সোনার স্তম্ভ ধারণ করে আছে। চকচকে উজ্জ্বল দেওয়াল-গুলোতে মণিমুক্তোখচিত কত ছবি টাঙ্গানো রয়েছে। ঘরগুলোর মেঝে মার্বেল পাথর দিয়ে মোড়া।

সাইকের কি মনে হলো কুসুমশয্যা থেকে ধীরে ধীরে উঠে সেই বাড়িটার মধ্যে ভয়ে ভয়ে পা টিপে টিপে ঢুকে পড়ল। চারদিকে কোথাও কোন জনমানব নেই। বাড়িটার সব ঘরের দরজা খোলা। কোথাও কোন পাহারার ব্যবস্থাও নেই। সাইক যতই ভিতরে ঢোকে ততই আশ্চর্য হয়ে যায়। চারদিকেই দেখে কত অমূল্য রত্ন ও মণিমুক্তো ছড়ানো রয়েছে ঘরের চারদিকে। অমিত অফুরন্ত ধনরত্নমণ্ডিত এই সুরম্য বাসভবনের মালিক কে তার কিছুই ভেবে পেল না সাইক।

আপন মনেই বলে উঠল সাইক, এত সুন্দর বাড়ি, এত ধনরত্ন কার ?

সঙ্গে সঙ্গে কে যেন তার কানের কাছে উত্তর দিল, এই সুরম্য প্রাসাদ, এই সব ধনরত্ন তোমার সাইক। আমরা তোমার দাস দাসী। তোমার হুকুম তামিল করার অপেক্ষায় আছি।

সাইক কিন্তু কোন দিকে কোন মানুষ দেখতে পেল না। বুঝতে পারল না তার কথার উত্তর দিল কে।

সেই প্রাসাদের ঘরগুলোতে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে এক জায়গায় বসল সাইক। তারপর ভাবল তার অদৃশ্য দাসদাসীরা তার সেবার জন্য কি করে দেখা যাক।

প্রথমে স্নান-ঘরে গিয়ে রূপোর টবে রাখা শীতল জলে স্নান করল সাইক। তারপর খাবার জন্য একটি সোনার টেবিলের পাশে গিয়ে বসল। দেখল সেই সোনার টেবিলের উপর কত সুখাদ্য সাজানো রয়েছে তার জন্য। পেট ভরে তৃপ্তির সঙ্গে সাইক যখন খাচ্ছিল, তখন গান বাজনার মধুর শব্দ অনবরত কানে আসছিল তার। সে ঘরখানিতে সম্পূর্ণ একা বসে থাকলেও তার মনে হচ্ছিল অনেক লোকজন গান বাজনা করছে।

এইভাবে সারাদিনটা এক মধুর স্বপ্নের মত কেটে গেল সাইকের। সন্ধ্যে হতেই সে দেখল তার শোবার ঘরে কারা এক নরম বিছানা পেতে দিয়েছে। কিন্তু সন্ধ্যে হতেই সাইক বুঝতে পারল এক ছায়ামূর্তি সব সময় সর্বত্র অনুসরণ করছে তাকে। রীতিমত ভয় পেয়ে গেল সাইক।

কিন্তু মুহূর্তে সব ভয় চলে গেল তার যখন অন্ধকারে এক অদৃশ্য অমূর্ত মানুষ তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে লাগল বার বার। সাইকের সারা দেহে পুলকের রোমাঞ্চ জাগলেও বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল সে। তারপর সেই অদৃশ্য অমূর্ত মানুষ তাকে সম্বোধন করে বলল, 'শোন হে আমার প্রিয়তমা সাইক, নিয়তির বিধান অনুসারে আমিই তোমার স্বামীরূপে নির্বাচিত হয়েছি। আমার নাম জিজ্ঞাসা করো না। আমার মুখ দেখতে চেও না। শুধু আমার

ভালবাসার সততায় বিশ্বাস রাখবে। তাহলেই দেখবে সুখে কেটে যাবে আমাদের দুজনের জীবন।

সেই অদৃশ্য অমূর্ত প্রেমিকের কণ্ঠস্বর শুনে ও তার প্রেমময় স্পর্শ পেয়ে মুগ্ধ ও প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়ল সাইক। সারা রাত ধরে সেই প্রেমিক তার পাশে অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে তাকে অনেক প্রেমের কথা শোনাল। কিভাবে সে সাইকের প্রেমে পড়ে তার কথাও বলল। তারপর সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে একটা চুম্বন করে বলল, আমি এখন যাচ্ছি। আবার সন্ধ্যে হবার সঙ্গে সঙ্গেই চলে আসব।

এইভাবে সারাটা দিন একা একা কাটাবার পর প্রতিটি রাত তার সেই অদৃশ্য প্রেমিকের সঙ্গে অদ্ভুত এক প্রেমের খেলা খেলে যেতে লাগল সাইক। কিন্তু একটি বারের জন্যও তার মুখটি দেখতে পেল না।

রাতটা তার প্রেমিকের সঙ্গে বেশ সুখেই কাটাল সাইক। কিন্তু দিনের বেলাটা সম্পূর্ণ একা একা কাটাতে দারুণ কষ্ট হত তার। দিনের বেলায় ধনরত্নমণ্ডিত সেই প্রাসাদটাকে একটা মণিমুক্তাখচিত সোনার খাঁচার মত মনে হত।

কোন এক রাতে সাইক তার প্রেমিককে বলল, কেন তুমি দিনের বেলায় থাক না? সারা দিন আমার একা একা বড় কষ্ট হয়। তুমি অন্ততঃ একটা দিন থাক আমার কাছে। আমি প্রাণভরে তোমার মুখটি দেখে ধন্য হই।

প্রেমিক বলল, না, তা হয় না সাইক। বিধাতার এটাই হলো বিধান। এ বিধান লঙ্ঘন করলে তাতে অনর্থ ঘটবে। তাতে তুমি আমি আমরা দুজনেই বিপদে পড়ব। আমার পরিচয় জানতে চেও না, শুধু আমার প্রেমের সততায় সন্তুষ্ট থাক।

তবু দিনের বেলায় একা থাকতে বড় কষ্ট হত সাইকের। একদিন রাত্রিতে তার প্রেমিক এলে সাইক তাকে বলল, অন্ততঃ আমার বোনদের সঙ্গে আমার একবার দেখা করতে দাও। আমি কোথাও যাব না। তুমি তাদের এখানে আনার ব্যবস্থা করে দাও।

প্রেমিক বলল, হে প্রিয়তমা সাইক, তারা এলে তোমার ক্ষতি হবে। এর মধ্যেই তারা তোমার খোঁজ করছে চারদিকে। তারা আমাদের এ প্রেমের কোন তাৎপর্য বুঝতে পারবে না। তারা আমাদের প্রেমকে ঘৃণার চোখে দেখবে। তাতে আমাদেব বিপদ ঘটবে।

তবু এ নিষেধ শুনল না সাইক। চোখের জলে ভাসতে ভাসতে সে তার প্রেমিককে অনুনয় বিনয় করতে লাগল বারবার। তখন বাধ্য হয়ে সেই অদৃশ্য প্রেমিক একটা শর্তে সাইককে তার বোনদের আসার জন্য অনুমতি দিল। তবে এই শর্ত রইল যে সাইক তার বোনদের কখনো কোন ছলে তার স্বামী সম্বন্ধে কোন কথা বলবে না। তাদের কোন কৌতূহলকে প্রশ্রয় দেবে না।

পরদিন সকালেই জেফাইয়ার নামে যে দেবদূত একদিন সাইককে সেই পাহাড়ের চূড়া থেকে এই সুরম্য প্রাসাদে বয়ে এনেছিল সেই জেফাইয়ার তার বোনদের নিয়ে এল।

সাইকের দুই দিদি এসেই প্রাসাদের ধনরত্ন ও অমিত ঐশ্বর্য দেখে অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সাইককে অদম্য কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল এই প্রাসাদ আর এই সব ধনরত্নের মালিক কে, কে তার স্বামী। কিন্তু কৌশলে এ প্রশ্নের উত্তরটা না দিয়ে অন্য কথা বলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল সাইক। তারপর সন্ধ্যে হবার অনেক আগেই তার দুই বোনকে অনেক ধনরত্ন দিয়ে বিদায় করে দিল।

কিন্তু তাতে আরো বেড়ে গেল তার বোনদের কৌতূহল। তারা পরদিনই আবার এল সাইকদের প্রাসাদে। এসেই তার স্বামীর পরিচয় জানার জন্য জেদ ধরল। এর আগের বারে এই প্রশ্নের উত্তরে সাইক বলেছিল, তার স্বামী একজন বড় ব্যবসায়ী, সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকে, রাত্রিতে বাড়ি ফেরে। কিন্তু আজ বলল অন্য কথা। এবার বলল, তার স্বামী একজন পক্বকেশ বৃদ্ধ, কাজের জন্য প্রায়ই বাইরে থাকে। তা শুনে বোনরা বলল, তুমি দুকথা বলছ এ ব্যাপারে। তুমি দুবারে দুকথা বলছ

এবারেও বোনদের অনেক ধনরত্ন দিয়ে বিদায় দিল সাইক। কিন্তু তার বোনদের সন্দেহ আরো বেড়ে গেল। তাছাড়া তাদের ঈর্ষাও হচ্ছিল মনে। ভাবছিল, যেই হোক, সাইকের স্বামী তাদের স্বামীদের থেকে অনেক বেশী ধনী। তবে সে কোন মানুষ হতে পারে না। এ প্রাসাদ এ ধনরত্ন নিশ্চয় কোন দানব অথবা দেবতার।

যাই হোক, মনে মনে দুই বোনে মিলে এক পরিকল্পনা খাড়া করল। যেমন করে হোক সাইকের কাছ থেকে তার স্বামী সম্বন্ধে সঠিক কথাটা বার করতেই হবে। তাদের এই দুরভিসন্ধির কথা বুঝতে পেরে সাইকের অদৃশ্য প্রণয়ী ও স্বামী তার কানে কানে বলল, শোন প্রিয়তমা, তোমার বোনরা তোমার ক্ষতি করতে চায়। তাদের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করো। তা না হলে বিপদ ঘটবে।

সন্ধ্যের সময় সাইক তার স্বামীকে জড়িয়ে ধরে আবেগ ভরে চুম্বন করে বলল, আমি শত শতবার মরব, তবু তোমার কথার অবাধ্য হব না।

কিন্তু পরদিনই যখন সাইকের দু বোন আবার এসে হাজির হলো এবং তাকে আসল কথা বার করার জন্য পীড়ন করতে লাগল নানাভাবে, তখন তার নিজের প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেল সাইক। ওদের চাপে পড়ে সাইক স্বীকার করল তার স্বামীকে আজ পর্যন্ত সেও চোখে দেখেনি, তার নাম পর্যন্ত জানে না।

সাইকের বোনরা তখন বলল, আমরাও এই ভয়ই করেছিলাম সাইক।

তোমার স্বামী আসলে এক কদাকার ঘৃণ্য দৈত্য বা রাক্ষস যে তোমাকে তার মুখটা দেখাতে ভয় পায় পাছে তার প্রতি তোমার ভালবাসা ভয়ে পরিণত হয়।

সাইক তখন বলল, তাহলে আমি কি করব? কি করতে বল আমাকে?

তার বোনেরা তখন তাদের পরিকল্পনার কথাটা বলল। বলল, তুমি তোমার কাছে এবার থেকে রাত্রিবেলায় একটি বাতি আর একটি ছুরি রাখবে। আজই রাত্রিতে তোমার স্বামী যখন গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়বে তখন হঠাৎ বাতিটা জ্বেলে তার মুখটা দেখে নেবে আর সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যটার বুকে এই ছুরিটা আমূল বসিয়ে দেবে। তোমার সঙ্গে প্রতারণা করার সমুচিত প্রতিফল সে পাবে।

বোনদের কথামত তাই করল সাইক। নিশীথ রাতে তার স্বামী গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়লে সে বাতিটা জ্বালল। বাতির আলোয় তার ঘুমন্ত স্বামীর মুখ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সাইক। সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুটস্বরে চিৎকার করে উঠল সে। দৈত্য বা রাক্ষস নয়, তার স্বামী অতি সুদর্শন এক দেবতা। এত রূপ কোন মানুষের অঙ্গে সম্ভব নয়। সাদা ধবধবে তার গায়ের রং, নধর স্বাস্থ্য, মাথায় একরাশ কালো কুঞ্চিত চুল। তার পাশে একটা তীর ধনুক নামানো আছে। সেই তীর ধনুক হাতে করে দেখতে গিয়ে তার হাতটা লাতে লেগে একটু কেটে গেল সাইকের। সঙ্গে সঙ্গে তার স্বামীর প্রতি নতুন করে এক তীব্র ভালবাসার আগুন জ্বলে উঠল তার রক্তে।

সেই নবজাগ্রত ভালবাসার বশবর্তী হয়ে তার স্বামীর উপর ঝুঁকে পড়ে তাকে চুম্বন করতে যেতেই জ্বলন্ত প্রদীপ হতে এক ফোঁটা গরম তেল পড়ে গেল তার স্বামীর দেহের উপর।

গায়ে গরম তেল লাগার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল কিউপিড। উঠেই এক নজরে সব কিছু দেখেই সব কিছু বুঝতে পারল সে। সব দেখে সে সাইককে বলল, হায় সাইক, তুমি আমাদের প্রেমের মূলে কুঠারাঘাত করে তাকে অকালে হত্যা করলে চিরদিনের জন্য। এবার আমাদের চিরতরে বিদায় নিতে হবে পরস্পরের কাছ থেকে।

তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে কিউপিডের পা দুটো জড়িয়ে ধরে কাতর কণ্ঠে কত অনুনয় বিনয় করতে লাগল সাইক। কিন্তু তার কোন কথাই শুনল না কিউপিড। সে তার তীর ধনুক সঙ্গে নিয়ে উড়ে চলে গেল আকাশ পথে। সঙ্গে সঙ্গে ধনরত্নমণ্ডিত সেই গোটা প্রাসাদটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তে।

নিশীথ রাতের যে হিমশীতল অন্ধকারের মধ্যে একদিন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল সাইক, আজ আবার সেই জনহীন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল সে। বুকভরা এক নিঃসীম শূন্যতা আর নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু এক মধুর

স্বপ্নের কম্পমান স্মৃতির দোলায় দুলতে লাগল তার মনটা।

সেইখানে দাঁড়িয়ে যে কথা প্রথম মনে এল সাইকের তা হলো মৃত্যু। সে ঠিক করল সে আর বাঁচবে না। যে সুখের স্বর্গ সে একদিন লাভ করেছিল সে স্বর্গ সে নিজের দোষে হারিয়েছে। সুতরাং তার আর বেঁচে থেকে লাভ নেই।

অন্ধকারেই কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে একটা নদী পেল সাইক। নদীর ধারে গিয়েই অন্ধকারে ঝাঁপ দিল নদীর জলে। কিন্তু জলে ডুবে গেল না সাইক। স্রোতের টানে ভাসতে ভাসতে নদীর ওপারে গিয়ে উঠল। এরপর নদীর পাড় ধরে বরাবর হেঁটে যেতে লাগল সাইক। যেতে যেতে তার বোনেদের শ্বশুরবাড়ির কাছাকাছি এসে পড়ল। তাদের বাড়িতে গেলে তারা হয়ত কিছু সান্ত্বনার কথা বলতে পারত, কিন্তু গেল না সাইক। তাদের কথা শুনে তার আজ এই অবস্থা। তাই আর তাদের মুখদর্শন করতে চায় না। তাই সে পাগলের মত তার স্বামীর সন্ধানে দিনরাত বহু গ্রাম ও জনপদ পার হয়ে এগিয়ে যেতে লাগল।

এদিকে কিউপিডের গায়ে গরম তেল পড়ে যাওয়ায় যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল তাতে জ্বর হয়েছিল তার। দেহে যন্ত্রণা অনুভব করছিল অসহ্য। তার উপর সাইককে হারিয়ে মনের মধ্যে নিদারুণ বেদনাও বোধ করছিল। তাই সে সব ভয় ও অভিমান ঝেড়ে ফেলে তার মার ঘরে চলে গেল। অথচ তার কষ্টের কথাটা প্রকাশ করতে পারল না মার কাছে।

কিন্তু একটি ব্যাঙ্গমা পাখি দেবী এ্যাফ্রোদিতেব কানে কানে কিউপিডের প্রেমে পড়ার সব কথা বলে দিল। তা শুনে সাইকের উপর দারুণ রেগে গেল এ্যাফ্রোদিতে। প্রতিহিংসার আগুন জ্বলতে লাগল তার বুকে। এ্যাফ্রোদিতে যখন বুঝল একদিন এই নারীকেই তার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হিসাবে পূজো করত তখন আরো রেগে গেল তার উপর।

কিউপিডকে একটি অন্ধকার ঘরের মধ্যে বন্দী করে রেখে তাকে ভয় দেখাতে লাগল এ্যাফ্রোদিতে। বলল, কেন তুমি এক মর্ত্যমানবীর প্রেমে পড়তে গেছ? তোমার ঐ ফুলশর আমি কেড়ে নেব, ধনুকের ছিলা ছিঁড়ে দেব। তোমার মশালের আলো নিবিয়ে দেব চিরতরে। তোমার পাখা দুটি ছিঁড়ে দেব যাতে তুমি আর ইচ্ছামত স্বর্গ ও মর্ত্যলোকে পাখা উড়িয়ে দেবতা ও মানুষের মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারবে না।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত ছেলেকে এতখানি শাস্তি দিতে পারলেন না দেবী। তিনি শুধু তাঁর প্রতিশোধবাসনা চরিতার্থ করার জন্য সাইকের খোঁজ করে বেড়াতে লাগলেন। অন্যান্য দেবীরা এ্যাফ্রোদিতেকে বোঝাতে লাগলেন। বললেন, তোমার ছেলে এখন বড় হয়েছে, বয়স হয়েছে। প্রেমে পড়েছে ত কি হয়েছে। ওর বিয়ের ব্যবস্থা করলেই ত পার।

কিন্তু কোন কথা শুনলেন না দেবী এ্যাফ্রোদিতে। জিয়াসের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তিনি দেবতাদের দূত হার্মিসকে মর্ত্যে পাঠিয়ে ঘোষণা করে দিলেন, সাইককে যারা আশ্রয় দেবে তাদের দেবতাদের শত্রু হিসাবে গণ্য করা হবে এবং সেইমত তাদের শাস্তির বিধান করা হবে। কিন্তু সাইককে যদি কেউ ধরিয়ে দেয় তাহলে দেবী এ্যাফ্রোদিতে তাকে সাতটি চুম্বনে ভূষিত করবেন।

এই ঘোষণার কথাটা অবশেষে সাইকের কানেও গেল। সে ঠিক্ করল এইভাবে এক হীন জীবন যাপন করার থেকে সে নিজে গিয়ে দেবীর কাছে ধরা দেবে। তাঁর দেওয়া শাস্তি মাথা পেতে নেবে। এই ভেবে সে একা একা ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে এ্যাফ্রোদিতের মন্দিরে গিয়ে ধরা দিল। দেবীর ভৃত্যারা তার চুলের মুঠি ধরে তাকে নিয়ে গেল দেবীর কাছে।

দেবী এ্যাফ্রোদিতে সাইককে দেখে ঠাট্টা করে বললেন, এতদিনে শাশুড়ীকে দেখতে এসেছ? অথবা তোমারই দ্বারা আহত ও অসুস্থ স্বামীর খবর নিতে এসেছ? আমি অনেক কষ্টে অনেক খুঁজে তোমায় পেয়েছি। কিন্তু আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার উপযুক্ত শাস্তি না পেয়ে তুমি যেতে পারবে না এখান থেকে।

এই বলে প্রথমে সাইককে বেত মারার আদেশ দিলেন ভৃত্যদের। তারপর একটা ঘরে তাকে আটকে রেখে দিলেন। কিউপিডকে সাইকের কোন কথা জানানো হলো না।

পরদিন সকালে দেবী এ্যাফ্রোদিতে একটা বড় থালায় গম, যব, ডালের দানা ও অনেক শুকনো বীজ মিশিয়ে দিয়ে সাইককে বললেন, সূর্যাস্তের আগে এইগুলো সব বেছে আলাদা করে আমাকে দেবে।

সাইক দেখল এতগুলো বাছা সম্ভব নয় তার পক্ষে। তাই সে হাত গুটিয়ে বসে রইল হতাশ হয়ে। এর জন্য যা শাস্তি ভোগ করতে হয় করবে। কিন্তু তার এই অবস্থা দেখে একদল পিঁপড়ের দয়া হলো। সে অন্য সব পিঁপড়েদের ডেকে এনে প্রতিটি দানা আলাদা করে বেছে দিল।

নানারকম দামী পোষাক ও অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে এক বিয়ের ভোজসভায় যোগদান করতে গিয়েছিল দেবী এ্যাফ্রোদিতে। রাত্রিতে ফিরে সাইককে মাটির উপর শুতে বলে নিজে দুগ্ধফেননিভ নরম বিছানায় শুতে গেল।

পরদিন সকালেই আর একটি কঠিন কাজের ভার দেওয়া হলো সাইকের উপর। এ্যাফ্রোদিতে সাইককে একটি পাহাড়ের উপর নিয়ে গিয়ে বলল, এই পাহাড়টার মাথার উপর একটা বন আছে। সেই বনে একদল বুনো ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। তাদের শিং আর দাঁত দুটোই ধারাল। তাদের গায়ে সোনার পশম আছে। সূর্য অস্ত যাবার আগে ওদের গা থেকে একমুঠো সোনার পশম আমাকে এনে দিতে হবে। আমার খুব দরকার।

এই বলে এ্যাফ্রোদিতে চলে যেতেই দারুণ বিপদে পড়ল সাইক। ভাবল, এ কাজ তার দ্বারা কখনই সম্ভব নয়। তাই সে মনের দুঃখে সেই পাহাড়ের ধারে একটা হ্রদে ডুবে মরার জন্য ঝাঁপ দিতে গেল। কিন্তু সেখানে একটা জলপরী ছিল। সে সাইককে বলল, তুমি এখানে ডুবে মরে আমার বাসস্থানটিকে কলুষিত করো না। তবে তোমাকে একটা উপায় বলে দিচ্ছি। ঐ ভেড়াগুলি চরতে চরতে খাওয়ার পর যখন ক্লান্ত হয়ে গাছের তলায় বসে বসে ঘুমোবে তখন ওদের সোনার পশমের ভাঁড়ার থেকে একমুঠো পশম নিয়ে আসবে। ওদের গা থেকে খসে পড়া কিছু পশম একটা জায়গায় জমা আছে। তুমি লুকিয়ে সেখান থেকে পশম আনবে।

সাইক ঠিক এইভাবে একমুঠো সোনার পশম এনে সূর্যাস্তের আগেই এ্যাফ্রোদিতের হাতে দিল। তবু সন্তুষ্ট হলেন না দেবী। তিনি তাকে আবার এক দুঃসাধ্য কাজের ভার দিলেন তার উপর।

পরদিন সকালে দেবী সাইককে অদূরে একটি কুয়াশাচ্ছন্ন বড় পাহাড় দেখিয়ে বললেন, ঐ পাহাড় থেকে কালো জলে ভরা একটা নদী বেরিয়ে এসেছে। তুমি সেই নদীর মুখ থেকে এই স্ফটিকের পাত্রটা নিয়ে গিয়ে এক পাত্র ঠাণ্ডা জল নিয়ে আসবে সূর্যাস্তের আগেই।

এবারেও দারুণ বিপদে পড়ল সাইক। কারণ সাইক যতই পাহাড়টার গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগল সেই নদীর সন্ধানে, ততই সে দেখল অসংখ্য ভয়ঙ্কর ড্রাগন নদীর উৎসমুখটা ঘিরে আছে। সেখানে যাওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

এমন সময় তার মাথার উপর দেবরাজ জিয়াসের ঈগলকে দেখতে পেল সাইক। এই ঈগলকে একদিন কিউপিড সাহায্য করেছিল। যখন আইডা পর্বত থেকে গ্যানীমীডকে নিয়ে পালিয়ে যাবার জন্য তাকে পাঠানো হয়েছিল তখন কিউপিড তাকে পথ দেখিয়ে দেয়। তাই আজ কিউপিডের হতভাগিনী স্ত্রীকে কিছুটা সাহায্য করতে চাইল ঈগলটি।

ঈগলটি সাইকের কাছে এসে বলল, তুমি এ কাজ পারবে না। স্টাইজিয়ার ঝর্ণা থেকে জল আনার ক্ষমতা কারো নেই। আমাকে তোমার পাত্রটি দাও। আমি জল এনে দেব।

এই বলে সে সাইকের কাছে এসে তার হাত থেকে পাত্রটি তার থাবায় ভরে নিয়ে সেই কুয়াশাঘেরা পাহাড়ের মাথাটায় উড়ে গেল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এক পাত্র জল নিয়ে এসে সাইককে দিল।

তবু সন্তুষ্ট হলো না এ্যাফ্রোদিতে। তাকে বলল, তুমি কি কোন মায়াবিনী না যাদুকরী? এই সব দুঃসাধ্য কাজ করলে কি করে তুমি? কিন্তু এর এখানেই শেষ নয়। আরো অনেক কাজ আছে। দেখি কত কাজ তুমি করতে পার। স্বর্গের দেবীর সঙ্গে শত্রুতা করার প্রতিফল তুমি হাড়ে হাড়ে

পাবে।

এইভাবে আরো অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হলো সাইককে। তবু কিউপিডের কথা ভেবে এবং একদিন তাকে দেখতে পাবে এই আশায় সব দুঃখ ও যন্ত্রণা সহ্য করে যেতে লাগল সে।

অবশেষে সাইকের কথাটা জানতে পারল কিউপিড। তার মা সাইকের উপর কিভাবে পীডন চালাচ্ছে তা সব শুনল। কিন্তু এ বিষয়ে মাকে কিছু না বলে সে লুকিয়ে স্বর্গলোক অলিম্পাসে গিয়ে দেবরাজ জিয়াসের সঙ্গে দেখা করল। জিয়াসকে সরাসরি বলল কিউপিড, আমি এক মর্ত্যমানবীকে বিয়ে করতে চাই।

কিউপিডের মোলায়েম মুখখানায় হাত বুলিয়ে জিয়াস বললেন, আমার কাছ থেকে তুমি প্রশ্রয় চাও? একবার ভেবে দেখ, তুমি আমাদের উপর কত চাতুরীর খেলা খেলেছ। আমার কথাই একবার ভাব না কেন। তোমারই জন্য আমাকে একবার ষাঁড ও বুনো হাঁসে পরিণত হতে হয়। কিন্তু প্রার্থনা যদি মঞ্জুর কবি তাহলে এই অনুগ্রহের কথাটা যেন কখনো ভুলো না। যে অনুগ্রহের তুমি মোটেই যোগ্য নও সেই অনুগ্রহই আমি তোমায় দান করছি। তুমি আমাদের স্বর্গলোকের বকাটে ছেলে।

এই বলে জিয়াস তাঁর দূত হার্মিসকে দেবতাদের কাছে পাঠিয়ে এক সভা আহ্বান করলেন অলিম্পাসে। তাতে দেবী এ্যাফ্রোদিতে ও মর্ত্যমানবী কিউপিডের প্রণয়িণী সাইককেও যোগদান করতে বলা হলো। দেবতারা সকলে উপস্থিত হলে দেবরাজ জিয়াস তাঁদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, হে দেবদেবীগণ, আপনারা সকলেই এই দুরন্ত চপলমতি বালকটিকে চেনেন। আজ ওর যৌবনপ্রাপ্তি ঘটেছে। আর ছোট বালকটি নেই। ওর চতুরালিতে আপনারা সকলেই প্রায় অল্পবিস্তর বিব্রত হয়েছেন। আমি তার জন্য ওকে বহুবার তিরস্কারও করেছি। আজ ও এক মর্ত্যমানবীকে ওর জীবনসঙ্গিনী হিসাবে বেছে তার ভাগ্যের সঙ্গে ওর ভাগ্যকে জড়িয়ে দিয়েছে। গতস্য শোচনা নাস্তি। যা হয়ে গেছে তা আর ফিরবে না। হে প্রেমমাতা দেবী এ্যাফ্রোদিতে, তুমি আর অন্যমত করো না। মর্ত্যমানবীর সঙ্গে তার এই প্রেমসম্পর্ককে সমর্থন করো তুমি। এসো সাইক, তোমার প্রেমের সততা ও বিশ্বস্ততার জন্য একপাত্র অমৃত পান করে যাও।

পানপাত্র মুখে দিয়ে অমৃত পান করার সময় সাইকের হাতটা যখন কাঁপছিল ঠিক তখনই কিউপিড তাকে জড়িয়ে ধরল। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর তার হারানো স্বামীর বহুপ্রার্থিত আলিঙ্গন লাভ করে ধন্য হলো সাইক। দেবরাজ জিয়াসের মধ্যস্থতায় এ্যাফ্রোদিতে তাঁর সমস্ত প্রতিহিংসার কথা ভুলে গিয়ে স্বর্গলোকেই তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান করতে লাগলেন।

এইভাবে এক অক্ষয় বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হলো সাইক আর কিউপিড।

তাদের এই মিলনের ফলে তাদের যে প্রথম সন্তান জন্মলাভ করে তার নাম রাখা হলো আনন্দ।

পলিক্রেটস্‌-এর আংটি

স্যামস দ্বীপের অত্যাচারী অধিপতি পলিক্রেটস্‌-এর মত ভাগ্যবান ব্যক্তি সারা পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও দেখা যায় না। আসলে এই সমৃদ্ধ দ্বীপটার অধিকারী ছিল ওরা তিন ভাই। কিন্তু পরে পলিক্রেটস্ এক ভাইকে খুন করে ও আর এক ভাইকে নির্বাসনে পাঠিয়ে সমগ্র দ্বীপটার মালিক হয়ে বসে।

বহুকাল ধরে অবিমিশ্র একটানা সুখ আর সমৃদ্ধিতে কাটতে লাগল পলিক্রেটস্ এর দিনগুলো। প্রতিদিন নতুন নতুন যুদ্ধজয়ের সুসংবাদ আসত তার কাছে। তার রণতরীগুলি প্রায়ই অভিযান চালাত নতুন নতুন দ্বীপে। আবার ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়েও প্রচুর উন্নতি ও সাফল্য লাভ করে পলিক্রেটস্। প্রায়দিনই কত জাহাজ দেশ বিদেশ হতে প্রচুর পণ্যদ্রব্য, ধনরত্ন ও ক্রীতদাস ভরে নিয়ে ফিরে আসত স্যামস দ্বীপে।

এইভাবে পলিক্রেটস্‌এর শক্তি ও সমৃদ্ধি ক্রমশই এতদূর বেড়ে যায় যে সে নিজেকে সমগ্র আইওনিয়া ও তার চারদিকের সমস্ত সমুদ্রের একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে ঘোষণা করল। কারণ এত সুশিক্ষিত সৈন্য ও সুসজ্জিত রণতরী আইওনিয়ার অন্তর্গত আর কোন দেশে ছিল না।

বিজয়গর্বে উৎফুল্ল হয়ে পলিক্রেটস্ মিশরের মহারাজা এ্যামাসিসের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করার চেষ্টা করল। এ্যামাসিস প্রথমে পলিক্রেটস্-এর বন্ধুত্বের প্রস্তাব মেনে নিলেও পরে এক বাণী পাঠাল তার কাছে।

তাতে লিখল, আমি মনে করি কোন মানুষ যত ভাগ্যবানই হোক না কেন তার বিপদের ভয় থাকবেই। তোমার মত এক বিরাট শক্তিশালী রাজা যে এত বড় হয়ে উঠেছে তার কোন শত্রু নেই তা কখনো হতেই পারে না। মানুষের অবিমিশ্র সুখ দেখে দেবতাদেরও ঈর্ষা হয়। আমি এমন কোন প্রখ্যাত ব্যক্তির কথা শুনিনি যার জীবনে কোন দুঃখ বা দুশ্চিন্তা ছিল না, যার সারা জীবন সুখের মধ্য দিয়ে কেটে গেছে। ভাল মন্দ, সুখ দুঃখ সব মানুষের জীবনেই পালাক্রমে ঘটে। তোমার এখন উচিত তোমার শ্রেষ্ঠ ধন বেছে নিয়ে দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা যাতে তাঁরা তোমাকে কোনদিন বিপদ বা বিপর্যয়ে না ফেলেন।

এই পরামর্শটা মনে মনে মেনে নিল পলিক্রেটস্। ভাবল এ্যামাসিস ঠিকই বলেছেন। সে যেটাকে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে করে তা সে

উৎসর্গ করবে দেবতাদের। তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কি তা নিয়ে অনেক ভাবনা চিন্তা করে সে একটি পান্নার আংটি বেছে নিল। এই আংটিটিকে সে খুব ভালবাসত এবং কাছে রাখত সব সময়। আনুষ্ঠানিকভাবে এই আংটিটি দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার জন্য সে তার সভাসদ ও প্রহরীদের সঙ্গে নিয়ে একটি জাহাজে করে দূর সমূদ্রে চলে গেল। সেখানে সকলের সামনে সমুদ্রে আংটিটা ফেলে দিল পলিক্রেটস্। ভাবল দেবতারা এটি নিশ্চয় গ্রহণ করবেন।

আবেগের বশে আংটিটা উৎসর্গ করার পর থেকে তার জন্য শোক করতে লাগল পলিক্রেটস্। ভাবল তার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটিকে এভাবে জলে ফেলে দেওয়া ঠিক হয় নি।

সপ্তাখানেক যেতেই একদিন একটি জেলে সমুদ্রে পাওয়া এক বড় মাছ নিয়ে রাজাকে উপহার দিতে এল। স্যামস দ্বীপের অধিপতি হিসাবে এটা তার পাওনা বলে মাছটাকে গ্রহণ করল পলিক্রেটস্। কিছুক্ষণ পরেই একটি ভৃত্য এসে খবর দিল রাজাকে, মাছটা কাটতে কাটতে তার পেট থেকে রাজার সেই সবুজ আংটিটা পাওয়া গেছে। পলিক্রেটস্ দেখল এটা সত্যিই তার সেই প্রিয় আংটি।

আংটিটা পেয়ে খুব খুশি হলো পলিক্রেটস্। ভাবল দেবতারা তার উপহার গ্রহণ করার পর তার উপর দয়াবশতঃ আবার সেটা ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাই সে উৎফুল্ল হয়ে কথাটা জানাল মিশরের রাজা এ্যামাসিসকে।

রাজা এ্যামাসিস কিন্তু একটি পাল্টা চিঠি লিখে এর অন্য ব্যাখ্যা করলেন। লিখলেন, দেবতারা তোমার উৎসর্গীকৃত দান গ্রহণ না করে তা ফিরিয়ে দিয়েছেন। এটা এক আসন্ন বিপদের অশুভ লক্ষণ ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং তোমার মত ব্যক্তির সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারি না।

এই অপমানজনক প্রত্যাখ্যানে দারুণ রেগে গেল পলিক্রেটস্। এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগল সে। অবশেষে একটা সুযোগ সে পেয়ে গেল। অল্পদিনের মধ্যেই পারস্যের রাজা যুদ্ধ ঘোষণা করলেন মিশরের রাজার বিরুদ্ধে। পলিক্রেটস্ তখন তার রাজ্যের বাছাই করা তার বিরুদ্ধবাদী লোকগুলিকে একত্রিত করে একটি রণতরীতে করে অস্ত্র দিয়ে তাদের মিশরের রাজার বিরুদ্ধে এক সামরিক অভিযানে পারস্যের রাজাকে সাহায্য করার জন্য পাঠিয়ে দিল। কিন্তু সেই সব লোকগুলি পলিক্রেটস্‌কে মনে প্রাণে ঘৃণা করত বলে তারা সে যুদ্ধে যোগদান না করে স্পার্টায় গিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করল। পরে তাদের প্ররোচনায় যুদ্ধবিশারদ স্পার্টার রাজা স্যামস দ্বীপের ধনসম্পদের কথা শুনে প্রলুব্ধ হয়ে পলিক্রেটস্-এর রাজ্য আক্রমণ করল। পলিক্রেটস্ তখন বিপুল ধনসম্পদের কিছু স্পার্টার রাজাকে দিয়ে সন্ধি করল।

এবার নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিপন্মুক্ত ভাবল পলিক্রেটস। ভাবল সারা স্বর্গ ও মর্ত্যালোকের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তার কোন ক্ষতি করতে পারে। এইভাবে দিনে দিনে তার অহঙ্কার যখন উত্তুঙ্গ হয়ে উঠছিল তখন পারস্যের তদানীন্তন শাসনকর্তা ওরেস্টেসের কাছ থেকে এক আমন্ত্রণ পেল পলি-ক্রেটস্।

ম্যাগনেসিয়া নামক একটি জায়গা থেকে ওরেস্টেস লিখে জানাল পলি-ক্রেটস্‌কে, এমন এক অমূল্য সম্পদ দান করে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায় ওরেস্টেস যা তার রাজ্যজয়ের ব্যাপারে কাজে লাগবে।

কিন্তু কি সে সম্পদ তা দেখার জন্য ম্যাগনেসিয়াতে একজন দূত পাঠাল পলিক্রেটস্। দূতকে সাতটি সিন্দুক দেখাল ওরেস্টেস। সিন্দুকগুলোর ভিতর সীসে ভরা ছিল, কিন্তু উপরগুলো সোনা দিয়ে মোড়া। তা দেখে দূত ভাবল সমস্ত সিন্দুকগুলো খাঁটি সোনায় ভরা। ওরেস্টেস দূতকে বলে দিল, রাজা পলিক্রেটস্ যেন নিজে এসে এই সম্পদ নিয়ে যায়।

দূত মুখে সব শুনে লোভ জাগল পলিক্রেটস্-এর মনে। সে ওরেস্টেসএর কাছ থেকে সেই ধনসম্পদ নিয়ে আসার মনস্থ করল। কিন্তু তার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নানা দৈববাণী শুনতে পেল আর কুলক্ষণ দেখতে পেল সে। এমন কি তার মেয়ে তাকে বারবার নিষেধ করতে লাগল। বলল সে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে। তার বাবাকে যেন কে আকাশে তুলে ধরেছে আর দেবরাজ জোভ তাকে স্নান করাচ্ছে।

পলিক্রেটস কিন্তু কারো কোন কথা শুনল না। সে জোর করে ওরেস্টেসের কাছে গেল। সেখানে যেতেই ওরেস্টেস তাকে হাতের কাছে পেয়ে শত্রুনাশের পরম সুযোগ ছাড়ল না। সে দেখল পলিক্রেটসকে বধ করতে পারলেই তার রাজ্যের সমস্ত শক্তি ও সম্পদ লাভ করতে পারবে সে। এই ভেবে সে পলিক্রেটস্‌কে ক্রুসবিদ্ধ করার আদেশ দিল।

ক্রেসাস

শোনা যায় লিডিয়ার লোকেরাই নাকি প্রথম মুদ্রার ব্যবহার করে। তাদের রাজা ক্রেসাস এত সোনা সঞ্চয় করে যে তার ধনসম্পদ এক প্রবাদবাক্য হয়ে দাঁড়ায়।

একবার গ্রীক পণ্ডিত সোলোন লিডিয়ার রাজধানী সার্দিসে বেড়াতে যান। রাজা ক্রেসাস তখন তার ধনাগার দেখায়। ভাবে তার ধনরত্নের স্তূপ দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাবেন সোলোন আর তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবেন।

সোলোন কিন্তু বললেন অন্য কথা। তিনি বললেন, তোমার যত সম্পদ বা সোনাই থাক, তোমার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে প্রকৃত সুখী বলা যাবে না।

যাবার আগে ক্রেসাসকে আর একটা কথা বলে গেলেন। কথাটা কোনদিন ভোলেনি ক্রেসাস। সোলোন বললেন, সোনা মানুষকে সব বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে না। তোমার রাজভাণ্ডারে যত সোনাই থাক তোমার থেকে লোহা যার বেশী আছে সেই তোমার সব সোনা কেড়ে নিয়ে যাবে।

একবার পারস্যের বিরুদ্ধে এক অভিযান চালাবার চেষ্টা করেন ক্রেসাস। এ অভিযান সফল হবে কি না সে বিষয়ে ভবিষ্যৎ গণনা করতে গেল সে ডেল্‌ফির মন্দিরে। মন্দির থেকে এই ভবিষ্যদ্বাণী হলো যে এই যুদ্ধে এক বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

হলও ঠিক তাই, এ যুদ্ধে পারস্যরাজই জয়লাভ করে। লিডিয়া হেরে যায় এবং লিডিয়া পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

কিন্তু তার আগে ক্রেসাসের এক মহা শিক্ষা হয়। সে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে শুধু সোনাই মানুষকে সব সুখ দিতে পারে না।

ক্রেসাসের দুই পুত্র। কিন্তু একটি পুত্র থেকে না থাকা। কারণ সে ছিল জন্মাবধি কালা আর বোবা। তবে অন্য একটি পুত্র এ্যাটিস ছিল রূপে গুণে অতুলনীয়, তার পিতার গর্ব ও আনন্দের বস্তু।

কোন এক রাতে ক্রেসাসকে একটি স্বপ্নে কে যেন বলল, এক লোহার অস্ত্রে তার প্রিয় পুত্র এ্যাটিসের মৃত্যু ঘটবে। এই স্বপ্ন দেখার পর থেকে ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ল ক্রেসাস। পারস্য অভিযানে সেনাদলের সঙ্গে তাকে পাঠাল না। যুদ্ধে না পাঠিয়ে ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করল ক্রেসাস। যুদ্ধবিদ্যা বা অস্ত্রচর্চার কাজ একেবারে ছেড়ে দিয়ে এ্যাটিস যাতে সংসারের ভোগসুখ ও রাজ ঐশ্বর্যের মধ্যে আসক্ত হয়ে থাকে এজন্য এক সুন্দরী রাজকন্যার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিল ক্রেসাস।

এদিকে একজন বীর সাহসী ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন যুবক হিসাবে বাবার এই ব্যবস্থা মনে মনে মেনে নিতে পারল না এ্যাটিস। এ ব্যবস্থা তারই নিরাপত্তার জন্য হলেও তার পক্ষে অপমানজনক বলে মনে হলো তার।

যাই হোক, এ্যাটিসের বিয়ের কিছুকাল পর ক্রেসাসের রাজ্যের অন্তর্গত মাইসিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে এক বন্য শূকরের প্রচণ্ড উৎপাত দেখা দিল। মাইসিয়ার বিপন্ন অধিবাসীরা ক্রেসাসকে এসে ধরল তাদের রক্ষা করতে হবে সেই বন্য জন্তুর হাত থেকে। ক্রেসাসও একদল সুদক্ষ শিকারীকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ঘটনাস্থলে পাঠাবার মনস্থ করলেন।

এই অভিযানে এ্যাটিস যেতে চাইল। তার পুরনো বন্ধুবান্ধবরা সব পারস্য

অভিযানে চলে গেছে। সে যুদ্ধে গিয়ে বীরত্ব দেখাবার কোন সুযোগ পায়নি। সুতরাং এই শিকার অভিযানে সে যাবে বলে জেদ ধরল। তাছাড়া এতে বিপদের কোন ঝুঁকি নেই। এত দলবল ও অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে সামান্য একটা শুয়োরকে বধ করতে বেশী সময় লাগবে না তার।

তবু মন মানল না ক্রেসাসের। কিন্তু ক্রেসাস যাই বলুক তার ছেলে শিকার অভিযানে না গিয়ে ছাড়বে না। অবশেষে বাধ্য হয়ে ক্রেসাস যাবার অনুমতি দিল। সে বীর যোদ্ধা আদ্রেস্তাসকে সঙ্গে যেতে বলল। এ্যাটিসের নিরাপত্তার সব ভার তার উপর দিল। এ্যাটিস তার বাবাকে আশ্বস্ত করে বলল, শূকরের দাঁত যত ধারালই হোক তা ত আর লোহা নয়।

মিডাসের পৌত্র আদ্রেস্তাস তাদের রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে ক্রেসাসের রাজসভায় আশ্রয় নেয়। সেই জন্য ক্রেসাসের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিল সে। কথা দিল সে তার নিজের জীবন দিয়ে এ্যাটিসকে রক্ষা করবে।

শিকারীরা যথাসময়ে বার হয়ে মাইসিয়ার সেই পার্বত্য অরণ্যে চলে গেল। তারা সেই বন্য শূকরটার গুহাটাকে চিনে চারদিক দিয়ে সেটাকে ঘিরে ফেলল। চারদিক থেকে বর্শা আর তীর নিক্ষেপের ফলে শূকরটা মরে গেল। কিন্তু এ্যাটিস শূকরটাকে আগে মারার জন্য যখন সবার আগে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন আদ্রেস্তাসের হাত থেকে নিক্ষিপ্ত একটি বর্শা এসে তার বুকে লাগে। ফলে সঙ্গে সঙ্গেই এ্যাটিস মারা যায়। এইভাবে ক্রেসাসের স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়।

এ্যাটিসের মৃতদেহটি রাজবাড়িতে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে শোকে ভেঙ্গে পড়ল ক্রেসাস। আদ্রেস্তাস এসে ক্রেসাসের পায়ের উপর পড়ে কাঁদতে লাগল আকুলভাবে। বলল, আমিই আপনার পুত্রকে হত্যা করেছি। আমারই হাত হতে নিক্ষিপ্ত বর্শায় মৃত্যু ঘটেছে তার। আমাকে শাস্তি দিন। আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিন।

কিন্তু সব কিছু শুনে আদ্রেস্তাসকে ক্ষমা করল ক্রেসাস। বুঝল, অদৃষ্টের লিখন খণ্ডন হবার নয়। নিয়তির বিধান কেউ কখনো এড়িয়ে যেতে পারে না।

ক্রেসাস তাকে ক্ষমা করলেও নিজেকে নিজে ক্ষমা করতে পারল না আদ্রেস্তাস। এ্যাটিসকে সমাহিত করা হলে তার সমাধিস্তম্ভের উপর আত্মহত্যা করল আদ্রেস্তাস। এতদিনে সোলোনের সেই কথাটা মনে পড়ল ক্রেসাসের। এবার সে বুঝতে পারল কেন সোলোন তাকে তার ধনাগার দেখে বলেছিল, কোন মানুষ না মরা পর্যন্ত তাকে সুখী বলবে না।

র‍্যাম্পসিনিতাসের ধনাগার

র‍্যাম্পসিনিতাস নামে মিশরে এক অতি ধনশালী রাজা ছিল। তার এত বেশী ধনসম্পদ ছিল যে তা চুরি হবার ভয়ে রাজা সব সময় শঙ্কিত হয়ে থাকত। সে একটি বিশাল ধনাগার নির্মাণ করে তার সমস্ত ধনরত্ন তার মধ্যে ভরে রেখে তার চাবিকাঠিটি নিজের কাছে রেখে দিত সব সময়।

ধনাগারটি ছিল খুবই সুরক্ষিত এবং রাজা ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয় প্রাণী সে ঘরে প্রবেশ করতে পারত না। সেই ধনাগারে যাবার জন্য কেউ কখনো অনুমতি পেত না রাজার কাছ থেকে। কিন্তু যে রাজমিস্ত্রী সেই ধনাগারটি নির্মাণ করে সে বুদ্ধি করে দেওয়ালের এক জায়গার ইট আলগা করে গেঁথে-ছিল। সে মৃত্যুকালে তার দুই ছেলেকে রাজার ধনাগারের মধ্যে প্রবেশ করার সেই গোপন সূত্রটি বলে যায়।

তাদের বাবার কাছ থেকে এইভাবে সন্ধান পেয়ে সেই মিস্ত্রীর দুই ছেলে গভীর রাতে রাজার ধনাগারে গিয়ে সেই আলগা ইটগুলি খুলে সহজেই তারা তার মধ্যে প্রবেশ করে প্রায় রোজ আঁচলভরে সোনা নিয়ে যেত বাড়িতে।

প্রথম প্রথম তাদের এই সোনা চুরির কথা কেউ জানতে পারেনি। কিন্তু রাজা র‍্যাম্পসিনিতাস রোজ ধনাগারটি খুলে দেখত বলে সে একদিন বেশ বুঝতে পারে দিন দিন তার সোনা কমে যাচ্ছে।

এই চুরি বন্ধ করার জন্য রাজা ধনাগারের মধ্যে যে দিকে চোর ঢোকার সম্ভাবনা ছিল সেইখানে একটা ফাঁদ পেতে রেখে দিল। পরদিন রাতে মিস্ত্রীর ছেলেরা চুরি করতে এল যথারীতি। সেই নির্দিষ্ট জায়গা দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকতেই ফাঁদের মধ্যে পড়ে গেল একজন। সে বুঝল সে-ফাঁদ থেকে সে আর বার হতে পারবে না। তখন সে তার ভাইকে বলল, আমার মাথাটা কেটে নিয়ে চলে যাও এখান থেকে। তাহলে রাজা তোমাকে আর ধরতে পারবে না। আমাকেও চিনতে পারবে না।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার ভাই তাই করতে বাধ্য হলো। সে ফাঁদে পড়া তার ভাইএর মাথাটা কেটে নিয়ে চলে গেল। রাজা র‍্যাম্পসিনিতাস পরদিন সকালে ধনাগারের মধ্যে ফাঁদে-পড়া মুণ্ডহীন এক মানুষের মৃতদেহ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। ভেবে পেল না, কে এই চোর আর কে-ই বা এর মাথাটা কেটে নিয়ে গেল।

রাজা তখন মুণ্ডহীন মৃতদেহটাকে রাজপথের ধারে এক জায়গায় ঝুলিয়ে রাখার আদেশ দিল। তার কাছে জনকতক প্রহরী রাখার ব্যবস্থাও করল।

প্রহরীদের বলে দেওয়া হল কোন লোককে এই মৃতদেহের কাছে এসে শোকপ্রকাশ করতে দেখলেই তাকে যেন রাজার কাছে ধরে আনা হয়। রাজার বিশ্বাস এই মৃতদেহ দেখে তার আত্মীয় স্বজনরা অবশ্যই বিচলিত হয়ে তার সৎকারের চেষ্টা করবে।

চোর ভাইদের মা তার মৃতদেহের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে তার জীবিত ছেলেকে বলল, তুমি যেমন করে পার ঐ মৃতদেহ নিয়ে এসে তার সৎকার করো। যদি তা না পার তাহলে আমি নিজে রাজার কাছে সব কথা প্রকাশ করব।

তখন জীবিত ছেলেটি চামড়ার ব্যাগে করে অনেক মদ নিয়ে এসে প্রহরীদের খাওয়াল। অনেক মদ খেয়ে প্রহরীরা যখন বেহুঁস হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তখন তার ভাইএর মৃতদেহটি নিয়ে গিয়ে তার সৎকার করল।

এমন সময় রাজা র‍্যাম্পসিনিতাস ঘোষণা করল তার ধনাগারে যে চুরি করেছে এবং যে তার প্রহরীদেব ঠকিয়ে মৃতদেহটি নিয়ে গেছে সে যদি তার সামনে এসে দোষ স্বীকার করে তাহলে তাকে ক্ষমা করা হবে এবং মোটা রকমের পুরস্কার দেওয়া হবে।

রাজার এই প্রতিশ্রুতির কথা শুনে সেই জীবিত ভাইটি রাজসভায় এসে সত্যিই তার দোষ স্বীকাব করল। রাজা তার চাতুর্যে আশ্চর্য হয়ে তার সব দোষ মার্জনা করে তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিল এবং তাকে তার কোষাগারের অধ্যক্ষেব কাজে নিযুক্ত করল। ভাবল এত যার কূটবুদ্ধি সে-ই তার ধনাগারকে যে কোন চুরির হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে।

প্রেমিকের উল্লম্ফন

স্যাফো ছিল সমগ্র গ্রীসদেশের মধ্যে নামকরা মেয়ে কবি। তার বাড়ি ছিল লেসবসে। লেসবসের খ্যাতি ছিল আর একটা কারণে। লেসবসের মদ ছিল বিখ্যাত। তার ভাই চ্যারাকজাস প্রথম মিশরে মদ নিয়ে যান।

চ্যারাকজাস মিশরে গিয়ে রোডোপিস নামে এক সুন্দরী ক্রীতদাসীকে বিয়ে করে। সে রোডোপিসকে টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নেয় তার মালিকের কাছ থেকে। ক্রীতদাসী হলেও রোডোপিস এত ধনসম্পদ অর্জন করে যে তার মৃত্যুর পর তার স্মৃতিস্তম্ভ হিসাবে একটি পিরামিড নির্মিত হয়।

কিন্তু অন্য এক কাহিনীতে জানা যায় সুন্দরী রোডোপিস একদিন যখন নীল নদীর পারে তার চটিজোড়াটা রেখে নদীতে স্নান করছিল তখন একটি ঈগল পাখি তার একটি পাটি চটি ছোঁ মেরে করে উড়ে যায় এবং মাঠ পার হয়ে

মেম্ফিসে চলে যায়। সেখানে সিংহাসনে বসে থাকা মিশরের রাজার কোলের উপর সহসা সেই চটিটি ঈগলের মুখ থেকে পড়ে যায়। চটিটি এত সুন্দর আর সৌখীন ছিল যে রাজার মনে এই ধারণা জাগে যে এই চটি যে মহিলা পরে সেও নিশ্চয় খুবই সুন্দরী। এই ভেবে রাজা এই চটির মালিকের খোঁজ করতে দূর দূরান্তে লোক পাঠাল। পরে রোডোপিসের খোঁজ পেয়ে তাকে বিয়ে করেন এবং তার মৃত্যুর পর তার স্মৃতি রক্ষার্থে একটি পিরামিড নির্মাণ করেন।

কবি স্যাফোর অনেক প্রেমিক ছিল। কিন্তু একজনকে সে সবচেয়ে বেশী ভালবাসত। তবে সে ভালবাসা তার সার্থক হয়নি; সে ভালবাসার মানুষকে সে লাভ করতে পারেনি কোনদিন।

লেসবস আর চিওস দ্বীপের মাঝখানে যে সমুদ্র ছিল তা পারাপারের জন্য একটি নৌকো চলাচল করত। ফাওন ছিল সেই নৌকোর মাঝি। একদিন ফাওন যখন একদল যাত্রী নিয়ে নৌকো ছাড়ছিল ঘাট থেকে, তখন হঠাৎ কোথা থেকে ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলি হাতে এক বৃদ্ধা এসে হাজির হলো। সে সোজা ফাওনের কাছে এসে বলল, আমাকে পার করে দেবে? শুধু স্নেহভালবাসা ছাড়া আর আমার কিছুই নেই। হাতে একটা কানাকড়িও নেই।

ফাওন বলল, ঠিক আছে এসো বুড়িমা, নৌকোয় উঠে বস। আমি পার করে দেব।

তখন সমুদ্রের জল ছিল শান্ত। মৃদুমন্দ বাতাস বইছিল। সুতরাং নৌকোটা যেন আপনা থেকেই তরতরিয়ে এগিয়ে চলল। দাঁড় টানার কোন দরকার হচ্ছিল না। কোন যাদুমন্ত্রে যেন নৌকোটা ভেসে চলছিল।

নৌকোটা ওপারে গিয়ে ভিড়লে যাত্রীরা সবাই নেমে গেল। কিন্তু বুড়িটি সব শেষে নামল। নেমে ধন্যবাদ দিল ও আশীর্বাদ করল ফাওনকে।

সহসা ফাওন আশ্চর্য হয়ে বিস্ফারিত চোখে দেখল তার সামনে সেই লোলচর্মা বৃদ্ধাটি এক দেবীমূর্তিতে পরিণত হলো। তিনি হলেন প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী এ্যাফ্রোদিতে।

এ্যাফ্রোদিতে হাসিমুখে ফাওনকে বললেন, আমি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমাকে এমন একটি বর দান করব যা টাকা বা সোনা দিয়ে লাভ করা যাবে না। আজ থেকে তুমি অক্ষয় যৌবন ও সৌন্দর্যের অধিকারী হবে।

এই বলে ফাওনের গায়ের উপর দেবী একটা নিঃশ্বাস ছাড়লেন আর সঙ্গে সঙ্গে ফাওন হয়ে উঠল সম্পূর্ণ অন্য এক মানুষ। তার শুকনো ও বার্ধক্য-জর্জরিত দেহে হঠাৎ এসে পড়ল যৌবনের জোয়ার। মোলায়েম ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার রোদে পোড়া শুকনো ও তামাটে গাত্রত্বক। সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে এক সুন্দর যুবকে পরিণত হলো ফাওন।

অল্প দিনের মধ্যে কবি স্যাফোর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো ফাওনের প্রতি। সদ্য ফোটা ফুলের মত ফাওনের যৌবন ও সৌন্দর্যসমৃদ্ধ মুখখানার দিকে তাকিয়ে

মুগ্ধ হয়ে গেল স্যাফো। সে তার অন্য প্রেমিকদের কথা ভুলে গেল মুহূর্তে। ফাওনকে ভালবেসে ফেলল স্যাফো গভীরভাবে।

কিন্তু তার সে ভালবাসার ডাকে একবারও সাড়া দিল না ফাওন। কারণ এ্যাফ্রোদিতে শুধু তাঁর নিঃশ্বাসের দ্বারা ফাওনের দেহটাকেই স্পর্শ করেছিল। তার মন বা অন্তরাত্মাটাকে স্পর্শ করেননি বলে তার দেহের মত সুন্দর হয়ে ওঠেনি তার মনটা। ফাওন অবশ্য সমস্ত নরনারীর সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করত; কিন্তু কোন বিশেষ নারীর প্রতি কোন আসক্তি ছিল না তার।

তার অতৃপ্ত প্রেমকে কেন্দ্র করে কত দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কত কাব্য রচনা করল, কত গান গাইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। ফাওনের উদাসীন অনাসক্ত অন্তরের আকাশে কোন আসক্তি বা সকাম অনুরাগের রং লাগল না।

অবশেষে আর সহ্য করতে পারল না স্যাফো। ও চলে গেল লেসবসের সমুদ্রতীরবর্তী সেই পাহাড়টার মাথায়। সেখানে ছিল এ্যাপোলোর মন্দির। যত সব ব্যর্থ প্রেমিক প্রেমিকারা সেই পাহাড়ের মাথায় গিয়ে মন্দিরের পাশ থেকে ঝাঁপ দিত সমুদ্রের জলে। এইভাবে তারা জুড়তো ব্যর্থ প্রেমের দুঃসহ জ্বালা। স্যাফোও সেখান থেকে ঝাঁপ দিল সমুদ্রের জলে। ঝাঁপ দেবার আগে সে শুধু একবার বাতাস আর সমুদ্রের তরঙ্গমালাকে সম্বোধন করে অনুরোধ করল, আমার মৃতদেহটিকে ফাওনের কাছে পৌঁছে দিও। জীবনে যার কাছ থেকে কোন ভালবাসা পাইনি মৃত্যুর পর তার কাছ থেকে যেন একটুখানি সহানুভূতি বা করুণা পাই।

মৃত্যুপুরীতে এর

প্লেটো স্বয়ং এই কাহিনীটি বিবৃত করেন।

প্যাম্পিনিয়া নগরে এর নামে এক বীর যোদ্ধা ছিল। একবার কোন এক যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে করতে সহসা পড়ে যায় এর। তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে তার বন্ধু ও সহকর্মীরা। তার দেহের মধ্যে জীবনের কোন লক্ষণ পাওয়া না গেলেও তার মৃতদেহটি কয়েক দিনের মধ্যেও বিকৃত হলো না। এইভাবে পর পর বারো দিন কেটে গেল। কিন্তু এরএর মৃতদেহটি একভাবে রয়ে গেল অবিকৃত অবস্থায়। তারপর বারো দিন গত হতেই এর বেঁচে উঠল হঠাৎ। বেঁচে উঠেই এর তাদের বন্ধুদের কাছে মৃত্যুপুরীর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে লাগল।

এর বলল, তার আত্মা দেহটা ছেড়ে যাবার পরই এক অদ্ভুত জায়গায় গিয়ে হাজির হয়। সেখানে গিয়ে দেখে উপরে নীচে দুটি রাস্তা চলে গেছে। তার মুখের কাছে গিয়ে এর আত্মাটা দাঁড়াল। সেখানে একদল বিচারক বসে

আছে এবং তাদের সামনে অসংখ্য মৃত আত্মার ভিড়। বিচারকদের কাছে মৃত আত্মাদের সারা জীবনের কর্মাকর্মের একটি পূর্ণ তালিকা আছে। বিচারকরা সেই তালিকা দেখে মৃত আত্মাদের কর্মাকর্ম বিচার করে তাদের মধ্য থেকে পুণ্যাত্মাদের স্বর্গে আর পাপাত্মাদের নরকপ্রদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। উপর দিকের পথটি গেছে স্বর্গে এবং নিচের দিকের পথটি গেছে অন্ধকার পাতাল বা নরকপ্রদেশে।

এর বিচারকদের কাছে গেলে বিচারকরা অদ্ভুত একটা কথা বললেন। তাঁরা এই বিধান দিলেন যে এর প্রথমে পাতাল বা নরকে যাবে, তারপর সেখান থেকে দিনকতকের মধ্যেই ফিরে এসে সেই নরকপ্রদেশ বা মৃত্যুপুরীর অভিজ্ঞতার কথা মর্ত্যমানবদের কাছে বর্ণনা করবে।

এর দেখল সদ্য মৃত আত্মারা একটি পথ দিয়ে স্বর্গে ও আর একটি পথ দিয়ে নরকে যাচ্ছে। আবার আর একটি পথ দিয়ে নরক থেকে শাস্তি ভোগ করার পর উঠে আসছে একদল প্রেতাত্মা। তাদের মধ্যে অনেককে চিনতে পারল এর। তারা এরের কাছে নরকে তাদের দীর্ঘ শাস্তিভোগের কথা সব বলল। এর জানতে পারল, মানুষ জীবিত অবস্থায় পৃথিবীতে যে সব অপরাধ করে তার দশগুণ শাস্তি নরকে ভোগ করতে হয়। আরো জানল সবচেয়ে বড় অপরাধ হলো পিতৃহত্যা এবং সবচেয়ে পুণ্য ও পুরস্কারের কাজ হলো পরের উপকার।

কিছু পরেই তাদের দেশের অত্যাচারী রাজা আর্দিয়াসকে দেখতে পেল এর। বহুকাল আগে আর্দিয়াস তার বাবা আর ভাইকে হত্যা করে। এর জন্য তাকে দীর্ঘকাল নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। এরপর নরক থেকে উঠে আসা আত্মাদের হাত পা বেঁধে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর আবার তাদের পাতালে নিয়ে যাওয়া হবে।

যে সব আত্মা নরকভোগের পর পৃথিবীতে ফিরে যায় তারা এক সপ্তা ধরে মর্ত্য ও পাতালপ্রদেশের মিলনস্থলের সেই সমভূমিটাতে থাকে। তারপর অষ্টম দিনে একটি নির্দিষ্ট আলোকস্তম্ভের দিকে এগিয়ে যায় তারা।

এই আলোকস্তম্ভটি হলো স্বর্গ ও মর্ত্যের মেরুদণ্ড। এই আলোকস্তম্ভের মাঝখানে শিকল দিয়ে একটি চরকা বাঁধা আছে। সিংহাসনটি প্রয়োজনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর। প্রয়োজনের দেবী সেই চরকাটিকে নিজের হাঁটুর উপর রেখে ঘোরাচ্ছেন।

সেই চরকার সঙ্গে যুক্ত আছে আটটি রঙীন চক্র। এই সব চক্রপথেই সূর্য, চন্দ্র ও বিভিন্ন গ্রহনক্ষত্রেরা ঘোরে। এই আটটি চক্র হতে উৎসারিত আটটি সুর মিলিত হয়ে এক মহাজাগতিক ঐক্যতানের সৃষ্টি করেছে।

প্রয়োজনের দেবী যে সিংহাসনে বসে আছে তার কাছাকাছি তিন দিকে তিন নিয়তিকন্যা বসে আছে। তাদের নাম হলো ল্যাচেসিস, ক্লোদো ও এ্যাট্রোপোস। তাদের তিনজনের পরনেই সাদা পোষাক। তারা তিনজনেই

গান গাইছিল। ল্যাচেসিস অতীতের, ক্লোদো বর্তমানের আর এ্যাট্রোপোস ভবিষ্যতের গান গায়।

একজন প্রহরী মৃত আত্মাদের পৃথিবীতে ফিরে যাবার আগে ল্যাচেসিসের সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। নিয়তিরূপিণী ল্যাচেসিস তাদের ভাগ্য নির্ধারিত করে দেবেন।

ল্যাচেসিসের পক্ষ থেকে প্রহরী প্রতিটি আত্মার জন্য একে একে ঘোষণা করতে লাগল, হে মৃত আত্মা, প্রয়োজনের দেবীর কুমারীকন্যা নিয়তি দেবী বলছেন তুমি আবার নতুন দেহ ধারণ করে নতুন জীবন শুরু করবে। তোমরা প্রত্যেকেই আপন আপন ভাগ্যকে বেছে নিতে পার। কিন্তু একবার যা বেছে নেবে তার আর কোন পরিবর্তন হবে না। যারা পুণ্য চায়, যারা শ্রদ্ধা ও সম্মান করে পুণ্য তাদের কাছেই যায়। যারা পুণ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তারা কোন সদ্ গুণের অধিকারী হতে পারে না। সুতরাং তোমাদের হাতের উপরেই তোমাদের ভাগ্য নির্ভর করছে। সারা পৃথিবী জুড়ে আছে মানব জীবনের বিভিন্ন অবস্থা যথা অভাব, ঐশ্বর্য, অত্যাচার, ন্যায়বিচার, দারিদ্র্য, প্রাচুর্য, স্বাস্থ্য, রোগ। এই সব অবস্থা এক একজন মানুষ মিশ্র বা অবিমিশ্র দুই ভাবেই পেতে পারে।

এর দেখল, একটি আত্মা সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ সার্বভৌমত্ব ও স্বৈরাচারকে ভাগ্য হিসাবে বেছে নিল। কিন্তু বাছার পরমূহূর্তেই চৈতন্য হলো তার। সে দেখল তার ভাগ্যে আছে আপন সন্তানদের ভক্ষণ করবে অর্থাৎ তাদের মৃত্যুর কারণ হবে। এটা জানতে পেরে দুঃখের পরিসীমা রইল না। সে ব্যাকুলভাবে কাঁদতে লাগল। কিন্তু কোন উপায় নেই।

এর দেখল অর্ফিয়াস তার ভাগ্য হিসাবে একটি বনহংসের দেহ বেছে নিল। সে আর মানবজন্ম গ্রহণ করতে চায় না। যে নারীরা তার দেহটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে সেই নারীমুখ আর সে দেখতে চায় না। মৃত আত্মারা সাধারণতঃ তাদের পূর্বজীবনের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী জন্মের জন্য আপন আপন ভাগ্য বেছে নেয়।

এর দেখল অনেক পাখি গায়কের জীবন বেছে নিচ্ছে আবার থ্যামাইরিসের মত গায়ক নাইটিঙ্গেলের জীবন বেছে নিচ্ছে। গ্রীকবীর এ্যাজাক্স এক সিংহের জীবন বেছে নিল। কারণ পূর্বজন্মে সে যুদ্ধে বহু বীরত্ব দেখানো সত্ত্বেও একিলিসের যুবক পুত্রকে তার থেকে অনেক বেশী গুরুত্ব ও মর্যাদা দান করা হয়েছে। মানুষের জগতে ন্যায়বিচার বলে কোন জিনিস নেই। রাজা এ্যাগামেমনের আত্মাও এক ঈগলের জীবন বেছে নিল। সেও পূর্বজন্মে মানবজগতে কোন সুবিচার পায়নি। আবার আটালাণ্টা তার পূর্বজীবনের মান সম্মানের কথা ভেবে দৈহিক শক্তিসম্পন্ন এক ব্যায়ামবিদের জীবন বেছে নিল। সে দেখেছে মানুষ তার দৈহিক শক্তির বিকাশ ঠিকমত দেখাতে পারলে অনেক সম্মান পায়। ট্রয়যুদ্ধে জয়লাভের জন্য যে কাঠের ঘোড়া তৈরি করেছিল সেই এপিয়াস নারীজীবন

বেছে নিল পরজন্মের জন্য। হাস্যরসিক থার্সাইটস্ বেছে নিল এক বাঁদরের জীবন। যে ইউলিসিস বা ওডেসিয়াস সারাজীবন ধরে যুদ্ধ আর সমুদ্রযাত্রায় ঘুরে বেরিয়েছে সেই ইউলিসিস বেছে নিল এক শান্ত সুখী পারিবারিক জীবন।

এইভাবে ভাগ্য বাছাইএর কাজ হয়ে গেলে ল্যাচেসিস পৃথিবীগামী সমস্ত আত্মাদের প্রত্যেককে তাদের আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বুদ্ধি ও প্রতিভা দান করল।

ল্যাচেসিসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রতিটি আত্মা একে একে ক্লোদোর কাছে গেল। ক্লোদোর চরকাটাকে একবার ঘোরাল তারা। ক্লোদো তার চরকা ঘুরিয়ে তাদের আপন আপন ভাগ্যের সুতো কেটে দিল। পরে তারা এ্যাট্রোপোসের কাছে যেতেই সে তাদের সেই সুতো দিয়ে এক একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন তৈরি করে দিল। সে বন্ধন কেউ কখনো আর ছিঁড়তে পারবে না।

পরে সবাই তারা তাদের আপন আপন ভাগ্য আর সহজাত প্রতিভা নিয়ে প্রয়োজনের দেবীর সিংহাসনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

তারপর তারা লেথি নামে একটা বৃক্ষহীন ফাঁকা জায়গায় গিয়ে জড়ো হলো। সেখানে বিস্মৃতি নামে একটা নদী বয়ে গেছে। বিস্মৃতি-নদীর পারে রাত কাটাল। এই নদীর জল প্রতিটি আত্মাকে পান করতে হবে। তাহলে তারা পূর্বজন্মের সব কথা একেবারে ভুলে যাবে।

জল পান করার পর সকলে ঘুমিয়ে পড়ল মাঝরাতে। সহসা বজ্রগর্জন ও প্রবল ভূমিকম্পের শব্দে সচকিত হয়ে উঠল সকলে। তারপর আপন আপন ভাগ্য অনুসারে পুনর্জন্মের জন্য ছিটকে পড়ল পৃথিবীর এক এক জায়গায়।

এর আবার ফিরে এল তার ছেড়ে যাওয়া দেহটার মাঝখানে। কেমন করে সে মৃত্যুপুরী থেকে ফিরে এল তা সে বলতে পারবে না।

একো ও নার্সিসাস

নদীদেবতা সেফিসাসের এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তার নাম রাখা হয় নার্সিসাস। নার্সিসাস দেখতে এত সুন্দর ছিল যে তার মার মনে হল তার সব ছেলেমেয়ের থেকে নার্সিসাস সবচেয়ে বেশী সুন্দর।

নার্সিসাসের মা তাড়াতাড়ি ভবিষ্যদ্বক্তা টাইরেসিয়াসের কাছে চলে গেল। তার পুত্রের ভাগ্যে কি আছে তা সে আগে থেকে জানতে চায়। নার্সিসাসের মা জিজ্ঞাসা করল, আমার সন্তানের পরমায়ু কতখানি? কতদিন সে বাঁচবে?

অন্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা টাইরেসিয়াস বলল, যতদিন ও নিজেকে চিনতে না পারবে।

এ কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারল না নার্সিসাসের মা। কিন্তু টাইরেসিয়াস বলল, সময় হলেই জানতে পারবে।

সত্যিই নার্সিসাস ছিল দেখতে অতিশয় সুন্দর। কোন মানুষের মধ্যে এমন দেহসৌন্দর্য দেখাই যায় না। মেয়েরা একবার তার দিকে তাকালেই তাকে ভালবেসে ফেলে। ছেলেরা তাকে দেখে হিংসা করে তার রূপের জন্য। তার রূপের প্রশংসা শুনতে শুনতে মনের মধ্যে অহংকার জাগে নার্সিসাসের। সে সব নরনারীকে তার থেকে নিকৃষ্ট ভাবত। যৌবনে পদার্পণ করেই সে নিজেকে ভালবেসে ফেলল।

নার্সিসাস বেড়াবার সময় কাউকে সঙ্গে নিত না। তার কোন সঙ্গী ছিল না। একদিন সে যখন বনে একা একা বেড়াচ্ছিল তখন এক বনপরী তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে একনজরেই ভালবেসে ফেলে। তার নাম ছিল একো বা প্রতিধ্বনি। দুর্ভাগ্যবশতঃ একো কোন কথা বলতে পারত না নিজে থেকে। কেউ কোন কথা তাকে জিজ্ঞাসা করলে তবে সে উত্তর দিতে পারত।

একো আগে খুব বেশী কথা বলত। তার বাচালতায় অতিশয় রুষ্ট হয়ে দেবতারা তার বাকৃশক্তি কেড়ে নেন। তাঁরা তখন এই বিধান দেন যে কোন কথা তাকে বললে সে শুধু সে কথার প্রতিধ্বনি ফিরিয়ে দেবে।

বনের মধ্যে নার্সিসাস যখন একা একা হেঁটে চলেছিল তখন একো তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে চলেছিল ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে। নার্সিসাসকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকে কিছু বলতে চাইছিল একো। কিন্তু নার্সিসাস কোন কথা প্রথমে না বলায় সে কিছুই বলতে পারছিল না। সে অপেক্ষা করছিল নার্সিসাসের কথা শোনার জন্য। আর শুধু এক সবুজ ছায়ারূপে নার্সিসাসের কখনো পিছনে কখনো বা আশেপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

অবশেষে নার্সিসাস যখন বেড়াতে বেড়াতে ক্লান্ত হয়ে একটি ঝর্ণার ধারে গিয়ে জলপান করতে যাচ্ছিল তখন তার কাছাকাছি বনভূমিতে পাতার খস খস শব্দ শুনে সচকিত হয়ে শব্দটাকে লক্ষ্য করে নার্সিসাস প্রশ্ন করল, কে ওখানে?

একোর কাছ থেকে উত্তর এল, ওখানে।

নার্সিসাস আবার প্রশ্ন করল, তুমি কিসের ভয় করো?

উত্তর এল, ভয় করো।

নার্সিসাস যখন দেখল কোন এক অদৃশ্য ব্যক্তি কোথা থেকে তার সব কথা উপহাসের সঙ্গে ফিরিয়ে দিচ্ছে তখন সে আশ্চর্য হয়ে বলল, এখানে এস।

তখন তেমনিভাবে একোর কাছ থেকেও উত্তর এল, এখানে।

এবার নার্সিসাসের কাছ থেকে আহ্বান পেয়ে একো সত্যি সত্যিই এক সর্বাঙ্গ কুমারীর রূপ ধারণ করে তার সামনে এসে দাঁড়াল। কিন্তু নার্সিসাস তখন ঝর্ণার জলে আর একটি সুন্দর মুখের ছবি দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে সেই দিকে তাকিয়ে ছিল। একো তার কাছে গেলে সে রূঢ় গলায় বলল, এখানে

কেন এলে ? কে তোমাকে আসতে বলল ?

একো বলল, তুমি।

বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল, নার্সিসাসের রূপের সঙ্গে তোমার রূপের কোন তুলনাই হয় না।

নার্সিসাস !

মুখে শুধু কথাটা একবার উচ্চারণ করল একো। তারপর লজ্জায় মর্মাহত হয়ে একটা ঘন ঝোপের ধারে গিয়ে মুখ লুকোল। তারপর এক নীরব প্রার্থনায় ফেটে পড়ল একো আপন মনে। মনে মনে বলতে লাগল, হায় ভগবান, ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা কি জিনিস অহঙ্কারী নার্সিসাস যেন তা বোঝে।

এদিকে একো চলে যেতে নার্সিসাস আবার তার মুগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সেই ঝর্ণার জলে। আবার দেখতে পেল সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখচ্ছবি। তার চারদিকে পদ্মফুলের গাছ। নার্সিসাস ঝর্ণার গা ঘেঁষে নতজানু হয়ে বসে জলের দিকে তাকিয়ে ভাল করে দেখল তারই মত অবিকল দেখতে এক অতি সুন্দর যুবা, যেন পাথর খুঁদে তৈরি করা এক সুন্দর প্রতিমূর্তি। অথচ সে প্রতিমূর্তি জীবন্ত, তার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রাণচঞ্চলতায় ভরা।

নার্সিসাস ঝর্ণার শান্ত জলের উপর প্রতিফলিত সুন্দর প্রতিমূর্তিকে সম্বোধন করে বলল, কে তুমি, কি করে তুমি এত সুন্দর হলে ?

নার্সিসাস দেখল জলের উপর প্রতিফলিত সেই মূর্তিটির মুখটা নড়ে উঠল তার ঠোঁটদুটো কাঁপতে লাগল।

নার্সিসাস তখন আবেগের সঙ্গে সেই মূর্তিকে জড়িয়ে ধরতে গেল। ধরতে গিয়ে জলে হাত লাগতেই প্রতিফলনটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নার্সিসাস সেই মূর্তির ছায়াটাকে লক্ষ্য করে বলল, অন্যান্য ব্যর্থ প্রেমিকদের মত আমাকে ঘৃণা করো না, আমাকে প্রত্যাখ্যান করো না।

বনান্তরাল থেকে একো নার্সিসাসের কথার প্রতিধ্বনি করে বলল, ব্যর্থ।

এর পর ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল নার্সিসাস। যতবার সে আবেগের সঙ্গে সেই ছায়ামূর্তিকে আলিঙ্গন করতে গেল ততবারই তার নাগালের বাইরে চলে গেল সেই অলীক ছায়ামূর্তি। এইভাবে ক্রমশঃ ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে উঠল সে।

ক্ষুধা তৃষ্ণা সব ভুলে গিয়ে সেইখানেই রয়ে গেল নার্সিসাস। সেখান ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্যও কোথাও যেতে পারল না। অবশেষে একদিন মূর্চ্ছিত হয়ে জলের উপর তারই ছায়াটাকে লক্ষ্য করে চারদিকে পদ্মফুলের মাঝখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল নার্সিসাস। আর উঠতে পারল না কোনদিন। এইভাবে সেই নিস্তব্ধ বনভূমির মাঝখানে এক নীরব নির্জন মৃত্যু বরণ করল নার্সিসাস। কেউ তার জন্য কোন দুঃখ প্রকাশ করল না বা একফোঁটা চোখের জল ফেলল না। শুধু বনান্তরালবর্তিনী একোর কণ্ঠ থেকে এক হাহাকার ধ্বনি প্রতিধ্বনির বিচিত্র

তরঙ্গ তুলতে লাগল বনস্থলীর শান্ত বাতাসের বুকে।

একো যা চেয়েছিল অবশেষে ঠিক তাই হলো। তার প্রেমাহত অন্তর ফেটে বেরিয়ে আসা সেদিনের সেই অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে পরিণত হলো আজ। তবু কিন্তু খুশি হতে পারল না একো। যে প্রেমাস্পদের প্রেম লাভ করতে না পেরে মনোবেদনার জ্বালায় জ্বলছিল একো আজ তাকে চিরতরে হারিয়ে সে জ্বালা বেড়ে গেল আরও, আরও দুর্বিসহ হয়ে উঠল সে জ্বালা।

অহঙ্কারী আত্মাভিমানী নার্সিসাস শুধু নিজেকে ছাড়া জীবনে আর কাউকে ভালবাসতে পারেনি কখনো। তখন কোন দর্পণ না থাকায় নিজের মুখ-সৌন্দর্য দেখতে পায়নি কোনদিন। তাই ঝর্ণার স্বচ্ছ জলে আপন দেহ-সৌন্দর্যের প্রতিবিম্ব দেখে নিজেকে নিজে ভালবেসে ফেলে নিজের অজানিতে। ফলে এক আত্মঘাতী পরিণতি লাভ করে তার অত্যুগ্র ও সর্বগ্রাসী আত্মরতি।

একটি ধর্মীয় ওকগাছ

প্রাচীনকালে প্রতিটি বনবৃক্ষকেই মানুষ বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখত। তারা ভাবত ঐ বৃক্ষরাজিতে বনপরী ও অপদেবতারা ঘুরে বেড়ায়।

একদিন ড্রাইওপা নামে একটি মহিলা তার শিশুপুত্রের জন্য একটি গাছ থেকে সদ্যফোটা ফুল ছেঁড়ে। সে জানত না সেই ফুলগাছে এক বনপরী থাকত। ফুলটা ছেঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের বৃন্তটা রক্তের মত লাল হয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইওপের পা দুটো মাটির ভিতর বসে যেতে থাকে। ধীরে ধীরে বুঝতে পারল ড্রাইওপ তার গোটা দেহটাই একটা গাছে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। তার দেহটা হয়ে উঠছে একটা গাছের কাণ্ড আর হাত পা গুলো হয়ে উঠছে ডালপালা। সে ক্রমশঃ বাকশক্তি হারিয়ে ফেলছে। দেবতাদের কাছে অনেক কাতর আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও যখন কিছুই হলো না তখন সে শেষবারের মত বলে গেল, হে বনদেবী, আমার একটা প্রার্থনা মঞ্জুর করো, আমার সন্তান যেন আমার আশে পাশে খেলা করে। তার সন্তানের উপর তার ছায়া-ছায়া দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়বে—এতেই তার সান্ত্বনা।

টাটকা ফুল ছিঁড়তে গিয়ে ড্রাইওপ দেখল এক বনপরীকে আঘাত করার জন্য তাকে এই শাস্তি পেতে হয় তেমনি আরও অনেক মেয়েকে এই একই শাস্তি ভোগ করতে হয়। একবার ডাফনে এ্যাপোলোর তাড়া খেয়ে লরেল গাছে পরিণত হয়। থ্রেস দেশে ফাইলিস নামে একটি মেয়ে ছিল। থিসিয়াসের পুত্র ডেমোফুনের সঙ্গে তার বিয়ে হবার কথা হয়। কিন্তু ডেমোফুন তাকে

ছেড়ে দূর দেশে চলে যায় বলে সে আত্মহত্যা করে বসে আবেগের সঙ্গে। মৃত্যুর পরেই সেও একটি গাছে রূপান্তরিত হয়। তার মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম এক আশ্চর্য সবুজ উজ্জ্বলতা হয়ে ঘিরে রাখে গাছটিকে।

কিন্তু এদের সবার থেকে ইউরিসিকথনের অপরাধ আর শাস্তি দুটোই বেশী ছিল। ইউরিসিকথন একদিন হঠকারিতার বশে একটি বিশাল ও পবিত্র ওকগাছ কেটে ফেলে অকারণে।

সারা বনটার মধ্যে এই গাছটা ছিল মানুষের মাঝে এক বিশাল দৈত্যের মত। গাছটি ছিল দিমেতারের। দিমেতারের সম্মানার্থে স্বর্গ থেকে অপ্সরারা সেই ওকগাছটার উপর নেমে এসে নাচ গান করত। ওকগাছটি প্রায়ই তার শাখায় মালা ঝুলিয়ে রাখত বনদেবীর জন্য।

এই সব কিছু জেনেও দাম্ভিক ইউরিসিকথন তার ভৃত্যদের গাছটা কেটে ফেলার জন্য হুকুম দিল। ভৃত্যরা তা কাটতে না চাইলে ইউরিসিকথন নিজেই তাদের হাত থেকে কুড়ুলটা কেড়ে নিয়ে গাছটি কাটতে লাগল। বলল, স্বয়ং দেবী এই গাছের রূপ ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেও আমার এই কুড়ুলের আঘাতে তাকে মাটিতে পড়তেই হবে।

কিন্তু সাধারণ গাছের মত নির্বাক ছিল না সেই পবিত্র ওক গাছটা। নির্মম ইউরিসিকথন যখন কুড়ুলের ঘা দিচ্ছিল গাছটার শ্যাওলা পড়া গায়ে তখন তা যন্ত্রণায় মানুষের মত কাঁদছিল। তার পাতাগুলো সব ম্লান হয়ে উঠল মুহূর্তে। গাছের ডালগুলো কাঁপতে লাগল আর গাছের গুঁড়িটা থেকে রক্ত ঝরছিল। আশেপাশে দাঁড়িয়ে থেকে যারা সেই গাছকাটা দেখছিল তারা সকলেই নিষেধ করল ইউরিসিকথনকে। কিন্তু কারো কোন কথা শুনল না সে। একজন এগিয়ে এসে তার হাতটা ধরে অনুরোধ করল, এই দেবাংশি গাছ তুমি কেটো না। আমি সারা জীবন তোমার গোলাম হয়ে থাকব।

কিন্তু রাগের মাথায় তাকে সেই কুড়ুলের এক ঘায়ে হত্যা করল ইউরিসিকথন। অবশেষে এক বিরাট শব্দ করে মাটিতে পড়ে গেল গাছটা। স্বর্গের অপ্সরা ও বনপরীরা দিমেতারকে এর প্রতিশোধ নেবার জন্য উত্তেজিত করতে লাগল।

দিমেতারও সঙ্গে সঙ্গে শাস্তির ব্যবস্থা করলেন ইউরিসিকথনের জন্য।

সেদিন দিনের শেষে কাজ সেরে বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তার পেটের মধ্যে অস্বাভাবিক রকমের ক্ষুধা সঞ্চারিত করে দিলেন দেবী। অতৃপ্ত ক্ষুধার জ্বালায় দিনরাত জ্বলতে লাগল ইউরিসিকথন।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রবলতর এক ক্ষুধার জ্বালা নতুন করে অনুভব করতে লাগল। যতই খেতে লাগল ইউরিসিকথন, ততই তার ক্ষুধা বেড়ে যেতে লাগল।

প্রথম প্রথম প্রচুর টাকা খরচ করে নানা জায়গা থেকে নানা রকমের সুখাদ্য

এনে খাবার টেবিলে তা সাজিয়ে রাখা হলো। নানা রকমের পশুমাংসও আনা হলো তার জন্য। কিন্তু কিছুতেই তার ক্ষুধা তৃপ্ত হলো না, শান্ত হলো না। অবশেষে তার সব ধনসম্পদ ফুরিয়ে গেল।

ইউরিসিকথন সত্যিই একদিন ধনী ছিল। কিন্তু তার পেটের ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে সব নগদ টাকা ফুরিয়ে গেল। তখন জমি জমা যা ছিল তা বিক্রি করতে লাগল একে একে।

শেষকালে দেখা গেল স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তি তার বিক্রি হয়ে গেছে। দেখা গেল তার একটিমাত্র কন্যা সন্তান ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

তখন বাধ্য হয়ে নিজের মেয়েকেই বিক্রি করল ইউরিসিকথন। মেয়ে ক্রীতদাসী হলো। তবু সেই মেয়েবিক্রির টাকা খরচ হয়ে গেল অল্পদিনের মধ্যে। অবশ্য পসেডনের কৃপায় ইউরিসিকথনের মেয়ে এক অদ্ভুত বিদ্যা জানত। যে কোন সময়ে বেশ পরিবর্তন করতে বা যে কোন জায়গা থেকে ইচ্ছামত বেরিয়ে আসতে পারত সে। ফলে কেউ কোথাও তাকে আটকে রেখে দিতে পারত না।

বাবার অবস্থা দেখে মেয়েটা তাই বিক্রি হবার পরেই মালিকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসত এবং তার বাবা তখন তাকে আবার বিক্রি করত। কিন্তু এই কৌশলও বেশীদিন চলল না। সকলেই জেনে ফেলল তার এই হীন। অপকৌশল। তখন নিরুপায় হয়ে নিজের পেটের ক্ষুধা মেটাবার জন্য নিজের মাংসই খেতে লাগল হতভাগা ইউরিসিকথন।

মিডাস

ফার্জিয়ার রাজা মিডাস ছিল বিশ্বের অন্যান্য সব রাজাদের থেকে ধনী। তবু তার ধনের আকাঙ্ক্ষা ছিল সবচেয়ে বেশী। লোভ আর লালসার অন্ত ছিল না তার।

একদিন মিডাস রাজোদ্যানে বেড়াবার সময় দেখতে পায় মদের দেবতা ডাওনিসাসের পরম ভক্ত সাইলেনাস মাতাল অবস্থায় ঘুমোচ্ছে তার বাগানের মধ্যে। সাইলেনাস ডাওনিসাসের সঙ্গেই কোথায় যাচ্ছিল। যেতে যেতে দল থেকে পিছিয়ে পড়েছে সে নেশার ঘোরে। মিডাস তার গায়ে ফুল ছড়িয়ে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে খাদ্য ও পানীয় দ্বারা আপ্যায়িত করে ডাওনিসাসের কাছে নিয়ে গেল। দেবতা সন্তুষ্ট হয়ে মিডাসকে একটি বর দান করতে চাইলেন।

মিডাস বলল, যদি বর দিতে চান আমাকে তাহলে এমন বর দান করুন যাতে আমি যা কিছু স্পর্শ করবো তা সোনা হয়ে যায়।

ডাওনিসাস সেই বরই দিলেন মিডাসকে।

মিডাস মনের আনন্দে বাড়ির পথে রওনা হলো। পথে দেবতার বরটি পরীক্ষা করে দেখার জন্য পথের ধারের একটি গাছ থেকে একটি ছোট ডাল ভাঙ্গল। ডালটি সঙ্গে সঙ্গে সোনা হয়ে গেল।

এইভাবে পথে যেতে যেতে গাছ থেকে অনেক ফুল ও ফল তুলে তা সোনায় পরিণত করল মিডাস। এত সোনা যে তার ভৃত্যরা বয়ে নিয়ে যেতে পারছিল না।

এর পর মিডাস একটি ঘোড়ার উপর চাপতেই সেটিও সোনায় গড়া এক প্রাণহীন ধাতুতে পরিণত হলো।

এক অপরিসীম গর্ব ও আনন্দ বুকে নিয়ে বাড়ি ফিরল মিডাস। এতবড় বিস্ময় জীবনে কোনদিন অনুভব করেনি সে। বাড়ি ফিরে সে যেমনি তার রাজপ্রাসাদের স্তম্ভগুলো ছুঁতে লাগল, সেই সব স্তম্ভগুলো সব সোনা হয়ে গেল মুহূর্তে। মিডাস ক্লান্ত হয়ে নরম বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিছানা শক্ত সোনার বিছানা হয়ে গেল। এবার কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল মিডাস। তার পরনের সব পোশাক ভারী সোনায় পরিণত হওয়াতে তা বইতে কষ্ট হচ্ছিল।

আরো কষ্ট অনুভব করল মিডাস স্নান করতে গিয়ে। স্নান করার সময় চৌবাচ্চায় সে নামতেই সব জল সোনার বরফে রূপান্তরিত হয়ে গেল। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ক্ষুধা তৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল মিডাস। কিন্তু খেতে গিয়ে মিডাস বিশেষ আশ্চর্য হয়ে দেখল সব খাদ্য ও পানীয় সোনা হয়ে যাচ্ছে। খেতে গিয়ে এক টুকরো খাদ্য বা এক বিন্দু শীতল জলও সে গলাধঃকরণ করতে পারল না।

এতক্ষণে নিজের ভুল বুঝতে পারল মিডাস। কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে সে সোনার বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগল। যে দিকেই তাকায় শুধু দেখতে পায় সোনার স্তূপ। কিন্তু দেখার সঙ্গে সঙ্গে এখন গর্ব বা আনন্দ অনুভব করে না ; এখন তা দেখে মনের জ্বালা বেড়ে যায়।

সারা রাত শক্ত বিছানায় শুয়ে পেটের জ্বালায় ছটফট করল। সকাল হতেই সে ছুটে গেল দেবতার কাছে। দেবতার পায়ের উপর পড়ে সে কাতর কণ্ঠে বলল, আপনার এই ভয়ঙ্কর বর ফিরিয়ে নিন দেব। আমি ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা আর সহ্য করতে পারছি না।

দেবতা শুধু হেসে মিডাসকে বললেন, মানুষ বোঝে না তার সব কামনাই শুভ নয়। যাই হোক, তুমি যখন এ বর আর চাও না তখন তা ফিরিয়ে

নিচ্ছি। তবে তোমায় প্যাকেটালাস নদীর উৎসমুখে গিয়ে স্নান করতে হবে। তবে তুমি এ বরের প্রভাব থেকে মুক্ত হবে একেবারে।

তৎক্ষণাৎ তাই করল মিডাস। বরমুক্ত নয়, শাপমুক্ত হয়ে মিডাস প্রাণভরে জল ও খাবার খেয়ে তৃপ্ত হলো।

মিডাসের প্রচুর ধনসম্পদ থাকলেও তার বুদ্ধি ছিল না তেমন। ক্ষেত্র বিশেষে তার বিচারবুদ্ধি বা কোন বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারত না। একবার সে বনপথে ঘুরতে ঘুরতে দুই দেবতার দেখা পায়। সে দেখে প্যান আর এ্যাপোলো ঝগড়া করছেন। প্যান বলছেন তার পাতার বাঁশির সুর এ্যাপোলোর বীণার সুরের থেকে মিষ্টি। এই নিয়ে দুই দেবতার মধ্যে ঝগড়া বেঁধেছে। মিডাস সেখানে যেতেই দুই দেবতাই তাকে ধরল, তুমি কোন সুর মিষ্টি তা বিচার করে দাও।

মিডাস না বুঝেই প্যানের সপক্ষে রায় দিল। ফলে এ্যাপোলো রেগে গিয়ে তার কান দুটি খসিয়ে দিয়ে তার জায়গায় দুটি গাধার কান বসিয়ে দিলেন।

লোমেভরা দুটি লম্বা কান নিয়ে মহা মুস্কিলে পড়ল মিডাস।

মাথায় একটা পাগড়ি বেঁধে কান দুটো ঢেকে রাখল কোন রকমে। লজ্জায় কারো কাছে পাগড়ি খুলতে পারে না।

একদিন নাপিত এসে তার চুল দাড়ি কামাতে গিয়ে কান দুটো দেখে ফেলল। নাপিত তা দেখে কাউকে না বলে থাকতে পারল না। কিন্তু রাজার ভয়ে কাউকে বলতেও পারছিল না। অবশেষে সে থাকতে না পেরে শহরের শেষে নদীর ধারে গিয়ে একটি গর্তের মুখে মুখ রেখে বলল, রাজা মিডাসের কান দুটো গাধার। সেখানে কোন মানুষ ছিল না। তাই নাপিত প্রাণখুলে চেঁচিয়ে কথাটা বলেছিল। কিন্তু সে জানত না বাতাসেরও কান আছে। তার কথাটা মুখ থেকে বার হতেই নদীর গা ঘেঁষে গজিয়ে ওঠা নলখাগড়া গাছগুলো তা শুনে সে কথা বাতাসের কানে কানে বলে যেতে লাগল, রাজা মিডাসের কানদুটো গাধার।

বাতাস আবার এই নিষিদ্ধ কথাটা দূর দূরান্তে বয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

স্কাইল্লা

শোনা যায় ইউক্লিডের জন্মস্থান মেগারা একবার ক্রীটের রাজা মাইনসের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়। এই অবরোধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কারণ নিয়তির বিধানে এটা স্থির হয় যে যতদিন মেগারা নগরীতে একটি যাদুবস্তু থাকবে ততদিন এ দেশ কেউ অধিকার করতে পারবে না। কিন্তু কোথায় কার কাছে আছে সে বস্তু তা কেউ জানে না।

আসলে সে বস্তুটি ছিল একগুচ্ছ নীলচে রঙের চুল যা রাজার মাথার মধ্যে ছিল। এ কথা একমাত্র রাজা তার কন্যার কাছে বলেছিল। রাজকন্যা স্কাইল্লা ছাড়া একথা আর কেউ জানত না।

রাজকন্যা স্কাইল্লা রাজপ্রাসাদের শীর্ষদেশ থেকে রোজ নগরপ্রান্তে যুদ্ধক্ষেত্রের পানে তাকিয়ে সব কিছু দেখত। কিন্তু তার সবচেয়ে ভাল লাগত ক্রীটের রাজা মাইনসকে দেখতে। মাইনস তার পিতার পরম শত্রু হলেও তার রূপে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে ভালবেসে ফেলল তাকে। শুধু রাত্রিতে নয় সারা দিনও জেগে জেগে শুধু স্বপ্ন দেখত। রাজা মাইনসের মুখটা সব সময় ভাসত তার চোখের সামনে।

অবশেষে সে একদিন ভাবতে লাগল, এই সুদীর্ঘ যুদ্ধের কি আর শেষ হবে না? আমি যদি কোন রকমে রাজার কাছে গিয়ে তার জয়ের রহস্য বলে দিতে পারি তাহলেও কি রাজা তার বিনিময়ে তার ভালবাসা আমায় দেবে না?

ভাবতে ভাবতে তার করণীয় সব ঠিক করে ফেলল স্কাইল্লা।

গভীর রাত্রিতে সে তার বাবার ঘরে গিয়ে রাজার মাথায় সাদা চুলের মধ্যে চকচক করতে থাকা একগুচ্ছ নীল চুল কেটে নিল। তারপর কৌশলে নগরদ্বার পার হয়ে মাইনসের রাজার শিবিরে গিয়ে হাজির হলো। প্রহরী তাকে রাজার কাছে নিয়ে গেল।

স্কাইল্লা রাজার কাছে গিয়ে বলল, এই নিন আপনার জয়লাভের রহস্য। এই যাদুবস্তুর জন্যই আপনারা জয়লাভ করতে পারছিলেন না। এই বস্তু আমি গোপনে আমার বাবার মাথা থেকে কেটে এনেছি। এ বস্তুর বিনিময়ে আমি শুধু আপনার ভালবাসা চাই।

রাজা মাইনস বলল, তোমার মত বিশ্বাসঘাতিনী মেয়ে কখনো কোন বীর পুরুষের প্রেম লাভ করতে পারে না। আমার চোখের সামনে থেকে চলে যাও এখনি। মাইনস নীচতার মধ্য দিয়ে জয়লাভ করতে চায় না।

মেগারাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও তা ছেড়ে দিল মাইনস। সে সন্ধি করল মেগারার রাজার সঙ্গে। তারপর স্বদেশের পথে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হলো।

মাইনসের জাহাজ ছাড়ার সময় হলে স্কাইল্লা তাকে অনুনয় বিনয় করতে লাগল কাতর কণ্ঠে, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। তোমার জাহাজে আমাকে একটু স্থান দাও। আমাকে স্ত্রীর মর্যাদা না দিলেও দাসী করে রেখে দেবে তোমার প্রাসাদে।

মাইনস বলল, তোমার মত মেয়েকে জাহাজে নিলে সে জাহাজ নিরাপদে ক্রীটদেশে পৌঁছবে না। দেবতাদের অভিশাপ নেমে আসবে তোমার উপর। তুমি জলে বা স্থলে কোথাও স্থান পাবে না।

স্কাইল্লা জলে ঝাঁপ দিয়ে জাহাজের দড়িটা ধরে বলল, আমার পিতা ও দেশের বিরুদ্ধে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি তা তোমার জন্যই করেছি।

মাইনস আর কথা না বাড়িয়ে জাহাজ ছেড়ে দিল। এমন সময় একটা ঈগল পাখি এসে তার হাতে ঠোঁট দিয়ে আঘাত করতেই দড়িটা ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের জলে পড়ে গেল। স্কাইল্লা ডুবে গেল জলে। সহসা কোথা থেকে এক দেবতা এসে নিমজ্জমান স্কাইল্লাকে একটি সামুদ্রিক পাখিতে পরিণত করে দিল। সেই থেকে আজও স্কাইল্লা এক সামুদ্রিক পাখিরূপে সমুদ্রতরঙ্গের উপর ক্রমাগত উড়ে বেড়াচ্ছে আর একটি ঈগল তাকে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এই ঈগলই তার পিতা। স্কাইল্লার হতভাগা পিতাই মৃত্যুর পর এক দেবতার দ্বারা অনন্ত প্রতিশোধবাসনার প্রতীকরূপী এক ঈগলে পরিণত হয়েছে।

বেলারোফন

কোরিন্থের রাজা সিসিফাসের বাড়িটার উপর যেন এক ভয়াবহ দৈব অভিশাপ তার বুক চেপে বসে আছে। অসংখ্য অত্যাচার আর বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য মৃত্যুর পর নরকে গিয়ে অনন্তকাল ধরে এক কঠোর শ্রমের কাজ করে যেতে হয় তাকে।

সিসিফাসের পুত্র গ্লকাস ঘোড়া খুব ভালবাসত। অশ্বপালক বা অশ্বানুরাগী ব্যক্তি হিসাবে তার খ্যাতি ছিল দেশ বিদেশে। কিন্তু এই গ্লকাস তার একবার একদল ঘোটকীকে নরমাংস খেতে দেওয়ায় ঘোটকীরা তাকে জীবন্ত ছিঁড়ে খুঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। গ্লকাসের পুত্র বেলারোফন ছিল একজন বীর ও সুদর্শন যুবক। কিন্তু ঘটনাক্রমে এক দেশবাসীকে হত্যা করে ফেলায় তাকে দেশ ছেড়ে গিয়ে আর্গসের রাজা প্রোতাসের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করে থাকতে হয়।

রাজা প্রোতাস শুধু বেলারোফনকে আশ্রয় দিল না, তাকে যথেষ্ট স্নেহের চোখে দেখতে লাগলো। তার চেহারা ও বীরত্ব সত্যিই মুগ্ধ করেছিল তাকে। আবার শুধু রাজা প্রোতাস নয়, রাণী এ্যান্টীয়াও বেলারোফনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ভালবেসে ফেলল।

একদিন বেলারোফনের কাছে গোপনে প্রেম নিবেদন করল এ্যান্টীয়া। এ্যান্টীয়াকে এশিয়ার কোন এক দেশ থেকে নিয়ে এসে বিয়ে করে প্রোতাস। এ্যান্টীয়া বেলারোফনকে রাত্রিতে তার ঘরে নিয়মিত গোপনে আসতে বলল। কিন্তু এই অবৈধ প্রেম সংসর্গে রাজী হলো না বেলারোফন। সে বলল, আমাকে বিশ্বাস করে যিনি আশ্রয় দিয়েছেন আমার অসময়ে আমি তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না।

এ কথায় দারুণ রেগে গেল এ্যান্টীয়া। এই প্রত্যাখ্যানে অপমানিত বোধ করতে লাগল। কিভাবে বেলারোফনের উপর এই অপমানের প্রতিশোধ নেবে তার কথা ভাবতে লাগল দিনরাত। রাজা প্রোতাস বেলারোফনকে এত গভীরভাবে ভালবাসে যে তার কোন দোষ সে দেখতে পায় না। তার সম্বন্ধে কোন দোষের কথা বিশ্বাস করতে চাইবে না।

অবশেষে এ ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল এ্যান্টীয়া। সে রাজা প্রোতাসকে সরাসরি বলল, বেলারোফনকে যত ভাল ভাব তত ভাল সে নয়। তার এতবড় স্পর্ধা যে সে আমার কাছে প্রেম নিবেদন করে। আমার উপর কুনজর দেয়। আমি তাব শাস্তি চাই।

কিন্তু বেলারোফনকে কোন কঠিন শাস্তি নিজের হাতে কোনদিন দিতে পারবে না রাজা প্রোতাস। তার প্রাণদণ্ড সে নিজে দিতে পারবে না। মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারবে না। তার মৃত্যু চোখে দেখতেও পারবে না।

অনেক ভেবে একটা উপায় খুঁজে বার করল প্রোতাস। সে একটা কাজের ভার দিয়ে তার শ্বশুড়বাড়ি পাঠাল। আমার শ্বশুর লাইসিয়ার রাজার কাছে তুমি গিয়ে এই চিঠিটা দেবে।

অথচ সেই চিঠিতেই বেলারোফনের প্রতি প্রদত্ত চূড়ান্ত শাস্তির কথা লেখা ছিল।

স্থলপথে ও জলপথে অনেক দিন কেটে গেল বেলারোফনের। তার পর অতি কষ্টে পৌঁছল সে তার লক্ষ্যস্থলে। লাইসিয়ার রাজাও বেলারোফনকে দেখেই ভালবেসে ফেলল গভীরভাবে। তার রাজপুত্রের মত চেহারা দেখে বুঝল সে নিশ্চয় কোন বড় ঘরের ছেলে। লাইসিয়ার রাজা বেলারোফনের কোন পরিচয় বা আসার কারণ জিজ্ঞাসা না করেই তার সম্মানার্থে ন'দিন ধরে ভোজসভার আয়োজন করল।

দশ দিনের দিন বেলারোফন লাইসিয়ার রাজা আয়োবেটস্‌কে তার আসার কারণটা খুলে বলল। রাজা প্রোতাস তাকে যে চিঠিটা দিয়ে পাঠিয়েছে সে চিঠিটা রাজাকে দিল বেলারোফন। চিঠিটাতে লেখা ছিল, এই পত্রবাহক আপনারই হাতে নিহত হবার যোগ্য।

কথাটা জেনে আশ্চর্য হয়ে গেল লাইসিয়ার রাজা আওবেটস্‌। সে বুঝতে পারল না বেলারোফনের মত এক সুন্দর যুবককে কেন হত্যার জন্য পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কেন তাকে হত্যা করা হবে তা বলা হয়নি চিঠিতে।

কারণ যাই হোক, তার জামাই আর্গসের রাজা প্রোতাস যখন তাকে এ কাজের ভার দিয়েছে তখন তা করতেই হবে। তা অমান্য করার ক্ষমতা তার নেই। আবার বেলারোফনকে হত্যা করতেও মন চাইছিল না, কারণ এরই মধ্যে তাকে ভালবেসে ফেলেছে সে।

রাজা আওবেটস্‌ তাই ভাবতে লাগল কিভাবে বিনা রক্তপাতে বেলারো-

ফনকে বধ করা যায়। অনেক ভেবে সে ঠিক করল বেলারোফনকে এমন কাজের ভার দেবে যে কাজ সম্পন্ন করতে গেলে তার মৃত্যু অবধার্য। লাইসিয়ার প্রান্তে তখন শিমেরা নামে এক ভয়ঙ্কর জন্তু উৎপাত করছিল। যে সব বীরপুরুষকে সেই জন্তুকে বধ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল তারা সকলেই নিহত হয় সেই ভয়ঙ্কর জন্তুটার দ্বারা। সে জন্তুর মাথাটা ছিল সিংহের, পিছনের দিকটা ছিল ড্রাগনের মত, তার দেহটা ছিল এক অর্দ্ধ ছাগলের মত এবং তার গায়ে ছিল বড় বড় আঁশ। তার নিঃশ্বাসে এমন আগুন ঝরত যা কেউ সহ্য করতে পারত না এবং যার জন্য কেউ তার কাছে যেতে পারত না। আওবেটস্ বেলারোফনকে একদিন ডেকে বলল, তুমি যথার্থ বীর, আমাদের রাজ্যকে এই ভয়ঙ্কর জন্তুর উৎপাত থেকে মুক্ত করো।

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে যখন বেলারোফন সানন্দে এ কাজের ভার গ্রহণ করল তখন তা দেখে খুশি হলো রাজা আওবেটস্।

বেলারোফনের মত একজন নিরীহ নির্দোষ লোক অকারণে নিগৃহীত ও বিড়ম্বিত হচ্ছে দেখে দেবতাদের করুণা হলো তার প্রতি। দেবতাদের নির্দেশেই পার্সিয়াসের দ্বারা নিহত গর্গনের রক্ত হতে উদ্ভূত পক্ষীরাজ ঘোড়া পেগামাসের শরণাপন্ন হলো বেলারোফন। কিন্তু পেগামাসকে বশীভূত করতে বা পোষ মানাতে পারল না কিছুতেই। না পেরে ঝর্ণার ধারে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সে। এমন সময় একটি স্বপ্নে দেবী এথেন আভির্ভূত হয়ে তার পাশে একটি সোনার লাগাম রেখে গেলেন। সেই লাগাম দিয়ে সহজেই পেগামাসকে বশীভূত করে তার উপর চেপে বসল বেলারোফন।

বেলারোফন প্রথমে পক্ষীরাজ পেগামাসের পিঠের উপর চেপে শিমেরার কাছে গিয়ে তাকে আক্রমণ করল। শিমেরার নাক থেকে যত আগুন ঝরতে লাগল ততই বেলারোফন তীর মেরে তার গা থেকে রক্ত ঝরাতে লাগল। সেই রক্তে সব আগুন নিভে গেল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল শিমেরা। বেলা-রোফন তখন তার মাথাটা ও লেজটা কেটে নিয়ে গেল প্রমাণস্বরূপ।

শিমেরার মত এক ভয়ঙ্কর জন্তুকে বধ করে নিরাপদে অক্ষত অবস্থায় বেলারোফন ফিরে এলে তাকে দেখে একই সঙ্গে আনন্দিত ও দুঃখিত হলো রাজা আওবেটস্। আনন্দিত হলো এই কারণে যে সে ছিল তার প্রিয়পাত্র। আর দুঃখিত হলো এই কারণে যে তার জামাতা রাজা প্রোতাসকে খুশি করার জন্য বেলারোফনকে বধ করতেই হবে। শিমেরাকে বধ করতে গিয়ে বেলারোফন নিহত হলে এ কাজ হাঁসিল হয়ে যেত অনায়াসে। তার মানে বেলারোফনকে হত্যা করার জন্য আবার একটা উপায় খুঁজে বার করতে হবে।

অবশেষে অনেক ভাবনা চিন্তার পর আবার একটা উপায় খুঁজে পেল। লাইসিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে সলিমি নামে একটি দুর্ধর্ষ জাতি বাস করত।

লাইসিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে সলিমিরা অত্যাচার চালাত। রাজা আওবেটস্ এবার বেলারোফনকে পাঠালেন তাদের দমন করার জন্য। এবারও বেলারোফন সলিমিদের দমন করে বিজয়গর্বে ফিরে এল। এবারও একই সঙ্গে হর্ষ ও বিষাদ অনুভব করল রাজা আওবেটস্।

এর পর দুর্ধর্ষ নারীবাহিনী আমাজনদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে বেলারোফনকে পাঠাল রাজা আওবেটস্। এই নারীবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে বহু রাজ্যের রাজা মহারাজা পরাজিত ও নিহত হয়। কিন্তু বেলারোফন সহজেই আমাজনদের পরাজিত করে ফিরে এল।

এবার কিন্তু তার প্রতি আগের মত উদাসীন বা বিরূপ থাকতে পারল না আওবেটস্। এবার তার জামাতার সব নির্দেশ উপেক্ষা করে আবেগভরে জড়িয়ে ধরল বীর বেলারোফনকে। এবার সে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল যে বেলারোফনের মত বীর ও সদাশয় ব্যক্তি কখনো মৃত্যুদণ্ড লাভ করার মত কোন কাজ করতে পারে না। বেলারোফনের অসম-সাহসিক বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাকে তার রাজত্বের একটি অংশ দিয়ে তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিল আওবেটস্।

কিন্তু প্রচুর শক্তি ও ধনসম্পদের অধিকারী হয়ে দৈব অনুগ্রহের কথা ভুলে গেল বেলারোফন। দেবতাদের কৃপায় সে যৌবনে সব বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করলেও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে সে দেবতাদের আর ভক্তি করত না। ফলে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র এক বর্বর ডাকাতদলের সঙ্গে মিশতে থাকে এবং দেশ ছেড়ে কোথায় চলে যায়। তার কন্যা দেবী আর্তেমিসের হাত হতে এক তীরে নিহত হয়।

এই সব দৈব অভিশাপের লক্ষণ দেখেও চৈতন্য হলো না বেলারোফনের। একদিন সে তার পক্ষীরাজ ঘোড়া পেগামাসের পিঠে চেপে স্বর্গে যাবার জন্য আকাশপথে রওনা হলো। কিন্তু তার অমানবিক ঔদ্ধত্যে রুষ্ট হয়ে দেবরাজ জিয়াস একটি বড় মাছি পাঠিয়ে দিলেন পেগামাসকে কামড়ে দেবার জন্য। আকাশপথে পেগামাস যখন উড়ে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ একটি বড় মাছি এসে কামড়াতেই সে পড়ে যায় ফলে তার সঙ্গে বেলারোফনও মাটিতে পড়ে যায়। প্রাণে সে কোনরকমে বেঁচে গেলেও সে গুরুতরভাবে আহত হলো। তার হাত পা খোঁড়া হয়ে যাওয়ায় সে একেবারে পঙ্গু হয়ে গেল।

এরিয়ন

অর্ফিয়াসের পর প্রাচীন গ্রীসের মধ্যে সঙ্গীতবিদ্যায় সবচেয়ে খ্যাতিলাভ করে যে ব্যক্তি সে হলো এরিয়ন। কোরিন্থের রাজা পীয়েরান্ডার ছিল

এরিয়নের সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক।

একবার সিসিলিতে এক সঙ্গীত প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়। এরিয়ন সেখানে যোগদান করতে চাইল। এদিকে পীয়েরান্দার তাকে তার রাজসভা থেকে ছাড়তে চাইছিল না। কিন্তু এরিয়ন যাবার জন্য জেদ করায় বাধা দিল না। তাকে একটা জাহাজে করে পাঠিয়ে দিল।

সিসিলিতে গিয়ে এত সম্মান ও অর্থ পেল এরিয়ন জীবনে যা কথনো কল্পনা করতে পারেনি। প্রচুর পরিমাণ সোনা রূপো প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু পেল যা তার দেশে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য একটা জাহাজ ভাড়া না করে পীয়েরান্দারের দেওয়া জাহাজে করে দেশে ফেরার মনস্থ করল।

অনুকূল বাতাসে জাহাজ বেশ ভালভাবেই এগিয়ে চলল। কিন্তু এরিয়ন ঘূণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি তার সব ধনরত্ন নিয়ে নেবার জন্য নাবিকরা গোপনে এক চক্রান্ত করছে।

একদিন এরিয়ন হঠাৎ দেখল জাহাজের সব নাবিকরা তরবারি বার করে এক একজন জলদস্যুতে পরিণত হয়েছে। তারা সবাই একবাক্যে বলল, তোমাকে আমরা সমুদ্রের জলে ফেলে দেব। তারপর তোমার সব ধনরত্ন আমরা ভাগ করে নেব।

এরিয়ন বলল, তোমরা আমার সব ধনরত্ন নাও, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমাকে প্রাণে মেরো না।

নাবিকরা তখন বলল, তোমাকে না মারলে রাজা পীয়েরান্দার আমাদের ছাড়বে না। তুমি ঠিক তাকে বলে দেবে। সুতরাং দুটোর একটা বেছে নাও: হয় নিজেকে হত্যা করো; আমরা তোমার মৃতদেহটিকে কোন সমুদ্রকূলে সমাহিত করব, আর না হয় আমরা তোমাকে জাহাজ থেকে সমুদ্রের জলে ফেলে দেব। বল কোনটা চাও?

এরিয়ন যখন দেখল তার শত আবেদন নিবেদনেও কোন ফল হলো না তখন তাদের একটা শেষ প্রার্থনা জানাল। বলল, আমাকে একবার শেষবারের মত গান গাইতে দাও। সারা জীবন গান নিয়েই আছি। গানকে জীবনে সব কিছুর থেকে ভালবাসি। সুতরাং শেষবারের মত প্রাণভরে একবার একটা গান গেয়ে নিই। তারপর আমি নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়ব সমুদ্রের জলে।

নাবিকরা এতে রাজী হলো। এরিয়ন তার সবচেয়ে ভাল পোষাকটা পরে তৈরি হলো তার সোনার বীণা নিয়ে।

শোনা যায় এরিয়ন যখন কোন বনে বা মাঠে গান গাইত তার সোনার বীণা বাজিয়ে তখন নেকড়ে আর মেষশাবক, হরিণ আর সিংহ একসঙ্গে তার গান শুনত। জাহাজে তার গান শুনতে শুনতে কঠিনহৃদয় নাবিকদের মনেও করুণা জাগল তার প্রতি। কিন্তু শুধু নাবিকরা নয়, একদল জলপরীও তার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে জাহাজে এসে ভিড় করে দাঁড়াল।

কিন্তু গান শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নাবিকদের কাছ থেকে নতুন করে কোন প্রার্থনা না জানিয়ে তার কথামত জলে ঝাঁপ দিল এরিয়ন। কিন্তু সে ডুবে গেল না। একটি জলপরী এসে তাকে পিঠে চাপিয়ে নিরাপদে সমুদ্রের কূলে গিয়ে নামিয়ে দিল। সেখান থেকে এরিয়ন গেল পেলোপনেসাসে। তারপর সেখান থেকে কোরিনথ্। রাজা পীয়েরান্দার সাদর অভ্যর্থনা জানাল তাকে। কিন্তু জাহাজে করে না ফিরে নিজের পায়ে হেঁটে সে কি করে দেশে ফিরল তা বুঝতে পারল না। আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করতে লাগল বারবার।

তখন সব কথা আদ্যোপান্ত খুলে বলল এরিয়ন। কিন্তু একথা এমনই বিস্ময়কর যে সে তা বিশ্বাস করতেই পারছিল না। এমন সময় সেই জাহাজটা এসে ঘাটে উঠল। রাজা তৎক্ষণাৎ বিশ্বাসঘাতক নাবিকদের ডেকে পাঠালেন। এরিয়ন আড়ালে লুকিয়ে রইল।

রাজা প্রথমে নাবিকদেব বললেন, যাকে নিয়ে তোমরা যাত্রা করেছিলে সেই এরিয়ন কোথায় ?

নাবিকরা এক মনগড়া গল্প খাড়া করে বলল, তিনি সিসিলিতে প্রচুর টাকা ও ধনরত্ন পেয়ে তা নিয়ে গ্রীসদেশের এক জায়গায় বসবাস করতে শুরু করেছেন।

ঠিক এমন সময় সেই পোষাক আর সোনার বীণা হাতে এরিয়ন তাদের সামনে এসে হাজির হলো। তারা যে এতক্ষণ রাজাকে মিথ্যা কথা বলছিল তা প্রমাণিত হলো। এরিয়ন তাদেব ক্ষমা করতে চাইছিল।

কিন্তু রাজা পীয়েরান্দার রাজধর্মের খাতিরে নাবিকদের প্রত্যেককে তাদের চরম শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে প্রাণদণ্ড দান করলেন।

পিরামুস ও থিসব

বেবিলনে দুটি পাশাপাশি বাড়িতে বাস করত পিরামুস আর থিসব। পিরামুস ছিল এক কর্মব্যস্ত যুবক আর থিসব ছিল সবচেয়ে সুন্দরী এক বালিকা। শৈশবকাল থেকেই ভালবাসা গড়ে ওঠে দুজনের মধ্যে। কিন্তু তাদের পিতারা এ ভালবাসাকে ভাল চোখে দেখেনি। তারা তাদের ছেলেমেয়ের অন্তর থেকে ভালবাসাবাসির ব্যাপারটাকে একেবারে তুলে ফেলতে না পারলেও তাদের দুজনের দেখা হওয়ার সব পথ বন্ধ করে দেয়। কিন্তু উপর থেকে যতই চাপ দেওয়া হতে থাকে, তাদের দুজনের অন্তরেই দুর্জয় দুর্মর প্রেমের জ্বলন্ত শিখা দুটো আরো প্রবল ও উজ্জল হয়ে ওঠে।

দুটো বাড়ির মাঝখানে ছিল একটা মাটির দেওয়াল। রোদে শুকনো

শক্ত মাটির দেওয়ালটার মাঝে ছিল একটা ফুটো যার মধ্য দিয়ে দুজনে রোজ রাতে একবার করে কথা বলত চাপা গলায় আর দীর্ঘশ্বাস শুনত। কথা শেষে দুজনে চুম্বন জানাত পরস্পরকে, যে চুম্বনের আস্বাদ জীবনে কোনদিন পায়নি তারা তাদের উত্তপ্ত ওষ্ঠাধরে।

এক রাতে ওরা সেই পাঁচিলের ফুটো দিয়ে কথা বলতে বলতে ওদের মিলনের দিনক্ষণ সব ঠিক করে ফেলল। দেহহীন প্রেমের অর্থহীন বোঝা-ভারটাকে আর বইতে পারছিল না ওরা দিনের পর দিন। তাই ঠিক করল কোন এক রাতে নগরপ্রান্তের এক নির্জন বনভূমিতে নিনাসের স্মৃতিস্তম্ভের কাছে ওরা মিলিত হবে। কিন্তু এই মিলনকেই অবিচ্ছেদ্য করে তুলবে ওরা। আর কোনদিন বিচ্ছিন্ন হবে না পরস্পরের কাছ থেকে।

অধৈর্যবশতঃ থিসবই একটি ওড়নায় মাথা ও মুখ ঢেকে আগে বেরিয়ে পড়ল নির্দিষ্ট সঙ্কেতকুঞ্জে যাবার জন্য। প্রতিটি ছায়া দেখার সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠতে লাগল তার বুকটা।

নির্দিষ্ট স্থানে থিসব গিয়ে দেখল নিনাসের স্মৃতিস্তম্ভের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝর্ণার জলের উপর ঝরে পড়ছে চাঁদের রূপালি আলো। মাথার উপর একটা জামগাছে থোকা থোকা জাম ধরে রয়েছে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে চুঁয়ে চুঁয়ে পড়া চাঁদের আলোয় রূপোর মত চকচক করছে বনপথটা।

থিসব চারদিকে তাকিয়ে দেখল পিরামুস তখনো এসে পৌছয় নি। সে কান পেতে তার পদধ্বনি শোনার চেষ্টা করতে লাগল, এমন সময় এক সিংহীর গর্জন শুনে তার ওড়নাটা খুলে ফেলেই প্রাণভয়ে ছুটতে লাগল থিসব। ছুটতে ছুটতে একটি পার্বত্য গুহা পেয়ে তার মধ্যে ঢুকে আশ্রয় নিল কিছুক্ষণের জন্য।

এদিকে সিংহীটা তখন তার এক শিকারের মাংস খেতে খেতে গর্জন করছিল মাঝে মাঝে। গর্জন করতে করতে রক্তাক্ত মুখ নিয়ে স্মৃতিস্তম্ভের কাছে এসে থিসবের ফেলে যাওয়া সেই ওড়নাটা রক্তাক্ত মুখ দিয়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে দিল।

তার কিছু পরেই পিরামুস শহর পার হয়ে বনপথে এসে হাজির হলো। বনপথে পা দিয়েই সিংহীর গর্জন শুনতে পেয়েছিল। এই বনেই থিসবের আসার কথা, তাই সে তার মুক্ত তরবারি নিয়ে থিসবের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে নির্দিষ্ট স্থানে এসে পৌছল। কিন্তু থিসবের দেখা পেল না পিরামুস। পেল শুধু রক্তমাখা শতচ্ছিন্ন তার ওড়নাটা।

এবার পিরামুসের ধারণা হলো সিংহীটা নিশ্চয় থিসবকে বধ করে তাকে বয়ে নিয়ে বনের অন্যত্র কোথাও চলে গেছে। তাই তার ওড়নাটা শুধু পড়ে আছে। ক্রমে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠল পিরামুসের মনে। তখন সে আকুলভাবে থিসবের ওড়নাটা বুকে ধরে চোখের জলে ভিজিয়ে বারবার চুম্বন

করতে লাগল। অবশেষে তার প্রিয়তমার এই মৃত্যুশোক সহ্য করতে না পেরে তার তরবারি কোষমুক্ত করে আমূল বসিয়ে দিল নিজের বুকে। রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল পিরামুস।

এদিকে রাত্রি শেষ হয়ে দিনের আলো বনপথে ফুটে উঠতেই গুহা ছেড়ে সেই স্মৃতিস্তম্ভটার কাছে এসে হাজির হলো থিসব। দূর থেকে তার মনে হচ্ছিল, পিরামুস যেন শুয়ে আছে। কিন্তু কাছে যেতে ভুল ভাঙল তার। পিরামুসের রক্তাক্ত ও নিথর নিস্পন্দ বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল থিসব। বার বার কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, কথা বল পিরামুস। বলো যা দেখছি তা সত্য নয় স্বপ্ন, একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র।

তবু কথা বলল না পিরামুস। তার দেহে তখনো একটুখানি প্রাণ ক্ষীণভাবে অবশিষ্ট ছিল। তার ফলে থিসবের পানে একবার তাকাল শুধু পিরামুস। তার ঠোঁট দুটো একটু কেঁপে উঠল।

থিসব তখন এ দৃশ্য দেখতে না পেরে পিরামুসের তরবারিটা নিয়ে নিজের বুকে বসিয়ে দিল। বলল, মৃত্যু ভেবেছিল আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দেবে চিরদিনের জন্য। কিন্তু মৃত্যু এসে দেখে যাক, চিরদিনের মত মিলিত হলাম আমরা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন মহামিলন লাভ করল আমাদের অমর প্রেম।

আগুন

সেক্রোপস, প্যাণ্ডিয়ন আর এরেখথিয়াস—এই হলো প্রথম তিনজন রাজা যাদের রাজত্বকালে এথেন্স প্যালাসকে তাদের প্রতিরক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বরণ করে নেয়।

এদের মধ্যে এরেখথিয়াসের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তার তিন কন্যার মধ্যে দুজন পসেডনের কোপে পড়ে মারা যায় অকালে। ক্রেউসা নামে একটি কন্যা বেঁচে থাকে। ক্রেউসা বড় বলে দেবতা এ্যাপোলো একদিন গোপনে প্রেম নিবেদন করেন তাকে। গোপন দেহসংসর্গের মাধ্যমে তার গর্ভে এক পুত্র উৎপাদনও করেন এ্যাপোলো।

কিন্তু সে পুত্রকে পিতার ভয়ে ঘরে রাখতে পারেনি কুমারী ক্রেউসা। একটি গুহাতে গিয়ে পুত্রসন্তানটি প্রসব করে সেখানেই একটি ঝুড়িতে তাকে কাপড়ে মুড়ে রেখে বাড়িতে চলে এল ক্রেউসা। কারণ এ্যাপোলো তাকে ভালবেসে ও তার সঙ্গে দেহসংসর্গ করে সেই যে তাকে ছেড়ে চলে গেছেন আর আসেননি বা তার খবর নেননি। তবু এ্যাপোলোর উদ্দেশ্যেই ছেলেটাকে রেখে

এল ক্রেউসা। দেবতার উদ্দেশ্যে বলে এল আসার সময়, তোমার ছেলেকে তুমি রক্ষা করো।

তবু ছেলেটার জন্য দুশ্চিন্তায় ভুগতে লাগল ক্রেউসা।

এদিকে এ্যাপোলো সত্যি সত্যিই তাঁর ঔরসজাত মানবসন্তানের নিরাপত্তার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। তিনি হার্মিসকে পাঠিয়ে ছেলেটাকে ডেলফির মন্দিরে পাঠিয়ে দিলেন। ছেলেটাকে মন্দিরের সিঁড়িতে পড়ে থাকতে দেখে মন্দিরের পূজারিণী মানুষ করতে লাগল ছেলেটাকে। তার নাম রাখল আওন।

আওনকে মন্দিরের কাজেই নিযুক্ত করা হলো। সে মন্দিরে জল ছিটোত, ঝাঁট দিত এবং পাখি তাড়াত। লরেল গাছের পাতাভরা ডালপালা দিয়ে সে মন্দির ঝাঁট দিত আর যে সব পাখি মন্দিরের পূজা উপচার খাবার জন্য উড়ে আসত আওন তাদের তাড়িয়ে দিত। তার দেবোপম চেহারা আর কর্তব্য-পরায়ণতার জন্য মন্দিরের পূজারিণী তাকে খুব ভালবাসত।

এদিকে ক্রেউসার বাবা তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন। রাজা জাথাসের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। কিন্তু ক্রেউসার আর কোন সন্তান না হওয়ায় তারা মনোবেদনায় ভুগতে থাকে। একদিন জাথাস ক্রেউসাকে সঙ্গে করে ডেলফির মন্দিরে তাদের সন্তান হবে কি না সে বিষয়ে গণনা করতে যায়।

মন্দিরে গিয়ে মন্দিরের সেবাদাস আওনকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল ক্রেউসা। তার সুন্দর দেবোপম চেহারা দেখে ও তার গলার স্বর শুনে তার জীবনের ইতিবৃত্ত জানতে ইচ্ছা করল তার। সে কোথা থেকে এসে এই মন্দিরের কাজে নিযুক্ত হলো তা জানতে চাইল সে। কিন্তু আওন বলল, সে তার জন্মবৃত্তান্তের কিছুই জানে না। ক্রেউসা তাকে বারবার দেখে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারল না এই আওনই তার গর্ভজাত সন্তান।

এদিকে মন্দিরের ভিতর গিয়ে পূজারিণীকে তার সব কথা বলল। পূজারিণী নির্দেশ দিল, পরে তোমার সন্তান হবে; তবে আপাততঃ মন্দির থেকে বার হবার সময় যাকে তুমি দেখতে পাবে তাকেই তুমি দত্তক পুত্র হিসাবে গ্রহণ ও পালন করবে।

পূজারিণীর কথামত মন্দির থেকে বার হতেই আওনকে দেখতে পেল। তার-মত সুদর্শন কিশোরকে দেখে খুশিতে তাকে আলিঙ্গন করল জাথাস। তাকে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করার বাসনা প্রকাশ করল।

ক্রেউসা কিন্তু তার স্বামীর এ কাজকে সমর্থন করতে পারল না। তার মনে হলো তাদের বিরুদ্ধে এটা হলো একটা চক্রান্ত। মন্দিরের পূজারিণী চক্রান্ত করে মন্দিরের সামান্য ঝাড়ুদার ও ভৃত্যকে রাজার পুত্র হিসাবে দেবার চেষ্টা করছে। এ চক্রান্তের মধ্যে জাথাসও জড়িয়ে পড়েছে। জাথাসও পূজারিণীর সঙ্গে একজোট হয়ে নামগোত্রহীন নীচ কুলের একটি ছেলেকে তার সন্তান হিসাবে তার উপর চাপিয়ে দিচ্ছে।

যাই হোক, জাথাস ঠিক করল, সেইদিনই মন্দিরে এক উৎসবের অনুষ্ঠান করে আনুষ্ঠানিকভাবে আওনকে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করবে। কিন্তু ক্রেউসার মনটা একেবারে বিষিয়ে গেল। সে ঘৃণার চোখে দেখতে লাগল আওনকে। তাকে তাদের সন্তান হিসাবে মেনে নিতে কিছুতেই মন চাইছিল না। তখন সে তাদের বাড়ির পুরনো ভৃত্যকে হাত করে তাকে দিয়ে আওনের খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিল। এই বিষটা ছিল গর্গন নামক ড্রাগনের দু ফোঁটা বিষাক্ত রক্ত। তার বাবার কাছ থেকে এনেছিল ক্রেউসা।

ক্রেউসার স্বামী জাথাস যখন আওনকে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে তখন সে কিছুই বুঝতে পারেনি। পরে বুঝল রাজা জাথাস তাকে দত্তকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করতে চাইছে।

এদিকে ভোজসভার সময় ক্রেউসার সেই ভৃত্যটি আওনের মদের গ্লাসে সেই বিষ মিশিয়ে দিল। তারপর বিষাক্ত মদেভরা সোনার গ্লাসটা সে আওনের হাতে তুলে দিল। আওন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মদটা পান করল না। সে গ্লাস থেকে কিছুটা মদ মাটিতে তাব আরাধ্য দেবতার উদ্দেশ্যে ঢেলে দিল। কাছে কতকগুলো পায়রা চরছিল। সেই পায়রাগুলো সেই মদ পান করার সঙ্গে সঙ্গে মরে পড়ে গেল মাটিতে।

এতক্ষণে আওন বুঝতে পারল তার মদের গ্লাসে কে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে। গ্লাসটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কে এই কাজ করেছে?

আওন সঙ্গে সঙ্গে ক্রেউসার যে ভৃত্য মদের গ্লাসটা তাকে দিয়েছিল তার হাতটা ধরে ফেলল। বলল, তুমিই এ কাজ করেছ।

সে তখন নিজেকে বাঁচাবার জন্য ক্রেউসার নামটা বলে দিল। বলল, রাণীমার আদেশেই এ কাজ করেছি আমি।

তখন মন্দিরের পুরোহিতরা মিলে বিধান দিল ক্রেউসা যেই হোক, সে দেবমন্দিবেব পবিত্রতা নষ্ট করেছে তার পাপকর্মের দ্বারা। সুতরাং তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হবে।

ক্রেউসা তা জানতে পেরে এ্যাপোলোর মন্দিরের ভিতর ঢুকে দেবতার বেদীর পাশে দাঁড়াল। মন্দিরের বাইরে থেকে এক বিক্ষুব্ধ জনতা তাকে বেরিয়ে আসার জন্য চিৎকার করতে লাগল।

এমন সময় মন্দিরের এক পুরনো দাসী বেরিয়ে এসে আওনের জন্মবৃত্তান্তের সব কথা বলল। তার নাম ছিল পাইথিয়া। ক্রেউসা তখন বুঝতে পারল যাকে একটু আগে বিষপ্রয়োগের দ্বারা হত্যা করতে যাচ্ছিল সেই তার গর্ভজাত সন্তান। আওনও বুঝতে পারল এ্যাপোলো তার পিতা এবং রাণী ক্রেউসাই তার মাতা। দেবতার নির্দেশে যে ঝুড়িতে করে নবজাত শিশু আওনকে মন্দিরে এনেছিল সেই ঝুড়ি আর কাপড়টা রেখে দিয়েছিল পাইথিয়া। তা সবাইকে দেখাল। এই সব অভ্রান্ত প্রমাণ পেয়ে আওন আর ক্রেউসা দুজনেই

বিশ্বাস করতে বাধ্য হলো। এইভাবে মাতাপুত্রের মিলন হলো।

দেবী প্যালাস এথেন এ্যাপোলোর পক্ষ থেকে আবির্ভূত হয়ে সব মিটমাট করে দিলেন। এথেন ক্রেউসাকে বললেন, এখন যাও। পরে আর এক পুত্র লাভ করবে, তার নাম হবে ডোরাস। তোমাদের দুই পুত্র থেকে দুটি বীর জাতির উদ্ভব হবে। আওনের বংশ থেকে উদ্ভূত জাতির নাম হবে আওনিয়ন আর ডোরাসের বংশোদ্ভূত জাতির নাম হবে ডোরিয়ন।

থিসিয়াস

এথেন্সের রাজা ঈজিয়াসের কোন পুত্রসন্তান না থাকায় তার ভাই প্যালাসের ছেলেরা ভাবত তার মৃত্যুর পর তার সিংহাসনের অধিকারী তারাই হবে। কিন্তু এক দৈববাণীর বশবর্তী হয়ে রাজা ঈজিয়াস ট্রোজেনের রাজা পিথিয়াসের কন্যা এথ্রাকে গোপনে বিয়ে করে বসে। দৈববাণীতে আরও বলা হয়, এই বিয়ের ফলে সে এমন এক বীরপুত্র জন্মলাভ করবে যে হবে জগৎজোড়া খ্যাতির অধিকারী।

কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরেই রাজা ঈজিয়াস এথ্রাকে নিয়ে একদিন সমুদ্রকূলে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে একটি বড় পাথরের তলায় তার তরবারি ও চটিজোড়াটা রেখে তার স্ত্রীকে বলল, 'দেবতাদের কৃপায় সত্যি সত্যিই যদি আমাদের একটি পুত্রসন্তান হয় তাহলে যতদিন না সে বড় হয়ে এই পাথরটা সরিয়ে আমার এই চটি ও তরবারি বার করতে সমর্থ হয় ততদিন আমার সম্বন্ধে তাকে কোন কথা বলবে না। আমি এথেন্স শহরেই থাকব। তাকে বলবে সে যেন এই তরবারি ও চটি নিয়ে তার পিতাকে খুঁজে বার করে।' এই বলে এথ্রাকে ট্রোজেন রাজ্যে তার বাবার কাছে রেখে এথেন্সে চলে গেল ঈজিয়াস।

যথাসময়ে এথ্রা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল। তার নাম রাখা হলো থিসিয়াস। তাকে তার পিতার কথা কিছুই জানাল না এথ্রা। তাকে বলল, সে সমুদ্রদেবতা পসেডনের সন্তান। ওরা যেখানে বাস করত সেখানে অর্থাৎ ট্রোজেন রাজ্যের অন্তর্গত আর্গলিস নামক সমুদ্রবন্দরে পসেডনের একটা বিশেষ প্রভাব ছিল।

থিসিয়াসের চেহারাটা এমন সবল, সুগঠিত ও সুদর্শন হয়ে গড়ে উঠতে লাগল যে তাকে দেখে দেবসন্তান বলে মনে হত। একবার তার শৈশবে তাদের বাড়িতে বীর হার্কিউলেস বেড়াতে আসে। হার্কিউলেস ছিল তাদের মাতৃকুলের আত্মীয়। বীর হার্কিউলেসের যত সব দুঃসাহিকতাপূর্ণ বীরত্বের

কাজের গল্প শুনে ভবিষ্যতে তার মত হতে চায় থিসিয়াস। উচ্চাভিলাষ জাগে তার মনে, বড় হয়ে সেও ঐ ধরনের দুঃসাহসিক কাজ করবে।

অন্যান্য ছেলেরা যখন সিংহের চামড়া দেখে ভয়ে পালিয়ে যেত থিসিয়াস তখন সেই চামড়া দেখলেই তার ছোট্ট তরবারিটা নিয়ে সিংহ ভেবে সেই চামড়াটাকেই মারতে যেত। হার্কিউলেসকেই ছোট থেকে মনে মনে আদর্শ পুরুষ হিসাবে বরণ করে নেয় থিসিয়াস।

সরল সুগঠিতদেহ থিসিয়াস ছিল তার মার নয়নের মণি. প্রাণের চেয়ে প্রিয়। স্বামী কাছে না থাকায় তার জীবনের বাঁচার আনন্দ সে শুধু তার একমাত্র সন্তান থিসিয়াসের কাছ থেকেই পেত। থিসিয়াস বড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মা তাকে তার বাবার কথা বলল। তাকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে সেই পাথরটাকে দেখিয়ে বলল, ওটা সরিয়ে কি আছে দেখ।

থিসিয়াস পাথরটা সরিয়ে দেখল, তার ভিতরে একটা বড় তরবারি আর একজোড়া চটি জুতো রয়েছে। সেটা দেখে তার মা বলল, ওগুলো তোমার বাবার। তোমার বাবা এথেন্সের রাজা। ঐ তরবারি আর জুতো নিয়ে তোমাকে এথেন্সে গিয়ে তোমার বাবাকে খুঁজে বার করতে হবে।

পিতৃপরিচয় পেয়ে গর্ব অনুভব করতে লাগল থিসিয়াস।

তার মা ও মাতামহ দুজনেই তাকে জলপথে গ্রীসদেশে যাবার উপদেশ দিল। কারণ তখনকার দিনে স্থলপথে গ্রীসদেশে যাওয়া বা তার মধ্য দিয়ে হাঁটা খুবই বিপজ্জনক ছিল। পথের ধারে ধারে যে সব বন ছিল সেই সব বনে প্রচুর দস্যু আর রাক্ষস ও দৈত্য দানব থাকত।

কিন্তু থিসিয়াস বলল, আমি স্থলপথেই যাব। আমি হব বীর হার্কিউলেস। আমি কোন বিপদকে গ্রাহ্য করি না। আমি গ্রীস দেশে গিয়ে সমস্ত দস্যু আর রাক্ষস খোক্কসদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করব সে দেশকে।

বিদায়কালে দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল তার মা। তবু পুত্রের বীরত্ব দেখে গর্ববোধ করতে লাগল।

থিসিয়াস শুধু স্থলপথেই গেল না, সবচেয়ে বিপজ্জনক পথটা ধরল সে। আর্গলিসের পূর্ব উপকূল দিয়ে এক অরণ্যসঙ্কুল পার্বত্যপথ ধরল সে। কিছুদূর যেতেই পেরিফেটিস নামে এক নামকরা ডাকাতদের সঙ্গে দেখা হলো তার। একটা লাঠি নিয়ে থিসিয়াসকে মারার জন্য তেড়ে এল পেরিফেটিস। থিসিয়াসের মাথাটাকে লক্ষ্য করে লাঠির ঘা মারতে লাগল। কিন্তু সে লাঠির ঘা একটাও লাগল না থিসিয়াসের গায়ে বা মাথায়। প্রথমটায় সে মুক্ত তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে পেরিফেটিসের লাঠির ঘা গুলোকে এড়িয়ে যেতে লাগল। পরে সে একফাঁকে তার তরবারিটা আমূল বসিয়ে দিল পেরিফেটিসের পেটে। পেরিফেটিস মারা গেলে তার লাঠি আর পরিধানের ভালুকের চামড়াটা নিয়ে চলে গেল।

এবার নিজেকে হার্কিউলেসের মত ভাবতে লাগল থিসিয়াস। এরপর সে কোরিন্থ প্রণালীতে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে সিনিস নামে দৈত্যাকার এক অত্যাচারী থাকত। ভয়ে তার কাছে কোন লোক যেত না। সে কোন লোককে কাছে পেলেই ছুটো পাইন গাছকে ছুইয়ে তার মাঝখানে তাঁকে বেঁধে গাছছুটোকে ছেড়ে দিত। তখন লোকটার হাতপাগুলো দেহ থেকে ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে যেত।

সব কিছু জেনেও থিসিয়াস তার কাছে গেল। তারপর থিসিয়াসকে সিনিস সেইভাবে বাঁধতে গেলে থিসিয়াস তাকে লাঠির ঘায়ে ধরাশায়ী করে তাকে সেইভাবে বেঁধে গাছছুটোকে ছেড়ে দিল। তখন সিনিসের দেহটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে উড়ে চলে গেল এখানে সেখানে।

এরপর কোরিন্থে একটি ভয়ঙ্কর বন্য জন্তুকে বধ করল থিসিয়াস। জন্তুটা মাঠের সব ফসল নষ্ট করে দিত। প্রথমে সেখানকার অধিবাসীরা থিসিয়াসকে সাবধান করে দিল সে যেন মেগারার পথে না যায়। সেখানে স্কেইরণ নামে এক দৈত্য আছে।

স্কেইরণ সমুদ্রের ধারে একটা উঁচু পাহাড়ের চুড়ার উপর বসে থাকত। পাশ দিয়ে কোন পথিক গেলেই সে তাকে ধরে এনে তার পা ধুয়ে দিতে বলত। পথিকটা তার পা ধুয়ে দিতে গেলেই সে তাকে লাথি মেরে সমুদ্রের জলে ফেলে দিত। থিসিয়াস ইচ্ছা করে সেই পাহাড়ের উপর চলে গেল। তারপর দৈত্যটা তাকে পা ধুয়ে দিতে বললে থিসিয়াস তাকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল। দৈত্যটার মৃতদেহটা একটা পাথর হয়ে পড়ে রইল সমুদ্রের জলে।

এরপর থিসিয়াস চলে গেল এলুইসিস নামে একটা জায়গায়। সেখানকার অধিবাসীরা সার্সিয়ন নামে একটা দৈত্য সম্বন্ধে সাবধান করে দিল তাকে। সার্সিয়ন যখন তখন যে কোন লোককে ধরে তার সঙ্গে কুস্তি লড়তে বলত। আর কেউ তার সঙ্গে কুস্তি লড়তে গেলেই আর জীবিত ফিরে আসত না। থিসিয়াস প্রথমে সেখানকার রাজবাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করে পানাহার সেরে নিল। তারপর সার্সিয়নকে কুস্তিতে আহ্বান করল। কিন্তু সার্সিয়নকে কায়দা করে ধরে এমনভাবে ফেলে দিল যাতে সে আর উঠতে পারল না। সার্সিয়নকে এইভাবে অনায়াসে বধ করায় সেখানকার অধিবাসীরা তাকে সে দেশের রাজা করতে চাইল। এত বড় এক অত্যাচারীর কবল থেকে মুক্ত হয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল তারা। কিন্তু থিসিয়াস বলল তাকে এথেন্স যেতে হবে। তার আর দেরি করলে চলবে না।

এথেন্স যাবার পথে প্রোকাস্তেস নামে আর এক দানবের সম্মুখীন হলো থিসিয়াস। সে কোন নিরীহ পথিককে দেখতে পেলেই আদর করে তাকে তার ঘরের মধ্যে নিয়ে যেত। পথিকের চেহারাটা যদি বেঁটেখাটো হত তাহলে তার ঘরে পাতা ছুটো বিছানার মধ্যে বড় বিছানাটায় শুতে দিত। বিরাট বড়

বিছানায় একটা বেঁটেখাটো মানুষ শুলে বিছানাটার অনেকখানি খালি পড়ে থাকে। প্রোকাস্তেস তখন বড় বিছানায় শুয়ে থাকা সেই বেঁটেখাটো মানুষটাকে টেনে বাড়াবার জন্ম হাত-পা টানাটানি করে ছিঁড়ে দিত। ফলে পথিকটি মারা যেত।

প্রোকাস্তেস থিসিয়াসকে এমনি এক সাধারণ পথিক ভেবে তার বাড়িতে আদর করে নিয়ে গেল। থিসিয়াসের চেহারাটা বেশ লম্বা-চওড়া বলে তাকে ছোট বিছানাটায় শুতে বলল। থিসিয়াস তখন তাকেই জোর করে ছোট বিছানাটায় শুইয়ে দিয়ে তারই কুড়ুল দিয়ে তার হাত পা কেটে দিল। এইভাবে শোচনীয় মৃত্যু ঘটল প্রোকাস্তেসের।

এথেন্স যাবার আগে সেফিসাস নদীর ধারে একদল ভদ্র ও বন্ধুভাবাপন্ন লোকের সঙ্গে দেখা হলো থিসিয়াসের। তারা তার গা হাত ধুয়ে দিয়ে তাকে প্রচুর পানাহার দিয়ে পরিতৃপ্ত করল। তার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে পশুবলিও দিল।

এদিকে এথেন্সে ঢুকেই থিসিয়াস দেখল সেখানকার অবস্থা খুব খারাপ, প্রকাশ্য রাজপথে হাঙ্গামা। চারদিকে বিদ্রোহ, অনাচার। রাজ্যে আইন-শৃংখলা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত। শুনল তার বাবা রাজা ঈজিয়াস বৃদ্ধ হওয়ায় তার ভ্রাতৃষ্পুত্ররা জোর করে রাজ্যের শাসনভার কেড়ে নিয়েছে। রাজা ঈজিয়াস রাজপ্রাসাদেই প্রায় বন্দী হয়ে আছে। মিডিয়া নামে রাজার এক ভাইঝি তার স্বামী জেসনের কাছ থেকে চলে এসে যাদুবিদ্যার দ্বারা রাজাকে বশ করে রেখেছে।

মিডিয়া ভবিষ্যতের কথাও তার যাদুবিদ্যাবলে জানতে পারত। সে বুঝতে পারল থিসিয়াস বড় হয়ে তার বাবার রাজ্য নেবার জন্য আসছে। সুতরাং তাদের আর কর্তৃত্ব চলবে না। তাই সে কৌশলে বিষপ্রয়োগে থিসিয়াসকে হত্যা করার এক চক্রান্ত করল। সে বৃদ্ধ রাজাকে মিথ্যা করে বলল, এক বিদেশী বীর যুবক তার রাজ্য কেড়ে নিতে আসছে। তাই সে এলেই তাকে এই বিষমিশ্রিত মদ পান করতে দেবে।

কিন্তু বীর বিচক্ষণ থিসিয়াস প্রাসাদে পৌঁছেই মিডিয়ার চক্রান্তের কিছুটা আভাস পেল। রাজা ঈজিয়াসের সামনে যেতেই যখন তাকে সেই বিষমেশানো মদের গ্লাসটা খেতে বলা হলো সে তখন সঙ্গে সঙ্গে তরবারি বার করে মদের গ্লাসটা লাথি মেরে ফেলে দিল।

মিডিয়া বেগতিক দেখে তার ড্রাগনচালিত রথে করে পালিয়ে গেল আকাশ-পথে। ঈজিয়াস থিসিয়াসকে দেখেই বুঝতে পারল এই বীর যুবকই তার পুত্র। থিসিয়াসও তার সব পরিচয় দান করল। পিতাপুত্রের মিলন হলো।

থিসিয়াস প্রথমে সারা রাজ্যে দুষ্কৃতকারীদের দমন করে সর্বত্র শান্তি ও শৃংখলা স্থাপন করল। তারপর প্যালাটিজস্ নামধারী ঈজিয়াসের ভ্রাতৃষ্পুত্রদের

এথেন্স থেকে তাড়িয়ে দিল। সমস্ত অত্যাচার অবিচার হতে মুক্ত হয়ে এথেন্সবাসীরা জয় জয়কার করতে লাগল থিসিয়াসের। এমন বীর মহানুভব পুত্রের জনক হিসাবে রাজা ঈজিয়াসকে আবার তারা ভক্তি শ্রদ্ধা করতে লাগল। তার আনুগত্য আবার স্বীকার করল।

কিন্তু আর একটা নতুন বিপদ দেখা দিল। ম্যারাথনের একটা ভয়ঙ্কর ষাঁড় সারা দেশ জুড়ে ভয়ঙ্কর তাণ্ডব চালিয়ে বেড়াত। মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়িয়ে চাষীদের চাষ করতে দিত না। সেই দুরন্ত দুর্দ্ধর্ষ ষাঁড়টার কাছে কেউ যেতে পারত না। অনেক শিকারী ষাঁড়টাকে ধরে বাঁধা বা অস্ত্রাঘাতে ঘায়েল করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তা করতে গিয়ে কেউ কেউ হয় মারা গেছে, আবার কেউ বা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। থিসিয়াস একা গিয়ে ষাঁড়টাকে তার গুহা থেকে বার করে ধরে প্রকাশ্য রাজপথে সকলের চোখের সামনে ঘোরাল। তারপর দেবতাদের নামে বলি দিল।

এরপর থিসিয়াসকে এমন একটা দুঃসাহসিক কাজ করতে হলো যার জন্য তার দেশের লোক কোনদিন ভুলবে না তাকে, দেশের ইতিহাসে ও গানে গল্পে ও গাথায় তার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে যার জন্য।

কিছুকাল আগে ক্রীটের রাজা মাইনসের পুত্র এ্যাণ্ড্রোজীয়স ক্রীটদেশে নিহত হয়। লোকে বলে এ্যাণ্ড্রোজীয়স এথেন্সের খেলোয়াড় আর ব্যায়ামবিদদের পরাজিত করে বলে সেই রাগে এথেন্সের লোকেরা তাকে হত্যা করে। তখন ক্রীটের রাজা মাইনস পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য এথেন্স আক্রমণ করে।

এই যুদ্ধের ফলে এক সন্ধি হয় উভয়পক্ষে। মাইনস বলে, ক্রীটদেশে মাইনটার নামে এক নররাক্ষস আছে। তার অর্দ্ধেকটা পশুর মত আর অর্দ্ধেকটা মানুষের মত। ন'বছর অন্তর অন্তর সাতজন করে বলিষ্ঠ যুবক ও সুন্দরী যুবতীকে এথেন্স থেকে পাঠাতে হবে। সেই পালা এবার এসে গেছে।

একথা থিসিয়াস শুনে বলল, আমি যাব। আমি এবার যুবক যুবতী দলের নেতৃত্ব করব।

থিসিয়াসের এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে উল্লসিত হয়ে উঠল এথেন্সবাসীরা। তারা ভাবল থিসিয়াস গিয়ে নিশ্চয় এই ঘৃণ্য ও ভয়াবহ প্রথার চির অবসান ঘটাবে। কিন্তু থিসিয়াসের বাবা বৃদ্ধ ঈজিয়াস একথা শুনে দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। তবু দেশের মঙ্গলের জন্য পুত্রকে আশীর্বাদ করে বিদায় দিল ঈজিয়াস।

ওরা একটি জাহাজে গিয়ে চড়ল। সে জাহাজের পালটা ছিল বিষাদসূচক কালো রঙের। ঠিক হলো ওরা যদি কোনরকমে নিরাপদে ফিরতে পারে তাহলে ওরা যেন ক্রীটের উপকূল থেকে একটা সাদা পাল জাহাজে টাঙিয়ে দায়। তাহলে দূর থেকে তা দেখে এথেন্সবাসীরা আশ্চর্য হবে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে তারা।

অনুকূল বাতাস পেয়ে ওদের জাহাজটা যথাসময়ে ক্রীটের উপকূলে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে গিয়ে ওরা শুনল, মাইনটার নামে সেই নররাক্ষসটা থাকে পার্বত্য অঞ্চলে এমন এক গুহার মধ্যে সেখানে যাবার পথটা গোলোক ধাঁধায় ভরা। এ পথটা নাকি ডেডালাস নামে এক কুশলী শিল্পী অনেক দিন আগে করে। ডেডালাস নাকি মানুষের ওড়ার জন্য পাখা তৈরি করতে পারত। সে দুটো পাখা তৈরি করে মানুষের দুই কাঁধে এমনভাবে জুড়ে দিত যাতে সে স্বচ্ছন্দে উড়তে পারত ইচ্ছামত। কিন্তু তার ছেলে আইকারাস একবার সেই পাখায় ভর দিয়ে অহঙ্কারে মত্ত হয়ে আকাশের অনেক উপরে উড়তে উড়তে সূর্যের কাছাকাছি চলে যায়। তখন সূর্যের উত্তাপে তার দেহটা ঝলসে পড়ে যায় এক সমুদ্রের জলে। তাই থেকে সেই সমুদ্রের নাম হয় আইকারিয়ান। যাই হোক আইকারিয়াসের মৃতদেহ সমুদ্রের জলে ভেসে বেড়াতে থাকে। পরে হার্কিউলেস তা দেখতে পেয়ে সেটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় সমাধিস্থ করে। এজন্য কৃতজ্ঞতাবশতঃ ডেডালাস হার্কিউলেসের জীবদ্দশাতেই তার এক প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে ইতালির পিসা নগরে স্থাপন করে।

থিসিয়াস প্রথমে তার দলের লোকদের নিয়ে রাজা মাইনসের সঙ্গে দেখা করল। থিসিয়াসকে দেখে খুশি হলো রাজা মাইনস। এথেন্সের রাজপুত্র তার প্রতিশোধবাসনার বলি হিসাবে নিজে এসেছে এবং প্রথমে সে সেই নররাক্ষসের সম্মুখীন হতে চাইছে। থিসিয়াসের বীরত্বপূর্ণ কথা শুনে মুগ্ধ হলো মাইনস।

সঙ্গে সঙ্গে থিসিয়াসের বলিষ্ঠ ও সুদর্শন চেহারাটা দেখে তার পাথরের মত শক্ত অন্তরটাও গলে গেল। সে থিসিয়াসকে বারবার অনুরোধ করল, যাবার আগে একবার ভেবে দেখ। পরে ফেরার কোন উপায় থাকবে না। ওখানে যে যায় সে আর কখনো ফিরে আসে না। তোমাকে সেখানে যেতে হলে সম্পূর্ণ একা এবং উলঙ্গ অবস্থায় যেতে হবে। সেই জন্তুটা সেখানে কোন মানুষ গেলেই তাকে জীবন্ত ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। যদিও কোনরকমে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাও, সেই অন্ধকার গোলকধাঁধা থেকে কিছুতেই বার হতে পারবে না।

থিসিয়াস তবু বীরের মত বলল, যা হবার হবে। আমি যাব।

সেই রাতেই থিসিয়াসের যাবার সব ঠিক হয়ে গেল। থিসিয়াসের একটা মাত্র ভরসা ছিল। দেবী অ্যাফ্রোদিতের কৃপা সে লাভ করেছিল। দেবীর কৃপাতেই হয়ত ক্রীটের রাজকন্যা এরিয়াদনের সদয় দৃষ্টি পড়েছিল থিসিয়াসের উপর। বীর যুবক থিসিয়াসকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাকে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট ও বিশেষভাবে তৎপর হয়ে ওঠে এরিয়াদনে।

সেই রাতেই গোপনে থিসিয়াসের সঙ্গে দেখা করল এরিয়াদনে।

সে কি করবে না করবে তার কানে কানে কথা বলে সব বুঝিয়ে দিল।

তার হাতে একটা লম্বা সুতো আর মহামন্ত্রসিদ্ধ একটা তরবারি দিয়ে বলল, অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে ঢোকার আগে একজায়গায় সুতোটা জড়িয়ে রেখে ঢুকে যাবে। তারপর মাইনটরের কাছে গিয়ে এই তরবারিটা বসিয়ে দেবে তার বুকে। তারপর এই সুতোটা ধরে ধরে পথ চিনে ফিরে আসবে।

এইভাবে অস্ত্র ও উপায়ের দ্বারা সজ্জিত হয়ে যথাসময়ে মাইনটরের কাছে যাবার জন্য রওনা হলো থিসিয়াস। গোলকধাঁধার মুখটায় ঢোকবার সময় তার দলের ছেলে মেয়েরা কাঁদতে লাগল। তাদের মনে হতে লাগল থিসিয়াস যেন অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে চিরদিনের মত ঢুকে গেল। আর কোনদিন বেরিয়ে আসবে না।

সুড়ঙ্গপথটা ধরে কিছুটা এগিয়ে যেতেই থিসিয়াস মাইনটরের গর্জন শুনতে পেল। সে গর্জনের শব্দে সমগ্র পার্বত্যদেশটা কেঁপে উঠল ভয়ঙ্করভাবে। সে গর্জন থিসিয়াসের দলের ছেলেমেয়েরাও শুনতে পেল। তারা ভাবল, ওই অন্ধকাব সুড়ঙ্গপথের মধ্যে তাদেরও ঢুকতে হবে। আসলে ওটা যেন বিশাল কবর যাব মধ্যে তাদের জীবন্ত অবস্থায় ঢুকতে হবে একে একে।

কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে মাইনটব নামে সেই নররাক্ষসটাকে বধ করে তার অপেক্ষমান সঙ্গীদের কাছে ফিরে এল থিসিয়াস। তার কণ্ঠস্বর শুনে আশ্বস্ত হলো তারা। থিসিযাসের তরবারিটা মাইনটরের রক্তে রাঙা ছিল তখনো।

থিসিয়াস এসেই এরিযাদনেকে জড়িয়ে ধরল। বলল, এ জয় তোমার এরিয়াদনে। তুমি ছাড়া কিছুতেই এ কাজ আমার পক্ষে কবা সম্ভব হত না।

এরিযাদনে বলল, কিন্তু আবেগ প্রকাশের সময় এটা নয়। তোমরা এথনি গিয়ে জাহাজে উঠে জাহাজ ছেড়ে দাও। তা না হলে বাবা তোমাদেব সবাইকে মেরে ফেলবে। আর দেশে ফিরে যেতে হবে না।

ওরা জাহাজে গিযে উঠলে এরিযাদনেও ওদেব সঙ্গে গেল। থিসিয়াসকে বলল, আমাকেও সঙ্গে নিযে যাও। আমি যা করেছি বাবা ঠিক জানতে পেরে যাবে।

রাজা মাইনস রাত্রিশেষে ঘুম থেকে উঠে শুনল থিসিযাস তার মেয়ে এরিয়াদনেকে নিযে পালিয়ে গেছে এথেন্সে।

থিসিয়াস এরিয়াদনের ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করবে বলেই ঠিক করেছিল। ওরা দুজনে তাই জানত। কিন্তু হঠাৎ এক রাত্রিতে এক স্বপ্ন দেখে চমকে উঠল থিসিয়াস। তার মতের পরিবর্তন করতে বাধ্য হলো। স্বপ্নের মধ্যে এক দৈববাণী শুনল থিসিয়াস। শুনল, কোন মরণশীল মানুষের স্ত্রী হবে না এরিয়াদনে। কোন একজন দেবতা তাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করবে।

এই দৈববাণী শুনে তার মন না চাইলেও ঘুমন্ত এরিয়াদনেকে একটি নির্জন দ্বীপের কূলে রেখে জাহাজ ছেড়ে দিল থিসিয়াস। চোখের জল ফেলতে ফেলতে

নিজের মনে মনে বলল, তুমি আমাকে চাইলেও আমি তোমার যোগ্য নই, কারণ আমি সামান্য একজন মরণশীল মানুষ। তুমি দেবভোগ্যা এক ভাগ্যবতী। দ্বীপটার নাম ন্যাক্সস।

এদিকে এরিয়াদনে ঘুম থেকে উঠে দেখল থিসিয়াস তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় ন্যাক্সস দ্বীপে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে। যাকে সে সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচিয়েছে, যাকে সে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবেসেছে সেই থিসিয়াস তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং এ জীবন আর সে রাখবে না। আত্মহত্যা করবে বলে মনস্থির করে ফেলল সে। কিন্তু সহসা সেখানে বেকাস নামে এক দেবতার আবির্ভাব হল। তিনি এরিয়াদনেকে ভালবেসে আলিঙ্গন ও চুম্বন করেন। তার সব দুঃখ ভুলিয়ে দেন।

এদিকে থিসিয়াস এরিয়াদনেকে ত্যাগ করে মনের দুঃখে তার বাবার কথাটা ভুলে গিয়েছিল। তাদের জাহাজে সেই কালো পালটাই রয়ে গিয়েছিল। সেটা সরিয়ে তার জায়গায় সাদা পাল খাটাতে ভুলে গিয়েছিল। অথচ তার বৃদ্ধ বাবা ঈজিয়াস প্রত্যাবর্তনরত জাহাজের সাদা পালটা দেখার জন্য এথেন্সের সমুদ্রকূলে একটা পাথরের উপর বসে থাকত। কিন্তু একদিন যখন দেখল কালো পাল তুলেই ফিরে আসছে জাহাজ তখন ভাবল তাহলে অবশ্যই মৃত্যু ঘটেছে থিসিয়াসের। শেষ পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে পারল না ঈজিয়াস। সেই পাথরের উপর থেকেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল সমুদ্রের জলে।

থিসিয়াস ফিরে এসেই বাবার মৃত্যুসংবাদ শুনে মর্মাহত হল। এরিয়াদনের বিচ্ছেদবেদনায় তার বিজয়গর্বের অনেকখানি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই বিজয়ের গর্ব ও আনন্দের যেটুকু বা অবশিষ্ট ছিল তা পিতার মৃত্যুসংবাদে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে সিংহাসনে বসতে হলো থিসিয়াসকে। অল্প দিনের মধ্যেই সুশাসক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করল সারা দেশে। কিন্তু আবার যুদ্ধবিগ্রহেও জড়িয়ে পড়ল। আমাজন নামে নারীবাহিনীর সঙ্গেও যুদ্ধ হল তার। তবে তার বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করল আমাজনের রাণী হিপ্পোলিতে।

কিন্তু হিপ্পোলিটাস নামে একটি পুত্রসন্তান রেখে অল্পকালের মধ্যেই মারা গেল হিপ্পোলিতে। তখন থিসিয়াস আবার ঘটনাক্রমে ক্রীটের রাজা মাইনসের ফেড্রা নামে আর এক মেয়েকে বিয়ে করে।

এদিকে তার বোনের জন্য স্বামীকে ক্ষমা করতে পারেনি ফেড্রা। তার ধারণা ছিল থিসিয়াস এরিয়াদনেকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে কোথাও হত্যা করেছে, তারপর স্বপ্নের কাহিনী প্রচার করছে। তাছাড়া সপত্নীপুত্র হিপ্পোলিটাসকে সে মোটেই সহ্য করতে পারল না। একদিন তার নামে থিসিয়াসকে এক গুরুতর অভিযোগ করতেই থিসিয়াস অভিশাপ দেয় হিপ্পোলিটাসকে। অবিলম্বে চলন্ত রথ থেকে পড়ে মারা যায় সে। তখন নিজের

ভুল আর ফেড্রার চক্রান্ত বুঝতে পারে থিসিয়াস। এমন সময় অকৃতজ্ঞ দেশবাসীও হঠাৎ বিরূপ হয়ে ওঠে তার উপর। তখন মনের দুঃখে রাজ্য ছেড়ে এক নির্জন দ্বীপে গিয়ে বাস করতে থাকে থিসিয়াস। সেখানে এক শত্রুর বিশ্বাসঘাতকতায় মৃত্যু ঘটে তার। পরে তার দেহভস্ম এথেন্সে এনে তার স্মৃতিরক্ষার্থে এক মন্দির নির্মিত হয়।

ফিলোমেলা

এথেন্স শহরের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রপস্‌এর পৌত্র প্যাণ্ডিয়নের দুটি মেয়ে ছিল। তাদের নাম ছিল প্রোকনে আর ফিলোমেলা। প্যাণ্ডিয়নের রাজত্বকালে সারাদেশে যত সব বর্বর আদিবাসীদের অত্যাচার দারুণ বেড়ে যায়। তখন থ্রেসের দুর্ধর্ষ রাজা তেরেউসকে আমন্ত্রণ করে প্যাণ্ডিয়ন। তেরেউস সমস্ত বর্বর উপজাতিদের রাজ্যের সীমানা থেকে তাড়িয়ে দেয়। তখন রাজা প্যাণ্ডিয়ন তেরেউসের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ তেরেউসকে তার এক কন্যাকে সম্প্রদান করতে চায়। দুটি কন্যার মধ্যে একটিকে গ্রহণ কবতে পারে তেরেউস।

তেরেউস তার বড় রাজকন্যা প্রোকনেকে স্ত্রী হিসাবে মনোনীত করল। যথাসময়ে বিবাহকার্য অনুষ্ঠিত হলো। কিন্তু বিবাহবাসরে কতকগুলি কুলক্ষণ দেখা গেল। দেবতাদের মধ্যে একমাত্র যুদ্ধের দেবতা এ্যারেস ছাড়া আর কোন দেব বা দেবী এলেন না অনুষ্ঠানে। বিবাহের অধিষ্ঠাতা দেবতা হাইমেন বর-কনেকে আশীর্বাদ করতে এলেন না। তাছাডা হেরা নিজে এলেন না বা তাঁর কোন সহচরীকে পাঠালেন না। বিয়ের শুভ রাতে সর্বক্ষণ ছাদের উপর পেঁচা ডাকতে লাগল। কিন্তু এই সব কুলক্ষণ দেখেও তার কোনরূপ চৈতন্য হল না। প্রোকনেকে বিয়ে করেই তার দেশে ফিরে যায় তেরেউস। কিছুকালের মধ্যে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল প্রোকনে। তার নাম রাখা হল ইটিস।

আসলে থ্রেসীয়রা ছিল আধা সভ্য আধা বর্বর জাতি। তাদের আচার আচরণ ও জীবনযাত্রা প্রণালী মোটেই ভাল লাগত না প্রোকনের। কয়েক বছর কোন রকমে কাটাবার পর হাঁপিয়ে উঠল প্রোকনে। সে একবার তার বাপের বাড়ি বেড়াতে যেতে চাইল। কিন্তু তেরেউস যাবার মত দিল না। তখন প্রোকনে বলল, তাহলে আমার বোন ফিলোমেলাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো। তাকে অনেকদিন দেখিনি। সে এখানে কিছুদিন থাকলে আমার মনটা শান্ত ও সন্তুষ্ট হবে অনেকখানি।

কথাটা সঙ্গে সঙ্গে মনে ধরল তেরেউসের। সে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল।

শুধু তাই নয়, সে বলল সে নিজে এথেন্সে গিয়ে ফিলোমেলাকে নিয়ে আসবে। এ কথায় খুবই খুশি হলো প্রোকনে।

জাহাজে করে একদিন সত্যি সত্যিই এথেন্সের পথে রওনা হলো রাজা তেরেউস। যথাসময়ে সেখানে গিয়ে দেখল ফিলোমেলার তখনো বিয়ে হয়নি। অথচ সে পূর্ণযৌবনপ্রাপ্ত হয়েছে। তেরেউসের কাছ থেকে সব কথা শুনে আপত্তি জানাল বৃদ্ধ রাজা প্যাণ্ডিয়ন। প্রোকনে কাছে না থাকায় ফিলোমেলাই তার সব অপত্যস্নেহটুকু অধিকার করে আছে। ফিলোমেলা এখন তার নয়নের মণি। তাকে না দেখে থাকতে পারবে না সে। তবু প্রোকনের কথা ভেবে অবশেষে রাজী হলো রাজা প্যাণ্ডিয়ন। বলল, ঠিক আছে নিয়ে যাও। তবে শপথ করতে হবে তুমি ফেলোমেলাকে সব বিপদ থেকে মুক্ত করবে।

শপথ করার পর ফিলোমেলাকে নিয়ে প্রত্যাবর্তনযাত্রা শুরু করল তেরেউস। পূর্ণযৌবনা ফিলোমেলাকে দেখে জাহাজের মধ্যেই কামাবিষ্ট হয়ে পড়ল তেরেউস। মনে মনে স্থির করল দেশে নিয়ে গিয়ে প্রোকনেকে ছেড়ে এই ফিলোমেলাকেই রাণী করবে সে।

জাহাজের মধ্যেই ফিলোমেলার কাছে প্রেম নিবেদন করল তেরেউস। কিন্তু প্রথম প্রথম তেরেউসের আসল অভিসন্ধির কথা বুঝতে পারল না ফিলোমেলা। তেরেউসও বেশীদূর এগোল না জাহাজের মধ্যে। কিন্তু জাহাজ থেকে নেমে থ্রেস দেশের গভীর অরণ্য অঞ্চলে পৌছে নিজমূর্তি ধারণ করল তেরেউস। সে স্পষ্ট ফিলোমেলাকে বলল, আমি তোমাকে বিয়ে করে এই দেশেই রেখে দিতে চাই। প্রোকনের পরিবর্তে তুমিই এখন থেকে হবে আমার রাণী। বিয়েব আগে প্রোকনের পরিবর্তে তোমাকে বাছাই করলেই ভাল করতাম। তুমি তার থেকে ঢের বেশী সুন্দরী।

তেরেউসের পায়ের উপর পড়ে অনেক অনুনয় বিনয় করল ফিলোমেলা। তাকে ছেড়ে দিতে বলল। তেরেউস তখন তার তরবারি কোষমুক্ত করে বলল, আমার কথায় রাজী না হলে তোমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এখনি।

তবু তার আসুরিক প্রেমের কাছে মাথা নত করল না ফিলোমেলা। তেরেউসকে স্বামী বলে স্বীকার করতে পারল না। বারবার শুধু নিজের মুক্তি প্রার্থনা করতে লাগল।

তখন তেরেউস রেগে গিয়ে তার তরবারি দিয়ে ফিলোমেলার জিবটা কেটে দিল। তারপর তাকে সেই গভীর বনমধ্যস্থিত একটা কারাগারে বন্দী করে রাখল। তারপর রাজপ্রাসাদে ফিরে গিয়ে প্রোকনেকে বলল, তোমার বোন ফিলোমেলা আর বাবা দুজনেই মারা গেছে। প্রথমে ফিলোমেলাই মারা যায়। তারপর সেই মৃত্যুসংবাদ শুনে তোমার বৃদ্ধ বাবা মারা যান শোকে।

এদিকে জিবটা কেটে নেওয়ায় তার বাকশক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলল। কাউকে কোন কথা জানাবার কোন উপায় খুঁজে পেল না। তাছাড়া

কারাগারের প্রহরীরা সকলেই তেরেউসের লোক।

অবশেষে অনেক ভাবনা চিন্তা করে একটা উপায় খুঁজে পেল ফিলোমেলা। সে সূচীশিল্পের কাজ জানত। একটা কাপড়ের উপর নীল রঙের সুতো দিয়ে সে সব কথাগুলো বুনল তার দিদি প্রোকনেকে জানাবার জন্য। তারপর প্রহরীদের মধ্যে একজনকে অনুনয় বিনয়ে বশীভূত করে রাণী প্রোকনের কাছে সেই লেখাটা পাঠিয়ে দিল।

তার বোনের এই দুর্দশা আর লাঞ্ছনার কথা জানতে পেরে রাগে দুঃখে পাগলের মত হয়ে গেল প্রোকনে। তখন রাজবাড়িতে রাজা তেরেউস ছিল না। কি একটা কাজে বাইরে গিয়েছিল। এই সুযোগে সে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সেই বনমধ্যস্থ কারাগারে নিজে গিয়ে মুক্ত করে আনল ফিলোমেলাকে। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল আকুলভাবে। প্রোকনে বুঝল তার জন্যই তার বোন ফিলোমেলার এই অবস্থা।

ওরা যখন দুই বোনে রাজপ্রাসাদে ঢুকতে যাবে এমন সময় প্রোকনের শিশুপুত্র ওদের দিকে এগিয়ে আসছিল। ইটিসের চেহারাটা অনেকটা তার বাবা তেরেউসের মত। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রোকনের তেরেউসের কথা মনে পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে তার মাথার রক্ত গরম হয়ে গেল। তেরেউসের উপর চরম প্রতিশোধ নেবার জন্য তার আপন সন্তানকে হত্যা করল, তারপর তেরেউস বাড়ি ফিরলে সেই মাংস রান্না করে তেরেউসকে খাওয়াল প্রোকনে।

তেরেউসকে কিন্তু কোন কথাই বলল না প্রোকনে। তেরেউস যখন খেতে বসেছিল তখন সহসা ফিলোমেলাকে তার সামনে দেখেই চমকে উঠল সে। কারাগার থেকে কিভাবে এল সে। তার উপর প্রোকনের মুখের অবস্থা দেখে সব কথা বুঝতে পারল সে। বুঝল প্রোকনে তার পাপকর্মের সব কথা জেনে গেছে। তখন সে তাড়াতাড়ি উঠে দুবোনকে একসঙ্গে হত্যা করার জন্য মুক্ত তরবারি নিয়ে তেড়ে গেল তাদের দিকে। কিন্তু তার আগেই ওরা দুবোনে দুটো জ্বলন্ত মশাল দিয়ে গোটা প্রাসাদটায় আগুন ধরিয়ে বনমধ্যে ছুটে পালাল। রাজা তেরেউসও ওদের পিছু পিছু ওদের হত্যা করার জন্য ছুটতে লাগল।

এমন সময়ে এক দেবতা এসে ওদের তিনজনকেই তিনটি পাখিতে পরিণত করলেন। প্রোকনে হলো একটি চাতক পাখি, ফিলোমেলা হলো একটি নাইটিঙ্গেল আর তেরেউস হলো লম্বা ঠোঁটওয়ালা এক শিকারী বাজপাখি। চাতক আর নাইটিঙ্গেল পাখির কণ্ঠে তাই চিরদুঃখের ও চিরঅশান্ত বেদনার এক সকরুণ সুর সব সময় লেগে আছে। আর ওদের পিছু পিছু একটা হিংস্র বাজপাখি ওদের তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

গ্রীকদের কাহিনী

ক্যাডমাস

কথিত আছে টায়ারের যুবরাজ ক্যাডমাস গ্রীসদেশে চিঠির প্রবর্তন করে। যে ঘটনা তাকে দেশ ছাড়া ও ঘরছাড়া করে এনে কত নদী সমুদ্র পার করে দিক হতে দিগন্তের পথে নিয়ে যায় সে ঘটনা বড়ই অদ্ভুত।

টায়ারের রাজা এজিনরের ছিল তিন ছেলে আর এক মেয়ে। তিন ছেলের নাম হলো ক্যাডমাস, ফোনিক্স আর সিলিক্স আর মেয়েটির নাম ইউরোপা। রাজকন্যা ইউরোপা ছিল খুবই সুন্দরী। এত সুন্দরী যে দেবরাজ জিয়াস তাকে দেখে ভালবেসে ফেলেন।

একদিন ইউরোপা যখন সমুদ্রের ধারে এক প্রান্তরে তার সহচরীদের সঙ্গে খেলা করছিল তখন জিয়াস তাকে দেখে তখনি তার সঙ্গে মিলিত হতে চান। তিনি সেই মুহূর্তে সাদা ধবধবে অতি সুন্দর এক ষাঁড়ের রূপ ধারণ করে সেই মাঠে এসে দাঁড়িয়ে পড়েন। ষাঁড়টাকে দেখে ইউরোপার খুব ভাল লেগে যায় এবং সে তার গায়ে গলায় হাত বোলাতে থাকে। তার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেয়। ষাঁড়টা ইউরোপার ঘাড়টা চাটতে থাকে।

এইভাবে ষাঁড়টা ইউরোপাকে সম্মোহিত করে হঠাৎ ঘাসের উপর বসে পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে তার পিঠের উপর ইউরোপা চেপে বসে। তার পিঠের উপর ইউরোপা উঠে বসতেই ষাঁড়টা উঠে পড়ে ছুটতে থাকে। ইউরোপা ভয়ে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু কেউ তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল না। ষাঁড়টা তীরবেগে ছুটতে লাগল। কিন্তু ভয়ে চিৎকার করলেও পড়ে যাবার ভয়ে ষাঁড়টার পিঠ থেকে নেমে পড়তে পারল না।

এইভাবে ষাঁড়টা ছুটতে ছুটতে সোজা সমুদ্রের জলে গিয়ে ঝাঁপ দিল। তারপর সারারাত ধরে সমুদ্রের জল কেটে এগিয়ে যেতে লাগল। সকাল হতেই একটি দ্বীপের কূলে গিয়ে উঠল। পরে জানতে পারল দ্বীপটার নাম ক্রীট। সেই দ্বীপে উঠেই জিয়াস ছদ্মবেশ ছেড়ে নিজমূর্তি ধারণ করলেন। তখন ষাঁড়টাকে আর দেখা গেল না।

জিয়াস এবার ইউরোপাকে সব কথা খুলে বললেন। বললেন কেন তাকে এভাবে এখানে আনা হয়েছে। এমন সময় দেবী এ্যাফ্রোদিতে এসেও ইউরোপাকে বোঝালেন। বললেন, তুমি এ দেশেই থেকে যাও। জিয়াসের ঔরসে তোমার গর্ভে দুটি সুসন্তান জন্মগ্রহণ করবে। তোমার নাম অনুসারে পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ পরিচিত হবে।

এই সব কথা শুনে সেই দ্বীপেই থেকে গেল ইউরোপা। তার গর্ভে দুটি সন্তান জন্ম নিল। তাদের নাম হলো মাইনস ও র‍্যাডামানথাস। মাইনস

ক্রীটের রাজা ছিল দীর্ঘকাল ধরে। মৃত্যুর পর এই দুজনেই নরকে গিয়ে মৃত আত্মাদের বিচারক নিযুক্ত হয়।

এদিকে খেলতে গিয়ে ইউরোপা আর বাড়ি ফিরে না আসায় রাজা এজিনর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর ছেলেদের ও স্ত্রীকে ডেকে তীব্র ভাষায় ভৎ´সনা করতে লাগলেন। তাঁর তিন ছেলেকে তিন দিকে পাঠালেন ইউরোপাকে খুঁজে বার করার জন্য। তাদের মা টেলিফাসও ক্যাডমাসের সঙ্গে চলে গেল। মেয়েকে হারিয়ে ঘরে থাকতে পারছিল না টেলিফাস।

কিন্তু বোনের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে ফোনিক্স ও সিলিক্স দুই ভাইই ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে দুটি দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে দিল। কারণ তাদের বাবা বলে দিয়েছিল, তোমার বোনের খোঁজ না পেলে আর তোমরা ফিরে এসো না। ফোনিক্স যে দেশে বাস করতে থাকে সে দেশের নাম ফোনিশিয়া আর সিলিক্সের নাম অনুসারে তার দেশের নাম হয় সিলিসিয়া।

কিন্তু ক্যাডমাস ও তার মা কোথাও থামল না। তারা সমানে বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। অবশেষে সামান্য কিছু অনুচর নিয়ে গ্রীসদেশে এসে উঠল ক্যাডমাস। কিন্তু গ্রীসদেশেও তার বোনের কোন খোঁজ পেল না। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে সব আশা ছেড়ে দিয়ে ডেলফির মন্দিরে তার ভবিষ্যৎ জানতে গেল। ডেলফির মন্দির থেকে ভবিষ্যদ্বাণী হলো, ক্যাডমাস একটি প্রান্তরে একটি গরুকে একা একা চরতে দেখবে। সেই গরুটির সঙ্গে সে যাবে। সেই গরুটি তাকে যেখানে নিয়ে যাবে সে সেইখানে থীবস্ নামে এক নতুন নগর নির্মাণ করবে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে একটা মাঠে একটা গরুকে চরতে দেখল ক্যাডমাস। তাকে দেখে গরুটা হাঁটতে শুরু করল। তখন ক্যাডমাস ও তার সঙ্গের লোকজনও গরুটার পিছু পিছু চলতে শুরু করল। অনেক মাঠ ও পাহাড় প্রান্তর পার হয়ে অবশেষে চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা একটা বড় উপত্যকায় এসে থামল গরুটা। আকাশের পানে মুখ তুলে তাকিয়ে গরুটা ঘাসে ঢাকা মাঠটার উপর শুয়ে পড়ল। ক্যাডমাস তখন বুঝতে পারল এই সেই জায়গা। মাঠটাকে প্রণাম করে দেবদত্ত সেই ভূখণ্ডটাকে নিজের ভেবে নগরনির্মাণের কাজে লেগে গেল সে। জায়গাটার নাম বোতিয়া।

ক্যাডমাসের নগরপত্তনের কাজ হয়ে গেলে দেবী প্যালাস এথেনকে তুষ্ট করার জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে কিছু পূজা দিতে চাইল। পূজার আগে ক্যাডমাস তার লোকদের নিকটবর্তী একটা ঝর্ণার উৎসমুখ থেকে এক পাত্র পবিত্র জল আনতে বলল, সে ঝর্ণার উৎসমুখটা ছিল একটা অন্ধকার গুহার মধ্যে যার চারদিকে ছিল শ্যাওলা ধরা কতকগুলো অতি প্রাচীন ওকগাছ।

জল আনতে গিয়ে ক্যাডমাসের লোকগুলো গুহার মধ্যে ঢুকল, কিন্তু আর বেরিয়ে এল না। ক্যাডমাস একটু এগিয়ে যেতেই শুনতে পেল গুহার ভিতর

থেকে কোঁস কোঁস শব্দ আসছে আর ধোঁয়ার মত একটা গ্যাস গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। আর একটু এগিয়ে গিয়ে ক্যাডমাস দেখল তার লোকরা সেই গুহার মুখটায় মরে পড়ে আছে। আরো দেখল একটা বিরাট ড্রাগন তার তিন পাটি দাঁত বার করে বসে আছে। তার বিষাক্ত নিঃশ্বাস থেকে আগুন ঝরছে। ড্রাগনটা তার লেলিহান জিব বার করে মৃতদেহগুলোর গা থেকে ঝরে পড়া রক্ত চাটছে।

ক্যাডমাস তার মৃত লোকদের উদ্দেশ্যে বলল, হয় আমি তোমাদের এই মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করব, না হয় আমিও তোমাদের মত মরব।

এই বলে সে একটা বড় পাথর নিয়ে ড্রাগনটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। কিন্তু তার শক্ত আঁশওয়ালা গায়ে কোন আঘাতই করতে পারল না। শুধু ড্রাগনটা রেগে গিয়ে এমন এক গর্জন করল যার ভয়ঙ্কর শব্দে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল সমগ্র বনভূমি।

এবার ক্যাডমাস তার বর্শাটা সজোরে ছুঁড়ে দিল ড্রাগনটার বুকটা লক্ষ্য করে। বর্শাটা তার বুকটা বিদ্ধ করল। ড্রাগনটা তখন তার কুণ্ডলিপাকানো বিরাট দেহটা প্রসারিত করে বিষাক্ত ও জ্বলন্ত আগুনের মত গরম নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগল। তার চোখদুটো আগুনের মত জ্বলছিল।

ক্যাডমাস এবার তার তরবারিটা কোষমুক্ত করে সেই ড্রাগনটার চোয়ালের ভিতর বসিয়ে একটা ওকগাছের সঙ্গে গেঁথে দিল। রক্তে তার গাটা ভেসে গেল। দেখতে দেখতে ড্রাগনের দেহটা নিশ্চল হয়ে গেল। ড্রাগনের নিস্পন্দ দেহটার উপর বিজয়গর্বে উঠে দাঁড়াল ক্যাডমাস। এমন সময় সে দেখল দেবী প্যালাস এথেন এসে দাঁড়ালেন তার পাশে। দেবী ক্যাডমাসকে আদেশ করলেন, ঐ মৃত ড্রাগনের দাঁতগুলো এইখানে মাটির ভিতর পুঁতে দাও। সেই দাঁত থেকে এক দুর্ধর্ষ সমরকুশল মানবজাতির উদ্ভব হবে। তাদের দ্বারাই তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

দেবীর আদেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে তার তরবারি দিয়ে মাটি খুঁড়ে ড্রাগনের দাঁতগুলো উপড়ে তা মাটির ভিতর পুঁতে দিল। তারপর মাটি চাপা দিয়ে দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে সেই জায়গার মাটিটা দুলতে লাগল। তারপর তার ভিতর থেকে একদল সশস্ত্র যোদ্ধা বেরিয়ে এল বিভিন্ন রকমের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। তা দেখে একই সঙ্গে ভীত ও বিস্মিত হয়ে আত্মরক্ষার কথা ভাবতে লাগল ক্যাডমাস। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে এক দৈবকণ্ঠ ঘোষণা করলেন, অস্ত্র সংবরণ করো ক্যাডমাস। ওরা তোমার কোন ক্ষতি করবে না; বরং তোমার আদেশ পালন করবে।

কিন্তু ভুঁইফোঁড় সেই সশস্ত্র লোকগুলো এমনই যুদ্ধবাজ যে তারা কোন শত্রু না পেয়ে নিজেদের মধ্যেই মারামারি শুরু করে দিল। সারা দিনের মধ্যে দেখা

গেল নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে করতে মাত্র পাঁচ জন ছাড়া আর সবাই মরে গেল। সেই পাঁচজন তাদের অস্ত্র ফেলে ক্যাডমাসের সেবা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল।

বোতিয়া নামে সেই পার্বত্য এলাকায় সেই পাঁচজন ভুঁইফোঁড় মানুষের সাহায্যে এক নতুন রাজ্য স্থাপন করল ক্যাডমাস। তার থেকে যে জাতির উদ্ভব হয় তাদের নাম থীবস্ জাতি।

রাজ্য স্থাপিত হলো বটে, কিন্তু ক্যাডমাসের বিপদ কাটল না। যে ড্রাগনটিকে সে হত্যা করে ঘটনাক্রমে সে ড্রাগন ছিল রণদেবতা এ্যারেসের প্রিয়। তাই ড্রাগনটার মৃত্যুর জন্য ক্যাডমাসের উপর বিরূপ হয়ে উঠলেন রণদেবতা। রণদেবতা এ্যারেসের রোষ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য তাঁর কন্যা হার্মোনিয়াকে বিয়ে করে ক্যাডমাস। এ্যারেস আর এ্যাফ্রোদিতের মিলনে এই হার্মোনিয়ার জন্ম হয়।

জিয়াসের নির্দেশে এ্যারেস ক্যাডমাসকে আপাততঃ ক্ষমা করলেও একেবারে প্রশমিত হয়নি তাঁর ক্রোধাবেগ। তাঁর সেই পুরাতন রোষ ক্যাডমাসের বংশের উপর এক অসহ্য অভিশাপরূপে বর্ষিত হয়। তার ফলে তার সন্তান-সন্ততিরা কেউ সুখ ও শান্তি পায়নি পরবর্তী জীবনে।

ক্যাডমাসের ইনো নামে এক কন্যা জলে ডুবে আত্মহত্যা করে। তার স্বামী হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়ে তাদের সন্তানকে হত্যা করে। এই দুঃখে আত্মহত্যা করে মরে ইনো। তার আর এক কন্যা সেমিলি দেবরাজ জিয়াসের ঔরসজাত এক সন্তানকে গর্ভে ধারণ করতে বাধ্য হয়। ফলে কোন মানুষকে বিয়ে করে ঘরসংসার করে সুখী হতে পারেনি সে।

ক্যাডমাস নিজেও কম দুঃখ পায়নি শেষ জীবনে। ক্যাডমাস বৃদ্ধ হয়ে পড়লে তার পৌত্র প্রেন্থেউস তাকে সিংহাসনচ্যুত করে তার রাজ্য কেড়ে নেয়। শুধু তাই নয়, তাকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেয়। মনের দুঃখে স্ত্রী হার্মোনিয়ার হাত ধরে উত্তরাঞ্চলের অরণ্য প্রদেশে চলে যায় ক্যাডমাস। বুঝতে পারে সেই সর্পরূপী ড্রাগনটার রক্তপাত ঘটানোর জন্যই এত দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে তাকে। এক ভয়ঙ্কর দৈব অভিশাপ সর্বত্র তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে।

একদিন বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ক্যাডমাস মনের দুঃখে আপন মনে বলতে লাগল, হায়, সামান্য সাপ যদি দেবতার এত প্রিয় হয়, সামান্য একটা সাপকে মারার জন্য অন্তহীন এক অভিশাপের বোঝা আমাকে সারাজীবন বহন করে যেতে হয়, তাহলে মানুষ না হয়ে আমার সাপ হয়ে জন্মালেই ভাল ছিল।

এই কথা ক্যাডমাসের মুখ থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সারা গাত্রত্বক এবং গোটা দেহটা সাপের আকার ধারণ করল। তখন তার এই অবস্থা দেখে তার স্ত্রী হার্মোনিয়াও দেবতাদের প্রার্থনা করল সেও যেন তার স্বামীর

স্বস্ত সাপে পরিণত হয়।

এইভাবে ক্যাডমাস ও তার স্ত্রী হার্মোনিয়া দুটি সাপরূপে সেই নির্জন পার্বত্য অরণ্যের রাজ্যে দুটি সাপের দেহগত আধারে মানুষের চেতনাকে ধারণ করে এক অন্তহীন দৈব অভিশাপের বোঝা বহন করে চলেছে।

নিওব

রক্তপাত মারামারি ও হানাহানির মধ্য দিয়ে যে থীবস্ জাতির উৎপত্তি হয় সে জাতির সমগ্র ইতিহাস এক অন্তহীন অভিশাপের তীব্রতায় সকরুণ হয়ে ওঠে। ক্যাডমাসের দুর্ধর্ষ পৌত্র পেন্থেউস পিতামহের রাজ্য জোর করে দখল ও পিতামহকে রাজ্য থেকে বনে তাড়িয়ে দিয়ে সুখী হতে পারেনি নিজে। একদল বিক্ষুব্ধ নারী তাকে জীবন্ত টুকরো টুকরো করে ফেলে।

পেনথেউসের রাজপ্রাসাদের নারীরা তার মার নেতৃত্বে জিয়াসের ঔরসজাত ডাওনিসাসের ভক্ত হয়ে ওঠে। এতে পেনথেউস খুব রেগে যায় এবং ডাওনি-সাসের ভজনা নিষিদ্ধ করে দেয় তার প্রাসাদের মধ্যে। এর ফলে তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করেছে পাপিষ্ঠ রাজা এই ভেবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে প্রাসাদের নারীরা। পেনথেউসের মাও রোষাবিষ্ট হয়ে ওঠে পুত্রের প্রতি। পেনথেউস কোনক্রমেই তার মার কথা না শুনলে তার মা ও প্রাসাদের সব নারীরা একযোগে একদিন পেনথেউসকে হত্যা করে তার দেহটা টুকরো টুকরো করে ফেলে।

এই বংশের আর এক রাজা তার বড় ভাইএর রাজ্য জোর করে কেড়ে নেয়। রাজ্যচ্যুত ও নির্বাসিত রাজার মেয়ে এ্যান্টিওপকে দেবরাজ জিয়াস ভালবাসতেন। পরে তিনি তার গর্ভে দুটি সন্তান উৎপাদন করেন। তাদের নাম ছিল এ্যাম্ফিয়ন ও জেথুস। তার সন্তান দুটিকে অরণ্যে ফেলে রেখে এ্যান্টিওপ একা একা ঘুরে বেড়াতে থাকে। পরে মনের দুঃখ দমন করতে না পেরে পাগল হয়ে যায় সে। ছেলে দুটিকে বনের রাখালরা মানুষ করতে থাকে। শোনা যায় পরে নাকি এ্যান্টিওপ ঘুরতে ঘুরতে লাইকাসের রাজ্যে এসে পড়ে এবং লাইকাসের স্ত্রী ডার্সের খপ্পরে পড়ে যায়। এ্যান্টিওপকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো ঘৃণা আর প্রতিহিংসা জেগে ওঠে ডার্সের মধ্যে।

এদিকে এ্যাম্ফিয়ন আর জেথুস নামে তার যে দুটি পুত্রসন্তানকে বনের মধ্যে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল এ্যান্টিওপ পাগলের মত সে দুটি সন্তানকে বনের রাখালরা লালন পালন করে। এই দুটি সন্তানই ক্রমে বড় হয়ে বন্য ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াইয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠে। তাদের নাম রাজবাড়িতেও ছড়িয়ে

এ্যান্টিওপকে পথের কাঁটা ভেবে তাকে চিরদিনের জন্য পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চাইল ডার্সে। সে তার বিশ্বস্ত লোকদের দিয়ে এ্যাম্ফিয়ন আর জেথুসকে ডেকে পাঠাল। তারপর তাদের হুকুম দিল তারা যেন এ্যান্টিওপকে ধরে নিয়ে একটা বন্য ষাঁড়ের সামনে ছেড়ে দেয়। রাণী ডার্সের কথা শুনে তারা তাই করল। কারণ তারা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি যে এই এ্যান্টিওপই তাদের মা যাকে তারা কত খুঁজেছে বড় হয়ে।

অথচ যখন তারা জানতে পারল কথাটা তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তখন আর কোন উপায় নেই। তখন তাদের মার দেহটা শিং আর ক্ষুর দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে ষাঁড়টা।

কিন্তু জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এ্যাম্ফিয়ন আর জেথুস। তারা সমস্ত রাখালদের উত্তেজিত করে রাজধানী আক্রমণ করল। রাজা লাইকাসকে হত্যা করল। তারপর ডার্সেকে সেই বন্য ষাঁড়টার শিংএর সঙ্গে বেঁধে দিল। ফলে এ্যান্টিওপের মত তার দেহটাও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল সেই বন্য ষাঁড়টার দ্বারা।

এ্যাম্ফিয়ন রাজা হলো থীবস্এর। এই থীবস্এর রাজপথেই একদিন এ্যাম্ফিয়ন বীণা হাতে গান গেয়ে বেড়িয়েছে। আর তার সেই গানের আশ্চর্য সুরমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে পাথরের মত জড় বস্তুরাও তার কথামত নড়াচড়া করেছে। এই অলৌকিক বীণাটা তাকে দেন জিয়াস।

কালক্রমে এ্যাম্ফিয়ন অভিশপ্ত ট্যান্টালাসের কন্যা নিওবকে বিয়ে করে। নিওব সাতটি পুত্র ও সাতটি কন্যা প্রসব করে। সন্তানগর্বে গরবিনী নিওব দেবমাতা লিটোকে উপহাস করতে থাকে। লিটোর মাত্র দুটি যমজ সন্তান হয়—একটি পুত্র ও একটি কন্যা। এঁরা ছিলেন দেবতা এ্যাপোলো আর দেবী আর্তেমিস।

নিওবের অপমান ও উপহাস সহ্য করতে না পেরে একদিন লিটো এ্যাপোলোর কাছে কান্নাকাটি করে এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে বলেন তাকে। এ্যাপোলো বললেন, যথেষ্ট হয়েছে। এতদিন বলনি কেন ?

একদিন এ্যাপোলো ও আর্তেমিস একখানা কালো মেঘে গা ঢাকা দিয়ে থীবস্ নগরীর প্রান্তে গিয়ে একটা বনে হাজির হলেন। সেখানে একটা প্রান্তরে নিওবের সাতটি পুত্র অস্ত্রশিক্ষা ও ব্যায়াম করছিল। তারা যখন রথচালনা শিখছিল তখন নিওবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বুকে হঠাৎ এ্যাপোলোর একটি তীর এসে লাগে। তীরটি আকাশ থেকে এসে তার বুককে বিদ্ধ করে। সে তৎক্ষণাৎ মৃত অবস্থায় রথ থেকে পড়ে যায়। দ্বিতীয় পুত্রটি তা দেখে যখন রথে করে পালাচ্ছিল তখন তারও বুকে একটি তীর এসে লাগে। এইভাবে সাতটি পুত্রই অদৃশ্য এ্যাপোলোর তীরের আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সাতটি পুত্রের এই অকস্মাৎ মৃত্যুর সংবাদ এ্যাম্ফিয়নের কানে গিয়ে

পৌঁছতেই শোকাবেগ সংবরণ করতে না পেরে ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করল এ্যাম্ফিয়ন। নিওব তখন তার সাতটি কন্যাকে নিয়ে মৃত পুত্রদের দেখতে গেল। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখল লিটোর মন্দিরের আশেপাশে তার সাতটি পুত্রের মৃতদেহ ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে।

তবু সে হার মানল না। এত দুঃখেও ভেঙে না পড়ে সে লিটোকেই এই মৃত্যুর জন্য দায়ী করল। চিৎকার করে বলতে লাগল, জানি, তুমি আমার উপর প্রতিশোধ নিয়েছ। আমার সাতটি পুত্র গেলেও সাতটি কন্যা আছে।

কথাটা নিওবের মুখ থেকে বার হবার সঙ্গে সঙ্গে আর্তেমিসের হাত হতে একটা তীর নিওবের জ্যেষ্ঠ কন্যার বুকে এসে বিঁধল। এইভাবে পর পর তার সাতটি কন্যাই অকালে প্রাণত্যাগ করল। ছয়টি কন্যার মৃত্যুর পর সর্বকনিষ্ঠ কন্যাটি নিওবের বুকের ভিতর সভয়ে আশ্রয় নিয়েও পরিত্রাণ পেল না। অন্ততঃ তার জীবনটা রক্ষার জন্য লিটোর কাছে কত কাতর প্রার্থনা জানাল নিওব। সব অহঙ্কার ত্যাগ করে দেবীর কাছে বশ্যতা স্বীকার করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। আর্তেমিস তাকেও অব্যাহতি দিলেন না।

এইভাবে একসঙ্গে সমস্ত সন্তানকে হারিয়ে আর ঘরে ফিরল না নিওব। প্রাণখুলে কাঁদতেও পারল না। শোকে পাথর হয়ে গেল। তার দেহের সব রক্ত জমাট বেঁধে গেল, তার খোলা চোখ স্থির হয়ে রইল। গোটা দেহটাই পাথর হয়ে গেল তার।

তবে পাথর হয়ে গেলেও আজও চোখ থেকে জল পড়ে নিওবের। সূর্যের তেজ যখন বেড়ে যায়, জ্বলন্ত আগুনে তপ্ত হয়ে ওঠে রোদ তখন নিওবের সেই পাথরের মূর্তিটার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। শুক্লপক্ষের রাত্রিতে চাঁদের আলোতেও নিওবের পাথরের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে দেখেছে অনেকে। আত্মঘাতী সন্তানগর্বের অনুশোচনা আর সন্তানের শোক আজও ভুলতে পারেনি নিওব।

ঈডিপাস

এ্যাম্ফিয়নের মৃত্যুর পর তার এক বংশধরকে নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে এনে থীবস্‌এর সিংহাসনে বসানো হলো। এই বংশধরের নাম হলো লায়াস। কিন্তু থীবস্‌এর রাজবংশের উপর দৈব অভিশাপের শেষ হলো না তখনো।

ঈডিপাস নামে রাজা লায়াসের যে একটি পুত্রসন্তান হয় সেই পুত্রই ক্যাডমাসের বংশধরদের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য।

সহসা একদিন এক দৈববাণী শুনে চমকে উঠল রাজা লায়াস। তার এমন একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করবে যে সন্তান আপন পিতাকে হত্যা করবে

এবং আপন মাকে স্ত্রীরূপে ভোগ করবে।

এই ভয়ঙ্কর দৈববাণী শুনে সতর্কতাবশতঃ রাণী জোকাস্তা এক পুত্রসন্তান প্রসব করায় সঙ্গে সঙ্গে এক ভৃত্যকে দিয়ে নবজাত শিশুপুত্রের পাদুটো বেঁধে নগরপ্রান্তের সিথেরণ পাহাড়ের বনমধ্যে তাকে ফেলে আসার হুকুম দেয় রাজা লায়াস। ভাবে অবিলম্বে সেই বনমধ্যে নানা রকম হিংস্র জন্তুতে সেই অসহায় শিশুটিকে খেয়ে ফেলবে।

কিন্তু রাজা লায়াসের যে রাখালভৃত্যের উপর এই নিষ্ঠুর কাজের ভার পড়ে সেই ভৃত্যের করুণা জাগে অসহায় পরিত্যক্ত শিশুটিকে গভীর বনের মাঝে ফেলে চলে আসার সময়। সে দয়াবশতঃ অন্য এক রাখালের উপর শিশুটির রক্ষণা-বেক্ষণের ভার দেয়। রাখালটি পরে আবার তার মালিক কোরিন্থের রাজা পলিবাসের কাছে নিয়ে যায় শিশুটিকে। নিঃসন্তান পলিবাস রাজপুত্রের মত দেখতে শিশুটিকে পেয়ে সানন্দে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করে পালন করতে থাকে তাকে। সন্তানস্নেহে লালন পালন করতে থাকে। শিশুটির নাম রাখা হয় ঈডিপাস অর্থাৎ 'পা ফুলো।' জন্মের পরেই তার পা দুটি বেঁধে ফেলা হয় বলে পাদুটিতে দাগ হয়ে যায় এবং দুটি পায়েরই দুটি জায়গা ফুলে যায়।

এদিকে রাজা লায়াস আর রাণী জোকাস্তা ধরে নিল তাদের অভিশপ্ত পুত্র নিশ্চয় কোন না কোন বন্য জন্তুর পেটে চলে গেছে। এই ভেবে নিশ্চিন্ত হলো তারা। ওদিকে নিঃসন্তান পলিবাস ও রাণী মেরোপের কাছে পরম যত্নে মানুষ হতে লাগল ঈডিপাস। ক্রমে সে যুবকে পরিণত হয়ে উঠল। ঈডিপাস রাজা পলিবাস ও রাণী মেরোপকেই তার আসল বাবা মা বলে জানত।

সহসা একটি ঘটনায় সন্দেহ জাগল ঈডিপাসের মনে। এক নৈশ ভোজসভায় একজন মাতাল কথায় কথায় তাকে নীচ বংশোদ্ভূত এক কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে বলে অপমান করে। একথা শুনে তার পালক পিতামাতা রাজা পলিবাস ও রাণী মেরোপের কাছে তার আসল জন্মকথা জানতে চায় ঈডিয়াস। কিন্তু রাজা বা রাণী কেউ সঠিকভাবে কিছু বলল না। তাদের দুজনের কথার মধ্যেই অনুদ্‌ঘাটিত এক রহস্য রয়ে গেল। তখন রেগে গিয়ে তার জন্মরহস্য জানার আকাঙ্খায় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল সে। সে ডেল্‌ফির মন্দিরে গিয়ে এক দৈববাণী শোনার জন্য মনস্থির করে ফেলে সেই পথে এগিয়ে চলল।

ডেলফির মন্দিরে গিয়ে গণনা করতে যে দৈববাণী হলো তাতে আরো বেড়ে উঠল ঈডিপাসের সংশয়। দৈববাণী হলো, 'হে পিতৃপরিত্যক্ত হতভাগ্য যুবক, যদি তোমার পিতার সঙ্গে কোনপ্রকারে আবার সাক্ষাৎ হয় তাহলে তুমিই তার মৃত্যুর কারণ হবে এবং তোমার মাতাকে বিবাহ করে এমন এক বংশধারার সৃষ্টি করবে যাদের সারা জীবন শুধু অপরাধ আর অনুতাপের মধ্য দিয়ে কেটে যাবে।

মনের দুঃখে মন্দির থেকে বেরিয়ে এল ঈডিপাস। কিন্তু রাজা পলিবাসের কাছে আর ফিরে যেতে চাইল না। এবার সে বুঝতে পারল সে আর যাই হোক রাজা পলিবাসের সন্তান নয়। পলিবাস তাকে আপন সন্তানের মত ভালবাসলেও সে ফিরে গেল না তার কাছে। তা না গিয়ে সে ডেলফি থেকে বোতিয়ার পথে রওনা হলো। মাঝখানে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে যাবার সময় এক সংকীর্ণ গিরিপথ পেল। তার মধ্যে ঢুকেই দেখল একটি রথে করে এক বৃদ্ধ আসছে উল্টো দিক থেকে আর এক ভৃত্য রথের আগে আগে আসতে আসতে সকলকে পথ থেকে সরে যেতে বলছে। একটা লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে সদম্ভে বলছে, সবাই একপাশ হও, রাজার রথ আসছে।

যুবক ঈডিপাসের গায়েও রাজরক্ত থাকার জন্য সে রেগে গেল। এ অপমান সে সহ্য করতে পারল না। তার হাতে একটা লাঠি ছিল। তার এক ঘায়েই রথারূঢ় রাজার ভৃত্যটিকে মেরে ফেলল। রাজা তখন রথ থেকে একটা বর্শা ঈডিপাসকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তেই ঈডিপাস সেটা লাঠি দিয়ে আটকে রাজাকে রথ থেকে ঠেলা দিয়ে ফেলে দিল। বৃদ্ধ রাজা রথ থেকে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল।

রথচালক রথ নিয়ে রাজবাড়িতে ফিরে গিয়ে মিথ্যা করে বলল এক দস্যু-দলের হাতে রাজার মৃত্যু ঘটেছে। রাণী জোকাস্তার ভাই ক্রীয়ন তখন রাজ্যের শাসনভার চালাতে লাগল।

এদিকে ঈডিপাস একা একা পথে ঘুরতে ঘুরতে থীবস্ নগরীতে এসে হাজির হলো। গিয়ে দেখল রাজ্যের সব লোকেরা শোকে দুঃখে মর্মাহত হয়ে দিন কাটাচ্ছে। রাজার মৃত্যুশোকের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ভয়াবহ দুঃখে পীড়িত হচ্ছে তারা প্রতি মুহূর্তে।

চারদিকে পাহাড়ের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থীবস্ নগরীর এক প্রান্তে একটি পাহাড়ের উপর রোজ স্ফীংকস্ নামে বিরাটকায় এক জন্তুর আবির্ভাব হয়। অতিপ্রাকৃত সেই জন্তুটি মানুষের মত কথা বলে। সে রোজ এসে থীবস্ রাজ্যের এক একটি লোককে একটি করে ধাঁধা ধরে। উত্তর দিতে না পারলেই সে সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে গিলে খেয়ে ফেলে। সে বলেছে যতদিন পর্যন্ত না কেউ তার ধাঁধার সঠিক উত্তর দিতে পারবে ততদিন সে রোজ আসবে এবং ততদিন সারা রাজ্য জুড়ে মড়ক আর দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকবে। রাজ্যের শাসক ক্রীয়নের এক পুত্রও মারা যায় স্ফীংকস্‌এর ধাঁধার উত্তর দিতে গিয়ে।

ফলে রাজ্যের বর্তমান শাসক ক্রীয়ন এক ঘোষণায় প্রচার করে দিল, যে স্ফীংকস্‌এর ধাঁধার উত্তর দিতে পারবে সে যত গরীবই হোক না কেন, তাকে সমগ্র থীবস্ রাজ্য দান করা হবে এবং বিধবা রাণীর সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হবে।

ঈডিপাস থীবস্ নগরীতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে শুনল নগরবাসীরা রাজা

ক্রীয়নের ঘোষণার কথা বলাবলি করছে। ঈডিপাসও তা স্বকর্ণে শুনল। নগরবাসীরাও এই আগন্তুক যুবককে দেখে ভাবল ঘোষণার কথা শুনে পুরস্কারের আশায় স্ফীংকস্এর ধাঁধার উত্তর দিতে এসেছে।

সব কিছু শুনে ঈডিপাসও স্বেচ্ছায় স্ফীংকস্এর কাছে যেতে চাইল। বলল, আমি ওর ধাঁধার উত্তর দেব।

আসলে এইভাবে নিজেকে হত্যা করতে চাইছিল ঈডিপাস। কারণ তার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে সে রাজা পলিবাসের কাছে ফিরে গেলে দৈববাণী অনুসারে হয়ত তার মা রাণী মেরোপের সঙ্গে অবৈধ সংসর্গে লিপ্ত হয়ে পড়বে। হয়ত সে তার পালক পিতা পলিবাসের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে ভাগ্যের লিখন অনুসারে। তার থেকে এ জীবন না থাকাই ভাল। মৃত্যুই আজ তার একমাত্র কাম্য।

ঈডিপাসকে যথাসময়ে স্ফীংকস্এর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। নির্দিষ্ট সময়ে সেই নগরপ্রাচীরের উপর স্ফীংকস্ নামে সেই অতিপ্রাকৃত জন্তুটা এসে হাজির হলো। ঈডিপাস দাঁড়াল তার সামনে। স্ফীংকস্ তাকে একটা প্রশ্ন করল। এই একটা প্রশ্ন বা ধাঁধার উত্তর দিতে পারলেই চিরদিনের মত চলে যাবে স্ফীংকস্। আর সে কখনো আসবে না এবং দুর্ভিক্ষ ও মহামারীও রাজ্য থেকে চলে যাবে।

স্ফীংকস্ বলল, কোন্ জীব সকাল দুপুর ও সন্ধ্যায় তার পায়ের পরিবর্তন ঘটায়? কোন্ জীব সকালে চার পায়ে, দুপুরে দুই পায়ে ও সন্ধ্যায় তিন পায়ে হাঁটে?

প্রশ্ন শুনে হাসল ঈডিপাস। সে একটুও ভয় না পেয়ে উত্তর দিল, সে জীব হলো মানুষ। মানুষ সকাল অর্থাৎ তার শৈশবে চার পায়ে বা হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটে, দুপুর অর্থাৎ পরিণত বয়সে দু পায়ে হাঁটে আর সন্ধ্যায় বা বার্ধক্যে তিন পা অর্থাৎ লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটে।

সঠিক উত্তর পেয়ে নীরবে চলে গেল স্ফীংকস্। আর এল না।

স্ফীংকস্এর অত্যাচার আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্ত হয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল থীবস্বাসীরা। তারা ঈডিপাসকে মাথায় করে নাচতে লাগল। ক্রীয়ন তার হাতে রাজ্যভার অর্পণ করল। বিধবা রাণী জোকাস্তার সঙ্গে তার বিয়ে দিল। জোকাস্তার বয়স ঈডিপাসের বয়সের থেকে অনেক বেশী হলেও আপত্তি করল না ঈডিপাস। ভাবল এখন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে দৈববাণী সত্য হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

কিছুকাল বেশ সুখে কাটল ঈডিপাসের। জোকাস্তার গর্ভে পর পর চারটি সন্তান জন্মাল ঈডিপাসের। তার মধ্যে দুটি পুত্র, তাদের নাম ঈটিওক্লস্ আর পলিবীস। আর কন্যাদুটির নাম আন্তিগোনে আর ইসমেনে।

ঈডিপাসের ছেলেরা বড় হলে সারা রাজ্যে আবার এক মহামারী দেখা

দিল। মহামারী কিছুতেই যায় না দেখে রাজ্যের অধিবাসীরা রোজ দল বেঁধে প্রতিকারের আশায় রাজার কাছে আসতে লাগল। ঈডিপাস তখন ডেলফিতে গণনা করার জন্য ক্রীয়নকে পাঠাল।

ডেলফির মন্দির থেকে ক্রীয়ন শুধু জানতে পারল রাজা লায়াসের হত্যাকারী এই রাজ্যেই আছে। সেই অভিশপ্ত হত্যাকারীর জন্যই রাজ্যে এই অশান্তি চলছে।

একথা শুনে লায়াসের হত্যাকারীর সন্ধান করতে লাগল ঈডিপাস। কিন্তু অনেক দিনের কথা বলে কেউ কিছু বলতে পারল না। সবাই শুধু বলল, ডেলফি যাবার পথে একদল দস্যুর হাতে প্রাণবিয়োগ হয় রাজা লায়াসের।

ঈডিপাস তখন অন্ধ জ্যোতিষী টাইরেসিয়াসকে ডেকে আনল। টাইরেসিয়াস কিন্তু জন্মান্ধ ছিল না। যৌবনে সে একবার দেবী এথেনের পিছু পিছু গিয়ে তাঁর ক্রিয়াকর্ম দেখার চেষ্টা করলে এথেনের অভিশাপে সে অন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু দেবী এথেন তাকে অন্ধ করে দিলেও তাকে এক অলৌকিক শক্তি দান করেন সেই দৈবশক্তিবলে টাইরেসিয়াস যে কোন পাখির ডাক শুনে তার অর্থ বুঝতে পারত আর যে কোন মানুষকে চোখে না দেখেও তার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব বলে দিতে পারত।

কিন্তু ঈডিপাস যা জানতে চাইল তা বলল না টাইরেসিয়াস। সে ঈডিপাসের ভূত ভবিষ্যৎ সবই জানতে পারল। কিন্তু মুখে তা বলল না। সে বলল, সে কথা জানার থেকে না জানাই ভাল রাজন। সেই ভয়ঙ্কর কথার গোপনতাটা বুকের মধ্যে পুরে রেখে আমাকে বাড়ি যেতে দিন।

কিন্তু সে কথা না শুনে ছাড়ল না ঈডিপাস। টাইরেসিয়াস কোনমতে সেকথা বলতে না চাইলে ঈডিপাস শক্ত কথা বলে অপবাদ দিল তাকে। বলল, একান্তই যদি না বল তাহলে বুঝব রাজা লায়াসের মৃত্যুর সঙ্গে তুমিও জড়িত ছিলে।

তখন টাইরেসিয়াস বাধ্য হয়ে বলল, তাহলে শুনুন রাজন, আপনিই সেই হত্যাকারী। আপনার জন্যই দৈব অভিশাপ নেমে এসেছে সমস্ত থীবস্‌ রাজ্যের উপর। রাজা যখন ডেলফির দিকে যাচ্ছিলেন এক সংকীর্ণ গিরিপথে আপনি তাকে হত্যা করেন।

ঈডিপাসের তখন একে একে সব কথা মনে পড়ল। ভেবে দেখল, সত্যিই সুদূর অতীতে একদিন সে একটি সংকীর্ণ গিরিপথে রথারূঢ় এক বৃদ্ধ রাজাকে রাগের মাথায় ঝগড়া করতে করতে মেরে ফেলে।

টাইরেসিয়াসের কথাটাকে সত্য বলে ঈডিপাস মেনে নিলেও রাণী জোকাস্তা তা মানল না। বলল, টাইরেসিয়াসের কথা ত দূরের কথা, সব দৈববাণীই সত্য হয় না। তুমি রাজা লায়াসকে মারতে যাবে কেন, রাজা লায়াস মারা যায় একদল দস্যুর হাতে। তার রথের চালক নিজে ফিরে এসে বলে। তাছাড়া

দৈববাণীর কথা যদি বল তাহলে শোন, দৈববাণী বলে রাজা লায়াস ও আমার সন্তান তার বাবাকে হত্যা করবে ও তার মাকে বিয়ে করবে। কিন্তু সে সন্তান ত জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বনবাসে দিয়েছি। তাকে গভীর অরণ্যের মধ্যে ফেলে আসা হয়। হিংস্র বন্য পশুরা তাকে কবে খেয়ে ফেলেছে।

কিন্তু ঈডিপাস এ কথায় সন্তুষ্ট হলো না। সে জোকাস্তাকে বলল, কোন্ লোকের মারফৎ তোমার নবজাত সন্তানকে বনে পাঠিয়েছিলে?

রাণী বলল, আমাদের রাখাল।

ঈডিপাস তখন সেই বৃদ্ধ রাখালকে আনতে বলল। তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে কেঁদে বলল, আমি দয়াবশতঃ আপনার হুকুম তামিল করতে পারিনি রাণীমা। তাকে অন্য এক রাখালের হাতে সঁপে দিই। সে আবার কোরিন্থের রাজার হাতে তাকে তুলে দেয়।

ভয়ে চিৎকার করে উঠল জোকাস্তা। এবার সে ব্যাপারটা সব বুঝতে পারল। বুঝতে আর বাকি রইল না যে এই ঈডিপাসই তার সেই অভিশপ্ত সন্তান যাকে কোরিন্থের রাজা পলিবাস লালন পালন করে। ঈডিপাসও সব বুঝতে পেরে নিদারুণ লজ্জায় স্তব্ধ হয়ে রইল।

এদিকে রাণী জোকাস্তা সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। সে দুহাতে মুখ ঢেকে ছুটে গিয়ে তার নিজের ঘরে খিল দিল। ঘরের দরজা ভেঙ্গে দেখা গেল গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে সে। ঈডিপাস তখন তার পাশে গিয়ে বলল, সমস্ত লজ্জার জ্বালা থেকে মুক্ত হলে তুমি। কিন্তু এত বড় জঘন্য পাপের জন্য মৃত্যুর মত এত লঘু শাস্তি আমি নেব না।

এই বলে জোকাস্তার মাথার কাঁটা দিয়ে তার নিজের চোখদুটোকে খুঁচে অন্ধ করে দিল ঈডিপাস। তারপর ভিক্ষুকের বেশে রাজ্য থেকে বেরিয়ে যাবার সংকল্পের কথা ঘোষণা করল। তার ছেলেরা একবারও থাকতে বলল না ঈডিপাসকে। তার দুটি মেয়ের মধ্যে ছোট মেয়ে ইসমেনেও তার ভাইদের মত উদাসীন রয়ে গেল তার বাবার প্রতি। একমাত্র তার বড় মেয়ে আন্তিগোনে তার বাবার হাত ধরে বেরিয়ে গেল রাজ্য থেকে।

অনেক ঘোরাঘুরির পর তারা এথেন্স শহরে এসে হাজির হলো। তখন রাজা থিসিয়াস এথেন্সে রাজত্ব করছিল। ভাগ্যবিড়ম্বিত ঈডিপাসের প্রতি করুণাবশতঃ এথেন্স নগরীর বাইরে একটি মন্দিরের পাশে ঈডিপাসও আন্তিগোনের থাকার ব্যবস্থা করে দেয় থিসিয়াস। থিসিয়াস তাকে তার রাজপ্রাসাদেই থাকতে দিচ্ছিল। কিন্তু ঈডিপাস তপস্যাসাধনের জন্য মন্দিরের কাছে এক নির্জন জায়গায় থাকতে চাইল। তার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সেইখানেই ছিল সে।

থীবস্‌দের বিরুদ্ধে সাতজন

আন্তিগোনের হাত ধরে ঈডিপাস বেরিয়ে গেলে ক্রীয়ন রাজ্যের শাসনভার হাতে নিলেও ঈডিপাসের দুই ছেলে ঈটিওকলস্‌ ও পলিনীসেস সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে ঝগড়া করতে লেগে গেল। এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে মেতে উঠল তারা দুজনে।

অবশেষে তাদের মামা ক্রীয়নের মধ্যস্থতায় একটা আপোষ মীমাংসায় রাজী হলো তারা। তারা থীবস্‌ রাজ্যটাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে নিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ঈটিওকলস্‌ তার ভাই পলিনীসেসকে কৌশলে তাড়িয়ে দিয়ে গোটা রাজ্যটাকে দখল করে নিল। পলিনীসেস তখন নিরুপায় হয়ে আর্গসের রাজা আদ্রেস্তাসের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিল।

রাজপ্রাসাদে গিয়ে পলিনীসেস যখন পৌছল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। প্রাসাদের বাইরে অন্ধকারে আর একজন পলাতক শরণার্থীর সম্মুখীন হলো পলিনীসেস। তার নাম টাইডেউস। ক্যালিডনের রাজা অয়নেউসের পুত্র। ঘটনাক্রমে এক আত্মীয়কে হত্যা করে ফেলার জন্য রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয় টাইডেউস।

রাত্রির অন্ধকারে দুই অপরিচিত বিদেশী পরস্পরকে শত্রু বলে ভাবে এবং পরস্পরকে আক্রমণ করে। পরে রাজা আদ্রেস্তাস ও তাঁর লোকজন এসে তাদের থামিয়ে দেয়। তখন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জা পায় এবং বন্ধুত্ব স্থাপন করে পরস্পরের মধ্যে।

এদিকে রাজা আদ্রেস্তাস এক দৈববাণী শুনে বড় বিপদে পড়ে। তার দুটি মেয়ে ছিল। দৈববাণী হয় তার দুই মেয়ের দুটি পশুর সঙ্গে বিয়ে হবে। সে দুটি পশুর একটি হলো সিংহ আর একটি শূকর।

যাই হোক, আদ্রেস্তাস যখন জানতে পারল তার কাছে আসা শরণার্থী যুবক দুজন রাজপুত্র তখন অনেকটা আশ্বস্ত হলো। সে তাদের সাদরে আশ্রয় দান করল। পরে সে দেখল এই দুজন যুবরাজের ঢালের উপর দুটি পশুর ছবি আঁকা। পলিনীসেসের ঢালের উপর একটি সিংহ আর টাইডেউসের ঢালের উপর একটি শূকরের ছবি আঁকা।

সহসা রাজা আদ্রেস্তাসের মাথায় একটি বুদ্ধি খেলে গেল। এতক্ষণে সে সেই দৈববাণীর প্রতীকী অর্থটি বুঝতে পারল। সে পরে এই দুজন যুবকের সঙ্গেই তার দুই মেয়ের বিয়ে দিল। মেয়ে দুটির নাম ছিল আর্জিয়া আর দেপাইন। দুটি পশুর পরিবর্তে দুজন বীর যুবকের সঙ্গে তাদের বিয়ে হওয়ায় খুশি হলো তারা।

খুশি হয়ে আদ্রেস্তাস পলিনীসেসকে সাহায্য করতে চাইল। সে বলল,

আমি এখান থেকে বাছা বাছা কয়েকজন সেনাপতির অধীনে এক বিরাট সৈন্যদল পাঠাব। তারা তোমার রাজ্য উদ্ধার করে দেবে।

এই সাতজন হলো আদ্রেস্তাস নিজে, পলিনীসেস, তার নতুন বন্ধু টাইডেউস, আদ্রেস্তাসের দুই ভাই, তার ভগিনীপতি ও বড় যোদ্ধা এ্যাম্ফিয়ারাউস আর তার ভাইপো ক্যাপানেউস। এদের মধ্যে এ্যাম্ফিয়ারাউস শুধু বীর যোদ্ধা ছিল না, সে ভবিষ্যৎ গণনা করতেও জানত। সে গণনা করে দেখল এই সামরিক অভিযান সফল হবে না। এই সাতজন সেনানায়কের মধ্যে মাত্র একজন জীবিত অবস্থায় ফিরে আসবে থীবস্ থেকে।

এটা জানতে পেরে এ্যাম্ফিয়ারাউস রওনা হবার সময় এক গোপন স্থানে লুকিয়ে রইল। রাজরোষে পতিত হবার ভয়ে রাজাকে কোন কথা জানাল না। তার লুকোবার গোপন জায়গাটা কেবলমাত্র তার স্ত্রী এরিফাইল জানত।

পলিনীসেস এ্যাম্ফিয়ারাউসকে দলে টানার জন্য এক উপায় স্থির করল। সে তার মার কাছ থেকে একটা দেবদত্ত গলার হার পেয়েছিল। এই হারটা তাদের পূর্বপুরুষ ক্যাডমাসের বিয়ের সময় তার স্ত্রী হার্মোনিয়াকে উপহার দেবার জন্য দেবশিল্পী হিফাস্টাস তৈরি করেছিল। সেই হার কোন মেয়েকে দেখালেই তার অলৌকিক উজ্জলতায় মোহমুগ্ধ হয়ে পড়ত সে। পলিনীসেস সেই হারটা এ্যাম্ফিয়ারাউসের স্ত্রী এরিফাইলকে দেখাতেই সেও মোহগ্রস্ত হয়ে দুর্বল মুহূর্তে তার স্বামীর লুকোবার জায়গাটা বলে দিল।

তখন এ্যাম্ফিয়ারাউসকে খুঁজে বার করতেই সে রাজার ভয়ে যুদ্ধে যেতে বাধ্য হলো। তবে যাবার সময় সে তার পুত্র এ্যালেমনকে বলে গেল—আমি যদি যুদ্ধ থেকে আর না ফিরি তাহলে অবিশ্বস্ততার অপরাধের জন্য সে যেন তার মাকে হত্যা করে। কারণ তার মা-ই তার সেই গোপন জায়গাটা বলে ধরিয়ে দেয় তাকে।

থীবস্ নগরীর বাইরে সিথেরণ পাহাড়ের উপর প্রথমে শিবির সন্নিবেশ করল আদ্রেস্তাসের বাহিনী। যুদ্ধের আগে একবার দূত পাঠিয়ে শেষ চেষ্টা করে দেখা হলো। টাইডেউস দূত হয়ে প্রথমে থীবস্ নগরীতে গিয়ে রাজা ইটিওকলস্-এর সঙ্গে দেখা করল। বলল, আপনি পলিনীসেসের প্রাপ্য রাজ্যের অর্ধাংশ ফিরিয়ে দিন। তা না হলে যুদ্ধ অনিবার্য।

ইটিওকলস্ বলল, আমি তাকে কিছুই দেব না। আমি যুদ্ধকে ভয় করি না। টাইডেউস দেখল সারা নগরী সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি। রাজধানীর চারদিকে দুর্ভেদ্য নগরপ্রাচীর। তার মাঝখানে আছে সাতটি সুরক্ষিত নগর-দ্বার।

ইটিওকলস্ তবু নিশ্চিন্ত হতে পারল না তার জয় সম্পর্কে। সে অন্ধ জ্যোতিষী টাইরেসিয়াসকে ডেকে পাঠাল তার ভবিষ্যৎ গণনা করার জন্য।

টাইরেসিয়াস সব কিছু শুনে বলল, থীবস্-এর আগ্যাকাশে বিপদের কালো

মেঘ ঘন হয়ে উঠেছে। থীবস্‌এর রাজবংশের কোন এক কনিষ্ঠ সন্তানই থীবস্‌ জাতিকে এই ঘোর বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে।

এই ভবিষ্যবাণী শুনে সবচেয়ে ভয় পেয়ে গেল ক্রীয়ন। তার ছোট ছেলে মেনোসেউস তার সবচেয়ে প্রিয়। এই পুত্রই রাজবাড়ির মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। সুতরাং রাজা পলিনীসেস তাকে প্রাণবলি দিতে বলবে এই ভয়ে সে তাকে ডেলফিতে গিয়ে আশ্রয় নিতে বলল।

কিন্তু সেকথা শুনল না মেনোসেউস। সে সব শুনে নিজে থেকেই দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আত্মবলি দিতে চাইল। এই উদ্দেশ্যে সে নগরপ্রাচীর থেকে শত্রুদের শিবিরে ঝাঁপ দিল আক্রমণ করার জন্য।

এর পরই শুরু হলো যুদ্ধ। থীবস্‌ নগরীর সাতটি সুরক্ষিত দুর্গদ্বারে আর্গসের সাতজন সেনানায়ক এক একদল সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করল। কিন্তু কোন নগরদ্বার ভেদ করে নগরমধ্যে প্রবেশ করতে পারল না। তারা খেয়ে ফিরে এল।

আপাততঃ থীবস্‌ নগরী রক্ষা পেল বটে, কিন্তু উভয় পক্ষে প্রচুর হতাহত হলো। ফলে অনেকখানি দমে গেল ঈটিওকলস্‌। তাছাড়া থীবস্‌এর সেনাবাহিনী চলে গেল না শিবির ছেড়ে। আবার তারা নগর আক্রমণ করল নতুন উদ্যমে। ঈটিওকলস্‌ তখন এক দূত মারফৎ এক প্রস্তাব পাঠাল আর্গসের শিবির মধ্যে। সে জানাল, আসল দ্বন্দ্বটা যখন তাদের দুই ভাইএর মধ্যে তখন অহেতুক উভয় দেশের মধ্যে এত লোকক্ষয় করে কোন লাভ নেই। তার থেকে দুই ভাইএর মধ্যে দ্বৈত যুদ্ধ হোক তাদের জয় পরাজয়ের মধ্য দিয়েই যুদ্ধের ফল নির্ণীত হবে।

এতে দুপক্ষই রাজী হলো। পলিনীসেস ও ঈটিওকলস্‌ দুজনেই মেতে উঠল এক প্রবল দ্বৈত যুদ্ধে। ঢাল তরোয়াল ও বর্শা নিয়ে ভীষণভাবে যুদ্ধ করতে লাগল দুজনে। কিন্তু শত চেষ্টা করেও কেউ কাউকে হারাতে পারল না। অবশেষে দুজনেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মারা গেল।

তখন উভয়পক্ষের সেনাদলের মধ্যে আবার যুদ্ধ হলো। রাজা আদ্রেস্তাস মারা গেলেন। অন্য সেনানায়করা সব পালিয়ে গেল। থীবস্‌ জয়লাভ করল বটে কিন্তু রাজা ঈটিওকলস্‌ ও তার ভাই দুজনেই মারা যাওয়ায় এবং প্রচুর লোকক্ষয় হওয়ায় সে জয়ের মধ্যে কোন গৌরব বা আনন্দ পেল না থীবস্‌বাসীরা।

আন্তিগোনে

ঈডিপাসের দুই পুত্রই একসঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় থীবস্‌এর রাজবংশের কোন উত্তরাধিকারী রইল না। ফলে আবার ক্রীয়নই রাজ্যভার গ্রহণ করল।

রাজ্যভার গ্রহণ করেই এক অদ্ভুত আদেশ জারি করল ক্রীয়ন। সে ঘোষণা করল, পলিনীসেস দেশদ্রোহী ও জাতিদ্রোহী; সুতরাং মৃতদেহ কেউ যেন সৎকার না করে। তার কোন আত্মীয় স্বজন বা শহরের কোন লোক মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে সমাহিত করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে। পলিনীসেসের মৃতদেহ শকুনি ও কুকুরেরা ছিঁড়ে খাবে। একমাত্র ঈটিওকলস্‌এর মৃতদেহই রাজকীয় মর্যাদার সঙ্গে সমাহিত হবে।

এজন্য ঈটিওকলস্‌এর মৃতদেহ যথাযোগ্য রাজকীয় মর্যাদার সঙ্গে সমাহিত করা হলো, কিন্তু পলিনীসেসের মৃতদেহটি যুদ্ধক্ষেত্রেই অনাদরে অবহেলায় পড়ে রইল।

আন্তিগোনে কিন্তু তার বাবা ও ভাইদের প্রতি সমানভাবে বিশ্বস্ত। তার প্রাণ সকল আত্মীয়ের জন্য সমানভাবে কাঁদত। পলিনীসেস যখন মারা যায় তখন আন্তিগোনে তার কাছে যুদ্ধক্ষেত্রেই ছুটে যায়। পলিনীসেস তাকে মুমূর্ষু অবস্থায় অনুরোধ করে আন্তিগোনে যেন তার মৃতদেহের সৎকার করে, তা না হলে তার মৃত আত্মার সদ্‌গতি হবে না। ইসমেনেও তার জন্য কাঁদলেও কিছু করার সাহস ছিল না তার।

কিন্তু আন্তিগোনে খুঁজে পেল না কিভাবে সে পলিনীসেসের মৃতদেহের সৎকার করবে। কারণ পলিনীসেসের কাছে একদল পাহারাদার বসিয়ে দিয়েছে ক্রীয়ন। তাছাড়া সে একা। তাকে এ কাজে কেউ সাহায্য করবে না।

তবু দমল না আন্তিগোনে। রাত্রির অন্ধকার ঘন হয়ে উঠতেই যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে অসংখ্য মৃতদেহের মাঝখানে পলিনীসেসের মৃতদেহটার খোঁজ করতে লাগল। দেখল পাহারাদারদের চোখে ঘুম ধরায় অনেকটা শিথিল হয়ে পড়েছে পাহারা। কিন্তু একা মৃতদেহটি নদীর ধারে তুলে নিয়ে গিয়ে মাটি খুঁড়ে কবর দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সে কিছু ধুলোবালি জড়ো করে তাই দিয়ে ঢেকে দিল মৃতদেহটাকে।

পরদিন সকালে তা দেখে একজন পাহারাদার ছুটে এসে খবর দিল ক্রীয়নকে। ক্রীয়ন তখন তাকে রেগে গিয়ে হুকুম দিল, মৃতদেহের উপর থেকে ধুলোবালি সরিয়ে দাও। যেমন ছিল তেমনি থাকবে। এবারকার মত তোমাদের ক্ষমা করলাম। কিন্তু ফের যদি কেউ এমন করে তাহলে তোমাদের সকলের প্রাণ যাবে।

সেদিন ঝড় বইছিল সকাল থেকে। আন্তিগোনে ভাবছিল ঝড়ে হয়ত

পলিনীসেসের মৃতদেহ থেকে সব ধুলোবালি উড়ে যাবে। এই ভেবে সে দেখতে গেল। গিয়ে দেখল মৃতদেহের উপর কোন মাটি বা ধুলো নেই; একেবারে অনাবৃত অবস্থায় পড়ে আছে সেটা।

তা দেখে আর থাকতে পারল না সে। প্রকাশ্য দিবালোকে পাহারাদারদের সামনেই মৃতদেহটার উপর মাটি চাপা দেবার জন্য এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাহারাদারেরা ধরে ফেলল তাকে। তাকে বেঁধে ক্রীয়নের কাছে নিয়ে গেল।

ক্রীয়ন তাকে বলল, হে হঠকারী বালিকা, তুমি জান তুমি কি করছ? যে কাজ নিষিদ্ধ করে মাত্র গতকাল আইন জারি করা হয়েছে সে কাজ তুমি করছ কোন সাহসে?

আন্তিগোনে সাহসের সঙ্গে বলল, আমি আজকালের আইন জানি না। আমি একাজ করছি চিরকালের এক চিরন্তন আইনের বশবর্তী হয়ে। সেই আইনের নির্দেশেই আমি আমার মার গর্ভজাত সন্তানের মৃতদেহের সৎকার না করে থাকতে পারি না।

ক্রীয়ন তখন বলল, ঠিক আছে, তাহলে মৃত্যুপুরীতে গিয়ে তুমি তোমার ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা দেখাবে।

আন্তিগোনে তেমনি সাহসের সঙ্গে বলল, আমাকে তুমি মৃত্যুদণ্ড দিলেও আমার নাম বিশ্বে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ভাই-এর প্রতি বোনের উপযুক্ত কর্তব্য পালন করার জন্য।

ক্রীয়ন তখন দারুণ রেগে গিয়ে হুকুম জারি করল, আন্তিগোনেকে একটি পাহাড়ের সুড়ঙ্গপথে নিয়ে তার গুহামুখটিকে প্রাচীর গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হবে যাতে সে তার মধ্যে জীবন্ত সমাহিত হয়।

এমন সময় আন্তিগোনের বোন ইসমেনেও এসে ক্রীয়নকে বলল, আমাকেও এই শাস্তি দাও, কারণ আমিও একাজে সাহায্য করেছি তাকে।

কিন্তু তার কোন কথা শুনল না ক্রীয়ন।

হেমন নামে ক্রীয়নের এক ছেলে ছিল। সে আন্তিগোনেকে ভালবাসত এবং তাদের বিয়েরও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। হেমন এগিয়ে এসে তার বাবার কাছে আন্তিগোনের প্রাণভিক্ষা চাইল। সে বলল, ভুল করছ তুমি। তুমি জান না, আন্তিগোনের প্রতি তোমার এই অন্যায় দণ্ডাদেশের জন্য রাজ্যের সমস্ত প্রজারা প্রতিবাদের কলগুঞ্জন তুলছে; শুধু সাহস করে তোমার সামনে এসে কিছু বলতে পারছে না। কোন বোন কখনও তার ভাইএর মৃতদেহটাকে শেয়াল কুকুরের খাদ্যে পরিণত হতে দিতে পারে না। এটা কোন অপরাধ নয়। মৃতের সঙ্গে কেউ যুদ্ধ করে না, মৃতের প্রতি অসম্মান দেখানো কোন মানুষের উচিত কাজ নয়। বড় বড় শক্ত বলিষ্ঠ গাছ ঝড়ের সময় একেবারে ভেঙে না পড়লেও তারা নত হয় অনেকখানি। তুমি যত বড় রাজাই হও তোমার ইচ্ছা না গেলেও প্রজাদের ইচ্ছার কাছে কিছুটা নতি স্বীকার করতে হয়।

ক্রীয়ন তখন রেগে গিয়ে বলল, তোমার মত অর্বাচীন এক বালকের কাছে আমাকে নীতিশিক্ষা শিখতে হবে? যাও, আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না। এই কে আছ আন্তিগোনেকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে তার প্রতি প্রদত্ত দণ্ডাদেশ কার্যে পরিণত করো।

আন্তিগোনেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অন্ধ জ্যোতিষী টাইরেসিয়াস নিজে একটি ছেলের হাত ধরে ক্রীয়নের কাছে এল। স্পষ্ট ভাষায় ক্রীয়নকে সাবধান করে দিল, আন্তিগোনের প্রতি এই অবিচার ও রাজপুত্র পলিনীসেসের মৃতদেহের প্রতি এই অপরাধের জন্য থীবস্ জাতির উপর নতুন করে বিপর্যয় টেনে আনছ। দেবতারা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন।

ক্রোধান্ধ ক্রীয়ন তখন ভৎর্সনার সুরে বলল, মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণীর ভয় দেখাতে এসেছ আমাকে?

টাইরেসিয়াস তখন বলল, আমার কথা মিলিয়ে দেখো, আজকের সূর্য অস্ত যাবার আগেই একজনের মৃত্যুর জন্য আরও দু'জনের মৃত্যু ঘটবে আর তাদের রক্ত তোমার মাথাতেও এসে পড়বে। আমাকে এই দেবদ্রোহীর কাছ থেকে দূরে নিয়ে চল।

টাইরেসিয়াস চলে গেলে তার কথাটা ভাবতে ভাবতে ভয় পেয়ে গেল ক্রীয়ন। সে রাজ্যের প্রবীণ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ডাকিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করতে লাগল। তারা সকলেই একবাক্যে পলিনীসিসের মৃতদেহের সৎকার করতে আর আন্তিগোনেকে মুক্তি দিতে বলল।

সকলের চাপে পড়ে এ পরামর্শ মেনে নিতে বাধ্য হলো ক্রীয়ন। তাছাড়া টাইরেসিয়াসের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে। তার ভবিষ্যদ্বাণী কতখানি অভ্রান্ত তা সে নিজের চোখে এর আগে দেখেছে।

পলিনীসেসের মৃতদেহের সৎকারের আদেশ দিয়ে সে নিজে আন্তিগোনেকে মুক্ত করার জন্য সেই গুহাপ্রাচীর ভাঙতে গেল। তার পুত্র হেমন নিজে একটি কুঠার নিয়ে প্রাচীরটা ভেঙে ফেলল। কিন্তু ভিতরে ঢুকেই ভয়ে চিৎকার করে উঠল হেমন। সে দেখল আন্তিগোনে তার ওড়নার কাপড়টা গলায় জড়িয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আত্মহত্যা করেছে। তার প্রিয়তমার এই মৃত্যু দেখে হেমন নিজের তরবারি দিয়ে সেও আত্মহত্যা করল। এ খবর ক্রীয়নের স্ত্রীর কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শোকে সেও আত্মহত্যা করল।

ক্রীয়ন এবার টাইরেসিয়াসের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা বুঝতে পারল। অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল সে বাণী। সেদিনের সূর্য অস্ত যাবার আগেই একটি মৃত্যুর জন্য আরও দুটি মৃত্যু সংঘটিত হলো।

কিন্তু এই মর্মান্তিক ঘটনায় সহসা পাথরের মত কঠিন হয়ে উঠল ক্রীয়নের অন্তরটা। সে বলল, পলিনীসেসের মৃতদেহ সমাহিত করা হবে না। একটু আগে দেওয়া তারই আদেশ প্রত্যাহার করে নিল সে।

কিন্তু নিয়তির বিধানে এবারেও নতি স্বীকার করতে হলো ক্রীয়নকে।

যুদ্ধে আদ্রেস্তাসের মৃত্যু হয়নি। সে একটি দ্রুতগামী ঘোড়ায় করে এথেন্সে চলে গিয়ে সেখানে রাজা থিসিয়াসের কাছে সব কথা বলে আশ্রয় নিয়েছিল। থিসিয়াস শুধু তাকে আশ্রয় দেয়নি, এক বিরাট সৈন্যবাহিনী তার সঙ্গে দিল। বলল, ক্রীয়ন যদি পলিনীসেস ও আর্গসের সাতজন বীরের মৃতদেহ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে সমাহিত করতে না দেয় তাহলে আবার থীবস্ আক্রমণ করা হবে।

থিসিয়াসের বিরাট বাহিনী নিয়ে থীবস্ নগরীর বাইরে এসে দূত পাঠাল আদ্রেস্তাস। থিসিয়াস নিজেও এল।

ক্রীয়ন সে প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হলো, কারণ থীবস্ রাজ্যের লোকেরা আর যুদ্ধ চাইছিল না। দুদিন আগে ঘটে যাওয়া সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ক্ষত তখনো পূরণ হয়নি।

পলিনীসেস সহ আর্গসের সাতজন বীরের মৃতদেহ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে সৎকার করা হলো। কিন্তু কাপানেউসের মৃতদেহ চিতায় চাপানো হলে তার স্ত্রী এসে সেই চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। থিসিয়াস তাদের দুজনের চিতাভস্মের উপর প্রতিহিংসা ও অনুতাপের দেবী নেমেসিসের এক মন্দির স্থাপন করল।

থীবস্এর ভাগ্যাকাশ থেকে বিপদের মেঘ কিন্তু একেবারে কাটল না।

পলিনীসেসের একটিমাত্র সন্তান ছিল। তার নাম ছিল থার্সাণ্ডার। আর্গসেই সে থেকে যায়। পলিনীসেস ছাড়া আর্গসের যে সব বীর থীবসের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দেয় তাদের সন্তানরা বড় হয়ে তাদের পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে গেল।

তারা সৈন্য সংগ্রহ করে এক বিরাট সামরিক অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

রাজা আদ্রেস্তাস তখনো বেঁচে ছিল। কিন্তু অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়ায় সৈন্য পরিচালনার ক্ষমতা ছিল না। আদ্রেস্তাস ডেলফিতে লোক পাঠিয়ে এ বিষয়ে গণনা করতে বলল। ডেলফি থেকে নির্দেশ দিল এ্যাম্ফিয়ারাউসের পুত্র এ্যালসিমীয়নকে যেন এই সামরিক অভিযানের সেনাপতি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

কিন্তু এ্যালসিমীয়ন যেতে চাইল না। তার বাবার মতই বেঁকে বসল। তখন থার্সাণ্ডার মুস্কিলে পড়ল। কারণ এ অভিযানে তারই তৎপরতা ছিল সবচেয়ে বেশী। যে থীবস্বাসীরা একদিন তার বাবাকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে অন্যায় যুদ্ধে প্রাণবলি দিতে বাধ্য করে তাদের উপর চরম প্রতিশোধ নেবে সে। সেই পিতৃরাজ্য সে দখল করবেই।

থার্সাণ্ডার অনেক ভেবে একটা উপায় খুঁজে বার করল। তার কাছে তার বাবার আনা একটা ওড়না ছিল। পলিনীসেস তার মার কাছ থেকে এই

ওড়নাটা পায়, এ ওড়না তাদের পূর্বপুরুষ ক্যাডমাসের বিয়ের সময় তার স্ত্রী হার্মোনিয়াকে দেবী এ্যাফ্রোদিতে উপহার দেয়। এই ওড়না কোন নারীকে দিলেই সে বশীভূত হয়ে পড়বে। এটা সে জানত।

থার্সাণ্ডার ভাবল এই ওড়নাটা যে এ্যালসিমেনের মা এরিফাইলকে দিলে সে নিশ্চয় এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার ছেলেকে বুঝিয়ে যুদ্ধে পাঠাবে। এই ভেবে সে ওড়নাটা এরিফাইলকে দিল এবং এরিফাইলও কথা দিল তার এ্যালসিমীয়নকে সে যুদ্ধে পাঠাবেই।

তার মার কথায় এ্যালসিমীয়ন যুদ্ধে যেতে রাজী হলো বটে, কিন্তু হঠাৎ তার বাবার কথাটা মনে পড়ে গেল। এ বিষয়ে একটা দৈববাণীও শুনতে পেল সে নিজের কানে। দৈববাণী বলল, সে তার বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার বাবা থীবস্ যুদ্ধ থেকে ফিরে না এলে তার মার উপর প্রতিশোধ নেবে। কারণ তার মা বিশ্বাসঘাতকতা করে তার বাবাকে ধরিয়ে দেয়। এ্যালসিমীয়ন থীবস্এর বিরুদ্ধে চালিত সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব করতে লাগল।

এবার ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন ছিলেন থার্সাণ্ডারের আর্গসবাহিনীর উপর। থীবস্এর সেনাপতি ঈটিওকলস্এর পুত্র লাওডামাসের মৃত্যু হতেই থীবস্ সেনারা ভেঙ্গে পড়ল।

অন্ধ টাইরেসিয়াস তখনো বেঁচে ছিল। তার বয়স তখন একশো বছর পার হয়ে গেছে। এই যুদ্ধ সম্পর্কে তার পরামর্শ চাওয়া হলে সে বলল, এ যুদ্ধে তোমাদের পক্ষে জয়লাভ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তোমরা এক কাজ করো। তোমরা দূত মারফৎ সন্ধি ও শান্তির প্রস্তাব পাঠাও। তার ফলে যেটুকু সময় পাবে সেই অবকাশে তোমরা নগর ত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করবে।

থীবস্ তাই করল। ফলে থার্সাণ্ডার অবাধে থীবস্ নগরীতে ঢুকে তার পিতৃরাজ্য অধিকার করে বসল। পরবর্তীকালে এই থার্সাণ্ডার ট্রয়যুদ্ধে যোগদান করে।

থার্সাণ্ডার থীবসেই রয়ে গেল। কিন্তু তার সেনাপতি তার দেশে ফিরে গেল। বাড়ি ফিরেই সে দৈববাণীর নির্দেশ মানার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল। সে জানতে পারল একটা ওড়নার বশবর্তী হয়ে তার মা তাকে বুঝিয়ে যুদ্ধে পাঠায়। এতে তার মন আরো শক্ত হয়ে ওঠে। মাকে তাই নিজের হাতে হত্যা করল এ্যালসিমীয়ন।

মাকে হত্যা করেই বাড়ি ছেড়ে চলে গেল এ্যালসিমীয়ন। সে বাড়িতে কিছুতেই টিকতে পারল না। প্রতিহিংসার অপদেবতারা তাকে অনুসরণ করতে লাগল। মাতৃরক্ত পাত করার জন্য অবিরাম দৈব অভিশাপ ঝরে পড়তে লাগল তার মাথার উপর।

অবশেষে আর্কেডিয়ায় গিয়ে কিছুটা শান্তি পেল এ্যালসিমীয়ন।

সেখানকার সহৃদয় রাজা ফেগেউস দয়া করে আশ্রয় দিয়ে তার জন্য দেবতাদের কাছে পুজার অঞ্জলি ও উৎসর্গ দান করল। তাকে এইভাবে শাপমুক্ত করে তার সঙ্গে নিজের মেয়ে এ্যারিসনোর বিয়ে দিলেন।

তবু দৈব অভিশাপ কাটল না এ্যালসিমীয়নের মাথার উপর থেকে। এমন কি তাকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য আর্কেডিয়াতেও দুর্ভিক্ষ ও মড়ক দেখা দিল। তখন এক দৈববাণী মারফৎ জানা গেল এ্যালসিমীয়নকে বাস করতে হবে এমন এক জায়গায় যার জন্ম হয় তার মাতৃহত্যার পর।

মাকে হত্যা করে তার কাছ থেকে সেই ভয়ঙ্কর দুটি উপহারের বস্তু সঙ্গে নিয়ে আসে এ্যালসিমীয়ন। সে দুটি বস্তু হলো সেই গলার হার আর ওড়না। সে দুটি বস্তু তার স্ত্রী এ্যারিসনোর কাছে রেখে সে একাই বেরিয়ে পড়ল সেই জায়গার সন্ধানে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে একিলাস নদীর মোহনায় একটা নতুন দ্বীপ দেখতে পেল। হিসাব করে দেখল এ দ্বীপের জন্ম হয় ঠিক সেই দিন যেদিন সে তার মাকে হত্যা করে।

সুতরাং এই দ্বীপেই রয়ে গেল এ্যালসিমীয়ন। তার মনে হলো এতদিনে সে সমস্ত অভিশাপের বোঝা থেকে মুক্ত হয়েছে।

কিন্তু সব অভিশাপ তখনো কাটল না। নতুন বিপদে জড়িয়ে পড়ল এ্যালসিমীয়ন। এ্যারিসনোর কথা ভুলে গিয়ে সে নদীদেবতা একিলাসের কন্যা ক্যালিরোকে বিয়ে করল। ক্যালিরোর গর্ভে তার দুটি সন্তান জন্মাল। তাদের নাম রাখা হলো একারাণ ও এ্যাম্ফিটেয়াস।

হয়ত এই নতুন সংসারে সুখী হতে পারত এ্যালসিমীয়ন। কিন্তু বিপদটা দেখা দিল তার দ্বিতীয়া স্ত্রী ক্যালিরোর কাছ থেকে। কথায় কথায় সে একদিন ক্যালিরোকে সেই গলার হার আর ওড়নাটার কথা বলে ফেলে যা সে তার প্রথমা স্ত্রী এ্যারিসনোর কাছে রেখে আসে। অবশ্য আগেকার বিয়ের কথাটা বলেনি তাকে।

ক্যালিরো এবার দাবি জানাতে লাগল তার উপর। বলল, ও দুটো আমাকে এনে দিতেই হবে।

অবশেষে একদিন আর্কেডিয়ায় চলে গেল এ্যালসিমীয়ন। সেখানে গিয়ে এ্যারিসনোকে বলল, এখনো তার উন্মাদ রোগ সম্পূর্ণ ভাল হয় নি। অভিশাপ কাটেনি। সে ডেলফির মন্দিরে গিয়েছিল গণনা করতে। সেখানকার দৈববাণীতে বলেছে সেই গলার হার আর ওড়নাটা মন্দিরে রেখে আসতে হবে। তা না হলে তার পাপ স্খালন হবে না বা অভিশাপ কাটবে না।

এ্যারিসনো কোন কিছু সন্দেহ না করেই সরল বিশ্বাসে জিনিস দুটো নিয়ে নিল। কিন্তু এ্যালসিমীয়নের এক অবিশ্বস্ত ভৃত্য এ্যারিসনোর বাবাকে বলে দিল আসল কথাটা। বলল তার মনিব মিথ্যা কথা বলছে। আসলে সে

একিলাসের মেয়ে ক্যালিরোকে বিয়ে করেছে এবং তাকে খুশি করার জন্যই এই উপহার দুটো নিয়ে যাচ্ছে।

কথাটা সত্যি কিনা তা জানার জন্য এ্যারিসনোর দুই ভাই এ্যালসিমীয়নের পিছু নিল। তারা যখন দেখল এ্যালসিমীয়ন ডেলফির পথে না গিয়ে একিলাস নদীর দিকে যাচ্ছে তখনি তার অবিশ্বস্ততার জন্য পথেই তাকে হত্যা করল। হত্যা করে তার কাছ থেকে জিনিস দুটো নিয়ে তাদের বোনকে গিয়ে দিল।

কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর কথা শুনে ভেঙে পড়ল এ্যারিসনো ভীষণভাবে। সে রূঢ় ও তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করতে লাগল তার ভাইদের। তখন ভাইরা রাগের মাথায় তাকেও হত্যা করল।

এরপর ক্যালিরো যখন জানতে পারল তার স্বামী তাকে ঠকিয়েছে তখন দেবরাজ জিয়াসের কাছে প্রার্থনা করল তার ছেলে দুটি যেন একদিনেই বড় হয়ে তাদের পিতাকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সমুচিত শাস্তি দিতে পারে।

জিয়াস তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। ফলে এ্যাকারাণ ও এ্যাম্ফিটেরাস একদিনেই দুটি বলিষ্ঠ যুবকে পরিণত হয় সামান্য শৈশব থেকে। তারা তাদের পিতার উদ্দেশ্যে আর্কেডিয়ার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। পথে এ্যারিসনোর দুই ভাইকে দেখে তাদের কাছে মার কাছ থেকে শোনা সেই হার আর ওড়না দেখে তাদের দুজনকেই হত্যা করে অকস্মাৎ। তারপর মার কাছে গিয়ে জিনিস দুটো দেয়।

কিন্তু একিলাস সব কিছু শুনে সে জিনিস বাড়িতে রাখতে দিল না। সেই অভিশপ্ত জিনিস দুটি ডেলফিতে এ্যাপোলোর মন্দিরে রাখার জন্য পাঠিয়ে দিল। পরে এ্যাকারাণ থেকে এক জাতির উদ্ভব হয়।

টাইক ও নেমেসিস

জিয়াসের অন্যতমা কন্যা টাইক বড় খামখেয়ালী। জিয়াস তাকে একটা বিশেষ ক্ষমতা দান করেন। কোন মানুষের ভাগ্য কি রকম হবে তা সে ঠিক করত। কাউকে সে প্রচুর দিত, আবার কাউকে কিছুই দিত না। তার খামখেয়ালের জন্য কারো ভাগ্যে জুটত অনেক কিছু, আবার কারো ভাগ্যে সামান্য খাওয়া পরার সংস্থানও জুটত না। সে প্রায়ই একটা বল তার হাতে নিয়ে লোফালুফি করত আর বলত মানুষের ভাগ্য হচ্ছে এই বলের মতন কখনো উপরে কখনো নিচে।

কিন্তু কোন লোক টাইকের কৃপায় প্রচুর ধনদৌলত পাবার পর যদি তার অহঙ্কার করত, অথবা দেবতাদের পূজা না করত, অথবা গরীবদের দুঃখ দূর

করার জন্য কোন দান না করত তাহলে নেমেসিস এসে তার জীবনকে নানা দিক থেকে অপমান আর বিড়ম্বনায় ভরে দিত।

নেমেসিস ছিল সাগরদেবতা ওসিয়ানাসের কন্যা। সে সাধারণতঃ থাকত বামনাসে। তার এক হাতে থাকত আপেল গাছের একটা শাখা আর এক হাতে থাকত একটি চক্র। তার মাথায় থাকত একটা রূপোর মুকুট। তার কোমর-বন্ধনীতে থাকত একটা চাবুক। তার দেহসৌন্দর্য ছিল এ্যাফ্রোদিতের মতই।

অনেকে বলে দেবরাজ নাকি নেমেসিসের প্রেমে পড়েন। জলে স্থলে পৃথিবী ও সমুদ্রের সব জায়গায় তাকে পাবার জন্য তার পিছু পিছু ঘুরে বেড়ান। কিন্তু নেমেসিস তাঁকে ধরা দেয়নি। উল্টে জিয়াসকে এড়িয়ে যাবার জন্য ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ বদলায়। অবশেষে একবার একটি বনহংসের আকার ধারণ করে জিয়াস নেমেসিসের সঙ্গে সঙ্গম করেন। আর তার ফলে এক ডিম্ব প্রসব করে নেমেসিস। সেই ডিম্ব থেকেই হেলেনের জন্ম হয়। পরে এই হেলেনই ট্রয়যুদ্ধের কারণ হয়ে ওঠে।

অনেকে বলে ভাগ্যদেবী টাইক নাকি এক কৃত্রিম দেবী প্রাচীনকালের দার্শনিকরা যাঁকে আবিষ্কার করেন। তাঁদের মতে টাইক শুধু ভাগ্যের দেবী নন, তিনি প্রাকৃতিক নিয়ম, ন্যায়বিচার ও লজ্জার প্রতীক। কিন্তু নেমেসিস একজন সহজাত দেবী, টাইকের যত কিছু আতিশয্যকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যই যাঁর উদ্ভব হয়েছে। নেমেসিসের হাতে যে চক্র আছে তা হচ্ছে সৌরবৎসর ও ঋতুপরিবর্তনের প্রতীক।

অনেকে বলে এই নেমেসিসই হলো লেডা যাঁর অপর নাম লিটো, যাকে পাইথন তাড়া করে নিয়ে বেড়ায়। নেমেসিসের হাতে যে চক্র ছিল তা শুধু ঋতু পরিবর্তন নয়, তা ভাগ্য পরিবর্তনেরও প্রতীক। তা আবার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ারও প্রতীক। অর্থাৎ সব কাজেরই ফল বা প্রতিক্রিয়া আছে।

মানব জাতির পাঁচটি স্তর

কেউ কেউ বলে প্রমিথিয়াস মানুষ সৃষ্টি করেন। আবার কেউ বলে এক বিরাটকায় সাপের দাঁত থেকে মানুষের প্রথম জন্ম হয়। কেউ বলে পৃথিবী নিজে থেকে তার গর্ত থেকে স্বাভাবিকভাবে বৃক্ষের ফলের মত মানুষ প্রসব করে। এ্যাটিকা দেশে এইভাবে যে মানুষের প্রথম আবির্ভাব হয় তার নাম এ্যালাকোমেনেউস। বোতিয়ার অন্তর্গত লেক কোপাইএর ধারে নাকি তার জন্ম হয়।

প্রথম মানব এ্যালাকোমেনেউস নাকি দেবরাজ জিয়াসের বিশেষ বিশ্বাস

ভাজন ও স্নেহভাজন ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেবরাজ জিয়াসের ঝগড়া যখন তুঙ্গে ওঠে তখন এ্যালাকোমেনেউস নাকি জিয়াসের পরামর্শদাতারূপে কাজ করেন। এ্যালাকোমেনেউস আবার হেরার গর্ভজাত কন্যা বালিকা এথেনের গৃহশিক্ষকরূপে বেশ কিছুদিন কাজ করেন।

মানবজাতির জন্ম যেভাবেই হোক আদি যুগের মানুষেরা ছিল চিরসুখী। তাদের যুগকে বলা হত স্বর্ণ যুগ। তারা সবাই ছিল দেবরাজ জিয়াসের পিতা ক্রোনাসের প্রজা। দুঃখ বলে কোন জিনিস ছিল না তাদের জীবনে। কোন পরিশ্রম করতে হত না তাদের। তারা বনে বনে ঘুরে বেড়িয়ে গাছের ফল আর ভেড়া ও ছাগলের দুধ খেয়ে বেঁচে থাকত। তাদের জরা মৃত্যু ছিল না। তারা সব সময় নাচগান ও আনন্দের মধ্য দিয়ে কাটাত। মৃত্যুকে ঘুমের মতই সহজ ভাবত তারা। কালক্রমে এই ধরনের মানবজাতির বিলোপ ঘটে।

এরপর শুরু হয় রৌপ্য যুগের। এই যুগের মানুষরা রুটি আর মাংস দুইই খেত। তারা সবাই ছিল শতায়ু। তখনকার সমাজ ছিল সম্পূর্ণরূপে মাতৃ-তান্ত্রিক। কোন মানুষ তার মার আদেশ অমান্য করত না। তারা কোন দেবতার পূজা অর্চনা করত না। তারা লেখাপড়া জানত না। তারা নিজেদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি করত বটে কিন্তু কখনো কোন যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ত না। কালক্রমে জিয়াস তাদের ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করেন।

এরপর আসে পিতলের যুগ। পিতলের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত এই যুগের মানুষরা। তারা ছিল নিষ্ঠুর প্রকৃতির এবং যুদ্ধবাজ। তারা মাংস ও রুটি খেত। তারা যুদ্ধ করে আনন্দ পেত। যুদ্ধবিগ্রহ আর হানাহানির মধ্য দিয়ে তারা একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায় ধরাপৃষ্ঠ হতে।

এর পর শুরু হয় মানবজাতির চতুর্থ যুগ। এই যুগের মানুষদের দেবতাদের ঔরসে মানবীর গর্ভে জন্ম হয়। তারাও পিতলের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করত, কিন্তু চারিত্রিক উদারতা ছিল তাদের। তারা বীরত্বের উপাসক ছিল। তারা থীবস্‌ ও ট্রয়যুদ্ধে প্রচুর বীরত্ব প্রদর্শন করে।

বর্তমানের মানবজাতি হলো লৌহযুগের মানুষ। এটাই হলো মানবজাতির পঞ্চম স্তর। তাদের পূর্ববর্তী স্তরের অযোগ্য বংশধর। তারা নিষ্ঠুর, প্রতি-হিংসাপরায়ণ, কামপ্রবণ, বিশ্বাসঘাতক এবং পিতামাতার প্রতি ভক্তিহীন।

টাইফন

দৈত্যকুলের ব্যাপক ধ্বংসের জন্য ধরিত্রীমাতা রুষ্ট হয়ে তার প্রতিকার ও প্রতিশোধের কথা ভাবতে লাগলেন। এই সব দৈত্যরা ছিল তাঁর সন্তান।

এই সব সন্তানের অভাব পূরণের জন্য তিনি আর একটি দুর্বর্ষ সন্তান গর্ভে ধারণ করার কথা ভাবতে লাগলেন। এই সন্তান হবে তাঁর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান।

এই উদ্দেশ্যে তিনি তার্তারাসের সঙ্গে সহবাস করলেন কিছুদিন। ফলে গর্ভ সঞ্চার হলো তাঁর মধ্যে। যথাসময়ে গিনিসিয়ার অন্তর্গত করিসিয়ার এক গুহার মধ্যে এক পুত্রসন্তান প্রসব করলেন ধরিত্রীমাতা। এই সন্তান হলো সারা পৃথিবীর মধ্যে এক বৃহদাকার দানব। তার নাম রাখা হলো টাইফন।

টাইফনের জানুর নিচের অংশটা ছিল সাপের মত। তার বাহু দুটো প্রসারিত করলে তা দুশো মাইল পার হয়ে যেত এবং সে বাহুতে হাতের পরিবর্তে ছিল অসংখ্য সাপের মাথা। তার ঘাড়ের উপর ছিল একটা গাধার মাথা এবং সে মাথা এতই উঁচু ছিল যে সে মাথা স্বচ্ছন্দে নক্ষত্রদের স্পর্শ করত। তার পাখা দুটি এতই বিশাল ছিল যে সূর্যকে আড়াল করে দিয়ে প্রকাশ্য দিবাভাগে সূর্যের সব উজ্জ্বলতা ম্লান করে দিয়ে অন্ধকার ঘন করে আনত সমগ্র পৃথিবীতে। তার চোখ দিয়ে আগুন বার হত। সে মুখ ব্যাদান করলেই জ্বলন্ত পাহাড়ের মত বড় বড় অগ্নিপিণ্ড বার হত।

টাইফন যখন অলিম্পাসের দিকে বেগে ধাবিত হত তখন দেবতারা অলিম্পাস ছেড়ে মিশরে গিয়ে আশ্রয় নিতেন। সেখানে এক একজন দেবতা এক একটি পশুর ছদ্মবেশ ধারণ করতেন। এমন কি দেবরাজ জিয়াস একটি ভেড়ার রূপ ধারণ করতেন। এ্যাপোলো একটি কাক, স্বর্গের রাণী হেরা একটি গাভী, ডায়োনিসাস একটি ছাগল, আর্তেমিস একটি বিড়াল, এ্যাফ্রোদিতে একটি মাছ, এবং এ্যারেস একটি শূকরের ছদ্মবেশ ধারণ করতেন।

দেবী এথেন কিন্তু কোন ছদ্মবেশ ধারণ করেননি। তিনি অলিম্পাস ছেড়ে কোথাও পালিয়েও যাননি। তিনি দেবরাজ জিয়াসকে তাঁর ভীরুতা ও কাপুরুষতার জন্য ভং'সনা করতে লাগলেন। বললেন, তুমি তোমার দৈব শক্তিদ্বারা টাইফনকে দমন করো। তার এই দানাবিক অত্যাচার থেকে দেব-লোককে মুক্ত করার দায়িত্ব তোমারই।

এথেনের একথা শুনে জিয়াস একদিন টাইফনকে লক্ষ্য করে তার বজ্র নিক্ষেপ করলেন। সেই বজ্রাগ্নির আঘাতে আহত হলো টাইফন। সে ছুটে ক্যাসিয়াস পর্বতে পালিয়ে গেল। জিয়াসও একটি জ্বলন্ত কাস্তে হাতে তার অনুসরণ করতে করতে ক্যাসিয়াস পর্বতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ক্যাসিয়াস পর্বত সিরিয়ার কাছে অবস্থিত। সেখানে দুজনে দুজনকে কাছে পেয়ে ধ্বস্তা-ধ্বস্তি শুরু করে দিল। টাইফন তার অসংখ্য কুণ্ডলি দিয়ে জিয়াসকে জড়িয়ে ধরে তাঁর জ্বলন্ত কাস্তেটি কেড়ে নিল। তারপর তাঁর হাত ও পায়ের পেশীগুলি তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অকর্মন্য করে দিল জিয়াসকে। এরপর জিয়াসকে টেনে নিয়ে এল কোরিসিয়ার গুহাতে। জিয়াস অমর। তাঁকে বধ করতে পারল না টাইফন। কিন্তু তিনি হাত পা কিছুই নাড়তে পারলেন না। টাইফন

করে দিল এ্যালসিওনেউসকে।

এরপর দৈত্যদের নেতৃত্ব করার জন্য এগিয়ে এল পর্ফিরিয়ন। সে দৈত্যদের দ্বারা জড়ো করা বড় বড পাথরের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে লাফ দিয়ে অলিম্পাস পর্বতের উপর উঠে গেল। তার সামনে কোন দেবতা দাঁড়াতে পারল না। অথবা কোন প্রতিরক্ষারও ব্যবস্থা করতে পারল না। একমাত্র এথেন অটল-ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু পর্ফিরিয়ন তাকে কিছু না করে হেরাকে খুঁজতে লাগল এবং তাঁকে ধরেই তাঁর গলা টিপে মারার জন্য উদ্যত হলো। তখন কামদেবতা ইরস তার উপর একটি তীর নিক্ষেপ করে তার সমস্ত ক্রোধাবেগকে সহসা কামাবেগে পরিণত করে দিলেন। পর্ফিরিয়ন তখন হেরাকে গলা টিপে হত্যা করার চেষ্টা না করে তাঁকে ধর্ষণ করার চিন্তা করতে লাগল। হেরার গা থেকে দামী পোষাকগুলো খুলে ফেলল।

দেবরাজ স্বচক্ষে দেখলেন তাঁর সামনে পর্ফিরিয়ন তাঁর স্ত্রীকে ধর্ষণ করতে যাচ্ছে। তিনি তখন প্রবল আক্রোশে এক বজ্র নিক্ষেপ করলেন তার উপর। বেশ কিছুটা আঘাত পেয়ে পড়ে গেলেও আবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল পর্ফিরিয়ন। তখন হেরাকলস্ ফ্লেগরা থেকে এসেই একটি তীর দ্বারা বধ করে ফেলল তাকে।

পর্ফিরিয়নের পতন ঘটতেই দৈত্যদের নেতৃত্ব করতে এল এফিয়াল্‌তে। এসেই সে এ্যারেসকে এমনভাবে আঘাত করল যাতে তিনি নতজানু হয়ে বসে পড়তে বাধ্য হন। তখন এ্যাপোলো এফিয়াল্‌তের বাঁ চোখটিকে একটি তীর দিয়ে বিদ্ধ করেন। তারপর তিনি হেরাকলস্‌কে ডাকতে থাকেন। তখন হেরাকলস্ এসে তার গদা দিয়ে তার আঘাতে মুহূর্তে বধ করে ফেলে এফিয়াল্‌তেকে।

এইভাবে যখনি কোন দেবতা কোনভাবে কোন দৈত্যকে আহত করেন তখনি হেরাকলস এসে তার গদার চরম আঘাতে তাকে বধ করে ফেলে। এইভাবে ডাওনিসাসের হাতে ইউরিতাস ও থার্সাস, হিকেটের হাতে ক্লাইতিয়াস, হিফাস্টাসের হাতে মিমাস ও এথেনের হাতে প্যালাস নিহত হয়। সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় দেবী হেস্তিয়া ও দিমেতার এ যুদ্ধে যোগদান করে নি। তারা শুধু পাশ থেকে নীরব দর্শক হিসাবে দেখতে দেখতে হাত মোচড়াতে লাগল।

এইভাবে সর্বশক্তিমান দেবতাদের কাছে নির্জিত হয়ে হতাশ মনে মর্ত্যে পালিয়ে গেল দৈত্যরা। তাদের পিছু পিছু দেবতারাও তেড়ে গেল। এথেন এনক্ল্যাডাস নামে একটা দৈত্যের উপর একটা ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। সেই আঘাতে এনক্ল্যাডাস সিসিলি দ্বীপে পরিণত হয়। সমুদ্র-দেবতা তাঁর ত্রিশূল দিয়ে একটা পাহাড় থেকে পাথর কেটে তা পলিবেটস্‌এর উপর নিক্ষেপ করলেন। পলিবেটস্‌ও একটা ছোট দ্বীপে পরিণত হয়।

আর্কেডিয়ার অন্তর্গত ব্যাথস নামক এক জায়গায় দৈত্যরা তাদের এক নতুন

বসতি স্থাপন করার জন্য শেষ চেষ্টা করে দেখল। সেখানে নাকি আজও আগুন জ্বলে এবং সেখানকার মাটিতে চাষীরা লাঙ্গল দিয়ে জমি চষতে গিয়ে আজও দৈত্যদের হাড় পায়।

ইতালির কুমা নামক সমতলভূমিতে দেবতাদের সঙ্গে বিদ্রোহী দৈত্যদের যে চূড়ান্ত সংগ্রাম হয় তাতে দৈত্যরা একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। হার্মিস নরকের রাজার কাছ থেকে এমন একটি শিরস্ত্রাণ আনেন যা পরে থাকলে যে কোন যুদ্ধে জয় অনিবার্য। সেই শিরস্ত্রাণ পরে দৈত্যদের নেতা হিপ্পোলিটাসকে ধরাশায়ী করে ফেলেন হার্মিস। আর্তেমিস তখন গ্রেশিয়নের পতন ঘটান। নিয়তি দেবীরা আর্গাস ও থোয়াসের মাথাগুলো ভেঙ্গে দেন। এ্যারেস তাঁর বর্শা আর জিয়াস তাঁর বজ্র দ্বারা বাকি দৈত্যদের ঘায়েল করেন। সব ক্ষেত্রেই দেবতাদের অস্ত্রাঘাতে দৈত্যরা মুখ থুবড়ে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই হেরাকলস তার গদা দিয়ে তাদের মাথাগুলো ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে তাদের মৃত্যু ঘটায়। এরপর থেকে দৈত্যরা দেবতাদের বিরুদ্ধে আর মাথা তোলার সাহস বা শক্তি পায়নি কোনদিন।

এ্যালোয়েদস্

এফিয়াল্‌তে ও ওতাস ছিল ইফিমেদিয়ার অবৈধ সন্তান। ত্রিওপস্‌এর কন্যা ইফিমেদিয়া সমুদ্রদেবতা পসেডনের প্রেমে পড়ে। তাঁর প্রেমপ্রার্থিনী হয়ে সে সমুদ্রতীরে বসে বসে সমুদ্রতরঙ্গগুলিকে দুহাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করে তার কোলের উপর ধারণ করে। এরই ফলে তার মধ্যে গর্ভসঞ্চার হয় এবং সেই গর্ভ থেকে দুটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে।

ইফিমেদিয়া অবশ্য পরে আলোউস নামে এক দানবরাজকে বিয়ে করে। আলোউস ছিল বোতিয়ার অন্তর্গত এ্যাসোপিয়ার রাজা। ইফিমেদিয়ার কুমারী বয়সের অবৈধ পুত্রসন্তানদুটি আলোউসের সন্তান হিসাবে পরে এ্যালোয়েদস নামে অভিহিত হয়।

কিন্তু ইফিমেদিয়ার এই অতিপ্রাকৃত সন্তানদুটি অলৌকিক ও অস্বাভাবিক-ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা জন্মের পর থেকেই প্রতি বছর নয় কিউবিট করে আয়তনে ও উচ্চতায় বাড়তে থাকে। এইভাবে যখন তাদের বয়স নয় বছর পূর্ণ হলো তখন তারা তাদের বৃহদাকার দেহের শক্তির দম্ভে আত্মহারা ও হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল। এক অসাধারণ উচ্চাভিলাষের মদে মত্ত হয়ে স্বর্গলোক অলিম্পিয়া অভিযানের বাসনা প্রকাশ করে। স্টাইক্স নদীর ধারে এফিয়াল্‌তে ও ওতাস একদিন শপথ করল তারা যথাক্রমে স্বর্গের রাণী হেরা ও দেবী আর্তেমিসকে ধর্ষণ করবে।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা প্রথমে ঠিক করল রণদেবতা এ্যারেসকে প্রথমে তারা বন্দী করবে। তা যদি করে তাহলে স্বর্গজয় সহজ হয়ে উঠবে তাদের পক্ষে।

এই মনে করে কালবিলম্ব না করে তারা চলে গেল থ্রেসে। রণদেবতা এ্যারেস তখন সেখানেই অবস্থান করছিলেন। সেখানে এ্যারেসকে একা পেয়ে সহজেই তাকে ধরে ফেলে নিরস্ত্র করল তাঁকে। তারপর তাঁর হাত পা বেঁধে একটি বড় তামার পাত্রে ভরে তাদের বিমাতা এরিবোয়ার বাড়িতে এক জায়গায় লুকিয়ে রাখল। তাদের মা ইফিমেদিয়া অকালে মারা যাওয়ায় তাদের বাবা আবার এরিবোয়াকে বিয়ে করে।

এরপর শুরু হলো তাদের স্বর্গলোক অভিযানের কাজ। এক ভবিষ্যদ্বাণী ও দৈববাণীর মাধ্যমে তারা জানতে পারে কোন মানুষ বা দেবতা তাদের বধ করতে পারবে না। এজন্য ক্রমে আকাশচুম্বী ও অপ্রতিহত হয়ে ওঠে তাদের দুঃসাহসী অভিলাষ।

অলিম্পিয়া অবরোধের এক উপায়ও খাড়া করে তারা। তারা প্রথমে অলিম্পিয়ার সুউচ্চ শিখরদেশে ওঠার জন্য ওসা পাহাড়ের উপর পেলিয়ান নামে আর একটা পাহাড় চাপিয়ে দেয়। তারপর নিকটবর্তী সমুদ্রটার মধ্যে পাহাড় ফেলে ফেলে সেটাকে একেবারে বুজিয়ে দেবার সংকল্প করে।

এদিকে এ্যালোয়েদসের এই দুর্বার বাসনার কথা শুনে দেবতারা চিন্তিত ও ভীত হয়ে পড়লেন। এ্যাপোলো দেবী আর্তেমিসকে এক উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন দৈহিক বলে যখন ঐসব দানবদের পরাস্ত করা সম্ভব নয়, তখন কৌশলে ও ছলনার দ্বারা তাদের বশীভূত করা ছাড়া উপায় নেই।

এ্যাপোলোর পরামর্শ অনুসারে এ্যালোয়েদসের কাছে এক বার্তা পাঠালেন দেবী আর্তেমিস। বলে পাঠালেন তারা যদি অলিম্পিয়া অবরোধ তুলে নেয়, তাহলে তিনি ন্যাক্সস দ্বীপে গিয়ে ওতাসের আলিঙ্গনে ধরা দেবেন।

এই বার্তা পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল ওতাস। আনন্দে আত্মহারা হয়ে অলিম্পিয়া অবরোধের কথা ব্যক্তিগতভাবে ভুলে গেল সে। কিন্তু এ কথায় এফিয়াল্‌তে খুশি হতে পারল না। কারণ স্বর্গের রাণী হেরা তার কাছে অনুরূপ কোন আত্মসমর্পণের বার্তা পাঠান নি। অথচ হেরাকে কামনা করে এবং এ কামনাকে সে কার্যে পরিণত করে তুলবেই। ওতাসের এই সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল সে। ক্রোধে ও ঈর্ষায় ক্রমশঃ অন্ধ হয়ে উঠতে লাগল সে।

যাই হোক, দুজনে তারা ন্যাক্সস দ্বীপে গিয়ে হাজির হলো। শেষ পর্যন্ত কি হয় তা দেখতে হবে।

কিন্তু ন্যাক্সসে গিয়ে তারা এক নতুন বিপদের সম্মুখীন হলো। বিপদটা এল তাদের ভিতর থেকে। এফিয়াল্‌তে প্রস্তাব করল, আর্তেমিসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হোক, কারণ তাদের দাবি পুরোপুরি দেবতারা মেনে নেননি।

আর তা যদি ওতাস প্রত্যাখ্যান না করে তাহলে আর্তেমিস তাদের কাছে এলে বড় ভাই হিসাবে এফিয়াল্‌তেই প্রথমে ধর্ষণ করবে তাঁকে।

কিন্তু একথা সহজে মেনে নিতে চাইল না ওতাস। সে বলল আর্তেমিস যখন তার কাঁছে ধরা দিতে চেয়েছে তখন একমাত্র সে-ই তাকে ভোগ করবে। কিন্তু এফিয়াল্‌তেও তার দাবিপূরণের ব্যাপারে অচল অটল। এইভাবে তাদের বিপদ যখন তুঙ্গে উঠল তখন এক সাদা মৃগীর রূপ ধারণ করে আর্তেমিস সেখানে এসে হাজির হলো। মৃগীটিকে দেখে দুজনেই মোহিত হয়ে গেল।

দুজনেই তাদের আপন আপন বর্শানিক্ষেপের দ্বারা মৃগীটিকে আগে বধ করতে চাইল। কে আগে বর্শা ছুঁড়বে তাই নিয়েই মতান্তর হলো এবং ঝগড়া বাধল। সে ঝগড়ার কোন মীমাংসা না হওয়ায় দুজনেই এক সঙ্গে তাদের হাত থেকে বর্শা নিক্ষেপ করল মৃগীটিকে লক্ষ্য করে। এমন সময় মৃগীরূপিণী আর্তেমিস কৌশলে এমনভাবে তাদের দুজনের মাঝখানে এসে পড়লেন যাতে তাদের বর্শাদুটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তাদের বুকদুটিকে আমূল বিদ্ধ করল। ফলে দুজনেই একই সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

তাদের মৃতদেহদুটিকে পরে বোতিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ল্যাক্সসের অধিবাসীরা আজও বীরত্বের প্রতীক হিসাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে তাদের।

দৈত্যদের অবরোধ থেকে এইভাবে অলিম্পিয়া মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে হার্মিস এ্যারেসের সন্ধানে বেরিয়ে গেলেন। হার্মিস জানতেন এ্যালোয়েদস ভ্রাতাদ্বয় এ্যারেসকে বন্দী করে তাদের বিমাতা এরিবোয়ার বাড়িতে এক গোপন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে।

হার্মিস তাই এবার বিজয়গর্বে চলে গেলেন এরিবোয়ার বাড়িতে। বললেন, ছেড়ে দাও তাকে।

এ্যারেসের অবস্থা তখন অর্ধমৃত। যাই হোক, এ্যারেসকে মুক্ত করে স্বর্গে চলে গেলেন হার্মিস। গিয়ে শুনলেন এক অদ্ভুত কথা। শুনলেন এ্যালোয়েদস্ ভাইরা মরে গেলেও তাদের আত্মা আবার তারকারূপে অবতীর্ণ হয়েছে।

খবরটা পেয়েই দেবতারা আবার তারকারূপে ছুটে গেলেন। সেখানে তাদের দেখতে পেয়েই দেবতারা তাদের একটি বিরাট স্তম্ভের সঙ্গে তাদের দুজনকেই কতকগুলি জীবন্ত বিষাক্ত সাপ দিয়ে বেঁধে রাখা হলো। সেই অবস্থায় থাকতে থাকতে তারা পাথর হয়ে যায়। তারা আজও সেখানে পিঠে পিঠ দিয়ে দুজনে বসে আছে একটি স্তম্ভের গায়ে আর সেই স্তম্ভের মাথার উপর জলপরী স্টাইক্স বসে আছে। আসলে এ্যালোয়েদরা যেন অচরিতার্থ শপথের প্রতীক হয়ে তাদের ব্যর্থতার কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

ডিউক্যালিয়নের বন্যা

ডিউক্যালিয়নের বন্যা বললেই ওগিজিয়ার বন্যার থেকে এর পার্থক্যের কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে আপনা থেকে। আসলে এই বন্যার উদ্ভব হয় দেবরাজ জিয়াসের ক্রোধ থেকে। জিয়াস একবার পেলাগাসপুত্র লাইকাওনের উপর ভীষণ রেগে যান। ওই লাইকাওনই আর্কেডিয়ার অরণ্য অঞ্চলগুলিতে সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করে এবং জিয়াসের পূজার প্রচলন করে।

কিন্তু জিয়াসের কাছে একবার এক বালককে প্রথম উৎসর্গ করা হয় বলে রুষ্ট হয়ে ওঠেন জিয়াস লাইকাওনের উপর। তার ফলে লাইকাওন জিয়াসের রোষে নেকড়েতে পরিণত হয় এবং বজ্রাঘাতে তার প্রাসাদ ভস্মীভূত হয়। লাইকাওনের বাইশটি পুত্র ছিল।

লাইকাওনের ছেলেদের এই অপরাধের কথা অলিম্পাসের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। দেবরাজ জিয়াস একবার তাদের পরীক্ষা করার জন্য নিজে ছদ্মবেশে তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তিনি এক সাধারণ পথিকের ছদ্মবেশ ধারণ করলেন। কিন্তু তারা জিয়াসকে চিনতে পেরেও তাঁকে ইচ্ছা করে অপমান করার মানসে তাঁকে এমন এক কুখাদ্য ঝোল খেতে দিল যার মধ্যে পশু ও মানুষের নাড়ীভুঁড়ি মেশানো ছিল।

জিয়াস কিন্তু আগে থেকে তা জানতে পারেন। তাঁকে প্রতারিত করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। তাই জিয়াস সেই ভোজসভার সাজানো টেবিলটা নিজের হাতে উল্টে দিয়ে ব্যর্থ করে দেন তাদের সব ষড়যন্ত্র। সেই ষড়যন্ত্রের সব কথা যোগবলে জিয়াস জানতে পেরে ভীষণ রেগে উঠল। তিনি রাগের মাথায় তাদের সকলকে পশুতে পরিণত করেন।

অলিম্পিয়ায় ফিরে এসে জিয়াস সারা পৃথিবীকে ভাসিয়ে দেবার জন্য এক মহাপ্লাবনের সৃষ্টি করলেন। সেই মহাপ্লাবনের দ্বারা পৃথিবীর সব মানব ও দানবদের ভাসিয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইলেন তিনি।

দেবরাজ জিয়াস তাঁর এই ভয়ঙ্কর ইচ্ছা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ দিক হতে প্রবল বাতাস বইতে লাগল আর শুরু হলো প্রবল অবিরাম বৃষ্টি। দেখতে দেখতে জলে জলাকার হয়ে উঠল পৃথিবী। সমস্ত নদীগুলো কূল ছাপিয়ে দুর্বার বন্যার আকারে ছুটে যেতে লাগল চারদিকে। সব ডুবে গেল। সব জনপদ ও গ্রামনগর ভেসে গেল। একমাত্র কতকগুলো বড় বড় পাহাড়ের চূড়াগুলো জেগে রইল সেই মহাপ্লাবনের মাঝে।

সে প্লাবনে সব মানুষ ও দৈত্যদানব ভেসে গেল। কেউ রেহাই পেল না। একমাত্র ডিউক্যালিয়ন বেঁচে গেল। প্রমিথিয়াসপুত্র ডিউক্যালিয়ন ছিল পিথিয়ার রাজা। আগে থেকে জানতে পেরে সাবধান হয়ে পড়ে সে।

ডিউক্যালিয়নের বাবা প্রমিথিয়াস যখন দেবরাজ জিয়াসের কোপে পড়ে ককেশাস পর্বতে শৃংখলিত অবস্থায় বন্দীদশায় কাটাচ্ছিল তখন সে একবার দেখা করে তার বাবার সঙ্গে। প্রমিথিয়াস তখন তার ছেলেকে সাবধান করে দেয়। বলে, এই ধরনের এক মহাপ্লাবনের দ্বারা সারা পৃথিবীকে ভাসিয়ে দেবে জিয়াস।

এই সতর্কবাণী শুনে ডিউক্যালিয়ন এক জাহাজ বানায়। তারপর বেশ কিছুদিনের জন্য খাবার আর প্রয়োজনীয় মালপত্র নিয়ে স্ত্রী পাইরণকে সঙ্গে করে সেই জাহাজে গিয়ে ওঠে ডিউক্যালিয়ন।

প্রচুর বৃষ্টি আর প্লাবন চলে পুরো নয়দিন ধরে। তারপর থেকে বানের জল কমতে থাকে ক্রমশঃ। ডিউক্যালিয়নের জাহাজটা নয়দিন ধরে ভেসে বেড়াতে লাগল ক্রমাগত। নয়দিন পর দেখা গেল তার জাহাজটা পার্ণেসাস পাহাড়ের কাছে এসে পড়েছে। তাছাড়া ডিউক্যালিয়নের কাছে এক ঘুঘু পাখি ছিল। পাখিটাকে মাঝে মাঝে ছেড়ে দিয়ে দেখত পাখিটা কোথাও বসতে জায়গা পেয়েছে কি না। নয় দিন পর পাখিটাকে ছেড়ে দিতেই পাখিটা উড়ে গেল, আর ফিরে এল না। ডিউক্যালিয়ন তখন বুঝল পাখিটা বসতে জায়গা পেয়ে গেছে অর্থাৎ বন্যার জল অনেকটা সরে গেছে।

জাহাজ থেকে নেমে সেফিসাস নদীর ধারে থেমিস নামে এক জায়গায় চলে গেল ডিউক্যালিয়ন। সেখানে জিয়াসের মন্দিরে পূজো দিল জিয়াসের উদ্দেশ্যে। পূজো দেবার সময় দেবরাজ জিয়াসের কাছে প্রার্থনা করল ডিউ-ক্যালিয়ন তিনি যেন মানবজাতিকে নতুনভাবে সৃষ্টি করেন। তাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে জিয়াসও হার্মিসকে পাঠিয়ে বলে দেন তার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে।

এমন সময় থেমিস সশরীরে আবির্ভূত হয়ে ডিউক্যালিয়নকে বলল, তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে দুজনে মিলে তোমাদের মাথাগুলো ঢেকে দাও আর তারপর তোমাদের পিছনে তাদের মার দেহের হাড়গুলো ছুঁড়ে ফেলতে থাক।

প্রথমে কথাটার মানে বুঝতে পারল না ডিউক্যালিয়ন। পরে অনেক ভেবে বুঝল তাদের মা বলতে এখানে ধরিত্রী বা পৃথিবীমাতাকে বোঝানো হয়েছে এবং সেই পৃথিবীমাতার হাড় বলতে পাহাড়ের পাথরগুলোকে বোঝাচ্ছে।

এই কথা বুঝে ডিউক্যালিয়ন আর তার স্ত্রী পাইরা প্রথমে নিজেদের মাথাগুলো ঢেকে দিল। তারপর পাহাড় থেকে পাথর এনে সেই পাথরগুলো কোন মানুষকে দেখতে পেলেই তার মাথার উপর মারতে লাগল। এইভাবে প্লাবনে রক্ষা পাওয়া অনেক মানুষ ওদের হাতে মারা গেল। ওরা চেয়েছিল, যারা পুণ্যবান ও ভাল মানুষ তারাই শুধু বেঁচে থাকবে পৃথিবীতে।

মহাপ্লাবনের সময় জাহাজ বা কোন কিছুর সাহায্য ছাড়াই বিনা চেষ্টাতেই আরো দুজন মানুষ বেঁচে যায়। তারা হলো জিয়াসের ঔরসজাত ও কোন

মানবীর গর্ভজাত পুত্র মেগারাস। মহাপ্লাবন আসার সময় মেগারাস তার বিছানায় ঘুমোচ্ছিল। কিন্তু জিয়াসের কৃপায় অলৌকিকভাবে তার প্রাণ রক্ষা পায়। সহসা এক সারস পাখি তাকে ঘুম থেকে ডেকে নিয়ে জেরামিয়া পাহাড়ের উপর যায়।

আর একজন হলো পেলিয়নের সেরামবাস। প্লাবনের সময় কোন এক জলদেবী দয়া করে সেরামবাসকে একটি পাখিতে পরিণত করে দেয়। সে তখন পার্ণেসাস পাহাড়ের চূড়ার উপর উড়ে গিয়ে বসে থাকে এবং এইভাবে প্রাণ বাঁচায়।

তাছাড়া পার্ণেসাস পাহাড়ের আশেপাশে যে সব মানুষরা বাস করত তারাও বেঁচে যায় সেই মহাপ্লাবনের সময়। তারা সমুদ্রদেবতা পসেডনের কৃপায় বেঁচে যায়। রাত্রিবেলায় যখন তারা ঘুমে অচেতন ছিল তখন সহসা অসংখ্য নেকড়ে বাঘের চীৎকারে তাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তারা প্লাবনের জল দেখে পার্ণেসাস পাহাড়ের মাথার উপর উঠে গিয়ে প্রাণ বাঁচায়। পরে পসেডনের পুত্র পার্ণেসাস তাঁর নাম অনুসারে পার্ণেসাস নামে একটি শহর নির্মাণ করেন। এই পার্ণেসাসই নাকি প্রথমে জ্যোতিষবিদ্যার আবিষ্কার করেন। প্লাবনের সময় যে সব মানুষ নেকড়ে বাঘের চীৎকার শুনে পাহাড়ে উঠে প্রাণ বাঁচায় তারাও পরে নেকড়ের নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি নতুন নগর নির্মাণ করে আর তার নাম দেয় লাইকোরিয়া।

কিন্তু মহাপ্লাবনে অনেক কিছু ধ্বংস হলেও তার থেকে এমন কিছু ভাল ফল পাওয়া যায় নি। পার্ণেসাস নগর থেকে অনেক পরে আর্কেডিয়ার অরণ্য অঞ্চলে গিয়ে নতুন করে বসতি স্থাপন করে। তারা আবার জিয়াসকে অশ্রদ্ধা করতে শুরু করে। তারা আবার জিয়াসের মন্দিরে বালক বলির প্রবর্তন করে।

তারা প্রথমে একটি নদীর ধারে জিয়াসের উদ্দেশ্যে একটি ছেলেকে বলি দেয়। তারপর সেই মৃত ছেলেটির নাড়ীভূড়ী দিয়ে ঝোল রান্না করে তা মাঠের রাখালদের ডেকে খেতে দেওয়া হয়। রাখালদের মধ্যে কে সেই নাড়ীভূড়ী খাবে তা ভাগ্য পরীক্ষার দ্বারা ঠিক করা হয়।

যে ছেলেটি সেই নাড়ীভূড়ী খায় তাকে খাওয়ার পর একবার নেকড়ে বাঘের মত ডাকতে হয়, তারপর জামা কাপড় সব ছেড়ে সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে ওপারের গভীর অরণ্যে গিয়ে আট বছর নেকড়েদের মাঝে থাকতে হয়। এই আট বছর ধরে নেকড়েদের মধ্যে বাস করেও সে যদি কোনদিন মানুষের মাংস না খায় তাহলে আবার সে তার মনুষ্যত্ব ফিরে পাবে। তাহলে নির্দিষ্ট সময়কালের পর সে আবার সেই নদীটি সাঁতরে পার হয়ে এপারে এসে তার ছেড়ে যাওয়া পোষাক আবার সে পরে মানুষের সমাজে ফিরে আসবে।

পরবর্তীকালে দামার্কাস নামে এক ব্যক্তি আট বছর নেকড়েদের মধ্যে বাস করার পর আবার সে মানুষের সমাজে ফিরে আসে।

যাই হোক, যে ডিউক্যালিয়ন মহাপ্লাবনে প্রাণে বেঁচে গিয়ে পরে জিয়াসের কৃপালাভ করে সেই ডিউক্যালিয়ন হলো এরিম্নাসনের ভাই। ওজোনিয়ার রাজা ওরেসথেউস এই ডিউক্যালিয়নেরই পুত্র। শোনা যায় এই ওরেস-থেউসের রাজত্বকালে তার দেশে একটি কুকুর একসময় একটি কাঠি প্রসব করে। ওরেসথেউসের নির্দেশে সেই কাঠিটি মাটিতে চারাগাছের মত পোঁতা হয়। পরে সেইটি নাকি একটি আঙুরগাছে পরিণত হয়।

ডিউক্যালিয়নের আর একটি পুত্রের নাম এ্যাম্ফিকটিয়ন। এই এ্যাম্ফিকটিয়ন ডাওনিসাসের সঙ্গে দেখা করে তাকে তুষ্ট করে এবং সে-ই প্রথম মদের সঙ্গে জল মেশাবার প্রথা প্রবর্তন করে। কিন্তু ডিউক্যালিয়নের প্রথম সন্তান হেলেন ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত এবং তার থেকেই গ্রীকজাতির উদ্ভব হয়।

ঈয়স

প্রতিদিন রাত্রি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই গোলাপের কলির মত আঙুল নিয়ে লাল পোষাক পরে হাইপীরিয়নকন্যা ঈয়স তার পূর্বাচলের বিছানায় উঠে বসে। তারপর ল্যাম্পাস ও প্লেথন নামে দুই অশ্ববাহিত রথে সে উঠে পড়ে। সেই রথে করে এগিয়ে চলে অলিম্পিয়ার পথে।

অলিম্পিয়াতে গিয়েই ঈয়স তার ভাই হেলিয়াসের আগমনসংবাদ ঘোষণা করে। এই ঈয়সের দুটি পৃথক রূপ আছে যা সে প্রতিদিন দুবার করে ধারণ করে। সকালবেলায় তার ভাই হেলিয়াস আসার সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে ওঠে হেমারা এবং তার ভাইএর সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পরিক্রমা করে বেড়ায়। আবার সন্ধ্যা হতেই পশ্চিম দিগন্তে এসেই সে হয়ে ওঠে হেস্‌পেরা। তখন সে মহাসাগরের পশ্চিম কূলে দাঁড়িয়ে তাদের সারাদিনের আকাশপরিক্রমাশেষে নিরাপদ প্রত্যাগমনের কথা ঘোষণা করে।

একদিন এ্যাফ্রোদিতে ঈয়সের বিছানায় তাঁর স্বামী এ্যারেসকে দেখতে পায়। তখন ঈয়সকে ভ্রষ্টা অপবাদ দিয়ে তাকে অভিশাপ দেন এ্যাফ্রোদিতে। বলেন, চিরকাল ধরে মানব-যুবকের প্রতি তোমার থাকবে এক অতৃপ্ত অবৈধ আসক্তি। এ আসক্তির কোনদিন শেষ হবে না তোমার।

অথচ ঈয়স ছিল বিবাহিতা। আস্ত্রেউস নামে এক টিটান দেবতার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। এই বিয়ের ফলে উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমা বায়ু আর কতক-গুলি নক্ষত্রের জন্ম হয় তার গর্ভে।

তবু মানব-যুবক দেখলেই এক অন্ধ আসক্তিতে উন্মত্ত হয়ে উঠত অভিশপ্তা ঈয়স। প্রথমে ওরিয়ন, পরে পেকালাস ও তারপর ক্রীটাস—এইভাবে একের

মানবীর গর্ভজাত পুত্র মেগারাস। মহাপ্লাবন আসার সময় মেগারাস তার বিছানায় ঘুমোচ্ছিল। কিন্তু জিয়াসের কৃপায় অলৌকিকভাবে তার প্রাণ রক্ষা পায়। সহসা এক সারস পাখি তাকে ঘুম থেকে ডেকে নিয়ে জেরামিয়া পাহাড়ের উপর যায়।

আর একজন হলো পেলিয়নের সেরামবাস। প্লাবনের সময় কোন এক জলদেবী দয়া করে সেরামবাসকে একটি পাখিতে পরিণত করে দেয়। সে তখন পার্নেসাস পাহাড়ের চূড়ার উপর উড়ে গিয়ে বসে থাকে এবং এইভাবে প্রাণ বাঁচায়।

তাছাড়া পার্নেসাস পাহাড়ের আশেপাশে যে সব মানুষরা বাস করত তারাও বেঁচে যায় সেই মহাপ্লাবনের সময়। তারা সমুদ্রদেবতা পসেডনের কৃপায় বেঁচে যায়। রাত্রিবেলায় যখন তারা ঘুমে অচেতন ছিল তখন সহসা অসংখ্য নেকড়ে বাঘের চীৎকারে তাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তারা প্লাবনের জল দেখে পার্নেসাস পাহাড়ের মাথার উপর উঠে গিয়ে প্রাণ বাঁচায়। পরে পসেডনের পুত্র পার্নেসাস তাঁর নাম অনুসারে পার্নেসাস নামে একটি শহর নির্মাণ করেন। এই পার্নেসাসই নাকি প্রথমে জ্যোতিষবিদ্যার আবিষ্কার করেন। প্লাবনের সময় যে সব মানুষ নেকড়ে বাঘের চীৎকার শুনে পাহাড়ে উঠে প্রাণ বাঁচায় তারাও পরে নেকড়ের নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি নতুন নগর নির্মাণ করে আর তার নাম দেয় লাইকোরিয়া।

কিন্তু মহাপ্লাবনে অনেক কিছু ধ্বংস হলেও তার থেকে এমন কিছু ভাল ফল পাওয়া যায় নি। পার্নেসাস নগর থেকে অনেক পরে আর্কেডিয়ার অরণ্য অঞ্চলে গিয়ে নতুন করে বসতি স্থাপন করে। তারা আবার জিয়াসকে অশ্রদ্ধা করতে শুরু করে। তারা আবার জিয়াসের মন্দিরে বালক বলির প্রবর্তন করে।

তারা প্রথমে একটি নদীর ধারে জিয়াসের উদ্দেশ্যে একটি ছেলেকে বলি দেয়। তারপর সেই মৃত ছেলেটির নাড়ীভুঁড়ী দিয়ে ঝোল রান্না করে তা মাঠের রাখালদের ডেকে খেতে দেওয়া হয়। রাখালদের মধ্যে কে সেই নাড়ীভূঁড়ী খাবে তা ভাগ্য পরীক্ষার দ্বারা ঠিক করা হয়।

যে ছেলেটি সেই নাড়ীভুঁড়ী খায় তাকে খাওয়ার পর একবার নেকড়ে বাঘের মত ডাকতে হয়, তারপর জামা কাপড় সব ছেড়ে সাঁতার কেটে নদী পার হয়ে ওপারের গভীর অরণ্যে গিয়ে আট বছর নেকড়েদের মাঝে থাকতে হয়। এই আট বছর ধরে নেকড়েদের মধ্যে বাস করেও সে যদি কোনদিন মানুষের মাংস না খায় তাহলে আবার সে তার মনুষ্যত্ব ফিরে পাবে। তাহলে নির্দিষ্ট সময়কালের পর সে আবার সেই নদীটি সাঁতরে পার হয়ে এপারে এসে তার ছেড়ে যাওয়া পোষাক আবার সে পরে মানুষের সমাজে ফিরে আসবে।

পরবর্তীকালে দামার্কাস নামে এক ব্যক্তি আট বছর নেকড়েদের মধ্যে বাস করার পর আবার সে মানুষের সমাজে ফিরে আসে।

যাই হোক, যে ডিউক্যালিয়ন মহাপ্লাবনে প্রাণে বেঁচে গিয়ে পরে জিয়সের কৃপালাভ করে সেই ডিউক্যালিয়ন হলো এপিমিথিউসের ভাই। ওয়োলিয়ার রাজা ওরেনথেউস এই ডিউক্যালিয়নেরই পুত্র। শোনা যায় এই ওরেনথেউসের রাজত্বকালে তার দেশে একটি কুকুর একসময় একটি কাঠি প্রসব করে। ওরেনথেউসের নির্দেশে সেই কাঠিটি মাটিতে চারাগাছের মত পোঁতা হয়। পরে সেইটি নাকি একটি আঙুরগাছে পরিণত হয়।

ডিউক্যালিয়নের আর একটি পুত্রের নাম এ্যাম্ফিকটিয়ন। এই এ্যাম্ফিকটিয়ন ডাওনিসাসের সঙ্গে দেখা করে তাকে তুষ্ট করে এবং সে-ই প্রথম মদের সঙ্গে জল মেশাবার প্রথা প্রবর্তন করে। কিন্তু ডিউক্যালিয়নের প্রথম সন্তান হেলেন ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত এবং তার থেকেই গ্রীকজাতির উদ্ভব হয়।

ঈয়স

প্রতিদিন রাত্রি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই গোলাপের কলির মত আঙুল নিয়ে লাল পোষাক পরে হাইপীরিয়নকন্যা ঈয়স তার পূর্বাচলের বিছানায় উঠে বসে। তারপর ল্যাম্পাস ও প্লেথন নামে দুই অশ্ববাহিত রথে সে উঠে পড়ে। সেই রথে করে এগিয়ে চলে অলিম্পিয়ার পথে।

অলিম্পিয়াতে গিয়েই ঈয়স তার ভাই হেলিয়াসের আগমনসংবাদ ঘোষণা করে। এই ঈয়সের দুটি পৃথক রূপ আছে যা সে প্রতিদিন দুবার করে ধারণ করে। সকালবেলায় তার ভাই হেলিয়াস আসার সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে ওঠে হেমারা এবং তার ভাইএর সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পরিক্রমা করে বেড়ায়। আবার সন্ধ্যা হতেই পশ্চিম দিগন্তে এসেই সে হয়ে ওঠে হেস্পেরা। তখন সে মহাসাগরের পশ্চিম কূলে দাঁড়িয়ে তাদের সারাদিনের আকাশপরিক্রমাশেষে নিরাপদ প্রত্যাগমনের কথা ঘোষণা করে।

একদিন এ্যাফ্রোদিতে ঈয়সের বিছানায় তাঁর স্বামী এ্যারেসকে দেখতে পায়। তখন ঈয়সকে ভ্রষ্টা অপবাদ দিয়ে তাকে অভিশাপ দেন এ্যাফ্রোদিতে। বলেন, চিরকাল ধরে মানব-যুবকের প্রতি তোমার থাকবে এক অতৃপ্ত অবৈধ আসক্তি। এ আসক্তির কোনদিন শেষ হবে না তোমার।

অথচ ঈয়স ছিল বিবাহিতা। আস্ত্রেউস নামে এক টিটান দেবতার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। এই বিয়ের ফলে উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমা বায়ু আর কতকগুলি নক্ষত্রের জন্ম হয় তার গর্ভে।

তবু মানব-যুবক দেখলেই এক অন্ধ আসক্তিতে উন্মত্ত হয়ে উঠত অভিশপ্তা ঈয়স। প্রথমে ওরিয়ন, পরে সেফালাস ও তারপর ক্লীটাস—এইভাবে একের

পর এক করে এক একটি মানব-যুবকের সঙ্গে গোপনে নির্লজ্জভাবে মিলিত হয় ঈয়স।

শেষকালে ঈয়স গ্যানিমীড আর টিথোনাস নামে দুজন যুবককে নিয়ে পালিয়ে আসে মর্ত্যভূমি থেকে। গ্যানিমীড ছিল দেখতে খুবই সুন্দর। তাই দেবরাজ তাকে অকালে স্বর্গে টেনে নেন অর্থাৎ গ্যানিমীড যৌবনেই মারা যায়। ঈয়স তখন জিয়াসের কাছে এক সকাতর প্রার্থনায় ফেটে পড়ে, তিনি যেন টিথোনাসকে অমরত্ব দান করেন। জিয়াসও তাতে রাজী হয়ে যান সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু একটা জিনিস ভুল করে। সে টিথোনাসের জন্য অনন্ত জীবন কামনা করে, কিন্তু অনন্ত যৌবন কামনা বা প্রার্থনা করেনি। ফলে টিথোনাস অমরত্ব লাভ করলেও খুব তাড়াতাড়ি বার্ধক্যগ্রস্ত হয়ে পড়তে লাগল। দেখতে দেখতে তার মাথার চুল সাদা হয়ে গেল। তার চোখ মুখ বসে গেল। তখন সে বোঝাভার হয়ে উঠল অনন্তযৌবনা ঈয়সের কাছে। ঈয়স তার প্রথম প্রথম সেবা করলেও পরে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তখন সে টিথোনাসকে তার শোবার ঘরে তালা দিয়ে দিনরাত বন্ধ করে রাখত। কালক্রমে টিথোনাস এক পাখাযুক্ত উড়ন্ত কীটে পরিণত হয়।

ওরিয়ন

ওরিয়ন ছিল বোতিয়ার অন্তর্গত হিরিয়া নামক এক দেশের শিকারী। সে ছিল সেকালে জীবিত মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। সমুদ্রদেবতা ও ইউরায়েলের মিলনে তার জন্ম হয়। হিরিয়ার অন্তর্গত কিয়সে এসে ওরিয়ন একবার ডাওনিসাসপুত্র ওনোপিয়নের কন্যা মেরোপের প্রেমে পড়ে। ওনোপিয়ন ওরিয়নকে বলল, তার মেয়ের সঙ্গে তার অবশ্যই বিয়ে দেবে যদি সে তাদের দেশকে হিংস্র জন্তু জানোয়ারদের কবল থেকে মুক্ত করতে পারে। তাই শুনে প্রতিদিন ওরিয়ন একটা ছুটো বুনো জন্তু বধ করে সন্ধ্যের সময় তা মেরোপকে দেখাবার জন্য আনতে লাগল।

কিন্তু যখন কিয়সের জঙ্গলগুলো সত্যি সত্যিই হিংস্র জন্তুর কবল থেকে মুক্ত হলো তখনো ওরিয়নের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিল না ওনোপিয়ন। মিথ্যা করে বলল, এখনো বাঘ সিংহের ডাক শোনা যাচ্ছে জঙ্গলে। আসলে নিজের মেয়েকে নিজেই ভালবাসত ওনোপিয়ন, তাই মেয়েকে ছাড়তে পারছিল না সে।

কোন এক রাতে ওরিয়ন ওনোপিয়নের চামড়ার থলে থেকে মদ বার করে অনেক বেশী করে খেয়ে ফেলে। তারপর মেরোপের শোবার ঘরের দরজা

ভেঙে ঢুকে তার সঙ্গে সারারাত্রি ধরে সহবাস করতে বাধ্য করল।

একথা শুনে ভীষণ রেগে গেল ওনোপিয়ন। সকাল হতেই সে তার পিতা ডাওনিসাসকে আবাহন করল। ডাওনিসাস এসে বলল, ওকে আরো অনেক বেশী মদ খাইয়ে দাও যাতে ও গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়ে।

ওনোপিয়ন তাই করল। তারপর ওরিয়ন মদের ঘোরে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়লে তার চোখ দুটো উপড়ে নিল নৃশংসভাবে। পরে তাকে সমুদ্রের ধারে ফেলে দিল।

নির্জন সমুদ্রতীরে অন্ধ ও পরিত্যক্ত অবস্থায় বড় অসহায়বোধ করতে লাগল ওরিয়ন। এমন সময় এক দৈববাণী শুনে চমকে উঠল। দৈববাণীতে বলা হয় যে পূর্বদিকে গিয়ে সে যদি সমুদ্রগর্ভ থেকে ক্রমশঃ উদীয়মান সূর্যের দিকে চোখ তুলে তাকায় তাহলে সে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে।

ওরিয়ন তখন একটা ছোট নৌকো যোগাড় করে তাতে করে সমুদ্রের উপর দিয়ে পূর্বদিকে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে লাগল। সাইক্লোপদের হাতুরির শব্দ শুনতে শুনতে সে লেমনস দ্বীপে গিয়ে পৌছল। সেখানে হিফাস্টাসের কামারশাল থেকে সেডালিয়ন নামে একজন লোককে তার পথপ্রদর্শক হিসাবে সঙ্গে নিল।

সমুদ্রের উপর দিয়ে বহু পথ ঘুরে সেডালিয়ন অবশেষে ওরিয়নকে নিয়ে এক মহাসমুদ্রের প্রান্তভূমিতে গিয়ে উপনীত হলো। সেখানে ঈয়স তার প্রেমে পড়ে যায়। তখন তার ভাই হেলিয়াস ওরিয়নের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়। ঈয়স তখন ছিল ডেলস দ্বীপে। ঈয়সের সঙ্গে সারা দেশ পরিভ্রমণ করার পর আবার কিয়সে ফিরে এল ওরিয়ন। কারণ এবার ওনোপিয়নেয় উপর প্রতিশোধ নিতে চায় সে।

কিন্তু কিয়সে ওনোপিয়নকে দেখতে পেল না ওরিয়ন। ওনোপিয়ন তখন মাটির নীচে এক প্রকোষ্ঠে লুকিয়ে ছিল। ওরিয়ন ভাবল ওনোপিয়ন তার পিতামহ ক্রীটের রাজা মাইনসের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। এই ভেবে সে ক্রীটে গেল।

কিন্তু ক্রীটে যেতেই দেবী আর্তেমিসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওরিয়নের। আর্তেমিস তাকে প্রতিশোধের কথা ভুলে গিয়ে তার সঙ্গে শিকার করে বেড়াতে বলল। কিন্তু আর্তেমিসের সঙ্গে ওরিয়নের এই মেলামেশা ভাল চোখে দেখলেন না এ্যাপোলো। এ্যাপোলো দেখলেন ঈয়সের সঙ্গে ওরিয়নের অবৈধ প্রেমসম্পর্ক বজায় আছে তখনো এবং প্রতিদিন ডেলসে গিয়ে ঈয়সের শয্যাসঙ্গী হয় সে। সারারাত্রি এইভাবে পরপুরুষের সঙ্গে কাটিয়ে প্রতিদিন প্রত্যুষে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে ঈয়স।

এ্যাপোলো ভাবলেন আর্তেমিসও এইভাবে ওরিয়নের প্রেমে পড়ে যাবে। সেও তাকে এইভাবে এক সামান্য মর্ত্যমানবকে তার শয্যাসঙ্গী করে তুলবে

কারণ ওরিণন নাকি গর্ব করে বলত সে পৃথিবীর সব বনজঙ্গলের জন্তু জানোয়ার-দের বধ করবে।

এ্যাপোল্লো একদিন ধরিত্রীমাতার কাছে গিয়ে বলল, ওরিয়ন তোমার বুক থেকে সব পশু বধ করে ফেলবে বলে আস্ফালন করে বেড়াচ্ছে। সুতরাং অবিলম্বে ওর মৃত্যুর ব্যবস্থা করো। ধরিত্রীমাতা তখন বিরাটকায় এক কাঁকড়া বিছে পাঠিয়ে দিলেন ওরিয়নকে কামড়াবার জন্য।

ওরিয়ন প্রথমে তার তীর ও পরে তার তরবারি দিয়ে কাঁকড়া বিছেটাকে আক্রমণ করল। কিন্তু যখন দেখল তার চামড়া দুর্ভেদ্য, কোন লৌকিক অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ হবে না তখন সে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তখন ডেলস দ্বীপে গিয়ে ঈয়সের কাছে নিরাপদ আশ্রয় পাবার উদ্দেশ্যে সাঁতার কেটে সমুদ্র পার হতে লাগল।

এদিকে এ্যাপোলোও তাকে দূর থেকে তার সব গতিবিধি লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন আর্তেমিসকে ডেকে বললেন, ঐ যে দূর সমুদ্রে একটা লোক সাঁতার কেটে যাচ্ছে তার কালো মাথাটা দেখতে পাচ্ছ ?

আর্তেমিস বললেন, হ্যাঁ।

এ্যাপোলো বললেন, ও হচ্ছে কুখ্যাত দুর্বৃত্ত ক্যানডাওন যে ওপস নামে একটি মেয়ে ও হাইপারবোরিয়ায় তোমার মন্দিরের পূজারিণীকে ধর্ষণ করে। সুতরাং ঐ ক্যানডাওনকে অবিলম্বে তীর দ্বারা বিদ্ধ করো। ওরিয়ন যখন বোতিয়ায় ছিল তখন ছদ্মনাম ছিল ক্যানডাওন।

আর্তেমিস তখন না জেনেই একটি অব্যর্থ তীরদ্বারা বিদ্ধ করলেন ওরিয়নকে। পরে আর্তেমিস যখন দেখলেন তাঁর তীরটা ওরিয়নের মাথাটাকে ভেদ করে ফেলেছে তিনি তখন শোকে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে উঠলেন। তখন এ্যাপোলোর পুত্রকে ডেকে ওরিয়নকে বাঁচিয়ে দিতে বললেন। কিন্তু এ্যাপোলোর পুত্র এ্যাস্ক্লিপিয়াস এ কাজ করার আগেই জিয়াসের একটি বজ্রের দ্বারা নিহত হন।

ওরিয়নকে বাঁচাতে না পেরে আর্তেমিস তার আত্মাকে অমর করে রাখার জন্য নক্ষত্রলোকের মধ্যে স্থান দেন। নক্ষত্রলোকের মাঝে আজও ওরিয়নকে দেখা যায় এক বিরাট কাঁকড়া বিছে তাকে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

কেউ কেউ আবার বলে আর্তেমিসের তীরে নয়, কাঁকড়া বিছের কামড়েই মৃত্যু হয় ওরিয়নের।

হেলিয়াস

হেলিয়াস হলো ঈয়সের ভাই। টিটান দৈত্য হাইপীরিয়নের ঔরসে ও ইউরিফেসার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। ভোরবেলায় মোরগ ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই রোজ উঠে পড়েন তিনি। তারপর চারটি অশ্বদ্বারা বাহিত রথে চেপে আকাশ পরিক্রমা শুরু করেন। পূর্ব দিগন্তে কোলবিসের কাছ থেকে যাত্রা শুরু করে দিনের শেষে পশ্চিম দিগন্তে তাঁর যাত্রা শেষ করেন। সেই পশ্চিম দিগন্তে একটি দ্বীপের মাঝে তাঁর অনেকগুলি ঘোড়া চরে বেড়াত।

যে মহাসমুদ্র সারা পৃথিবীর কটিদেশকে চারদিক থেকে বন্ধন করে আছে সেই মহাসমুদ্রের তরঙ্গমালার উপর দিয়ে একটি সোনার মত উজ্জ্বল নৌকোর উপর তাঁর রথটি চড়িয়ে তাতে করে তাঁর বাসভবনে চলে যান। এই বিশেষ নৌকোখানি দেবশিল্পী হিফাস্টাস নির্মাণ করেন তাঁর জন্য। তারপর তাঁর বাসভবনে গিয়ে সারারাত্রি ধরে বিশ্রাম করেন একটি প্রকোষ্ঠে।

পৃথিবীতে যা যা ঘটে তা সব দেখতে পান হেলিয়াস। তবে একবার ওডেসিয়াসের সঙ্গীরা যখন তাঁর ধর্মীয় গরুগুলি চুরি করে একটি দ্বীপের গোচারণ-ক্ষেত্র থেকে তখন তা তিনি দেখতে পাননি। তাঁর অনেক গবাদি পশুর পাল আছে। সাড়ে তিনশো করে গবাদি পশুর এক একটি পাল বিভিন্ন দ্বীপে চরে বেড়ায়। সিসিলিতে তাঁর একপাল গবাদি পশু আছে। সে পালটি তাঁর ফেটেসা ও ল্যাম্পেশিয়া নামে দুটি কন্যা চরায়। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে সুন্দর ও সুদৃশ্য গবাদি পশুর পাল আছে স্পেনদেশের একটি দ্বীপে।

তবে হেলিয়াসের থাকার জন্য কোন নির্দিষ্ট দ্বীপ নেই। তাঁর পশুগুলি বিভিন্ন দ্বীপে চরে বেড়ালেও তাঁর নিজস্ব কোন দ্বীপ নেই। দেবরাজ জিয়াস যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দ্বীপ বিভিন্ন দেবতাদের বিলি করেন তখন হেলিয়াসের কথা ভুলে যান।

জিয়াস বললেন, আমার ভুল হয়ে গেছে। কথাটা নতুন করে ভেবে দেখতে হবে।

হেলিয়াস বলল, এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ দিকে সমুদ্রে একটা নতুন দ্বীপ জাগছে। আমি সেই দ্বীপটা নিয়ে খুশি থাকব।

জিয়াস তখন নিয়তি ল্যাচেসিসকে ডেকে বললেন, দেখ, হেলিয়াসের ভাগ্যে কোন দ্বীপ আছে কি না।

এমন সময় সমুদ্রগর্ভ থেকে রোডস্ নামে এক নতুন দ্বীপ জেগে উঠতেই হেলিয়াস তা দাবি করে বসল। সেই দ্বীপে রোড নামে এক জলপরীকে দেখে তার প্রেমে পড়ে গেল হেলিয়াস। হেলিয়াস তার সঙ্গে মিলিত হয়ে পর পর সাতটি পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম দিল।

অনেকে বলে রোডস্ দ্বীপটা এর আগেও ছিল। জিয়াসের সৃষ্ট মহাপ্লাবনের সময় ভেসে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পরে আবার জেগে ওঠে। সে দ্বীপে আগে একদল জলপরী বাস করত। তাদের মধ্যে হেলিয়া নামে একজন জলপরীর প্রেমে পড়ে গিয়ে সমুদ্রদেবতা পসেডন কয়েকটি সন্তান উৎপাদন করেন তার গর্ভে। তারা হলো ছয়টি পুত্র আর রোড নামে একটি কন্যা। শোনা যায় পসেডনের এই ছয় পুত্র বড় দুরন্ত ছিল। একবার দেবী এ্যাফ্রোদিতে যখন সাইথেরা থেকে প্যাফসের পথে যাচ্ছিলেন তখন পসেডনের পুত্ররা অপমান করে তাঁকে। ফলে তাঁর শাপে তারা পাগল হয়ে গিয়ে নিজেদের মাকেই ধর্ষণ করে। তাদের মা তখন সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে মরে। পসেডন তখন তাঁর সেই ছয় ছেলেকে মাটিতে জীবন্ত পুঁতে ফেলেন। মহাপ্লাবনের পর তেনসিনে নামে যে সব জলপরীরা রোডস্ দ্বীপে আগে বাস করত তারা মহাপ্লাবন শুরু হবার আগেই তা জানতে পেরে সে দ্বীপের উপর সব দাবি ত্যাগ করে বিভিন্ন দিকে চলে যায়।

যাই হোক, হেলিয়াস রোডস্ দ্বীপে রোড নামে জলপরীকে বিয়ে করে সে দ্বীপে বসবাস করতে থাকে। তার সাতটি পুত্র কালক্রমে জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে। হেলিয়াসের একটিমাত্র কন্যা ছিল। তার নাম ছিল ইলেক্ট্রিও। কুমারী বয়সেই তার মৃত্যু হয়।

হেলিয়াসের এ্যাক্টিস নামে এক পুত্র পিতৃহত্যার অপরাধে নির্বাসিত হয়। সে তখন মিশরে পালিয়ে যায়। মিশরে গিয়ে সে মিশরবাসীদের জ্যোতিষবিদ্যা শেখায়। সেখানে হেলিওপলিস নামে এক শহর নির্মাণ করে। তার পিতা হেলিয়াসের নাম অনুসারে সেই শহরের নামকরণ হয়।

এদিকে রোডসের অধিবাসীরাও হেলিয়াসের সম্মানার্থে সত্তর ফুট উঁচু এক মূর্তি স্থাপন করে। দেবরাজ জিয়াসও পরে রোডস্ দ্বীপের সীমানা বাড়িয়ে তার সঙ্গে সিসিলিকেও জুড়ে দেন।

একবার হেলিয়াসের ফেইথন নামে এক ছেলে তার বাবার মত শুভ্ররশ্মিরূপ অশ্ববাহিত সূর্যের রথ চালাবার জন্য জেদ ধরে। সে তার মার অনুমতি আদায় করে এবং তার মা ও বোন এবিষয়ে তাকে উৎসাহ দেয়। কিন্তু হেলিয়াস জানত এ রথ চালনো কঠিন কাজ এবং সে ছাড়া আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়।

কিন্তু ফেইথন ছাড়ল না। অবশেষে মত দিল হেলিয়াস। একদিন সকাল হতেই হেলিয়াসের রথে অশ্ব সংযোজিত করে রথ ছেড়ে দিল ফেইথন। কিন্তু অশ্বের বল্গা ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না সে। প্রথমে সে আকাশের অনেক উঁচু স্তরে রথ চালনা করতে লাগল। পরে আবার হঠাৎ সে রথটাকে পৃথিবীর খুব কাছে কাছে চালনা করতে লাগল। তখন সূর্যের দুঃসহ তাপে পৃথিবীর বুক জ্বলে পুড়ে যেতে লাগল। তখন ধরিত্রীমাতা যন্ত্রণায় কাতর আর্তনাদ করতে লাগলেন এবং দেবরাজ জিয়াসের কাছে এর প্রতিকার প্রার্থনা

করতে লাগলেন। তখন জিয়াস ফেইথনের উপর রেগে গিয়ে এক বজ্রাঘাতে ফেইথনকে বধ করেন। ফেইথন সেই বজ্রের আঘাতে পো নদীর জলে পড়ে যায়। সেই মুহূর্তেই প্রাণবিয়োগ হয় উদ্ধত ফেইথনের। আর তার শোকবিলাপরত বোন পপলার গাছে পরিণত হয়।

হেলেনের পুত্ররা

ডিউক্যালিয়নের পুত্র হেলেন থেসালিতে বসতি স্থাপন করে। পরে ওবেসেইস নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করে। তার ফলে কতকগুলি সন্তান হয় তার। তার জ্যেষ্ঠ সন্তান ঈয়োলাস তার অবর্তমানে রাজ্য শাসন করতে থাকে।

হেলেনের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম হলো ডোরাস। সে পার্ণেসাসের পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে এক নতুন বসতি স্থাপন করে এবং তার নাম অনুসারে ডোরিয়ান নামে এক নতুন জাতি গড়ে তোলে। হেলেনের দ্বিতীয় পুত্র জুথাস ভাইদের কাছ থেকে 'চোর' বদনাম পেয়ে এথেন্সে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে সে রাজা এরেখথেউসের কন্যা ক্রেইসাকে বিয়ে করে। সেই বিয়ের ফলে ইয়ন ও একানেউস নামে দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

এইভাবে দেখা যায় হেলেনের তিনটি পুত্র থেকে তিনটি জাতির উদ্ভব হয়। এই সব জাতিগুলি ঈয়োনান, ডোরিয়ান ও একিয়ান নামে পরিচিত। জুথাস অবশ্য এথেন্সে গিয়ে সুখী হতে পারেনি। তার শ্বশুর রাজা এরেখথেউসের মৃত্যুর পর লোকে তাকে রাজা হতে বলে। কিন্তু সে রাজা না হয়ে এরেখথেউসের পুত্রকেই সিংহাসনে বসায়। কিন্তু এরেখথেউসের এই পুত্র শাসক হিসাবে অযোগ্য প্রমাণিত হওয়ায় প্রজারা জুথাসকেই দোষ দিতে থাকে। পরে জুথাসকে নির্বাসনদণ্ড ভোগ করতে হয়। এগিয়ালাস নামে এক জায়গায় নির্বাসনকালেই তার মৃত্যু হয়।

হেলেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈয়োলাস একবার দেবী আর্তেমিসের সহচরী থীয়ার শালীনতাহানি করে। থীয়া ছিল শেইরনের কন্যা। থীয়া কিন্তু এই কথাটা তার বাবাকে বা আর্তেমিসকে জানাল না। এ ব্যাপারে তার কোন দোষ না থাকলেও ভাবল ওরা তাকেই দোষ দেবে। ঈয়োলাস তার উপর বলাৎকার করায় সে গর্ভবতী হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

ঈয়োলাস তখন তার বন্ধু পসেডনের শরণাপন্ন হয়। পসেডন তার বন্ধু ঈয়োলাসকে বাঁচাবার জন্য থীয়াকে একটি গর্ভবতী ঘোটকীতে পরিণত করেন। তার নাম হয় তখন ইউপ্পী আর সে যে অশ্বশাবক প্রসব করে তার নাম

রাখা হয় মেলানিপ্পী। পসেডন ভাবেন এইভাবে রূপান্তরের ফলে ঈয়োনাসের পাপকর্মের কথা কেউ জানতে পারবে না আর থীয়া কাউকে সে কথা বলতে পারবে না।

ঈয়োলাস অবশ্য সেই অশ্বশাবকটিকে আপন কন্যা হিসাবে গ্রহণ করে। পসেডনও তাকে মানবরূপ দান করেন। কিন্তু থীয়া আর মানবীরূপ লাভ করতে পারেনি এবং সেইভাবেই তার মৃত্যু হয়। তবে পসেডনের কৃপায় মৃত্যুর পর সে নক্ষত্রলোকে স্থান পায়। ঈয়োলাস তার মাতৃহারা কন্যাসন্তানটিকে এক নিঃসন্তান দম্পতির কাছে রেখে মানুষ করতে থাকে। তার নাম রাখা হয় আর্নে। লোকে জানত সে ডিমস্তেসের কন্যা।

সমুদ্রদেবতা পসেডন নিজেও একবার ডিমস্তেসকন্যা আর্নের উপর বলাৎকার করেন। আর্নে তখনও কুমারী ছিল। তার বাল্যকাল থেকেই তার উপর নজর রেখেছিলেন পসেডন। সে যৌবনপ্রাপ্ত হতেই একদিন তার উপর তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপগত হন। এর ফলে সন্তানসম্ভবা হয় আর্নে।

আর্নের পালকপিতা ডিমস্তেস একথা জানতে পেরে আর্নেকে এক শূন্য সমাধি মন্দিরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন। আর্নে তারই ভিতর দুটি যমজ সন্তান প্রসব করে।

আইকারিয়ার রাজা মেরাপন্তাস তার বন্ধ্যা স্ত্রী থীয়ানোকে পরিত্যাগ করার ভয় দেখায়। তাকে বলে, যদি এক বছরের মধ্যে তোমার গর্ভে কোন সন্তান না জন্মায় তাহলে বিবাহবিচ্ছেদ করব আমি।

এই কথা বলে মেরাপন্তাস বাইরে চলে যায়। তখন থীয়ানো মনের দুঃখে রাজধানী ছেড়ে চলে গিয়ে মাঠের রাখালদের কাছে তার দুঃখের কথা জানায়। তখন রাখালদের তৎপরতায় সেখানে পসেডন আবির্ভূত হয়ে থীয়ানোর উপর উপগত হন। তার ফলে তৎক্ষণাৎ গর্ভসঞ্চার হয় থীয়ানোর মধ্যে।

মেরাপন্তাস এসে দেখে তার স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে। কালক্রমে থীয়ানো দুটি যমজ সন্তান প্রসব করে এবং অজ্ঞানবশতঃ সে সন্তানদের আপন সন্তান বলেই খুশি মনে গ্রহণ করে মেরাপন্তাস। থীয়ানোকে এ বিষয়ে সন্দেহ করার কোন কারণ খুঁজে পায়নি সে। পরে অবশ্য থীয়ানোর গর্ভে তার স্বামীর ঔরসে আরো দুটি সন্তান হয়। পসেডনের ঔরসজাত সন্তানদুটির নাম ছিল ঈয়োলাস ও বোতাস।

একই বাড়িতে চারটি সন্তান বেড়ে উঠলেও থীয়ানো এক অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগত সব সময়। সে তার অবৈধ সন্তানদের সহ্য করতে পারত না এবং স্বামীর ঔরসজাত সন্তানদের বেশী স্নেহ করত। নিজেকে অপরাধিনী ভাবত সব সময়।

একদিন রাজা যখন বিদেশে যায় তখন থীয়ানো তার স্বামীর ঔরসজাত সন্তানদের শিখিয়ে দেয় তারা যেন শিকার করতে গিয়ে তাদের বড় ভাইদের

হত্যা করে। এমনভাবে তারা যেন এ কাজ করে যাতে মনে হবে ঘটনাক্রমে তারা মারা যায়।

ডিমস্তেস আর্নের সন্তানদুটিকে পেলিয়ন পর্বতে ফেলে রেখে আসার হুকুম দিল। তখন সেই রাখালবেশী পসেডন ছেলে দুটিকে রক্ষা করে। তাদের নাম রাখা হয় ঈয়োলাস আর বীয়োতাস।

এদিকে আইকারিয়ার রাজা মেতাপন্তাস স্ত্রী থীয়ানোর গর্ভে সন্তান না আসায় রেগে গেল। সে তার স্ত্রীকে বলল, এক বছরের মধ্যে তোমার গর্ভে সন্তান না এলে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করব।

এমন সময় একদিন রাজা মেতাপন্তাস শিকারে বেরিয়ে যায় দূর দেশে। সেই অবসরে এক দৈববাণী শুনে প্রাসাদ ছেড়ে শহরের বাইরে বেরিয়ে যায় থীয়ানো।

মাঠ পার হয়ে এক উপত্যকায় একজন রাখালকে দেখতে পেয়ে তার দুঃখের কথা সব বলল থীয়ানো। আসলে সেই রাখাল ছিল সমুদ্রদেবতা পসেডন। পসেডনের বরে দুটি সন্তান লাভ করল থীয়ানো। অনেকে বলে পসেডন সেই রাখালের বেশে থীয়ানোর উপর উপগত হয়ে গর্ভ সঞ্চার করে এবং যথাসময়ে একই সঙ্গে দুটি পুত্রসন্তান প্রসব করে এবং রাজা মেতাপন্তাস সে সন্তান দুটিকে নিজের সন্তান বলে মেনে নেয়। আবার কেউ কেউ বলে পসেডনের বরে কোথা থেকে দুটি নবজাত শিশু থীয়ানোর কোলের উপর এসে পড়ে।

যাই হোক, পরে রাজা মেতাপন্তাসের ঔরসে থীয়ানোর গর্ভে আবার দুটি সন্তান জন্মলাভ করে এবং এই চারটি সন্তান প্রাসাদে একই সঙ্গে মানুষ হতে থাকে। তবে তার স্বামীর ঔরসজাত সন্তানদেরই বেশী স্নেহ করতে থাকে থীয়ানো। এমন কি দৈববরে লব্ধ তার আগেকার সন্তানদুটিকে হত্যা করার কথাও ভাবতে থাকে সে।

একবার রাজা মেতাপন্তাস বিশেষ কার্যবশতঃ বিদেশে গেলে সেই অবকাশে তার চারটি ছেলেকেই কৌশলে শিকারে পাঠায় থীয়ানো। সেই সময় তার স্বামীর ঔরসজাত সন্তানদুটিকে সে নির্দেশ দেয় তারা যেন তাদের দাদাদের হত্যা করে। কাজটা যেন তারা এমনভাবে করে যাতে মনে হবে তারা দুর্ঘটনায় মারা গেছে।

কিন্তু বনের মধ্যে মেতাপন্তাসের ঔরসজাত সন্তান দুটি তাদের দাদাদের হত্যা করতে উদ্যত হলে পসেডন নিজে এসে তাঁর সন্তানদের পক্ষ অবলম্বন করেন। ফলে মেতাপন্তাসের সন্তান দুটি মারা যায়। প্রাসাদে যখন তাদের মৃতদেহ আনা হয় তখন শোকেদুঃখে ও অনুশোচনার প্রবলতায় থীয়ানো ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করে।

দুঃখে ঘুরতে ঘুরতে বনের ধারে সেই উপত্যকায় গিয়ে হাজির হয়। সেখানে পসেডন সশরীরে আবির্ভূত হয়ে তাদের জন্মবৃত্তান্ত তাদের জানান। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, তোমরা অবিলম্বে গিয়ে তোমার মাকে বাঁচাও। সে তার সমাধির ভিতর এখনো জীবিত আছে।

সেই সঙ্গে পসেডন আর একটা কাজের ভার দেন তাঁর সন্তানদের। বলেন, নিষ্ঠুরহৃদয় পাপীষ্ঠ ডিমস্তেসকে বধ করে অন্ধ আর্নেকে কারাগার হতে মুক্ত করো। আসলে তোমরা তারই গর্ভজাত সন্তান। প্রসবের পরেই ডিমস্তেস রেগে তোমাদের পাহাড়ে নির্বাসিত করলে আমি তোমাদের রক্ষা করে থীয়ানোকে দান করি।

পসেডনের কাছ থেকে তাদের জন্মবৃত্তান্ত শুনে তাদের মাকে দেখার জন্য আকুল হয়ে উঠল দুই ভাই। সঙ্গে সঙ্গে তাদের পালিকা মাতা থীয়ানোকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল।

ঈয়োতাস ও বীয়োতাস দুই ভাইই প্রথমে পসেডনের কথামত ডিমস্তেসকে বধ করল। তারপর কারাগার হতে তাদের গর্ভধারিণী মাতা আর্নেকে মুক্ত করল। আর্নেকে কারারুদ্ধ করার সময় তাকে চিরতরে অন্ধ করে দেয় ডিমস্তেস। আর্নেকে মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টিশক্তি দান করলেন পসেডন।

এরপর দুই ভাই তাদের মা আর্নেকে নিয়ে আইকারিয়ায় গিয়ে পৌছল। তারা সেখানে গিয়েই প্রথমে সমাধিগহ্বর থেকে থীয়ানোর মৃতদেহ বার করে দেখল এখনো ক্ষীণভাবে জীবিত আছে সে। রাজা মেতাপন্তাস তখন উপস্থিত ছিল। সে সব কথা শুনে থীয়ানোর উপর রেগে উঠল। সে বুঝল থীয়ানো তাকে প্রতারিত করেছে। তাই তাকে ত্যাগ করে আর্নেকে বিয়ে করল এবং সন্তানদের নিজের সন্তান হিসাবে গ্রহণ করল।

কিছুকাল সুখেশান্তিতে কাটল। কিন্তু রাজা মেতাপন্তাস হঠাৎ এ্যানোলিতে নামে একটি মেয়েকে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও আবার বিয়ে করায় গোলযোগ বাঁধল সংসারে। আর্নের দুই ছেলে তখন বেশ বড় হয়েছে। তারা স্বাভাবিকভাবেই মার পক্ষ অবলম্বন করল এবং আক্রোশবশতঃ নতুন রাণী এ্যানোলিতেকে হত্যা করল। তখন রাজা তাদের উপর রেগে গিয়ে দুই ভাই ও তাদের মাকে নির্বাসনদণ্ড দান করল। তার রাজ্য ও যাবতীয় ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত করল রাজা।

বীয়োতাস তার মাকে নিয়ে তার পিতামহ থেসালির রাজা ঈয়োলাসের রাজপ্রাসাদে গিয়ে আশ্রয় নিল। তার পিতামহ তাকে তার রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলটি দান করল। তার মার নাম অনুসারে সে অঞ্চলের নতুন নামকরণ করে সেখানেই রাজত্ব করতে লাগল বীয়োতাস। কালক্রমে সেখানে বীয়োতিয়ান নামে এক নতুন জাতি গড়ে ওঠে।

বীয়োতাসের উপর তার রাজ্যভার ছেড়ে দিয়ে এক নতুন দ্বীপের সন্ধানে কিছু বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে দূর সমুদ্রের পথে যাত্রা শুরু করে ঈয়োলাস। মাঝ সমুদ্রে ক্রমাগত ঘুরতে ঘুরতে দেবতাদের অনুগ্রহে সাতটি নতুন দ্বীপের সন্ধান পায় ঈয়োলাস। সেই সাতটি দ্বীপের মালিক হয়ে তার একটিতে বাস করতে থাকে। লিপারা নামে একটি দ্বীপে এক খাড়াই পাহাড়ের উপর এক বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করে ঈয়োলাস। তার নাম অনুসারে সেই সাতটি দ্বীপের নাম হয় ঈয়োলীয় দ্বীপপুঞ্জ। ঈয়োলাস যে দ্বীপে বাস করত সেটি নাকি ভাসমান দ্বীপ ছিল। এই সময় সামুদ্রিক বায়ুপ্রবাহগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার ভার পায় সে এবং যে পাহাড়ের উপর প্রাসাদ তৈরি করে সে বাস করে সেই পাহাড়ের একটিতে বড় গুহার মধ্যে বায়ুপ্রবাহগুলিকে অবরুদ্ধ করে রাখতে থাকে।

বৃদ্ধ বয়সে এক নতুন যৌবনশক্তি ও কর্মোদ্যমে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে ঈয়োলাস। সে আবার এনারেতে নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করে নতুন করে সংসার পাতে। এই বিয়ের ফলে তাদের ছয়টি পুত্র ও ছয়টি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তারা বড় হয়ে নিজেদের মধ্যে প্রেমসম্পর্ক গড়ে তোলে। এক একজন ভাই এক একজন বোনকে নিয়ে সেই প্রাসাদের মধ্যেই বিবাহিত নরনারীর মত বাস করতে থাকে। মানবসমাজের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক না থাকায় সামাজিক আচরণবিধি বা নিয়মকানুন সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান ছিল না। ভাইবোনেদের মধ্যে দেহসংসর্গ এক অবৈধ ও নিষিদ্ধ ব্যাপার তাজানত না তারা। জানত না এই ধরনের প্রেমসম্পর্ক একমাত্র স্বর্গেই বিধিসম্মত। ঈয়োলাস কিন্তু এ সবের কিছুই জানত না। হঠাৎ একদিন ঘটনাক্রমে একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়লতার। একদিন সকালবেলায় ঈয়োলাস দেখল অন্তঃপুরের একটি ঘরেতার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ম্যাকারেউস তার ছোট বোন ক্যানাসোর সঙ্গে এক বিছানায় স্বামীস্ত্রীর মত শুয়ে আছে। ঈয়োলাস বুঝল ওরা সারারাত একই বিছানায় কাটিয়েছে।

এক প্রচণ্ড রাগে আগুনের মত হয়ে উঠল ঈয়োলাস। কোন কথা না বলে এক ভৃত্যের মাধ্যমে একটি তরবারি ক্যানাসোর কাছে পাঠিয়ে দিল। এর অর্থ বুঝতে পারল ক্যানাসো। সে বুঝতে পারল তার বাবা তাদের এই প্রেমসম্পর্ক সমর্থন করে না এবং এ জন্য চরম শাস্তি দিতে চায় তাকে। তাই সেই তরবারিটি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাই দিয়ে আত্মহত্যা করল ক্যানাসো। তাদের একটি কন্যাসন্তান ছিল। কেউ কেউ বলে এই শিশুকন্যাটিকে ঈয়োলাস হত্যা করে তার শিকারী কুকুর দিয়ে খাইয়ে দেয়। আবার কেউ কেউ বলে সে কন্যাটি বেঁচে ছিল এবং পরে তার রূপসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে স্বয়ং এ্যাপোলো তার প্রেমে পড়ে। তার নাম ছিল এ্যাম্ফিসা।

দেবরাজ জিয়াসের কৃপায় ঈয়োলাস নাকি দীর্ঘ জীবন লাভ করে। বায়ু প্রবাহগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার ভার স্বর্গের রাণী হেরার পরামর্শে জিয়াস তাকে

উপর দান করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে কাজের ভার বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে প্রশংসনীয়ভাবে বহন করে যায় ঈয়োলাস। তার মৃত্যুর পর দেখা যায় যে গুহার মধ্যে সামুদ্রিক বায়ুপ্রবাহগুলি আবদ্ধ ছিল সেই গুহার মধ্যে একটি সিংহাসনে নিথর নিস্পন্দভাবে বসে আছে ঈয়োলাস। তার দেহ দৈব কৃপায় একটুও বিকৃত হয়নি।

এ্যালসিওন ও সেইক্স

এ্যালসিওন ছিল ঈয়োলাসের অন্যতমা কন্যা। সে ট্রেসিসের পুত্র সেইক্সকে বিয়ে করে। তারা দুজনে খুবই সুখে শান্তিতে বাস করতে থাকে। তারা পরস্পরকে পেয়ে এত সুখী হয় যে তারা একে অন্যকে স্বর্গের রাজা ও স্বর্গের রাণী বলে অভিহিত করতে থাকে। অর্থাৎ তাদের দাম্পত্যজীবনের সুখ শান্তিকে স্বর্গসুখের সঙ্গে তুলনা করতে থাকে।

তাদের এই অহঙ্কারের কথা শুনে দারুণ রেগে গেলেন দেবরাজ জিয়াস। এই অহংবোধের জন্য এক ভয়ঙ্কর শাস্তি দিতে চাইলেন সেইক্সকে। কারণ এ্যালসিওন যতই হোক মেয়েছেলে; সে কোন অন্যায় কথা বললে সেইক্স তাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারত। তাই সেইক্সকে বিপদে ফেলার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলেন জিয়াস।

সে সুযোগ একদিন পেয়ে গেলেন জিয়াস। একবার এক দৈববাণীর ব্যাখ্যা করানোর জন্য সমুদ্র পার হয়ে এক দেবমন্দিরে যাচ্ছিল সেইক্স। এ্যালসি-ওনকেও তার সঙ্গে যেতে বলেছিল। কিন্তু সে যায়নি। বাড়িতেই ছিল।

সেইক্সকে মাঝ সমুদ্রে দেখে এক প্রবল ঝড় তুললেন দেবরাজ জিয়াস। সেই উত্তাল সমুদ্রবক্ষে দীর্ঘক্ষণ ঝড় আর বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার সঙ্গে যুদ্ধ করে করে নিস্তেজ হয়ে তলিয়ে গেল সেইক্স সমুদ্রের অতল গর্ভে।

তার মৃত্যুর কথা কিছুই জানতে পারল না এ্যালসিওন। কিন্তু যথাসময়ে তার স্বামীর প্রত্যাবর্তনের জন্য যখন একমনে প্রতীক্ষা করছিল এ্যালসিওন তখন সহসা সেইক্সের প্রেতাত্মা এসে হাজির হলো তার কাছে। সেইক্সের মৃত্যুর সব কথা জানাল এ্যালসিওনকে। তখন শোকে দুঃখে পাগল হয়ে গেল এ্যালসিওন। ঘর ছেড়ে ছুটে গিয়ে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিল। তখন কোন এক সদয়হৃদয় দেবতা তাদের দুজনকেই দুটি জলজ মুরগীতে রূপান্তরিত করেন।

সেই থেকে মুরগীরূপিণী এ্যালসিওন মৃত মোরগরূপী তার স্বামী সেইক্সকে নিয়ে একসঙ্গে বাস করে আসছে। প্রতিটি শীতকালে এ্যালসিওন তার মৃত স্বামীকে নিয়ে তার চত্বরের মাঝে গিয়ে একটি বাসা বেঁধে তার মাঝে শায়া

শীতকাল বাস করে এবং ডিম পাড়ে। এ্যালসিওন যখন এইভাবে বাসা বেঁধে ডিম পাড়ে তখন ঈয়োলাসের নির্দেশে কোন বায়ুপ্রবাহ প্রবলভাবে বয় না।

বোরেয়াস

এথেন্সের রাজা এরেখথেউসের এক কন্যা ছিল। তার নাম ছিল ওরেথীয়া। দক্ষিণ ও পশ্চিমা বায়ুর ভাই উত্তর বায়ু বোরিয়াস তার প্রেমে পড়ে। বোরিয়াসের দেহের নিচের দিকটা সাপের লেজের মত ছিল।

বোরিয়াস বারবার রাজা এরেখথেউসের কাছে তার কন্যাকে বিয়ে করার প্রস্তাব উত্থাপন করে তার অনুমতি চায়। কিন্তু রাজা এরেখথেউস সে প্রস্তাবে সম্মত হতে পারে নি। অথচ সে কথাটা বোরিয়াসের মুখের উপর ভয়ে বলতেও পারেনি। কারণ সে জানত বোরিয়াস তার কন্যাকে ভালবাসলেও কিম্ভূতকিমাকার বোরিয়াসকে কখনো ভালবাসতে পারবে না তার কন্যা। বোরিয়াসের দেহে যত শক্তিই থাক, সে শক্তির সঙ্গে সৌন্দর্যের কোন সংমিশ্রণ নেই।

একদিন একটি নদীর ধারে রাজা এরেখথেউসের স্ত্রী তার কন্যা ওরিথীয়া ছুজনে একসঙ্গে নাচছিল মনের আনন্দে। নদীটার নাম ইলিসাস। নদীর ধারে চারদিকে ধূ ধূ করছে ফাঁকা মাঠ। কোন দিকে কোথাও কোন লোক নেই।

এমন সময় কোথা থেকে এক সাক্ষাৎ দানবের মত ঝড়ের বেগে বোরিয়াস এসে উপস্থিত হলো সেখানে। তার মায়ের চোখের সামনে ওরিথীয়াকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল বোরিয়াস। রাণী প্র্যাক্সিথীয়াকে বোরিয়াস বলল, রাজাকে বলবে, সে আমাকে বহুদিন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারিত করেছে। সেই কারণে আমি তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। বলবে আমি বাধ্য হয়ে বলপ্রয়োগ করছি, কারণ বহু আবেদন নিবেদনেও কোন কাজ হয়নি।

অনেকে আবার বলে ওরিথীয়া যখন একদিন অনেক লোকজনের জন্য ঝুরি হাতে এ্যাক্রোপোলিসের পথে যাচ্ছিল তখন বোরিয়াস তাকে তার পাখার আড়ালে ঢেকে সকলের অলক্ষ্যে তাকে নিয়ে পালিয়ে যায়।

যাই হোক, থেসিয়ার অন্তর্গত সিফোনস্ নামে এক নগরে ওরিথীয়াকে নিয়ে গিয়ে রাখে বোরিয়াস। সে তাকে সেখানে বিয়ে করে স্বামীস্ত্রীর মত বসবাস করতে থাকে। ওরিথীয়ার গর্ভে ছুটি পুত্রসন্তান ও ছুটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে। ছেলে ছুটি বড় হলে তাদের ছুধারে ছুটি করে পাখা গজায়।

বোরিয়াস সাধারণতঃ হেমোস পর্বতের এক গুহায় বাস করত। সেই গুহার ভিতর আবার রণদেবতা এ্যারেস তাঁর ঘোড়া রাখতেন। বোরিয়াস আবার

স্ট্রাইমন নদীর ধারে তার নিজস্ব বাসভবনেও মাঝে মাঝে বাস করত।

একবার বোরিয়াস স্কামান্দার নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখে দার্দানাসপুত্র এরিখথোনিয়াসের তিন হাজার ঘোড়া নদীর ধারে প্রান্তরভূমিতে চরছে। বোরিয়াসের কি মনে হতেই সহসা সে এক ঘোড়ার রূপ ধারণ করে সেই ঘোড়ার পাল থেকে বারোটি ঘোটকীকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে ঘোটকরূপে সহবাস করে। এই মিলনের ফলে বারোটি অশ্বশাবক জন্মগ্রহণ করে। এই অশ্বশাবকগুলি বড় হয়ে উন্নতশীর্ষ শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়ে দ্রুতবেগে এমনভাবে ছুটে যেতে পারত যাতে শস্যের চারাগুলির মাথা নত হত না বা শস্যের কোন ক্ষতি হত না।

এথেন্সের লোকেরা বোরিয়াসকে দেবতাজ্ঞানে পূজো করে। একবার এথেন্সবাসী তাদের আক্রমণকারী শত্রু রাজা জার্জেক্সের রণতরীগুলি ধ্বংস করার জন্য বোরিয়াসকে আহ্বান করে। তাদের কাতর আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য উত্তর থেকে প্রবল ঝড় এনে সমুদ্রবক্ষকে উত্তাল করে জার্জেক্সের সব রণতরীগুলি ডুবিয়ে দেয় বোরিয়াস। এ জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তারা ইলিসাস নদীর ধারে বোরিয়াসের সম্মানার্থে এক মন্দির নির্মাণ করেছে।

এ্যালোপ

আর্কেডিয়ার রাজা হিফাস্টাসপুত্র সার্সিয়নের এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। তার নাম ছিল এ্যালোপ।

এ্যালোপের অসাধারণ রূপসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে একবার সমুদ্রদেবতা পসেডন তার সঙ্গে সঙ্গম প্রার্থনা করেন। এ্যালোপ প্রথমে রাজী না হলেও দেবতার প্রলোভনের সামনে শেষ পর্যন্ত নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি সে। ফলে পসেডন তার উপর অবাধে উপগত হয়ে সঙ্গম করেন তার সঙ্গে। এমন কি সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে রাজঅন্তঃপুরে এ্যালোপের ঘরেও রাত্রিবাস করতেন পসেডন। এইভাবে গর্ভসঞ্চার হয় এ্যালোপের মধ্যে। তার বাবা রাজা সার্সিয়ন এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না। রাজার অগোচরেই একদিন গোপনে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল এ্যালোপ।

তার বাবা যাতে এবিষয়ে কোন কিছু ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে তার জন্য একজন ধাত্রীকে এ্যালোপ তার নবজাত শিশুটিকে নগরের বাইরে পশুচারণ ক্ষেত্রের কাছে এক জায়গায় ফেলে দিয়ে আসতে বলে।

ধাত্রীটি এ্যালোপের কথামতই ছেলেটিকে সেখানে ফেলে দিয়ে আসে। কিন্তু শিশুটির গায়ে রাজবাড়ির ছেলের মত জমকালো পোষাক দেখে দুজন

মেষপালক আকৃষ্ট হয় তার দিকে। ছেলেটিকে পাঠাবার সময় এ্যালোপ তার পোষাকের একটা অংশ ছিঁড়ে তাই দিয়ে ছেলেটার গাটা জড়িয়ে দেয়।

একজন মেষপালক বলে, সে ছেলেটিকে মানুষ করবে এবং পোষাকটা রেখে দেবে। এর দ্বারা বোঝা যাবে সে বড় ঘরের ছেলে। আর একজন মেষপালকও পোষাকটা নিতে চায়। লোভে পড়ে দুজনেই ঝগড়া করতে থাকে। ঝগড়া থেকে শুরু হয় মারামারি। এই মারামারি থেকে হয়ত তারা দুজনেই খুন হয়ে যেত যদি না তাদের সঙ্গীরা তাদের দুজনকেই রাজা সার্সিয়নের কাছে ধরে না নিয়ে যেত।

রাজা সার্সিয়ন তখন তাদের কাছ থেকে সব কথা শুনে বলল, সেই ছেলেটি ও তার পোষাকটা আমার সামনে নিয়ে এস।

পোষাকটা আনা হলে সেটা দেখে রাজা সার্সিয়ন বুঝতে পারল এ পোষাক তার মেয়ে এ্যালোপের দামী পোষাকেরই একটা অংশ।

কথাটা তখন জানাজানি হয়ে যায় সমস্ত রাজবাড়িতে। সেই ধাত্রী তখন সব কথা রাজাকে খুলে বলে। এ্যালোপও দোষ স্বীকার করতে বাধ্য হয়। রাজা সার্সিয়ন তখন সঙ্গে সঙ্গে এ্যালোপকে কারাদণ্ড দান করেন এবং তার পুত্রসন্তানটিকে আবার নতুন করে নির্বাসনদণ্ড দান করেন। ভৃত্যদের মাধ্যমে ছেলেটিকে আবার সেই উপত্যকাপ্রদেশে ফেলে রেখে আসা হয়।

এবার সেই দ্বিতীয় মেষপালকটি ছেলেটিকে দেখতে পেয়ে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। সে এবার বুঝতে পারে ছেলেটি রাজকন্যার গর্ভজাত সন্তান। একথা জানতে পেরে যত্নের সঙ্গে মানুষ করতে থাকে ছেলেটিকে। তার নাম রাখা হল হিপ্পোথোয়াস। এদিকে কারাগারে এ্যালোপের মৃত্যু হয়।

পরবর্তীকালে থিসিয়াস আকেডিয়া আক্রমণকালে রাজা সার্সিয়নকে হত্যা করে হিপ্পোথোয়াসকে সিংহাসনে বসান। এ্যালোপের মৃত্যুর পর তার মৃতদেহটি এক রাজপথের ধারে সমাহিত করা হয় এবং পসেডন তাকে একটি ঝর্ণায় পরিণত করেন। এ্যালোপ নামে ঝর্ণাটি আজও বয়ে চলেছে।

এ্যাসক্লিপিয়াস

ল্যাপিথের রাজা ফ্লেগিয়ার কন্যা করোনিস বাস করত থেসালির একটা হ্রদের ধারে। হ্রদটার নাম ছিল বোবিস। করোনিস খুব সুন্দরী ছিল বলে স্বয়ং এ্যাপোলো তার প্রেমে পড়েন। এই প্রেমসম্পর্কের ব্যাপারে এ্যাপোলো বড় ঈর্ষান্বিত ছিলেন। তিনি চাইতেন করোনিস যেন আর কারো প্রেমে না পড়ে, আর কেউ যেন তাকে ভাল না বাসে।

একবার এ্যাপোলো কোন একটা কারণে ডেলফি যান। তিনি যাবার সময় এক তুষারশুভ্র কাককে করোনিসের পাহারায় নিযুক্ত করে যান।

কিন্তু করোনিসের একটি গোপন বাসনা ছিল। সে আর্কেডিয়ার অধিবাসী ইলেতাসের পুত্র ইসবিসকে গোপনে ভালবাসত। এই ভালবাসার কথা বাইরের কেউ জানত না। এ্যাপোলো ডেলফি চলে যেতেই তার শয়নকক্ষে ইসবিসকে আসতে বলল করোনিস। অথচ তখন এ্যাপোলোর ঔরসজাত সন্তান ছিল করোনিসের গর্ভে।

এ্যাপোলোর দ্বারা নিযুক্ত সেই প্রভুভক্ত কাকটি করোনিসের ঘরে অন্য লোক ঢুকতে দেখে তৎক্ষণাৎ সে ডেলফি উড়ে গেল এ্যাপোলোকে খবর দেবার জন্য। এ্যাপোলো তার কর্তব্যপরায়ণতার প্রশংসা করতে লাগলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে রেগেও গেলেন। এ্যাপোলো রেগে গিয়ে কাকটাকে বলল, তুমি আমাকে খবর দিতে এসেছ ভাল, কিন্তু এখানে আসার আগে লোকটার চোখদুটো ঠুকরে উপড়ে ফেলতে পারলে না? এই অপরাধে তোমার সাদা গাটা কালো হয়ে যাবে। এখন থেকে তোমার সব বংশধরেরাই ঘোর কালো হয়ে জন্মাবে।

এরপর করোনিসের অবিশ্বস্ততার জন্য তাকে চরম শাস্তি দেবার কথা ভাবতে লাগলেন। তিনি তাঁর বোন আর্তেমিসের শরণাপন্ন হয়ে বললেন, আমাকে ও অপমান করেছে। এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে আমায়। এর প্রতিবিধান করো।

আর্তেমিস তখন তাঁর তূণ থেকে একসঙ্গে পর পর অনেকগুলি তীর ছুঁড়লেন। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করল করোনিস। ইসবিসকেও নিজের হাতে তীর দ্বারা বিদ্ধ করে হত্যা করলেন এ্যাপোলো।

করোনিসের মৃতদেহটা শ্মশানে আনা হলে তা দেখে দুঃখ হলো এ্যাপোলোর। তাকে বাঁচাবার কথাও ভাবলেন একবার। কিন্তু তখন আর কোন উপায় নেই। তবে করোনিসের মৃতদেহটা জ্বলন্ত চিতায় চাপাবার আগে তার গর্ভস্থ সন্তানটাকে বার করে নেবার জন্য হার্মিসকে নির্দেশ দিলেন এ্যাপোলো। করোনিসের গর্ভস্থ সন্তানটি জীবিত ছিল তখনো। এ্যাপোলো তাঁর সন্তানের নাম রাখলেন এ্যাসক্লিপিয়াস।

এপিডরিয়াসের লোকরা কিন্তু অন্য কথা বলে। তারা বলে, করোনিসের বাবা ফ্লেগিয়া তার নামে এক নগর নির্মাণ করে। গ্রীসের বহু বীর যোদ্ধা তার সেনাবাহিনীতে কাজ করত। ফ্লেগিয়া একবার ঘুরতে ঘুরতে এপিডরিয়াসে এসে পড়ে সদলবলে। তার সঙ্গে তার কন্যা করোনিসও ছিল। কুমারী করোনিসের গর্ভে তখন এ্যাপোলোর ঔরসজাত সন্তান ছিল। এপিডরিয়াস নগরীতে এ্যাপোলোর যে মন্দির ছিল সেই মন্দিরের সামনে দেবী আর্তেমিসের

সহায়তায় একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে। রাজা তা জানতে পেয়ে নবজাত শিশুটিকে টিথিয়ন পাহাড়ে ফেলে রেখে আসার আদেশ দেয়। সেখানে একটি ভেড়ী ও ছাগল তাদের দুধ দিয়ে শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু একদিন একটি রাখাল ছেলেটিকে নিয়ে আসতে গেলে এক ঝলক তীব্র আলো কোথা থেকে এসে তার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তখন সে ভয়ে চলে যায় এবং এ্যাপোলো স্বয়ং তাঁর ঔরসজাত শিশুসন্তানটির ভার নেন।

শিশুসন্তানটিকে টিথিয়ন পাহাড় থেকে উদ্ধার করে সেন্টরদের নেতা বৃদ্ধ শেইরনের তত্ত্বাবধানে রেখে দেন। এ্যাসক্লিপিয়াস এ্যাপোলো ও শেইরনের কাছ থেকে চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে থাকে ছোট থেকে। বিশেষ করে শল্য চিকিৎসায় সে পারদর্শিতা লাভ করে। যে কোন রোগীকে আরোগ্য করে তুলতে পারত সে।

শোনা যায় দেবী এথেন নাকি রাক্ষসী মেডুসার রক্তভরা দুটি শিশি তাকে দান করেন। একটি শিশির রক্ত ছিল মেডুসার দেহের বাঁ দিক থেকে নেওয়া। তাই দিয়ে যে কোন মরা লোককে বাঁচানো যেত। আর এক শিশির রক্ত ছিল মেডুসার দেহের ডান দিক থেকে নেওয়া হয়। সেই রক্ত দিয়ে যে কোন লোককে এক মুহূর্তে বধ করা যেত। এথেন নাকি সেই রক্ত এ্যাসক্লিপিয়াস ও তাঁর নিজের মধ্যে ভাগ করে নেন। এ্যাসক্লিপিয়াস সেই রক্ত মরা মানুষকে বাঁচাবার জন্য ব্যবহার করত আর এথেন তা কোন মানুষকে বধ করার জন্য ব্যবহার করত।

এ্যাসক্লিপিয়াস সেই রক্ত দিয়ে অনেককে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচিয়ে তোলে। সে যাদের বাঁচায় এইভাবে তারা হলো লাইকর্গস, কাপানেউস ও টিণ্ডারেউস। এইভাবে লোক বাঁচানোর জন্য নরকের রাজা রেগে গিয়ে দেবরাজ জিয়াসের কাছে অভিযোগ করে। বলে, আমার রাজ্য থেকে আমার প্রজাদের নিয়ে যাচ্ছে এ্যাসক্লিপিয়াস। জিয়াস তখন রেগে গিয়ে একটি বজ্রের আঘাতে এ্যাসক্লিপিয়াসকে হত্যা করেন। পরে অবশ্য জিয়াস আবার তাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন। পরবর্তী কালে স্বাভাবিকভাবে তার জীবনকাল শেষ হলে জিয়াস তাকে নক্ষত্রলোকে স্থান দেন। সেখানে এ্যাসক্লিপিয়াস একটি সাপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। এপিডরিয়াসে এ্যাসক্লিপিয়াসের একটি মূর্তি আছে; তাতে সে সাপের মাথার উপর পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এ্যাসক্লিপিয়াসের দুটি সন্তান হয়। তাদের নাম হলো পোদালেবিয়াস আর মেকাডন। এরা দুজনেই পরবর্তীকালে খ্যাতনামা চিকিৎসক হয়। ট্রয়যুদ্ধের সময় এরা গ্রীক সৈন্যদের চিকিৎসা করে। ইতালির লোকেরা এ্যাসক্লিপিয়াসকে এ্যাসক্যালাপিয়াস বলে ডাকে। তাদের মতে এ্যাসক্যালাপিয়াস এক ধরনের গাছের শিকড় দিয়ে মাইনসের পুত্র গ্লকাসকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচায়।

দৈববাণী

গ্রীসদেশে ও ক্রীটে বহু দৈববাণীর কথা শুনতে পাওয়া যায়। বহু দৈববাণীর কথা জানা যায়। কিন্তু সবচেয়ে প্রাচীন দৈববাণী হলো দেবরাজ জিয়াসের। বহু প্রাচীনকালে দুটি কপোত মিশরীয় থীবস্ থেকে উড়ে যায়। তাদের মধ্যে একটি লিবিয়া ও আর একটি দোদোনায় গিয়ে একটি ওকগাছের উপর বসে। তখন সেখানকার লোকে বলে কপোতটি দুটি দৈববাণী বহন করে এনেছে দেবতাদের কাছ থেকে।

তারপর থেকে জিয়াসের মন্দিরের পূজারিণী কপোতের কূজন শুনে অথবা ওকগাছের পাতার শন্‌শন্ শব্দ শুনে মানুষের প্রশ্নের উত্তর দেয় এবং দেবতাদের নির্দেশ বুঝতে পারে।

ডেলফির মন্দিরটা আগে ছিল ধরিত্রীমাতার। পরে ধরিত্রীমাতা ডাফনিস নামে একটি মেয়েকে পূজারিণী নিযুক্ত করেন সে মন্দিরে। এই পূজারিণীই একটি তিনপায়া টুলের উপর বসে যত সব ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করে চলত। অনেকে বলে, ধরিত্রীমাতা পরে তাঁর এই মন্দিরের উপর অধিকার ত্যাগ করে তা টিটানদেবী ফোবি ও থেমিসের উপর ছেড়ে দেন। আবার এই দুজন ঠিকমত কাজ করছে কি না তা দেখার ভার দেন এ্যাপোলোর উপর।

আবার কেউ কেউ বলে, এ্যাপোলো ধরিত্রীমাতার কাছ থেকে দৈববাণীসংক্রান্ত যাবতীয় অধিকার ও মন্দিরের মালিকানা জোর করে কেড়ে নেন। আবার কারো কারো মতে পেগাসাস ও এজিয়াস নামে দুজন পুরোহিত প্রথমে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে এ্যাপোলোর পূজো প্রবর্তন করেন।

ডেলফির মন্দিরের প্রথম বেদী নির্মিত হয় মোম আর পাখির পালক দিয়ে। দ্বিতীয়টি নির্মিত হয় ফার্নগাছের কাঠ দিয়ে। তৃতীয় বেদী নির্মিত হয় লরেল কাঠ আর চতুর্থ বেদী তৈরি হয় ব্রোঞ্জ ধাতু দিয়ে। এরপর ডেলফির গোটা মন্দিরটি ধরিত্রীমাতা গ্রাস করেন। তারপর খৃস্টপূর্ব ৪৮৯ অব্দে মসৃণ পাথর দিয়ে গোটা মন্দিরটি নির্মিত হয়।

এই ধরনের দৈববাণীসংক্রান্ত মন্দির আরও অনেক আছে এ্যাপোলোর—যেমন, লাইকাওন, এ্যাক্রোপোলিস, আর্গস প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায়। সব মন্দিরই একজন করে পূজারিণীর তত্ত্বাবধানে আছে। ইসমেনিয়াম নামক এক জায়গার মন্দিরে এ্যাপোলোর পুরোহিত বলি দেওয়া পশুর নাড়ীভুঁড়ি ভাল করে ঘেঁটে পরীক্ষা করে দেখার পর তবে ভবিষ্যদ্বাণী করে। কলোফনের কাছে ক্লেরাস নামক এক জায়গায় মন্দিরের কাছে গোপন একটি কূপ আছে যার কথা কেউ জানে না। সেই গুপ্ত কূপের জল পান করার পর মন্দিরের পুরোহিত লোকের ভবিষ্যৎ গণনা করে এবং সে বিষয়ে দৈববাণীগুলি ছন্দোবদ্ধভাবে

বলে। টেলিমেসাসে ও অন্য কয়েকটি জায়গায় স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা হয়।

দিমেতারের মন্দিরের পূজারিণীরা পেত্রাতে রোগীদের রোগ প্রতিকার নিয়ে দৈববাণী করে। তারা একটি আয়নাকে দড়িতে বেঁধে কুয়োর মধ্যে ঝুলিয়ে দেয়। ফেরাতে একটি তামার পয়সার বিনিময়ে রোগীরা হার্মিসের সঙ্গে তাদের রোগ সম্বন্ধে কথা বলে পরামর্শ দিতে পারে। পেগাতে দেবরাজ্ঞী হেরার একটি দৈববাণী সংক্রান্ত মন্দির আছে। আকারাতে ধরিত্রীমাতার একটি মন্দির আছে। সেখানকার পূজারিণী দৈববাণী বলার সময় এক ষাঁড়ের রক্ত পান করে যা আর কোন মানুষ পারে না।

এ ছাড়া হেরাকলস্ প্রভৃতি বিখ্যাত বীরদের নামেও অনেক মন্দির আছে। একিয়ার মন্দিরে চারটি পাশার মাধ্যমে দৈববাণী করা হয়। আবার এক জায়গায় রোগীদের রোগের সব কথা শুনে তাদের স্বপ্নের মাধ্যমে তাদের রোগের প্রতিকারের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়।

স্পার্টার রাজার পরিচালনাধীনে পাসিফার মন্দিরেও স্বপ্নের দৈববাণী জানানো হয়।

গ্রীসের ট্রোফোনিয়াসের মন্দিরটিও খুবই প্রাচীন। এখানে এক অদ্ভুত প্রথা আছে। এখানে কেউ যদি পুজো দিতে বা ভবিষ্যৎ গণনা করতে যায় তাহলে তাকে বেশ কয়েকদিন ধরে শুচিশুদ্ধভাবে থাকতে হয়। মন্দিরে প্রবেশ করার আগে সৌভাগ্যদেবীর নামে নির্মিত একটি বাড়িতে বাস করতে হয়। সেখানে হার্মিনা নদীতে স্নান করে দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে পশুবলি দিতে হয় এবং তাকে বিশেষভাবে বলি দেওয়া একটি ভেড়ার মাংস খেতে হয়।

এইভাবে তাকে শুচিশুদ্ধ করার পর একদিন তের বছরের দুটি ছেলে নদীর ধারে তাকে নিয়ে গিয়ে তেল মাখিয়ে স্নান করায়। তারপর একটি ঝর্ণা থেকে জল পান করানো হয়। সেই জল পান করলেই সব কথা সে ভুলে যায়। মন্দিরের ভিতরে এমন একটি অন্ধকার ঘরের ভিতর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় যে ঘরের মাঝখানে আট গজ গভীর রুটি তৈরি করার চৌবাচ্চার মত একটা জায়গা আছে। সেই চৌবাচ্চার তলায় একটা ফাঁক আছে। একটা মই দিয়ে সেই জায়গাটায় নেমে গিয়ে লোকটি মধুমেশানো দুটো রুটি দুহাতে ধরে। তার পা দুটো সেই চৌবাচ্চার গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। তারপর অন্ধকারে সেই গর্তের ভিতর থেকে কে যেন তার পা দুটো টানে এবং তখন তার মাথায় ভারী জিনিসের একটা আঘাত পেয়ে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ঠিক তখনি এক অজানা কণ্ঠস্বর দৈববাণীর কথাগুলো বলতে থাকে। কণ্ঠস্বর থেমে গেলেই তাকে সেখান থেকে তুলে এনে একটি চেয়ারে বসিয়ে একটি ঝর্ণার জল পান করানো হয়। তখন সে তার হারানো স্মৃতি আবার ফিরে পায়। দৈববাণীর সব কথা তার মনে পড়ে যায়।

এই অজানা কণ্ঠস্বর হলো এক সৎ প্রেতাত্মার। সে নাকি দৈববাণী

বলার জন্ত চাঁদের দেশ থেকে নেমে এসেছে। সে আবার ট্রফোনিয়াসের প্রেতের সঙ্গে পরামর্শ করে। ট্রফোনিয়াসের প্রেত একটি সাপের রূপ ধরে সেইখানে থাকে এবং মধুমাখানো দুটি কেক পেয়ে ভবিষ্যতের সব কথা বলে দেয়।

আলফাবেট বা বর্ণমালা

অনেকে বলে নিয়তিকন্যাত্রয়ীই প্রথম বর্ণমালা আবিষ্কার করেন। আবার কেউ কেউ বলে ফয়োনেউসের বোন আইও বর্ণমালার অন্তর্গত পাঁচটি স্বরবর্ণ ও বি ও টি এই দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন। পরে নপনিউসের পুত্র পালামেদিস বাকি ব্যঞ্জনবর্ণগুলি উদ্ভাবন করেন।

হার্মিস আবার সেই সব বর্ণের ধ্বনিগুলি শুনে এক একটি কাষ্ঠখণ্ডে রূপদান করেন। ক্যাডমাস তা বীয়োতীয়ায় নিয়ে যায় এবং আর্কেডিয়ার ঈভাণ্ডার তা নিয়ে যায় ইতালিতে। সেখানে তার মা কার্মেন্তা পনেরটি বর্ণমালাকে আক্ষরিক রূপ দান করেন।

স্যামসের সাইমোনাইদেস ও সিসিলির এপিচার্মাস গ্রীক ভাষায় অন্যান্য ব্যঞ্জনবর্ণগুলি সংযোজন করে। পরে এ্যাপোলোর মন্দিরের পুরোহিতেরা পাঁচটির জায়গায় আরো দুটি স্বরবর্ণ যোগ করেন। সে দুটি স্বরবর্ণ হলো দীর্ঘ আর হ্রস্ব ই। কারণ এ্যাপোলোর সপ্তস্বরা বীণায় যে সাতটি তার আছে তার প্রত্যেকটির জন্য একটি করে স্বরবর্ণ দরকার।

আঠারোটি বর্ণের মধ্যে আলফা হচ্ছে প্রথম বর্ণ। আলফা শব্দের অর্থ হচ্ছে সম্মান। পণ্ডিতরা অবশ্য বলেন, মিশরেই প্রথম বর্ণমালা আবিষ্কৃত হয়। পরে মিশর থেকে গ্রীসে তা প্রবর্তিত হয়। কিন্তু আবার অনেক পণ্ডিত বলেন, ফীনিশীয়রা গ্রীসদেশে প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই গ্রীসদেশের মন্দিরে বর্ণমালার অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তা ধর্মীয় গুপ্ত ব্যাপার হিসাবে সযত্নে ব্যবহৃত হত। বিশেষ করে চন্দ্রদেবীর মন্দিরের পূজারিণীরা তা জানত। তবে তখন বর্ণের অক্ষর উদ্ভাবিত হয়নি। বিভিন্ন গাছের ডাল কেটে তাতে বিভিন্ন বর্ণের এক একটি রূপ উৎকীর্ণ হত।

ইউরেনাস

ইউরেনাসের সন্তান সাইক্লোপ দৈত্যগণ একবার তাদের পিতার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ইউরেনাস তখন রেগে গিয়ে তার বিদ্রোহী পুত্রদের পাতালপ্রদেশের অন্তর্গত তার্তারাস নামক এক জায়গায় ফেলে দেয়। তারপর

ধরিত্রীমাতার গর্ভে টিটান নামে একজন দৈত্যের জন্ম দান করেন। পৃথিবী থেকে আকাশের দূরত্ব যতখানি পৃথিবী থেকে তার্তারাসের দূরত্ব ততখানি। পৃথিবী থেকে একটা কঠিন বস্তুকে যদি তার্তারাসে ফেলা যায় তাহলে তার্তারাসের তলদেশে পৌছতে ন দিন সময় লাগবে।

সাইক্লোপ দৈত্যদের হারিয়ে দেয় ধরিত্রীমাতার সন্তান। ইউরেনাস তাদের ফেলে দিলে ধরিত্রীমাতা রেগে যায়। তখন ধরিত্রীমাতা আবার তাঁর সন্তান টিটানদের তাদের পিতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলতে থাকে। তাদের পিতৃদ্রোহী করে তুলে ধরিত্রীমাতা বলে, তোমাদের পিতাকে তোমরা আক্রমণ করো।

মার কথা শুনে টিটানরা তাদের পিতা ইউরেনাসকে অতর্কিতে আক্রমণ করল। তারা সংখ্যায় ছিল সাতজন। সর্বকনিষ্ঠ ক্রোনাস তাদের নেতৃত্ব করছিল। ইউরেনাস যখন ঘুমোচ্ছিল তখন ক্রোনাস তার মায়ের দেওয়া কাস্তেটা দিয়ে ঘুমন্ত ইউরেনাসের লিঙ্গ ও অণ্ডকোষটি কেটে বাঁ হাতে ধরে তা সমুদ্রের জলে ফেলে দেয়। সেই থেকে বা হাত কুলক্ষণাক্রান্ত বলে গণ্য হতে থাকে।

কিন্তু ইউরেনাসের ক্ষতস্থান থেকে যে রক্তের ফোঁটা ঝরে পড়তে থাকে ধরিত্রীমাতার বুকে তার থেকে তিনজন ইউরিনায়েসের জন্ম হয়। এরা হলো প্রতিহিংসার এমন এক অপদেবী যাদের কাজ হলো পিতৃহত্যা ও মাতৃহত্যা জাতীয় অপরাধের প্রতিশোধ গ্রহণ করা। এদের নাম হলো এ্যালেক্টো, টিসিফোন আর মেসারা।

টিটানরা তখন তাদের অগ্রজ সাইক্লোপদের তার্তারাস নামক অন্ধকার পাতালপ্রদেশ থেকে মুক্ত করে এবং ক্রোনাসকে পৃথিবীর অধিপতি করে তোলে।

কিন্তু ক্রোনাস পৃথিবীর অধিপতি হয়েই তার অগ্রজ সাইক্লোপদের আবার বন্দী করে তার্তারাসে নির্বাসিত করে। তারপর তার আপন ভগিনী রীয়াকে বিয়ে করে সুখে রাজত্ব করতে থাকে।

ক্রোনাসের সিংহাসনচ্যুতি

তার বোন রীয়াকে বিয়ে করে ক্রোনাস সুখে শান্তিতে বাস করতে থাকে বটে, কিন্তু সে তার পিতাকে হত্যা করায় ও তার জননাঙ্গ ছেদন করায় ধরিত্রী-মাতা ও তার পিতা ইউরেনাস মৃত্যুকালে তাকে অভিশাপ দিয়ে যায়, ক্রোনাসেরই এক পুত্র তাকে সিংহাসনচ্যুত করবে।

সেই ভয়ে ক্রোনাস প্রতি বছর তার একটি করে পুত্রকে গ্রাস করে ফেলত। প্রতি বছর রীয়া একটি করে পুত্রসন্তান প্রসব করার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোনাস গিলে ফেলত। এইভাবে পর পর দুটি পুত্রকে হারিয়ে রেগে যায় রীয়া ক্রোনাসের প্রতি। তার তৃতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগেই সে চলে যায় আর্কেডিয়ার দুর্ভেদ্য অরণ্যপরিবৃত লাইকাউম পাহাড়ে। সেখানে সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে। ভূমিষ্ঠ হবার পর পুত্রটিকে নেদা নদীতে স্নান করিয়ে ধরিত্রীমাতার হাতে তুলে দেয় রীয়া। ছেলেটির নাম রাখা হয় জিয়াস।

ধরিত্রীমাতা তখন সেই শিশুপুত্রটিকে ক্রীটদেশের অন্তর্গত লিকটস নামক এক জায়গায় নিয়ে যায়। সেখানে ঈজিয়াস পর্বতের এক গুহায় তাকে লুকিয়ে রাখা হয়। সেখানে আদ্রেস্তীয়া ও আমালথীয়া নামে দুজন জলপরী তাকে মানুষ করতে থাকে। জিয়াস বড় হয়ে যখন স্বর্গমর্ত্যসহ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হন তখন আমালথীয়ার উপকারের কথা ভোলেননি। ভোলেননি তারই স্তনদুগ্ধ খেয়ে শৈশবে একদিন জীবন ধারণ করেছিলেন তিনি। তাই আমালথীয়া মারা গেলে তার একটি মূর্তি স্থাপন করেন জিয়াস।

এদিকে তার তৃতীয় সন্তান জিয়াসকে প্রসব করে তাকে ধরিত্রীমাতার হাতে তুলে দিয়ে একটি পাথরকে কাপড় দিয়ে জড়িয়ে বাড়ি ফেরে রীয়া। স্বামীকে বলে সে এবার এই প্রস্তরখণ্ড প্রসব করেছে। ক্রোনাস তাই গিলে ফেলে। কিন্তু ক্রমে জানতে পারে সব কথা। তখন সে শিশু জিয়াসের খোঁজে স্বর্গ-মর্ত্য পরিভ্রমণ করতে থাকে।

কিন্তু ক্রোনাসকে দূর থেকে আসতে দেখে সাবধান হয়ে যায় জিয়াস। সে নিজেকে একটি সাপে আর আদ্রেস্তীয়া ও আমালথীয়াকে দুটি শূকরীতে রূপান্তরিত করে। তা দেখে ক্রোনাস পালিয়ে যায়। একটি সাপ ও দুটি শূকরের মূর্তি পরে নক্ষত্রলোকে স্থান পায়।

বড় হয়ে যৌবনে পা দিতেই একদিন সমুদ্রের ধারে মেটিস নামে এক টিটান মহিলাকে দেখতে পেলেন জিয়াস। মেটিসের পরামর্শক্রমে জিয়াস তার মা রীয়ার সঙ্গে দেখা করল। মার কথায় ক্রোনাসের ভোজসভায় ভৃত্যের কাজ গ্রহণ করলেন জিয়াস। ইতিমধ্যে মেটিস তাঁকে একটি গাছের শিকড় দিয়েছিল। বলেছিল সেটি যেন ক্রোনাসের পানীয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। তাঁর মাকে একথা বললে সে একাজে সাহায্য করে জিয়াসকে।

একদিন ক্রোনাস যখন মধুমেশানো এক গ্লাস মদ পান করতে যাচ্ছিল তখন সেই মদের সঙ্গে মেটিসের দেওয়া ওষুধটা বেঁটে তার সঙ্গে মিশিয়ে দেয় জিয়াস। ক্রোনাস তা পান করার সঙ্গে সঙ্গেই বমি করতে থাকে। ফলে ক্রোনাস এতদিন পর্যন্ত তার যে সন্তানকে গিলে ফেলেছিল সেই সব সন্তান তার পেট থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে জিয়াসের প্রতি তাদের আনুগত্য জানাল। তারা বলল, টিটানদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করো। আমরা তোমাকে

সাহায্য করব। সব টিটানদের মেরে ফেল।

ক্রোনাসের তখন বয়স হওয়ায় টিটানরা এ্যাটলাসকে তাদের নেতা হিসাবে নিযুক্ত করল। টিটানদের সঙ্গে জিয়াসের এই যুদ্ধ দীর্ঘ দশ বছর স্থায়ী হয়। ধরিত্রীমাতা জিয়াসকে বললেন, সাইক্লোপদের যদি তার্তারাস থেকে মুক্ত করতে পার তবে তাদের সাহায্যে যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে।

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পাতালপ্রদেশের অন্তর্গত তার্তারাসে গিয়ে কারাগাররক্ষিণী ক্যাম্পেকে বধ করে সমস্ত সাইক্লোপদের মুক্ত করল। সাইক্লোপদের সঙ্গে কিছু শতভুজ দৈত্য ছিল। সাইক্লোপরা কৃতজ্ঞতাবশতঃ একটা বজ্র দিল জিয়াসকে। নরকের রাজা হেডস্ তাকে দিল এক আশ্চর্য শিরস্ত্রাণ যা পরে থাকলে শত্রুগণ দেখতে পাবে না তাকে এবং জয় অনিবার্য। সমুদ্রদেবতা পসেডন তাকে দিল একটি ত্রিশূল। আসলে হেডস্ ও পসেডন ছিল জিয়াসের দুই বড় ভাই। তারা জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রোনাস তাদের গিলে ফেলে পরে জিয়াসের মাধ্যমেই তারা মুক্ত হয়।

ক্রোনাসকে কিভাবে পরাজিত করা যাবে তা নিয়ে তিন ভাইয়ে মিলে আলোচনা করতে লাগল। ঠিক হলো হেডস্ প্রথমে অদৃশ্য অবস্থায় গিয়ে ক্রোনাসের সব অস্ত্র কেড়ে আনবে। আর পসেডন সেই সময় ত্রিশূল নিয়ে মারতে যাবে ক্রোনাসকে। তখন জিয়াস বজ্র নিক্ষেপ করবে ক্রোনাসের উপর। এমন সময় সাইক্লোপরা ও শতভুজ সেই দানবরা বড় বড় পাথর নিয়ে ক্রোনাসের টিটান সৈন্যদের উপর ফেলতে লাগল। দেবতারা পর্যন্ত ভয়ে পালাতে লাগল। একমাত্র এ্যাটলাস ছাড়া আর সব টিটানদের নির্বাসনদণ্ড দান করল জিয়াস। তারা সবাই পশ্চিম ইউরোপে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে চলে যায়। টিটান নারীদের কিন্তু বধ করল না জিয়াস অথবা তাদের উপর অত্যাচার করল না। কারণ মেটিস আর তার মা রীয়ার কথা ভেবে সমস্ত টিটাননারীদের ক্ষমা করল জিয়াস।

ক্রোনাসকে সিংহাসনচ্যুত করে স্বর্গ-মর্ত্যের অধিপতি হয়ে উঠল জিয়াস। হেডস্ হলো পাতালের অধিপতি আর পসেডন হয়ে রইল সমুদ্রের অধিপতি।

দেবী এথেনের জন্ম সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে।

কেউ কেউ বলে এথেনের পিতা হচ্ছে প্যালাস নামে দৈত্য যে পরে তার কন্যা এথেনেরই শালীনতাহানি করতে যায়। এথেন তখন তাকে বধ করে তার গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেয়। প্যালাসের নামের জন্যই এথেনের নামের আগে প্যালাস শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়।

আবার কেউ কেউ বলে এথেনের পিতা হলেন পসেডন। কিন্তু এথেন তাঁর পিতৃত্ব অস্বীকার করে জিয়াসের কাছে পালিত হতে থাকেন।

কিন্তু এথেনের পুরোহিতরা এথেনের জন্ম সম্বন্ধে অন্য মত পোষণ করে। তারা বলে টিটান অপদেবী মেটিসের গর্ভে জিয়াসের ঔরসে এথেনের জন্ম হয়।

স্বর্গ ও মর্ত্যের অধিপতি হবার পর সহসা মেটিসের প্রতি কামাসক্ত হন জিয়াস। কিন্তু মেটিস তাঁর কাছে ধরা না দিয়ে পালিয়ে বেড়াত। এ জন্য সে বিভিন্ন রূপও পরিগ্রহ করে। কিন্তু জিয়াস তাকে একবার ধরে ফেলে তার সঙ্গে সঙ্গম করেন এবং তার ফলে গর্ভবতী হয় মেটিস। যথাসময়ে মেটিস কন্যাসন্তান প্রসব করে সেই সন্তানই হলেন এথেন।

ধরিত্রীমাতা এই ঘোষণা করেন মেটিস যদি আবার গর্ভবতী হয় জিয়াসের দ্বারা তাহলে তার পুত্রসন্তান হবে এবং সেই পুত্রই জিয়াসকে সিংহাসনচ্যুত করবে যেমন করে ক্রোনাস ইউরেনাসকে এবং জিয়াস ক্রোনাসকে সিংহাসনচ্যুত করে। তা জানতে পেরে জিয়াস একদিন মেটিসকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে তাঁর মুখগহ্বর খুলে মেটিসকে গিলে ফেলেন। মেটিস নাকি তার পর থেকে জিয়াসের পেটের ভিতর থেকে নানারকম পরামর্শ দিত। তবে সেই থেকে জিয়াস নাকি ভয়ঙ্কর মাথাব্যথাতেও ভুগতে থাকেন। পরে হার্মিস অনেক চেষ্টার পর এই রোগ থেকে মুক্ত করে জিয়াসকে।

প্যান

স্বর্গলোক অলিম্পিয়াতে মাত্র গ্রীসের বারো জন দেবদেবী স্থান পেয়েছেন। কিন্তু এ ছাড়া আরো অনেক দেবদেবী আছেন যারা অলিম্পিয়াতে স্থান পাননি। এই ধরনের এক দেবতা প্যান স্বর্গলোকে স্থান পাননি কখনো; তাঁকে সারাজীবন আর্কেডিয়াতেই কাটাতে হয়। এ ছাড়া হেডস্, পার্সিফোনে, হিকেট, ধরিত্রীমাতা প্রভৃতি দেবদেবীরা অলিম্পিয়ায় দেবদেবীর কাছে চির-অবাঞ্ছিত রয়ে যান।

কেউ কেউ বলে, প্যান হচ্ছে হার্মিসের পুত্র। তবে হার্মিসের ঔরসে ঠিক কার গর্ভে প্যানের জন্ম হয় সে বিষয়ে মতভেদ আছে প্রচুর। ড্রাইওপ না জলপরী ওপেনিসএর গর্ভে প্যানের জন্ম তা স্পষ্ট করে বলতে পারে না কেউ। কেউ কেউ আবার বলে, হার্মিস একবার এক ভেড়ার ছদ্মবেশে ওডিসিয়াসের পত্নী পেনিলোপের সঙ্গে মিলিত হন এবং তার ফলে প্যানের জন্ম হয়। কিন্তু এ মত গ্রাহ্য হয় নি।

জন্ম যেভাবেই হোক, প্যানের চেহারাটা ছিল বড় কুৎসিত এবং কিম্ভূত-কিমাকার। তার মাথায় ছিল পশুর মত শিং, মুখে ছিল দাড়ি, পাগুলো ছিল ছাগলের মত। এই সব দেখে অনেকে কল্পনা করে ছাগরূপিনী এ্যামালথীয়ার গর্ভে হার্মিসের ঔরসে প্যানের জন্ম হয়।

প্যানের মা যেই হোক, প্যান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার চেহারা দেখে

তার গর্ভধারিণী তাকে ত্যাগ করে। তখন হার্মিস তার নবজাত সন্তানকে স্বর্গলোক অলিম্পিয়ায় কিছুকালের জন্য দেবতাদের আনন্দ দেবার জন্য নিয়ে যান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই যে প্যানকে দেখে স্বর্গের দেবতারা কৌতুক বা মজা পাবেন।

কিন্তু বড় হয়ে প্যান আর্কেডিয়ার অরণ্য অঞ্চলেই রয়ে যায়। সেখানে সে বাঁশি বাজাতে বাজাতে মেষের পাল চরাত। তবে বেশীর ভাগ সময় জলপরীদের সঙ্গে ফূর্তি করত অথবা ঘুমিয়ে কাটাত। আসলে সে ছিল বড় অলস প্রকৃতির এবং বিশেষ করে তুপুরের পর থেকে গোটা বিকেলটা ঘুমিয়ে কাটাত। যদি কোনদিন শিকারী চিৎকার করে তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাত তাহলে তাকে এমন শাস্তি দিত প্যান যে তাতে ভয়ে তার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠত। আবার শিকারীরা সারা দিন ঘুরে কোন শিকার না পেয়ে দিনের শেষে বাড়ি ফেরার সময় প্যানকে দায়ী করে গালাগালি করত, এমন কি অনেক সময় তাকে মারধোরও করত এবং প্যান তা চুপচাপ সহ্য করে যেত।

জলপরীদের নিয়ে ফূর্তি করার সময় প্যান অনেক জলপরীর সঙ্গেই সঙ্গম করে। এই ধরনের এক জলপরী ছিল যার নাম ছিল একো বা প্রতিধ্বনি। একোর সঙ্গে প্যানের দেহ-মিলনের ফলে লিঙ্কস্ নামে এক সন্তান হয়। কিন্তু একো নার্সিসাসের প্রেমে পড়ে যায়। কিন্তু নার্সিসাস তার প্রেমের ডাকে কোন সাড়া না দেওয়ায় ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারায় একো। দেবী মিউজের ধাত্রী ইউফেমির সঙ্গেও দেহমিলন ঘটে প্যানের এবং তার ফলে ক্রোটাসের জন্ম হয়। ধনুর্ধারী ক্রোটাসের একটি মূর্তি নক্ষত্রলোকে স্থান পেয়েছে। প্যান বড়াই করে বলত সে মেনাদ নাম্নী অপদেবীদের সঙ্গে সঙ্গম করেছে।

একবার প্যান করুণার অধিষ্ঠাত্রী সতী দেবী পিটিসের শালীনতা হানি করার চেষ্টা করলে পিটিস ফার গাছে নিজেকে পরিণত করে প্যানের হাত থেকে রক্ষা করে নিজেকে। প্যান তখন রেগে গিয়ে ফার গাছের পাতা দিয়ে এক মালা তৈরি করে পরতে থাকে গলায়।

আর এক সতীলক্ষ্মী সিরিঙ্কসের সঙ্গে সহবাস করার জন্য তাকে ধরতে যায়। সুদূর লাইকাউস পাহাড় লেডন নদীর ধার পর্যন্ত সিরিঙ্কস্‌কে তাড়া করে নিয়ে যায়। নদীর ধারে এসে সিরিঙ্কস নিজেকে নলখাগড়া গাছে রূপান্তরিত করে। প্যান তখন সব নলখাগড়া গাছগুলোকে একধার থেকে কেটে তা দিয়ে বাঁশি বানায়।

প্রেমের ব্যাপারে প্যানের সবচেয়ে সাফল্যের দাবি করতে পারে সে সেলেমির ব্যাপারে। সেলেমিকে হাত করার জন্য ছাগলের মত তার কালো লোমওয়ালা দেহটাকে সাদা পশম দিয়ে ঢেকে রাখে। সেলেমি তখন প্যানকে চিনতে না পেরে তার পিঠে চেপে বেড়াতে থাকে এবং প্যানও তখন তাকে নিয়ে যা খুশি করতে থাকে।

প্যানকে অলিম্পিয়ার দেবতারা তুচ্ছ জ্ঞান করলেও তার শক্তিকে তারা ব্যবহার করত বিভিন্নভাবে। ভবিষ্যৎ গণনা করার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল প্যানের। তার কাছ থেকে এই বিদ্যা তাকে ভুলিয়ে শিখে নেয় এ্যাপোলো। হার্মিস তার কাছ থেকে শিখে নেয় বাঁশি তৈরি করার অদ্ভুত কৌশল। এইভাবে তিনি একটি সুন্দর বাঁশি তৈরি করে এ্যাপোলোকে তা বিক্রি করেন।

প্যানই হচ্ছে একমাত্র দেবতা যাঁর মৃত্যুর কথা মর্ত্যের মানুষরা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছে। থেমাস নামে এক নাবিক যখন প্যাক্সি দ্বীপের পাশ দিয়ে ইতালি যাচ্ছিল সমুদ্রপথে তখন সহসা সমুদ্র থেকে এক দৈববাণী ভেসে আসে থেমাসের কাছে। অদৃশ্য এক দেবতা বা মানুষের কণ্ঠ শুনতে পেয়ে চমকে ওঠে সে। কে যেন তাকে বলে, থেমাস, তুমি প্যালদেসের উপকূলে যে মুহূর্তে পৌছবে সেই মুহূর্তে ঘোষণা করবে মহান দেবতা প্যানের মৃত্যু ঘটেছে। তিনি মরদেহ ত্যাগ করেছেন।

পণ্ডিতদের মতে প্যান ইংরাজি শব্দ। এটি গ্রীক 'পেইন' থেকে উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ হলো গোচারণক্ষেত্রের প্রতি। 'শয়তান' ও 'সরল খাড়াখাড়ি মানুষ' এই দুইয়েরই প্রতীক হলো প্যান।

গ্যানিমীড

গ্যানিমীড ছিল ট্রয় নগরীর প্রতিষ্ঠাতা রাজা ট্রসের পুত্র। সে দেখতে এত বেশী সুন্দর ছিল যে কোন জীবিত মানুষের সঙ্গে তার রূপের তুলনাই হত না। তার যৌবনকাল উপস্থিত হলে দেবতারা তাকে স্বর্গলোকে নিয়ে গিয়ে দেবরাজ জিয়াসের মদ্যপরিবেশনকারী হিসাবে নিযুক্ত করে স্বর্গেই রেখে দেন।

গ্যানিমীডের রূপসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে তাঁর শয্যাসঙ্গী করার বাসনা জাগে দেবরাজ জিয়াসের মধ্যে। তাই তিনি ঈগলের রূপ ধারণ করে একদিন ট্রয়ের সমভূমি থেকে গ্যানিমীডকে তুলে নিয়ে যান তাঁর স্বর্গলোকে। পরে স্বর্গের দূত হার্মিস এসে জিয়াসের পক্ষ থেকে রাজা ট্রসকে তার পুত্রহরণের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একটি সোনার আঙুর গাছ ও দুটি ভাল ঘোড়া দান করেন। হার্মিস ট্রসকে বলেন, স্বর্গে ভালই আছে গ্যানিমীড। সে হাসিমুখে পাত্র হাতে দেবতাদের ভোজসভায় মদ্য ও অমৃত পরিবেশনের কাজ করে যাচ্ছে। সে অমরত্ব লাভ করেছে, তবে তার যৌবন অক্ষয় বা অনন্ত হবে না।

অনেকে আবার বলেন, গ্যানিমীডকে প্রথমে জিয়াস নন, ঈয়স হরণ করে

নিয়ে যায় তাকে তার উপপতি হিসাবে বরণ করে নেবার জন্য। জিয়সের কাছ থেকেই গ্যানিমীডকে নিয়ে যান জিয়াস তাঁর কাছে। তবে গ্যানিমীডকে যে কাজে নিযুক্ত করেন জিয়াস, সে কাজ আগে করতেন দেবসম্রাজ্ঞী হেরা আর তাঁর কন্যা হেবি। গ্যানিমীডকে মদ্য ও অমৃত পরিবেশনের কাজে নিযুক্ত করায় হেরা তাই স্বামীর উপর দারুণ রেগে যান। কিন্তু তিনি তাতে গ্যানিমীডের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারেন নি।

কিন্তু গ্যানিমীডের বাবার কাছে সে অমরত্ব লাভ করেছে এ কথা বললেও সত্যি সত্যিই অমরত্ব লাভ করতে পারেনি সে। হয়ত হেরার চক্রান্তেই তার মৃত্যু ঘটে এবং জিয়াস ক্ষুব্ধ হন বিশেষভাবে এবং পরে তার জলবহনরত একটি মূর্তি নক্ষত্রলোকে স্থাপন করেন জিয়াস।

'গ্যানিমীড' শব্দটির অর্থ হলো বিবাহের সম্ভাবনায় অন্তরে উৎফুল্ল বাসনার জাগরণ। কিন্তু লাতিন ভাষায় এই শব্দের অর্থ ক্যাতামিতাস যার অর্থ পুরুষের সমকামিতার এক নির্জীব বস্তু। জিয়াসের সঙ্গে গ্যানিমীডের সমকামী সম্পর্কের কাহিনী সমগ্র গ্রীস ও রোমে বিশেষভাবে প্রচলিত আছে।

জাগ্রেউস

পার্সিফোনেকে তার কাকা নরকের রাজা হেডস্ পাতালপ্রদেশে নিয়ে যাবার আগেই তার সঙ্গে দেহসংসর্গে আসেন দেবরাজ জিয়াস আর তার ফলে জাগ্রেউস নামে এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। জীয়াস রীয়ার সন্তানদের উপর জাগ্রেউসের দেখাশোনার ভার দেন।

কিন্তু জিয়াসের শত্রু টিটানরা শিশু জাগ্রেউসকে হত্যা করার জন্য নানারকম চেষ্টা করে। রীয়ার সন্তানরাও জাগ্রেউসের উপর ঈর্ষান্বিত হয়। একদিন দুপুর রাতে শিশু জাগ্রেউসকে খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে দূরে নিয়ে যায়। তারপর তারা তাকে হত্যা করার অভিসন্ধি নিয়ে আক্রমণ করে। জাগ্রেউস তখন তাদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য নানারকম রূপ পরিবর্তন করে একের পর এক করে। সে সেই শৈশবেই অসাধারণ সাহস ও বুদ্ধির পরিচয় দেয়। এক সময় সে ছাগলের চামড়া পরিহিত জিয়াসের ছদ্মরূপ গ্রহণ করে। কিন্তু দুর্ধর্ষ টিটানরা কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হলো না।

অবশেষে জাগ্রেউস যখন একটি ষাঁড়ের রূপ গ্রহণ করে টিটানরা তখন তাকে সহজেই ধরে ফেলে তার দেহটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে ফেলে। এমন সময় কোথা থেকে এথেন এসে টিটানদের বাধা দেয়। এথেন এসে দেখে জাগ্রেউসের ছিন্নভিন্ন দেহটাকে টিটানরা গ্রাস করে ফেললেও তার হৃদপিণ্ডটা তখনো

নড়ছে। এথেন তখন সেটি নিয়ে জাগ্রেউসকে এক ধাতুতে পরিণত করে। তারপর তার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে তাকে অমরত্ব দান করেন। জাগ্রেউসের হাড়গুলি ডেলফিতে নিয়ে একটি কবর খুঁড়ে সেগুলি সমাহিত করেন এথেন। পরে অলিম্পিয়াতে গিয়ে পিতা জিয়াসকে খবর দেন। জিয়াস তখন প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে গিয়ে মুহুর্মুহু বজ্র নিক্ষেপের দ্বারা টিটানদের বধ করেন।

পাতালপ্রদেশের দেবতারা

প্রতিটি প্রেতাত্মা যখন মৃত্যুর নদী পার হয়ে তার্তারাসের প্রথম প্রবেশপথে গিয়ে হাজির হয় তখন তাদের প্রত্যেককেই পাড়ের কড়ি দিতে হয়। সেইজন্য মৃতদের সৎ ও ধার্মিক আত্মীয় পরিজনরা মৃত্যুকালে মৃতের জিবের তলায় একটা করে মুদ্রা দিয়ে দেয়। সেই মুদ্রা নদীপারের মাঝি শারনকে দিয়ে নদী পার হয়।

যদি কোন প্রেতাত্মা সে মুদ্রা নিয়ে না যায় তাহলে তাকে নদী পার হয়ে ওপারে যেতে দেওয়া হয় না। অনেক প্রেত তখন লুকিয়ে পিছন দিয়ে কোন রকমে নদী পার হয়ে যায়। স্টাইক্স নামে এই কালো নদীটার কতকগুলো আবার উপনদী আছে। সেগুলোর নাম হলো এ্যাকেরণ, ফ্লেগেমন, আওরনিস ও লেথি। এই সব নদী পার হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেতরা পূর্বজন্মের কথা সব ভুলে যায়।

তার্তারাসের প্রবেশপথে সার্বেরাস নামে এক কুকুর প্রহরায় নিযুক্ত আছে। যদি কোন জীবিত ব্যক্তি নরকে প্রবেশ করতে যায় অথবা কোন মৃত আত্মা ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে সেখানে ঢুকতে যায় তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলে সেই ভয়ঙ্কর কুকুরটা।

তার্তারাসে ঢুকেই প্রথম যে অঞ্চলটি পাওয়া যাবে সেই অঞ্চলে বীরদের প্রেতাত্মাগুলি অন্য সব অখ্যাত লোকদের প্রেতাত্মার সঙ্গে বাদুরের মত সব সময় কিচমিচ করতে থাকে। মৃত্যুপুরী তার্তারাস এমনই ভয়ঙ্কর জায়গা যে কোন ভূমিহীন কৃষক সারা জীবন ভূমিহীন হয়ে থাকলেও সে সমগ্র তার্তারাসের ভূখণ্ডটিকে বিনা পয়সায় দিলেও নেবে না।

সেই চির-অন্ধকার নিরানন্দ প্রেতপুরীতে একমাত্র আনন্দের ব্যাপার ছিল রক্তপান। জীবিতরা মৃতের উদ্দেশ্যে যখন রক্তের অঞ্জলি দান করে তখন প্রেতাত্মারা অসীম আগ্রহে সে রক্ত পান করে। সে রক্ত পান করার সময় তাদের মনে হয় তারাও যেন ক্ষণকালের জন্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে, কারণ উষ্ণ তাজা রক্ত হলো সব সময় জীবনের লক্ষণ।

তার্তারাসের সেই প্রথম স্তরে লেথি নদীর ধারে যে একটা ফাঁকা মাঠ আছে তার ওপারে আছে এরেবাস আর আছে নরকের রাজা হেডস্ ও রাণী পার্সিফোনের প্রাসাদ। প্রাসাদের বাঁ দিকে আছে একটি সাদা সাইপ্রেস গাছ যা লেথি নদীর তটভূমিটির উপর শীতল ছায়া বিস্তার করে আছে। সাধারণ প্রেতাত্মারা সেই নদীর জল পান করে। কিন্তু দীক্ষিত আত্মারা লেথি নদীর জল পান করে না, তারা পান করে সাদা পপলার গাছের ছায়াঘেরা স্মৃতি-নদীর জল। এর দ্বারা বোঝা যায় তারা সাধারণ প্রেতাত্মাদের থেকে একটু উচ্চস্তরের।

লেথি নদীর কাছেই তিনটি রাস্তার সঙ্গমস্থলে একটি জায়গায় নবাগত প্রেতাত্মাদের বিচার হয়। যে তিনজন বিচারকের দ্বারা এই বিচারকার্য অনুষ্ঠিত হয় তারা হলো মাইনস, র‍্যাডাম্যানথিস আর এ্যার্কেসাস। র‍্যাডাম্যানথিস এশিয়া বা প্রাচ্য দেশসমূহ থেকে আগত প্রেতাত্মাদের এবং এ্যার্কেসাস ইউরোপ থেকে আগত প্রেতাত্মাদের বিচার করে। কিন্তু জটিল কোন ব্যাপারে তারা মাইনসের শরণাপন্ন হয়। প্রেতাত্মাদের পূর্বজন্মের কর্মাকর্মের গুণাগুণ অনুসারে বিচারের রায় দেওয়া হয় এবং সেই রায় অনুসারে তিনটি রাস্তার যে কোন একটিতে তাদের যেতে বলা হয়। যারা পূর্বজন্মে পাপপুণ্য কিছুই করেনি তাদের সেই প্রান্তরাভিমুখী রাস্তাটিতে যেতে বলা হয়। যারা পাপীষ্ঠ তাদের শাস্তিভূমির অভিমুখে যে রাস্তাটি চলে গেছে সেই রাস্তাটি ধরে যেতে বলা হয় আর যারা পুণ্যবান তাদের এলিসিয়ামের উদ্যান-অভিমুখী রাস্তাটিতে যেতে বলা হয়।

ক্রোনাসশাসিত এলিসিয়া হচ্ছে একটি আদর্শ সুন্দর রাজ্য। স্মৃতি নদীর ধার দিয়ে সেখানে যেতে হয়। হেডস্‌এর রাজ্যের এলাকা যেখানে শেষ হয়েছে তার পর থেকেই শুরু হয়েছে এ রাজ্যের সীমানা। তা হলেও এটি একটি স্বতন্ত্র রাজ্য, হেডস্‌এর রাজ্যের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। অবিচ্ছিন্ন আলো আর আনন্দে ভরা এ রাজ্য হলো চির সুখ আর শান্তির রাজ্য। এখানে রাত্রির অন্ধকার বলে কোন জিনিস নেই। এখানে চিরবসন্ত বিরাজ করে, শীত, গ্রীষ্ম, ঝড়, তুষার বৃষ্টি কখনো দেখা যায় না।

এলিসিয়ামে কখনো কোন ফাঁকে শোক বা দুঃখ প্রবেশ করতে পারে না। এখানে যারা থাকে তারা সব সময় খেলাধুলা, গান বাজনা আর আনন্দ উৎসব নিয়ে থাকে। এখানে যে সব আত্মা থাকে তারা যদি পৃথিবীতে গিয়ে নতুন করে জন্ম গ্রহণ করতে চায় তাহলে তা যে কোন সময়ে করতে পারে। যারা তিনটি জন্ম ধরে মৃত্যুর পর সৎকর্মের জন্য এলিসিয়ামে আসতে পেরেছে তাদের জন্য কয়েকটি সুন্দর দ্বীপ ঠিক করা আছে যেখানে তারা ইচ্ছামত বসবাস করতে পারে। এই সব দ্বীপের নাম হলো সৌভাগ্যের দ্বীপ।

নরকের রাজা হেডস্ সাধারণতঃ বিশেষ কোন কাজ না পড়লে তার্তারাসের

এই উপরতলায় এলিসিয়ামে আসে না। হেডস্ সাধারণতঃ আপন স্বাধিকার বোধে ও অপরের প্রতি ঈর্ষায় প্রমত্ত হয়ে থাকে। তবে যখনি তাঁর মধ্যে সহসা এক অদম্য কামোন্মত্তা জেগে ওঠে তখনি উপরের দিকে গিয়ে এলিসিয়ামের আশে পাশে ঘুরে বেড়াতে থাকে হেডস্। আর কোন জলপরীকে একা একা পেলেই তার সঙ্গে সহবাস করার চেষ্টা করে। একবার মিন্থে নামে এক জলপরীকে ভুলিয়ে বশীভূত করে ফেলে হেডস্। আর একটু হলেই তার সঙ্গে সঙ্গম করত, কিন্তু সেই সময় পার্সিফোনে এসে পড়ায় সব গোলমাল হয়ে যায়। ব্যাপারটা কিন্তু বুঝতে পেরে পার্সিফোনে অভিশাপ দিয়ে মিন্থেকে এক সুগন্ধি ফুলে পরিণত করে। আর একবার লিউস নামে এক জলপরীকে ধরে তাকে ধর্ষণ করতে গেলে পার্সিফোনে হঠাৎ সেখানে গিয়ে লিউসকে একটি সাদা পপলার গাছে পরিণত করে। স্মৃতি নদীর ধারে সেই গাছটি আজও দাঁড়িয়ে আছে ছায়া বিস্তার করে।

দুশ্চরিত্র হলেও হেডস্ মাঝে মাঝে তার প্রজাদের হঠাৎ কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে ফেলে। অনেক সময় কোন জীবিত ব্যক্তিকেও নরকে বেড়াতে যাবার অনুমতি দিয়ে ফেলে। অথচ পরে সেই লোক নরক থেকে ফিরে এসে তারই নিন্দা করে।

হেডস্ মর্ত্যলোক ও স্বর্গলোকের কোন খবরাখবর বিশেষ পায় না। কিছু কিছু খবর তার কানে আসে মাঝে মাঝে। সুতরাং স্বর্গে ও মর্ত্যে কখন কি ঘটছে তা সে জানতে পারে না। মাঝে মাঝে মর্ত্যের কোন মানুষ যখন কপাল চাপড়ে হেডস্কে আবাহন করে কোন শপথ করে অথবা কিছু উৎসর্গ করে তখন সহসা সজাগ হয়ে ওঠে হেডস্। স্বর্গ ও মর্ত্যলোকে কোন বিষয়সম্পত্তিও নেই। পাতালপ্রদেশেও বিশেষ কোন সম্পত্তি নেই হেডস্এর। তবে তার সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো তার অলৌকিক শিরস্ত্রাণ। এই শিরস্ত্রাণ পরে যুদ্ধ করলে শত্রুপক্ষের কেউ তাকে দেখতে পাবে না। এই শিরস্ত্রাণটি হেডস্কে সাইক্লোপরা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দান করে। জিয়াসের আদেশে হেডস্ সাইক্লোপদের তার্তারাস থেকে মুক্তি দিলে সাইক্লোপরা তাকে এটি দান করে। তবে পৃথিবীর মাটির তলায় যে সব মূল্যবান ধাতুর খনি আছে তা সব হেডস্এর অধিকারে। পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠের কোন সম্পদে তার কোন অধিকার নেই। গ্রীস দেশের মধ্যে মাটির তলায় অবস্থিত কিছু অন্ধকার মন্দির হেডস্এর নামে উৎসর্গীকৃত। এরিথীয়া দ্বীপে যে পশুপাল আছে তাও হেডস্এর।

হেডস্এর স্ত্রী নরকের রাণী পার্সিফোনে দয়াবতী রমণী। স্ত্রী হিসাবে হেডস্এর প্রতি একান্ত বিশ্বস্ত। কিন্তু তার কোন সন্তানাদি হয়নি। ডাইনিদের দেবী হিকেট হলো তার একমাত্র অন্তরঙ্গ সহচরী। এই হিকেট এক অসাধারণ অলৌকিক যাদুবিদ্যার অধিকারিণী। এই বিদ্যাবলে সে মর্ত্যের যে কোন লোককে তার ইচ্ছামত যে কোন সম্পদ দান করতে বা তা কেড়ে

নিতে পারে। দেবরাজ জিয়াস তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন এবং এই বিদ্যা তিনি কখনো কেড়ে নেননি তার কাছ থেকে। হেক্তাস্এর তিনটি দেহ ও তিনটি মাথা যুক্ত আছে একসঙ্গে। এই তিনটি দেহ ও মাথা হলো তিনটি পশুর—সিংহ কুকুর আর ঘোটকীর।

প্রতিহিংসার অপদেবী তিনজন ইউবিনায়েস বা ফিউরি আছে। তাদের নাম হলো টিসিফোন, এ্যালেক্টো আর মেগারা। তারা থাকে তার্তারাসের অন্তর্গত এরেবাসের প্রাসাদে। অলিম্পিযার দেবতাদের থেকে তারা অনেক প্রাচীন। তাদের কাজ হলো মর্ত্যেব মানুষদের বিশেষ বিশেষ কয়েকটি পাপকর্মের শাস্তি বিধান করা। বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি বয়োকনিষ্ঠদের, পিতামাতার প্রতি সন্তানদের, অতিথিদেব প্রতি গৃহস্বামীদের এবং কোন পূজারীর প্রতি নগরবাসীদের উদ্ধত ও অন্যায় আচবণের বিরুদ্ধে কোন মর্ত্যমানব যদি কখনো অভিযোগ করে তাদের কাছে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাবা তার শাস্তি বিধান করে।

এই সব ইউবিনাযেসদের চেহাবাগুলি অদ্ভুত। তাদের মাথায় চুলের পরিবর্তে আছে অসংখ্য সাপ। কুকুরেব মুখ, কালো দেহ, চোখগুলো রক্তেব মত লাল আর বাদুড়েব মত দুটো পাখা আছে দুদিকে। তাদের হাতে আছে পিতলেব হাতলওষালা এক চাবুক। সেই চাবুক নিয়ে তাবা অপরাধীদের নির্মমভাবে তাড়া করে। তাদেব প্রচণ্ড রোষ থেকে কোন অপরাধী কোনভাবে পরিত্রাণ পেতে পাবে না। এমন কি কোন দেবতাও বাঁচাতে পারে না কাউকে তাদেব কবল থেকে। তাদের প্রহার বা শাস্তির প্রচণ্ডতা সহ্য করতে না পেরে অনেকে প্রাণত্যাগ করে।

ড্যাকটাইলস

ক্রোনাসপত্নী রীয়া যখন জিয়াসকে গর্ভে ধারণ করে রেখেছিলেন এবং যখন প্রসবকালে বেদনায় ছটফট করছিলেন তখন তিনি তাঁর হাতের আঙুল দিয়ে মাটির উপর খুব জোরে চাপ দেন। যন্ত্রণায় কাতর হয়েই তিনি মাটিতে বসে দুটি হাত দিয়ে মাটির উপর চাপ দিতে থাকেন ক্রমাগত। এর ফলে তাঁর বাঁ হাতের তলা দিয়ে মাটি থেকে পাঁচটি মেয়ে ও ডান হাতের তলা দিয়ে পাঁচটি বেটা ছেলে হঠাৎ উদ্ভূত হয়। এই দশটি স্বয়ম্ভু সন্তানকে ড্যাকটাইলস্ বলা হয়ে থাকে।

কেউ কেউ আবার বলে ড্যাকটাইলরা জিয়াসের জন্মের বহু পূর্বেই ছিল। তারা থাকত ফার্জিয়ার অন্তর্গত আইডা পর্বতে। এ্যাকিয়েল নামে এক

জলপরী থাকত ওয়্যালসের কাছে ভিক্টিরার এক পার্বত্য গুহায়।

পুরুষ ড্যাকটাইলরা ছিল কামারের কাজে পারদর্শী। শোনা যায় তারাই প্রথমে বীরেসিন্থাস পাহাড়ের কাছে লোহার খনি আবিষ্কার করে। ধাতু হিসাবে লোহার ব্যবহার তারাই প্রবর্তন করে।

তারা সামোথ্রেসে বসবাস করে। তারা যাদুমন্ত্র জানত এবং তার দ্বারা তারা অনেক অসাধ্য সাধন করায় সেখানকার অধিবাসীরা বিস্মিত হয়ে পড়ে তাদের কাজকর্ম দেখে। তারা নাকি অর্ফিয়াসকে যে সব দেবীদের রহস্যময় জীবনকথা বলে তা কেউ জানে না।

আবার কেউ কেউ বলে ড্যাকটাইলরা কিউরেট নামধারী এক ধরনের অপ-দেবতা। তারা ক্রীটদেশে শিশু জিয়াসের দোলনা পাহারা দেবার কাজে নিযুক্ত হয়। পরে তারা এলিসে এসে ক্রোনাসের নামে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। তারা ছিল সংখ্যায় পাঁচ এবং তাদের নাম ছিল হেরাকলস্, প্যাকনিয়াস, এপিমেদেস, ল্যাসিয়াস আর এ্যাকেসিদাস। হেরাকলস্ই হাইপারবোরিয়াস থেকে অলিম্পিয়াতে প্রথম অলিভ গাছ নিয়ে আসে এবং সে-ই তার ভাইদের এক দৌড় প্রতিযোগিতায় যোগদান করায়। সেই থেকে নাকি অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের সূত্রপাত হয়। সেই দৌড় প্রতিযোগিতায় জয়লাভকারী প্যাকনিয়াসকে হেরাকলস্ প্রথমে অলিভ গাছের শাখা পুরস্কার হিসাবে দান করে এবং তারা নাকি অলিভ গাছের পাতার বিছানায় শুত।

আবার অনেকে বলে অলিভ গাছের পাতাওয়ালা শাখা নয়, সেই দৌড় প্রতিযোগিতায় অলিভ পাতার মুকুট উপহার দেওয়া হত বিজয়ীকে। পরে ডেলফির মন্দিরের এক দৈববাণী অনুসারে অলিভ মুকুটের পরিবর্তে আপেল গাছের শাখা দেবার ব্যবস্থা হয়।

প্রথম তিনজন ড্যাকটাইলের পদবী ছিল এ্যাকমন, ড্যামনামেনেউস আর সেলমিস। 'সেলমিস' শব্দের অর্থ হলো নাকি লোহা। সেলমিস একবার রীয়াকে অপমান করে বলে নাকি তাকে 'লোহা' পদবী দেওয়া হয়।

টেলশিনে

সমুদ্রসন্তান টেলশিনেরা হলো সংখ্যায় সাত। তাদের জন্ম হয় রোড্স্ দ্বীপে। তাদের মাথাগুলো ছিল কুকুরের মত আর হাতগুলো ছিল ভেড়ার। তারা তাদের রোড্স্ দ্বীপে ক্যামেইরাস, লালিসাস আর লিণ্ডাস নামে তিনটি নগরী নির্মাণ করে।

পরে টেলশিনেরা ক্রীটে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করে এবং তারাই হয় ক্রীটের প্রথম অধিবাসী। রীয়া তাঁর শিশুপুত্র পসেডনের দেখাশোনার ভার দেন

এই টেলশিনেদের উপর। কিন্তু পসেডন একটু বড় হলেই তাঁর ত্রিশূলটা ভুলিয়ে নিয়ে নেয়। টেলিশিনেরা ক্রোনাসের দাঁতওয়ালা কাস্তেটাও নিয়ে নেয়। যে কাস্তে দিয়ে ক্রোনাস তার বাবা ইউরেনাসের লিঙ্গচ্ছেদ করে সেই রক্তমাখা কাস্তেটা টেলশিনেরা নিয়ে নেয়।

এই টেলশিনেরা আবহাওয়ার উপর নানারকম বিঘ্ন সৃষ্টি করত। তারা যখন তখন এক ঐন্দ্রজালিক কুয়াশার সৃষ্টি করত এবং গন্ধক মিশিয়ে মাঠের ফসল নষ্ট করে দিত। তাই জিয়াস এক মহাপ্লাবন দ্বারা তাদের ধ্বংস করে ফেলার সংকল্প করেন। কিন্তু আর্তেমিসের কাছ থেকে তারা তা আগে থেকে জানতে পেরে সমুদ্র পার হয়ে বীয়োতিয়ায় পালিয়ে যায়। তবে শোনা যায় পরে জিয়াস এক বন্যার দ্বারা ধ্বংস করেন টেলশিনেদের।

এম্পাসী

এম্পাসী নামে একদল দানবী ছিল। তারা ছিল হিকেটের সন্তান। তাদের পিঠগুলো ছিল গাধার মত। তাদের একটা পা ছিল গাধার মত আর একটা ছিল পিতলের। তাবা সাধাবণতঃ থাকত পথের ধারে। কোন পথিক গেলেই তাদের ভয় দেখাত। তবে ভয় না পেয়ে তাদের গালাগালি করলেই তারা পালিয়ে যেত। কিন্তু মাঝে মাঝে তারা কোন পথিককে একলা পেলেই তার ক্ষতিসাধন করত।

তারা সাধারণতঃ একলা কোন পুরুষ পথিককে পেলেই সুন্দরী নারীর ছদ্মরূপ ধারণ করে তার মন ভুলিয়ে দিত। তারপর রাত্রি বা দুপুরবেলায় কোন নির্জন জায়গায় তার শয্যাসঙ্গিনী হত। কিন্তু পথিকটি ঘুমিয়ে পড়লেই এম্পাসী তার রক্ত চুষে খেত। অবশেষে লোকটা ঘুমন্ত অবস্থাতেই মারা যেত।

এম্পাসী শব্দটির অর্থ হলো বলপ্রয়োগকারিণী, ছলনাময়ী দানবী। এই ধরনের দানবীর ধারণাটি গ্রীসদেশে আসে প্যালেস্টাইন থেকে। পুরাকালে গ্রীসের লোকেরা প্যালেস্টাইনে গিয়ে এক ধরনের ডাইনি মেয়ের কবলে পড়ে। এই ধরনের মেয়েরা বিদেশীদের সঙ্গে মিশে তাদের ক্ষতিসাধন করে।

আইও

আইও ছিল নদীদেবতা ইনাকাসের কন্যা। হেরার মন্দিরের পূজারিণী। প্যান ও একোর মিলনে লিঙ্কস্ নামে যে কন্যার জন্ম হয় সেই লিঙ্কস্ একবার জিয়াসের উপর মায়ার সাহায্যে আইওর প্রতি প্রেমাসক্ত করে তোলে। ফলে

লহলা আইওর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন জিয়াস।

হেরা তা জানতে পেরে লিঙ্কস্‌কে শাপ দেন যার ফলে তার ঘাড়টা চিরতরে মুচড়ে যায়। জিয়াসকে হেরা তখন ব্যভিচারী বলে আখ্যাত করেন। জিয়াস বলেন, মিথ্যা কথা, আমি আইওকে কখনো স্পর্শ করিনি।

এরপর জিয়াস আইওকে একটি গাভীতে পরিণত করেন। হেরা তখন সেই গাভীটি তাঁর বলে দাবি করেন। তিনি সেই গাভীটিকে শতচক্ষুবিশিষ্ট আর্গসের হাতে তুলে দিয়ে বলেন, একে নিমীয়াতে একটি অলিভ গাছে পরিণত করে রাখবে।

পরে জিয়াস তা জানতে পেরে হার্মিসকে নিমীয়াতে পাঠান আইওকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার জন্য! সঙ্গে সঙ্গে জিয়াস নিজেও এক কাঠঠোকরা পাখির রূপ ধরে হার্মিসকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। হার্মিস গিয়ে দেখে আর্গস তার একশো চোখের দৃষ্টি দিয়ে পাহারা দিচ্ছে। আইওকে তার কাছ থেকে আনা সম্ভব নয়। তাই সে আর্গসকে কৌশলে ঘুম পাড়িয়ে তারপর এক পাথরখণ্ডের দ্বারা তার মাথাটাকে ভেঙ্গে ফেলে আইওকে সেখান থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসেন। হেরা তখন তা জানতে পেরে আর্গসের একশোটা চোখ ময়ূরের পেখমের উপর বসিয়ে দেয়। তারপর তিনি একটি বড় মাছি বা ডাঁশকে গাভীরূপিনী আইওকে সারা পৃথিবীময় তাড়া করে নিয়ে বেড়াবার জন্য নিযুক্ত করেন।

আইও প্রথমে গিয়ে উঠল দোদোনায়। তারপর গেল একটা সমুদ্রে। সেই সমুদ্রটা তার নাম অনুসারে আইওনিয়ান সমুদ্র নামে অভিহিত হতে লাগল। এরপর সেখান থেকে ঘুরে উত্তর দিকে যেতে যেতে হেমাস পর্বতে পৌঁছল। সেখান থেকে আবার ড্যানিয়ুব নদীর ব-দ্বীপে। তারপর কৃষ্ণসাগরের চারদিকে ঘুরে বেড়িয়ে বসফোরাস প্রণালী পার হলো।

এরপর আইও হাইব্রিস্তে নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে নদীর উৎসমুখে ককেসাস পর্বতে গিয়ে হাজির হলো যেখানে বন্দী প্রমিথিয়াস তখনো বাঁধা ছিল একটা পাথরের সঙ্গে। সেখান থেকে কোলবিসএর মধ্য দিয়ে ইউরোপে গেল। এরপর এসিয়া মাইনরের মধ্য দিয়ে প্রথমে তার্তাস ও মিডিয়া ও পরে ব্যাকট্রিয়া ও ভারতে গেল। ক্রমে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে আরবের মধ্য দিয়ে অবশেষে আফ্রিকার ইথিওপিয়ায় গিয়ে পৌঁছল। আইও নীল নদীর তীর ধরে তার উৎস মুখে গিয়ে হাজির হলো যেখানে পিগমিরা চিরকাল ধরে বড় বড় সারস পাখির সঙ্গে সংগ্রাম করে আসছে।

অবশেষে ইজিপ্টে গিয়ে থেমে গেল আইও। দীর্ঘ পরিভ্রমণের পর বিশ্রাম করতে লাগল। জিয়াসও সেখানে গিয়ে মিলিত হলেন আইওর সঙ্গে। সেখানে তিনি আইওকে মানুষের আকার দান করলেন। এবং সেই মিলনের ফলে সন্তানসম্ভবা হলো আইও। এরপর টেলিগোনাসকে বিয়ে করল আইও। হঠাৎ পরই জিয়াসের ঔরসজাত সন্তানটিকে প্রসব করল সে। তার নাম রাখা

হলো ইপাফাস। পরে ওই ইপাফাসই ঈজিপ্টের অধিপতি হয়ে দীর্ঘকাল ধরে রাজত্ব করতে থাকে। এই ইপাফাসের কন্যা লিবিয়ার গর্ভে পসেডন এজিনর ও বেলাস নামে দুটি সন্তান উৎপাদন করেন।

কিন্তু অনেকে বলে, আইও গাভীরূপেই ঈয়োনীয়া পর্বতের এক গুহায় একটি এঁড়ে বাছুর প্রসব করে। প্রসবের পর হেরার দ্বারা নিযুক্ত সেই বাছুর ডাঁশ বা বড় মাছির কামড়ে মারা যায় আইও।

আইও সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। এই কাহিনী ল্যাপিতাসপুত্র ইনাকাস আর্গসে রাজত্ব করার সময় আইওর নাম অনুসারে আওপোলিস নামে একটি নগর স্থাপন করে। আর্গসে তখন চন্দ্রদেবীর নামে তার কন্যার নামকরণ করে আইও।

পশ্চিমাঞ্চলের রাজা পিকাস একবার আইওকে দেখে তার প্রেমে পড়ে যায় এবং আইওকে তার প্রাসাদে ধরে নিয়ে যাবার জন্য কয়েকজন ভৃত্য পাঠায়। আইওকে তার প্রাসাদে ধরে আনার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে বলপূর্বক সঙ্গম করে ইনাকাস। এই সঙ্গমের ফলে লিবিয়া নামে একটি কন্যাসন্তান প্রসব করে আইও। তারপর আবার সে ঈজিপ্টে পালিয়ে যায় ইনাকাসের চোখে ধুলো দিয়ে। কিন্তু ইজিপ্টে গিয়ে দেখে সেখানে জিয়াসপুত্র হার্মিস রাজত্ব করছে। সেখানে থাকলে জিয়াস তাকে ধরার জন্য আবার ছুটে আসবেন ভেবে সেখানে না থেকে আবার পথচলা শুরু করল আইও।

অবশেষে সিরিয়ার অন্তর্গত সিল্পসিয়াম পর্বতে গিয়ে থামল আইও। নিবিড়তম দুঃখে ও লজ্জার ভার আর সহ্য করতে না পেরে সেখানেই অকালে মারা যায় আইও।

ইতিমধ্যে প্রাসাদের মধ্যে আইওকে না পেয়ে আইওর ভাইদের আইওর খোঁজ করতে পাঠায় ইনাকাস। তাদের বলে দেয়, তোমরা যেন আইওকে না নিয়ে শুধু হাতে ফিরে এসো না।

আইওর ভাইরা তার খোঁজ করতে করতে অবশেষে সিরিয়ার সেই পাহাড়ে গিয়ে ওঠে। সেখানে গিয়ে তারা বুঝতে পারে এইখানেই আইওর মৃত্যু হয়েছে। তাই তারা বারবার বলতে থাকে, এখানে কি আইওর আত্মা বিশ্রাম করছে?

তাদের সেই ডাকের উত্তরে সেখানে একটি অলৌকিক গাভী নাকি আশ্চর্যভাবে মানুষের মত গলায় উত্তর দেয়, হ্যাঁ, আমি এখানেই আছি।

আইওর ভাইরা তখন আর ইনাকাসের প্রাসাদে ফিরে না গিয়ে সেখানেই বসবাস করতে থাকে এবং কালক্রমে আইওপোলিস নামে একটি নগর স্থাপন করে। সেই থেকে আইওপোলিস শহরের লোকেরা প্রতি বছর একবার করে আইওর জন্য শোকদিবস পালন করে এবং শহরের সব মানুষ সেদিন পরস্পরের দরজায় ঘা দিয়ে বলে, এখানে আইও আছে? তার আত্মা এখানে বিশ্রাম

লাভ করছে ?

প্রাচীন গ্রীসের লোকেরা চাঁদকে দেবী হিসাবে পূজা করত, কারণ তারা চাঁদকে সমস্ত জলের উৎস বলে মনে করত। গাভী দুধ দেয় বলে গাভীকে চাঁদের মূর্ত ও জীবন্ত প্রতীক হিসাবে গণ্য করত। এই ধারণা থেকে আইওর এই পুরাণ কাহিনীর উদ্ভব হয়। তারা চাঁদের মধ্যে তিনটি রঙের কল্পনা করত— সাদা, লাল আর কালো। চাঁদ যখন প্রথম ওঠে তখন তার রং সাদা থাকে। পূর্ণচন্দ্র লাল দেখায় আর শেষ রাতের চাঁদের মধ্যে একটা কালো ভাব থাকে। এইজন্য চাঁদের দেবী আইওর জীবনে তিনটি স্তর তারা কল্পনা করত—প্রথম স্তর কুমারী জীবন সাদায় দ্বিতীয় স্তর যৌবন লাল এবং বার্ধক্য কালোর প্রতীক।

ফরোনেডস

আইওর অন্যতম ভাই ফরোনেউসের জন্ম হয় নদীদেবতা ইনাকাস আর জলপরী মেলিয়ার মিলনের ফলে। আর্গসে তার নামটা পাল্টে গিয়ে হয় ফরোনিয়াম। প্রমিথিয়াস প্রথমে স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করলে ফরোনেউস সেই আগুনের ব্যবহার শেখায় মানুষকে।

ফরোনেউস পরে সার্ভো নামে এক জলপরীকে বিয়ে করে এবং পেলোপনেসি রাজ্যে রাজত্ব করতে থাকে। এই ফরোনেউসই মর্ত্যলোকে হেরার পূজা প্রবর্তন করে। তার তিন পুত্র ছিল। তাদের নাম হলো আয়াসাস, পেলাগাস আর এজিনর। ফরোনেউসের মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র পেলোপনেসি রাজ্য ভাগ করে নেয়। কিন্তু শোনা যায় তার এক পুত্র ছিল। তার নাম ছিল কার। সে পরবর্তী কালে মেগারা নগর স্থাপন করে।

গ্রীস দেশে ফরোনেউসকে বসন্তের প্রতীক হিসাবেও গণ্য করা হয়। ফরোনেউস নাকি প্রথম বাজারের উদ্ভাবন করে। বাজারে মানুষ পণ্য বিক্রয় করে দাম পায়। গ্রীকভাষায় ফরোনেউস শব্দের অর্থ হলো মূল্যের আনয়নকারী।

অনেকের মতে ফরোনেউস এ্যাল্ডার গাছের প্রতীক। সে নদীদেবতা ইনাকাসের পুত্র—এ কথার অর্থ হলো নদীর ধারেই এ্যাল্ডার গাছ জন্মায়। সে আগুনের ব্যবহার প্রচলিত করে—একথার অর্থ হলো প্রাচীনকালের কর্মকার ও কুম্ভকারেরা এ্যাল্ডার গাছের কাঠ পুড়িয়ে তার অঙ্গার দিয়ে কাজ করত।

বেলাস ও দানাইদস

থিবাইদের অন্তর্গত কেম্মিস নামক জায়গাতে লিবিয়ার গর্ভে পসেডনের ঔরসে রাজা বেলাসের জন্ম হয়। এজিনর ছিল তার যমজ ভাই। তার স্ত্রী ছিল নাইলাসের কন্যা এ্যাকিনো। এ্যাকিনোর গর্ভে তিনটি পুত্রসন্তান হয় বেলাসের। তারা হলো এজিপতাস, দানাউস আর সেফেটস। প্রথম দুটি পুত্র ছিল যমজ।

এজিপতাস তার ভাগে আরব রাজ্য পায়। কিন্তু সে নিজের শক্তিতে মেলামপোদেশ দেশ অধিকার করে নিজের নাম অনুসারে সে দেশের নাম দেয় ঈজিপ্ট। বিভিন্ন স্ত্রীর গর্ভে এজিপতাসের পঞ্চাশটি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। এই সব পুত্রদের থেকে লিবীয়, আরবীয়, ফোনিশীয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয়।

এজিপতাসের ভাই দানাউস লিবিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়। দানাউসেরও পঞ্চাশটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে বিভিন্ন স্ত্রীর গর্ভে। এই সব কন্যাদের দানাইদস বলা হয়। দানাউসের স্ত্রীদের নাম ছিল নাইয়াদ, হামাদ্রিয়াদ, এলিফ্যান্টিস, মেসফিস, ইথিওপিয়ান এবং আরও অনেকে।

বেলাসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার দুই যমজ সন্তানের মধ্যে রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। এজিপতাস তখন এই বিবাদের এক সমাধানের উপায় খুঁজে বার করে। সে প্রস্তাব করে তার পঞ্চাশটি পুত্র যদি দানাউসের পঞ্চাশটি কন্যাকে বিয়ে করে তাহলে তাদের পিতাদের উত্তরাধিকার সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু দানাউস এ প্রস্তাবে রাজী হতে পারল না। সে প্রস্তাবের মধ্যে এক ষড়যন্ত্রের আভাস পেল সে।

এমন সময় এক দৈববাণী শুনে ভয় পেয়ে গেল দানাউস। দৈববাণী হলো এজিপতাস বিয়ের পর তার সব কন্যাদের হত্যা করতে চায়। এই দৈববাণী শুনে দানাউস লিবিয়া ছেড়ে সপরিবারে পালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

দেবী এথেনের সহায়তায় একটা বড় জাহাজ নির্মাণ করল দানাউস। তারপর তার পঞ্চাশটি কন্যাকে নিয়ে গ্রীসের পথে রওনা হলো। তারা গেল রোড্‌স্ দ্বীপের পাশ দিয়ে। তারা রোড্‌স্ দ্বীপে কিছুদিনের জন্য থেকে গেল। সেখানে দানাউসের মেয়েরা দেবী এথেনের এক মন্দির নির্মাণ করল। এখানে থাকাকালে দানাউসের তিনটি কন্যা মারা যায় এবং এখানকার তিনটি নগর তাদের নামে স্থাপিত হয়। নগর তিনটির নাম হলো লিণ্ডাস, লালিসাস ও ক্যামেইরাস।

রোড্‌স্ দ্বীপ থেকে দানাউস চলে গেল পেলোপনেসিতে। সে প্রথমে জাহাজ থেকে লার্না নামক এক নগরে নামে। নেমেই সে ঘোষণা করল দেবতারা

তাকে আর্গস বা গ্রীস দেশের রাজা হিসাবে নির্বাচিত করেছেন। সুতরাং সেখানকার বর্তমান রাজাকে পদত্যাগ করতে হবে।

আর্গসের তদানীন্তন রাজা গিলেনর কথাটা শুনে হেসে উড়িয়ে দিলেন তা। কিন্তু দেবতাদের নাম শুনে আর্গসের অধিবাসীরা কথাটা নিয়ে চিন্তা করতে লাগল। কারণ দানাউস স্পষ্ট করে বলে দেয় দেবী এথেন তাকে এ ব্যাপারে সমর্থন করছেন। কিন্তু দানাউসের এই ঘোষণা সত্ত্বেও গিলেনর তার সিংহাসন কিছুতেই ছাড়ত না যদি না সে রাতে হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে না যেত।

আর্গসের বিশিষ্ট লোকেরা দানাউসকে তখন এই বলে শান্ত করল যে আজ রাতে কথাটা তারা চিন্তা করুক। আগামীকাল সকালে এ বিষয়ে তারা কোন একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

কিন্তু পরদিন সকাল হতে না হতেই দূর পাহাড় থেকে নেমে এল এক দুঃসাহসী নেকড়ে। এসে নগরপ্রান্তে চরতে থাকা এক গরুর পালকে আক্রমণ করে একটি বড় ষাঁড়কে বধ করল। এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে ভয় পেয়ে গেল আর্গসবাসীরা। এটি একটি কুলক্ষণ হিসাবে ধরে নিল তারা। তারা এর ব্যাখ্যা করে বলল এর অর্থ হলো এই গিলেনর যদি তার সিংহাসন না ছাড়ে তাহলে ঐ দুঃসাহসী নেকড়ের মত দানাউস গিলেনরকে বধ করে তার সিংহাসন দখল করে নেবে। দেবী এথেনই ঐ নেকড়ে হয়ে এসেছিলেন তাদের শিক্ষা দেবার জন্য।

এই ভেবে আর্গসবাসীরা তাদের রাজা গিলেনরকে সিংহাসন ছাড়তে বাধ্য করল। অবাধে রাজ্য লাভ করল দানাউস। রাজ্য লাভ করে প্রথমেই সে এ্যাপোলোর এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করল। সে মন্দিরের দেবতার নাম ছিল নেকড়ে এ্যাপোলো। ক্রমে দানাউস হয়ে উঠল এক শক্তিশালী রাজা। তার নামে গর্ব অনুভব করত আর্গসের লোকেরা এবং নিজেদের দান্যান নামে অভিহিত করত।

কিন্তু রাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক মহাসমস্যায় পড়ল দানাউস। তখন দারুণ খরা চলছিল সারা রাজ্য জুড়ে। কোথাও জল নেই এক ফোঁটা। মাঠে ফসল নেই। এর একমাত্র কারণ হলো পসেডনের রোষ। ক্রমে রাজ্যের অধিবাসীদের কাছ থেকে জানতে পারল দানাউস, নদীদেবতা ইনাকাস একবার আর্গস রাজ্য হেরার অধিকারে একথা ঘোষণা করায় সমুদ্রদেবতা পসেডন রোষপরবশ হয়ে দেশের সব নদনদী শুকিয়ে দেন।

যাই হোক, দানাউস তখন তার কন্যাদের জল আনতে পাঠাল নগরের বাইরে আর বলল পসেডনের প্রার্থনা করে তাঁকে এ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে যেমন করে হোক।

দানাউসের কন্যারা নগরপ্রান্তে গিয়ে একটি বনের সামনে গিয়ে হাজির

হলো। এ্যামাইমোন নামে একটি মেয়ে বনের সামনে একটি সুন্দর হরিণ দেখতে পেয়ে সেটিকে তাড়া করল। হরিণের পিছু পিছু ছুটে বনের ভিতরে গিয়ে এক জায়গায় একটি ভবঘুরেকে ঘাসের উপর শুয়ে থাকতে দেখল। এ্যামাইমোন তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ ভবঘুরেটা উঠেই এ্যামাইমোনকে জড়িয়ে ধরে তার সঙ্গে সঙ্গম করতে চাইল। কিন্তু এ্যামাইমোন তখন সমুদ্রদেবতা পসেডনকে স্মরণ করে প্রাণপণ চিৎকার করতে লাগল। তখন তার কাতর আহ্বানে তুষ্ট হয়ে পসেডন সশরীরে সেখানে আবির্ভূত হয়ে সেই ভবঘুরেকে লক্ষ্য করে তাঁর হাত থেকে ত্রিশূলটি ছুঁড়ে দেন। ভবঘুরেটা তখন পালিয়ে যেতে একটা পাহাড়ের গায়ে গিয়ে লাগে ত্রিশূলটা। পাহাড়টা কেঁপে ওঠে তাতে প্রবলভাবে। পসেডন এ্যামাইমোনকে তৃণশয্যায় শয়ন করিয়ে সঙ্গম করেন তার সঙ্গে। তাঁর পরিচয় জেনে এ্যামাইমোনও খুশি হয়। তার পিতার আদেশের কথাটা মনে করে খুশির সঙ্গেই রাজী হয়েছিল সে এই সঙ্গমে। সঙ্গম শেষ হয়ে গেলে তার দাবির কথাটা জানাল এ্যামাইমোন। বলল, তার বাবার আদেশ, যেমন করে হোক জল নিয়ে যেতে হবেই। তাছাড়া আপনাকেও তুষ্ট করে সদয় করে তুলতে হবে এ রাজ্যের প্রতি।

পসেডন বললেন, এ আর এমন বেশী কথা কি? আমি ত সদয় আছিই তোমাদের প্রতি। এখন ঐ যে পাহাড়ের গায়ে ত্রিশূল দেখছ ঐ ত্রিশূলটা নিয়ে এস।

এ্যামাইমোন সেখানে গিয়ে ত্রিশূলটা টেনে তুলতেই তিনটে মুখ থেকে জলের ফোয়ারা ছুটতে লাগল। এ্যামাইমোন কার্যসিদ্ধির সুসংবাদ নিয়ে তার বোনদের নিয়ে ফিরে গেল রাজপ্রাসাদে। তার নাম অনুসারে সেই পাহাড়ের গা থেকে উৎসারিত ঝর্ণাটির নাম হয় এ্যামাইমোন। পরে সেই এ্যামাইমোন ঝর্ণার মুখের কাছে হায়েড্রা নামে এক ভয়ঙ্কর ড্রাগনের জন্ম হয়। অথচ তখন থেকে একটি প্রথা গড়ে ওঠে, হায়েড্রার প্রহরাবেষ্টিত সেই ঝর্ণার মুখ থেকে জল আনতে পারলে তবেই কোন নরঘাতক পাপাত্মা মুক্ত হবে তার পাপ থেকে।

এদিকে দানাউস রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়ায় অপমানিত বোধ করল এজিপতাস। তার প্রস্তাব না মেনে তাকে অপমানিত করেছে দানাউস। সে তাই তার পুত্রদের আর্গসে পাঠাল দানাউসের কাছে সেই প্রস্তাবটা নতুন করে তুলে ধরার জন্য। তারা গিয়ে সোজাসুজি দানাউসকে বলল, তোমার কন্যাদের সঙ্গে আমাদের বিয়ে দাও। তোমার মতের পরিবর্তন করো। আমরা বিয়ে না করে ছাড়ব না।

আসলে কিন্তু তারা কুমতলব নিয়েই এসেছিল। তাদের গোপন অভিসন্ধি ছিল বিয়ের রাতেই দানাইদস্‌দের সব মেরে ফেলবে।

দানাউস এবারেও রাজী হলো না এ প্রস্তাবে। তখন এজিপতাসের ছেলেরা আর্গস অবরোধ করল। তারা সৈন্যসামন্ত সঙ্গে নিয়েই গিয়েছিল।

মহাবিপদে পড়ল দানাউস। কারণ নগরমধ্যে কোন জলের ব্যবস্থা ছিল না। নগরবাসীরা তাদের প্রয়োজনীয় সব জল নগরপ্রান্তের ঝর্ণা থেকে আনত। কিন্তু নগর অবরুদ্ধ হওয়ায় কেউ জল আনতে বেরিয়ে যেতে পারল না। নাইয়াদরা অবশ্য পরে নলকূপ আবিষ্কার করে শহরে জলের ব্যবস্থা করে, কিন্তু তখন তারা এর ব্যবহার জানত না।

তখন বাধ্য হয়ে দানাউস সন্ধি করে তার ভাইপোদের সঙ্গে। বলল, যদি তোমরা অবরোধ তুলে নাও তাহলে আমি তোমাদের দাবি মেনে নেব।

এ কথায় অবরোধ তুলে নিল এজিপতাসের ছেলেরা। দানাউস তার কথামত তার মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করল। তার কোন মেয়ে কোন ছেলেকে বিয়ে করবে তা বেছে দিল দানাউস। তারপর তার গোপন ষড়যন্ত্রের কথাটা গোপনে শিখিয়ে দিল তার মেয়েদের।

তাদের বাবার আদেশমত প্রতিটি কন্যা বিয়ের রাতেই তাদের স্বামীদের বুকে ছুরি মেরে তাদের হত্যা করে। একমাত্র দেবী আর্তেমিসের নির্দেশে হাইপারমেস্ত্রা নামে একটি মেয়ে তার স্বামী লিনসেউসকে হত্যা না করে ছেড়ে দিল। শুধু তাই নয় আলো দেখিয়ে তার নিরাপদে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থাও করে দিল।

মৃতদের মাথাগুলি কেটে লার্নাতে কবর দেওয়া হলো। তাদের মুণ্ডহীন ধড়গুলি সমাহিত করা হলো আর্গসে। এথেন ও হার্মিস দানাইদস্‌দের পাপ থেকে মুক্তি দিলেও মৃত্যুপুরীর দেবতারা অভিশাপ দেন চিরকাল তাদের দূর থেকে জল বয়ে আনতে হবে।

হাইপারমেস্ত্রা সত্যি সত্যিই ভালবেসেছিল লিনসেউসকে। শত্রুপক্ষের ছেলেকে এইভাব ভালবেসে তার প্রাণরক্ষা করার জন্য পরে তাদের আবার মিলন ঘটে।

এদিকে দানাইদস্‌দের স্বামীহত্যার পাপস্খালন হবার সঙ্গে সঙ্গে দানাউস তার কন্যাদের আবার বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। সে তার কন্যাদের বিয়ের জন্য রাজপথে এক দৌড় প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করে। ঠিক হয় সেই প্রতিযোগিতায় যে প্রথম হবে সে তার পছন্দমত তার এক কন্যাকে বিয়ে করবে। তারপর অন্যান্য সকল প্রতিযোগীরা তাদের আপন আপন পছন্দমত কন্যাদের বিয়ে করবে।

কিন্তু দানাউসের কন্যারা বিয়ের রাতে তাদের নববিবাহিত স্বামীদের হত্যা করেছে এই ধরনের কথা রটে যায় সারা শহরে। এ কথা শুনে সবাই ভয় পেয়ে গিয়েছিল বলে সেই প্রতিযোগিতায় বেশী প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেনি। অল্প যে কয়জন প্রতিযোগিতায় যোগদান করে তাতে দানাউসের সব কন্যার বিয়ে হলো না। দানাউস তখন তার পরের দিন আর এক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করে।

বিয়ের রাত পার হয়ে যাওয়াতেও যখন নব বিবাহিত যুবকরা কেউ তাদের স্ত্রীদের হাতে নিহত হলো না তখন অন্যান্য যুবকরা উৎসাহিত হয়ে পরের দিন প্রতিযোগিতায় অনেকেই যোগদান করল। এইভাবে দানাউসের অন্য সব মেয়েদের বিবাহ হয়ে গেল।

এই বিয়ের ফলে তাদের যে সব সন্তানসন্ততি হয় তাদের থেকে দানায়ান নামে এক জাতির উদ্ভব হয়।

ওদিকে এজিপতাস যখন দেখল তার ছেলেদের কেউ দানাউসের কাছ থেকে ফিরে এল না তখন সে নিজেই দানাউসের রাজ্য আর্গসে এসে উপস্থিত হলো। এসেই সব কথা শুনে সে রাজপ্রাসাদে না গিয়ে পালিয়ে গেল ভয়ে।

লিনেউস হাইপারমেস্ত্রাকে বিয়ে করে আর্গসেই সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। কিছুকাল পরে সে দানাউসকে হত্যা করে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করে। প্রজারাও বিশেষ বিক্ষুব্ধ হয়নি তাতে। সে ইচ্ছা করলে দানাউসের অন্য সব কন্যাদের হত্যা করে তার ভাইদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারত। কিন্তু তা করেনি।

এ্যামাইমোন নামে দানাউসের যে কন্যা হরিণ ধরতে গিয়ে বনের মধ্যে পসেডনের সঙ্গে সঙ্গম করে, সেই কন্যার গর্ভে পসেডনের ঔরসে নপনিয়াস নামে এক পুত্রসন্তান হয়। এই নপনিয়াস তার নামে এই নগর পত্তন করে।

ল্যামিয়া

বেলাসের একটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। তার নাম ছিল ল্যামিয়া। মেয়ে মানুষ হয়েও লিবিয়ায় শাসনকার্য সে-ই পরিচালনা করত। ল্যামিয়া কিন্তু কোন মর্ত্যমানবকে বিয়ে করেনি। সে দেবরাজ জিয়াসকে ভালবাসত এবং মনে মনে তাঁকেই পতিত্বে বরণ করে। তার এই ভালবাসার প্রতিদান স্বরূপ জিয়াস তাকে এক অলৌকিক ক্ষমতা দান করেন। সে তার নিজের চোখদুটি ইচ্ছামত উপড়ে আবার তা ঠিকমত বসিয়ে দিতে পারত।

জিয়াসের ঔরসজাত অনেকগুলি সন্তান তার গর্ভে ধারণ করে ল্যামিয়া। কিন্তু একমাত্র স্বাইল্যা ছাড়া আর কোন সন্তান বাঁচতে পারেনি। কারণ তার প্রতি জিয়াসের অবৈধ আসক্তির জন্য ঈর্ষা বোধ করতেন জিয়াসপত্নী হেরো এবং সেই ঈর্ষাবশতঃ একমাত্র স্বাইল্যা ছাড়া ল্যামিয়ার অন্য সব সন্তানদের জন্মের পরই বধ করেন হেরা।

আপন সন্তানদের এইভাবে অকালে হারিয়ে নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়ে ওঠে

ল্যামিয়া। কিন্তু হেরার উপর কোন প্রতিশোধ নিতে না পেরে সে সুযোগ পেলেই তার সন্তানকে বধ করত।

পরে ল্যামিয়া নাকি বিকৃতমনা হয়ে যায়। সে এম্পাসীদের দলে ভিড়ে যায়। সে তখন কোন যুবকপথিককে একা পেলেই তাকে ছলনার দ্বারা ভুলিয়ে তার কপট প্রেমের দ্বারা বশীভূত করে তার শয্যাসঙ্গিনী হত এবং সে ঘুমিয়ে পড়লেই তার দেহের সব রক্ত শোষণ করে তাকে হত্যা করত।

ল্যামিয়া শব্দটির অর্থ হলো ব্যভিচারিণী নারী। তবু ল্যামিয়াকে নাকি দেবী হিসাবে অনেকে পূজা করত। তার মন্দিরের পুরোহিত বা পুজারিণীরা দৈববাণী বলার সময় এক রাক্ষসীর মুখোস পরত, কারণ ল্যামিয়ার মুখটা রাক্ষসীর মতই বিকৃত হয়ে যায়।

লেডা

অনেক বলে, দেবরাজ জিয়াস নাকি প্রতিহিংসার অধিষ্ঠাত্রী অপদেবী নেমেসিসের প্রেমে পড়ে যান। কিন্তু নেমেসিস জিয়াসের হাতে ধরা না দিয়ে জলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু জিয়াসও তার পিছু নিয়ে তরঙ্গমালা অতিক্রম করে তাকে ধরতে যান।

নেমেসিস তখন সমুদ্রের জল থেকে কূলে উঠে গিয়ে বিভিন্ন জন্তুর আকার ধরে। জিয়াসও তাকে পাবার জন্য অনুরূপ জন্তুর আকার ধারণ করেন। অবশেষে নেমেসিস একটি বনহংসীর রূপ ধারণ করে বাতাসে উড়ে বেড়াতে থাকে। কিন্তু জিয়াসও তখন এক বনহংসে রূপান্তরিত হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গম করেন। ফলে একটি ডিম্ব প্রসব করে নেমেসিস। নেমেসিস তখন স্পার্টাতে চলে যায়।

স্পার্টার রাজা ছিল তখন টিণ্ডারিয়াস। টিণ্ডারিয়াসের স্ত্রী রাণী লেডা একদিন একটি জলাশয়ের ধারে অদ্ভুত একটি ডিম দেখতে পেয়ে তা প্রাসাদে নিয়ে এসে একটি সিন্দুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। ক্রমে সেই ডিম থেকে একটি শিশুকন্যা প্রসূত হয়। সেই কন্যাই হলো হেলেন যার থেকে পরবর্তী কালে ট্রয়যুদ্ধের উৎপত্তি হয়।

আবার অনেকে বলে চাঁদ থেকে একবার একটি ডিম সমুদ্রের জলে পড়ে যায়। পরে জেলেরা সেই ডিমটি পেয়ে কূলে নিয়ে আসে। কপোতরা সেই ডিমটিকে তা দিয়ে তার থেকে একটি বাচ্চা বার করে। সেই বাচ্চাই কালক্রমে সিরিয়ায় চন্দ্রদেবী হিসাবে পূজিত হয়।

আবার অনেকে বলে, জিয়াস যখন বনহংসের রূপ ধরে নেমেসিসের পিছু

পিছু তাকে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তখন একটি ঈগল পাখি বনহংস-রূপী জিয়াসকে ধরতে আসে। জিয়াস তখন নেমেসিসের কোলের ভিতর গিয়ে আশ্রয় নেন এবং সেই সুযোগে তার সঙ্গে সঙ্গম করেন। তার ফলে নেমেসিস একটি ডিম প্রসব করে। পরে স্পার্টার রাজা টিণ্ডারাস পত্নী লেডা যখন একদিন পা দুটি ফাঁক করে বসেছিল এক জায়গায় হার্মিস তখন সেই ডিমটি তার কোলের মধ্যে ফেলে দেয়। সেই ডিম থেকেই হেলেনের জন্ম হয়।

কিন্তু এই মত দুটির কোনটিই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনি ব্যাপকভাবে। এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী প্রচলিত যে কাহিনী তা হলো এই যে, জিয়াস নেমেসিস নয়, লেডার সঙ্গেই একদিন ইউরোতাস নদীর ধারে বনহংসের রূপ ধরে সহবাস করেন এবং তার ফলে লেডা যে ডিম্ব প্রসব করে তার থেকেই হেলেন, ক্যাস্টর ও পলিডিউসেসের জন্ম হয়। সেই রাতে আবার টিণ্ডারাসও সহবাস করে তার স্ত্রী লেডার সঙ্গে। তাই কার ঔরসে কোন কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে লেডার গর্ভে তা ঠিক করে বলা যায় না। অনেকে বলে, লেডা দুটি ডিম প্রসব করে। প্রথম ডিম থেকে হেলেন ও তার দুই ভাই ক্যাস্টর ও পলিডি-উসেসএর জন্ম হয়। আর দ্বিতীয় ডিম থেকে ক্লাইতেমেস্ত্রার জন্ম হয়।

আবার কেউ কেউ বলে, শুধু হেলেন জিয়াসের কন্যা। আর ক্যাস্টর ও পলিডিউসেস টিণ্ডারাসের সন্তান। আবার কেউ কেউ বলে শুধু হেলেন নয়, হেলেন ও পলিডিউসেস জিয়াসের আর ক্যাস্টর ও ক্লাইতেমেস্ত্রা টিণ্ডারাসের ঔরসজাত সন্তান।

এই লেডাই পরে নেমেসিসে পরিণত হয়।

প্রাচীন গ্রীকপুরাণে নেমেসিসকে এক জলপরীরূপিণী চন্দ্রদেবী হিসাবে কল্পনা করা হয়। প্রথমে নাকি এই নেমেসিসই দেবরাজ জিয়াসের প্রেমে পড়ে। কিন্তু জিয়াস তার সে প্রেমের ডাকে সাড়া না দেওয়ায় নেমেসিস ধরার জন্য তাঁকে তাড়া করে নিয়ে বেড়ায়। এবং খরগোস, মাছ, মৌমাছি ও পাখির রূপ ধারণ করে জিয়াসকে তার শয্যাসঙ্গী করে তোলার জন্য। পণ্ডিতরা বলেন তখন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছিল বলে প্রেমের ব্যাপারে মেয়েরাই অগ্রণী ছিল এবং তারাই তাদের মনোমত পুরুষকে ধরার জন্য পুরুষদের তাড়া করে নিয়ে বেড়াত। কিন্তু মাতৃতান্ত্রিক সমাজ কালক্রমে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিণত হওয়ায় তখন জিয়াস নেমেসিসকে ধরার জন্য তাকে তাড়া করে নিয়ে যান।

ইক্সিয়ন

ল্যাপিথের রাজা ফ্লেগিয়ার পুত্র ইক্সিয়ন ঈয়োনেউসের কন্যা দিয়াকে ভালবেসে বিয়ে করতে চায়। ঈয়োনেউস প্রথমে ইক্সিয়নের প্রস্তাবে রাজী হয়

নি। পরে ইক্সিয়ন কন্যাপক্ষকে অনেক দামী উপহার দিতে চাইলে ঈয়োনেউস শেষে রাজী হয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও। তবে কখন তার কন্যার বিয়ে দেবে সেকথা কিছু বলেনি।

ইক্সিয়ন তখন বিয়ের দিন ধার্য করার জন্য তার প্রাসাদে এক ভোজসভার আয়োজন করে এবং তাতে ঈয়োনেউসকে নিমন্ত্রণ করে। কিন্তু ইক্সিয়নের ভয় ছিল শেষ পর্যন্ত ঈয়োনেউস হয়ত তার সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দেবে না। সে তাই কৌশলে ঈয়োনেউসকে হত্যা করার জন্য এক ষড়যন্ত্র করে। ঈয়োনেউস যে পথে এসে তার প্রাসাদে ঢুকবে সেই পথে একটা খাল কেটে রাখে ইক্সিয়ন। তারপর সেই খালের মধ্যে এক অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে রাখে। কিন্তু পথের মাঝে সেই কাটা খালটির উপর এমনভাবে ঢাকা দিয়ে রাখে যাতে উপর থেকে তা বোঝা না যায়।

ঈয়োনেউস প্রাসাদে ঢোকার আগেই সেইখানে পড়ে গিয়ে আগুনে পুড়ে মারা যায়।

ইক্সিয়নের এই কাজটাকে অন্যান্য দেবতারা এক জঘন্য অপরাধ ও পাপ বলে মনে করলেও জিয়াস এটা অন্য চোখে দেখেন। তিনি বলেন ইক্সিয়ন এক্ষেত্রে যা করেছে তা প্রেমের জন্য করেছে। সুতরাং তিনি তার পাপ স্খালন করে দেন এবং সেইদিনই তার ভোজসভাতেও যোগদান করেন।

কিন্তু ইক্সিয়ন এমনই অকৃতজ্ঞ ছিল যে জিয়াসের এই উপকারের কথা সে অবিলম্বে ভুলে যায়। সে জিয়াসপত্নী হেরার প্রতি কামাসক্ত হয়ে ওঠে সহসা। ইক্সিয়ন ভেবেছিল জিয়াস তাঁর স্ত্রীর প্রতি মোটেই বিশ্বস্ত নন, এবং প্রায়ই বিভিন্ন নারীকে ছলে বলে কৌশলে ধর্ষণ করে বেড়ান। তাই হেরার কাছে গিয়ে সে সঙ্গম প্রার্থনা করলে হেরা হয়ত সহজেই রাজী হয়ে যাবে। কিন্তু ইক্সিয়ন জানত না হেরা প্রেমের দিক থেকে খুবই বিশ্বস্ত দেবী ছিলেন। জিয়াস শত অবিশ্বস্ততার পরিচয় দিলেও তিনি কোনদিন অন্য কোন পুরুষের কথা কল্পনাও করেননি।

যাই হোক, সর্বজ্ঞ জিয়াস ইক্সিয়নের মনের কথা জানতে পারেন। তখন তিনি হেরাকে একখণ্ড মেঘে রূপান্তরিত করেন। কিন্তু পানপ্রমত্ত ইক্সিয়ন সেই মেঘখণ্ডের সঙ্গেই সঙ্গম করে তার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। সে যখন এই কাজে নিযুক্ত ছিল তখন সহসা সেখানে জিয়াস গিয়ে উপস্থিত হন।

জিয়াস তখন হার্মিসকে হুকুম দেন, ওকে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করো। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বলে, 'উপকারীর প্রতি সম্মান দেখানো উচিত' ততক্ষণ তাকে যেন ছাড়া না হয়।

তারপর তাকে একটি আগুনের চাকার সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়।

কিন্তু মেঘরূপিনী নকল হেরার নাম নেওয়া নেফিলে এবং ইক্সিয়নের সঙ্গমের ফলে তার মধ্যেও গর্ভসঞ্চার হয় এবং যথাসময়ে সেন্টর নামে এক

পুত্রসন্তান প্রসব করে নেফিলে। এই সেন্টরই পরে বড় হয়ে ম্যাগনেসিয়ার ঘোটকীদের গর্ভে সেন্টর জাতির উদ্ভব করে।

ইক্সিয়ন কথার অর্থ হলো শক্তি।

সিসিফাস

ঈয়োলাসের পুত্র সিসিফাস আটলাসের কন্যা মেরোপকে বিয়ে করে। এই বিয়ের ফলে তাদের তিনটি পুত্রসন্তান জন্মলাভ করে। তাদের নাম হলো গ্লকাস, ওর্নিতিয়ন আর সাইনন। সিসিফাসের একমাত্র জীবিকার উপাদান ছিল এক গবাদি পশুর পাল। কোরিনথ্ প্রণালীতে সে এই পশুর পাল নিয়ে বাস করত।

সিসিফাসের বাড়ির কাছে অটোলিকাস নামে আর একজন পশুপালক ছিল। অটোলিকাস আর ফিলামন ছিল শিয়নের দুটি যমজ পুত্র। অথচ তারা দুজনের কেউই শিয়নকে তাদের পিতা বলে স্বীকার করত না। অটোলিকাস বলল সে হচ্ছে হার্মিসের ঔরসজাত সন্তান আর তার ভাই ফিলামন বলল সে এ্যাপোলোর ঔরসজাত সন্তান।

অটোলিকাসও পশুর পাল চরাত মাঠে। কিন্তু সে বড় চোর ছিল। হার্মিস নাকি তাকে এক অদ্ভুত বিদ্যা শিখিয়ে দেন যা তার চুরিবিদ্যায় বিশেষ কাজে লাগে। সে কোন পশু চুরি করেই তার গায়ের রং পাল্টে দিতে পারত। আবার সেই অপহৃত পশুর শিং থাকলে তা অদৃশ্য করে দিত, আর শিং না থাকলে শিং গজিয়ে দিতে পারত।

অটোলিকাস প্রায় দিনই সিসিফাসের গরু বা ভেড়া চুরি করত। সিসিফাস তা বুঝতে পারলেও ধরতে পারত না অটোলিকাসকে। একদিন সিসিফাস অটোলিকাসকে ধরার জন্য তার সব পশুগুলির পায়ের ক্ষুরের তলায় এস, এস অক্ষরদুটি খোদাই করে দিল।

এই ধরনের নাম লেখা সিসিফাসের কয়েকটি পশু সেইদিন রাতেই চুরি করল অটোলিকাস। পরদিন সকালেই কয়েকজন প্রতিবেশীকে সঙ্গে নিয়ে অটোলিকাসের পশুশালায় ঢুকে পায়ের তলা পরীক্ষা করে দেখল সিসিফাস। সবাই দেখল সিসিফাসের কথাই ঠিক। তখন প্রতিবেশীরা বাড়ির বাইরে থেকে গালাগালি করতে লাগল অটোলিকাসকে।

বাড়ির সামনে যখন এইভাবে দারুন গোলমাল চলছিল তখন সিসিফাস বাড়ির ভিতর ঢুকে অটোলিকাসের মেয়ে এ্যান্টিক্লীয়ার সঙ্গে সহবাস করে সকলের অলক্ষ্যে। পরে এই কন্যার বিয়ে হয় লার্তেসের সঙ্গে এবং সেই বিয়ের ফলে ওডেসিয়াসের জন্ম হয়।

এমন সময় থেসালির রাজা ঈয়োলাস মারা যায়। তখন সলমনেউস থেসালির সিংহাসন জোর করে দখল করে। অথচ সে সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী হলো সিসিফাস।

সিসিফাস তখন ডেলফির মন্দিরে গিয়ে গণনা করল। দৈববাণীতে বলল তোমার ভাইঝির ছেলেরা তোমার ক্ষতি করবে।

যে সলমনেউস তার পিতৃসিংহাসন জোর করে দখল করে সেই সলমনেউসের কন্যা টাইরোকে ভালবাসার ভান করে ধর্ষণ করে সিসিফাস। পরে টাইরো জানতে পারে সিসিফাস তাকে ভালবাসে না, তার বাবার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই তার সঙ্গে সঙ্গম করে। এই কথা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সিসিফাসের ঔরসজাত তার দুটি সন্তানকে হত্যা করে টাইরো। সিসিফাস তখন তার দুটি পুত্রের মৃতদেহদুটি বাজারে নিয়ে গিয়ে সকলের সামনে বলে সলমনেউস তার সন্তানদের বধ করেছে। এইভাবে হত্যার অপরাধে সলমনেউসকে থেসালি রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে সিসিফাস এবং থেসালির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে নিজেকে।

এ ছাড়া এফাইরা নামে আর একটি রাজ্য স্থাপন করে সিসিফাস। পরে এ রাজ্যের নাম হয় কোরিনথ্‌।

দেবরাজ জিয়াস একবার নদীদেবতা এসোপাসের কন্যা এজিনাকে হরণ করে নিয়ে যান। এসোপাস তখন কন্যার খোঁজে কোরিনথে এসে হাজির হয়। সিসিফাস ব্যাপারটা জানত। কিন্তু এসোপাসকে কিছু বলল না। পরে একটা শর্ত আরোপ করল এসোপাসের উপর। সেই শর্ত অনুসারে এসোপাস যখন কোরিনথ্‌ রাজ্যে এ্যাফ্রোদিতের মন্দিরে জল সরবরাহের জন্য এক চিরস্থায়ী ঝর্ণার ব্যবস্থা হয় তখন সে এজিনার কথা সব খুলে বলে তাকে।

এসোপাস তখন জিয়াসের উপর তার কন্যাহরণের জন্য প্রতিশোধ নেবার সংকল্প করে। কিন্তু কৌশলে জিয়াস এড়িয়ে যান। জিয়াসের সব রাগ তখন সিসিফাসের উপর গিয়ে পড়ে। কারণ সিসিফাসই তাঁর গোপন অপকর্মের কথা এসোপাসকে সব বলে দেয়। জিয়াস তাঁর ভাই নরকের রাজা হেডস্‌কে হুকুম দেন সে যেন সিসিফাসকে তার্তারাসে নিয়ে গিয়ে এর জন্য উপযুক্ত শাস্তি দেয়।

কিন্তু হেডস্‌ সিসিফাসকে নরকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য নিজে তার বাড়িতে এলে কৌশলে তাকে বন্দী করে সিসিফাস। হেডস্‌ সিসিফাসের হাতে লাগাবার জন্য লোহার হাতকড়া নিয়ে আসে। হাতকড়াটা সিসিফাসের হাতে দিয়ে বলল, এইটা পরে নাও।

সিসিফাস বলল, আমি কেমন করে পরতে হয় জানি না। তা আপনি দেখিয়ে দিন।

হেডস্ তখন হাতকড়াটা একবার নিজের হাতে পরতেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে বন্দী করে বাড়ির এক রুদ্ধ ঘরে তাকে ভরে রেখে দিল। সিসিফাস কয়েক দিনের জন্য বন্দী করে রাখে হেডস্‌কে।

এদিকে মৃত্যুপুরীর রাজা সেখানে না থাকায় মর্ত্যে ও পাতালে হুলস্থুল পড়ে গেল। হেডস্ মৃত্যুপুরীতে না থাকায় মর্ত্যে কোন লোক মরতে পারল না। এমন কি যাদের মাথা কাটা যাচ্ছিল, বা যুদ্ধে যারা মারাত্মকভাবে আহত হচ্ছিল তারা মরতে না পাওয়ায় যন্ত্রণায় অনবরত আর্তনাদ করছিল। এতে এ্যারেস বেশ মুস্কিলে পড়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন যুদ্ধের দেবতা। কোন যুদ্ধে কোন পক্ষের কোন লোক না মরায় যুদ্ধে চূড়ান্ত জয় পরাজয় হচ্ছিল না কোন পক্ষে।

অবশেষে এ্যারেস মৃত্যুপুরীতে গিয়ে হেডস্‌কে না পেয়ে সব কথা শুনে সিসিফাসের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। তিনি হেডস্‌কে মুক্ত করে সিসিফাসকে হেডস্‌এর হাতে তুলে দিলেন।

এতেও দমল না সিসিফাস। মৃত্যুর আগে সিসিফাস তার স্ত্রী মেরোপকে বলল, আমি মারা গেলেও আমাকে কবর দেবে না।

মৃত্যুর পর হেডস্‌এর প্রাসাদে গিয়ে রাণী পার্সিফোনেকে বলল, আমাকে এখনো কবর দেওয়া হয়নি। সুতরাং আমাকে এই মৃত্যুপুরীতে আনার কারো কোন অধিকার নেই। আমি স্টাইক্স নদী পার হয়ে মর্ত্যে চলে যাব। পরে আবার আমি এখানে আসব।

কিন্তু সিসিফাস একবার মর্ত্যে ফিরেই তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল। সে আর মৃত্যুপুরীতে ফিরে গেল না। তখন হেডস্ হার্মিসকে ডেকে আনাল। হার্মিস এসে আবার সিসিফাসকে ধরে আনল মৃত্যুপুরীর তার্তারাসে।

সিসিফাসের পাপ অনেক। মৃত্যুপুরীতে যাওয়ার পরই বিচার শুরু হলো তার। প্রথম কথা, সে সলমেনেউসকে মেরে আহত করে, জিয়াসের গোপন কথা বলে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁর সঙ্গে। তার উপর প্রায়ই সে চুরি ডাকাতি করত। তা ছাড়া অনেক নিরীহ পথিককে অকারণে হত্যা করত সে।

এই সব পাপকর্মের ফলে মৃত্যুপুরীর বিচারকরা এমন শাস্তি দান করল সিসিফাসকে যে শাস্তি এক দৃষ্টান্তস্বরূপ ও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিচারকরা সিসিফাসকে একটি বড় পাথর দেখিয়ে বলল, এসোপাসের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার সময় জিয়াস নিজেকে সম আয়তন পাথরখণ্ডে পরিণত করেন। তুমি পাথরটা ঐ পাহাড়টার চূড়ায় তুলে নিয়ে যাবে। পাথরটা চূড়ার উপরে তুলতে পারলেই তোমার শাস্তির অবসান ঘটবে।

কিন্তু সে শাস্তির অবসান ঘটেনি সিসিফাসের। যতবারই সিসিফাস বিরাট পাথরটাকে কাঁধে করে পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি উঠে পড়েছে ততবারই

পাথরটার ভার সহ্য করতে না পেরে ছেড়ে দিয়েছে পাথরটাকে আর পাথরটা গড়িয়ে পড়েছে একেবারে পাহাড়ের তলায়। তখন তাকে নতুন করে আবার পাথরটাকে কাঁধে করে ওঠা শুরু করতে হয়েছে। এইভাবে বারবার একই কাজ করতে করতে ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে উঠেছে তার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তার মাথার উপর ধুলোর মেঘ জমে উঠেছে। ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে উঠেছে তার দেহ। তবু বার বার সেই প্রকাণ্ড পাথরটাকে কাঁধে নিয়ে উঠতে হয়েছে তাকে একই পাহাড়ের চূড়ায়। আবার পরক্ষণেই নামতে হয়েছে। ব্যর্থ হয়েছে তার সব শ্রম।

কিন্তু মর্ত্যভূমিতে সিসিফাসের সমাধিটা কোথায় তা কেউ বলতে পারে না।

সলমনেউস

ঈয়োলাস ও এনারেতের পুত্র সলমনেউস একসময় থেসালিতে রাজত্ব করত। পরে সে এলিসের পূর্ব দিকে ঈয়োনিয়াম রাজ্য স্থাপন করে। এ্যালফেলিসের উপনদী এনিপিয়াসের উৎসমুখে সলমনেউসকে তার প্রজারা ঘৃণার চোখে দেখত। সে ছিল বড় অহঙ্কারী। সে কোন দেবতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করত না। সে এত উদ্ধত হয়ে উঠেছিল যে কেউ জিয়াসের নামে কোন পূজা দিলে বা কোন কিছু উৎসর্গ করলে সে মন্দিরের বেদী থেকে তা তুলে নিত। এমন কি দম্ভের সঙ্গে ঘোষণা করত সে নিজেই জিয়াস। জিয়াসের অনুকরণ করে সে সলমনিয়া শহরের রাজপথ দিয়ে তার রথের পিছনে পিতলের বড় বড় দণ্ড বেঁধে নিয়ে ঘুরত এবং বলত ওগুলো ওর বজ্র। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে সে রাতের অন্ধকারে উর্ধ্বশূন্যে জ্বলন্ত মশাল ফেলে দিয়ে বলত ওগুলো বজ্রের বিদ্যুৎ। অনেক সময় সেই জ্বলন্ত মশালের আগুনে তার অনেক প্রজার প্রাণ ও ঘর বাড়ি পুড়ে যেত।

স্বর্গলোক থেকে সলমনেউসের এই অমানবিক ঔদ্ধত্যের নিদর্শনগুলি সব অবলোকন করলেন জিয়াস। কিন্তু তার ঔদ্ধত্য দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় আর নীরব দর্শক হিসাবে বসে থাকতে পারলেন না তিনি। তাই একদিন তাঁর ক্রোধের আতিশয্য দমন করতে না পেরে একটি সত্যিকারের বজ্র সলমনেউসের উপর নিক্ষেপ করলেন জিয়াস। বজ্রাধিপতি দেবরাজ জিয়াসকে হেয় জ্ঞান করে বজ্রের প্রকৃত মর্ম বুঝতে না পেরে তা নিয়ে খেলা করে এসেছে সলমনেউস দিনের পর দিন সেই বজ্রের প্রকৃত মর্ম আজ হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিলেন জিয়াস। সে বজ্রের আগুনে শুধু সলমনেউস নিজে নয়, তার রথ ও অশ্বসমেত গোটা সলমনিয়া শহরটা পুড়ে ছারখার হয়ে গেল।

সলমনেউসের স্ত্রী এ্যালসিডাইস একটি সুন্দরী কন্যা প্রসব করেই মারা যায় তার স্বামীর মৃত্যুর অনেক আগেই। মেয়েটির নাম ছিল টাইরো। মা মারা যাওয়ার পর তার বিমাতার কাছে মানুষ হতে থাকে টাইরো। কিন্তু সে তার গর্ভে সিসিফাসের দ্বারা উৎপন্ন সন্তানদুটিকে হত্যা করার অপরাধে খেলালি থেকে তাদের বিতাড়িত করা হয় এবং এ জন্য তার প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে তার বিমাতা।

এই সময় নদীদেবতা এনিপিয়াসের প্রেমে পড়ে টাইরো। সে তাকে পাবার জন্য বারবার নদীর ধারে নির্জনে গিয়ে বসে থাকত। কিন্তু তার ভালবাসার ডাকে কোনদিন সাড়া দেয়নি এনিপিয়াস ; শুধু সেটা একটা মিষ্টি কৌতুক হিসাবে উপভোগ করত দূর থেকে।

টাইরোর এই অসহায় অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিলেন সমুদ্রদেবতা পসেডন। তিনি একদিন নদীদেবতা এনিপিয়াসের ছদ্মরূপ ধারণ করে সশরীরে এসে নদীতীরে টাইরোর সামনে দাঁড়ালেন। টাইরোর মনে হলো হাতের মুঠোর মধ্যে আকাশের চাঁদ এসে যেন ধরা দিয়েছে।

এনিপিয়াসরূপী পসেডন তখন টাইরোকে সঙ্গে করে বেড়াতে বেড়াতে এনিপিয়াস আর এ্যালফিয়াস নদীর মোহনার কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে পসেডন কৌশলে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন টাইরোকে। তারপর পর্বতপ্রমাণ এক ঢেউ এসে টাইরোর উপর দিয়ে বয়ে গেল। পসেডন তখন ঘুমন্ত টাইরোর সঙ্গে অবাধে সঙ্গম করলেন দীর্ঘক্ষণ ধরে। তারপর ঘুম ভেঙ্গে গেলে টাইরো দেখল তার সর্বাঙ্গে রতি চিহ্ন ফুটে রয়েছে। বেশ বুঝতে পারল যে তাকে এখানে ভুলিয়ে এনে তার ঘুমন্ত অবস্থায় সহবাস করেছে তার সঙ্গে সে এনিপিয়াস নয়। বুঝল কেউ নিশ্চয় ছলনার সাহায্যে প্রতারণা করেছে তার সঙ্গে। এমন সময় পসেডন সমুদ্রতরঙ্গের উপর থেকে কলহাস্যে বলতে লাগলেন, আমি সমুদ্রদেবতা পসেডন সঙ্গম করেছি তোমার সঙ্গে। আমি তাতে তৃপ্ত হয়েছি—এটা তোমার সৌভাগ্য ভাববে। আমার এই তৃপ্তির পারিতোষিকস্বরূপ তুমি যথাসময়ে পাবে দুটি যমজ সন্তান। তোমার সে সন্তানের জনক হিসাবে তোমার ভালবাসার লোক ঐ নদীদেবতার থেকে অনেক বেশী যোগ্য।

প্রসব না হওয়া পর্যন্ত কথাটা গোপন রাখল টাইরো। তারপর যথাসময়ে একসঙ্গে দুটি যমজ সন্তান প্রসব করল। কিন্তু তার বিমাতার ভয়ে নবজাত সন্তান দুটিকে এক পাহাড়ের উপর রেখে এল। সেখানে এক অশ্বপালক সন্তানদুটি দেখে করুণাবশতঃ বাড়ি নিয়ে গেল। সেখানে তার স্ত্রী সন্তানদুটিকে পালন করতে লাগল। তারা একটি সন্তানের নাম রাখল পেলিয়াস আর একটি সন্তানের নাম রাখল নেলেউস। পেলিয়াসকে এক ঘোটকীর দুধ দিয়ে আর নেলেউসকে এক কুক্কুরীর দুধ খাইয়ে মানুষ করতে লাগল অশ্বপালকের স্ত্রী। অনেকে আবার বলে, টাইরো নাকি তার যমজ সন্তানদুটিকে এক কাঠের

একটি ভেলায় করে এনিপিয়াস নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়। তারপর একজন রোখে তাদের উদ্ধার করে মানুষ করে।

যাই হোক, সন্তানদুটি বড় হয়ে তাদের মার নাম জানতে পেরে তাদের মাকে খুঁজে বার করে। সিডারো তাদের মার উপর অনেক অত্যাচার করে বলে সিডারোর উপর সেই সব অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে তারা। সিডারোও সেকথা বুঝতে পেরে তাদের ভয়ে হেরার মন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কিন্তু পেলিয়াস সেই মন্দিরে গিয়ে সিডারোকে আঘাত করে হেরাকে ক্রুদ্ধ করে তোলে তার প্রতি।

পরে টাইরো আবার গ্রেহনস্ নামে তার এক কাকাকে বিয়ে করে এবং ঈসন নামে এক পুত্রের জন্ম হয় সে বিয়ের ফলে। এই ঈসনের ঔরসেই পরে জেসন নামে এক বীরপুত্রের জন্ম হয়। ঈসন পেলিয়াস ও নেলেউসকেও তার সন্তান হিসাবে গ্রহণ করে। সে আওলাসে এক রাজ্য স্থাপন করে।

কিন্তু গ্রেনসের মৃত্যুর পর আওলাস রাজ্যের সিংহাসন নিয়ে দুই ভাইএর মধ্যে ঝগড়া করতে থাকে। পেলিয়াস নেলেউসকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে সিংহাসনে বসে। ঈসনকে বন্দী করে রাখে কারাগারে। নেলেউস আবার পরে একিয়ানদের সাহায্যে পাইলাস নামে এক নগর পত্তন করে খ্যাতি লাভ করে। তারপর নেলেউস ক্লোতিসকে বিয়ে করে। তাদের বারোটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু নেস্টর ছাড়া আর সব সন্তান ঘটনাক্রমে হেরাকলস্-এর দ্বারা নিহত হয়।

এ্যাথামাস

সিসিফাসের ভাই এ্যাথামাস বীয়োতিয়ায় রাজত্ব করত। হেরার আদেশে নেফেলি নামে প্রেতিনীকে বিয়ে করে সে। এই প্রেতিনী দেবরাজ জিয়াসের দ্বারা সৃষ্ট হয়। নেফেলির গর্ভে এ্যাথামাসের ঔরসে ফ্রিক্সমাস ও লিউকল নামে দুটি পুত্র এবং হেলি নামে একটি কন্যার জন্ম হয়।

নেফেলি নিজেকে জিয়াসের কন্যা বলে মনে ভাবত এবং প্রায়ই অলিম্পিয়ায় গিয়ে ঘুরে বেড়াত। নিজেকে সব সময় দেবকন্যা ভাবায় এ্যাথামাসকে ঘৃণা করত সে। এ্যাথামাসকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতে পারেনি কোনদিন। স্ত্রীর কাছে কোন ভালবাসা না পেয়ে এ্যাথামাস পরে ক্যাডমাসের কন্যা ইনোকে ভালবাসতে থাকে।

একদিন ইনো তার ল্যাপিথিয়াম পাহাড়ের নির্জন প্রাসাদে এনে তোলে এ্যাথামাসকে। সেখানে স্বামীস্ত্রীর মতই বাস করতে থাকে তারা। তার সঙ্গে

সহবাসের ফলে এ্যাথামাসের দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাদের নাম হলো লার্কাস আর মেলিসার্তেস।

ক্রমে নেফেলি জানতে পারে কথাটা। তার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়ে এ্যাথামাস তার একজন সপত্নী এনে ল্যাপিসথিয়ামের প্রাসাদে তাকে রেখেছে—একথাটা হেরাকে গিয়ে জানাল নেফেলি। বলল, এ্যাথামাস তাকে এর দ্বারা অপমান করেছে। আমি ঐ প্রাসাদের বিশ্বস্ত ভৃত্যদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি কথাটা।

হেরা সব কথা শুনে নেফিলের পক্ষ অবলম্বন করলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে শপথ করলেন, এ্যাথামাসের উপর এ অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে কখনই ছাড়ব না আমি। এ্যাথামাস ও তার বংশকে ধ্বংস করে তবে ছাড়ব।

এরপর নেফিলে চলে গেল ল্যাপিসথিয়ামের সেই প্রাসাদে যেখানে ইনোকে গোপনে রেখে দিয়েছিল এ্যাথামাস। সেখানে গিয়েই হেরার শপথের কথাটা প্রকাশ্যে ঘোষণা করল নেফিলে। প্রকাশ্যে বলল, এ্যাথামাসের মৃত্যুই এখন তার একমাত্র কাম্য। বীয়োতিয়ার লোকরা নেফিলের কোন কথা শুনতে চাইল না। তারা ইনোকে ভালবাসত।

এদিকে ইনো এক চক্রান্ত করেছিল নেফিলের সন্তান ফ্রিক্সাসের জীবন-নাশের জন্য। সে কৌশলে বীয়োতিয়ার মেয়েদের হাত করে তাদের সে বছরকার শস্যের সব বীজ পুড়িয়ে দিতে বলল, ফলে বীজ বপনের সময় কোন বীজ না পাওয়ায় সে বছর একেবারে ফসল ফলল না সারা দেশে। গুরুতর খাদ্যাভাব দেখা দিল দেশে। ইনো তখন এ্যাথামাসকে পরামর্শ দিল ডেলফিতে গণনা করার জন্য লোক পাঠাও। ওদিকে ইনো এ্যাথামাসের লোকদের শিখিয়ে রেখেছিল, ডেলফি থেকে এক মিথ্যা সংবাদ এনে দৈববাণী বলে তা চালিয়ে দেবে। তারা যেন বলে দৈববাণীতে বলল নেফিলের পুত্রসন্তান ফ্রিক্সাসকে ল্যাপিসথিয়াম পাহাড়ে দেবরাজ জিয়াসের উদ্দেশ্যে বলি দিলেই আবার শস্য-শ্যামলা হয়ে উঠবে সারা দেশ।

ততদিন ফ্রিক্সাস বেশ বড় হয়ে উঠেছে। সে হয়ে উঠেছে এক সুদর্শন যুবক। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে ক্রেথুসের স্ত্রী বিয়াদিস তার প্রেমে পড়ে যায়। কিন্তু ফ্রিক্সাস বিয়াদিসের এই অবৈধ প্রেম নিবেদনে অসন্তুষ্ট হয়ে বাধা দিতে থাকে তাকে। তখন সহসা প্রতিহিংসাপরায়ণা হয়ে উঠে এ্যাথামাসের কাছে মিথ্যা করে অভিযোগ করে, ফ্রিক্সাস তার শালীনতা হানি করার চেষ্টা করেছিল। বীয়োতিয়ার লোকরা বিয়াদিসের অভিযোগের কথা বিশ্বাস করল এবং এ্যাথামাসের কাছে দাবি জানাল পাহাড়ের উপর সূর্যদেবতা এ্যাপোলোর নামে ফ্রিক্সাসকে বলি দিতে হবে। কিন্তু নিজের সন্তানকে বলি দিতে কিছুতেই মন চাইছিল না এ্যাথামাসের। তবু জনগণের চাপে এবং বিয়াদিসের কথায় বিশ্বাস করে সে রাজী হলো অবশেষে।

ক্রিক্সাসকে পাহাড়ের উপর নিয়ে গিয়ে বলির জন্য প্রস্তুত করে তোলা হলো তাকে। কিন্তু ক্রিক্সাস জানত সে নির্দোষ। এ্যাথামাসেরও মন বলছিল তার পুত্র নিরপরাধ এবং এর মধ্যে নিশ্চয় কোন চক্রান্ত আছে।

কিন্তু এমন সময় কোথা হতে হঠাৎ হেরাকলস্ এসে হাজির হলো সেখানে। শহরের পাশ দিয়ে সে কোথায় যাচ্ছিল। এই বলির সংবাদ পেয়ে সে ছুটে আসে। সে এসেই ক্রিক্সাসকে বলির স্থান হতে মুক্ত করে কিছুটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলে, আমার পিতা জিয়াস কখনো নরবলি চান না।

কিন্তু তার কথা মানতে কেউ রাজী হচ্ছিল না। এইভাবে যখন বাদানুবাদ চলছিল দুপক্ষে তখন সহসা আকাশপথে একটি উড়ন্ত ভেড়া ক্রিক্সাসের সামনে এসে বলল, কালবিলম্ব না করে আমার পিঠে উঠে বসো।

উড়ন্ত ভেড়াটি দেখে উপস্থিত সব লোক একই সঙ্গে বিস্মিত ও ভীত হয়ে পড়ল। ভাবল, এ সাধারণ ভেড়া নয়, নিশ্চয় কোন দেবতার প্রেরিত ছদ্মবেশী দূত। তাই ক্রিক্সাস যখন ভেড়াটির উপর উঠে বসল তখন কেউ কোন কথা বলতে পারল না। ক্রিক্সাসের একমাত্র বোন হেলি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল, বিমাতার কাছে আমি আর থাকব না। তুমি যেখানে যাচ্ছ আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও।

ভেড়াটি বলল, ঠিক আছে, আমার পিঠে দুজনে চেপে বসো। কোন দিকে তাকাবে না। আমি ঠিক জায়গায় নামিয়ে দেব।

ক্রিক্সাসের পিছনে ভেড়াটার উপর উঠে বসল হেলি। পাখাওয়ালা ভেড়াটি পূর্ব দিকে উড়ে যেতে লাগল। সে কোলবিসের পথ ধরল যেখানে হেলিয়াস তার রথের অশ্বগুলিকে একটি আস্তাবলে রেখে পালন করত।

কিন্তু হেলি বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারল না উড়ন্ত ভেড়াটার পিঠের উপর। সে চঞ্চল ও অধৈর্য হয়ে এদিক সেদিক তাকাতেই এক সময় হঠাৎ পড়ে গেল ভেড়ার পিঠ থেকে। সে যে জায়গাটাতে পড়ে গেল সেটা হলো এশিয়া ও ইউরোপের মাঝখানে একটি প্রণালীতে। হেলির সম্মানার্থে সেই প্রণালীর নাম হয় হেলিসপন্ট।

ক্রিক্সাস কিন্তু যথাসময়ে কোলবিসে গিয়ে পৌছল। ভেড়াটি কোলবিসে গিয়ে নামতেই ক্রিক্সাসও তার থেকে নেমে পড়ল। সেই ভেড়াটিকে তার রক্ষাকর্তা দেবরাজ জিয়াসের নামে উৎসর্গ করল সে। সেই ভেড়াটির লোমগুলো ছিল সোনার। সোনার পশমগুলো কেটে রাখল ক্রিক্সাস। পরবর্তীকালে এই সোনার পশমের জন্য কত গ্রীকবীর কত বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করে এই কোলবিসে এসেছে।

ল্যাপিসতিয়াস পাহাড়ের উপর যা ঘটে গেল তা দেখে সকলের ভয় হয়ে গেল। ইনো ও বিয়াডিসের চক্রান্ত সব ফাঁস করে দিল ভৃত্যেরা। ডেলফিসের মন্দিরে যে সব ভৃত্য গিয়েছিল তারা ইনোর শেখানো কথাগুলি ফাঁস করে

দিল। বিয়াদিদের শঠতা এবং ক্রিস্রাসের নির্দোষিতার কথাটাও খুলে বলল তারা এ্যাথামাসকে।

কিন্তু নেফিলে তবু এ্যাথামাসের মৃত্যুর জন্ত জেদ ধরল। নেফিলে জনগণকে বোঝাতে লাগল, এ্যাথামাসই সব বিপদ বিপত্তির মূলে। সুতরাং এ্যাথা-মাসের মৃত্যু না ঘটলে রাজ্যে শান্তি আসবে না। প্রজারাও মেনে নিল সেকথা। তখন ক্রিস্রাসকে যেখানে বলি দেবার জন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেখানে এ্যাথামাসকেও নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু এবারও হেরাকলস্ এসে উদ্ধার করল তাকে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এ্যাথামাসের উপর থেকে হেরার রাগ গেল না। এ রাগের একটা কারণ ছিল। এ্যাথামাসের যোগসাজসে এবং ইনোর প্রত্যক্ষ সাহায্যেই ইনোর বোন এ্যামেলি তার গর্ভজাত জিয়াসের অবৈধ সন্তান শিশুপুত্র ডাওনিসাসকে লুকিয়ে রাখে এ্যাথামাসের প্রাসাদে। হেরা এটা চাইত না। তাই তিনি সহসা পাগল করে দিলেন এ্যাথামাসকে।

একদিন এ্যাথামাস উন্মাদ অবস্থায় ইনোর জ্যেষ্ঠ পুত্র লার্কাসকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে একটি তীর দ্বারা বিদ্ধ করল। তারপর তার দেহটা ছিন্নভিন্ন করতে শুরু করে দিল।

তা দেখে ইনো ভয় পেয়ে গিয়ে তার দ্বিতীয় পুত্র মেলিসার্তেসকে নিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু এ্যাথামাস তাকেও তাড়া করল এবং আর একটু হলেই তাকে হত্যা করত। শুধু শিশু ডাওনিসাসের জন্তই তা পারল না। ডাওনিসাস সহসা এ্যাথামাসের চোখদুটোকে অন্ধ করে দিল। তখন এ্যাথামাস একটা ছাগলকে ইনো ভেবে তাকে প্রহার করতে লাগল নির্মম-ভাবে। ইনো তখন তার ছেলেটাকে নিয়ে চলে গেল মোলারিনা পাহাড়ে। সেখানে গিয়ে সে দুঃখে পাহাড় থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করল। এই পাহাড় থেকে স্কাইরন নামে এক বর্বর দৈত্য নির্দোষ পথিকদের ধরে পাহাড় থেকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিত। কিন্তু জিয়াস ইনোকে নরকে যেতে দিলেন না। সে তাঁর অবৈধ পুত্র ডাওনিসাসকে তার প্রাসাদে আশ্রয় দিয়ে পালন করেছিল। সেই উপকারের কৃতজ্ঞতাবশতঃ ইনোর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাকে এক দেবীর পদ দান করলেন। তিনি ইনোর পুত্র মেলিসার্তেসকে এক দেবতার পদে অধিষ্ঠিত করলেন।

এদিকে বীয়োতিয়া থেকে নির্বাসিত হলো উন্মাদ এ্যাথামাস। তার একটি-মাত্র পুত্রসন্তান লিউকন জীবিত ছিল। কিন্তু ক্রমাগত রোগে ভুগে ভুগে সেও মারা গেল। তখন একদিন জ্ঞান ফিরে পেয়ে এ্যাথামাস ডেলফিতে তার ভাগ্য গণনা করল। সেখানে দৈববাণীতে বলল, যেখানে বন্য জন্তুরা তোমাকে মধ্যাহ্ন ভোজনে আপ্যায়িত করবে সেইখানেই তোমার ভাগ্য ফিরবে।

আবার নিদ্রাহীন অবস্থায় উত্তর দিকে ঘুরতে ঘুরতে থেসালির সমতলভূমির

উপর অরণ্যপ্রদেশে এসে এ্যাথামাস দেখল একদল নেকড়ে একদল ভেড়াকে ধরে ধরে খাচ্ছে। কিন্তু এ্যাথামাসকে দেখেই নেকড়েগুলো পালিয়ে গেল ভেড়াগুলোকে ছেড়ে দিয়ে। এতে আশ্চর্য হয়ে গেল এ্যাথামাস। তখন তার দৈববাণীর কথাটা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মনে বেশ কিছুটা সাহস পেল।

এরপর আবার পথ চলা শুরু করল এ্যাথামাস। কিছুদিনের মধ্যেই সে তার ভাইপোর দুটি ছেলে হেলিয়ার্তাস আর কনোরীয়ার সাহায্যে এ্যালস নামে এক নগর পত্তন করল। তারপর থেমিস্টো নামে এক নারীকে বিয়ে করে নতুন বংশের উদ্ভব ঘটায়।

অনেকে আবার এই কাহিনীটিকে অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলে। তারা নেফিলের বিয়ের কথাটা স্বীকার করে না। তাদের মতে এ্যাথামাস ইনোকে বিয়ে করে এবং লার্কাস ও মেলিসার্তেস নামে তার দুটি সন্তান হয়। সন্তান হবার পরেই ইনো একবার বনে শিকার করতে যায়। কিন্তু সেখানে সহসা উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হয়ে পার্নেসাস পর্বতে চলে যায় ইনো। এদিকে এ্যাথামাস ভাবে ইনো বন্যজন্তুর কবলে পড়ে মারা গেছে। সে তাই যথাযথ শোকপালনের পর থেমিস্টোকে আবার বিয়ে করে এবং এক বছর পর থেমিস্টোর গর্ভে দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এমন সময় এ্যাথামাস হঠাৎ জানতে পারে ইনো বেঁচে আছে এবং তার মৃত্যু হয়নি। তখন সে লোক পাঠিয়ে প্রাসাদে আনায় তাকে। কিন্তু থেমিস্টোর কাছে তার কোন কথা প্রকাশ করে না। প্রাসাদের অন্যতম ধাত্রী হিসাবে তাকে নিযুক্ত করে। কিন্তু দাসীদের কাছ থেকে আসল কথাটা জানতে পারে থেমিস্টো। সে তখন ধাত্রীদের ঘরে গিয়ে ইনোকে না চেনার ভান করে তার ছেলেদের জন্য সাদা পোষাক তৈরি করতে আর ইনোর হতভাগ্য সন্তানদের জন্য কালো শোকের পোষাক তৈরি করতে বলে। আগামী কালই তাদের এ পোষাক পরতে হবে।

ইনো থেমিস্টোর আসল মতলবের কথাটা বুঝতে পারে। সে তাই কালো পোষাকগুলো থেমিস্টোর সন্তানদের পরিয়ে সাদা পোষাক তার নিজের ছেলেদুটিকে পরায়।

পরের দিন থেমিস্টো তার প্রহরীদের হুকুম দেয় তারা যেন ধাত্রীদের তত্ত্বাবধানে যেখানে রাজবাড়ির ছেলেরা যাবে সেই ঘরে জোর করে ঢুকে কালো পোষাকপরা ছেলেদুটিকে হত্যা করে। রক্ষীরা সেইমত কাজ করলে পরে দেখা গেল ইনোর সন্তানের পরিবর্তে থেমিস্টোর সন্তানদুটিই নিহত হয়েছে। ইনোর চক্রান্তেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে—একথা এ্যাথামাস জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে পাগল হয়ে যায় সে। সে তখন ইনোর প্রথম সন্তান লার্কাসকে তীর দিয়ে বিদ্ধ করে হত্যা করে এবং ইনো তখন তার দ্বিতীয় সন্তান মেলিসার্তেসকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। মৃত্যুর পর সে দেবীত্বে উন্নীত হয়।

এ বিষয়ে আর একটি ভিন্ন কাহিনী প্রচলিত আছে। অনেকে বলে ফ্রিক্সাস আর হেলি নেফিলের গর্ভজাত ঠিক, কিন্তু তারা এ্যাথামাসের ঔরসজাত নয়, ইস্কিরনের ঔরসজাত। যাই হোক, একদিন নেফিলে তার এই দুটি সন্তান নিয়ে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সহসা সে উন্মাদের মত হয়ে যায়। সে একটি ভেড়াকে ধরে নিয়ে এসে তার ছেলেদের বলে, এটি তোমাদের খুড়তুতো বোন থিওফেনের পুত্র।

ফ্রিক্সাস ও হেলি তাদের মাকে বলল, সে কি করে হয়?

নেফিলে বলল; থিওফেনের অনেক প্রেমার্থী ছিল। সবাই তাকে পাবার জন্য তার পেছনে ঘুরে বেড়াত। তখন পসেডন তাকে সহসা একটি ভেড়ীতে এবং নিজেকে একটি ভেড়াতে পরিণত করেন। তারপর তিনি থিওফেনকে ক্রুমিসা নামে একটি দ্বীপে নিয়ে যান এবং সেখানে তার গর্ভে এক মেষসন্তান উৎপাদন করেন। এটি হলো সেই সন্তান। তোমরা এখন এই ভেড়াটির উপর চড়ে বসো। সোনার পশমযুক্ত এই দৈব ভেড়াটি তোমাদের কোলবিসে নিয়ে যাবে নিরাপদে। সেখানে তোমরা বসবাস করে নতুন জীবন শুরু করতে পারবে। পরে এই দৈব মেষটিকে বনদেবতা এ্যারেসের উদ্দেশ্যে বলি দেবে।

কোলবিসে গিয়ে ফ্রিক্সাস তার মার কথামতই কাজ করেছিল। সে এ্যারেসের মন্দিরে সেই মেষটির সোনার পশমগুলি তুলে রাখে এবং মেষটিকে এ্যারেসের নামে উৎসর্গ করে। এক ভয়ঙ্কর ড্রাগন সেই সোনার পশমগুলিকে পাহারা দিতে থাকে। পরে ফ্রিক্সাসের পুত্র প্রেসভন কোলবিস থেকে ওর্কোমেনেউসে এসে এ্যাথামাসকে এক বধ্যভূমি থেকে উদ্ধার করে। বিভিন্ন পাপকর্মের জন্য তখন এ্যাথামাসকে বলি দেওয়া হচ্ছিল।

মেলামপাস

মেলামপাস ছিল ক্রেহেউসের পৌত্র। মেসেলির অন্তর্গত পাইলাসে সে বাস করত। কতকগুলো কাজের জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করে মেলামপাস। সে-ই প্রথম ভবিষ্যবাণী করার ক্ষমতা লাভ করে। বিশ্বের প্রথম চিকিৎসক হিসাবে সে-ই খ্যাতি লাভ করে। মেলামপাসই প্রথম ডাওনিসাসের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে এবং সে-ই প্রথম মদের সঙ্গে জল মিশিয়ে মদের তীব্রতাকে হ্রাস করার প্রথা প্রবর্তন করে।

মেলামপাসের ভাই ছিল বিয়াস। এই বিয়াস পেরো নামে তার এক খুড়তুতো বোনের প্রেমে পড়ে যায়। পেরো এমনই রূপসী ছিল যে বহু যুবক তার পাণি-প্রার্থী হয়। তখন তার বাবা এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে পেরোর পাণি-

প্রার্থীদের মধ্যে। পেরোর বাবা নেলেউস ঠিক করল পাণিপ্রার্থীদের মধ্যে যে ফাইলেস থেকে রাজা ফাইলেউসের পশুর পাল ফাইলেস থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবে সে-ই তার কন্যার পাণি গ্রহণ করতে পারবে। এই পশুর পালটিকে রাজা ফাইলেউস পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু বলে মনে করতেন এবং এক বন্য ভয়ঙ্কর কুকুরের সাহায্যে নিজে সেই পশুর পালটিকে পাহারা দিতেন।

মেলামপাস পাখিদের ভাষা বুঝতে পারত। তার কানদুটো একটা কৃতজ্ঞ সাপ তার জিভ দিয়ে চেটে দিয়ে যেত। এই সাপটাকে সে একবার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচায়।

একটা নয়, একদল সাপ তার কানদুটো চেটে পরিষ্কার করে দিত বলেই তার কর্ণেন্দ্রিয় এত তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। এই সব সাপগুলো একদিন মেলামপাসের অনুচরদের হাতে মরতে বসেছিল। তাদের পিতামাতারা আগেই মারা যায়। মেলামপাস তাদের রক্ষা করে তাদের পিতামাতাদের কবর দেয়।

মেলামপাস ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা পেয়েছিল স্বয়ং এ্যাপোলোর কাছ থেকে। একদিন এ্যালপিয়াস নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে এ্যাপোলোর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তার। বলির পশুদের পেটের নাড়ীভূঁড়ী ছিঁড়ে তার থেকে ভবিষ্যৎগণনা করার এক অদ্ভুত পদ্ধতি এ্যাপোলো শিখিয়ে দেন তাকে। এই ক্ষমতাবলে সে বুঝতে পারল ফাইলেউসের পশুর পাল কে এবং কিভাবে চুরি করতে পারবে এবং তার ফল কি হবে।

মেলামপাস দেখল তার ভাই বিয়াস চুপচাপ বসে রয়েছে বিষণ্ণভাবে। সে তখন ঠিক করল সে নিজে গিয়ে ফাইলেউসের পশুর পাল চুরি করে নিয়ে আসবে। কারণ বিয়াসের দ্বারা এ কাজ কখনই সম্ভব নয়।

কিন্তু ফাইলেউসের পশুর পালের কাছে গিয়ে মেলামপাস দেখল একটা খড়ের গাদার উপর ফাইলেউস শুয়ে রয়েছে অদূরে আর একটা ভয়ঙ্কর বন্য কুকুর পাহারা দিচ্ছে পালটাকে। তথাপি সাহসের সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে মেলামপাস যেমন একটা গরুকে সরিয়ে আনার জন্য ধরল আর তখনি সেই কুকুরটা এসে তার পা-টা কামড়ে দিল। আর তখন রাজা ফাইলেউস সেই খড়ের গাদা থেকে উঠে এসে মেলামপাসকে ধরে নিয়ে কারাগারে আবদ্ধ করে রাখল।

মেলামপাস জানত এ কাজ করতে গেলে তাকে এক বছর কারাগারে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। তাই সে তত আশ্চর্য হয়নি।

মেলামপাসের কারাবাসের এক বছর পূর্ণ হবার আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় সে যখন কারাগারের মধ্যে বসে ছিল তখন সে শুনতে পেল দুটো পোকা কড়ি-কাঠের মধ্যে কথা বলছে। তাদের কথা স্পষ্ট বুঝতে পারল মেলামপাস। সে শুনতে পেল একটা পোকা অন্য পোকাটাকে বলছে, আর কতদিন আমাদের এইভাবে দাঁতে করে কাঠ কেটে যেতে হবে ভাই?

অন্ত পোকাটি বলল, যদি আমরা বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করি তাহলে কাল প্রত্যুষেই এই কড়িকাঠটা একেবারে ভেঙে পড়বে।

একথা শুনে ভয় পেল মেলামপাস। মুখল রাত শেষ হতেই কড়িকাঠটা ভেঙে গেলেই ছাদটা তার মাথার উপর ধসে পড়বে। সে তাই ফাইলেউসকে চীৎকার করে বারবার ডেকে বলতে লাগল, ফাইলেউস, আমাকে তুমি এখান থেকে সরিয়ে অন্য ঘরে নিয়ে যাও। কারণ এ ঘরের কড়িকাঠ আর ছাদ দুটোই ধসে পড়বে এখনি।

মেলামপাসের কথায় প্রথমে হেসে উঠল ফাইলেউস। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কি ভেবে সত্যি সত্যিই মেলামপাসকে অন্য ঘরে সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিল। পর মুহূর্তেই দেখা গেল ছাদটা ধসে পড়ল এবং ঘরের ভিতর কর্তব্যরত এক দাসী মারা গেল।

মেলামপাসের নিখুঁত ভবিষ্যৎজ্ঞান দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল ফাইলেউস। সে তখন মেলামপাসকে বলল, আমি তোমাকে স্বাধীনতা এবং তোমার আকাঙ্খিত পশু দুইই দিয়ে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করব তুমি যদি আমার পুত্রের ক্লীবতা সারিয়ে দিতে পার।

মেলামপাস প্রথমে দুটি বলদ বলি দিল। তারপর বলদদুটির জানুদুটো চর্বি মাখিয়ে আগুনে এ্যাপোলোর উদ্দেশ্যে আহুতি দিয়ে বাকি মাংসগুলো মন্দিরের বাইরে ছড়িয়ে রাখল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটি শকুনি এসে বসল মাংস খাবার জন্য।

একটা শকুনি আর একটা শকুনিকে বলল, বেশ কয়েক বছর আগে আমরা এখানে এসেছিলাম। তখন ফাইলেউস এক ভেড়া বলি দিচ্ছিল। আমরা এসেছি বলির পশুর কাটাছাঁটা মাংসগুলো সংগ্রহ করার জন্য।

দ্বিতীয় শকুনিটা তখন বলল, হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে একথা। ইফিক্লাস তখন শিশু ছিল। তার বাবা যখন ভেড়াটি বলি দেবার পর রক্তাক্ত ছুরি হাতে তার পাশ দিয়ে পীয়ার গাছের কাছে যাবার জন্য এগিয়ে আসছিল তখন ভয় পেয়ে যায় ইফিক্লাস। সে ভাবে তার বাবা ভেড়ার মত তাকেও বলি দিতে আসছে। সে তাই ভয়ে প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করে ওঠে। আসলে ফাইলেউস একটা ধর্মীয় পীয়ার গাছের গুঁড়িতে সেই রক্তাক্ত ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিল। এই আকস্মিক প্রচণ্ড ভয় থেকেই ছেলেটি ক্লীব হয়ে যায়। প্রজনন শক্তি হারিয়ে ফেলে। সেই ছুরিটা দেখবে ঐ পীয়ার গাছটায় আজও গাঁথা আছে। ছুরির ফলাটা আর দেখা যায় না। তার উপর কাঠ গজিয়ে উঠেছে; শুধু তার কাঠের বাঁটটা আজও বেরিয়ে আছে।

প্রথম শকুনিটা তখন বলল, তাহলে ত ঐ ছুরিটা গাছ থেকে বার করে তার ফলা থেকে মরচেগুলো চেঁচে বার করে জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়মিত পর পর দশ দিন খাইয়ে দিতে হবে ছেলেটাকে। তাহলে তার এ রোগ

সেরে যাবে।

দ্বিতীয় শকুনিটি বলল, আমি তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত। কিন্তু আমাদের কথা বুঝবে কে? আমরা যে ওষুধ বা প্রতিকারের কথা বললাম কে কিভাবে তা জানবে?

মেলামপাস কিন্তু শকুনিদের এই কথাবার্তা শুনে সব হুবহু বুঝতে পারল। কারণ পাখিদের ভাষা বুঝতে পারার একটা অলৌকিক ক্ষমতা ছিল তার।

মেলামপাস শকুনিদের কথামত কাজ করে ইফিক্লাসের জন্য ওষুধের ব্যবস্থা করল। তার বাবাকে সে কথা দিয়েছে ক্লীবতা থেকে আরোগ্য করে তুলবে তাকে। সত্যি সত্যিই ভাল হয়ে উঠল ইফিক্লাস। সে তার হারিয়ে যাওয়া প্রজনন শক্তি আবার ফিরে পেল। সে এক সন্তানের জনক হয়ে উঠল। ছেলেটির নাম রাখা হল পোদারসেস। ইফিক্লাসকে রোগমুক্ত করতে পারার ফলে মেলাম-পাসকে একই সঙ্গে মুক্তি আর পালের পশু দান করল ফাইলেউস। তাই নিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে পেরোকে দাবি করল তার বাবার কাছে। পেরোকে লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তার ভাই বিয়াসের হাতে তাকে দান করল।

আবাসপুত্র প্রোতাস ছিল আর্গলিসের যৌথ রাজা। প্রোতাস আর এ্যাক্রিগিয়াস দুজনে আর্গলিস রাজ্যটাকে ভাগাভাগি করে রাজত্ব করত। প্রোতাস স্থেনেবোয়া নামে এক মেয়েকে বিয়ে করে এবং তার তিনটি কন্যা হয়। তাদের নাম ছিল লিসিপ্পে, ইফিনো আর ইফিয়ানাসা।

প্রোতাসের মেয়ে তিনটি প্রেমের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করায় ডাওনিসাস আর হেরা রেগে যান তাদের উপর। তার উপর তাইরিনে হেরার মন্দিরে বিগ্রহ মূর্তি থেকে সোনা চুরি করার জন্য তাদের উপর বিশেষভাবে রুষ্ট হন হেরা। সেই দৈব রোষের ফলস্বরূপ তারা হঠাৎ পাগল হয়ে যায়। তারা এত বেশী উন্মাদ হয়ে পড়ে যে বড় বড় মাছির দ্বারা তাড়িত গরুর মত পাহাড়ে প্রান্তরে অবিরাম ঘুরে বেড়াতে থাকে এবং পথের মাঝে কোন পথিক দেখলেই তাকে আক্রমণ করত অকারণে।

মেলামপাস একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাইরিনে চলে গেল। গিয়ে রাজা প্রোতাসকে বলল, আমি তোমার মেয়েদের উন্মাদরোগ সারিয়ে দেব। কিন্তু একটা শর্ত, তোমাদের রাজ্যের সমান একটা অংশ আমাকে দিতে হবে। অর্থাৎ রাজ্যটাকে তিনভাগ করে একটা ভাগ আমাকে দিতে হবে আর দুটো ভাগ তোমাদের থাকবে।

প্রোতাস বলল, তোমার কাজের পুরস্কারটা খুব বেশী চাইছ।

মেলামপাস তখন রেগে গিয়ে বলল, ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। বেশী চাইলে দেবে না।

এই বলে মেলামপাস চলে গেল তার বাড়ি। এদিকে দেখা গেল প্রোতাস-কন্যাদের উন্মাদরোগ ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছে দেশের অন্যান্য মেয়েদের মধ্যে।

ক্রমশই ঘরের বিবাহিতা মহিলারা তাদের সন্তানদের হত্যা করে স্বামীর ঘর ছেড়ে উন্মাদ হয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে এবং প্রোতাসকন্যাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইভাবে উন্মাদরোগটা নারীদের মধ্যে ক্রমশই ছড়িয়ে পড়তে লাগল ছোঁয়াচে রোগের মত। তারা বিভিন্নভাবে ক্ষতি করে বেড়াতে লাগল। এমন কি তারা মাঠে ঘাটে পশুর পালগুলোকে আক্রমণ করে গরু ভেড়াগুলোকে নির্বিচারে বধ করে তাদের কাঁচা মাংস খেতে শুরু করে দিল।

তখন প্রোতাস বিব্রত হয়ে মেলামপাসকে ডেকে পাঠাল। বলল, আমি তোমার শর্ত মেনে নিলাম। এই রোগ তুমি সারিয়ে দাও।

কিন্তু মেলামপাস তখন প্রমাদ গণল। বলল, আর তা হয় না। এখন রোগ আগের থেকে অনেক বেশী ছড়িয়ে পড়েছে এবং তার ফলে আমাকে অনেক বেশী খাটতে হবে আগের থেকে। সুতরাং এখন এ কাজের পুরস্কার আরো বেশী লাগবে। এখন আমাকে তোমাদের রাজ্যের যে অংশ দান করবে তার সমান অংশ আমার ভাই বিয়াসকেও দিতে হবে। আর তা যদি না দাও তাহলে আমি চলে যাব এবং দেখবে তোমাদের দেশে একটি মেয়েও এই সংক্রামক উন্মাদরোগ থেকে মুক্ত থাকবে না।

অনন্যোপায় হয়ে রাজী হলো প্রোতাস। মেলামপাসের দাবি মেনে নিল। মেলামপাস তখন তাকে বলল, সূর্যদেবতা হেলিয়াসের নামে কুড়িটা লাল রঙের বলদ বলি দেবার শপথ করো।

তার কন্যাদের ও তাদের অনুসরণকারিণী সকলে উন্মাদরোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হবে এই শর্তে হেলিয়াসকে কুড়িটি লাল বলদ উৎসর্গ করার শপথ করল প্রোতাস।

হেলিয়াস দেখল আসলে এই উন্মাদ রোগটার উৎপত্তি হয়েছে হেরার অভিশাপ থেকে। কিন্তু হেরার সঙ্গে তার কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। সে তাই আর্তেমিসের শরণাপন্ন হলো। আর্তেমিসকে সন্তুষ্ট করার জন্য হেলিয়াস বলল, মর্ত্যের কোন কোন রাজা তোমাকে কোন বলি উৎসর্গ করে না আমি তা তোমায় বলে দেব, কারণ আমি আকাশ থেকে সব কিছু দেখতে পাই। সকল মর্ত্যমানবের যাবতীয় কর্মাকর্মের সাক্ষী আমি। কিন্তু তার প্রতিদানে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে আমার জন্য। হেরাকে বলে আর্গলিস রাজ্যের সব মেয়েদের উপর থেকে অভিশাপ তুলে নিতে হবে যাতে তারা সকলে উন্মাদরোগ হতে চিরতরে মুক্ত হতে পারে।

আর্তেমিস তাতে রাজী হলেন। কিছুদিন আগে হেরাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বনে শিকার করতে গিয়ে তিনি ক্যালিস্টো নামে এক জলপরীকে বধ করেন। সুতরাং হেরাকে বলে এ কাজটা তাঁকে দিয়ে করানো খুব একটা কঠিন হবে না তাঁর পক্ষে।

এইভাবে দৈব অনুগ্রহ লাভ করে মেলামপাস তার ভাই আর কিছু বলিষ্ঠ

অনুচর নিয়ে উন্মাদ মেয়েদের পাহাড় থেকে তাড়া করে সিসিয়ন নামে এক জায়গায় এল। সেখানে একটি ধর্মীয় পবিত্র কূপের জলে তাদের স্নান করাল। সঙ্গে সঙ্গে তারা রোগমুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে পেল। কিন্তু সেই সব মেয়েদের মধ্যে প্রোতাসের কন্যাদের দেখতে না পেয়ে আবার সেই পাহাড়ে ফিরে গেল মেলামপাস। আবার তাদের তাড়া করে বেড়াতে লাগল। কিন্তু তারা সিসিয়নে না এসে আর্কেডিয়ার পথে যেতে লাগল। সেখানে গিয়ে স্টাইক্স নদীর ধারে একটি গুহায় গিয়ে তারা আশ্রয় নিল। কিন্তু যাবার পথে ইফিনো মারা গেল। পরে লিসিপ্পে আর ইফিয়ানাসা তাদের জ্ঞান ফিরে পেল।

যাই হোক, এতে সন্তুষ্ট হলো প্রোতাস। মেলামপাস লিসিপ্পেকে আর বিয়াস ইফিয়ানাসকে বিয়ে করল। এরপর প্রোতাস তাদের রাজ্যের অংশ দিয়ে তার পূর্বপ্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল।

প্লকাসের ঘোটকীবৃন্দ

সিসিফাসপুত্র প্লকাস বাস করত থিবস্‌এর নিকটবর্তী পেতানিয়া নামক একটি জায়গাতে। বেলারোফোন তারই কন্যা। সিসিফাসের ঔরসে মেরোপের গর্ভে জন্ম হয় প্লকাসের।

প্লকাসের আস্তাবলে অনেক বলবতী ঘোটকী ছিল। রথ প্রতিযোগিতায় এই সব ঘোটকীগুলি অতুলনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিত। যাতে সন্তান প্রসবের ফলে তাদের দৈহিক বল ও উদ্যম কিছুমাত্র কমে না যায় এবং যাতে তারা সব প্রতিযোগিতায় সমান কৃতিত্ব দেখিয়ে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারাতে পারে তার জন্য তাদের প্রজননকাল সমাগত হলে কোন পুরুষ অশ্বের সঙ্গে মিলিত হতে দিত না প্লকাস।

যৌনমিলন এবং প্রজনন সব জীবেরই ধর্ম। কিন্তু প্লকাস নিজের স্বার্থে তার ঘোটকীদের প্রজননক্রিয়া এইভাবে বন্ধ করে দিলে দেবী এ্যাফ্রোদিতে রেগে যান। তাঁর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্লকাস।

এ্যাফ্রোদিতে তখন দেবরাজ জিয়াসের কাছে অভিযোগ করেন প্লকাসের নামে। তিনি বলেন, এমন কি সে তার ঘোটকীদের নরমাংস খাওয়ায়।

এতে জিয়াসও রুষ্ট হয়ে এ্যাফ্রোদিতেকে বলেন, তুমি প্লকাসকে এর জন্য যে কোন শাস্তি দিতে পার।

এক নিশীথ রাত্রিতে এ্যাফ্রোদিতে প্লকাসের ঘোটকীদের আস্তাবল থেকে এক জায়গায় নিয়ে একটি কূপ থেকে জল পান করালেন। তারপর

সেই কূপের পাশে পাশে হিপ্পোমানেস নামে এক চারাগাছ খাওয়ালেন।

এরপর একদিন রথ প্রতিযোগিতা শুরু হলো। গ্লকাস আগের মত তার রথে ঘোটকীদের সংযোজিত করল। কিন্তু রথ ছুটতে শুরু করলেই ঘোটকীগুলি বিদ্রোহী হয়ে উঠল হঠাৎ। তারা জোর করে গ্লকাসের রথ উল্টে দিল। গ্লকাস তখন মাটিতে পড়ে যেতেই তার দেহটাকে ছিন্নভিন্ন করে খেতে লাগল তারা। কেউ কেউ বলে এই রথ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় আওলাসে, আবার কেউ কেউ বলে এ প্রতিযোগিতা হয় পোতিয়ানে।

দুই যমজ প্রতিদ্বন্দ্বী

পাঁচ পুরুষের পর পলিকাওন রাজবংশ একেবারে পুত্রসন্তানরহিত হয়ে পড়ে। এই রাজবংশের কোন পুত্রসন্তান না থাকায় মেসেনীয়রা ঈয়োলাসের পুত্র পেরিয়ারেসকে পলিকাওনের রাজসিংহাসনে বসার জন্য আমন্ত্রণ জানাল।

রাজা হবার পর পেরিয়ারেস পার্সিয়াসের কন্যা গর্গোফেনকে বিয়ে করল। এই বিয়ে থেকে অফেরেউস ও নিউসিপাস নামে দুটি পুত্র হয়। কিন্তু পেরিয়ারেস অকালে মারা যাওয়ায় বিধবা রাণী গর্গোফোন আবার ওবেলাস নামে স্পার্টার এক রাজাকে বিয়ে করে। তখনকার দিনে গ্রীস দেশে বিধবা নারীর পুনর্বিবাহ হত না। গর্গোফোনই প্রথম বিধবা যে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে।

বিয়ের পর ওবেলাসের ঔরসে আবার দুটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে গর্গোফোনের গর্ভে। এই পুত্রদুটি হলো টিণ্ডারিয়াস ও আইকারিয়াস। তখনকার দিনে সমাজে একটি প্রথা প্রচলিত ছিল। সেটি হলো এই যে স্বামীবিয়োগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিধবা নারীরা আত্মহত্যা করত। মেলিগারের কন্যা পলিডোরাস আত্মহত্যা করে। ফাইলেউসের কন্যা ঈভাদনে স্বামীর মৃত্যুর পর তার চিতায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণবিসর্জন দেয়।

ওবেলাসের মৃত্যুর পর টিণ্ডারিয়াস স্পার্টার রাজসিংহাসনে বসে এবং তার ভাই আইকারিয়াস তার সহযোগী রাজা হিসাবে তাকে সাহায্য করতে থাকে। তারা যখন দুই ভাইয়ে এইভাবে রাজত্ব করছিল তখন হিপ্পোকুন ও তার বারোজন পুত্র টিণ্ডারিয়াসদের সিংহাসনচ্যুত করে। অনেকে বলে এই সময় আইকারিয়াস নাকি হিপ্পোকুনের পক্ষ অবলম্বন করে। টিণ্ডারিয়াস স্পার্টা থেকে বিতাড়িত হয়ে ঈটোলিয়ার অন্তর্গত থেমথিয়াসের রাজবাড়িতে আশ্রয় নেয়। থেমতিয়াসের রাজার কন্যা লেডাকে কালক্রমে বিয়ে করে টিণ্ডারিয়াস। এই বিয়ের ফলে তাদের ক্যাস্টর নামে এক পুত্র ও ক্লাইতেমেস্ত্রা নামে এক কন্যা হয়। পরে লেডা জিয়াসের ঔরসজাত দুটি সন্তান গর্ভে ধারণ করে। তারা

হলো হেলেন নামে এক কন্যা আর পলিডিউস নামে এক পুত্র। কালক্রমে পলিডিউসেসের সাহায্যে টিণ্ডারিয়াস স্পার্টার সিংহাসন পুনরুদ্ধার করে।

শোনা যায়, একবার টিণ্ডারিয়াসের অকালমৃত্যু ঘটলে এ্যাসক্লেপিয়াস তাকে মৃত্যুপুরী থেকে উদ্ধার করে আনে। তার সমাধিটি স্পার্টায় আজও দর্শকদের দেখানো হয়ে থাকে।

ইতিমধ্যে টিণ্ডারিয়াসের অর্ধভ্রাতা অফেরিয়াস মেসেনির পিতৃসিংহাসনে বসে এবং তার ভাই লিউসিপাস তাকে তার সহযোগী হিসাবে সাহায্য করতে থাকে। অফেরিয়াস তার অর্ধভগিনী আর্নেকে বিয়ে করে আর সেই বিয়ের ফলে জন্মগ্রহণ করে আইডাস ও লাইনেউস নামে দুটি পুত্র। কিন্তু অনেকে বলে আইডাস নাকি পসেডনের ঔরসজাত।

এদিকে লিউসিপাসের দুটি কন্যা ছিল। তাদের একজনের নাম ছিল ফোবি, দেবী এথেনের পূজারিণী আর একজন হিলেইয়া ছিল দেবী আর্তেমিসের পূজারিণী। এই দুই কন্যাই তাদের দুই খুড়তুতো ভাই আইডাস আর লাইসেউসের বাগদত্তা। কিন্তু ক্যাস্টর আর পলিডিউস নাকি তাদের দুই বোনকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। ফলে দু জোড়া যমজ সন্তানের মধ্যে এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়।

দুই যমজ ভাই হিসাবে ক্যাস্টর ও পলিডিউসেসের মধ্যে খুব ভাব ও মিল ছিল, তারা দুজনে সব সময় কাছাকাছি থাকত। একবারও ছাড়াছাড়ি হত না। তাদের বেশ খ্যাতিও ছিল স্পার্টা দেশের মধ্যে। ক্যাস্টর ছিল একজন কুশলী যোদ্ধা এবং সে দুরন্ত ঘোড়াদের অতি সহজে পোষ মানাতে পারত। পলিডিউসেস ছিল একজন কুশলী মল্লযোদ্ধা। দুজনেই আপন আপন কৃতিত্ব দেখিয়ে নানা পুরস্কার লাভ করে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়।

এদিকে আইডাস ও লাইসেনেউসএর মধ্যেও দারুণ মিল ছিল। তারাও দুজনে সব সময়ে প্রায়ই একসঙ্গে থাকত। দেশে তাদেরও খ্যাতি কম ছিল না। আইডাসের গায়ে দৈহিক শক্তি বেশী থাকলেও লাইসেনেউসের এমন কয়েকটা অপার্থিব শক্তি ছিল যা আইডাসের বা অন্য কোন লোকের ছিল না। লাইসেনেউস অন্ধকারেও দেখতে পেত এবং কোথায় কি গুপ্তধন আছে তা মাটির উপর থেকেই বলে দিতে পারত।

রণদেবতা এ্যারেসের পুত্র ইভেনাস এ্যালসিপ্পে নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করেন এবং তার ফলে মার্পেসা নামে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ইভেনাস তার কন্যার বিয়ে না দিয়ে তাকে চিরকুমারী করে রাখতে চায়। সে তাই ঠিক করল তার কন্যা মার্পেসার জন্য কোন পাণিপ্রার্থী এলেই তাকে এক রথ-প্রতিযোগিতায় আহ্বান করা হবে। তার সঙ্গে রথ প্রতিযোগিতায় যে জয়লাভ করবে সে-ই মার্পেসাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে আর তাতে হেরে গেলে তার মাথা কাটা যাবে।

এই ঘোষণার পর সুন্দরী মার্পেসাকে লাভ করার জন্য বহু পাণিপ্রার্থী এসে এক ভয়ঙ্কর রথ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করল। কিন্তু কেউ ইভেনাসকে হারাতে পারল না এবং তার ফলে তাদের মাথা কাটা গেল।

অবশেষে এ্যাপোলো মার্পেসার প্রেমে পড়লেন এবং তিনি নিজে রথ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে এই বর্বরজনোচিত ঘৃণ্য প্রথার বিলোপ সাধন করতে চাইলেন।

এদিকে আইডাসও মার্পেসার প্রেমে পড়ে যায়। সে তাই তার জনক সমুদ্রদেবতা পসেডনের কাছে গিয়ে এক পাখাওয়ালা রথ চায় যাতে সে রথ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে ইভেনাসকে হারাতে পারে।

আইডাস রথ পেল বটে, কিন্তু সে রথ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করে একদিন মার্পেসাকে এক নাচের আসর থেকে তুলে নিয়ে তার রথে চাপিয়ে মেসেনিতে পালিয়ে গেল। ইভেনাস তা জানতে পেরে তার পিছু পিছু রথ নিয়ে ধাওয়া করল। কিন্তু তাকে ধরতে পারল না। তখন পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে এবং দুঃখে মুহ্যমান হয়ে নিজের রথের অশ্বগুলিকে একে একে বধ করে লাইকরমাস নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করল। সেই থেকে নদীটির নাম ইভেনাস হয়।

আইডাস মার্পেসাকে নিয়ে মেসেনিতে গিয়ে উঠলে এ্যাপোলো তার কাছ থেকে মার্পেসাকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চান। তবে শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন দৈবশক্তি বা বলপ্রয়োগ না করে আইডাসকে এক দ্বৈত যুদ্ধে আহ্বান করলেন এ্যাপোলো। আইডাসও তাতে রাজী হলো। কিন্তু দেবরাজ জিয়াস এ যুদ্ধ হতে না দিয়ে বললেন, এ বিষয়ে কোন যুদ্ধ বা অশান্তির প্রয়োজন নেই। ব্যাপারটি মার্পেসার উপর ছেড়ে দেওয়া হোক। এ্যাপোলো আর আইডাসের মধ্যে মার্পেসা যাকে পতি হিসাবে নির্বাচন করবে সেই তার পাণিগ্রহণ করবে।

মার্পেসাকে একথা বলা হলে সে আইডাসকে তার স্বামী হিসাবে বরণ করে নিল। কারণ সে দেখল এ্যাপোলো দেবতা হলেও কোন মর্ত্যমানবীর প্রেমের মূল্য তিনি কখনই দেবেন না। এর আগেও তিনি অনেক মর্ত্যমানবীকে গ্রহণ করে পরে তাকে ত্যাগ করেছেন এবং মার্পেসাকেও তিনি সেইভাবে দুদিন পরে ত্যাগ করবেন তার দেহটা ভোগ করার পর।

একদিন আইডাস ও তার যমজ ভাই লিনসেউস ক্যালিডোনিয়ায় শিকার করতে যায়। তারা একটি জাহাজে করে কোলবিসেও যায়। এমন সময় অফেরিয়াসের মৃত্যু ঘটলে মেসেনির সিংহাসন নিয়ে বিরোধ বাধে।

কারণ তাদের অন্য দুই যমজ ভাই ক্যাস্টর ও পলিডিউসেসও এই সিংহাসনের উপর দাবি জানায়। আর্কেডিয়াতে আইডাস ও লিনসেউস এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে তাদের চার ভাইএর মধ্যে। কিন্তু আইডাস আর

লিনসেউস দুই ভাইয়ে কৌশলে ক্যাস্টর আর পলিডিউসেসকে ফাঁকি দিয়ে মেসেনিতে পালিয়ে যায়।

তখন ক্যাস্টর আর পলিডিউসেস মেসেনিতে গিয়ে আইডাস আর লিনসেউসের কাছে গিয়ে মেসেনির সিংহাসন দাবি করে।

আইডাস আর লিনসেউস তখন শহরের বাইরে তাইগেনাস পাহাড়ে পসেডনের উদ্দেশ্যে পুজোর বলি উৎসর্গ করছিল। খবর পেয়ে ক্যাস্টর আর পলিডিউসেস শহর থেকে সেই পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। পাহাড়ের চূড়া থেকে লিনসেউস ওদের দেখতে পেয়ে আইডাসকে তা বলে। আইডাস তখন পাহাড়ের উপর থেকেই তার বর্শাটি ক্যাস্টরকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দেয়। ক্যাস্টর তখন একটি ফাঁপা ওক গাছের শূন্য কোটরে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু আইডাসের নিক্ষিপ্ত বর্শাটি ওক গাছের গা ভেদ করে তাকে বিদ্ধ করে। তার দেহটা গাছের সঙ্গে গাঁথা পড়ে। পলিডিউসেস তখন তার ভাইএর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য আইডাসদের আক্রমণ করে। আইডাস তখন একটি বড় পাথরখণ্ড পলিডিউসেসের উপর ছুঁড়ে দেয়। পলিডিউসেস তাতে আহত হয়ে প্রথমে পড়ে গেলেও কিছুক্ষণ পরে উঠে পড়ে তার বর্শার দ্বারা লিনসেউসকে কাছে পেয়ে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করে। কিন্তু আইডাসের আঘাতে পলিডিউসেসও হয়ত নিহত হত, কিন্তু পলিডিউসেসকে একা আইডাসদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখে তার জনক দেবরাজ জিয়াস একটি বজ্রপাতের দ্বারা আইডাসকে ধরাশায়ী করেন চিরকালের জন্য। চার ভাইএর মধ্যে অবশেষে কেবলমাত্র পলিডিউসেসই বেঁচে থাকে।

ক্যাস্টর টিণ্ডারিয়াসের ঔরসজাত হলেও তারা দুজনেই ছিল একই মায়ের গর্ভজাত সন্তান। তাই সহোদর ভাই ক্যাস্টর দারুণ ভালবাসত পলিডিউসেসকে। ক্যাস্টর মানবসন্তান বলে মৃত্যুর পর স্বর্গে যেতে পারেনি। কিন্তু পলিডিউসেস জিয়াসের ঔরসজাত বলে জিয়াস তাকে স্বর্গে স্থান দিতে চান তার মৃত্যুর পর। কিন্তু তার ভাইকে এত বেশী ভালবাসত পলিডিউসেস যে সে বলে ক্যাস্টরকে ছেড়ে স্বর্গে যেতে পারবে না। মৃত্যুর পর সেও ক্যাস্টরের সঙ্গে নরকপ্রদেশে গিয়েই থাকবে। জিয়াস তখন ঠিক করে দেন পলিডিউসেস আর ক্যাস্টর পালাক্রমে একদিন করে স্বর্গে বাস করতে পারবে। পলিডিউসেসের ভ্রাতৃপ্রীতি দেখে মুগ্ধ হয়ে যান দেবরাজ। তাদের এই ভ্রাতৃপ্রীতির পুরস্কার স্বরূপ তিনি তাদের নক্ষত্রলোকে স্থান দেন।

এইভাবে ক্যাস্টর আর পলিডিউসেস স্বর্গবাসী হলে স্পার্টার সিংহাসনে আর কোন দাবিদার রইল না। টিণ্ডারিয়াস তখন মেনেলাসকে ডেকে তার হাতে স্পার্টার শাসনভার দান করল। ওদিকে অফেরিয়াসের কোন সন্তান না থাকায় মেসেনিয়ার সিংহাসনেরও কোন উত্তরাধিকারী বা দাবিদার ছিল না। তখন নেস্টরকে ডেকে এনে রাজ্যের প্রজারা তারই উপর শাসনভার

অর্পণ করে।

তবে মেসেনিয়ার যে অংশে এ্যাসক্লেপিয়াসের ছেলেরা রাজত্ব করত সে অংশে রাজত্ব করত না নেস্টর।

ডেডালাস ও ট্যালস

ডেডালাসের পিতামাতার কথা ঠিকমত জানা যায় না। কেউ বলে তার মা হলো এ্যাক্লিপ্পে, কেউ বলে মেরোপ, আবার কেউ কেউ বলে তার মা হলো ইফিলো। এইভাবে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন মাতাপিতার নাম করে। কিন্তু তার পিতামাতা সম্বন্ধে যতই মতান্তর দেখা যাক না কেন, ডেডালাস যে এথেন্সের রাজবংশের সন্তান সে কথা সবাই স্বীকার করে একবাক্যে।

কুশলী কর্মকার হিসাবে ডেডালাস ছিল অদ্বিতীয়। শোনা যায়, দেবী এথেন নাকি নিজে তাকে এই কাজ শেখান। ডেডালাসের ট্যালস নামে এক ভাগিনেয় কাজ শিখত তার কাছে। এই ট্যালস ছিল ডেডালাসের বোন পলিকাস্তের পুত্র। ট্যালসের এত বুদ্ধি ছিল যে মাত্র বারো বছর বয়সেই কর্মকারের সব কাজ শিখে নেয় সে। লোহার কাজে সে ক্রমেই আশ্চর্য কলা-কৌশলের পরিচয় দিতে থাকে।

একদিন সে পথে যেতে যেতে পথের ধার থেকে একটা মরা সাপের মুখের চোয়াল তুলে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করতে থাকে। পরে সে সেই থেকে লোহার সাঁড়াশী তৈরি করে। এরপর সে একে একে মাটির হাঁড়ি তৈরি করার জন্য কুম্ভকারদের চাকা আর বৃত্ত আঁকার জন্য কম্পাস তৈরি করে প্রথম। এইভাবে সে তার উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেয়। ফলে ক্রমে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে সারা এথেন্স শহরে।

এদিকে ডেডালাস যখন দেখল তার থেকে তার ভাগনের নামযশ বেড়ে যাচ্ছে দিনে দিনে কুশলী কর্মকার হিসাবে, তার থেকে তার ভাগনের নাম লোকে বেশী করছে তখন সে ঈর্ষাবোধ করতে লাগল তার ভাগনের উপর। ক্রমে এই ঈর্ষা দিনে দিনে বেড়ে গিয়ে এক প্রবল হিংসায় পরিণত হয়। এই ঈর্ষার সঙ্গে আর একটি কারণ মিলিত হয়ে ট্যালসকে হত্যা করার এক গোপন বাসনা জাগে ডেডালাসের মধ্যে। ডেডালাসের সন্দেহ ট্যালস তার মা পলিকাস্তের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত। এই সন্দেহ তার মনে না জাগলে সে হয়ত ট্যালসকে হত্যা করার সংকল্প করত না।

সে যাই হোক, একদিন ট্যালসকে কৌশলে দেবী এথেনের মন্দিরের ছাদের উপর নিয়ে গেল ডেডালাস। আবেগের সঙ্গে কথা বলার ভান করে

সে তাকে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দেয়। এথেনের এই মন্দিরটি ছিল এ্যাক্রো-পোলিসে অবস্থিত। ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় ট্যালস। ডেডালাস তখন তার মৃতদেহটি একটি থলের মধ্যে ভরে সেটাকে কবর দেবার জন্য এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছিল। পথে যাবার সময় অনেকের সন্দেহ জাগায় তাকে জিজ্ঞাসা করল তার থলের মধ্যে কি আছে। ডেডালাস বলল এক মরা সাপকে সে ধর্মীয় প্রথা অনুসারে কবর দিতে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার থলে থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল বলে লোকের মনে সন্দেহ খুব গভীর হয় এবং তাকে রাজা এরিওপেগাসের কাছে ধরে নিয়ে যায়। রাজা এরিওপেগাস এই হত্যার ব্যাপারে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে নির্বাসনদণ্ড দান করে। ট্যালসের আত্মা পাখি হয়ে উড়ে যায় আর তার মা আত্মহত্যা করে।

ডেডালাস তখন ক্রীটদেশে চলে যায়। সে একজন কুশলী কর্মকার একথা ক্রীটের রাজা মাইনস জানতে পেরে তাকে সাদরে বরণ করে নেন এবং তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেন। কালক্রমে ডেডালাস রাজা মাইনসের এক দাসীর প্রেমে পড়ে। তার নাম ছিল নৌক্রাতে। ডেডালাস তাকে বিয়ে করে এবং তার গর্ভে আইকারাস নামে এক পুত্রসন্তান হয়।

কিন্তু এখানেও সুখে শান্তিতে বেশী দিন থাকতে পারল না ডেডালাস। এখানেও তাকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। পসেডনের একটি সাদা বলদের সঙ্গে তার রাণী পাসিফাকে সঙ্গম করতে সাহায্য করেছে ডেডালাস এই অপরাধে ডেডালাসকে গোলকধাঁধারূপ কারাগারে আবদ্ধ করে রেখে দেয় রাজা মাইনস। ডেডালাসের সঙ্গে তার পুত্র আইকারাসকেও কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। কিন্তু পাসিফা অল্প দিনের মধ্যেই মুক্ত করে দেয় ডেডালাস আর তার পুত্রকে।

মুক্ত হলেও দেশে আর থাকতে পারে না ডেডালাস আর জাহাজ ছাড়া অন্য কোন দেশে পালাতেও পারবে না। কারণ তার জাহাজগুলো রাজা মাইনস আটক করে রেখে দেয়। জাহাজগুলো পাহারা দেবার জন্য সৈন্য মোতায়েন করে মাইনস। তখন ডেডালাস বুদ্ধি করে তার আর তার পুত্রের জন্য দুজোড়া ডানা তৈরি করল যার সাহায্যে তারা ক্রীট দেশ থেকে উড়ে পালিয়ে যেতে পারবে। ডানাগুলো ছিল পাখির পালক দিয়ে তৈরি। আইকারাসের ডানাগুলো তার কাঁধের সঙ্গে মোম দিয়ে আঁটা ছিল।

উড়তে শুরু করার আগে ডেডালাস তার পুত্রকে সাবধান করে দিল, খুব বেশী উপরে উঠবে না। তাহলে সূর্যের তাপে গলে যাবে মোম। আবার নিচুতে নেমো না, তাহলে পালকের ডানাগুলো ভিজে যাবে জলে। সব সময় আমার পিছু পিছু উড়বে। আমার কাছ থেকে বেশী দূরে সরে যাবে না।

এই বলে দুজনে মাটি ছেড়ে আকাশপথে উড়ে যেতে লাগল অজানা দেশের সন্ধানে। ওরা যখন ক্রীটদ্বীপ পার হয়ে সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল ক্রীটদেশের চাষী ও জেলেরা ভাবছিল ওরা কোন মর্ত্যের মানুষ নয়, ওরা হচ্ছে-

দেবতা। ক্রমে তারা স্যামস, ডেলস ও প্যারসকে পিছু ফেলে উড়ে যাচ্ছিল। এমন সময় আইকারাস তার পিতার কথা অমান্য করে ওড়ার আনন্দে মাতাল হয়ে ক্রমশঃ উপরে উঠতে লাগল। উর্ধ্ব আকাশের বায়ুমণ্ডল ভেদ করে যতই উপরে উঠতে লাগল আইকারাস এক অননুভূতপূর্ব আনন্দের মত্ততা ততই পেয়ে বসল তাকে। উড়তে উড়তে সে সূর্যের অনেক কাছে যাবে, দেখবে তার মাঝে কি আছে—এই ধরনের এক তরল অসঙ্গত উচ্চাকাঙ্খা তার ওড়ার আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উন্মাদ করে তুলল তাকে।

কিন্তু সূর্যের যত কাছে উড়ে যেতে লাগল আইকারাস ততই সূর্যের জ্বলন্ত তেজে তার ডানার সঙ্গে লাগানো মোম গলে যেতে লাগল। অবশেষে তার কাঁধ থেকে ডানাদুটো ছেড়ে যাওয়ায় মুহূর্তমধ্যে আকাশ থেকে সমুদ্রের অতল জলে পড়ে গেল আইকারাস। সহসা পিছন ফিরে ডেডালাস দেখল তার পুত্র আইকারাস নেই। সে বুঝতে পারল ঠিক তার আদেশ অমান্য করেছে আইকারাস। লঙ্ঘন করেছে তার নিষেধ। বুঝল ঠিক সমুদ্রের জলে পড়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সমুদ্রের জলে ভেসে উঠল আইকারাসের মৃতদেহটা। সেই মৃতদেহটাকে ডেডালাস নিকটবর্তী একটা দ্বীপে নিয়ে গিয়ে সমাধি দান করল। কাছ থেকে একটা পাখিরূপে ট্যালসের আত্মাটা দেখল সে। সেই থেকে দ্বীপটার নাম হয় আইকারিয়া।

এরপর সিসিলিতে চলে যায় ডেডালাস। নেপলস্ এর কাছে কুমা নামে একটা জায়গাতে এ্যাপোলোর এক মন্দিরে গিয়ে তার ডানাগুলো উৎসর্গ করল এ্যাপোলোকে। সিসিলির রাজা কোকালাস তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানাল। কোকালাসের শিশুকন্যার জন্য নানারকমের খেলনা তৈরি করে দিত ডেডালাস। এজন্য ডেডালাসকে খুব ভালবাসত রাজার শিশুকন্যা।

এদিকে ক্রীটের রাজা মাইনস তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সমুদ্রে কয়েকটি জাহাজ ভাসিয়ে দিয়েছে ডেডালাসকে খুঁজে বার করার জন্য। এদেশ ওদেশ খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে সে কোকালাসের রাজ্য সিসিলিতে এসে ওঠে। সিসিলিতে একদিন ডেডালাসের সন্ধান পেয়ে যায় মাইনস। সিসিলি শহরে অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়ি ও সুদৃশ্য প্রাসাদ নির্মাণ করে স্থপতি হিসাবে প্রচুর নাম করে ডেডালাস।

মাইনস কোকালাসকে বলল, ডেডালাসকে আমার হাতে সমর্পণ করো। সে আমার বন্দী। লুকিয়ে পালিয়ে এসেছে আমার দেশ থেকে।

কিন্তু মেয়ের অনুরোধে ডেডালাসকে ছাড়তে পারল না রাজা কোকালাস। রাজা মাইনস তখন কোকাসের রাজপ্রাসাদেই অবস্থান করছিল। রাজা কোকালাসের নির্দেশে তখন প্রাসাদের রাজকর্মচারিরা মাইনসকে হত্যা করার এক চক্রান্ত করল। স্নান করার সময় ফুটন্ত গরম জলে মাইনসকে ডুবিয়ে মারল তারা। পরে তার মৃতদেহটাকে ক্রীট দেশে পাঠিয়ে দিয়ে রাজা কোকালাস

বলল, রাজা মাইনস স্নান করার সময় ফুটন্ত গরম জলের কড়াইয়ে পড়ে গিয়ে মারা যায়।

ক্রীটদেশে মহা সমারোহসহকারে মাইনসকে সমাধি দেওয়া হয়। কিন্তু মাইনসের মৃত্যুর পর দারুণ অশান্তি দেখা যায় ক্রীটদেশে।

ডেডালাস পরে সিসিলি ত্যাগ করে সার্দিনিয়া দ্বীপে চলে যায়। একবার সার্দিনিয়া মাইনসের মৃত্যুর পর ক্রীটদেশ আক্রমণ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্রীট জয় করতে পারেনি সার্দিনিয়ার লোকেরা।

মাইনস না থাকলেও দেবরাজ জিয়াসপ্রদত্ত এক অদ্ভুত প্রহরী ছিল ক্রীট-দেশ রক্ষা করার জন্য। প্রহরী বলতে ছিল ষাঁড়ের মাথাওয়ালা ব্রোঞ্জের এক জীবন্ত মানুষ। অনেকে আবার বলে, দেবশিল্পী হিফাস্টাস এই মূর্তি নির্মাণ করে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। সেই ব্রোঞ্জের মূর্তিতে ঘাড় থেকে হাঁটু পর্যন্ত একটিমাত্র শিরা ছিল। সেই শিরাতেই নিহিত ছিল মূর্তিটির প্রাণ। তার নাম ছিল ট্যালস। ট্যালসের কাজ ছিল রোজ তিনবার করে সারা ক্রীটদেশটির চারদিকে ছুটে বেড়ানো আর কোন বিদেশী জাহাজ উপকূলের কাছাকাছি দেখলে তার উপর বড় বড় পাথর ছোঁড়া।

সার্দিনিয়ার লোকেরা অনেক জাহাজে করে ক্রীট দেশে এসে আক্রমণ করলে ট্যালস ক্রীট দেশ রক্ষা করার জন্য অদ্ভুত এক কৌশল অবলম্বন করে। সে তার ব্রোঞ্জনির্মিত দেহটিকে আগুনে পুড়িয়ে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে হাসতে হাসতে ছুটে বেড়াতে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রীটদেশের কোন সৈন্য বা লোক ছিল না। ট্যালস একা ছুটে বেড়িয়ে সার্দিনিয়ার সৈন্যদের আহ্বান করতে থাকে। বলে, এ দেশ জয় করতে চাও ত, একা আমার সঙ্গে এসে লড়াই করো। এক একজন করে এসে মল্লযুদ্ধ করো। দেখি তোমরা কত বড় বীর। আমাকে পরাস্ত করতে পারলেই তোমরা এ দেশ জয় করে নেবে। আর কেউ বাধা দেবে না তোমাদের।

কিন্তু সার্দিনিয়ার কোন সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে এগিয়ে এলেই তাকে দুহাত দিয়ে হাসিমুখে জড়িয়ে ধরছিল ট্যালস আর সঙ্গে সঙ্গে গরম আগুনের মত গাটার চাপে সেই সব সৈন্যদের গা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল। এইভাবে সার্দিনিয়ার সেনাবাহিনীর বহু লোক মারা যেতেই তারা পালিয়ে গেল ক্রীটদেশ জয়ের আশা ত্যাগ করে। সার্দিনিয়ার লোকদের হাসি দিয়ে আহ্বান করেছিল ট্যালস বলে সেই থেকে কোন কপট দুরভিসন্ধিমূলক হাসিকে 'সার্দানিক স্মাইল' বলে।

পাসিফার সন্তানগণ

ক্রীটের রাজা মাইনসের রাণী পাসিফার গর্ভে অনেক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। মাইনসের ঔরসজাত দুটি সন্তান ছাড়াও হার্মিস ও জিয়াসের ঔরসজাত দুটি সন্তানও গর্ভে ধারণ করে পাসিফা। মাইনসের ঔরসজাত সন্তানগুলি হলো এ্যাকাকালিস, এরিয়াদনে, এ্যাণ্ড্রোগীয়াস, কাত্রেউস, গ্লকাস ও ফ্রেদ্রা।

এরিয়াদনে প্রথমে থিসিয়াসকে ভালবাসে ও পরে ডাওনিসাসকে ভালবাসে আর তার ফলে কতকগুলি বীর সন্তান প্রসব করে। মাইনসের অন্যতম পুত্র-সন্তান কাত্রেউস পিতার মৃত্যুর পর ক্রীটের সিংহাসনে বসে। কিন্তু পরে তারই সন্তানের হাতে রোডস্‌এ নিহত হয় সে। ফ্রেদ্রা থিসিয়াসকে বিয়ে করে। কিন্তু পরে তার সপত্নীপুত্র হিপ্পোলিটাসের প্রেমে পড়ে এবং তার মৃত্যুর কারণ হয়।

মাইনসের অন্যতমা কন্যাসন্তান এ্যাকাকালিস দেবতা এ্যাপোলোর প্রেমাস্পদ হিসাবে খ্যাতি লাভ করে। একটি বাড়িতে এক ভোজসভায় এ্যাকাকালিসকে দেখেই তার প্রেমে পড়েন এ্যাপোলো এবং সেই দিনই দেহসংসর্গে মিলিত হন। একথা জানতে পেরে মাইনস তার কন্যা এ্যাকাকালিসকে লিবিয়াতে নির্বাসিত করে। সেখানে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে এ্যাকাকালিস।

মাইনসের অন্যতম পুত্রসন্তান গ্লকাস প্রাসাদের উঠোনে একদিন বল খেলতে খেলতে একটি ইঁদুরকে তাড়া করে। ইঁদুরের পিছনে ছুটতে ছুটতে সহসা অদৃশ্য হয়ে যায় গ্লকাস। তার বাবা মা অর্থাৎ রাজা মাইনস আর রাণী পাসিফা অনেক খোঁজ করেও ছেলেকে না পেয়ে দৈববাণীর জন্য লোক পাঠাল ডেলফিতে। দৈববাণীতে জানাল, ক্রীটশহরে এই মুহূর্তে যে একটি প্রাণী জন্মলাভ করেছে তাকে দেখে তার সঙ্গে অন্য একটি বস্তুর যে সঠিক সাদৃশ্য খুঁজে পাবে সে-ই রাজকুমার গ্লকাসকে খুঁজে বার করতে পারবে।

রাজা মাইনস খোঁজ করে জানল সেই সময় একটি আশ্চর্য এক বকনা বাছুর জন্মগ্রহণ করেছে। বকনাটি দিনের মধ্যে তিনবার গায়ের রং পরিবর্তন করে। সাদা থেকে লাল এবং লাল থেকে কালো হয়। মাইনস তখন জ্যোতিষীদের ডেকে এই ঘটনার সাদৃশ্য খুঁজতে বললেন। কিন্তু কেউ সে সাদৃশ্য খুঁজে পেলেন না। তখন পলিডাস নামে একজন গ্রীক এসে বলল, একমাত্র পাকা জাম-ফলের সঙ্গে ঐ বাছুরটির রঙের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

পলিডাসের এই কথায় মাইনস বলল, তাহলে আমার একমাত্র ছেলেকে খুঁজে বার করে আন। একমাত্র তুমিই এ কাজ পারবে।

পলিডাস তখন হারানো গ্লকাসের সন্ধানে বেরিয়ে গেল। প্রাসাদের মধ্যে সর্বত্র খোঁজ করতে করতে পলিডাস অবশেষে মাটির নিচে একটি ভাঁড়ার ঘরের সামনে গিয়ে হাজির হলো। সে ঘরে মদ রাখা হত। সে দেখল একটি পেঁচা

সেই ঘরের দরজার কাছে একদল মৌমাছিকে তাড়াচ্ছে। এই ঘটনার মধ্যে একটি সুলক্ষণ খুঁজে পেয়ে পলিডাস সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে খোঁজ করতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে সে মধু সঞ্চয়ের একটি বড় জার দেখতে পেল। দেখল গ্লকাস খেলা করতে করতে সেই জারের মধ্যে পড়ে গেছে, তার মাথাটা নিচের দিকে রয়েছে এবং সে মারা গেছে।

পলিডাস রাজা মাইনসকে খবর দিল। মাইনস বলল, আমার ছেলে মারা গেছে, তাকে তোমাকেই বাঁচাতে হবে।

পলিডাস বলল, সঞ্জিবনী বিদ্যা ত আমার জানা নেই। আমি তাকে খুঁজে দিয়েছি, আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে।

মাইনস বলল, আমি জানি কিভাবে তাকে বাঁচাতে হবে।

এই বলে প্রাসাদের বাইরে পথের ধারে একটি বড় কবর খুঁড়ে তার মধ্যে গ্লকাসের মৃতদেহের কাছে গ্লকাসকে আটক করে রাখল। পলিডাসের হাতে একটি তরবারি দিয়ে বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত গ্লকাসকে বাঁচাতে পার ততক্ষণ তোমাকে এই কবরের মধ্যেই থাকতে হবে।

নিরুপায় হয়ে পলিডাস তরবারি হাতে সেই কবরের অন্ধকারে বসে রইল। কিছুক্ষণ পর সে দেখল একটি সাপ গর্ত থেকে উঠে এসে গ্লকাসের দিকে এগিয়ে আসছে। পলিডাস তৎক্ষণাৎ তার হাতের তরবারি দিয়ে সাপটিকে মেরে ফেলল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখল আর একটি সাপ তেমনি উঠে এল মৃতদেহটির কাছে। সাপটি যখন দেখল তার সঙ্গী সাপটি মরে পড়ে আছে তখন সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার কিছুক্ষণ পর সেই সাপটি মুখে একটি গাছের শিকড় এনে মরা সাপটির গায়ে ছুঁইয়ে তাকে বাঁচিয়ে দিল। তারপর সাপ দুটি আবার গর্তের মধ্যে ঢুকে গেল। পলিডাস তখন বুদ্ধি করে সেই শিকড়টি মৃত গ্লকাসের দেহে ছুঁইয়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে বেঁচে উঠল গ্লকাস। তখন পলিডাস ও গ্লকাস সেই কবরের ভিতর থেকে মুক্তির জন্য চিৎকার করতে লাগল। সেই সময় পথ দিয়ে একজন পথিক যাচ্ছিল এবং সে তাদের চিৎকার শুনে রাজা মাইনসকে খবর দিল। মাইনস তখন তার লোকজন নিয়ে এসে কবর থেকে পলিডাস ও গ্লকাসকে উদ্ধার করল। মৃত ছেলেকে জীবিত দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল রাজা মাইনস এবং প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে পুরস্কৃত করল পলিডাসকে।

পলিডাস তার দেশে ফিরে যেতে চাইল। কিন্তু মাইনস বলল, যে সঞ্জীবনী বিদ্যার দ্বারা তুমি গ্লকাসকে বাঁচিয়েছ সেই বিদ্যা গ্লকাসকে না শেখানো পর্যন্ত তোমাকে আমার প্রাসাদেই থাকতে হবে। তোমাকে আমি ছাড়ব না।

পলিডাস তখন বাধ্য হয়ে গ্লকাসকে তা শিখিয়ে দিল। খুশি হয়ে রাজা মাইনস পলিডাসের যাবার সব ব্যবস্থা করে দিল। জাহাজে ওঠার আগে পলিডাস গ্লকাসকে বলল, আমার মুখে একটু থুথু ফেলে দাও।

এই বলে পলিডাস হাঁ করতেই গ্রকাস তার মুখের মধ্যে থুথু ফেলে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে সে পলিডাসের কাছ থেকে শেখা সব বিদ্যা ভুলে গেল। পরে গ্রকাস বড় হয়ে এক বিরাট সামরিক অভিযানসহ ইতালি দেশে গিয়ে ইতালি জয় করে। যুদ্ধবিদ্যায় সে পারদর্শিতা লাভ করে। কিন্তু ইতালির লোকেরা বলাবলি করতে থাকে গ্রকাস তার পিতা মাইনসের সমান যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু কালক্রমে গ্রকাস ইতালির লোকদের এক উন্নত ধরনের যুদ্ধবিদ্যা ও অস্ত্র প্রয়োগ পদ্ধতি শিখিয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে।

মাইনসের অন্য এক পুত্র এ্যান্ড্রোগীয়স ক্রীড়াবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে। সে একবার এথেন্সে গিয়ে এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রতিটি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে তার সব প্রতিযোগীদের হারিয়ে দেয়। কিন্তু এথেন্সের তৎকালীন রাজা ঈগাস দেখল প্যালাসের যে পঞ্চাশটি পুত্র তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, এ্যাণ্ড্রোগীয়স তাদের বন্ধু এবং পাছে এ্যাণ্ড্রোগীয়স তার পিতা রাজা মাইনসের কাছে তার বিদ্রোহী বন্ধুদের নিয়ে গিয়ে এথেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মাইনসকে প্ররোচিত করে এই ভয়ে এ্যাণ্ড্রোগীয়সকে হত্যা করার এক চক্রান্ত করে ঈগাস। এ্যাণ্ড্রোগীয়স যখন এথেন্স থেকে থীবস্‌এ আর এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে যাচ্ছিল তখন রাজা ঈগাস মেগারার একদল সশস্ত্র লোককে ঈনো নামক এক জায়গায় পথের ধারে একটি বনের মধ্যে এ্যাণ্ড্রোগীয়সকে হত্যা করার জন্য লুকিয়ে রাখে। এ্যাণ্ড্রোগীয়স পথে হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে সাহসের সঙ্গে একা লড়াই করে নিহত হয় আক্রমণকারীদের হাতে।

রাজা মাইনস তখন প্যারস দ্বীপে দেবতাদের পূজা দিচ্ছিল। এমন সময় পুত্র এ্যাণ্ড্রোগীয়সের মৃত্যুসংবাদ আসে তার কাছে। মাইনস তখন গান-বাজনা বা কোন সমারোহ ছাড়াই পূজা শেষ করতে বলল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত প্যারস দ্বীপে কোন পূজার সময় গানবাজনা বা সাজসজ্জা হয় না।

মাইনসের প্রেমিকাগণ

ক্রীটের রাজা মাইনস তার বিবাহিত স্ত্রী ছাড়া আরো কয়েকজন নারীকে ভালবাসে। প্যারিয়া নামে এক বনপরীকে ভালবাসে এবং তার গর্ভে কয়েকটি সন্তান হয়। এই সব সন্তানরা প্যারস দ্বীপে এক উপনিবেশ স্থাপন করে। এই সব সন্তানরা পরে হেরাকলস্‌ বা হার্কিউলেসের দ্বারা নিহত হয়। পরে মাইনস এ্যাণ্ড্রোজেনিয়াকে ভালবাসে এবং তার গর্ভে এ্যাস্টারিয়াসের জন্ম হয়।

পরে মাইনস লিটোর কন্যা ব্রিতোমার্তিস নামে এক বনপরীর প্রেমে পড়ে।

তার এই প্রেমাসক্তি সবচেয়ে গভীর হলেও শেষ পর্যন্ত অতৃপ্ত রয়ে যায় এবং তার প্রেমাস্পদকে লাভ করার জন্য পাহাড়ে পর্বতে ঘুরে বেড়াতে হয়।

ব্রিতোমার্তিস ছিল দেবী আর্তেমিসের ঘনিষ্ঠ সহচরী। দেবী আর্তেমিসকে শিকারে সাহায্য করত আর তার শিকারী কুকুরগুলিকে গলায় শিকল বেঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। এটাই ছিল তার একমাত্র কাজ।

হঠাৎ ব্রিতোমার্তিসকে একদিন দেখে তার প্রেমে পড়ে যায় মাইনস। কিন্তু তার প্রেমের ডাকে সাড়া না দিয়ে নিজেকে লুকিয়ে বেড়াতে লাগল ব্রিতোমার্তিস। প্রথমে সে বনের মাঝে ঘন পাতার আড়ালে লুকিয়ে মাইনসের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে লাগল। কিন্তু ক্রমে তার প্রতি মাইনসের আসক্তি বেড়ে যেতে থাকলে বন ছেড়ে পাহাড়ে পর্বতে ঘুরে বেড়াতে লাগল সে। মাইনসও তখন রাজকার্যে অবহেলা করে তার অতৃপ্ত প্রেমের জ্বালায় পাহাড়ে পর্বতে ব্রিতোমার্তিসের পিছু পিছু তাকে অনুসরণ করে বেড়াতে লাগল। অবশেষে মাইনসের তাড়া খেয়ে একদিন সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিল ব্রিতোমার্তিস। পরে জেলেদের জালে সে ধরা পড়ে। পরে আর্তেমিস ব্রিতোমার্তিসকে দেবীতে পরিণত করে তার নতুন নামকরণ করেন 'ডিকটিনা।'

এইভাবে মাইনসের অবিশ্বস্ততার কথা শুনে দারুণ রেগে যায় রাণী পাসিফা। একের পর এক নারীর পিছনে ছুটে চলা একটা যেন নেশা হয়ে উঠেছে ব্যভিচারী মাইনসের। রাণী পাসিফা যখন অনেক করে স্বামীকে বুঝিয়ে পারল না তখন এক যাদুমন্ত্র প্রয়োগ করল মাইনসের উপর। তার ফলে মাইনস তার স্ত্রী ছাড়া অন্য যে কোন মেয়ের সঙ্গে সঙ্গম করলেই সে নারীর গর্ভে যে বীর্য স্খলন করত তার মধ্যে শুক্রকীটের পরিবর্তে থাকত অসংখ্য ছোট ছোট সাপ, কাঁকড়া বিছে প্রভৃতির ছানা। সেগুলো সেই নারীর পেটের মধ্যে ঢুকে তার নাড়ীভূড়িগুলোকে কামড়ে থাকত। এরপর কথাটা ফাঁস হয়ে যাওয়ার জন্য নারীরা মাইনসের সঙ্গে সহবাস করতে ভয় পেত।

একবার এথেন্সের রাজা এরেকথেউসের স্বামীপরিত্যক্তা কন্যা প্রোক্রিস ক্রীটের রাজপ্রাসাদে বেড়াতে আসে। মাইনস তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমে পড়ে যায় তার। প্রোক্রিসের স্বামী সেফালাস এতদিন খুবই বিশ্বস্ত ছিল স্ত্রীর প্রতি। একবার প্রোক্রিসের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ঈয়স নামে এক যুবতী সেফালাসের কাছে এসে প্রেম নিবেদন করে। কিন্তু সেফালাস বলে সে প্রোক্রিসের কাছে বিশ্বস্ত থাকতে চায়। ঈয়স তখন তাকে বলে সে বিশ্বস্ত থাকলেও প্রোক্রিস কিন্তু তার প্রতি মোটেই বিশ্বস্ত নয়। সেফালাস এ কথা বিশ্বাস করতে না চাইলে ঈয়স তাকে এক স্বর্ণকারের ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রোক্রিসের কাছে যেতে বলল। সে যেন প্রোক্রিসকে একটি খাঁটি সোনার মুকুট দেবার লোভ দেখিয়ে তার শয্যায় তাকে আহ্বান করে। প্রোক্রিসের কাছে সোনা আর টাকাটা ভালবাসার থেকে সত্য। ঈয়সের কথামত সেফালাস তাই করল। সত্যিই দেখল প্রোক্রিস সোনার

মুকুটের লোভে তার শয্যাসঙ্গিনী হবার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। এরপর নিজের পরিচয় দিয়ে প্রোক্রিসকে পরিত্যাগ করল সেফালাস। এথেন্স শহরে কথাটা প্রচারিত হয়ে যেতে লজ্জায় সেখানে আর থাকতে পারল না প্রোক্রিস। তাই সে ক্রীট দেশে বেড়াতে এল।

ক্রীটদেশে এসে রাজপ্রাসাদে রাজা মাইনসের আতিথ্য গ্রহণ করল। একদিন সুযোগ বুঝে মাইনস প্রেম নিবেদন করল প্রোক্রিসকে। মাইনস বলল, আমার প্রস্তাবে তুমি রাজী হলে তোমাকে আমি এমন একটি শিকারী কুকুর দেব যা তোমার শিকারকে সব সময় এনে দেবে, যা তোমার আদেশ কোনদিন অমান্য করবে না। আর একটি তীর দেব যা তোমার যে কোন লক্ষ্যকে বিদ্ধ করবে।

প্রোক্রিস খুশি হয়ে রাজী হয়ে গেল মাইনসের প্রস্তাবে। তবে মাইনস একদিন যখন তার সঙ্গে দেহসংসর্গ করতে চাইল তখন প্রোক্রিস আপত্তি জানাল। কারণ মাইনসের বীর্যের মধ্যে দোষ আছে এবং তার সেই কলুষিত বীর্য তার গর্ভে পড়লে সে রোগগ্রস্ত ও যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়বে—এ কথা সে আগেই বলেছে। সে তাই মাইনসকে মায়াবিনী আবিষ্কৃত একটি ওষুধ পান করার কথা বলল। তার কথামত মাইনস তাই পান করল এবং তার ফলে মাইনস দেখল তার বীর্যপাতকালে এবার আর তার বীর্যের থেকে শুক্রকীটের পরিবর্তে সাপ বিছে প্রভৃতি বার হলো না।

এইভাবে তাদের সহবাসকার্য এবং দেহসংসর্গ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলেও প্রোক্রিস বেশীদিন আর মাইনসের প্রাসাদে থাকতে চাইল না। কারণ সে দেখল পাসিফা তাকে আর ভাল চোখে দেখবে না এবং অন্যভাবে তার উপর যাদু প্রয়োগ করে তার ক্ষতি করতে পারে, এই ভেবে এথেন্সে চলে যাবার মনস্থ করল। সে এক সুদর্শন কিশোর বালকের বেশ ধারণ করে ক্রীট ছেড়ে রওনা হলো এথেন্সের পথে। সে 'পিচটরেনাস' নামে এক নতুন নাম ধারণ করল। তার সঙ্গে নিল মাইনস প্রদত্ত ল্যালাপস্ নামে সেই শিকারী কুকুর আর সেই অব্যর্থ তীর।

প্রোক্রিস দেশে গিয়ে দেখল সেফালাস তার দলবল নিয়ে এক শিকার অভিযানে যাচ্ছে। প্রোক্রিস তখন কৌশলে সেই দলে যোগ দিল। তার শিকারী কুকুর আর তীর দেখে সেফালাসও খুশি হয়ে তাকে সঙ্গে নিল। তাছাড়া তখন সে পুরুষের বেশে ছিল বলে কোন অসুবিধা হলো না। একদিন সেফালাস পুরুষবেশী প্রোক্রিসকে বলল, তোমার কুকুর আর তীরটা আমায় বিক্রী করে দাও। আমি তোমায় অনেক টাকা দেব।

প্রোক্রিস তখন মদির চোখে সেফালাসের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি একমাত্র ভালবাসা ছাড়া কোন টাকার বিনিময়ে এ জিনিস কাউকে দেব না। আমি তোমাকে এ দুটো চিরদিনের মত দিয়ে দেব। এ দুটোই দৈব বস্তু।

তার বিনিময়ে আমি তোমার কাছ থেকে চাই শুধু অন্তহীন অফুরান ভালবাসার প্রতিশ্রুতি আর তোমার কাছে কাছে থাকার আশ্বাস।

সেফালাস আনন্দের সঙ্গে রাজী হয়ে গেল। বলল, আমি তোমায় প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। এ প্রতিশ্রুতি কখনো ভঙ্গ করব না।

রাত্রিতে শোবার সময় সেফালাসের কাছে শোবার অনুমতি চাইল। এবার তার নিজের পরিচয় দান করল প্রোক্রিস। সেফালাস দীর্ঘ দিন পর পরিত্যক্তা স্ত্রীকে কাছে পেয়ে খুশি হয়ে গ্রহণ করল তাকে। এরপর কিছুদিন বেশ দুজনে সুখে শান্তিতে ঘর করল।

এদিকে শিকারের দেবী আর্তেমিস রেগে গেলেন প্রোক্রিসের উপর। কারণ তিনি যে দৈব শিকারী কুকুর ও তীরটি মাইনসকে একদিন দান করেছিলেন সেই কুকুর ও তীর মাইনস প্রোক্রিসকে দান করে জারজ লালসার বশবর্তী হয়ে। তাও তিনি কোনরকমে সহ্য করে চুপ করে ছিলেন। কিন্তু পরে প্রোক্রিস আবার সেফালাসের ভালবাসার বিনিময়ে তাকে তা দান করে। এইভাবে তাঁর দেওয়া দৈব বস্তু নিয়ে একের পর এক ব্যভিচার চলতে থাকায় তিনি রেগে গিয়ে সেফালাস ও প্রোক্রিসের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি প্রোক্রিসের মনে এক ঈর্ষা সঞ্চার করলেন। প্রোক্রিসের কেবলি মনে হতে লাগল সেফালাস এখনো ঈয়সের সঙ্গে গোপনে মিলিত হয়। রোজ মধ্য রাত্রিতে দু ঘণ্টার জন্য সেফালাস একা একা শিকারে যেত। তাই দেখে এই সন্দেহ গাঢ় বদ্ধমূল হয়ে উঠল প্রোক্রিসের মনে।

একদিন মধ্য রাত্রির পর সেফালাস শিকারে বেরিয়ে যাওয়ার পর গোপনে তার অনুসরণ করতে লাগল প্রোক্রিস। সহসা একসময় অদূরে ঝোপের ধারে পাতার উপর কার পদশব্দ শুনে চমকে উঠল সেফালাস। তার সাথী কুকুর ল্যালাপস্ গর্জন করতে লাগল। সেফালাস কোন হিংস্র পশু ভেবে সেই দৈব অব্যর্থ তীরটি ছুঁড়ে দিল শব্দটাকে লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে তীরটা গিয়ে প্রোক্রিসের বুকটাকে বিদ্ধ করল। মুহূর্তমধ্যে প্রাণ ত্যাগ করল প্রোক্রিস। শোকে বিহ্বল হয়ে কাঁদতে লাগল সেফালাস। কথাটা রাজার কানে যেতে সেফালাসকে চিরদিনের জন্য নির্বাসনদণ্ড দান করল সে। মনের দুঃখে দেশ ছেড়ে থীবস্ দেশে চলে যায় সেফালাস। সঙ্গে তার কুকুর আর তীরটিও নিয়ে যায়।

থীবস্‌এ গিয়ে থীবস্‌এর অন্তর্গত ক্যাডমীয়ার রাজা এ্যাম্ফিত্রিয়নের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে সেফালাস। সেই সময় একটি দৈব শৃগাল সারা ক্যাডমীয়ায় যাকে তাকে কামড়ে ভয়ঙ্কর এক তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে শিয়ালটি প্রতি মাসে একটি করে মানবশিশু দাবি করে সন্ধি করে রাজা এ্যাম্ফিত্রিয়নের সঙ্গে। শিয়ালটি একটি সাধারণ পশু নয়, দৈব প্রেরিত এক শিয়াল বলে তাকে কেউ ধরতে বা মারতে পারত না। এ জন্য খুব বিব্রত হয়ে পড়েছিল রাজা

এ্যাম্ফিত্রিয়ন।

এমন সময় সেফালাসের দৈব কুকুরটিকে দেখে সেই দৈব শিয়ালটিকে ধরার জন্য ধার চাইল সেফালাসের কাছে। সেফালাসও বন্ধুত্বের খাতিরে তাতে স্বীকার হলো। তখন স্বর্গের দেবতাগণ বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। কারণ শিয়াল আর কুকুর দুটিই দৈব। অবশেষে দেবতারা জিয়াসের শরণাপন্ন হলে জিয়াস সেই দৈব কুকুর ও দৈব শিয়াল দুটিকে পাথরে পরিণত করে দিলেন।

এরপর এ্যাম্ফিত্রিয়ন তেলিবোয়ার রাজার সঙ্গে এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সেফালাস তখন এ্যাম্ফিত্রিয়নকে সাহায্য করতে থাকে। কিন্তু সেফালাস পরে জানতে পারে তেলিবোয়ার রাজা পিটারেলাসের মাথায় যতদিন সোনালী চুলগুলো থাকবে ততদিন তাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না। তার পিতামহ পসেডনের কৃপায় সে এই চুল পায়। এদিকে পিটারেলাসের কন্যা কমাথো তাদের আক্রমণকারী রাজা এ্যাম্ফিত্রিয়নের প্রেমে পড়ে যায় এবং তার শিবিরে গিয়ে প্রেম নিবেদন করে। এ্যাম্ফিত্রিয়ন তখন তাকে তার রাজার মাথা থেকে সেই সোনালী চুল কেটে আনতে বলে। কমাথো একদিন রাত্রিবেলায় তার বাবা যখন ঘুমোচ্ছিল তখন তার মাথা থেকে সব চুল কেটে এ্যাম্ফিত্রিয়নের শিবিরে চিরদিনের মত চলে যায়। এ্যাম্ফিত্রিয়ন তখন সেফালাসের সাহায্যে সহজেই তেলিবোয়া জয় করে এবং সেফালাসকে সেই রাজ্যের একটি অংশ হিসাবে একটি দ্বীপ দান করে। সেফালাসের নাম অনুসারে সেই দ্বীপটির নাম হয় সেফালেনিয়া।

পরে সেফালাস একে একে যাদের সঙ্গে তার স্ত্রী প্রোক্রিস অবৈধ দেহসংসর্গে মিলিত হয় তাদের কথা জানতে পারে। সে মাইনসকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারে নি। তবে টিলিয়নকে সে ক্ষমা করে। সঙ্গে সঙ্গে সে ঈয়সের অবৈধ দেহসংসর্গে মিলিত হওয়ার জন্য অনুতপ্ত হয়। কিন্তু অনুতাপের মধ্য দিয়ে তার আত্মশুদ্ধি ঘটলেও প্রোক্রিসের প্রেতাত্মা তাকে অনবরত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে থাকে। অবশেষে সে একদিন একটি পাহাড়ের চূড়া থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়।

মাইনস ও তার ভ্রাতাগণ

দেবরাজ জিয়াস মর্ত্যে এসে ইউরোপের সঙ্গে কিছুদিন বাস করেন এবং একে একে তিনটি পুত্রসন্তান উৎপাদন করেন তার গর্ভে। এই তিনটি সন্তান হলো মাইনস, রাদাম্যানথিস আর শার্পেডন। এরপর জিয়াস ইউরোপকে ত্যাগ

করে চলে যান। জিয়াস চলে গেলে ইউরোপ ক্রীটের রাজা এ্যাস্তারিয়াসকে আবার বিবাহ করে।

কিন্তু রাজা এ্যাস্তারিয়াসের ঔরসে ইউরোপের গর্ভে কোন সন্তান হলো না দেখে এ্যাস্তারিয়াস জিয়াসের ঔরসজাত তিনটি পুত্রসন্তানকেই নিজের সন্তান হিসাবে দেখতে থাকে এবং তাদের তিনজনকে তার রাজ্যের উত্তরাধিকার দান করে যায়।

পরে তিন ভাই বড় হয়ে মিলেতাস নামে একটি সুন্দরী মেয়ের প্রেমে পড়ে এবং তিন ভাই-ই তাকে বিয়ে করতে চায়। মিলেতাস ছিল এ্যাপোলোর ঔরসজাত সন্তান। এরেইয়া নামে এক বনপরীর গর্ভে তার জন্ম হয়। মিলেতাসকে কেন্দ্র করে তিন ভাইএর মধ্যে বিরোধ ঘনীভূত হয়ে উঠলে বালক মিলেতাস প্রকাশ্যে ঘোষণা করে সে তিন ভাইএর মধ্যে শার্পেডনকে চায় এবং তাকেই সে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে।

জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে মাইনস তখন ক্রীট দেশের সিংহাসনের দাবিদার ছিল। যুবরাজ হিসাবে শাসনক্ষমতারও অধিকারী হয়েছিল অনেকখানি। মিলেতাস শার্পেডনকে পছন্দ করার জন্য তাকে ক্রীটদেশ ছেড়ে চলে যাবার হুকুম দিল মাইনস। মাইনসের সঙ্গে শত্রুতা বা বিরোধিতায় পেরে উঠবে না ভেবে একটি বড় জাহাজে করে দেশ ছেড়ে চলে গেল মিলেতাস। সে চলে গেল এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত ক্যারিয়ায়। সেখানকার দানব রাজা এ্যানাক্সকে পরাজিত ও নিহত করে সেখানে এক নতুন রাজ্য স্থাপন করল মিলেতাস।

ক্রীটের রাজা এ্যাস্তারিয়াসের মৃত্যুর পর ক্রীটের সিংহাসন দাবি করল মাইনস। সে বলল, যেহেতু সে দেবতাদের সবচেয়ে প্রিয় এবং তাঁদের দ্বারা অনুগৃহীত সেই হেতু সিংহাসনের উপর তার দাবি সর্বাধিক। সে তার প্রমাণ দিতেও চাইল সবার সামনে।

একদিন রাজ্যের বহু লোকের সামনে সমুদ্রদেবতা পসেডনের উদ্দেশ্যে পশু-বলি দেবার জন্য এক বেদী প্রস্তুত করে সে পসেডনের কাছে প্রার্থনা করল বলির জন্য একটি ষাঁড় যেন সমুদ্র থেকে উঠে আসে আপনা থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার প্রার্থনা পূর্ণ হলো।

দেখা গেল, ধবধবে সাদা একটি ষাঁড় সমুদ্র থেকে সাঁতার কেটে এগিয়ে আসছে কূলের দিকে। কিন্তু ষাঁড়টির দেহসৌন্দর্য দেখে এমনই মুগ্ধ হয়ে গেল মাইনস যে তাকে বলি না দিয়ে তার পশুশালায় সেটিকে রেখে দেবার ব্যবস্থা করে অন্য একটি বলদ বলি দিল। এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বিস্ময়ে হতবাক হয় ক্রীটদেশের লোক এবং তারা একবাক্যে সকলে মাইনসকেই রাজা করতে চাইল।

কিন্তু ছোট ভাই শার্পেডন বাধা দিয়ে বলল, রাজা এ্যাস্তারিয়াসের ইচ্ছা ছিল এ রাজ্য তিনি তিন ভাইএর মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেবেন।

মাইনস তখন বলল, আমিও তাই দেব। এই রাজ্য সমান তিনভাগে ভাগ করব।

কিন্তু মাইনসের শত্রুতায় ক্রীটদেশে থাকতে পারল না শার্পেডন। সে এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত সিলিসিয়ায় চলে গেল। সেখানে গিয়ে সে এক নতুন রাজ্য স্থাপন করল। শার্পেডনের থেকে বিচক্ষণ ও ধীরমস্তিষ্ক রাদা মানথিস মাইনসের কাছেই রয়ে গেল।

এরপর হেলিয়াসের কন্যা পাসিফাকে বিয়ে করে মাইনস। কিন্তু পসেডন ও দেবী এ্যাফ্রোদিতে এ বিয়েটাকে ভাল চোখে দেখলেন না। মাইনস পসেডনের উদ্দেশ্যে প্রতি বছর যে বলদ বলি দিত সে বলদ সব দিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মাইনস সব সময় সবচেয়ে ভাল বলদ না বেছে একটি নিকৃষ্ট বলদ বলি দিত। পাসিফাও দেবী এ্যাফ্রোদিতেকে কয়েক বছর ধরে উপযুক্ত পূজা উপচার দিয়ে সন্তুষ্ট করেনি। ফলে পসেডন এবং এ্যাফ্রোদিতে দুজনেই পাসিফার মনে এমন এক অস্বাভাবিক ও অবৈধ প্রেমাসক্তি জাগিয়ে দিলেন যা তাদের দাম্পত্য প্রেমসম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দেয় অনেকখানি। সমুদ্র থেকে উঠে আসা যে সাদা ও সুদর্শন ষাঁড়টিকে তার গরুর পালের মধ্যে রেখে দেয় সেই ষাঁড়টিকে দেখে তার প্রেমে পড়ে যায় পাসিফা। ক্রমে সেই অস্বাভাবিক প্রেমাসক্তি বেড়ে যেতে থাকে দিনে দিনে এবং সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে সে। সে একজন মানবী একথা ভুলে গিয়ে সেই ষাঁড়টির সঙ্গে সঙ্গম করতে চাইল মনে মনে।

একথা কিন্তু কারো কাছে প্রকাশ করতে পারল না পাসিফা। তবে একদিন ডেডালাস নামে এথেন্সের যে কুশলী কারিগর মাইনসের আশ্রিত হয়ে বাস করছিল তাকে না বলে পারল না। ডেডালাস পাসিফার সব কথা শুনে একটা উপায় খুঁজে বার করল।

অনেক ভেবে ডেডালাস একটা কাঠের গাভী তৈরি করে তার পেটটা এমনভাবে ফাঁপা রেখে দিল যাতে একটা লোক তার মধ্যে ঢুকে থাকতে পারে। গাভীটিকে দেখতে অবিকল জীবন্ত গাভীর মত। গাভীটি তৈরি করে গোচারণ-ক্ষেত্রে যেখানে মাইনসের গরুর পাল চরত সেখানে রেখে এল। তারপর পাসিফাকে সেই নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে ডেডালাস বলল, ঐ কাঠের গাভীর পিছনের দিকে একটি দরজা আছে; আপনি হাত দিয়ে ঠেলে সেই দরজা দিয়ে ওর পেটের মধ্যে ঢুকে থাকবেন। আপনি গাভীটির মুখের দিকে মুখ করে হাঁটু মুড়ে বসে আপনার পাছাটিকে গাভীটির লেজের কাছে সংযুক্ত করে রাখবেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার প্রিয় ষাঁড়টি ওটাকে জ্যান্ত গাভী ভেবে সঙ্গম মানসে ওর উপর উপগত হবে আর তখন আপনি সহজেই সঙ্গমসুখ উপভোগ করতে পারবেন।

ডেডালাসের কথামত তাই করল পাসিফা এবং এই অস্বাভাবিক সঙ্গমের

ফলে মানুষের দেহ ও ষাঁড়ের মাথাবিশিষ্ট মাইনটার নামে ভয়ঙ্কর এক দৈত্যকে প্রসব করল যথাসময়ে। এই দৈত্যটা ক্রমে সারা দেশে ঘুরে বেড়িয়ে ধ্বংসকার্য চালাতে থাকে।

পরে সব কথা জানতে পারে রাজা মাইনস। ক্রমে রাজধানীতে অনেকেই কথাটা জানতে পেরে কানাঘুঁষো করতে থাকে। তখন মাইনস এই কুৎসা আর অপমানের জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য দৈববাণীর আশায় মন্দিরে গেল। মন্দির থেকে দৈববাণী হলো, সে যেন ডেডালাসকে নিয়ে শহরের বাইরে এক নির্জন স্থানে এক গোপন বিশ্রামাগার নির্মাণ করায় এবং তার অবশিষ্ট জীবন সেখানেই কাটায়।

মাইনস ডেডালাসকে দিয়ে শহরের প্রান্তে একটি পাহাড়ের গুহার ভিতর এক প্রশস্ত জায়গায় একটি গোলকধাঁধা নির্মাণ করাল। সেখানে যাওয়া কোন মানুষের পক্ষে খুবই শক্ত। তার মধ্যে মাইনস পাসিফা আর তার গর্ভজাত ভয়ঙ্কর সেই দৈত্যটাকে আটকে রেখে দিয়ে নিজেও বাস করতে লাগল।

মাইনসের ভাই রাদাম্যানথিস তাকে রাজকার্যে সাহায্য করল। বিচক্ষণ রাদাম্যানথিস অনেক আইন প্রণয়ন করে এবং দেশে সুশাসন প্রবর্তন করে। কিন্তু একসময় হঠাৎ রাগের বশবর্তী হয়ে তার এক নিকট আত্মীয়কে হত্যা করে ফেলায় লজ্জায় সে দেশত্যাগ করে এবং যাবার সময় সে অবিবাহিত ও নিঃসন্তান থাকায় তার রাজ্য সে তার ভাইঝি এরিয়াদনের পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে যায়।

শোনা যায় রাদাম্যানথিস ক্রীট দেশ ছেড়ে বোতিয়া চলে যায়। বোতিয়ার অন্তর্গত ওকালিতে বাস করতে থাকে সে। সেখানে গিয়ে রাজা এ্যাম্ফিত্রিয়নের মৃত্যুর পর তার বিধবা পত্নী ও হার্কিউলেসের মাতা এ্যালসিমেনেকে বিয়ে করে। হ্যালিয়াতাস শহরে রাদাম্যানথিস আর এ্যালসিমেনের দুটি সমাধিস্তম্ভ পাশাপাশি আছে। রাদাম্যানথিসের মৃত্যুর পর জিয়াস তাকে মাইনসের মত নরকের অন্যতম বিচারক নিযুক্ত করেন। নরকের অন্য দুজন বিচারক ছিল মাইনস আর ঈকাস।

এ্যারিস্তেউস

ল্যাপিদের রাজা হিপাসাস অন্যতমা নাইয়াদ ক্লিদাসেপকে বিয়ে করে এবং এই বিয়ের ফলে তাদের একটি কন্যাসন্তান হয়। তার নাম রাখা হয় সিরিন। সিরিন কিন্তু বড় হয়ে ঘরে থাকতে বা ঘর-সংসারের কোন কাজকর্ম

করতে চাইত না। সে শুধু বনে বনে সারাদিন ও অর্ধেক রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়ে শিকার করে বেড়াতে ভালবাসত। তার বাবার পশুশালায় গিয়ে মাঝে মাঝে পশুদের দেখাশোনা করত সিরিন।

একদিন এ্যাপোলো দেখেন সিরিন একটি বনের ধারে একটি সিংহের সঙ্গে লড়াই করছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই লড়াইয়ে সে জিতে গেল। এ্যাপোলো তখন সেণ্টরদের রাজা শেইরনকে মেয়েটির পরিচয় জানতে চেয়ে তাকে বিয়ে করা সঙ্গত হবে কি না জিজ্ঞাসা করল। শেইরন শুধু নীরবে হাসল সে কথা শুনে। কারণ শেইরন ভবিষ্যতের কথা বলতে পারত এবং এ্যাপোলোর মনের কথা জানতে পেরেছিল। সে জানত এ্যাপোলো সিরিনের পরিচয় সবই জানেন এবং তিনি একদিন সুযোগ বুঝে সিরিনকে তুলে নিয়ে যাবেন। সে আরও ভবিষ্যদ্বাণী করে বলল এ্যাপোলো সিরিনকে তুলে নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে এক নির্জন দ্বীপের মাঝে দেবরাজ জিয়াসের এক নিজস্ব বাগানে রাখবেন এবং সেখানে এক রাজ্য স্থাপন করে সেখানকার রাণী করবেন তাকে।

কালক্রমে এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়।

সিরিন একদিন যখন পিনেউস নদীর ধারে একা একা তার পিতার পশুপাল চরাচ্ছিল, তখন এ্যাপোলো তাকে তুলে নিয়ে গেলেন। তিনি তাকে সোনার রথে চাপিয়ে সমুদ্র পার হয়ে একটি দ্বীপের মাঝে একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত একটি সুদৃশ্য প্রাসাদে নামিয়ে দিলেন। সেখানে দেবী এ্যাফ্রোদিতে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে একটি সোনার ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে সোনার পালঙ্কে বসতে দিয়ে বললেন এটিই তাদের শোবার ঘর।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় এ্যাপোলো সিরিনকে বললেন, এই প্রাসাদের নিকটেই আছে বিরাট বন আর সে বনের প্রান্তে আছে চাষের ক্ষেত আর বিস্তীর্ণ গোচারণ ভূমি। তুমি বনপরীদের সঙ্গে ইচ্ছামত সে বনে গিয়ে শিকার করতে পার। এ দেশ বড়ই উর্বর এবং সব দিক দিয়ে সমৃদ্ধিশালী এ দেশ তোমার এবং তুমিই হবে এখানকার রাণী এবং সুদীর্ঘ জীবনকালের অধিকারিণী।

কিছুকাল পরেই একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল সিরিন। তার নাম রাখা হলো এ্যারিস্তেউস। এ্যাপোলো কিন্তু থাকতেন না সেখানে। দেবতা হয়ে কোন মানবীর সঙ্গে সব সময় থাকতে পারেন না তিনি। সিরিনকে এই স্বর্ণ-প্রাসাদে এনে প্রতিষ্ঠিত করার পর সেই যে চলে গেছেন এ্যাপোলো আর তিনি আসেননি।

এ্যারিস্তেউসের জন্মের কিছুকাল পর আবার একবার এ্যাপোলো এলেন সিরিনের কাছে। আবার মিলিত হলেন তার সঙ্গে। তাদের এই মিলনের ফলে আবার গর্ভ সঞ্চার হলো সিরিনের মধ্যে। এবার আর একটি পুত্রসন্তান প্রসব করল সিরিন। তার নাম হলো ইদমন। ইদমনও বড় হয়ে একজন নাম-করা ভবিষ্যদ্বক্তা হয়।

এরপর এ্যাপোলো আর না আসায় সিরিন রেগে গিয়ে রণদেবতা এ্যারেসকে এক রাত্রিতে আহ্বান জানায় তার প্রাসাদে। সেদিন সিরিনের ঘরেই রাত কাটান এ্যারেস। তাদের সঙ্গমের ফলে সিরিন আবার একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করে। তার নাম হয় ডাওমীডস্।

এ্যাপোলোর কথামত তাঁর প্রথম পুত্র এ্যারিস্তেউসকে বনপরীরা মানুষ করল। তাকে তারা শিশু বয়স থেকেই দুধ থেকে মাখন তৈরি করতে ও মৌচাক নির্মাণ করতে শেখায়। বড় হয়ে সে লিবিয়া থেকে বোতিয়া চলে যায়।

এ্যারিস্তেউস যৌবনে পদার্পণ করলে কাব্য ও শিল্পকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী মিউজরা অতোনীর সঙ্গে তার বিয়ে দেন। এই বিয়ের ফলে একটি পুত্র ও একটি কন্যাসন্তান হয় তাদের। এই পুত্র হলো হতভাগ্য এ্যাকতিয়ন আর কন্যাটি হলো ডাওনিসাসের ধাত্রী ম্যাকরিস। এ্যারিস্তেউস বাল্যকালে তার মায়ের কাছে যেমন শিকার, পশুপালন ও পশুচারণবিদ্যা ভালভাবে শেখে তেমনি বন-পরীরা তাকে ভবিষ্যদ্বাণী আর রোগ নিরাময় করার বিদ্যা শেখায়।

একবার এ্যারিস্তেউস ডেলফিতে তার ভাগ্য গণনা করতে যায়। ডেলফির মন্দিরে দৈববাণীতে বলে, তুমি থিয়স দ্বীপে চলে যাও, সেখানে অনেক সম্মান অপেক্ষা করে আছে তোমার জন্য।

এই দৈববাণী শুনে সঙ্গে সঙ্গে থিয়স দ্বীপে চলে গেল এ্যারিস্তেউস। সেখানে গিয়ে দেখল এক দৈব অভিশাপে সেখানে এক নিদারুণ মড়ক আর মহামারী চলছে। মৃত্যুর এক করাল ছায়াতলে উদ্বেগাকুল হয়ে বাস করছে সেখানকার লোকেরা।

এ্যারিস্তেউস খোঁজ নিয়ে জানতে পারল এই দৈব অভিশাপ অকারণ নয়। আইকারিয়াসের হত্যাকারীরা এই দ্বীপেই বাস করছে বলে সেই পাপের ফলে দুঃখভোগ করছে এ রাজ্যের লোকেরা। এ্যারিস্তেউস অচিরে বেদী নির্মাণ করে জিয়াস ও অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে পূজা ও পশুবলি দিল। তারপর সে রাজ্যের লোকদের বুঝিয়ে আইকারিয়াসের হত্যাকারীদের খোঁজ করে তাদের ধরে সকলকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করল। তার ফলে সঙ্গে সঙ্গে দেশ-জোড়া মড়ক আর মহামারীর অবসান ঘটল। শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরে এল সারা দেশে। থিয়সের লোকেরা তখন কৃতজ্ঞতাবশতঃ প্রচুর সম্মান দান করল এ্যারিস্তেউসকে।

কিন্তু সেখানে বেশী দিন আর থাকল না এ্যারিস্তেউস। সেখান থেকে সে চলে গেল আর্কেডিয়ার গভীর অরণ্য অঞ্চলে। সেখানে একটি বনে অনেক মৌচাক নির্মাণ করে মৌমাছি পালন করতে থাকে সে।

কিন্তু একবার তার সব চাষের মৌমাছিদের মধ্যে মড়ক লাগায় দুঃখ পায় এ্যারিস্তেউস। সে তখন পিনেউস নদীর ধারে এর কারণ জানতে যায়। তার ধারণা ছিল এই নদীর তলাতেই নাইয়াদকন্যাদের সঙ্গে তার মা সিনির

বাস করে। সুতরাং তার মার কাছে জানতে চাইল কেন তার মৌমাছিরা সব মরে গেল।

কথাটা ঠিক। সিরিন তখন সেখানেই ছিল। সিরিন এ্যারিস্তেউসের কথা শুনে বলল, আমার খুড়তুতো ভাই প্রোতিয়াসের কাছে গিয়ে তাকে বেঁধে ফেল। সে তোমাকে তোমার মৌমাছিদের ব্যাপক মৃত্যুর কারণের কথা বলে দেবে।

প্রোতিয়াস তখন ছিল ফ্যারস দ্বীপের অন্তর্গত একটি পাহাড়ের গুহার মধ্যে। তখন মধ্যাহ্ন কাল। গুহার মধ্যে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল সে।

এ্যারিস্তেউস গিয়ে প্রোতিয়াসকে ধরে ফেলে তাকে রাজী করাল। প্রোতিয়াস তাকে বলল, ইউরিডাইসের যে মৃত্যুর সে কারণ হয় সেই মৃত্যুর জন্যই শাস্তি পাচ্ছে সে। সেই মৃত্যুই তার মৌমাছিদের মধ্যে মড়কের কারণ।

এ্যারিস্তেউস বুঝতে পারে কথাটা সত্যি। সে একদিন তেম্প নামক এক জায়গায় একটা নদীর ধারে বসেছিল। তখন অর্ফিয়াসের পতিব্রতা স্ত্রী ইউরিডাইস তার স্বামীর কাছে যাচ্ছিল একা একা। তাকে তখন একা পেয়ে ক্ষণিকের দুর্মতিবশতঃ তার কাছে প্রেম নিবেদন করে সে। ইউরিডাইস তখন তার ভয়ে ছুটে পালাতে থাকে এবং নদীর ধারে লম্বা লম্বা ঘাসের মাঝে শুয়ে থাকা এক বিষধর সাপের কামড়ে সেইখানেই তৎক্ষণাৎ মারা যায়।

কারণটা জানতে পারার পর প্রতিকারের জন্য আবার মার কাছে যায় এ্যারিস্তেউস। তার মা সিরিন বলে, চারটি বেদী নির্মাণ করে চারটি বলদ আর চারটি বকনা ইউরিডাইস আর তার সহচরীদের আত্মার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবে। তারপর সেই পশুদের মৃতদেহগুলি সেখানে ফেলে রেখে চলে যাবে এবং নয়দিন পর ফিরে এসে একটি মোটা বাছুর আর একটি কালো ভেড়া নিয়ে এসে অর্ফিয়াসের আত্মার উদ্দেশ্যে বলি দেবে। নয়দিন পর সেই বেদীর কাছে ফিরে এসে দেখবে নয়দিন আগে বলি দেওয়া সেই সব পশুদের পচনশীল মৃতদেহগুলি থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি বেরিয়ে আসছে।

তার মার কথামত কাজ করল এ্যারিস্তেউস। সত্যিই বলিদেওয়া গরুদের মৃতদেহগুলি থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি বেরিয়ে এলে গাছে গাছে চাক তৈরি করে তাদের সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিল সে। এ জন্য আর্কেডিয়ার লোকেরা আজও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে এ্যারিস্তেউসের উদ্দেশ্যে।

এই সময় অর্থাৎ বোতিয়ায় থাকাকালে তার পুত্র এ্যাকতিয়ন মারা যায়। তখন শোকে দুঃখে বোতিয়া ছেড়ে লিবিয়ায় চলে যায় এ্যারিস্তেউস। সেখানেও কিন্তু মন টেকে না তার। তার মা সিরিনের কাছে একটি জাহাজ চেয়ে নিয়ে আবার সমুদ্রযাত্রা শুরু করে এ্যারিস্তেউস। এবার সে যায় উত্তর-পশ্চিম দিকে। যেতে যেতে পাহাড় ও অরণ্যঘেরা সার্দিনিয়া দ্বীপের বন্য সৌন্দর্য দেখে সেখানেই

বসবাস করতে থাকে।

এরপর সিসিলিতে গিয়ে কিছুদিন বাস করে এ্যারিস্তেউস। সেখান থেকে যায় থ্রেস দেশে। সে দেশের অন্তর্গত হেমোস পর্বতের কাছে কিছুদিন বাস করার পর সেখানে এক নতুন নগর নির্মাণ করে। তার নাম অনুসারে সে নগরের নামকরণ হয় এ্যারিস্তেরাম। কিন্তু সেখানেও বেশী দিন থাকল না সে। পথের নেশায় চির মাতোয়ারা তার মন কখনো কোন শান্ত গৃহকোণের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না। তাই নিজের হাতে গড়া সাজানো সুন্দর নগর ও ঘর ছেড়ে অন্তহীন অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল এ্যারিস্তেউস। কিন্তু কোথায় গেল তার খবর কেউ জানতে পারল না। কিন্তু যেখানেই যাক আর ফিরল না সে। আজও থ্রেস দেশের আদিবাসী উপজাতিরা আর গ্রীসদেশের শিক্ষিত নাগরিকরা শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবতারূপে পূজো করে এ্যারিস্তেউসকে।

তেলামন ও পেলেউস

ঈকাসের প্রথম দুটি পুত্রসন্তানের মা ছিল এন্দিস। এন্দিস ছিল স্কীয়নের কন্যা। ঈকাসের ছোট ছেলে ফোকাস ছিল নেরেইদকন্যা সামেথির গর্ভজাত কন্যা। কিন্তু সন্তান প্রসব করার পর ঈকাসের কবল থেকে নিজেকে চিরতরে মুক্ত করার জন্য নিজেকে সীল মাছে পরিণত করে সামেথি। ঈকাস তার সন্তানদের নিয়ে এদিনা দ্বীপে বাস করত।

ব্যায়ামবিদ ও ক্রীড়াবিদ ফোকাস ছিল তার বাবা ঈকাসের সবচেয়ে প্রিয়। ফোকাসের নাম যশ দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে তার দুই বড় ভাই তেলামন ও পেলেউস ঈর্ষাভাবাপন্ন হয়ে ওঠে তার প্রতি।

একদিন ঈকাস তার ছোট ছেলে ফোকাসকে ডেকে পাঠায়। তখন তেলামন আর পেলেউস ভাবল এবার তাদের বাবা নিশ্চয় ফোকাসকে ডেকে তার উপর রাজ্যভার দান করবে। তাই হিংসার আগুনে জ্বলে যেতে লাগল তারা। তারা তাদের মার কাছ থেকে পরামর্শ চাইল। তাদের মা ফোকাসকে গোপনে হত্যা করার পরামর্শ দিল।

ফোকাস যখন একা পথ দিয়ে যাচ্ছিল তখন তেলামন আর পেলেউস দুই ভাইয়ে মিলে পাথর আর কুড়ুল দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে ফোকাসকে। তারপর তার মৃতদেহটা পথের ধারে মাটি খুঁড়ে পুঁতে রাখে তার মধ্যে।

ধরা পড়ে যাবার ভয়ে দেশ ছেড়ে সালামিস দ্বীপে পালিয়ে গেল তেলামন। সেখানে গিয়ে সে দেশের রাজা সাইক্রেউসের কাছে আশ্রয় নিল। কারণ সে বুঝতে পেরেছিল রাজা ঈকাসের প্রিয় পুত্র ফোকাসকে হত্যা করার অপরাধে সে যদি একবার ধরা পড়ে তাহলে তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হতেই হবে।

তবু বিদেশে পালিয়ে গিয়েও শান্তি পেল না তেলামন। সে একজন

দূতকে তার পিতা রাজা ঈকাসের কাছে পাঠিয়ে জানাল ফোকাস হত্যার ব্যাপারে তার কোন হাত নেই। কিন্তু দূত মারফৎ রাজা ঈকাস বলে পাঠাল তেলামন যেন এজিনাতে আর কখনো না ফেরে। তবে সে জাহাজে করে সমুদ্রের কূলে এসে জাহাজ থেকেই এবিষয়ে তার বক্তব্য জানাতে পারে। জানিয়ে দেশের মাটিতে পা না দিয়ে সে আবার ফিরে যেতে পারে।

তেলামন সাইক্রেউসের একটি জাহাজে করে এজিনার উপকূলে এসে তার কথা জানাল। সে বলল ফোকাসের মৃত্যু ঘটেছে একটি দুর্ঘটনায়; এ মৃত্যুতে তার কোন হাত নেই এবং সে কোনক্রমেই দায়ী নয়।

রাজা ঈকাস তার সব কথা শুনে বলল, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। তুমি আবার ফিরে যাও যেখান থেকে এসেছ। দেশের মাটিতে পা দিলেই তোমাকে গ্রেপ্তার করা হবে এবং ভ্রাতৃহত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে। তাই আবার সালামিসেই ফিরে গেল তেলামন। সেখানে ফিরে গিয়ে রাজা সাইক্রেউসের কন্যা গ্লসকে বিয়ে করেছিল সে! পরে সাইক্রেউসের মৃত্যু হলে তার কোন পুত্রসন্তান না থাকায় তেলামনই রাজসিংহাসন লাভ করে।

বংশগত উত্তরাধিকারসূত্রে সালামিসের রাজসিংহাসন লাভ করেনি সাইক্রেউস। ড্রাগনরূপী যে একটি ভয়ঙ্কর সাপ সারা দেশে ধ্বংসের তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছিল অপ্রতিহতভাবে সেই সাপটিকে সাইক্রেউস কৌশলে মেরে ফেলতে পারায় রাজ্যের লোকেরা স্বেচ্ছায় তার উপর রাজ্যভার চাপিয়ে দেয়। তাকে রাজসিংহাসনে বসায় জোর করে।

অনেকের মতে সাইক্রেউসের নিষ্ঠুরতার জন্য তাকে সাপ আখ্যা দেওয়া হয় এবং পরে ইউরিলোকাস সালামিসের রাজা তাকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করে। সাইক্রেউস তখন এলুসিস দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং দেবতাদের মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত হয়। পরবর্তী কালে গ্রীকরা যখন সালামিস জয় করে তখন সাইক্রেউস নাকি সাপের রূপ ধরে গ্রীকজাহাজে আবির্ভূত হয় এবং গ্রীকরা তার সমাধিতে পুজো দেয়।

তেলামন রাজকন্যা গ্লসকে বিয়ে করে সালামিসেই রয়ে যায়। পরে গ্লসের মৃত্যু হলে সে এথেন্স চলে যায় এবং পেলপাসএর পুত্রের কন্যা পেরিবোয়াকে আবার বিয়ে করে। এই বিয়ের ফলে বিখ্যাত বীর এ্যাজাক্সের জন্ম হয়। পরে লাওমীডনের কন্যা বন্দিনী হেমিওনকে বিয়ে করে এবং সেই বিয়ের ফলে বিখ্যাত তীরন্দাজ বীর টিউসারের জন্ম হয়।

এদিকে পেলামনের ভাই পেলেউস ফোকাসকে হত্যা করার পর এজিনা ত্যাগ করে ফিথিয়ার রাজা এ্যাক্টরের রাজসভায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। পেলেউসের আত্মশুদ্ধির পর এ্যাক্টর তার কন্যা পলিমিয়ার সঙ্গে পেলেউসের বিয়ে দেয় এবং তার রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ দান করে। রাজা এ্যাক্টর রাজ্যের

আর একটি অংশ তার পোষ্যপুত্র ইউরিতিয়নকে দান করে।

একদিন ইউরিতিয়ন ক্যালিডোনিয়ার সেই ভয়ঙ্কর শূকরকে হত্যা করার জন্য এক শিকার অভিযানে পেলেউসকে নিয়ে যায়। শূকর মারতে গিয়ে পেলেউস এক বর্শা ছুঁড়লে সেই বর্শা ঘটনাক্রমে ইউরিতিয়নের গায়ে লেগে যাওয়ায় সে সেখানেই মারা যায়। তখন পেলেউস ভয়ে ফিথিয়া ত্যাগ করে তার স্ত্রী পলিমিয়াকে নিয়ে আওলকসে পালিয়ে যায়। সেখানে পেলিয়াসপুত্র রাজা এ্যাকাস্তাস তাকে আশ্রয় দেয় এবং তার আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করে।

কিছুদিনের মধ্যে এ্যাকাস্তাসের স্ত্রী ক্রেথেইস পেলেউসের প্রেমে পড়ে যায় এবং তার কাছে একদিন প্রেম নিবেদন করে। পেলেউস তার আশ্রয়দাতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভেবে ক্রেথেইসের প্রেম প্রত্যাখ্যান করে। এতে ক্রেথেইস খুব রেগে যায় পেলেউসের উপর এবং তার স্ত্রী পলিমিয়াকে মিথ্যা করে বলে পেলেউস তাকে ত্যাগ করে তার কন্যা স্তেরোপকে বিয়ে করতে চায় একথা শুনে পলিমিয়া দুঃখে আত্মহত্যা করে।

ক্রেথেইস তখন প্রতিহিংসার জ্বালায় তার স্বামী এ্যাকাস্তাসকে মিথ্যা করে বলে পেলেউস তার কাছে অবৈধভাবে প্রেম নিবেদন করে এবং তার শালীনতা হানির চেষ্টা করে। তা শুনে এ্যাকাস্তাস রাগে আগুন হয়ে উঠলেও পেলেউসকে হত্যা করল না সে। সে তাকে পেলিয়ন পাহাড়ে ভয়ঙ্কর শ্বাপদ-সংকুল অরণ্য অঞ্চলে এক শিকার অভিযানে নিয়ে গেল। ভাবল এই শিকার অভিযানেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। কিন্তু পেলেউসের সততায় এবং বিশ্বস্ততায় খুশি হয়ে দেবতারা অনুগ্রহ করে তাকে একটি ঐন্দ্রজালিক তরবারি দান করলেন। এই তরবারির দ্বারা সে যে কোন যুদ্ধে জয়ী হবে এবং শিকার অভিযানেও সফল হবে।

পেলিয়ন পাহাড়ের অরণ্যে গিয়ে অনেক বন্য শূকর ও হরিণ শিকার করল পেলেউস। তবু এ্যাকাস্তাসের লোকরা তাকে বিদ্রূপ করে বলতে লাগল সে কোন পশু শিকার করতে পারে নি। তখন পেলেউস তার থলে খুলে অনেক পশুর কাটা মাথা দেখাল। এ্যাকাস্তাস তার তরবারিটা দেখে ভাবল এটা নিশ্চয় সাধারণ তরবারি নয় এবং এর অব্যর্থ আঘাতে সত্যিই অনেক পশু শিকার করেছে পেলেউস।

পেলেউস যখন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল শিকারের পর তখন এ্যাকাস্তাস তার লোকজন নিয়ে পেলেউসকে সেইখানে ফেলে রেখে চলে গেল। তার সেই তরবারিটি এক জায়গায় মাটির ভিতর লুকিয়ে রাখল। ভাবল সেণ্টর নামে সেই অরণ্যের বর্বর অধিবাসীরা তাকে মেরে ফেলবে।

পেলেউস ঘুম থেকে উঠে দেখল এ্যাকাস্তাসরা তাকে ফেলে চলে গেছে। সে তাই আর তার কাছে ফিরে গেল না। সে আরও দেখল সেণ্টররা তাকে একা পেয়ে হত্যা করার চক্রান্ত করছে। এমন সময় সেণ্টরদের সর্দার শেইরণ

দয়া করে তাকে বাঁচিয়ে দিল এবং তার হারানো তরবারিটা খুঁজে বার করে দিল। পেলেউস এরপর শেইরনের গুহাতেই স্থান পেল।

ইতিমধ্যে থেমিসের পরামর্শক্রমে জিয়াস পেলেউসের সঙ্গে জলকন্যা থেটিসের বিয়ে দিতে চাইলেন। পেলেউসও থেটিসকে বিয়ে করতে চাইল। কিন্তু এক দৈববাণী শুনে সে পিছিয়ে গেল এই বিয়ের ব্যাপারে। সে শুনল থেটিসকে বিয়ে করলে তার গর্ভে যে সন্তান হবে সে তার পিতাকে ছাড়িয়ে যাবে বীরত্বে এবং তার থেকে অনেক বেশী শক্তিমান হবে। তাছাড়া থেটিসও তার বিমাতা হেরার পরামর্শক্রমে তাকে বিয়ে করতে চাইছে পেলেউস তাই ঠিক করল একজন মরণশীল মানুষ হয়ে সে এক অমর দেবীকে বিয়ে করবে না।

কিন্তু থেটিসের বিয়ের জন্য হেরা চাইছিলেন এক মহত্তম মানবসন্তান। এর জন্য অলিম্পাস পর্বতে কোন এক পূর্ণিমার দিন মর্ত্য থেকে যত সব বীর মানবসন্তানদের আহ্বান করে তাদের মধ্য থেকে থেটিসের জন্য একজন উপযুক্ত পাত্রকে বেছে নিতে চাইলেন। তিনি পেলেউসকে সেই সভায় পাঠাবার জন্য শেইরনকেও খবর দিলেন। কিন্তু শেইরন জানত পেলেউস সে সভায় গেলে থেটিস তাকে প্রত্যাখ্যান করবে। সে তাই তাকে পাঠাল না। শেইরনের পরামর্শক্রমে পেলেউস থেসালির সমুদ্রকূলে একটি মার্টল গাছের ছায়াঘেরা এক নির্জন গুহার পাশে লুকিয়ে রইল। সেখানে থেটিস দুপুর বেলায় একা একা বিশ্রাম করতে আসে।

একদিন দুপুর বেলায় জলদেবী থেটিস এক মৎসকন্যার পিঠে চেপে নগ্ন দেহে তার সেই প্রিয় গুহায় বিশ্রাম করতে এল এবং পেলেউসকে দেখতে না পেয়ে গুহার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। থেটিস ঘুমিয়ে পড়তেই পেলেউস তাকে ধরে আলিঙ্গন করতে গেল। কিন্তু জেগে উঠে পেলেউসকে দেখে তার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করে দিল। তাকে ভয় দেখাবার জন্য একের পর এক জল, আগুন, সিংহ, সাপ প্রভৃতির রূপ ধারণ করল। কিন্তু শেইরনের কথামত কোন কিছুতেই ভয় পেল না পেলেউস এবং তাকে একইভাবে ধরে রইল। অবশেষে পেলেউসের সাহস ও সততায় সন্তুষ্ট হয়ে তার কাছে ধরা দিল থেটিস। পেলেউসকেও সে আলিঙ্গন করল এবং বিয়েতে মত দিল।

বিয়েটা হলো পেলিয়ন পাহাড়ের উপর শেইরনের গুহায়। সেণ্টররা সব সেই বিবাহ-উৎসবে যোগদান করল। জলকন্যারা নাচতে লাগল। মিউজরা গান করতে লাগল। অলিম্পাস থেকে বারো জন উচ্চস্তরের দেব-দেবী সেই বিবাহবাসরে উপস্থিত ছিলেন। শেইরন পেলেউসকে একটি বর্শা দান করল। হিফাস্টাস ও দেবী এথেনও একটি করে অস্ত্র দিলেন। দেবতারা একজোড়া সোনার বর্ম আর সমুদ্রদেবতা পসেডন বেলিয়াস আর জ্যানথাস নামে দুটি অমর অতিপ্রাকৃত অশ্ব দান করলেন পেলেউসকে।

দেবী এ্যারেস এই বিবাহবাসরে নিমন্ত্রিত না হওয়ায় রেগে গিয়ে দেবীদের মধ্যে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করেন। তিনি একটি সোনার আপেল সেই সভায় মেঝের উপর গড়িয়ে দেন। হেরা, এথেন আর এ্যাফ্রোদিতে এই তিনজন দেবী যখন গল্প করছিলেন তখন তাঁদের সামনে একটি সোনার আপেল গড়িয়ে আসে। পেলেউস সেটি তুলে দেখে তার উপর লেখা রয়েছে, 'সবচেয়ে সুন্দরীকে'। এই আপেল থেকে ট্রয়যুদ্ধের সূচনা হয়।

শেইরন পেলেউসকে প্রচুর গবাদি পশু দান করে। সেই সব পশু থেকে কিছুসংখ্যক পশু ফিথিয়াতে পাঠিয়ে দেয় পেলেউস। এইভাবে ইউরিতিয়নকে ভুল করে ঘটনাক্রমে হত্যা করে বসায় তার ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু ফিথিয়ার লোকে পেলেউসের দান প্রত্যাখ্যান করে।

একদিন পেলেউস আর থেটিস দুজনে মিলে তাদের পশুর পাল চরাচ্ছিল তখন হঠাৎ একটা নেকড়ে এসে তার পালের অনেক পশু বধ করে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। কিন্তু পেলেউসের উপর নেকড়েটা ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ করতেই থেটিস তাকে পাথরে পরিণত করে দেন। সেই পাথুরে নেকড়েটার মূর্তি আজও লোক্রিস আর ফোসিসের মধ্যে রাস্তার ধারে দেখতে পাওয়া যায়।

এরপর পেলেউস আওলকসে এ্যাকাস্তাসের রাজ্যে ফিরে যায়। এই সময় দেবরাজ জিয়াস একটা উইঢিবির অসংখ্য উইকে অসংখ্য সৈন্যে রূপান্তরিত করেন এবং তাঁর অনুগ্রহে পেলেউস মার্মিডনদের অধিপতি হয়। এবার পেলেউস এ্যাকাস্তাসের দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ নেবার জন্য তার রাজ্য আক্রমণ করে এবং প্রথমে এ্যাকাস্তাস ও পরে ক্রেথেইসকে হত্যা করে।

থেটিসের গর্ভে পেলেউসের ঔরসে পর পর সাতটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু থেটিস তার প্রথম ছয়টি সন্তানকে তার মত অমর করে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য তাদের মরণশীল দেহগুলো আগুনে পুড়িয়ে ও অমৃত মাখিয়ে তাদের স্বর্গে নিয়ে যায়। এইভাবে ছয়টি ছেলেকে হারায় পেলেউস। কিন্তু তাদের সপ্তম সন্তান পুত্র একিলিসকেও যাতে এইভাবে তার মা দগ্ধ করে তার নরদেহটিকে অমর করে স্বর্গে নিয়ে যেতে না পারে তার জন্য সে তার উপর কড়া নজর রাখত। কিন্তু একদিন সুযোগ বুঝে থেটিস পেলেউসের প্রহরা এড়িয়ে একিলিসের দেহটিকেও দগ্ধ করতে শুরু করে কিন্তু হঠাৎ পেলেউস সেখানে এসে পড়ে তা দেখতে পেয়ে থেটিসের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় একিলিসকে। থেটিস তখন একিলিসের দেহটাকে আগুনে দগ্ধ করে অমৃত মাখাচ্ছিল। তার পায়ের গোড়ালির কাছটা শুধু অমৃত মাখানো হয় নি। এমন সময় পেলেউস তাকে থেটিসের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বলে, একে আমি কাছ ছাড়া করতে পারব না। একটা ছেলে অন্ততঃ আমার কাছে থাক, আমার নাম বাঁচিয়ে রাখুক।

কিন্তু পেলেউসের এই হস্তক্ষেপের ফলে রেগে গেল থেটিস। সে তখনি পেলেউসের কাছ থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে তার সমুদ্রগর্ভস্থ পুরনো আবাসে চলে গেল। একিলিস কোনদিন মাতৃস্তন পান করেনি বলে থেটিস যাবার সময় তার শেষ সন্তানকে এই নাম দিয়ে যায়। একিলিসের সারা দেহটি অমৃতরূপ নির্যাসে সিক্ত হওয়ায় সে অমরত্ব লাভ করে, যা কখনো কোন অস্ত্র দ্বারা আহত হবে না। কিন্তু তার অর্ধদগ্ধ গোড়ালির কাছটায় অমৃতের নির্যাস না পড়ায় সেই জায়গাটা দুর্বল রয়ে যায় এবং সেই জায়গাটা অস্ত্রদ্বারা আহত হলে তবে মৃত্যু ঘটাতে পারে। পেলেউস আবার একিলিসের সেই অর্ধদগ্ধ গোড়ালিটা কেটে বাদ দিয়ে দামাইসাস নামে এক দৈত্যের একটা গোড়ালি জুড়ে দেয়।

ট্রয়যুদ্ধের সময় পেলেউস নিজে বৃদ্ধ হয়ে পড়ায় পুত্র একিলিসকে পাঠায়। তার বিয়ের সময় যৌতুকস্বরূপ দেবতাদের কাছ থেকে যে সব উপহারগুলি পায় সেগুলি দিয়ে সাজিয়ে দেয় সে তার পুত্রকে। সে একিলিসকে দেয় তার একটি সোনার বর্ম, একটি বর্শা আর পসেডনপ্রদত্ত সেই দুটি অমর ও অতিপ্রাকৃত অশ্ব।

কিন্তু ট্রয়যুদ্ধে পরিশেষে একিলিসের মৃত্যু ঘটলে মৃত এ্যাকাস্তাসের পুত্রগণ বৃদ্ধ পেলেউসকে তাড়িয়ে দিয়ে পিতৃরাজ্য আওলস নিজেদের অধিকারে আনে আবার। থেটিস তখন পেলেউসকে থেসালির সমুদ্রকূলে সেই গুহায় নিয়ে যায় যেখানে তাদের প্রথম মিলন ঘটেছিল। থেটিস বলে, কিছুদিন এখানে থাকার পর পেলেউসকে সে নিয়ে যাবে তার সমুদ্রগর্ভস্থ বাড়িতে। এদিকে পেলেউস সমুদ্রতীরবর্তী সেই গুহাটি ত্যাগ করে অন্য কোথাও যেতে চাইল না। কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস একিলিস না পারলেও তার একমাত্র পুত্র নিওটলেমাস একদিন না একদিন এই সমুদ্রপথেই ফিরে এসে উদ্ধার করবে তার রাজ্য। তার পিতামহ পেলেউসের নির্বাসনের সংবাদ পেয়ে নিওটলেমাস সত্যিই মলোসিয়া থেকে রণতরী সাজিয়ে আওলকসের পথে আসছিল। এ্যাকাস্তাসের পুত্রদের হত্যা করে রাজধানী দখল করাই ছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু সে এসে পৌছানোর আগেই অধৈর্য হয়ে পেলেউস একদিন মলোসিয়ার পথে একটি ভাড়াটে জাহাজে করে রওনা হয়। কিন্তু সমুদ্রে ঝড়ঝঞ্ঝার কবলে পড়ে মলোসিয়ার পরিবর্তে আইকস নামে একটি দ্বীপে গিয়ে উঠতে বাধ্য হয় পেলেউস এবং সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে। সেই দ্বীপেই তাকে সমাহিত করা হয়।

ফাইলিস ও কোরিয়া

থে্রসদেশের রাজকন্যা ফাইলিস থিসিয়াসপুত্র এ্যাকামাসের প্রেমে পড়ে। কিন্তু বিয়ের পরই ট্রয়যুদ্ধে যাবার জন্য ডাক পড়ে এ্যাকামাসের এবং নব

বিবাহিতা স্ত্রীকে ছেড়ে দেশ ছেড়ে ট্রয় অভিযানে যেতে হয় তাকে।

কিন্তু এ্যাকামাসকে ছেড়ে কিছুতেই ঘরে মন টিকছিল না ফাইলিসের। বিরহের দুঃসহ বেদনায় দিনে দিনে বিষাদখিন্ন হয়ে উঠছিল সে। কবে ট্রয়যুদ্ধ শেষ করে কবে আবার জাহাজে করে ফিরে আসবে এ্যাকামাস সেই আশায় দিন গুণতে লাগল ফাইলিস। এই আশায় রোজ দিনের প্রায় বেশীর ভাগ সময় বাড়ির সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করে সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসে থাকত সে। একমাত্র এই সমুদ্রের ধারে বসে থাকতেই সবচেয়ে ভালবাসত সে। সমুদ্রের ধারে নির্জনে বসে দূর দিগন্তের পানে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে এক নীরব সান্ত্বনা পেত তার দুঃসহ বেদনায়। তার কেবলি মনে হত সমুদ্রের তরঙ্গায়িত উদ্দাম জলরাশি দূরে দিগন্তের যে প্রান্তসীমায় গিয়ে মিলিয়ে গেছে, যেখানে তার দু চোখের প্রসারিত দৃষ্টিও গিয়ে রুদ্ধ হয়ে পড়েছে সেইখানে একটা পালতোলা জাহাজ একদিন দেখা যাবে আর সেই জাহাজে থাকবে তার জীবনসর্বস্ব এ্যাকামাস।

কিন্তু এইভাবে দশটি বছর যখন কেটে গেল একে একে তখন সে আর থাকতে পারল না। ফাইলিসের বেদনা সবচেয়ে তীব্র হয়ে উঠল যখন সে শুনল ট্রয়যুদ্ধে গ্রীকরা জয়লাভ করে দেশে ফিরে আসছে।

এ্যাকামাস বাড়ি ফেরার জন্য ছটফট করছিল এবং তার জাহাজ সত্যিই দ্রুত এগিয়ে আসছিল সমুদ্রপথে। কিন্তু পথে জাহাজে ছিদ্র দেখা দেওয়ায় তা মেরামৎ করতে দেরি হয়ে যায়। এদিকে বিরহ-বেদনা আর সহ্য করতে না পেরে একদিন আবেগের বশবর্তী হয়ে আত্মহত্যা করে বসে ফাইলিস। তার দুঃখ ও দুর্ভাগ্যে করুণা হয় দেবী এথেনের। দেবী এথেন তখন প্রেমপরায়ণা ফাইলিসের মৃতদেহটাকে একটি বাদামগাছে রূপান্তরিত করেন।

অথচ ফাইলিসের আত্মহত্যার পরের দিনই সেখানে এ্যাকামাসের জাহাজ এসে উপস্থিত হয় উপকূলে। জাহাজ থেকে মাটিতে পা দিয়েই ফাইলিসের আত্মহত্যার দুঃসংবাদ পেয়ে শোকে মর্মাহত হয় এ্যাকামাস।

এ্যাকামাস যখন শুনল সমুদ্রতীরবর্তী ঐ বাদাম গাছটাই ফাইলিস এবং তার ফাইলিস দেবী এথেনের অনুগ্রহে ঐ গাছে পরিণত হয়েছে তখন সে তার নিদারুণ শোকের মাঝে কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করার জন্য বারবার সে গাছের গুঁড়িটাকে আলিঙ্গন করতে লাগল আবেগভরে। গাছটায় কোন পাতা ছিল না। কিন্তু এ্যাকামাসের প্রেমময় আলিঙ্গন ও চুম্বনে পাতাহীন সেই গাছটায় ফুল ফুটে উঠল। সেই থেকে দেখা যায় বাদাম গাছে যখন ফুল ফোটে তখন পাতা থাকে না। সেই থেকে এথেন্সের অধিবাসীরা ফাইলিস আর এ্যাকামাসের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য বিশ্বস্ত ও অমর প্রেমের এক জীবন্ত পরাকাষ্ঠা হিসাবে সেই বাদাম গাছটাকে ঘিরে ঘিরে নৃত্য করে। তার তলায় পুজো দেয় দেবতাদের উদ্দেশ্যে।

ল্যাকোনিয়ার রাজার কন্যা কেরিয়ারও অকালমৃত্যু ঘটায় অতৃপ্ত রয়ে যায় তার প্রেম। কেরিয়া ছিল ডাওনিসাসের প্রণয়পাত্রী। কিন্তু অকালে মৃত্যু ঘটে তার। তখন তার সেই অতৃপ্ত প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাকেও একটি কাজুবাদামগাছে পরিণত করেন ডাওনিসাস। অনেকের মতে 'গডেস অফ কার' বা গাড়ির দেবীর প্রিয় কেরিয়াকে এই নাম দেওয়া হয়।

ক্লিওবিস ও বিতন

আর্গসে দেবী হেরার এক পূজারিণী ছিল। ক্লিওবিস ও বিতন নামে তার দুটি পুত্র ছিল। দেবী হেরার মন্দিরে সেই পূজারিণী কাজ করত। দেবী হেরার একটি রথ ছিল। রথটি পাঁচ মাইল দূরে এক জায়গায় রাখা ছিল। এক বিশেষ তিথিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সেই রথটিকে দুটি সাদা বলদ জুড়ে মন্দিরের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

কিন্তু সেই তিথিটি এসে গেলে দেখা গেল রথটি আনার জন্য সাদা বলদগুলি নির্দিষ্ট সময়ে পাওয়া যাচ্ছে না। পূজারিণী খোঁজ করে দেখল গোচারণক্ষেত্র হতে বলদগুলি তখনো ফেরেনি। অথচ এই মুহূর্তে রথ আনার জন্য রওনা না হলে সময় বয়ে যাবে।

ক্লিওবিস ও বিতন দুই ভাই-ই ছিল খুব মাতৃভক্ত। তাদের বাবাকে অতি শৈশবে হারিয়ে মার প্রতি বেশী অনুরক্ত হয়ে পড়ে তারা। তাই সেদিন যখন তারা দেখল যথাসময়ে রথ আনার জন্য খুবই বিব্রত হয়ে পড়েছে তার মা তখন তারা নিজে থেকে প্রস্তাব করল তারা নিজেরা রথ টেনে আনবে বলদের পরিবর্তে।

কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ না করে ক্লিওবিস ও বিতন পাঁচ মাইল দূর থেকে রথটি টেনে নিয়ে এল দেবীর মন্দিরে। আপন পুত্রদের মাতৃভক্তি ও দেবভক্তি দেখে অবাক হয়ে গেল পূজারিণী। সে তখন দেবীর কাছে প্রার্থনা জানাল, এই কাজের জন্য দেবী যেন শ্রেষ্ঠ উপহার দান করেন। মানুষকে যা তিনি দিতে পারেন তার মধ্যে সে দান যেন শ্রেষ্ঠ হয়।

রথ-অনুষ্ঠান ও উৎসবের যাবতীয় আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম শেষ হয়ে গেলে দেখা গেল ক্লিওবিস ও বিতন মন্দিরের মধ্যে একটি ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেল সকলে যখন দেখল সে ঘুম আর ভাঙল না।

আর্জিনাসপুত্র এ্যাগামেদিস আর ট্রোফোনিয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের দেবদত্ত পুরস্কারের কথা জানতে পাওয়া যায়। এই দুজন ছিল যমজ ভাই। ডেলফিতে এ্যাপোলো তার মন্দিরের যে ভিত্তি স্থাপন করেন এই দুই ভাই সেই ভিত্তির উপর পাথরের বেদী নির্মাণ করে। এ্যাপোলো তখন দৈববাণীতে তাদের বলেন,

ছয়দিন তোমরা যত রকমে পার আনন্দ উপভোগ করো। সাতদিনের দিন তোমরা তোমাদের আকাঙ্খিত বস্তু লাভ করবে। কিন্তু সপ্তম দিনে দেখা যায় তারা তাদের বিছানায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

এই দুটি ঘটনা থেকে বোঝা যায় দেবতাদের যারা প্রিয়, দেবতারা যাদের খুব ভালবাসেন তারা তরুণ বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দেবতারা তাদের অল্প বয়সেই স্বর্গে টেনে নেন। আরও জানা যায় গ্রীসদেশে পৌরাণিক যুগে কোন দেবতার নতুন মন্দির নির্মাণের সময় নিষ্পাপ তরুণদের চন্দ্রদেবীর উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া হত এবং তারপর মন্দির চত্বরে সমাহিত করা হত তাদের।

কেনিস ও কেনেউস

ইলেতোসকন্যা বনপরী কেনিসের সঙ্গে একবার সহবাস করেন সমুদ্রদেবতা পসেডন। সঙ্গমে প্রীত হয়ে তিনি তাকে একটি বর প্রার্থনা করতে বলেন। কেনিস তখন তাঁকে বলে, আমি নারী থাকতে চাই না। আমাকে বীর যোদ্ধায় পরিণত করুন।

পসেডন তার প্রার্থনা পূরণ করেন এবং তাকে নারী থেকে পুরুষে রূপান্তরিত করেন। তার নাম হয় তখন কেনেউস। কেনেউস বিভিন্ন যুদ্ধে এমন সামরিক কৃতিত্ব দেখাতে থাকে যার ফলে ল্যাপিথ দেশের লোকেরা তাকে তাদের রাজা হিসাবে নির্বাচিত করে। পরে কেনেউস বিবাহ করে এক পুত্রসন্তানেরও জন্ম দেয়। তার নাম রাখা হয় করোনাস।

সামান্য এক নারী থেকে এক বীর যোদ্ধা ও রাজায় পরিণত হয়ে খুবই উদ্ধত হয়ে ওঠে কেনেউস। সে দেবতাদেরও তুচ্ছ জ্ঞান করতে থাকে এবং তার রাজধানীর বাজারের মাঝখানে তার সামরিক কৃতিত্ব ও গৌরবের প্রতীক হিসাবে একটি বর্শা স্থাপিত করে দেশের লোকদের বলে, আর তোমাদের অন্য কোন দেবতাকে পুজো করতে হবে না; তোমরা শুধু এই বর্শাটিকে দেবতার মত করে পুজো করবে। যা কিছু উৎসর্গ করার করবে।

কেনেউসের এই ঔদ্ধত্য দেখে তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন দেবরাজ। তিনি সেণ্টর নামে উপজাতিদের প্ররোচিত করতে লাগলেন কেনেউসকে হত্যা করার জন্য। একদিন এক বিয়ের সভায় সেণ্টররা অতর্কিতে কেনেউসকে আক্রমণ করল। কিন্তু কেনেউস একাই পাঁচ ছয়জন সেণ্টরকে হত্যা করে ফেলল অনায়াসে। তার গায়ের চামড়াটা এমনই যে সেণ্টরদের কোন অস্ত্রের আঘাত তার গায়ে লাগল না। অবশেষে তারা কেনেউসের মাথায় মোটা মোটা কাঠ দিয়ে আঘাত করতে লাগল। তখন অবশেষে পড়ে গেল কেনেউস এবং সেণ্টররা সঙ্গে সঙ্গে মাটির মধ্যে একটা খাস কেটে কেনেউসের মৃতদেহটা পুঁতে দিল। ফলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেল মাটি চাপা অবস্থায় এবং

তখন একটি পাখি সহসা মাটির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে উড়ে গেল। ভবিষ্যদ্বক্তা মপসাস বলল, ঐ পাখিটাই হচ্ছে কেনেউসের আত্মা। তার মরদেহ ছেড়ে আত্মাটা উড়ে গেল।

পরে যখন কেনেউসের মৃতদেহটাকে যথাযথভাবে সমাহিত করার জন্য মাটি খুঁড়ে বার করা হলো, তখন দেখা গেল সে আর পুরুষ নেই ; তার দেহটা নারী হয়ে গেছে।

এরিগোনে

ওনেউস হচ্ছে প্রথম লোক ডাওনিসাস যাকে একটি আঙুর গাছের চারা দান করেন যাতে করে সে আঙুর চাষ করতে পারে ব্যাপকভাবে। কিন্তু সেই আঙুর থেকে প্রথম মদ তৈরি করার কৃতিত্ব দেখায় আইকারিয়াস।

একদিন আইকারিয়াস সর্বপ্রথম এক জার মদ তৈরি করে তা পরীক্ষা করার জন্য একদল মাঠের রাখালকে খেতে দেয়। ম্যারাথনের অন্তর্গত পেন্টেলিয়াস পাহাড়ের ধারে এক বনের মাঝে পশুর পাল চরাচ্ছিল সে। কিন্তু মদপানের ফলে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় মানুষের মনে আইকারিয়াস তা জানত না। এ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না তার।

এদিকে রাখালরাও এর আগে কখনো মদ খায়নি। তাই পরিণামের কথা না জেনেই তারা একসঙ্গে অনেকটা করে মদ খেয়ে ফেলে। তার ফলে প্রচুর নেশা হয় তাদের। প্রতিটি বস্তু দ্বিগুণ মনে হতে থাকে তাদের চোখে। ক্রমে নেশার ঘোরটা এমনই বেড়ে গেল যে তারা কাণ্ডজ্ঞানহীন আইকারিয়াসকেই হত্যা করে বসল।

আইকারিয়াসকে হত্যা করে একটি পাইন গাছের তলায় মাটিতে পুঁতে রেখেছিল তার মৃতদেহটাকে। আইকারিয়াসের সঙ্গে তার যে শিকারী কুকুরটা ছিল সে এই হত্যাকাণ্ড প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছিল। মৃতদেহটি মাটিতে পোঁতা হয়ে গেলে সেই কুকুরটি আইকারিয়াসের বাড়ি গিয়ে তার কন্যাকে কথাটা জানাতে চাইল হাবেভাবে। সে তার পোষাকের আঁচল ধরে টেনে মাঠের ধারে সেই বনটায় নিয়ে গেল। তারপর সেই পাইন গাছটার তলায় যেখানে আইকারিয়াসের মৃতদেহটা পোঁতা হয়েছিল সেখানটায় আঁচড়াতে লাগল।

তখন আইকারিয়াসের মেয়ে এরিগোনের মনে সন্দেহ জাগল। এরিগোনে তখন মাটি খুঁড়ে তার বাবার মৃতদেহ পেয়ে দুঃখে ও শোকে সেই পাইন গাছের শাখায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল। দেখা গেল অপরাধী রাখলরা তার আগেই সমুদ্রপথে কোথায় পালিয়ে গেছে। এরিগোনে মৃত্যুর আগে বলে যায়,

যতদিন পর্যন্ত না আমার পিতার হত্যাকারীদের খুঁজে বার করে তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয় ততদিন এথেন্সের কুমারীদেরও আমার মত মরতে হবে এইভাবে।

দেখা গেল সত্যিই এরিগোনের কথা ঠিক হলো। দেখা গেল একের পর এক এথেন্সের কুমারীরা পাইন গাছের শাখায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে ঝুলছে। এই অস্বাভাবিক ঘটনায় বিব্রত হয়ে এথেন্সের লোকেরা ডেলফিতে গণনা করতে গেল। মন্দিরে দৈববাণীতে বলল, এরিগোনে এই সব কুমারী মেয়েদের জীবন দাবি করছে। সে তার পিতৃহন্তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চায়।

দৈববাণীতে আরও বলল, একদল রাখাল অতিরিক্ত মদ পান করে নেশার ঘোরে আইকারিয়াসকে হত্যা করে। তাদের খুঁজে বার করে আগে ফাঁসিকাঠে ঝোলাও।

তখন এথেন্সের লোকেরা বিভিন্ন দেশে লোক পাঠিয়ে খবর নিয়ে সেই রাখালদের ধরে আনল। বিচারে ফাঁসি হলো তাদের।

এরপর শান্তি ফিরে আসে দেশে। আইকারিয়াসের উদ্ভাবিত মদ পান করে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করতে থাকে আইকারিয়াসের উদ্দেশ্যে। 'মদ্যউৎসব' নামে একটি দিন তারা উৎসব হিসাবে পালন করে এবং কুমারী মেয়েরা গাছের শাখায় দড়ি দিয়ে দোলনা তৈরী করে তাতে দুলতে থাকে। সেই থেকে দোলনায় দোলার প্রথা শুরু হয়।

আইকারিয়াসের যে শিকারী কুকুরটি এরিগোনেকে তার পিতার মৃত্যুর খবর জানায় তার নাম ছিল মেরা। মেরার মৃত্যুর পর তার সততা ও প্রভু-ভক্তির জন্য তাকে নক্ষত্রলোকে স্থান দেওয়া হয়। আকাশে কুকুরাকৃতি যে নক্ষত্রপুঞ্জ দেখা যায় সেইটিই হলো মেরার প্রতীকী মূর্তি।

একিদনের সন্তানগণ

সমুদ্রকন্যা একিদ্‌নে দেখতে ছিল সুদর্শনা এক নারী, কিন্তু তার দেহের নিচের দিকটা ছিল সাপের মত। সে এরিমির কাছে একটি গুহাতে থাকত আর সুযোগ পেলেই মানুষ ধরে খেত। টাইফনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়।

এই বিয়ের ফলে চারটি সন্তান প্রসব করে একিদ্‌নে।

একিদ্‌নের প্রথম সন্তান হলো সার্বেরাস। এই সার্বেরাস ছিল তিন মাথা-ওয়ালা এক ভয়ঙ্কর কুকুর। এই সার্বেরাসই ছিল নরকের প্রহরী। একিদ্‌নের দ্বিতীয় সন্তানের নাম ছিল হায়েড্রা। হায়েড্রা ছিল বহু মাথাবিশিষ্ট এক জলজ সাপ। সে লার্ণার কাছে বাস করত। একিদ্‌নের তৃতীয় সন্তানের নাম ছিল

শিমেরা। শিমেরা ছিল দেখতে অনেকটা ছাগলের মত। তবে তার মুখটা ছিল সিংহের মত আর নিচের দিকটা সাপের মত। একিদ্‌নের চতুর্থ সন্তান ছিল ওর্থরাস। ওর্থরাস ছিল দুই মাথাওয়ালা এক শিকারী কুকুর।

এই ওর্থরাস নাকি তার নিজের মায়ের সঙ্গে সঙ্গম করে এবং সঙ্গমের ফলে স্ফিংকস্ আর নেমিয়ার সিংহের জন্ম হয়।

কাত্রেউস ও আলথামেনেস

মাইনসের জীবিত পুত্রসন্তানের মধ্যে কাত্রেউস ছিল জ্যেষ্ঠ। এই কাত্রেউসের তিন কন্যা আর এক পুত্র ছিল। কন্যা তিনটি হলো এরোপ, ক্লাইমেন আর এ্যাপোমোসিন। পুত্রটির নাম হলো আলথামেনেস। কাত্রেউস একবার এক ভবিষ্যদ্বাণী শুনল তারই কোন না কোন সন্তানের হাতে তার জীবনাবসান ঘটবে। একথা শুনে এ্যাপোমোসিন আর আলথামেনেস ক্রীটদেশ ছেড়ে চলে গেল। যাতে তারা কোনদিন তাদের পিতার মৃত্যুর কারণ না হয় তারই জন্য এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল তারা।

আলথামেনেস আর এ্যাপোমোসিন প্রথমে রোডস দ্বীপে গিয়ে ক্রীতিনীয়া নামে এক নতুন নগর গড়ে তুলল। তাদের জন্মভূমির নাম অনুসারেই সে নগরের নামকরণ করল। পরে অবশ্য আলথামেনেস ক্যামাইরাস নামে এক নগরে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। সেখানকার অধিবাসীরা তাকে খুব সম্মান করতে থাকে এবং তার প্রভুত্ব সহজেই মেনে নয়। সেখানে আতাবিরিয়াস পর্বতের উপরে জিয়াসের সম্মানার্থে এক মন্দির স্থাপন করে আলথামেনেস। সেই মন্দিরের বেদীর চারদিকে কয়েকটি তামার ষাঁড় নির্মাণ করে স্থাপন করা হয়। রোডস্ দ্বীপে কোন বিপদ দেখা দিলে সেই তামার ষাঁড়গুলি নাকি গর্জন করত জীবন্ত ষাঁড়ের মত।

এ্যাপোমোসিন তার ভাই আলথামেনেসের কাছেই রয়ে যায়। এ্যাপো-মোসিনও তার ভাইএর সঙ্গে ক্রীতিনীয়া থেকে ক্যামাইরাসে চলে আসে এবং আলথামেনেসের প্রাসাদেই বাস করতে থাকে। এ্যাপোমোসিন চিরকুমারী থাকার ব্রত গ্রহণ করে বলে আলথামেনেস তার বিয়ের জন্য কোন চেষ্টা করেনি।

একবার দেবদূত হার্মিস এ্যাপোমোসিনের প্রেমে পড়ে যান। কিন্তু এ্যাপো-মোসিনের কাছে তিনি প্রেম নিবেদন করতে এলে তার প্রেম প্রত্যাখ্যান করে এ্যাপোমোসিন। কিন্তু তখনকার মত হার্মিস তার কাছ থেকে চলে গেলেও তার কথা ভুলে যাননি তিনি। একদিন সন্ধ্যার কাছাকাছি এ্যাপোমোসিন যখন একা একা একটা ঝর্ণার ধারে বেড়াচ্ছিল তখন হার্মিস সহসা তার কাছে

উপস্থিত হয়ে তাকে আলিঙ্গন করার জন্য হাত বাড়ান। তাঁর মুখে ফুটে ওঠে এক ক্রূর হাসি।

কিন্তু এবারেও ছুটে পালিয়ে যায় এ্যাপোমোসিন। কিন্তু পালাবার সময় এক জায়গায় পিচ্ছিল পথে পড়ে যেতেই তাকে ধরে ফেলেন হার্মিস এবং তাকে জোর করে ধর্ষণ করেন।

রাত্রিতে প্রাসাদে ফিরে গিয়ে সব কথা আলথামেনেসকে বললে আলথামেনেস তাকেই দোষ দেয়। বলে, তুই মিথ্যা কথা বলছিস। তুই স্বেচ্ছায় তোর সতীত্ব হারিয়েছিস। তুই ব্যভিচারিণী।

এই কথা বলে সজোরে এ্যাপোমোসিনের গায়ে এক লাথি মারে আলথামেনেস। আর সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে যায় এ্যাপোমোসিন এবং সেই আঘাতে তার মৃত্যু হয়।

ঈরোপ ও ক্লাইমেন নামে যে দুটি মেয়ে রাজা কাত্রেউসের কাছে রয়ে গিয়েছিল তাদের অবিশ্বাস করতে লাগল কাত্রেউস। ভয়ের চোখে দেখতে লাগল সে। ভাবতে লাগল হয়ত বা এদের হাতে মৃত্যু ঘটবে তার। দৈববাণী মিথ্যা হবার নয়। এই ভেবে একদিন এই মেয়েকে ক্রীটদেশ থেকে নির্বাসিত করল রাজা কাত্রেউস।

কালক্রমে ঈরোপ রাজা প্লেইসথেনেসকে বিয়ে করে এবং তার গর্ভে বীর এ্যাগামেনন আর মেনেলাসের জন্ম হয়।

এদিকে যতই বয়স বাড়তে থাকে রাজা কাত্রেউসের ততই মনের মধ্যে বেড়ে উঠতে থাকে নিঃসঙ্গতার বোঝা। ততই তীব্র হয়ে উঠতে থাকে কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা। তার কেবলি মনে হতে থাকে মৃত্যুভয়ে পরম স্বার্থপরের মত আপন পুত্রকন্যাদের এভাবে দূরে পাঠিয়ে এক স্বেচ্ছাকৃত ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতার মধ্যে নিজেকে ঠেলে দেওয়া ঠিক হয়নি। তাছাড়া এতগুলি পুত্রকন্যার মধ্যে কেউ না থাকায় তার মৃত্যুর পর কোন উত্তরাধিকারী থাকবে না তার সিংহাসনের।

এই কথা ভেবে প্রথমে তার একমাত্র পুত্র আলথামেনেসের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল রাজা কাত্রেউস। ঘুরতে ঘুরতে রোডস্ দ্বীপের অন্তর্গত অজানা দেশ ক্যামাইরাসে এসে উপস্থিত হলো। কাত্রেউসের সঙ্গে কয়েকজন অনুচরও ছিল। কিন্তু তারা জাহাজ থেকে নেমে নগরের অভিমুখে যাবার উদ্যোগ করতেই মাঠের রাখালরা তাদের জলদস্যু সন্দেহ করে চেঁচামেচি করে লোক ডাকতে শুরু করে দিল।

রাজা আলথামেনেসের প্রাসাদটা সেখান থেকে খুব একটা দূরে নয়। প্রাসাদের উপর থেকে হৈচৈ শুনে বর্শা হাতে নিজে ছুটে এল আলথামেনেস। তার বাবাকে প্রথমে চিনতে না পেরে সেও জলদস্যু ভেবে তার হাতের বর্শাটা ছুঁড়ে দিল আলথামেনেস আর তার আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তার বাবা।

মৃত্যুকালে আলথামেনেসকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, আমি আমার পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু রাখালদের কুকুরের চিৎকারে আমার কথা শুনতে পাওনি তোমরা। যাই হোক, দৈববাণী এইভাবেই ফলে। সকল সতর্কতা ব্যর্থ হয় এর কাছে।

সব কিছু শুনে শোকে দুঃখে ভীষণভাবে ভেঙে পড়ল আলথামেনেস। সে ঠিক করল এ জীবন আর সে রাখবে না। নিজের হাতে পিতৃরক্ত পাত করার পর কোন মুখে জীবন ধারণ করবে সে? এ পাপ এ অভিশাপ তার সারা জীবনেও স্খালন হবে না কোনদিন।

এই ভেবে সে দেবরাজ জিয়াসের একনিষ্ঠ ভক্ত হিসাবে পৃথিবীমাতার কাছে কাতর আবেদনে ফেটে পড়ল। বারবার বলতে লাগল, হে ধরিত্রীমাতা, তুমি দ্বিধা হও, আমি আর এই পাপ মুখ কোন মানুষকে দেখাতে চাই না। আমাকে তোমার গর্ভে একটু স্থান দাও। আমি তার মধ্যে প্রবেশ করে আমার জীবনের সব জ্বালা জুড়াই।

তার কথা শেষ হতেই সত্যি সত্যি অনেকখানি ফাঁক হয়ে গেল তার সামনের মাটি। আর সঙ্গে সঙ্গে নীরবে তার মধ্যে ঝাঁপ দিল আলথামেনেস।

কিন্তু আলথামেনেসের পিতৃভক্তি আর তার আত্মবলিদানের জন্য আজও তার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে রোডস্ দ্বীপের লোকেরা।

দিমেতারের স্বরূপ

শস্যক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দিমেতার আবার বিয়ের বরকনের মিলন ঘটাত। অথচ তিনি নিজে চিরকুমারী রয়ে গেছেন। শোনা যায় তিনি নাকি জিয়াসের বোন এবং জিয়াসের সঙ্গেই তাঁর নাকি দেহসংসর্গ হয়। ফলে কুমারী অবস্থাতেই কোর আর আয়াকাস নামে দুটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন।

এরপর দিমেতার ক্যাডমাস আর হারমোনিয়ার বিয়ের ভোজসভায় গিয়ে টিটানবীর আয়াসিয়াসের প্রেমে পড়ে যায় এবং তাদের দেহসংসর্গের ফলে প্লুটাস নামে এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। ভোজসভায় দুজনের ভাব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিমেতার আর আয়াসিয়াস দুজনেই সেই সভা থেকে বেরিয়ে এক কর্ষিত ফসলের ক্ষেতে চলে যায় এবং সঙ্গমকার্যে প্রবৃত্ত হয়।

কিন্তু দিমেতার জিয়াসের কাছে ফিরে এলে সব কথা বুঝতে পারেন জিয়াস। তিনি তৎক্ষণাৎ দিমেতারের দেহ স্পর্শ করার জন্য আয়াসিয়াসকে বজ্রাঘাতে নিহত করেন।

দিমেতারের মনটা এমনিতে খুব দয়ালু ছিল। তিনি ছিলেন উদার

প্রকৃতির দেবী। তবে একবার ত্রোপিয়াসের পুত্র এরিসিকথনের উপর খুক রেগে যান তিনি। এরিসিকথনের দোষও ছিল।

পেলাসগিয়ার লোকেরা দোতিয়াম নামে একটি জায়গায় দিমেতারের নামে তাঁর সম্মানার্থে এক বিরাট কুঞ্জবন গড়ে তোলে। সেখানে সুন্দর সুন্দর গাছ ছিল। সেই বনের মাঝে দিমেতারের এক মন্দির ছিল এবং সেখানে নিসিপ্পে নামে এক পূজারিণী দেবীর সেবাকার্য করত। এরিসিকথন তার এক ঘর নির্মাণের জন্য একদিন দিমেতারের নামে উৎসর্গীকৃত বনে একটার পর একটা করে গাছ কেটে যেতে থাকে। এতে দিমেতার ক্ষুণ্ণ হয়ে লিসেপ্পের রূপ ধারণ করে এরিসিকথনকে নিষেধ করেন গাছ কাটতে। তিনি শান্তভাবে তাকে নিষেধ করলেও এরিসিকথন তাঁকে তার কুড়ুল নিয়ে মারতে যায়।

এমন সময় স্বরূপে তার সামনে আবির্ভূত হন দেবী দিমেতার এবং এরিসিকথনকে অভিশাপ দেন। অভিশাপ দেন এরিসিকথন যেন অনন্ত ক্ষুধার জ্বালায় চিরকাল জর্জরিত হয়। সে যতই খাক তার পেট যেন কখনো না ভরে।

এরিসিকথন বাড়ি ফিরে এসে খেতে বসে দেখল তার পেট সত্যিই ভরছে না। তার বাবা মা বাড়িতে যত খাদ্যদ্রব্য ছিল সব এনে দিলেও তা খেয়ে পেট ভরল না এরিসিকথনের। দিনের পর দিন এরিসিকথনের ক্ষিদে বেড়ে যেতে থাকায় তার খাদ্য জোটানো অসম্ভব হয়ে উঠল তার বাবা মায়ের পক্ষে। তারা স্পষ্ট বলে দিল তার খাবার জোটাতে আর পারবে না। তখন বাধ্য হয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল এরিসিকথন। ভিক্ষাকে সম্বল করে দিন কাটাতে লাগল।

অথচ এই দেবী দিমেতারই প্যাণ্ডেরেউস নামে এক ক্রীটবাসীকে এক অদ্ভুত বর দান করেন। এই প্যাণ্ডেরেউস জিয়াসের একটি সোনার কুকুর চুরি করায় তার উপর খুশি হন দিমেতার। কারণ জিয়াস তাঁর প্রণয়ী আয়াসিয়াসকে বজ্রাঘাতে নিহত করায় জিয়াসের প্রতি বিষিয়ে ছিল তাঁর মনটা। দিমেতার তখন খুশি হয়ে বর দেন প্যাণ্ডেরেউসকে, সে যাই খাক সে যেন কোনদিন কখনো কোন ক্ষুধার জ্বালা অনুভব না করে।

দেবরাজ জিয়াসের ঔরসে দিমেতারের গর্ভে কোর নামে যে কন্যা জন্মগ্রহণ করে এই কন্যাই পরে পার্সিফোনে নামে অভিহিত হয়। নরকের রাজা হেডস্ পার্সিফোনের প্রেমে পড়ে যায়। কিন্তু পার্সিফোনে আসলে জিয়াসের ঔরসজাত কন্যা বলে তাকে বিয়ে করার জন্য জিয়াসের অনুমতি চায় হেডস্। এতে দিমেতার রেগে যাবে ভেবে সরাসরি অনুমতি দিতে পারলেন না জিয়াস। আবার, বড় ভাই হেডস্এর প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতেও পারলেন না তিনি। জিয়াস তাই কৌশলে এড়িয়ে গেলেন হেডস্কে। তিনি তাঁর সম্মতি অসম্মতি কোন কিছুই প্রকাশ না করে নীরব হয়ে রইলেন এ

বিষয়ে।

কিন্তু জিয়াসের এই নীরবতাকে এক পরোক্ষ সম্মতি হিসাবে ধরে নিলেন হেডস্। একদিন সিসিলির অন্তর্গত এন্নাতে পার্সিফোনে যখন ফুল তুলছিল আপন মনে তখন হেডস্ তাকে ধরে নিয়ে যান মৃত্যুপুরীতে।

পেলিয়াসের মৃত্যু

গ্রীকরা ট্রয়যুদ্ধ থেকে পেগাসার সমুদ্রকূলে এসে দেখে সমুদ্রকূলে তাদের অভ্যর্থনা জানাবার কেউ নেই। সমুদ্রকূলে কেউ আসেনি কারণ থেসালির সব লোকে জানত গ্রীকরা সকলে ট্রয়যুদ্ধে মারা গেছে। থেসালির রাজা পেলিয়াস এই জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে বীর জেসনের পিতামাতাকে হত্যা করে। জেসনের পিতা ঈসনের প্রোমাকাস নামে এক শিশুপুত্র ছিল। পেলিয়াস তাকেও নির্মমভাবে হত্যা করে।

পেলিয়াস ঈসনকে হত্যা করতে উদ্যত হলে ঈসন তাকে বলে, আমাকে দয়া করে আত্মহত্যা করার অনুমতি দাও। আমি তোমার কাছে প্রাণভিক্ষা চাই না, আমি শুধু নিজের হাতে নিজের প্রাণ হরণ করতে চাই। এই বলে সে এক বলির ষাঁড়ের রক্ত প্রচুর পরিমাণে পান করে আত্মহত্যা করে। তারপর জেসনের মাতা পলিমেন এক ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করেন। পেলিয়াস তখন শিশু প্রোমাকাসের মাথাটি পাথরে ঠুকে ভেঙ্গে নির্মমভাবে হত্যা করে তাকে।

জেসন নাবিকদের কাছ থেকে এই সকরুণ কাহিনী শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধবাসনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল। তারা যে জাহাজে করে দেশে ফিরছিল সে জাহাজের নাম হলো আর্গো। জেসন তার জন্মভূমি আওলকাসে নেমেই সবাইকে নিষেধ করে দিল তাদের প্রত্যাবর্তনের কথা রাজ্যে যেন প্রচার করা না হয়। তারপর তার সহকর্মী ও সহচরদের কাছ থেকে পেলিয়াস সম্বন্ধে মতামত চাইল। সকলেই একবাক্যে বলল পেলিয়াসের উপযুক্ত শাস্তি হলো মৃত্যু।

জেসন বলল, তাহলে আজ রাতেই পেলিয়াসের প্রাসাদ আক্রমণ করা যাক।

কিন্তু এতে তার সহকর্মীরা সায় দিল না। বলল, আওলকাসের সৈন্যসংখ্যা এখন অনেক, তাই এভাবে হঠাৎ আক্রমণ করলে তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না।

অনেকে আবার বলল, তারা আপন আপন বাড়ি ফেরার পর জেসনের সপক্ষে সৈন্য সমাবেশ করে পেলিয়াসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। কিন্তু জেসনের স্ত্রী মিডিয়া বলল, আমার উপর ব্যাপারটা ছেড়ে দাও। আমি আমার

সহচরীদের সঙ্গে নিয়ে রাজপ্রাসাদে যাচ্ছি। তোমরা সবাই উপকূলে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাক। গভীর রাতে প্রাসাদ থেকে টর্চের আলো দেখলেই তোমরা একযোগে প্রাসাদ আক্রমণ করবে। জেসনের দলে পেলিয়াসের পুত্র এ্যাকাস্তাসও ছিল। এ্যাকাস্তাস বলল, আমি নিজে কখনো পিতার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারি না, তোমরা যা খুশি করো।

মিডিয়া তখন তার বারো জন দাসীকে আর দেবী আর্তেমিসের এক প্রতিমূর্তি সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদের পথে রওনা হলো। দেবী আর্তেমিসের এই প্রতিমূর্তিটি সে পেয়েছিল আনাফে নামে একটি জায়গায়। সেই প্রতিমূর্তির ভিতরটা ফাঁপা ছিল।

মিডিয়া তার সহচরীদের সকলকে ভয়ঙ্কর মেনাদের বেশে সাজিয়ে দিল। তারপর সে নিজেও এক বৃদ্ধার বেশ ধারণ করল। নগরদ্বারে গিয়ে প্রহরীদের বলল, দেবী আর্তেমিস এসেছে। তোমাদের রাজপ্রাসাদে যেতে চায়। আওলকাসের উন্নতি করতে এসেছে দেবী। এর আগে এই দেবী থাকত হাইপারবোরিয়াসে। সেখানে এখন বড় শীত আর কুয়াশা। তাই দেবী এখানে চলে এসেছে।

মিডিয়া কর্কশ গলায় বৃদ্ধার বেশে চিৎকার করে এই সব কথাগুলো বলতেই নগরদ্বারের প্রহরীরা তাদের ঢুকতে দিল নগরে। মিডিয়া তার সহচরীদের নিয়ে অবাধে রাজপ্রাসাদে চলে গেল।

ওরা যখন প্রাসাদদ্বারে পৌঁছল তখন রাজা পেলিয়াস সবেমাত্র শুতে গেছে বিছানায়। মিডিয়ার চিৎকার আর দেবী আর্তেমিসের কথা শুনে ভয়ে উপরতলা থেকে নেমে এল পেলিয়াস। তাকে দেখেই মিডিয়া তেমনি কর্কশ গলায় বলল, তুমি অনেক পাপ করেছ, তবু দেবী তোমার সব পাপ স্খালন করে দেবেন। তবে তোমার এই পাপদেহটা পালটাতে হবে। তুমি তাহলে আবার নবযৌবন ফিরে পাবে। তাছাড়া নবযৌবন ফিরে পেয়েই তোমাকে আর এক পুত্র উৎপাদন করতে হবে। তোমার পুত্র এ্যাকাস্তাস পিতার প্রতি বিশ্বস্ত নয়, তাছাড়া সে এখন বেঁচেও নেই, লিবিয়াতে তার মৃত্যু ঘটেছে।

এত সব কথা শুনেও বিশ্বাস হচ্ছিল না পেলিয়াসের। সে বিহ্বল হয়ে শুধু মিডিয়ার মুখপানে তাকিয়ে সব কথা শুনে যাচ্ছিল নীরবে। তার মনের এই দোদুল্যমান অবস্থা দেখে মিডিয়া সহসা বলতে লাগল পেলিয়াসকে লক্ষ্য করে, বিশ্বাস হচ্ছে না, দেবী আর্তেমিসের শক্তিতে বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে এই দেখ, দেবী আমাকেই এই মুহূর্তে যৌবন ফিরিয়ে দিয়েছেন। দেখ তোমার চোখের সামনেই বৃদ্ধা থেকে যুবতীতে পরিণত হয়েছি আমি। এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না? তবে দেখ, আরো দেখাচ্ছি।

এই বলে একটা বৃদ্ধ ভেড়াকে টুকরো টুকরো করে কেটে একটা কড়াইয়ে গরম জলের সঙ্গে সিদ্ধ করতে লাগল। তারপর দেবী আর্তেমিসের সেই ফোঁপরা

প্রতিমূর্তিটার ভিতর একটা বাচ্চা ভেড়াকে লুকিয়ে রাখল। ভেড়ার টুকরো মাংসগুলো সিদ্ধ হয়ে গেলে অবশেষে আর্তেমিসের প্রতিমূর্তি থেকে একটা বাচ্চা ভেড়া বার করে তাক লাগিয়ে দিল সকলকে।

তখন পেলিয়াস মিডিয়ার সব কথা বিশ্বাস করে মেনে নিল। তার এই ভাবান্তর এবং মানসিক দুর্বলতার কথা বুঝতে পেরে বুদ্ধিমতী মিডিয়া তাকে বিছানায় শুতে বলল। পেলিয়াস আর কোন প্রতিবাদ না করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে মায়ামুগ্ধ করে ঘুম পাড়িয়ে দিল।

রাজা পেলিয়াস গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়লে মিডিয়া তার তিন মেয়েকে তাদের পিতার দেহটাকে কেটে গরম জলে সিদ্ধ করতে বলল। পেলিয়াসের এ্যালসেস্টিস, ইভাদনে ও এ্যাম্ফিনমি নামে তিনটি মেয়ে ছিল। তার একমাত্র পুত্র এ্যাকাস্তাস জেসনের সঙ্গে স্বেচ্ছায় চলে যায়।

মিডিয়া পেলিয়াসের মেয়েদের বলল, আমি কিভাবে ভেড়ার কাটা মাংসের টুকরোগুলোকে সিদ্ধ করেছি তা দেখছ তোমরা। বড় মেয়ে এ্যালসেস্টিস পরিষ্কার জানিয়ে দিল সে তার পিতার দেহ কেটে রক্তপাত করতে পারবে না।

তখন মিডিয়া ইভাদনে ও এ্যাম্ফিনমিকে বলল, তোমরা পিতার নবযৌবন-লাভে সাহায্য করে প্রকৃত কন্যার কাজ করো। মনে রেখো, তোমরা দেহ কেটে তাঁকে হত্যা করছ না। সাময়িক মৃত্যুর পর পুনরায় তিনি জীবন ও নবযৌবন লাভ করবেন। সুতরাং তোমাদের চিত্তবিকারের কোন প্রয়োজন নেই।

মিডিয়ার কথা শুনে সত্যি সত্যিই মনে জোর পেল ইভাদনে আর এ্যাম্ফিনমি। তারা সঙ্গে সঙ্গে ছুরি শানিয়ে ঘুমন্ত পেলিয়াসের দেহটাকে কেটে জ্বলন্ত উনোনের উপর চাপিয়ে রাখা বড় একটা কড়াইএর উপর ফুটতে থাকা গরম জলের মধ্যে ফেলে দিল। কিন্তু পেলিয়াসের দেহের মাংস সিদ্ধ হয়ে গেলেও সে আর জীবন ফিরে পেল না। মিডিয়া তখন ছাদে তার সহচরীদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে একসঙ্গে অনেকগুলো টর্চ ঘোরাতে লাগল। সেই আলোর সংকেত পাবার সঙ্গে সঙ্গে জেসন তার দলবল নিয়ে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করল। কিন্তু কোন বাধা পেল না তারা। রাজা পেলিয়াসের অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়ায় প্রাসাদরক্ষী ও সৈন্যরা বিহ্বল ও বিমূঢ় হয়ে পড়ে। তার উপর আকস্মিক আক্রমণে তারা আরও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।

কিন্তু হাতের মুঠোর মধ্যে রাজসিংহাসন লাভ করেও মনে শান্তি পেল না জেসন। সে ভাবল পেলিয়াসপুত্র এ্যাকাস্তাস এখন চুপ করে থাকলেও পরে নিশ্চয় পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়ে এ রাজ্য কেড়ে নেবে তার কাছ থেকে। তাই সে এ্যাকাস্তাসকে তার পিতৃরাজ্য দিয়ে দিল। তাছাড়া তার স্ত্রী অন্যায়ভাবে নবযৌবনের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে মোহমুগ্ধ করে তাকে হত্যা করেছে।

অনেকে বলে ঈসনকে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করা হয় একথা ঠিক নয়। মিডিয়া এক ঐন্দ্রজালিক উপায়ে বৃদ্ধ ঈসনের দেহ থেকে সব পুরনো রক্ত বার করে দিয়ে তাকে নবযৌবন দান করে। কিন্তু পেলিয়াসের ক্ষেত্রে সেই ইন্দ্রজাল সে প্রয়োগ করেনি বলেই তার মৃত্যু ঘটে।

পেলিয়াসের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠা কন্যা কেরা এ্যাড্‌মেতাসকে বিয়ে করে। কিন্তু মিডিয়ার কথায় ইভাদনে ও এ্যাম্ফিনমি পেলিয়াসের দেহটি কেটে সিদ্ধ করে বলে এ্যাকাস্তাস রাজা হবার পর তাদের নির্বাসনদণ্ড দান করে। তারা দুজনেই আর্কেডিয়াতে চলে যায়। সেখানে তাদের প্রায়শ্চিত্ত ও পাপস্খালনের পর তারা আবার বিয়ে করে ঘরসংসার করতে থাকে।

নির্বাসনে মিডিয়া

জেসন উন্মাদ হয়ে তার সন্তানদের হত্যা করার পর মিডিয়া তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। প্রথমে সে থীবস্‌এ গিয়ে হার্কিউলেসের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু হার্কিউলেস বলে তার প্রতি জেসনের অবিশ্বস্ততা প্রমাণিত না হলে সে তাকে গ্রহণ করতে পারবে না। তাছাড়া হার্কিউলেস তাকে আশ্রয় দিতে রাজী হলেও থীবস্‌এর অধিবাসীরা মিডিয়াকে থীবস্ নগরীতে আশ্রয় দিতে কোনমতেই রাজী হলো না। কারণ মিডিয়া থীবস্‌এর রাজা ক্রেয়নকে হত্যা করে।

অগত্যা তাই মিডিয়া থীবস্ থেকে এথেন্সে চলে যায়। সেখানকার রাজা ঈজিয়াস তাকে বিয়ে করে। কিন্তু একদিন মিডিয়া থিসিয়াসকে বিষ খাইয়ে হত্যা করার চেষ্টা করলে সে ধরা পড়ে যায়। তখন তাকে রাজা বাধ্য হয়ে এথেন্স থেকে নির্বাসিত করে।

সেখান থেকে মিডিয়া তখন চলে যায় ইতালিতে। সেখানে গিয়ে মগবিয়ার অধিবাসীদের সাপ ধরা ও সাপ খেলানোর যাদুবিদ্যা শেখাতে থাকে। একবার থেসালিতে গিয়ে থেটিসের সঙ্গে এক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। কিন্তু তাতে সফল হতে পারেনি। এরপর সে এশিয়ার এক রাজাকে বিয়ে করে কিছুদিন ঘর করে এবং মেসেইয়াস নামে এক পুত্রসন্তান তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। সে রাজার নাম কিন্তু জানা যায়নি।

এমন সময় মিডিয়া একদিন শুনল তার কাকা পার্সেস তার বাবা ঈডিসকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে রাজা হয়েছে। বহুদিন বিদেশে ঘুরে বেড়ানোর ফলে বাড়ির জন্য হঠাৎ মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল তার। পুত্র মেসেইয়াসকে সঙ্গে নিয়ে সোজা কোলচিসে চলে গেল মিডিয়া।

সেখানে যাওয়ার পরই মিডিয়ার বীর পুত্র মেসেইয়াস পার্সেসকে হত্যা করে এ্যাকেতেসকে সিংহাসনে বসাল। অনেকে বলে এই কোলচিসে জেসনের

সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটে মিডিয়ার। কিন্তু এই ধারণার ভিত্তিস্বরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আসলে জেসন মিডিয়ার প্রতি অবিশ্বস্ত হওয়ার জন্য তাকে সারা জীবনব্যাপী অভিশাপ ভোগ করতে হয়। সমস্ত দেবতাদের অনুগ্রহ সে হারায়। শেষ বয়সে সে উন্মাদরোগ থেকে আরোগ্যলাভ করলেও অন্তহীন এক বিষাদ আর শূন্যতাবোধকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

শেষ জীবনে বহু দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানোর পর অবশেষে কোরিনথ্ এ এসে একদিন সমুদ্রকূলে আর্গো নামে ভগ্ন জাহাজটার ছায়ায় বসে তার অতীত জীবনের যত সব গৌরবময় কৃতিত্বের কথা ভাবতে থাকে। অবশেষে সে গলায় দড়ি দেবার জন্য সেই ভাঙ্গা জাহাজটায় উঠতে গেলে হঠাৎ পড়ে গিয়ে মারা যায়।

মিডিয়ার মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়ে সে নাকি অমরত্ব লাভ করে এবং সেখানে একিলিসকে বিয়ে করে।

এপিগনি

থীবস্এর যে সব বীরেরা একযোগে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়, তাদের পুত্ররা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য শপথ করে। এই সব শপথগ্রহণকারী পিতৃভক্ত যুবকদের বলা হত এপিগনি।

তারা সকলে শপথ গ্রহণ করার পর একযোগে একবার ডেলফির মন্দিরে এ বিষয়ে দৈববাণী শোনার আশায় যায়। মন্দির থেকে যথাসময়ে দৈববাণী হলো, তারা অবশ্যই জয়লাভ করবে যদি এ্যাম্ফিয়ারাসপুত্র এ্যালসিমাওন তাদের সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু এ্যালসিমাওন থীবস্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইল। এ ব্যাপারে কোন উৎসাহ বা উদ্দীপনা অনুভব করল না সে। অথচ তার ভাই এ্যাম্ফিলোকাস যুদ্ধ করতে চাইল। এই নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক চলল। অবশেষে এ বিষয়ে তারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পেরে তাদের মা এরিফায়েলের শরণাপন্ন হয়ে তার মতামত চাইল। এমন সময় পলিনেসেসের পুত্র থার্সাণ্ডার এরিফায়েলকে যুদ্ধের সপক্ষে আনার জন্য এক ঐন্দ্রজালিক পোষাক দান করল। তখন এরিফায়েল যুদ্ধের পক্ষে রায় দিল। ফলে এ্যালসিমাওন আর অমত না করে এ যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করল।

যুদ্ধ শুরু হলো থীবস্এর নগরপ্রাচীরের সম্মুখস্থ প্রান্তরে। এর আগে থীবস্এর সঙ্গে যুদ্ধে যে সাতজন বীরের পতন ঘটে তাদের মধ্যে মাত্র আড্রেস্তাস নামে একজন বীর বেঁচে ছিল। যুদ্ধ শুরু হতেই আড্রেস্তাসের পুত্র এজিয়ালাসএর মৃত্যু ঘটল। ফলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এপিগনির দল।

এদিকে থীবস্এর ভবিষ্যদ্বক্তা তেইরিসিয়াস থীবস্দের সাবধান করে দিয়ে

বলল তারা যেন নগর ছেড়ে পালিয়ে যায়। কারণ তাদের নগর বিধ্বস্ত হবে। সে আরও বলল আক্রেস্তাস যতদিন জীবিত থাকবে শুধু ততদিনই থীবস্ নগরীর প্রাচীর অক্ষত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আক্রেস্তাসের মৃত্যু ঘটবে। সুতরাং তাদের পালিয়ে যাওয়াই উচিত। তার পরামর্শ তারা গ্রহণ করুক বা না করুক তার কিছু আসে যায় না। কারণ অল্পকালের মধ্যে তার মৃত্যু ঘটবে।

তেইরিসিয়াসের সতর্কবাণী অনুসারে থীবস্‌রা রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে উত্তর দিকে চলে গেল। এইভাবে থীবস্ থেকে বহু দূর গিয়ে হেস্তিয়া নামে এক নতুন নগর স্থাপন করল তারা। পরদিন সকাল হতেই এক ঝর্ণায় জলপান করতে গিয়ে সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হলো তেইরিসিয়াস।

এদিকে এপিগনির দল যখন দেখল থীবস্‌রা নগর ছেড়ে দূরে পালিয়ে গেছে তখন তারা নগরে ঢুকে সব কিছু ধ্বংস করে দিল। বহু মূল্যবান জিনিসপত্র লুণ্ঠন করল তারা অবাধে। তারপর ডেলফির মন্দিরে এ্যাপোলোর উদ্দেশ্যে অনেক পূজা উপচার পাঠাল। তেইরিসিয়াসের কন্যা ম্যান্তো বা ডাফনে নগরেই রয়ে গিয়েছিল বলে তাকে এপিগনির লোকেরা এ্যাপোলোর মন্দিরে সেবাদাসী করে পাঠাল।

কিন্তু এইখানেই নিষ্পত্তি হলো না ব্যাপারটার। এপিগনি যুদ্ধে জয়লাভ করলেও নিজেদের মধ্যে বিরোধ বাধল তাদের। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে বিজয়োৎসবের সময় থার্সাণ্ডার সকলের সামনে বড়াই করে বলতে লাগল এ যুদ্ধজয়ের সকল কৃতিত্ব একা তার। কারণ সে তার পিতা পলিনিসেসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সেই ঐন্দ্রজালিক পোষাক এরিফায়েলকে দান করেছিল বলেই এরিফায়েল এ যুদ্ধে মত দেয়। তা না হলে এ যুদ্ধ হত না আর এ্যালিসিমাওনও সেনাদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করত না।

এ্যালসিমাওন সব ব্যাপারটা জানতে পারল এতক্ষণে। সে বুঝতে পারল এর আগের বারে তার মা এরিফায়েল এইভাবে এক পোষাক পেয়ে তার বাবা এ্যাম্ফিয়ারাসকে থীবস্‌এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠায় এবং তার ফলে তার মৃত্যু ঘটে। সুতরাং তার পিতার মৃত্যুর জন্য তার মাই দায়ী। এ্যালসিমাওন তখন তার যথাকর্তব্য স্থির করার জন্য ডেলফির মন্দিরে গণনা করতে গেল। মন্দির থেকে দৈববাণী হলো তার পিতার মৃত্যুর জন্য তার মা-ই দায়ী এবং মৃত্যুদণ্ডই তার উপযুক্ত শাস্তি।

কিন্তু এ্যালসিমাওন এই দৈববাণীর ভুল ব্যাখ্যা করল। দৈববাণীতে বলে মৃত্যুই তার মার উপযুক্ত শাস্তি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সে নিজের হাতে তার মার প্রাণনাশ করুক। অথচ এ্যালসিমাওন দৈববাণীর ভুল ব্যাখ্যা করে তার ভাইয়ের সঙ্গে একযোগে তার মাকে হত্যা করল। অবশ্য অনেকের মতে এ্যালসিমাওন একাই তার মাকে হত্যা করে। তার ভাই এই হত্যা-

কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল না। কারণ এরিফায়েল মৃত্যুকালে শুধু এ্যালসিমাওনকেই অভিশাপ দিয়ে যায়। বলে যায় সারা গ্রীসদেশ ও এশিয়ার কোন দেশ তাকে আশ্রয় দেবে না। কোথাও নিরাপদ আশ্রয় না পেয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে তাকে।

মাতৃহত্যার অপরাধে প্রতিহিংসার অপদেবী এরিনায়েসরা এ্যালসিমাওনকে তাড়া করে তাকে পাগল করে দিল।

এ্যালসিমাওন উন্মাদরোগে আক্রান্ত হয়ে দেশ ছেড়ে প্রথমে থেস্প্রোতিয়াসে চলে গেল। কিন্তু সেখানে কেউ তাকে আশ্রয় না দেওয়ায় সে সফিসের রাজা ফেগিয়াসের কাছে গিয়ে সব কথা বলে আশ্রয় প্রার্থনা করল। ফেগিয়াস তাকে এ্যাপোলোর মন্দিরে নিয়ে গিয়ে তাকে পরিশুদ্ধ করে তার সব পাপ স্খালন করে তার সঙ্গে তার মেয়ে এ্যারিসনোর বিয়ে দিল।

কিন্তু এরিনায়েসরা এই বিশুদ্ধিকরণ মানল না। আবার তারা এ্যালসিমাওনের পিছু নিল। আবার তারা তার মনকে বিক্ষুব্ধ করে দিল এবং সমস্ত সফিস দেশকে অনাবৃষ্টি আর বন্ধ্যাত্বের কবলে ঠেলে দিল। তখন সফিস থেকে চলে গিয়ে এ্যালসিমাওন ডেলফিতে গণনা করতে গেল আবার। ডেলফি থেকে দৈববাণী হলো সে যেন নদীদেবতা একিলোকাসের কাছে যায়।

এই বাণী শুনে একিলোকাসের কাছে গেল এ্যালসিমাওন। একিলোকাসও তাকে আবার পরিশুদ্ধ করে তাঁর কন্যা ক্যালিরোর সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন। এবার একিলোকাসের তৎপরতায় এ্যালসিমাওন নদীর চরায় জেগে ওঠা একটি নতুন দ্বীপে বাস করতে লাগল। এই দ্বীপটি তার মা এরিফায়েলের অভিশাপের এলাকার বাইরে পড়ায় এখানে এরিনায়েসরা ঢুকতে পারল না। ফলে বেশ কিছুদিন ধরে এ্যালসিমাওন ক্যালিরোকে নিয়ে সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগল।

এই কাহিনীটিতে পৌরাণিক উপাদনের থেকে লৌকিক জনশ্রুতিগত উপাদানই বেশী। তবে নীতিগত মূল্যের দিক থেকে এর তাৎপর্য অনেক বেশী। এই কাহিনীটিতে তিনটি শিক্ষা পাওয়া যায়। প্রথমতঃ নারীদের বিচারবুদ্ধি এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের বিচারবুদ্ধির মধ্যে চঞ্চলমতি মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এরিফায়েলের ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত এবং পোষাকের লোভ এর প্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ পুরুষরা সাধারণতঃ খুব অহঙ্কারী আর যশোলোভী হয়। থীবস্ জয়ের পর থার্সাণ্ডারের অহঙ্কার এক বিরাট বিপর্যয় নিয়ে আসে এ্যালসিমাওনের জীবনে। থীবস্ জয়ের সব কৃতিত্ব আর গৌরব একা লাভ করতে গিয়ে এই বিপদ বাধায় থার্সাণ্ডার। তৃতীয়তঃ দৈববাণীর ভুল ব্যাখ্যা করেও অনেক আগে বিপদ বাঁধিয়ে বসত, যেমন করেছিল এ্যালসিমাওন। এ্যাগামেননপুত্র ওরেস্টেসের মত সেও মাকে হত্যা করে এক অনপনেয় পাপের কলঙ্ক আর অন্তহীন এক অভিশাপের বোঝা নিজের

ঘাড়ে চাপিয়ে নেয়। এর থেকে বোঝা যায় পিতার মৃত্যুর জন্ম কারো মাতা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে দায়ী হলেও তার জন্য পুত্র কোন মতেই তার মাতাকে হত্যা করতে পারবে না—এই ধরনের নীতিবোধ সেকালে প্রচলিত ছিল।

হেস্তিয়া

প্রাচীন গ্রীকদেবী হেস্তিয়া ছিলেন পারিবারিক চুল্লী আর পূজাবেদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন পারিবারিক সুখশান্তির দেবী। প্রাচীন গ্রীসের লোকেরা তাই সর্বপ্রথম তাঁর নামে পূজা দিত।

অলিম্পিয়ার দেবদেবীদের মধ্যে একমাত্র হেস্তিয়াই স্বর্গ বা মর্ত্যলোকের কোন যুদ্ধবিগ্রহে বা ঝগড়া বিবাদে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতেন না। শুধু তাই নয়, তিনি সারাজীবন ধরে কৌমার্য ব্রত পালন ও রক্ষা করে চলেন। জীবনে কারো প্রেমের ডাকে কখনো সাড়া দেননি তিনি।

একবার এ্যাপোলো আর পসেডন দুজনে তাঁর প্রেমপ্রার্থী হয়ে তাঁর কাছে প্রেম নিবেদন করতে এলে তিনি দেবরাজ জিয়াসের মাথায় হাত দিয়ে শপথ করেন, তিনি সারাজীবন চিরকুমারী রয়ে যাবেন। তাছাড়া অলিম্পাসের শান্তিরক্ষার কাজে তিনি ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী। এজন্য জিয়াস এই ব্যবস্থা করেন যে মর্ত্যলোকের মানুষ দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি দিতে গেলে প্রথমেই তাদের দেবী হেস্তিয়ার উদ্দেশ্যে বলি দিতে হবে।

একবার মর্ত্যলোকের এক গ্রাম্য ভোজসভায় স্বর্গের দেবদেবীরা যোগদান করেন। সেখানে দেবী হেস্তিয়াও যান। রাত্রি গভীর হলে সমস্ত দেবদেবীরা যখন পানমত্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েন তখন সেই বাড়ির মালিক প্রিয়াপাস পানমত্ত অবস্থায় ঘুমন্ত হেস্তিয়ার শ্লীলতা হানির চেষ্টা করে। এমন সময় সেই বাড়ির একটি পোষা গাধা হঠাৎ চিৎকার করে ডেকে ওঠে। আর তখন সেই ডাকে হেস্তিয়ার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম ভেঙ্গে যেতেই হেস্তিয়া দেখে প্রিয়াপাস তাকে ধর্ষণ করার জন্য উদ্যত হয়েছে।

দয়াবতী দেবী হিসাবেও বিশেষ খ্যাতি আছে হেস্তিয়ার। কোন ভক্ত আত্মরক্ষার জন্য প্রাণভয়ে তাঁর শরণাপন্ন হলে তিনি তাকে রক্ষা করেন। হেস্তিয়া আবার গৃহনির্মাণকার্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবেও পূজিতা হন।

এই কাহিনীর মধ্যেও একটি নৈতিক তাৎপর্য আছে। অতিথিসৎকার গৃহস্বামীদের ধর্ম। বিশেষ করে নারী অতিথিদের সম্মান ও শালীনতা রক্ষা করা গৃহস্বামীর এক অত্যাবশ্যক কর্তব্য। কিন্তু প্রিয়াপাস তার অতিথি দেবী হেস্তিয়ার শালীনতা নষ্ট করতে গিয়ে ধর্মচ্যুত হয়।

সমাপ্ত